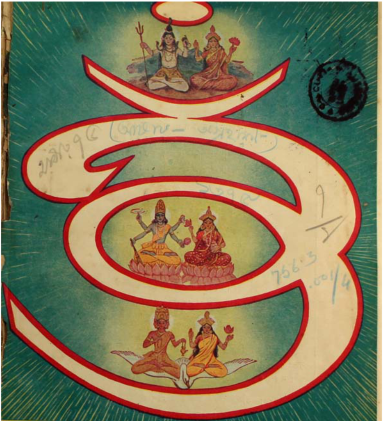

(আচার – অনুষ্ঠান)

756.3
.001/4

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাম মাহাত্ম্য

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঁকারনাথ

সর্বেষামপি যজ্ঞানাং লক্ষণানি ব্রতানি চ।
তীর্থস্নানানি সর্বাণি তপাংস্যনশনানি চ ।১৫
বেদপাঠ-সহস্রাণি প্রাদক্ষিণ্যং ভুবঃ শতম্।
কৃষ্ণনামজপস্যাস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ।১৬

নারদীয়ে—

[illegible]—

[illegible] কৃষ্ণনাম্নঃ [illegible]।
[illegible] কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি নামকীর্তি [illegible] ।১৭

প্রভাসপুরাণে—

[illegible]—

নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ।
প্রায়শ্চিত্তমশেষাণাং পাপানাং মোচকং পরম্ ।১৮

সমস্ত যজ্ঞাদি বিবিধ ব্রত, সকল তীর্থে স্নান, অনশন আদি তপস্যাসমূহ, সহস্র বেদ পাঠ, শতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ কৃষ্ণনাম জপের ষোড়শভাগের এক ভাগের তুল্য নহে ।১৫।১৬

[illegible] কোন জীবে কৃষ্ণ এই নাম উচ্চারণ করেন। অতএব নারকীগণ কৃষ্ণনাম কীর্তন করত কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নাম উচ্চারণ করিতে থাকে। তাদৃশ নাম উচ্চারণ মাত্রেই নরকসকল [illegible] পূর্বক বৈকুণ্ঠের যোগ্যতা লাভ করে ।১৭

হে পরন্তপ! নামসকলের মধ্যে মুখ্যতম নাম যে কৃষ্ণনামক নাম, তাহা অশেষ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও পরম মুক্তিপ্রদ ।১৮

[সপ্তমবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৭৫]

[প্রথম সংখ্যা—রথযাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়নন্দবেদান্ততীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষণ ও গবেষণার সহায়ক ভারতসরকারের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

মুখ্য-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

(বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা]

(প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা)

সম্পাদক :—
শ্রী[illegible]
([illegible])

সহ-সম্পাদকগণ

শ্রীতারাপদ বিদ্যাভূষণ
শ্রীঅনন্তলাল গোস্বামী ন্যায়াচার্য
শ্রীযদুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় এম্. এ

মুখ্য-কর্মাধিকারী :—
[illegible] বিদ্যালয়।
ডাঃ শ্রী[illegible]নাথ এ., এম্. বি., বি. এ. এম্. এস.
ডি. পি. এইচ., ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ্. (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীভারতীয়
বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭২, পি. [illegible] রোড, কলিকাতা—২৫ হইতে প্রকাশিত ও
৯৪, [illegible] পাল লেন, কলিকাতা—৬
[illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই আষাঢ়, ১৩৭১।

কার্যালয় :—
৩৩/২, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৫৫০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র সচিত্র মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে [illegible] [illegible], প্রজাপতি-ঋষিপ্রণীত মনু স্মৃতি [illegible], বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। অতঃপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্যগ্রন্থ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৮'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ ন: প: মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র; গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে ঐ সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, ৮০বি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপনে ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ১-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৯২, পি. [illegible] বি. রোড, বাগবাজার
কলিকাতা—৩।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

[illegible]

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

[illegible]

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'রবে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেক পত্রব্যবহারে একটি করিয়া গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া দেন।

বিনীত

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩'০০ টাকা

২। বিংশসংহিতা ও স্মৃতি ২২'৫০ ,,

সংহিতা—মনু, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, শাতাতপ, বশিষ্ঠ, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত দক্ষ, গৌতম।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুযম, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্যম, লঘুশঙ্খ, দক্ষ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দালভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ ৩০'০০ টাকা

৪। শ্রীবিষ্ণু পুরাণ ৯'০০ ,,

৫। শ্রীমদ্ভাগবত ৪২'০০ ,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত-

আর্য্যশাস্ত্রে

মহাভারতম্

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ানন্দকাব্যতীর্থকৃতবঙ্গানুবাদসম্বলিতম্ ।

আদিপর্ব্ব ।

মহাভারতমহিমা

ভারতং শৃণুয়ান্নিত্যং ভারতং পরিকীর্তয়েৎ ।
ভারতং ভবনে যস্য তস্য হস্তগতো জয়ঃ ॥
ভারতং পরমং পুণ্যং ভারতে বিবিধাঃ কথাঃ ।
ভারতং সেব্যতে দেবৈর্ভারতং পরমং পদম্ ॥
ভারতং সর্বশাস্ত্রাণামুত্তমং ভরতর্ষভ ।
ভারতাৎ প্রাপ্যতে মোক্ষস্তত্ত্বমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥
মহাভারতমাখ্যানং ক্ষিতিং গাঞ্চ সরস্বতীম্ ।
ব্রাহ্মণান্ কেশবঞ্চৈব কীর্তয়ন্নাবসীদতি ॥
বেদে রামায়ণে পুণ্যে ভারতে ভরতর্ষভ ।
আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে ॥
যত্র বিষ্ণুকথা দিব্যাঃ শ্রুতয়শ্চ সনাতনাঃ ।
তচ্ছ্রোতব্যং মনুষ্যেণ পরং পদমিহেচ্ছতা ॥
এতৎ পবিত্রং পরমমেতদ্ধর্মনিদর্শনম্ ।
এতৎ সর্বগুণোপেতং শ্রোতব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥

—মহাভারতোক্ত-হরিবংশে ।

শ্রীহরিঃ

শ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীবেদব্যাসায় নমঃ

মহাভারতম্

আদিপর্ব

(অনুক্রমণিকাপর্ব)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

(সূতস্য নৈমিষে শৌনকাশ্রমগমনম্, মুনীনাং প্রশ্নঃ, ব্যাসস্য মহাভারতরচনাবিষয়িণী চিন্তা, মহাভারতং লিখিতুং গণেশাবাহনায় ব্রহ্মণ উপদেশঃ মহাভারতলিখনে গণেশস্য সম্মতিঃ, সংক্ষেপেণ মহাভারতব্যাখ্যানঞ্চ ।)

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ।
লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবাঃ সৌতিঃ পৌরাণিকো
নৈমিষারণ্যে শৌনকস্য কুলপতের্দ্বাদশবার্ষিকে
সত্রে ॥১॥
সুখাসীনানভ্যগচ্ছদ্ ব্রহ্মর্ষীন্ সংশিতব্রতান্ ।
বিনয়াবনতো ভূত্বা কদাচিৎ সূতনন্দনঃ ॥২॥
তমাশ্রমমনুপ্রাপ্তং নৈমিষারণ্যবাসিনঃ ।
চিত্রাঃ শ্রোতুং কথাস্তত্র পরিবব্রুস্তপস্বিনঃ ॥৩॥
অভিবাদ্য মুনীংস্তাংস্তু সর্বানেব কৃতাঞ্জলিঃ ।
অপৃচ্ছৎ স তপোবৃদ্ধিং সদ্ভিশ্চৈবাভিপূজিতঃ ॥৪॥

আদিপর্ব

(অনুক্রমণিকাপর্ব)

প্রথম অধ্যায়

[মুনিগণের নিকট সূতপুত্রের আগমন, মুনিগণের প্রশ্ন, মহাভারতরচয়িতা ব্যাসদেবের চিন্তা, মহাভারত লিখিবার জন্য গণেশের স্মরণ এবং ব্রহ্মার উপদেশ, মহাভারত লিখিতে গণেশের সম্মতি ও সংক্ষেপে মহাভারতব্যাখ্যান।]

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী ও সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া তাহার পর ভারতাদি পুরাণাদি পাঠ করিবে। (নর=অর্জুন, নরোত্তম=প্রজাপতি, দেবী=দুর্গা)।

নারায়ণকে প্রণাম, নরকে প্রণাম, নরোত্তমকে প্রণাম, দেবীকে প্রণাম, সরস্বতীকে প্রণাম।

কোনও সময়ে লোমহর্ষণ সূতের পুত্র পুরাণপাঠক ও উগ্রশ্রবাঃ নামক সৌতি নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ চলিতে থাকা কালে ও সুখাসীন ব্রহ্মর্ষিগণের নিকট বিনয়ে অবনত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥১-২

(আখ্যানকথার দ্বারা শ্রোতৃবর্গের রোমাঞ্চ জন্মাইতেন এইজন্য লোমহর্ষণ। উগ্রশ্রবা = উগ্র-বিষয়ের শ্রবণকর্তা। কুলপতি = যিনি দশহাজার মুনিকে আহারাদি দ্বারা পোষণ করিয়া অধ্যাপনা করেন।)

তখন নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বিগণ আশ্চর্য কথা শুনিবার জন্য আশ্রমে উপস্থিত সৌতিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন ॥৩

সজ্জনসম্মানিত সৌতি সেই সমস্ত মুনিগণকে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করত তাঁহাদের তপস্যার উন্নতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৪

অথ তেষূপবিষ্টেষু সর্বেষ্বেব তপস্বিষু।
নির্দিষ্টমাসনং ভেজে বিনয়াল্লোমহর্ষণিঃ ॥৫
সুখাসীনং ততস্তং তু বিশ্রান্তমুপলক্ষ্য চ।
অথাপৃচ্ছদৃষিস্তত্র কশ্চিৎ প্রস্তাবয়ন্ কথাঃ ॥৬
কুত আগম্যতে সৌতে ক্ব চায়ং বিহৃতস্ত্বয়া।
কালঃ কমলপত্রাক্ষ শংসৈতৎ পৃচ্ছতো মম ॥৭
এবং পৃষ্টোঽব্রবীৎ সম্যগ্ যথাবল্লোমহর্ষণিঃ।
বাক্যং বচনসম্পন্নস্তেষাঞ্চ চরিতাশ্রয়ম্ ॥৮
তস্মিন্ সদসি বিস্তীর্ণে মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।

সৌতিরুবাচ।

জনমেজয়স্য রাজর্ষেঃ সর্পসত্রে মহাত্মনঃ ॥৯
সমীপে পার্থিবেন্দ্রস্য সম্যক্ পারীক্ষিতস্য চ।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্তাঃ সুপুণ্যা বিবিধাঃ কথাঃ ॥১০
কথিতাশ্চাপি বিধিবদ্ যা বৈশম্পায়নেন বৈ।
শ্রুত্বাহং তা বিচিত্রার্থা মহাভারতসংশ্রিতাঃ ॥১১
বহূনি সম্পরিক্রম্য তীর্থান্যায়তনানি চ।
সমন্তপঞ্চকং নাম পুণ্যং দ্বিজনিষেবিতম্ ॥১২
গতবানস্মি তং দেশং যুদ্ধং যত্রাভবৎ পুরা।
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্ ॥১৩
দিদৃক্ষুরাগতস্তস্মাৎ সমীপং ভবতামিহ।
আয়ুষ্মন্তঃ সর্ব এব ব্রহ্মভূতা হি মে মতাঃ।
অস্মিন্ যজ্ঞে মহাভাগাঃ সূর্যপাবকবর্চসঃ ॥১৪
কৃতাভিষেকাঃ শুচয়ঃ কৃতজপ্যাহুতাগ্নয়ঃ।
ভবন্ত আসনে স্বস্থা ব্রবীমি কিমহং দ্বিজাঃ ॥১৫
পুরাণসংহিতাঃ পুণ্যাঃ কথা ধর্মার্থসংশ্রিতাঃ।
ইতিবৃত্তং নরেন্দ্রাণামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥১৬

তদনন্তর সেইসকল তপস্বিগণ উপবেশন করিলে লোমহর্ষণের পুত্র সৌতি বিনীতভাবে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন ॥৫

তদনন্তর সৌতি সুখোপবিষ্ট হইয়া বিশ্রামলাভ করিয়াছেন দেখিয়া কোন ঋষি উপাখ্যান উত্থাপন করিবার উদ্দেশে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৬

"হে সৌতি! আপনি এখন কোন্ স্থান হইতে আসিতেছেন? এবং কোন্ স্থানে থাকিয়া এতকাল অতিবাহিত করিলেন? হে কমললোচন! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি ইহা আমার নিকটে বলুন" ॥৭

এইরূপ জিজ্ঞাসার পর বাক্পটু সৌতি সেই বিস্তৃত সভায় উপবিষ্ট সেই মুনিগণ ও তাপসগণের প্রীতি সহকারে সম্যক্ ও যথোচিত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সৌতি বলিলেন,—"মহাত্মা, রাজর্ষি ও রাজশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ-তনয় জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ সময়ে তাঁহার নিকটে বেদব্যাসশিষ্য ঋষি পণ্ডিত যে বিবিধ উপাখ্যান বৈশম্পায়ন যথাবিধানে বলিয়াছিলেন, সেই বিচিত্রার্থ-প্রকাশক মহাভারতনামক উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া এবং বহু তীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্র পরিভ্রমণ করিয়া যেখানে পূর্বে কৌরবগণ, পাণ্ডবগণ এবং অন্যান্য রাজগণের যুদ্ধ হইয়াছিল আমি সেই ব্রাহ্মণসেবিত পবিত্র সমন্তপঞ্চক দেশে গিয়াছিলাম ॥৯-১৩

সম্প্রতি আপনাদিগকে দেখিতে উৎসুক হইয়া সেই স্থান হইতে আপনাদের নিকটে আসিয়াছি। কারণ, আমি দীর্ঘায়ু আপনাদের সকলকেই ব্রহ্মের তুল্য বলিয়া মনে করি।

আপনারা ভাগ্যবান্, সূর্য ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী এবং স্নানাদি পবিত্র হইয়া জপ ও হোম সমাপন করিয়া সুস্থভাবে উপবেশন করিয়াছেন। হে ব্রাহ্মণগণ! পবিত্র পুরাণকথা, অথবা ধর্ম ও অর্থ বিষয়ে উপাখ্যান অথবা মহাত্মা রাজর্ষিগণ ও ঋষিগণের ইতিহাস ইহাদের মধ্যে কোন্ বিষয় আমি বলিব?" ॥১৪-১৬

ঋষয় ঊচুঃ।
দ্বৈপায়নেন যৎ প্রোক্তং পুরাণং পরমর্ষিণা।
সুরৈর্ব্রহ্মর্ষিভিশ্চৈব শ্রুত্বা যদভিপূজিতম্ ॥১৭
তস্যাখ্যানবরিষ্ঠস্য বিচিত্রপদপর্ব্বণঃ।
সূক্ষ্মার্থন্যায়যুক্তস্য বেদার্থৈর্ভূষিতস্য চ ॥১৮
ভারতস্যেতিহাসস্য পুণ্যাং গ্রন্থার্থসংযুতাম্।
সংস্কারোপগতাং ব্রাহ্মীং নানাশাস্ত্রোপবৃংহিতাম্ ॥১৯
জনমেজয়স্য যাং রাজ্ঞো বৈশম্পায়ন উক্তবান্।
যথাবৎ স ঋষিস্তুষ্ট্যা সত্রে দ্বৈপায়নাজ্ঞয়া ॥২০
বেদৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তাং ব্যাসস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
সংহিতাং শ্রোতুমিচ্ছামঃ পুণ্যাং পাপভয়াপহাম্ ॥২১
সৌতিরুবাচ।
আদ্যং পুরুষমীশানং পুরুহূতং পুরুষ্টুতম্।
ঋতমেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যক্তাব্যক্তং সনাতনম্ ॥২২
অসচ্চ সদসচ্চৈব যদ্ বিশ্বং সদসৎপরম্।
পরাবরাণাং স্রষ্টারং পুরাণং পরমব্যয়ম্ ॥২৩
মঙ্গল্যং মঙ্গলং বিষ্ণুং বরেণ্যমনঘং শুচিম্।
নমস্কৃত্য হৃষীকেশং চরাচরগুরুং হরিম্ ॥২৪
মহর্ষেঃ পূজিতস্যেহ সর্ব্বলোকৈর্মহাত্মনঃ।
প্রবক্ষ্যামি মতং পুণ্যং ব্যাসস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ ॥২৫
আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি ॥২৬
ইদং তু ত্রিষু লোকেষু মহজ্জ্ঞানং প্রতিষ্ঠিতম্।
বিস্তরৈশ্চ সমাসৈশ্চ ধার্য্যতে যদ্ দ্বিজাতিভিঃ ॥২৭

ঋষিগণ বলিলেন,—"মহর্ষি বেদব্যাস পুরাতন ঘটনার অবলম্বনে যাহা রচনা করিয়াছেন, যাহা শুনিয়া দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ সমাদর করিয়াছেন, সমস্ত উপাখ্যানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই মহাভারত-নামক ইতিহাস শুনিতে আমরা ইচ্ছা করি। কারণ, মহাভারতের পদসমূহ ও পর্ব্বসমূহ অতি মনোহর, তাহাতে যুক্তিপূর্ণ সূক্ষ্ম অর্থ নিহিত রহিয়াছে এবং বেদের অর্থ দ্বারা বিশেষ শোভিত হইয়াছে। তাহার সংস্কারসমূহ পবিত্র, সুমধুর এবং নানাশাস্ত্রার্থে পরিবর্দ্ধিত। রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বেদব্যাসের আজ্ঞায় প্রসিদ্ধ বৈশম্পায়ন ঋষি তাহা আনন্দের সহিত যথানিয়মে বলিয়াছিলেন। ঐ রচনা বেদব্যাসের এক আশ্চর্য্য কর্ম্ম। ঐ গ্রন্থে চারিটি বেদেরই অর্থ পাওয়া যায় এবং ইহা পবিত্র ও পাপভয়নাশক। আমরা ঐ সংহিতা শ্রবণ করিতে অভিলাষী" ॥১৭-২১

সৌতি বলিলেন,—"যিনি জগৎকারণরূপে আদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাতন, সকলের নিয়ন্তা, সকলের পূজিত ও স্তুত, সত্যস্বরূপ, প্রণবরূপ, সাকাররূপে ব্যক্ত কিন্তু আকাশাদিরূপে অব্যক্ত, নিত্য পরমাত্মস্বরূপ এবং যিনি স্বয়ং অসৎ, কিন্তু ব্যবহারিকরূপে সৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, যিনি সত্যস্বরূপ কারণ ও কার্য্যের অতীত, ব্রহ্মাদি উৎকৃষ্ট ও মশকাদি নিকৃষ্ট সমস্ত পদার্থের স্রষ্টা, পুরাতন পুরুষ ও সর্ব্বদা বৃদ্ধিক্ষয়হীন, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও বিনাশরহিত এবং যিনি মঙ্গলদাতা ও মঙ্গলময়, সর্ব্বব্যাপী, লোক ও মুক্তিকামিগণের প্রার্থনীয়, নিষ্পাপ, পবিত্র, ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্ত্তক ও জগতের গুরু সেই নারায়ণকে নমস্কার করিয়া সর্ব্বলোক-পূজিত, মহাত্মা ও অদ্ভুতকর্ম্মা বেদব্যাসের রচিত পবিত্র মহাভারত এখন বলিব ॥২২-২৫

কোন কোন কবি পৃথিবীতে এই ইতিহাস পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন, অপর কবিগণ বর্ত্তমান সময়ে বলিতেছেন এবং ভবিষ্যতে অন্য কবিগণও বলিবেন ॥২৬

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যাহা বিস্তৃত ও সংক্ষেপে ধারণ করিয়া থাকেন, সেই এই মহাভারত তিন লোকেই জ্ঞানের প্রধান কারণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে ॥২৭

অলঙ্কৃতং শুভৈঃ শব্দৈঃ সময়ৈর্দিব্যমানুষৈঃ।
ছন্দোবৃত্তৈশ্চ বিবিধৈরন্বিতং বিদুষাং প্রিয়ম্॥২৮
নিষ্প্রভেহস্মিন্ নিরালোকে সর্ব্বতস্তমসাবৃতে।
বৃহদণ্ডমভূদেকং প্রজানাং বীজমব্যয়ম্॥২৯
যুগস্যাদৌ নিমিত্তং তন্মহদ্দিব্যং প্রচক্ষতে।
যস্মিন্ সংশ্রূয়তে সত্যং জ্যোতির্ব্রহ্ম সনাতনম্॥৩০
অদ্ভুতং চাপ্যচিন্ত্যঞ্চ সর্ব্বত্র সমতাং গতম্।
অব্যক্তং কারণং সূক্ষ্মং যত্তৎ সদসদাত্মকম্॥৩১
যস্মাৎ পিতামহো জজ্ঞে প্রভুরেকঃ প্রজাপতিঃ।
ব্রহ্মা সুরগুরুঃ স্থাণুর্মনুঃ কঃ পরমেষ্ঠ্যথ॥৩২
প্রাচেতসস্তথা দক্ষো দক্ষপুত্রাশ্চ সপ্ত বৈ।
ততঃ প্রজানাং পতয়ঃ প্রাভবন্নেকবিংশতিঃ॥৩৩

পুরুষশ্চাপ্রমেয়াত্মা যং সর্ব্বমৃষয়ো বিদুঃ।
বিশ্বেদেবাস্তথাদিত্যা বসবোহথাশ্বিনাবপি॥৩৪

যক্ষাঃ সাধ্যাঃ পিশাচাশ্চ গুহ্যকাঃ পিতরস্তথা।
ততঃ প্রসূতা বিদ্বাংসঃ শিষ্টা ব্রহ্মর্ষিসত্তমাঃ॥৩৫

রাজর্ষয়শ্চ বহবঃ সর্ব্বৈঃ সমুদিতা গুণৈঃ।
আপো দ্যৌঃ পৃথিবী বায়ুরন্তরিক্ষং দিশস্তথা॥৩৬

সংবৎসরর্ত্তবো মাসাঃ পক্ষাহোরাত্রয়ঃ ক্রমাৎ।
যচ্চান্যদপি তৎ সর্ব্বং সম্ভূতং লোকসাক্ষিকম্॥৩৭

যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিদ্ ভূতং স্থাবরজঙ্গমম্।
পুনঃ সংক্ষিপ্যতে সর্ব্বং জগৎ প্রাপ্তে যুগক্ষয়ে॥৩৮

এই মহাভারত উৎকৃষ্ট শব্দে অলঙ্কৃত এবং দিব্যলোক ও মনুষ্যলোকের আচারে অথবা বৈদিক ও লৌকিক সময়ে এবং বিবিধ ছন্দে পরিপূর্ণ। অতএব ইহা পণ্ডিতগণের প্রিয়॥২৮

এই জগৎ আলোকবিহীন, প্রভাশূন্য [illegible] ও তিমিরে আবৃত ছিল, তখন প্রথমে প্রজা-পদার্থসমূহের বীজ এবং অবিনাশী [illegible] একটী বৃহদাকার অণ্ড (ডিম্ব) জন্মিল॥২৯

মুনিগণ বলিয়া থাকেন যে, সেই অণ্ডই মহাযুগের পূর্ব্বে জগৎপদার্থসমূহের কারণ, বিশাল ও অলৌকিক। সেই অণ্ডে সত্য, চৈতন্যস্বরূপ, নিত্য, অদ্ভুত, অচিন্তনীয়, সর্ব্বত্র সমান, অব্যক্ত, কারণস্বরূপ, সূক্ষ্ম এবং [illegible] সৎ ও অসদাত্মক ব্রহ্ম অবস্থান করিয়াছিলেন॥৩০-৩১

এবং সেই অণ্ড হইতে পিতামহ, প্রভু, মুখ্য প্রজাপতি, সুরগুরু [illegible], [illegible] জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন॥৩২

[illegible] পুত্র দক্ষ, দক্ষের সাত পুত্র, তৎপরে একুশ জন প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করিলেন॥৩৩

সকল ঋষিগণ যাঁহাকে অপ্রমেয় পুরুষ বলিয়া জানেন, তাঁহা হইতে বিশ্বদেবগণ, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যক্ষগণ, সাধ্যগণ, পিশাচগণ, গুহ্যকগণ, পিতৃগণ এবং আর্য্য ও শিষ্ট মুখ্য ব্রহ্মর্ষিগণ জন্মগ্রহণ করিলেন॥৩৪-৩৫

সর্ব্বগুণযুক্ত বহু রাজর্ষি, জল, স্বর্গ, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, দিক্, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিন, এবং রাত্রি [illegible] অপর যাহা কিছু দৃষ্ট বা [illegible], সে সমস্তই সেই [illegible] পুরুষ হইতে জন্মিল। সেই কালের লোকেরা তাহা দেখিয়াছিল॥৩৬-৩৭

এই যাহা কিছু স্থাবর ও জঙ্গম জগৎ [illegible]

[illegible] কোন [illegible] ২৮ [illegible] শ্লোকের পর এই শ্লোকগুলি অধিক দেখা যায়,—

(পুণ্যে হিমবতঃ পাদে মধ্যে গিরিগুহালয়ে।
বিশোধ্য দেহং ধর্ম্মাত্মা দর্ভসংস্তরমাশ্রিতঃ॥
শুচিঃ সনিয়মো ব্যাসঃ শান্তাত্মা তপসি স্থিতঃ।
ভারতস্যেতিহাসস্য ধর্ম্মেণান্বীক্ষ্য তাং গতিম্॥
প্রবিশ্য যোগং জ্ঞানেন সোহপশ্যৎ সর্ব্বমন্ততঃ।)

[illegible] ॥৩৯
[illegible] ।
[illegible] ॥৪০
[illegible] চ ।
[illegible] ॥৪১
[illegible] ।
[illegible] ॥৪২
পুত্রা [illegible] ।
[illegible] ॥৪৩
[illegible] পুত্রাঃ [illegible] ।
[illegible] চ ॥৪৪

[illegible] ।
[illegible] ॥৪৫
[illegible] ।
[illegible] চ ॥৪৬
[illegible] ।
[illegible] ॥৪৭
[illegible] চ ।
[illegible] চ ॥৪৮
[illegible] চ ।
[illegible] ॥৪৯
[illegible] চ ।
[illegible] ॥৫০

পুত্র হইলেন, [illegible] ॥৩৮

যেমন [illegible] পূর্ব্বপূর্ব্ব [illegible] সৃষ্ট হয়, তেমন [illegible] পূর্ব্ব পূর্ব্ব [illegible] সৃষ্ট হয় ॥৩৯

তথাপি, [illegible] ও [illegible] এই [illegible] হইয়াছে ॥৪০

[illegible] পতি হইল; [illegible] ॥৪১

[illegible] এই কয়টি পুত্র জন্মিয়াছিল ॥৪২

ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মার (বিধাতা = ব্রহ্মা) পুত্র ছিলেন এবং [illegible] ছিলেন। [illegible] পুত্র [illegible] ও [illegible] পুত্র [illegible] ॥৪৩

[illegible] তিন পুত্র, [illegible] ও [illegible] ॥৪৪

[illegible] এবং [illegible] পুত্র হইয়াছিল ॥৪৫

[illegible] পুত্র [illegible] হইয়াছিল [illegible] এই [illegible] এবং [illegible] হইয়াছিল ॥৪৬-৪৭

প্রাণিগণের [illegible] বিবিধ [illegible] লোকব্যবহারনির্ব্বাহক [illegible] ॥৪৮-৪৯

ইতিহাস ও [illegible] বিবিধ [illegible] ইত্যাদি সকলই এই গ্রন্থে যথাক্রমে বলিয়াছেন এবং [illegible] বলিয়াছেন ॥৫০

বিস্তীর্য্যৈতন্মহজ্জ্ঞানমৃষিঃ সংক্ষিপ্য চাব্রবীৎ।
ইষ্টং হি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাসধারণম্ ॥৫১
মন্বাদি ভারতং কেচিদাস্তীকাদি তথা পরে।
তথোপরিচরাদ্যন্যে বিপ্রাঃ সম্যগধীয়তে ॥৫২
বিবিধং সংহিতাজ্ঞানং দীপয়ন্তি মনীষিণঃ।
ব্যাখ্যাতুং কুশলাঃ কেচিদ্ গ্রন্থান্ ধারয়িতুং পরে ॥৫৩
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্যস্য বেদং সনাতনম্।
ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতঃ ॥৫৪
পরাশরাত্মজো বিদ্বান্ ব্রহ্মর্ষিঃ সংশিতব্রতঃ।
তদাখ্যানবরিষ্ঠং স কৃত্বা দ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ ॥৫৫
কথমধ্যাপয়ানীহ শিষ্যানিত্যন্বচিন্তয়ৎ।
তস্য তচ্চিন্তিতং জ্ঞাত্বা ঋষের্দ্বৈপায়নস্য চ ॥৫৬
তত্রাজগাম ভগবান্ ব্রহ্মা লোকগুরুঃ স্বয়ম্।
প্রীত্যর্থং তস্য চৈবর্ষের্লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥৫৭
তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতো ভূত্বা প্রাঞ্জলিঃ প্রণতঃ স্থিতঃ।
আসনং কল্পয়ামাস সর্ব্বৈর্মুনিগণৈর্বৃতঃ ॥৫৮
হিরণ্যগর্ভমাসীনং তস্মিংস্তু পরমাসনে।
পরিবৃত্যাসনাভ্যাশে বাসবেয়ঃ স্থিতোঽভবৎ ॥৫৯
অনুজ্ঞাতোঽথ কৃষ্ণস্তু ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা।
নিষসাদাসনাভ্যাশে প্রীয়মাণঃ শুচিস্মিতঃ ॥৬০
উবাচ স মহাতেজা ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্।
কৃতং ময়েদং ভগবন্ কাব্যং পরমপূজিতম্ ॥৬১
ব্রহ্মন্ বেদরহস্যঞ্চ যচ্চান্যৎ স্থাপিতং ময়া।
সাঙ্গোপনিষদাঞ্চৈব বেদানাং বিস্তরক্রিয়া ॥৬২

মহর্ষি বেদব্যাস মহাজ্ঞানস্বরূপ এই মহাভারত বিস্তারে এবং সংক্ষেপে বলিয়াছেন। কারণ এই জগতে পণ্ডিতগণ সংক্ষেপে ও বিস্তারে অধ্যয়ন করিতে ভালবাসেন ॥৫১

কতকগুলি ব্রাহ্মণ মনু অর্থাৎ 'নারায়ণং নমস্কৃত্য' ইত্যাদি মন্ত্র হইতে মহাভারত অধ্যয়ন করেন, অন্য ব্রাহ্মণগণ আস্তীকের উপাখ্যান হইতে পাঠ করেন এবং অপর ব্রাহ্মণগণ উপরিচরবসুর উপাখ্যান হইতে পাঠ করিয়া থাকেন ॥৫২

পণ্ডিতগণ এই মহাভারতের জ্ঞানকে বহুপ্রকার বলেন। অনেকে ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ এবং অপর অনেকে কেবল মুখস্থ করিতে সমর্থ ॥৫৩

সত্যবতীর পুত্র ব্যাস বিশেষ তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যের বলে সনাতন বেদশাস্ত্রের বিভাগ করিয়া এই পুণ্যজনক ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন ॥৫৪

পরাশরপুত্র, বিদ্বান্, ব্রহ্মর্ষি, দৃঢ়ব্রত ক্ষমতাশালী, প্রভু (সর্ব্বশক্তিমান) সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আখ্যানশ্রেষ্ঠ এই মহাভারত রচনা করিয়া শিষ্যগণকে কিরূপে অধ্যয়ন করাইব—ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি দ্বৈপায়নের চিন্তার কথা জানিতে পারিয়া লোকসমূহের হিতকামনায় ও ঋষি দ্বৈপায়নের প্রীতির জন্য জগদ্গুরু ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইলেন ॥৫৬-৫৭

মহর্ষি দ্বৈপায়ন তাঁহাকে দর্শন করায় বিস্মিত হইয়া করযোড়ে প্রণাম করিলেন এবং সমস্ত মুনিগণের সহিত তাঁহার আসনের ব্যবস্থা করিলেন ॥৫৮

সেই উত্তম আসনে ব্রহ্মা উপবেশন করিলে উপরিচরবসুর কন্যা বাসবীর অর্থাৎ সত্যবতীর পুত্র ব্যাসদেব ব্রহ্মাকে পরিক্রমা করিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥৫৯

তাহার পর পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে বসিবার জন্য আদেশ করিলে তিনি প্রীতচিত্তে পবিত্র হাস্য-সহকারে ব্রহ্মার আসনের নিকট উপবেশন করিলেন ॥৬০

সেই মহাতেজস্বী ঋষি পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে ভগবন্! আমি পরম জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক পূজিত এই কাব্য রচনা করিয়াছি ॥৬১

হে ব্রহ্মন্! বেদের যাহা গোপনীয় রহস্য আছে, তাহা এবং অন্য যে সমস্ত শাস্ত্রও আমার স্থাপিত করিয়া আমি ইহাতে ব্যাখ্যা করিয়াছি। কেবল তাহাই নয়, সমস্ত বেদের যে ছয়টি (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ) অঙ্গ আছে, তাহারা এবং উপনিষদসমূহের অর্থসকল এই কাব্যে বিস্তৃতভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে ॥৬২

ইতিহাস-পুরাণানামুন্মেষং নির্ম্মিতঞ্চ যৎ ।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ ত্রিবিধং কালসংজ্ঞিতম্ ॥৬৩
জরা-মৃত্যু-ভয়-ব্যাধি-ভাবাভাববিনিশ্চয়ঃ ।
বিবিধস্য চ ধর্ম্মস্য হ্যাশ্রমাণাঞ্চ লক্ষণম্ ॥৬৪
চাতুর্ব্বর্ণ্যবিধানঞ্চ পুরাণানাঞ্চ কৃৎস্নশঃ ।
তপসো ব্রহ্মচর্য্যস্য পৃথিব্যাশ্চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ ॥৬৫
গ্রহ-নক্ষত্র-তারাণাং প্রমাণঞ্চ যুগৈঃ সহ ।
ঋচো যজূংষি সামানি বেদাধ্যাত্মং তথৈব চ ॥৬৬
ন্যায়-শিক্ষা-চিকিৎসা চ দানং পাশুপতং তথা ।
হেতুনৈব সমং জন্ম দিব্যমানুষসংজ্ঞিতম্ ॥৬৭
তীর্থানাং চৈব পুণ্যানাং দেশানাং চৈব কীর্ত্তনম্ ।
নদীনাং পর্ব্বতানাঞ্চ বনানাং সাগরস্য চ ॥৬৮
পুরাণানাঞ্চ দিব্যানাং কল্পানাং যুদ্ধকৌশলম্ ।
বাক্য-জাতিবিশেষাশ্চ লোকযাত্রাক্রমশ্চ যঃ ॥৬৯
যচ্চাপি সর্ব্বগং বস্তু তচ্চৈব প্রতিপাদিতম্ ।
পরং ন লেখকঃ কশ্চিদেতস্য ভুবি বিদ্যতে ॥৭০

ব্রহ্মোবাচ

তপোবিশিষ্টাদপি বৈ বিশিষ্টান্মুনিসঞ্চয়াৎ ।
মন্যে শ্রেষ্ঠতরং ত্বাং বৈ রহস্যজ্ঞানবেদনাৎ ॥৭১
জন্মপ্রভৃতি সত্যাং তে বেদ্মি গাং ব্রহ্মবাদিনীম্ ।
ত্বয়া চ কাব্যমিত্যুক্তং তস্মাৎ কাব্যং ভবিষ্যতি ॥৭২
অস্য কাব্যস্য কবয়ো ন সমর্থা বিশেষণে ।
বিশেষণে গৃহস্থস্য শেষাস্ত্রয় ইবাশ্রমাঃ ॥৭৩
কাব্যস্য লেখনার্থায় গণেশঃ স্মর্য্যতাং মুনে ।

সৌতিরুবাচ

এবমাভাষ্য তং ব্রহ্মা জগাম স্বং নিবেশনম্ ॥৭৪

ইতিহাস ও পুরাণসকল পর্য্যালোচনা করিয়া তাহার তত্ত্বসমূহ ইহাতে প্রকাশরূপে উক্ত হইয়াছে, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই ত্রিবিধকালের তত্ত্বও বর্ণিত হইয়াছে।৬৩

জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি ও পদার্থসকলের সত্তা ও বিনাশ বিশেষভাবে নির্ণয় করা হইয়াছে এবং অধিকারী ভেদে বিবিধ ধর্ম্মসকলের ও আশ্রমসমূহের লক্ষণও নিরূপিত হইয়াছে।৬৪

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই বর্ণচতুষ্টয়ের কর্ত্তব্য বিধান কথিত হইয়াছে। সমস্ত পুরাণের মূল তত্ত্বও সম্পূর্ণভাবে বলা হইয়াছে, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষণ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা এবং সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই যুগচতুষ্টয়ের পরিমাণ ও প্রমাণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঋক্, যজুঃ, সামবেদ ও অধ্যাত্মশাস্ত্রসকলের মর্ম্ম তত্ত্ব বিবৃতভাবে বর্ণিত আছে।৬৫-৬৬

ন্যায়, শিক্ষা, চিকিৎসা, দান, পাশুপত (মহেশ্বরের মহিমা), কি কারণে জীবের ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম হয়, পুণ্যতীর্থসমূহ, দেশসকল, নদী, পর্ব্বত, বন ও সাগরসমূহ কীর্ত্তিত হইয়াছে।৬৭-৬৮

দিব্য কল্প ও যুদ্ধসমূহের বিবরণকৌশল এবং পুরাণ বিবৃত ও বর্ণিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বাক্য ও জাতিসকলের বিশেষতা ও লোকযাত্রাক্রম (সাংসারিক ব্যবহার) উক্ত হইয়াছে এবং যাহা লোকসকলের উপযোগী বস্তু—তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার লেখক ভূতলে কাহাকেও পাইতেছি না।৬৯-৭০

ব্রহ্মা বলিলেন,—তপস্বী ও শ্রেষ্ঠ মুনিগণ হইতেও অতি [illegible] গোপনীয় জ্ঞানের বিচারে তোমাকে অধিকতর শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি।৭১

জন্ম হইতেই ব্রহ্মবাদিনী তোমার বাক্যকে সত্য বলিয়া জানি, সেইজন্য তুমি যে "কাব্য" বলিয়া উল্লেখ করিলে—ইহা 'কাব্য' বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ হইবে।৭২

যেমন গৃহস্থাশ্রমকে অতিক্রম করিতে অন্য যে তিনটি আশ্রম (ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম) সমর্থ হয় না, সেইরূপ তোমার এই কাব্যকে অতিক্রম করিতে অর্থাৎ ইহা অপেক্ষা বিশেষ ও উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিতে কবিগণও সমর্থ হইবে না।৭৩

ততঃ সস্মার হেরম্বং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
স্মৃতমাত্রো গণেশানো ভক্তচিন্তিতপূরকঃ ।৭৫
তত্রাজগাম বিঘ্নেশো বেদব্যাসো যতঃ স্থিতঃ।
পূজিতশ্চোপবিষ্টশ্চ ব্যাসেনোক্তস্তদানঘ ।৭৬
লেখকো ভারতস্যাস্য ভব ত্বং গণনায়ক।
ময়ৈব প্রোচ্যমানস্য মনসা কল্পিতস্য চ ।৭৭
শ্রুত্বৈতৎ প্রাহ বিঘ্নেশো যদি মে লেখনী ক্ষণম্।
লিখতো নাবতিষ্ঠেত তদা স্যাং লেখকো হ্যহম্ ।৭৮
ব্যাসোঽপ্যুবাচ তং দেবমবুদ্ধ্বা মা লিখ ক্বচিৎ।
ওমিত্যুক্ত্বা গণেশোঽপি বভূব কিল লেখকঃ ।৭৯

হে মুনে! তোমার এই কাব্য লেখনের জন্য তুমি গণেশকে স্মরণ কর। সৌতি বলিলেন—ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া নিজ লোকে গমন করিলেন ।৭৪

তাহার পর সত্যবতীর পুত্র বেদব্যাস হেরম্বকে (সর্ব বিঘ্নবিনাশক গণেশকে) স্মরণ করিলেন। যিনি ভক্তগণের চিন্তিত (প্রার্থিত) বিষয়ের পূরণকারী ও সকল বিঘ্নই যাঁহার অধীন, সেই গণপতি বেদব্যাস যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন—স্মরণমাত্রেই সেখানে উপস্থিত হইলেন। তখন ব্যাসদেব তাঁহার পূজা করিলেন এবং উপবেশনের জন্য আসন প্রদান করিলে তিনি উপবিষ্ট হইলেন। হে নিষ্পাপ শৌনক! তাহার পর বেদব্যাস বলিলেন ।৭৫-৭৬

হে গণনায়ক! মনে মনে কল্পিত (রচিত) এবং (লিখনকালে) মৎকর্তৃক প্রোচ্যমান (আমি যাহা লিখিবার জন্য আপনাকে বলিব সেই) মহাভারতের লেখক আপনি হউন ।৭৭

ইহা শুনিয়া সকল বিঘ্নের বিনাশক গণেশ বলিলেন,—যদি আমার লেখনী লিখিতে লিখিতে ক্ষণকালও বিরামের অবকাশ না পায়, তাহা হইলে আমি লেখক হইতে পারি ।৭৮

গ্রন্থগ্রন্থিং তদা চক্রে মুনির্গূঢ়ং কুতূহলাৎ।
যস্মিন্ প্রতিজ্ঞয়া প্রাহ মুনির্দ্বৈপায়নস্ত্বিদম্ ।৮০
অষ্টৌ শ্লোকসহস্রাণি অষ্টৌ শ্লোকশতানি চ।
অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি সঞ্জয়ো বেত্তি বা ন বা ।৮১
তচ্ছ্লোককূটমদ্যাপি গ্রথিতং সুদৃঢ়ং মুনে।
ভেত্তুং ন শক্যতেঽর্থস্য গূঢ়ত্বাৎ প্রশ্রিতস্য চ ।৮২
সর্বজ্ঞোঽপি গণেশো যৎ ক্ষণমাস্তে বিচারয়ন্।
তাবচ্চকার ব্যাসোঽপি শ্লোকানন্যান্ বহূনপি ।৮৩
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য লোকস্য তু বিচেষ্টতঃ।
জ্ঞানাঞ্জনশলাকাভির্নেত্রোন্মীলনকারকম্ ।৮৪

তখন ব্যাসদেবও সেই দেব গণপতিকে বলিলেন,—আপনিও কোথাও না বুঝিয়া লিখিবেন না। গণেশও তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া মহাভারতের লেখক হইলেন ।৭৯

সেই সময় মুনি কৌতূহলবশতঃ গূঢ়ার্থসম্বলিত (যাহার অর্থ বাহ্যতঃ এক প্রকার কিন্তু ভিতরে অন্যপ্রকার) গ্রন্থগ্রন্থি ([illegible]) রচনা করিলেন। এবং সেই মুনি দ্বৈপায়ন প্রতিজ্ঞাক্রমে এই কথা বলিলেন ।৮০

এই গ্রন্থে আট হাজার আট শত শ্লোক রহিয়াছে, যাহার অর্থ আমি (ব্যাস) জানি, শুকদেব জানেন, কিন্তু সঞ্জয় জানিতেও পারে বা নাও পারে ।৮১

হে মুনে! সেই শ্লোককূট এমন সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত ও গূঢ়ার্থযুক্ত যে, অদ্যাপি উহার অর্থ ভেদ করিতে কেহই সমর্থ নয়; কারণ তাহার অর্থও গূঢ় এবং সমস্ত শ্লোকগুলিও [illegible] রচনা বৈচিত্র্যপূর্ণ ।৮২

আর গণেশ সর্বজ্ঞ হইয়াও বিচারের জন্য

---

* এইরূপ প্রবাদ রহিয়াছে যে, এই মহাভারতে এমন এক এক স্থল [illegible] আছে, যে স্থানে বেদব্যাস [illegible] । গণপতির চিন্তাকুল [illegible] অন্য এক বিষয় [illegible] এই সব কূটশ্লোক রচনা করিয়াছেন। তাহা "ব্যাসকূট" নামে প্রসিদ্ধ।

ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষার্থৈঃ সমাস-ব্যাসকীর্ত্তনৈঃ ।
তথা ভারতসূর্য্যেণ নৃণাং বিনিহতং তমঃ ॥৮৫
পুরাণপূর্ণচন্দ্রেণ শ্রুতিজ্যোৎস্নাঃ প্রকাশিতাঃ ।
নৃবুদ্ধিকৈরবাণাঞ্চ কৃতমেতৎ প্রকাশনম্ ॥৮৬
ইতিহাসপ্রদীপেন মোহাবরণঘাতিনা ।
লোকগর্ভগৃহং কৃৎস্নং যথাবৎ সম্প্রকাশিতম্ ॥৮৭
সংগ্রহাধ্যায়বীজো বৈ পৌলোমাস্তীকমূলবান্ ।
সম্ভবস্কন্ধবিস্তারঃ সভারণ্যবিটঙ্কবান্ ॥৮৮
অরণীপর্ব্বরূপাঢ্যো বিরাটোদ্যোগসারবান্ ।
ভীষ্মপর্ব্বমহাশাখো দ্রোণপর্ব্বপলাশবান্ ॥৮৯

কর্ণপর্ব্বসিতৈঃ পুষ্পৈঃ শল্যপর্ব্বসুগন্ধিভিঃ ।
স্ত্রীপর্ব্বৈষীকবিশ্রামঃ শান্তিপর্ব্বমহাফলঃ ॥৯০
অশ্বমেধামৃতরসস্ত্বাশ্রমস্থানসংশ্রয়ঃ ।
মৌষলঃ শ্রুতিসংক্ষেপঃ শিষ্টদ্বিজনিষেবিতঃ ॥৯১
সর্ব্বেষাং কবিমুখ্যানামুপজীব্যো ভবিষ্যতি ।
পর্জ্জন্য ইব ভূতানামক্ষয়ো ভারতদ্রুমঃ ॥

সৌতিরুবাচ ।

তস্য বৃক্ষস্য বক্ষ্যামি শশ্বৎ পুষ্পফলোদয়ম্ ।
স্বাদুমেধ্যরসোপেতমচ্ছেদ্যমমরৈরপি ॥৯৩
মাতুর্নিয়োগাদ্ধর্ম্মাত্মা গাঙ্গেয়স্য চ ধীমতঃ ।
ক্ষেত্রে বিচিত্রবীর্য্যস্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ পুরা ॥৯৪

অবধারণ করিতেন। সেই অবকাশে ব্যাসদেবও বহু শ্লোক রচনা করিয়া ফেলিতেন ।৮৩

এই মহাভারত অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত ও অন্ধপ্রায়ে নানা রূপে বিচেষ্টমান ব্যক্তিগণের চক্ষুকে জ্ঞানরূপ অঞ্জনের শলাকা দ্বারা উন্মীলিত করে ।৮৪

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষবিষয়ে উপায় যাহাতে সংক্ষেপে ও বিস্তৃতভাবে সমস্ত উক্তি হইয়াছে, সেই মহাভারতরূপ সূর্য্যের দ্বারা মানবগণের (অজ্ঞান) তম বিনাশিত হইয়াছে। (এই মহাভারত পাঠ করা সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায় বলিয়া এরূপ উক্তি।)৮৫

এই মহাভারত পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্র দ্বারা বেদরূপ জ্যোৎস্না প্রকাশিত হইয়াছে এবং মনুষ্যবুদ্ধিরূপ কৈরবসকল উহার দ্বারা বিকশিত হইয়াছে।৮৬

মোহের আবরণনাশী এই মহাভারতরূপ ইতিহাস-প্রদীপের দ্বারা সমস্ত লোকরূপ অন্তঃপুরের অভ্যন্তরস্থিত গৃহ যথাযথভাবে আলোকে উদ্ভাসিত হইল ।৮৭

সংগ্রহাধ্যায় (আদিপর্ব্ব) হইল এই মহাভারতরূপ বৃক্ষের বীজ, পৌলোম ও আস্তীক পর্ব্ব হইল উহার মূল, সম্ভব পর্ব্ব হইল উহার বিস্তৃত কাণ্ডরূপ এবং সভা ও অরণ্যপর্ব্ব হইল—উহার বিটপ (পক্ষী বসিবার স্থানবিশেষ)।৮৮

অরণীপর্ব্ব হইল উহার—[illegible], বিরাট্ এবং উদ্যোগপর্ব্ব উহার সারভাগ, ভীষ্মপর্ব্ব উহার বৃহৎ শাখা, দ্রোণপর্ব্ব উহার পত্র ।৮৯

কর্ণপর্ব্ব উহার শুভ্র পুষ্পগুচ্ছ, শল্যপর্ব্ব উহার সৌরভ গন্ধ, স্ত্রীপর্ব্ব ও ঐষীক পর্ব্ব উহার বিশ্রামস্থল (ছায়া), শান্তিপর্ব্বই হইল উহার মহাফল ।৯০

অশ্বমেধপর্ব্ব উহার অমৃতরস, আশ্রমপর্ব্ব উহার আশ্রয় লইয়া বসিবার স্থান এবং মৌষলপর্ব্ব উহার শ্রুতি স্থানীয় দীর্ঘ ও উচ্চ শাখার অগ্রভাগ এবং মহাব্রাহ্মণগণ ও বিদ্বান্ শিষ্যগণ উহা উপভোগ করেন ।৯১

এরূপ এই ভারতরূপ বৃক্ষসকলের অক্ষয় উপজীব্য মেঘের ন্যায় সমস্ত কবিশ্রেষ্ঠের অক্ষয় উপজীব্য (আশ্রয়) অর্থাৎ ইহারই উপাদান লইয়া শ্রেষ্ঠ কবিগণ কাব্য রচনা করিবেন ।৯২

সৌতি বলিলেন,—মহাভারতরূপ বৃক্ষের অবিনশ্বর আস্বাদ্য, মধুর, পবিত্ররসযুক্ত পত্র এবং পুষ্প হইতে ফল ও পর্ব্ব। আমি উহাই বর্ণনা করিব ।৯৩

পরাশরপুত্র, বিদ্বান্, ব্রহ্মর্ষি, [illegible], ধর্ম্মনিষ্ঠ ও

ক্ষেত্রযোনিষু কৌরব্যান্ জনয়ামাস বীর্য্যবান্ ।
উৎপাদ্য ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ পাণ্ডুং বিদুরমেব চ ।৯৫
জগাম তপসে ধীমান্ পুনরেবাশ্রমং প্রতি ।
তেষু জাতেষু বৃদ্ধেষু গতেষু পরমাং গতিম্ ।৯৬
অব্রবীদ্ ভারতং লোকে মানুষেঽস্মিন্ মহামুনিঃ ।
জনমেজয়েন পৃষ্টঃ সন্ ব্রাহ্মণৈশ্চ সহস্রশঃ ।৯৭
শশাস শিষ্যমাসীনং বৈশম্পায়নমন্তিকে ।
স সদস্যৈঃ সহাসীনঃ শ্রাবয়ামাস ভারতম্ ।৯৮
কর্ম্মান্তরেষু যজ্ঞস্য চোদ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ ।
বিস্তরং কুরুবংশস্য গান্ধার্য্যা ধর্ম্মশীলতাম্ ।৯৯
ক্ষত্তুঃ প্রজ্ঞাং ধৃতিং কুন্ত্যাঃ সম্যগ্ দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ।
বাসুদেবস্য মাহাত্ম্যং পাণ্ডবানাঞ্চ সত্যতাম্ ।১০০

দুর্ব্বৃত্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণামুক্তবান্ ভগবানৃষিঃ ।
ইদং শতসহস্রং তু লোকানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ।১০১
উপাখ্যানৈঃ সহ জ্ঞেয়মাদ্যং ভারতমুত্তমম্ ।
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্ ।১০২
উপাখ্যানৈর্বিনা তাবদ্ ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ।
ততোঽধ্যর্দ্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ ।১০৩
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তং সর্ব্বপর্ব্বণাম্ ।
ইদং দ্বৈপায়নঃ পূর্ব্বং পুত্রমধ্যাপয়চ্ছুকম্ ।১০৪
ততোঽন্যেভ্যোঽনুরূপেভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ বিভুঃ ।
ষষ্টিং শতসহস্রাণি চকারান্যাং স সংহিতাম্ ।১০৫
ত্রিংশচ্ছতসহস্রঞ্চ দেবলোকে প্রতিষ্ঠিতম্ ।
পিত্র্যে পঞ্চদশ প্রোক্তং গন্ধর্ব্বেষু চতুর্দ্দশ ।১০৬

বীর্য্যবান্ ব্যাসদেব মাতা ও ধীমান্ ভীষ্মের নিয়োগ অনুসারে পূর্ব্বে ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীতে তিনটি অগ্নির ন্যায় (দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য, আহবনীয়—এই অগ্নি) তিনটি কুরুবংশীয় পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ।৯৪-৯৫

ধীমান্ বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরকে উৎপাদন করিয়া পুনরায় তপস্যা করার জন্য আশ্রমের দিকে গমন করিলেন ।৯৬

সেই পুত্রত্রয় প্রভৃতি জন্মলাভ করিয়া বার্দ্ধক্যে স্বর্গ গমন করিলে মহর্ষি বেদব্যাস এই মর্ত্ত্যলোকে মহাভারত বলিয়াছিলেন ।৯৭

বেদব্যাস মহারাজ জনমেজয় ও ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সহস্রবার পৃষ্ট হইয়া নিকটে উপবিষ্ট শিষ্য বৈশম্পায়নকে মহাভারত বলিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন ।৯৮

সর্পযজ্ঞের সময়ে হোমাদিকর্ম্মের ফাঁকে অবসরকালে পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া বৈশম্পায়ন সদস্যগণ সহিত উপবিষ্ট রাজা জনমেজয়কে মহাভারত শ্রবণ করাইয়াছিলেন ।৯৯

এই মহাভারতে বেদব্যাস কুরুবংশের বিস্তৃতি, গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতা, বিদুরের বুদ্ধিমত্তা এবং কুন্তীর ধৈর্য্যগুণের কথা সুন্দরভাবে বলিয়াছেন ।১০০

ভগবান্ ব্যাসদেব এই মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবগণের সত্যনিষ্ঠা এবং দুর্য্যোধনাদির দুর্ব্যবহারের কথাও সুন্দরভাবে বলিয়াছেন ।১০১

উপাখ্যানভাগের সহিত এই মহাভারতে একলক্ষ পবিত্র শ্লোক আছে—ইহা সকলের জানা উচিত। তাহাই উৎকৃষ্ট এবং সকলের পক্ষে প্রথম জ্ঞাতব্য ।১০২

ব্যাসদেব উপাখ্যান ভাগ ত্যাগ করিয়া চব্বিশ হাজার শ্লোকে মহাভারত সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণের মতে তাহাই প্রকৃত মহাভারত ।১০৩

তদনন্তর পুনরায় তিনি দেড়শত শ্লোকে একটী অনুক্রমণিকাধ্যায় রচনা করিয়াছিলেন। এই অধ্যায়ে সমস্ত পর্ব্বেরই সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আছে ।১০৪

একং শতসহস্রং তু মানুষেষু প্রতিষ্ঠিতম্ ।
নারদোঽশ্রাবয়দ্ দেবানসিতো দেবলঃ পিতৄন্ ॥১০৭
গন্ধর্ব-যক্ষ-রক্ষাংসি শ্রাবয়ামাস বৈ শুকঃ ।
অস্মিংস্তু মানুষে লোকে বৈশম্পায়ন উক্তবান্ ॥১০৮
শিষ্যো ব্যাসস্য ধর্ম্মাত্মা সর্ব্ববেদবিদাং বরঃ ।
একং শতসহস্রং তু ময়োক্তং বৈ নিবোধত ॥১০৯
দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখাঃ ।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী ॥১১০
যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখাঃ ।
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ ॥১১১
পাণ্ডুর্জ্জিত্বা বহূন্ দেশান্ যুধা বিক্রমণেন চ ।
অরণ্যে মৃগয়াশীলো স্বজনৈর্নিবসন্ সহ ॥১১২
মৃগব্যবায়নিধনাৎ কৃচ্ছ্রাং প্রাপ স আপদম্ ।
জন্মপ্রভৃতি পার্থানাং তত্রাচারবিধিক্রমঃ ॥১১৩
মাত্রোরভ্যুপপত্তিশ্চ ধর্ম্মোপনিষদং প্রতি ।
ধর্ম্মস্য বায়োঃ শক্রস্য দেবয়োশ্চ তথাশ্বিনোঃ ॥১১৪

প্রভু ব্যাসদেব প্রথমে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে এই মহাভারত পড়াইয়াছিলেন। তৎপরে অন্যান্য যোগ্য শিষ্যের নিকট এই শাস্ত্র ব্যক্ত করিয়াছিলেন।১০৬

ষাট লক্ষ শ্লোকে ব্যাস দেবতাদের জন্য একটি মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন; তাহার মধ্যে ত্রিশ লক্ষ দেবলোকে, পনর লক্ষ পিতৃলোকে, চৌদ্দ লক্ষ গন্ধর্ব্বলোকে এবং এক লক্ষ মর্ত্ত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত আছে।

নারদ দেবগণকে, অসিত ও দেবলনামক মুনি পিতৃগণকে এবং শুকদেব গন্ধর্ব, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে সেই মহাভারত শুনাইয়াছিলেন।

ব্যাসদেবের শিষ্য, ধর্ম্মাত্মা ও সমস্ত বেদজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈশম্পায়ন মুনি এই মনুষ্যলোকে এক লক্ষ শ্লোকে রচিত মহাভারত বলিয়াছিলেন; আমিও আপনাদের নিকট তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ করুন।১০৮-১০৯

দুর্য্যোধন একটি ক্রোধময় বৃহৎ বৃক্ষ ছিলেন; এই বৃক্ষের স্কন্ধদেশ ছিলেন কর্ণ, শাখাসমূহ ছিলেন শকুনি, দুঃশাসন তাহার সমৃদ্ধিশালী পুষ্প ও ফল এবং অবিবেকী রাজা ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন তাহার মূল।১১০

যুধিষ্ঠির একটি ধর্ম্মময় উৎকৃষ্ট বৃক্ষ ছিলেন, অর্জ্জুন ছিলেন এই বৃক্ষের স্কন্ধদেশ, ভীমসেন ছিলেন তাহার শাখা, নকুল ও সহদেব ছিলেন তাহার সমৃদ্ধিশালী পুষ্প ও ফল এবং শ্রীকৃষ্ণ, বেদ ও ব্রাহ্মণগণ ছিলেন তাহার মূল।১১১

পাণ্ডু যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক বহুদেশ জয় করিয়া মৃগয়াকার্য্যে নিরত থাকিয়া পরিজনগণের সহিত বনে বাস করিতে লাগিলেন।১১২

একসময়ে হরিণরূপ ধারণ করিয়া মৈথুনে প্রবৃত্ত কোন মুনিকে পাণ্ডু বধ করিলে মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই মুনি পাণ্ডুকে শাপ দেন যে "মৈথুনকালে তোমারও মৃত্যু হইবে"। তাহাতে অপত্য না হওয়ায় সঙ্কট অবস্থায় পড়িয়া পাণ্ডু ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন করার জন্য কুন্তী ও মাদ্রীকে আদেশ দিলেন, তাহাতে যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম হইল।১১৩

ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারযুগলকে আকর্ষণ করিবার জন্য পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রীকে মন্ত্র পাঠ করিতে আদেশ দিলেন।১১৪

(অথ তা [illegible] প্রজা কর্তুঃ পিতা পৃথা।
ধর্ম্মাদিভ্যশ্চ [illegible]।
[illegible] চ।)
তাপসৈঃ সহ সংবৃদ্ধা মাতৃভ্যাং পরিপালিতাঃ।
মেধ্যারণ্যেষু পুণ্যেষু মহতামাশ্রমেষু চ ॥১১৫
ঋষিভির্যৎ তদানীতা ধার্তরাষ্ট্রান্ প্রতি স্বয়ম্।
শিশবশ্চাভিরূপাশ্চ জটিলা ব্রহ্মচারিণঃ ॥১১৬
পুত্রাশ্চ ভ্রাতরশ্চেমে শিষ্যাশ্চ সুহৃদশ্চ বঃ।
পাণ্ডবা এত ইত্যুক্ত্বা মুনয়োঽন্তর্হিতাস্ততঃ ॥১১৭
তাংস্তৈর্নিবেদিতান্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডবান্ কৌরবাস্তদা।
শিষ্টাশ্চ বর্ণাঃ পৌরা যে তে হর্ষাচ্চুক্রুশুর্ভৃশম্ ॥
১১৮

আহুঃ কেচিন্ন তস্যৈতে তস্যৈত ইতি চাপরে।
যদা চিরমৃতঃ পাণ্ডুঃ কথং তস্যেতি চাপরে ॥১১৯

স্বাগতং সর্ব্বথা দিষ্ট্যা পাণ্ডোঃ পশ্যাম সন্ততিম্।
উচ্যতাং স্বাগতমিতি বাচোঽশ্রূয়ন্ত সর্ব্বশঃ ॥১২০

তস্মিন্নুপরতে শব্দে দিশঃ সর্ব্বা বিনাদয়ন্।
অন্তর্হিতানাং ভূতানাং নিঃস্বনস্তুমুলোঽভবৎ ॥১২১

পুষ্পবৃষ্টিঃ শুভা গন্ধাঃ শঙ্খদুন্দুভিনিস্বনাঃ।
আসন্ প্রবেশে পার্থানাং তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥১২২

তৎপ্রীত্যা চৈব সর্ব্বেষাং পৌরাণাং হর্ষসম্ভবঃ।
শব্দ আসীন্মহাংস্তত্র দিবস্পৃক্ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ॥১২৩

পাণ্ডবগণ মুনিগণের পবিত্র তপোবনে ও আশ্রমে কুন্তী ও মাদ্রী কর্তৃক লালিত পালিত হইয়া মুনিবালকগণের সহিত বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ॥১১৫

ঋষিগণ নিজেরাই তখন ব্রহ্মচারী, জটাধারী ও সুন্দর সেই বালকগণকে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের নিকট লইয়া গেলেন ॥১১৬

তখন ঋষিগণ বলিলেন “ইহারা পাণ্ডুর পুত্র; অতএব আপনাদের (ধৃতরাষ্ট্রপ্রভৃতির) পুত্রস্থানীয় ও আত্মীয় এবং (দ্রোণাচার্য্যপ্রভৃতির) শিষ্য ও সুহৃদ্। ইহা বলিয়া ঋষিগণ তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন ॥১১৭

ঋষিগণ পাণ্ডুর পুত্র বলিয়া সেই বালকদিগকে পরিচয় জানাইবার পর তাহাদিগকে দেখিয়া তখন কৌরবগণ এবং পুরবাসী ব্রাহ্মণাদি সকলেই আনন্দে মহাকোলাহল করিয়া উঠিলেন ॥১১৮

কেহ কেহ বলিলেন—ইহারা পাণ্ডুর পুত্র নহে; অন্যেরা বলিলেন—ইহারা পাণ্ডুরই পুত্র। অপর একদল বলিলেন—পাণ্ডু দীর্ঘকাল পূর্ব্বে মৃত হইয়াছেন; তাহা হইলে ইহারা তাঁহার পুত্র, ইহা কি সম্ভব ?॥১১৯

কেহ কেহ বলিলেন—“বালকগণ! তোমাদের সুখে আগমন হইয়াছে ত? বিশেষ সৌভাগ্যের ফলে আজ আমরা পাণ্ডুর বংশধরগণকে দেখিলাম। অন্যেরা বলিলেন—বালকগণ! তোমরা বল যে আমাদের সুখে আগমন হইয়াছে। সেখানে এইরূপ কথাবার্তা সকলে শুনিতে পাইল ॥১২০

সেই কোলাহলের নিবৃত্তি হইলে অদৃশ্য দেবজাতীয় প্রাণিগণের ‘ইহারা পাণ্ডবই’ ‘ইহারা পাণ্ডবই’ এইপ্রকার তুমুল কোলাহল সকল দিক্ মুখরিত করিয়া উত্থিত হইল ॥১২১

যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি পাণ্ডবগণের প্রবেশসময়ে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল, মনোহর গন্ধ উৎপন্ন হইয়াছিল এবং শঙ্খ ও দুন্দুভির শব্দ হইয়াছিল; সে সকল যেন আশ্চর্য্য বলিয়া সকলের মনে হইল ॥১২২

সেই সময় যুধিষ্ঠির প্রভৃতির প্রতি প্রীতিবশতঃ সকল পুরবাসীদিগের আনন্দজনিত মহাকোলাহল আকাশ স্পর্শ করিল এবং তাহাতে তাঁহাদের যশ বর্দ্ধিত হইল ॥১২৩

তেঽধীত্য নিখিলান্ বেদান্ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ।
ন্যবসন্ পাণ্ডবাস্তত্র পূজিতা অকুতোভয়াঃ ॥১২৪
যুধিষ্ঠিরস্য শৌচেন প্রীতাঃ প্রকৃতয়োঽভবন্ ।
ধৃত্যা চ ভীমসেনস্য বিক্রমেণার্জ্জুনস্য চ ॥১২৫
গুরুশুশ্রূষয়া কুন্ত্যা যময়োর্বিনয়েন চ ।
তুতোষ লোকঃ সকলস্তেষাং শৌর্য্যগুণেন চ ॥১২৬
সমবায়ে ততো রাজ্ঞাং কন্যাং ভর্তৃস্বয়ংবরাম্ ।
প্রাপ্তবানর্জ্জুনঃ কৃষ্ণাং কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্ ॥১২৭
ততঃ প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ পূজ্যঃ সর্ব্বধনুষ্মতাম্ ।
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ সমরেষ্বপি চাভবৎ ॥১২৮
স সর্ব্বান্ পার্থিবান্ জিত্বা সর্ব্বাংশ্চ মহতো গণান্ ।
আজহারার্জ্জুনো রাজ্ঞো রাজসূয়ং মহাক্রতুম্ ॥১২৯
অন্নবান্ দক্ষিণাবাংশ্চ সর্ব্বৈঃ সমুদিতো গুণৈঃ ।
যুধিষ্ঠিরেণ সম্প্রাপ্তো রাজসূয়ো মহাক্রতুঃ ॥১৩০
সুনয়াৎ বাসুদেবস্য ভীমার্জ্জুনবলেন চ ।
ঘাতয়িত্বা জরাসন্ধং চৈদ্যঞ্চ বলগর্ব্বিতম্ ॥১৩১
দুর্য্যোধনং সমাগচ্ছন্নর্হণানি ততস্ততঃ ।
মণিকাঞ্চনরত্নানি গোহস্ত্যশ্বধনানি চ ॥১৩২
বিচিত্রাণি চ বাসাংসি প্রাবারাবরণানি চ ।
কম্বলাজিনরত্নানি রাঙ্কবাস্তরণানি চ ॥১৩৩
সমৃদ্ধাং তাং তথা দৃষ্ট্বা পাণ্ডবানাং তদা শ্রিয়ম্ ।
ঈর্ষ্যাসমুত্থঃ সুমহাংস্তস্য মন্যুরজায়ত ॥১৩৪
বিমানপ্রতিমাং তত্র ময়েন সুকৃতাং সভাম্ ।
পাণ্ডবানামুপহৃতাং স দৃষ্ট্বা পর্য্যতপ্যত ॥১৩৫

সেই পাণ্ডবগণ সমস্ত বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সকলের দ্বারা সম্মানিত হইয়া নির্ভয়ে সেই রাজধানীতে বাস করিতে লাগিলেন ।১২৪

প্রজাগণ যুধিষ্ঠিরের পবিত্রতায়, ভীমের ধৈর্য্যে ও অর্জ্জুনের বিক্রম দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল ।১২৫

কুন্তীর গুরুশুশ্রূষা, নকুল ও সহদেবের বিনয় এবং পাণ্ডবগণের সকলেরই শৌর্য্য দেখিয়া সমস্ত লোক আনন্দিত হইল ।১২৬

তদনন্তর রাজগণের মধ্যে অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্য লক্ষ্যভেদ করিয়া অর্জ্জুন কৃষ্ণানাম্নী পতিম্বরা রাজকন্যাকে লাভ করিলেন ।১২৭

সেইদিন হইতে এই জগতে অর্জ্জুন সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের পূজ্য এবং যুদ্ধস্থলে সূর্য্যের ন্যায় দুর্দ্দর্শ হইলেন ।১২৮

অর্জ্জুন এক এক করিয়া এবং সম্মিলিত অবস্থায়ও সমস্ত নৃপতিবর্গকে জয় করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিলেন ।১২৯

যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের সুনীতিতে এবং ভীম ও অর্জ্জুনের শক্তিতে বলগর্ব্বিত জরাসন্ধ ও শিশুপালকে নিহত করাইয়া প্রচুর অন্ন ও দক্ষিণাযুক্ত সর্ব্বগুণ-যুক্ত রাজসূয় মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেন ।১৩০-৩১

মণি, স্বর্ণ, রত্ন, গাভী, হস্তী, অশ্ব, অদ্ভুত বস্ত্র, বিবিধ বস্ত্র, উৎকৃষ্ট আবরণ, উৎকৃষ্ট কম্বল ও চর্ম্ম এবং রঙ্কুমৃগের লোমের দ্বারা নির্ম্মিত আস্তরণ এই সকল উপহার দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল ।১৩২-৩৩

পাণ্ডবগণের সেইরূপ সমৃদ্ধিশালিনী রাজলক্ষ্মী দেখিয়া তখন দুর্য্যোধনের মনে ঈর্ষ্যামূলক অধিক ক্রোধ জন্মিল ।১৩৪

সেই যজ্ঞস্থানে পাণ্ডবগণের জন্য ময়দানব কর্তৃক নির্ম্মিত একটি বিমান [illegible]-সদৃশ সভাগৃহ দেখিয়া দুর্য্যোধন ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিলেন ।১৩৫

তত্রাবহসিতশ্চাসীৎ প্রস্কন্দন্নিব সম্ভ্রমাৎ।
প্রত্যক্ষং বাসুদেবস্য ভীমেনানভিজাতবৎ ।১৩৬

স ভোগান্ বিবিধান্ ভুঞ্জন্ রত্নানি বিবিধানি চ।
কথিতো ধৃতরাষ্ট্রস্য বিবর্ণো হরিণঃ কৃশঃ ।১৩৭

অন্বজানাৎ ততো দ্যূতং ধৃতরাষ্ট্রঃ সুতপ্রিয়ঃ।
তচ্ছ্রুত্বা বাসুদেবস্য কোপঃ সমভবন্মহান্ ।১৩৮

নাতিপ্রীতমনাশ্চাসীদ্ বিবাদাংশ্চান্বমোদত।
দ্যূতাদীননয়ান্ ঘোরান্ বিবিধাংশ্চাপ্যুপৈক্ষত
।১৩৯

নিরস্য বিদুরং ভীষ্মং দ্রোণং শারদ্বতং কৃপম্।
বিগ্রহে তুমুলে তস্মিন্ দহন্ ক্ষত্রং পরস্পরম্ ।১৪০

জয়ৎসু পাণ্ডুপুত্রেষু শ্রুত্বা সুমহদপ্রিয়ম্।
দুর্যোধনমতং জ্ঞাত্বা কর্ণস্য শকুনেস্তথা ।১৪১

ধৃতরাষ্ট্রশ্চিরং ধ্যাত্বা সঞ্জয়ং বাক্যমব্রবীৎ।
শৃণু সঞ্জয় সর্বং মে ন চাসূয়িতুমর্হসি ।১৪২

শ্রুতবানসি মেধাবী বুদ্ধিমান্ প্রাজ্ঞসম্মতঃ।
ন বিগ্রহে মম মতির্ন চ প্রীয়ে কুলক্ষয়ে ।১৪৩

ন মে বিশেষঃ পুত্রেষু স্বেষু পাণ্ডুসুতেষু বা।
বৃদ্ধং মামভ্যসূয়ন্তি পুত্রা মন্যুপরায়ণাঃ ।১৪৪

অহং ত্বচক্ষুঃ কার্পণ্যাৎ পুত্রপ্রীত্যা সহামি তৎ।
মুহ্যন্তং চানুমুহ্যামি দুর্যোধনমচেতনম্ ।১৪৫

সেই সভাস্থলে জলে স্থলভ্রম ও স্থলে জলভ্রমবশতঃ দুর্যোধন যেন পড়িয়া যাইতে লাগিলেন; তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষে দুর্যোধন ভীমের দ্বারা নীচস্বভাবের লোকের ন্যায় উপহসিত হইলেন ।১৩৬

দুর্যোধন নানাপ্রকার ভোগ্য ও বিবিধ রত্ন ভোগ করিলেও অন্তর্দাহ ক্রোধে তাঁহার শরীর বিবর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইয়া গেল; তিনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়া সমস্ত কথা বলিলেন ।১৩৭

তখন পুত্রপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্র পাশাখেলার অনুমতি দিলেন, তাহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ।১৩৮

(উভয় পক্ষে আত্মীয়তায়) শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ সন্তোষলাভ করিতে পারিলেন না, অথচ দুই পক্ষের বিবাদও অনুমোদন করিলেন এবং (বিষয় করিলেও নিবৃত্ত হইল না এইরূপ) পাশাখেলা প্রভৃতি বিবিধ দারুণ দুর্নীতিকে উপেক্ষা করিলেন ।১৩৯

বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ ও শরদ্বানের পুত্র কৃপকে নিরস্ত করিয়া যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল তাহাতে ক্ষত্রিয়গণ পরস্পর পরস্পরকে বিনষ্ট করিল ।১৪০

পাণ্ডবগণ জয়যুক্ত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র সেই অত্যন্ত অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনির মত জানিয়া দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়া সঞ্জয়কে বলিলেন,—"সঞ্জয়! সমস্ত কথা শ্রবণ কর, তুমি আমার প্রতি অসূয়া করিও না" ।১৪১-৪২

তুমি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, মেধাবী, বুদ্ধিমান্ এবং পণ্ডিতগণের প্রিয়। যুদ্ধাদিবিষয়ে আমার সম্মতি ছিল না কিংবা বংশনাশেও আমি সন্তুষ্ট হই নাই ।১৪৩

নিজের পুত্রগণ ও পাণ্ডুর পুত্রগণের মধ্যে আমার পার্থক্যবুদ্ধি ছিল না। কিন্তু আমার ক্রোধপরায়ণ পুত্রগণ আমি বৃদ্ধ বলিয়া আমার দোষ দেখাইত ।১৪৪

কিন্তু আমি অন্ধ বলিয়া আমার অসামর্থ্যবশতঃ এবং পুত্রস্নেহবশতঃ সেই দোষদর্শন সহ্য করিতাম; অল্পবুদ্ধি দুর্যোধন তাহার বিষয়ে মোহপ্রযুক্ত হইয়া যখন মূর্চ্ছায় পতিত হয়, তাহা দর্শন করিয়া আমিও মুগ্ধ হইয়া পড়িতাম ।১৪৫

রাজসূয়ে শ্রিয়ং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবস্য মহৌজসঃ।
তচ্চাবহসনং প্রাপ্য সভারোহণদর্শনে ॥১৩৬
অমর্ষিতঃ স্বয়ং জেতুমশক্তঃ পাণ্ডবান্ রণে।
নিরুৎসাহশ্চ সম্প্রাপ্তুং শ্রিয়মক্ষত্রিয়োঽপি সন্ ॥১৩৭
গান্ধাররাজসহিতশ্ছদ্মদ্যূতমমন্ত্রয়ৎ।
তত্র যদ্ যদ্ যথা জ্ঞাতং ময়া সঞ্জয় তচ্ছৃণু ॥১৩৮
শ্রুত্বা তু মম বাক্যানি বুদ্ধিযুক্তানি তত্ত্বতঃ।
ততো জ্ঞাস্যসি মাং সৌতে প্রজ্ঞাচক্ষুষমিত্যুত ॥১৩৯
যদাশ্রৌষং ধনুরায়ম্য চিত্রং
বিদ্ধং লক্ষ্যং পাতিতং বৈ পৃথিব্যাম্।
কৃষ্ণাং হৃতাং প্রেক্ষতাং সর্ব্বরাজ্ঞাং
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৪০

যদাশ্রৌষং দ্বারকায়াং সুভদ্রাং
প্রসহ্যোঢ়াং মাধবীমর্জ্জুনেন।
ইন্দ্রপ্রস্থং বৃষ্ণিবীরৌ চ যাতৌ
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৪১

যদাশ্রৌষং দেবরাজং প্রবৃষ্টং
শরৈর্দিব্যৈর্বারিতং চার্জ্জুনেন।
অগ্নিং তথা তর্পিতং খাণ্ডবে চ
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৪২

যদাশ্রৌষং জাতুষাদ্ বেশ্মনস্তান্
মুক্তান্ পার্থান্ পঞ্চ কুন্ত্যা সমেতান্।
যুক্তং চৈষাং বিদুরং স্বার্থসিদ্ধৌ
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৪৩

রাজসূয়যজ্ঞে মহাতেজস্বী যুধিষ্ঠিরের সমৃদ্ধি দেখিয়া এবং সভাগৃহে আরোহণ ও সভাগৃহদর্শনের সময় ভীমসেনপ্রভৃতির উপহাস শুনিয়া দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়াও নিজে যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে জয় করিতে অসমর্থ হইবে ভাবিয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। তখন সে নিজে ক্ষত্রিয় হইয়াও শ্রীমান্ যুধিষ্ঠিরের সমৃদ্ধি হরণ করার উদ্দেশ্যে গান্ধাররাজ শকুনির সহিত মিলিত হইয়া কপট পাশাক্রীড়ার মন্ত্রণা করিল। তাহাতে আমি পূর্ব্বে ও পরে যে যে ভাবে যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছি, সঞ্জয়! তুমি তাহা শোন ॥১৩৬-৩৮

হে সূতপুত্র সঞ্জয়! আমি তোমাকে যে সমস্ত কথা বলিব, তাহা যথার্থরূপে আমার বুদ্ধিমত্তাই প্রকাশ করিবে। যদিও আমি অন্ধ, কিন্তু আমার কথা শুনিয়া তুমি পরে আমাকে অন্তরে প্রজ্ঞাবান্ বলিয়াই বুঝিতে পারিবে ॥১৩৯

হে সঞ্জয়! যখন আমি শুনিতে পাইলাম যে, অর্জ্জুন ধনুতে গুণারোপণ করিয়া 'মৎস্য' নামক আকাশস্থ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিয়া ভূতলে 'নিপাতিত' করিয়াছে এবং সকল রাজমণ্ডলকে অগ্রাহ্য করিয়া দ্রৌপদীকে হরণ করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৪০

হে সঞ্জয়! যখন আমি শুনিলাম যে, অর্জ্জুন দ্বারকাতে মধুবংশজাতা সুভদ্রাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়াছে এবং বৃষ্ণিবংশীয় বীরপুরুষ বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৪১

হে সঞ্জয়! যখন আমি শুনিলাম যে, ইন্দ্র খাণ্ডববনের অগ্নি নির্ব্বাপণ করার জন্য প্রবল বর্ষণ করিলেও অর্জ্জুন দিব্যবাণ সকলের দ্বারা তাঁহাকে নিবারিত করিয়াছে এবং সেই সময় খাণ্ডববনে অগ্নিকেও পরিতৃপ্ত করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৪২

হে সঞ্জয়! যখন আমি শুনিলাম যে, পঞ্চ

যদাশ্রৌষং দ্রৌপদ্যাঃ স্বয়ম্বরে
লক্ষ্যং ভিত্বা নির্জিতামর্জ্জুনেন।
শূরান্ পঞ্চালান্ পাণ্ডবেয়াংশ্চ যুক্তাং-
স্তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৫৪

যদাশ্রৌষং মাগধানাং বরিষ্ঠং
জরাসন্ধং ক্ষত্রমধ্যে জ্বলন্তম্।
দোর্ভ্যাং হতং ভীমসেনেন গত্বা
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৫৫

যদাশ্রৌষং দিগ্জয়ে পাণ্ডুপুত্রৈ-
র্বশীকৃতান্ ভূমিপালান্ প্রসহ্য।
মহাক্রতুং রাজসূয়ং কৃতঞ্চ
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৫৬

যদাশ্রৌষং দ্রৌপদীমশ্রুকণ্ঠীং
সভাং নীতাং দুঃখিতামেকবস্ত্রাম্।
রজস্বলাং নাথবতীমনাথবৎ
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৫৭

যদাশ্রৌষং বাসসাং তত্র রাশিং
সমাক্ষিপৎ কিতবো মন্দবুদ্ধিঃ।
দুঃশাসনো গতবান্ নৈব চান্তং
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৫৮

যদাশ্রৌষং হৃতরাজ্যং যুধিষ্ঠিরং
পরাজিতং সৌবলেনাক্ষবত্যাম্।
অন্বাগতং ভ্রাতৃভিরপ্রমেয়ৈ-
স্তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৫৯

যদাশ্রৌষং বিবিধাস্তত্র চেষ্টা
ধর্ম্মাত্মনাং প্রস্থিতানাং বনায়।
জ্যেষ্ঠপ্রীত্যা ক্লিশ্যতাং পাণ্ডবানাং
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৬০

পাণ্ডব ক্ষত্রিয় বীর দ্রুপদ রাজের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে এবং বিদুর তাঁহাদের উদ্দেশে নমস্কার করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৫৩

হে সঞ্জয়! যখন আমি শুনিতে পাইলাম যে, অর্জ্জুন সভায় অদ্ভুত লক্ষ্য ভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছে এবং বীর পাঞ্চালগণ ও পাণ্ডবগণ পরস্পর মিলিত হইয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৫৪

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম যে, মগধদেশীয় বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে প্রতাপশালী জরাসন্ধকে ভীমসেন সেখানে গিয়া বাহুদ্বারাই বধ করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৫৫

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম যে, পাণ্ডবগণ দিগ্বিজয়ে সমর্থ হইয়া নৃপতিগণকে বলপূর্ব্বক বশীভূত করিয়াছে এবং রাজসূয়নামক শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৫৬

হে সঞ্জয়! যখন আমি শুনিলাম যে, রজস্বলা, একবস্ত্রধারিণী, দুঃখিতা ও বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠী সনাথা দ্রৌপদীকে অনাথার ন্যায় সভায় আনিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৫৭

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম ধূর্ত্ত ও মন্দবুদ্ধি দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রাদি আকর্ষণ করিয়াও নিঃশেষপ্রাপ্ত হয় নাই, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৫৮

হে সঞ্জয়! যখন আমি শুনিলাম যে, অক্ষবিদ্যা-বিশারদ শকুনি আক্রমণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত করিয়া তাহার রাজ্য হরণ করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৫৯

যদাশ্রৌষং স্নাতকানাং সহস্রৈ-
রন্বাগতং ধর্ম্মরাজং বনস্থম্।
ভিক্ষাভুজাং ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাং
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৬১

যদাশ্রৌষমর্জ্জুনো দেবদেবং
কিরাতরূপং ত্র্যম্বকং তোষ্য যুদ্ধে।
অবাপ্তবন্তং পাশুপতং মহাস্ত্রং
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৬২

(যদাশ্রৌষং বনবাসে তু পার্থান্
সমাগতান্ মহর্ষিভিঃ পুরাণৈঃ।
উপাস্যমানান্ সগণৈর্জাতসখ্যান্
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥)

যদাশ্রৌষং ত্রিদিবস্থং ধনঞ্জয়ং
শক্রাৎ সাক্ষাদ্ দিব্যমস্ত্রং যথাবৎ।
অধীয়ানং শংসিতং সত্যসন্ধং
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৬৩

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম যে, বনবাসে বহু ঋষিগণ মহাত্মা পাণ্ডবগণ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভক্তিবশতঃ মনে প্রেম পোষণ করিতে লাগিল এবং সেই সময়ে তাহাদের বিবিধ চেষ্টা দেখা দিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।১৬০

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম যে, ভিক্ষাভোজী মহাত্মা স্নাতক ব্রাহ্মণগণ বনবাসকারী যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।১৬১

হে সঞ্জয়! যখন আমি শুনিতে পাইলাম যে, অর্জ্জুন ব্যাধরূপধারী দেবদেব মহাদেবকে যুদ্ধে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাশুপত নামক দিব্য অস্ত্র লাভ করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।১৬২

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম সত্যপ্রতিজ্ঞ অর্জ্জুন স্বর্গে থাকিয়া সাক্ষাৎ ইন্দ্রের নিকট যথাবিধানে দিব্য অস্ত্রের শিক্ষালাভ করিতেছে এবং ইন্দ্রের দ্বারা প্রশংসিত হইতেছে তখন আর জয়ের আশা করি নাই।১৬৩

যদাশ্রৌষং কালকেয়াস্ততস্তে
পৌলোমানো বরদানাচ্চ দৃপ্তাঃ।
দেবৈরজেয়া নির্জ্জিতাশ্চার্জ্জুনেন
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৬৪

যদাশ্রৌষমসুরাণাং বধার্থে
কিরীটিনং যান্তমমিত্রকর্ষণম্।
কৃতার্থং চাপ্যাগতং শক্রলোকাৎ
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৬৫

(যদাশ্রৌষং তীর্থযাত্রাপ্রবৃত্তং
পাণ্ডোঃ সুতং সহিতং লোমশেন।
তস্মাদশ্রৌষীদর্জ্জুনার্থলাভং*
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥)

যদাশ্রৌষং বৈশ্রবণেন সার্দ্ধং
সমাগতং ভীমমন্যাংশ্চ পার্থান্।
তস্মিন্ দেশে মানুষাণামগম্যে
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৬৬

হে সঞ্জয়! তাহার পর যখন আবার শুনিলাম যে, ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ করিয়া গর্বিত ও দেবগণেরও অজেয় পুলোমবংশজাত সেই কালকেয় নামক অসুরগণ অর্জ্জুন কর্তৃক বিজিত হইয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।১৬৪

হে সঞ্জয়! যখন আমি শুনিলাম যে, শত্রুবিনাশী অর্জ্জুন অসুরবধের জন্য স্বর্গে গিয়াছে এবং অসুরবধ করিয়া তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।১৬৫

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, ভীমসেন ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ মনুষ্যের অগম্য স্থানে কুবেরের সহিত

---

* কোন কোন গ্রন্থে এই তৃতীয় চরণটি নিম্নলিখিত রূপে দেখা যায়,—

"[illegible]"

যদাশ্রৌষং যোধমাত্রাপহৃতাৎ
হতং বহুবৈকর্তনকং চার্জুনেন ।
দৃষ্ট্বা হুতাশাৎ কর্ণপুত্রৌ চ তাভ্যাং
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৬৭

যদাশ্রৌষং বনস্থানাৎ পার্থং
সমাগতং ধর্মরাজেন যুক্তম্ ।
প্রাপ্তান্ পার্থেন দিব্যানস্ত্রসঙ্ঘান্
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৬৮

যদাশ্রৌষং ন বিদুর্মামকাস্তান্
প্রচ্ছন্নরূপান্ বসতঃ পাণ্ডবেয়ান্ ।
বিরাটরাষ্ট্রে সহ কৃষ্ণয়া চ
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৬৯

যদাশ্রৌষং কীচকানাং বরিষ্ঠং
নিষূদিতং ভ্রাতৃশতেন সার্ধম্ ।
দ্রৌপদ্যর্থং ভীমসেনেন সংখ্যে
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৭০

যদাশ্রৌষং মামকানাং বরিষ্ঠান্
ধনঞ্জয়েনৈকরথেন ভগ্নান্ ।
বিরাটরাষ্ট্রে বসতা মহাত্মনা
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৭১ *

যদাশ্রৌষং সৎকৃতাং মৎস্যরাজ্ঞা
সুতাং দত্তামুত্তরামর্জুনায় ।
তাং চার্জুনঃ প্রত্যগৃহ্ণাৎ সুতার্থে
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৭২

যদাশ্রৌষং বিজিতস্যাধনস্য
প্রব্রাজিতস্য স্বজনাৎ প্রচ্যুতস্য ।
অক্ষৌহিণীঃ সপ্ত যুধিষ্ঠিরস্য
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৭৩

পরাজিত হইয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।১৬৬

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, কর্ণের দুইটি পরিত্যক্ত আমার পুত্রগণ দুর্যোধনাদি বিনা বৈকর্তন কর্তৃক হত হইয়াছিল এবং অর্জুন সাত্যকিকে যুদ্ধ করিয়াছিল, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।১৬৭

হে যুদ্ধনিপুণ সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, বনবাসী অর্জুন যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইয়াছেন এবং দিব্য অস্ত্রগুলি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।১৬৮

হে সঞ্জয়! যখন আমি শুনিতে পাইলাম যে, পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত বিরাটরাজ্যে গোপনে অজ্ঞাতবাস করিতেছে; কিন্তু আমার পুত্রগণ তাহাদিগকে চিনিতে পারে নাই, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।১৬৯

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম যে, দ্রৌপদীর রক্ষার জন্য ভীমসেন শত ভ্রাতার সহিত প্রধান কীচককে যুদ্ধে নিহত করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।১৭০

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, বিরাটরাজ্যে বাস করার কালে একমাত্র অর্জুন একখানা রথে আরোহণ করিয়া আমার পক্ষের প্রধান প্রধান বীর ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে পরাজিত করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।১৭১

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, বিরাটরাজ নিজ কন্যা উত্তরাকে সম্মানিত করিয়া অর্জুনকে দান করিতে চাহিলে অর্জুন সেই উত্তরাকে নিজ পুত্র অভিমন্যুর জন্য গ্রহণ করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।১৭২

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, পাশাখেলায় পরাজিত হইয়া সর্বস্বপরিশূন্য অবস্থায় বনবাসকারী ও আত্মীয়বিচ্যুত যুধিষ্ঠিরেরও সৈন্যসংখ্যা সাত অক্ষৌহিণী হইয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি

---

* এই শ্লোকটী বঙ্গদেশের বাহিরে প্রকাশিত কোন কোন মহাভারতে মূল শ্লোক বলিয়া ধরা হয় নাই।

যদাশ্রৌষং মাধবং বাসুদেবং
সর্বাত্মনা পাণ্ডবার্থে নিবিষ্টম্।
যস্যেমাং গাং বিক্রমমেকমাহু-
স্তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৭৪
যদাশ্রৌষং নর-নারায়ণৌ তৌ
কৃষ্ণার্জুনৌ বদতো নারদস্য।
অহং দ্রষ্টা ব্রহ্মলোকে চ সম্যক্
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৭৫
যদাশ্রৌষং লোকহিতায় কৃষ্ণং
শমার্থিনমুপযাতং কুরূণাম্।
শমং কুর্বাণমকৃতার্থং চ যাতং
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৭৬
যদাশ্রৌষং কর্ণ-দুর্যোধনাভ্যাং
বুদ্ধিং কৃতাং নিগ্রহে কেশবস্য।
স চাত্মানং বহুধা দর্শয়ানঃ*
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৭৭
যদাশ্রৌষং বাসুদেবে প্রয়াতে
রথস্যৈকামগ্রতস্তিষ্ঠমানাম্।
আর্তাং পৃথাং সান্ত্বিতাং কেশবেন
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৭৮
যদাশ্রৌষং মন্ত্রিণং বাসুদেবং
তথা ভীষ্মং শান্তনবঞ্চ তেষাম্।
ভারদ্বাজং চাশিষোঽনুব্রুবাণং
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৭৯
যদাশ্রৌষং কর্ণ উবাচ ভীষ্মং
নাহং যোৎস্যে যুধ্যমানে ত্বয়ীতি।
হিত্বা সেনামপচক্রাম চাপি
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৮০

নাই ॥১৭৩

হে সঞ্জয়! বামনাবতারে এই সমগ্র পৃথিবী যাঁহার একটিমাত্র পাদবিন্যাসের স্থান হইয়াছিল বলিয়া মুনিগণ বলেন, লক্ষ্মীপতি সেই শ্রীকৃষ্ণ সর্বপ্রযত্নে পাণ্ডবগণের উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই সংবাদ যখন আমি শুনিলাম, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৭৪

হে সঞ্জয়! নারদ আমাকে বলিলেন যে, কৃষ্ণ ও অর্জুন সেই নর-নারায়ণ ঋষি, ইহা তিনি ব্রহ্মলোকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। যখন নারদের মুখে এই কথা শুনিলাম, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৭৫

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম যে, জগতের মঙ্গলের জন্য শ্রীকৃষ্ণ কুরু-পাণ্ডবগণের বিবাদের শান্তিকামী হইয়া হস্তিনায় আসিয়াছেন এবং সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু অকৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৭৬

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধনাদি দ্বারা বন্দী করিবার জন্য কর্ণ ও দুর্যোধন পরামর্শ করিয়াছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজের দেহকে বিরাটাকারে বিবিধরূপে তাহাদিগকে দেখাইয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৭৭

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, শ্রীকৃষ্ণ শান্তিস্থাপনে অকৃতকার্য হইয়া প্রস্থান করিলে, একাকিনী দুঃখিতা কুন্তীদেবী তাঁহার রথের অগ্রে গিয়া নিজেদের বিপদের বিষয় জানাইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া গেলেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৭৮

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের মন্ত্রী হইয়াছেন এবং শান্তনুর পুত্র ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য তাহাদিগকে 'জয় হোক' বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৭৯

---

* কলিকাতায় প্রকাশিত কোন কোন মহাভারতে নিম্নলিখিত পাঠ দেখা যায়,—

"তং চাত্মানং বহুধা দর্শয়ানং"

যদাশ্রৌষং বাসুদেবার্জ্জুনৌ তৌ
তথা ধনুর্গাণ্ডীবমপ্রমেয়ম্।
ত্রীণ্যুগ্রবীর্য্যাণি সমাগতানি
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৬১

যদাশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে
রথোপস্থে সীদমানেঽর্জ্জুনে বৈ।
কৃষ্ণং লোকান্ দর্শয়ানং শরীরে
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৬২

যদাশ্রৌষং ভীষ্মমমিত্রকর্ষণং
নিঘ্নন্তমাজাবযুতং রথানাম্।
নৈষাং কশ্চিদ্ বধ্যতে খ্যাতরূপ-
স্তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৬৩

যদাশ্রৌষং চাপগেয়েন সংখ্যে
স্বয়ং মৃত্যুং বিহিতং ধার্ম্মিকেণ।
তচ্চাকার্ষুঃ পাণ্ডবেয়াঃ প্রহৃষ্টা-
স্তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৬৪

যদাশ্রৌষং ভীষ্মমত্যন্তশূরং
হতং পার্থেনাহবেষ্বপ্রধৃষ্যম্।
শিখণ্ডিনং পুরতঃ স্থাপয়িত্বা
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৬৫

যদাশ্রৌষং শরতল্পে শয়ানং
বৃদ্ধং বীরং সাদিতং চিত্রপুঙ্খৈঃ।
ভীষ্মং কৃত্বা সোমকানল্পশেষাং-
স্তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৬৬

যদাশ্রৌষং শান্তনবে শয়ানে
পানীয়ার্থে চোদিতেনার্জ্জুনেন।
ভূমিং ভিত্ত্বা তর্পিতং তত্র ভীষ্মং
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৬৭

'আপনি যখন যুদ্ধ করিবেন, আমি তাহার মধ্যে যুদ্ধ করিব না' এই কথা কর্ণ যখন ভীষ্মকে বলিয়াছে এবং তাহার পক্ষীয় সেনা ত্যাগ করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছে, সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৬০

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম যে, সেই কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও অপরিমেয় গাণ্ডীব ধনু—এই তিনটি উগ্রবীর্য্য বস্তু একত্র মিলিত হইয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৬১

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন মোহাবিষ্ট হইয়া রথের উপর অবসন্ন হইয়া পড়িলে শ্রীকৃষ্ণ নিজ শরীরে সমস্ত লোক দেখাইয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৬২

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, শত্রুনাশক ভীষ্ম প্রত্যহ যুদ্ধে দশসহস্র রথারোহী বীর নিহত করিতেছেন, কিন্তু পাণ্ডবগণের কোন প্রসিদ্ধ বীরকে বধ করিতেছেন না, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৬৩

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, ধার্ম্মিক ভীষ্ম যুদ্ধে নিজের মৃত্যুর উপায় নিজেই বলিয়া দিয়াছেন এবং পাণ্ডবগণও হৃষ্টচিত্তে তাহাই করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৬৪

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম যে, শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া অর্জ্জুন মহাবীর ও অপরাজেয় ভীষ্মকে যুদ্ধে বধ করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়লাভের আশা করি নাই ॥১৬৫

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম যে, সোমকগণকে নিঃশেষপ্রায় করিয়া সেই বৃদ্ধ বীর ভীষ্ম অর্জ্জুনের বিচিত্র বাণসমূহের আঘাতে কাতর হইয়া পড়িয়াছেন এবং শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৬৬

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়া পিপাসার্ত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট জল চাহিয়াছেন, তাহাতে অর্জ্জুন ভূতল ভেদ করিয়া

যদাশ্রৌষং চন্দ্র-সূর্য্যৌ চ যুক্তৌ*
কৌন্তেয়ানামনুলোমা জয়ায়।
নিত্যং চাস্মান্ শ্বাপদা ভীষয়ন্তি
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৫৮
যদা দ্রোণো বিবিধানস্ত্রমার্গান্
নিদর্শয়ন্ সমরে চিত্রযোধী।
ন পাণ্ডবান্ শ্রেষ্ঠতমান্ নিহন্তি
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৫৯
যদাশ্রৌষং চাস্মদীয়ান্ মহারথান্
ব্যবস্থিতানর্জ্জুনস্যান্তকায়।
সংশপ্তকান্ নিহতানর্জ্জুনেন
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৬০
যদাশ্রৌষং ব্যূহমভেদ্যমন্যৈ-
র্ভারদ্বাজেনাত্তশস্ত্রেণ গুপ্তম্।
ভিত্ত্বা সৌভদ্রং বীরমেকং প্রবিষ্টং
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৬১
যদাভিমন্যুং পরিবার্য্য বালং
সর্ব্বে হত্বা হৃষ্টরূপা বভূবুঃ।
মহারথাঃ পার্থমশক্নুবন্ত-
স্তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৬২
যদাশ্রৌষমভিমন্যুং নিহত্য
হর্ষান্ মূঢ়ান্ ক্রোশতো ধার্ত্তরাষ্ট্রান্।
ক্রোধাদুক্তং সৈন্ধবে চার্জ্জুনেন
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৬৩
যদাশ্রৌষং সৈন্ধবার্থে প্রতিজ্ঞাং
প্রতিজ্ঞাতাং তদ্বধায়ার্জ্জুনেন।
সত্যাং তীর্ণাং শত্রুমধ্যে চ তেন
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৬৪

অর্জ্জুনের দ্বারা ভীষ্মকে তৃপ্ত করিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।১৫৭

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, চন্দ্র ও সূর্য্য যুক্ত হইয়া পাণ্ডবগণের জয়লাভের অনুকূল হইয়াছেন এবং হিংস্রজন্তুগণ সর্ব্বদাই আমাদের পক্ষীয় লোকদিগকে ভয় দেখাইতেছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।১৫৮

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, বিচিত্রযুদ্ধকারী দ্রোণ বিবিধ অস্ত্রপ্রয়োগকৌশল দেখাইয়াও পাণ্ডবপক্ষীয় শ্রেষ্ঠ বীরগণকে বধ করিতেছেন না, তখন আর জয়লাভের আশা করি নাই।১৫৯

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, অর্জ্জুনের বধের জন্য অবস্থিত আমাদের পক্ষীয় মহারথ সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনের হাতেই নিহত হইয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।১৬০

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, দ্রোণাচার্য্য অস্ত্রধারণ করিয়া যে ব্যূহ রক্ষা করিতেছিলেন, অন্যের অভেদ্য সেই ব্যূহ ভেদ করিয়া অভিমন্যু একাকী প্রবেশ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই।১৬১

হে সঞ্জয়! যখন আমাদের পক্ষের মহারথিগণ অর্জ্জুনকে বধ করিতে অসমর্থ হইয়া সকলে মিলিয়া বালক অভিমন্যুকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বধ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।১৬২

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, মূঢ় দুর্য্যোধন প্রভৃতি অভিমন্যুকে বধ করিয়া আনন্দে কোলাহল করিয়াছে এবং অর্জ্জুনও ক্রুদ্ধ হইয়া জয়দ্রথবধে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।১৬৩

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, জয়দ্রথকে বধ করার জন্য অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছে এবং শত্রুমধ্যে সেই সত্য প্রতিজ্ঞাতে অর্জ্জুন উত্তীর্ণ

---

* কোন কোন গ্রন্থে এই শ্লোকের প্রথম চরণটি নিম্নলিখিত রূপে দেখা যায়,—

"যদা বায়ুশ্চন্দ্র-সূর্য্যৌ চ যুক্তৌ"

যদাশ্রৌষং শ্রান্তহয়ে ধনঞ্জয়ে
মুক্ত্বা হয়ান্ পায়য়িত্বোপবৃত্তান্।
পুনর্যুক্ত্বা বাসুদেবং প্রযাতং
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৯৫

যদাশ্রৌষং বাহনেষ্বাশ্বসৎসু
রথোপস্থে তিষ্ঠতা পাণ্ডবেন।
সর্বান্ যোধান্ বারিতানর্জুনেন
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৯৬

যদাশ্রৌষং নাগবলৈঃ সুদুঃসহং
দ্রোণানীকং যুযুধানং প্রমথ্য।
যাতং বার্ষ্ণেয়ং যত্র তৌ কৃষ্ণপার্থৌ
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৯৭

যদাশ্রৌষং কর্ণমাসাদ্য মুক্তো
বধাদ্ ভীমঃ কুৎসয়িত্বা বচোভিঃ।
ধনুষ্কোট্যা তুদ্য কর্ণেন বীরঃ
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৯৮

যদা দ্রোণঃ কৃতবর্মা কৃপশ্চ
কর্ণো দ্রৌণির্মদ্ররাজশ্চ শূরঃ।
অমর্ষয়ন্ সৈন্ধবং বধ্যমানং
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৯৯

যদাশ্রৌষং দেবরাজেন দত্তাং
দিব্যাং শক্তিং ব্যংসিতাং মাধবেন।
ঘটোৎকচে রাক্ষসে ঘোররূপে
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥২০০

যদাশ্রৌষং কর্ণ-ঘটোৎকচাভ্যাং
যুদ্ধে মুক্তাং সূতপুত্রেণ শক্তিম্।
যয়া বধ্যঃ সমরে সব্যসাচী
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥২০১

হইয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৯৪

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, অর্জুনের অশ্ব ঘোটকগুলি পরিশ্রান্ত হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ সেইগুলিকে রথ হইতে মুক্ত করিয়া জলপান করাইয়া উপাবর্তিতভাবে পুনরায় রথে যুক্ত করিয়া যুদ্ধস্থলে আনিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৯৫

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, অশ্বগুলি রথ বহনে অক্ষম হইলে, অর্জুন রথের উপরে থাকিয়া বাণদ্বারাই আমাদের পক্ষের সমস্ত যোদ্ধগণকে নিবারিত করিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৯৬

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, সাত্যকি হস্তিবলেও দুর্ধর্ষ দ্রোণাচার্যের সৈন্যকে পরাজিত করিয়া যেখানে কৃষ্ণ ও অর্জুন অবস্থান করিতেছিলেন সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৯৭

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, ভীমসেন কর্ণের কাছে পড়িয়াও কর্ণ তাঁহাকে বধ না করিয়া কটূক্তিতে ভর্ৎসনা করত ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা পীড়িত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৯৮

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম যে, অর্জুন কর্তৃক জয়দ্রথ নিহত হইল এবং বীর দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও শল্য—ইঁহারা সকলেই তাহা সহ্য করিলেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১৯৯

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণ দেবরাজ ইন্দ্রের দিব্য শক্তিকে কৌশলে ভয়ঙ্কর রাক্ষস ঘটোৎকচের উপরেই পাতিত করাইয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥২০০

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, কর্ণ ও ঘটোৎকচের যুদ্ধে যুদ্ধসময় অর্জুনের বধের জন্য রক্ষিত শক্তি-অস্ত্র কর্ণ কর্তৃক ঘটোৎকচের উপরেই নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥২০১

যদাশ্রৌষং দ্রোণমাচার্য্যমেকং
　　ধৃষ্টদ্যুম্নেনাভ্যতিক্রম্য ধর্ম্মম্।
রথোপস্থে প্রায়গতং বিশস্তং
　　তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১০২
যদাশ্রৌষং দ্রৌণিনা দ্বৈরথস্থং*
　　মাদ্রীপুত্রং নকুলং লোকমধ্যে।
সমং যুদ্ধে মণ্ডলেভ্যশ্চরন্তং
　　তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১০৩
যদা দ্রোণে নিহতে দ্রোণপুত্রো
　　নারায়ণং দিব্যমস্ত্রং বিকুর্ব্বন্।
নৈবান্তং গতবান্ পাণ্ডবানাং
　　তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১০৪
যদাশ্রৌষং ভীমসেনেন পীতং
　　রক্তং ভ্রাতুর্যুধি দুঃশাসনস্য।
নিবারিতং নান্যতমেন ভীমং
　　তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১০৫
যদাশ্রৌষং কর্ণমত্যন্তশূরং
　　হতং পার্থেনাহবেষ্বপ্রধৃষ্যম্।
তস্মিন্ ভ্রাতৄণাং বিগ্রহে দেবগুহ্যে
　　তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১০৬
যদাশ্রৌষং দ্রোণপুত্রঞ্চ শূরং
　　দুঃশাসনং কৃতবর্ম্মাণমুগ্রম্।
যুধিষ্ঠিরং ধর্ষয়িতুং ন শক্তাস্
　　তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১০৭
যদাশ্রৌষং নিহতং মদ্ররাজং
　　রণে শূরং ধর্ম্মরাজেন সূত।
সদা সংগ্রামে স্পর্দ্ধতে যঃ স কৃষ্ণং
　　তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১০৮

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া রথের উপর প্রায়োপবেশনে একাকী অবস্থিত দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১০২

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, লোকের মধ্যে মাদ্রীপুত্র নকুল অশ্বত্থামার সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে বিবিধ মণ্ডলাকারে বিচরণ করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১০৩

হে সঞ্জয়! দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে পর নারায়ণনামক দিব্য-অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াও অশ্বত্থামা সমস্ত পাণ্ডবগণের বিনাশ সাধন করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১০৪

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, ভীম যুদ্ধে তাহার ভ্রাতা দুঃশাসনের রক্ত পান করিল, কিন্তু দুর্য্যোধনাদি কেহই ভীমকে নিবারিত করিতে পারিল না, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১০৫

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, দৈবগুপ্ত সেই ভ্রাতৃযুদ্ধে অর্জ্জুন অত্যন্ত বীর ও যুদ্ধে অজেয় কর্ণকে নিহত করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১০৬

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, মহাবীর যুধিষ্ঠির বীর অশ্বত্থামা, দুঃশাসন এবং ভীষণ যোদ্ধা কৃতবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১০৭

হে সূতনন্দন সঞ্জয়! যিনি সকল যুদ্ধে কৃষ্ণের সঙ্গে স্পর্দ্ধা করিতে ইচ্ছা করিতেন, সেই বীর মদ্ররাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, ইহা আমি যখন শুনিলাম, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥১০৮

---

* কোন কোন পুস্তকে "যদাশ্রৌষং দ্রৌণিনা দ্বৈরথস্থং" এই পাঠ দেখা যায়।

যদাশ্রৌষং কলহদ্যূতমূলং
মায়াবলং সৌবলং পাণ্ডবেন।
হতং সংগ্রামে সহদেবেন পাপং
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥২০৯

যদাশ্রৌষং শ্রান্তমেকং শয়ানং
হ্রদং গত্বা স্তম্ভয়িত্বা তদম্ভঃ।
দুর্য্যোধনং বিরথং ভগ্নশক্তিং
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥২১০

যদাশ্রৌষং পাণ্ডবাংস্তিষ্ঠমানান্
গঙ্গাহ্রদে বাসুদেবেন সার্দ্ধং।
অমর্ষণং ধর্ষয়তঃ সুতং মে
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥২১১

যদাশ্রৌষং বিবিধাংস্তাত মার্গান্
গদাযুদ্ধে মণ্ডলশশ্চরন্তং।
মিথ্যাহতং বাসুদেবস্য বুদ্ধ্যা
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥২১২

যদাশ্রৌষং দ্রোণপুত্রাদিভিস্তৈ-
র্হতান্ পাঞ্চালান্ দ্রৌপদেয়াংশ্চ সুপ্তান্।
কৃতং বীভৎসময়শস্যঞ্চ কর্ম
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥২১৩

যদাশ্রৌষং ভীমসেনানুযাতে-
নাশ্বত্থাম্না পরমাস্ত্রং প্রযুক্তম্।
ক্রুদ্ধেনৈষীকমবধীদ্ যেন গর্ভং
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥২১৪

যদাশ্রৌষং ব্রহ্মশিরোহর্জুনেন
মুক্তং স্বস্ত্যস্ত্রমস্ত্রেণ শান্তম্।
অশ্বত্থাম্না মণিরত্নঞ্চ দত্তং
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥২১৫

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, কলহরূপ দ্যূতক্রীড়ার মূল কারণ, মায়াবী ও পাপাত্মা শকুনিকে পাণ্ডুনন্দন সহদেব যুদ্ধে বধ করিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥২০৯

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, রথহীন, পরিশ্রান্ত ও শক্তিশূন্য একাকী দুর্য্যোধন দ্বৈপায়ন* হ্রদে গিয়া হ্রদের জল স্তম্ভন করত শয়ন করিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥২১০

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণ দ্বৈপায়ন হ্রদে গিয়া চতুর্দিকে থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন অধিক্ষেপ বাক্যে আমার পুত্র অসহিষ্ণু দুর্য্যোধনকে ধর্ষিত করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥২১১

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম গদাযুদ্ধে মণ্ডলাকারে বিবিধ মার্গে বিচরণকারী দুর্য্যোধনকে কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীমসেন অন্যায়ভাবে বধ করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥২১২

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, নিদ্রিত অবস্থায় দ্রৌণি প্রভৃতি পাঞ্চালগণকে এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে বধ করায়, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা অযশস্কর এই গর্হিত ও বীভৎস কার্য্য করিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥২১৩

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম অশ্বত্থামা ভীমসেনের তাড়িত হইলে পর, অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তরার গর্ভ বিনাশের উদ্দেশ্যে ঐষীকনামক মহাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ॥২১৪

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা ব্রহ্মশিরোনামক যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল, অর্জুন সেই অস্ত্রকে 'স্বস্তি' বলিয়া নিজ অস্ত্রদ্বারা নিবারণ করিয়াছে এবং অশ্বত্থামা নিজের উজ্জ্বল মণিটি অর্জুনকে দান করিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা

---

* দ্বৈপায়ন :—কুরুক্ষেত্রস্থিত হ্রদ।

[illegible] দ্রোণপুত্রেণ গর্ভে
বৈরাট্যা বৈ পাত্যমানে মহাস্ত্রৈঃ।
দ্বৈপায়নঃ কেশবো দ্রোণপুত্রং
পরস্পরেণাভিশাপৈঃ শশাপ ॥২১৬

শোচ্যা গান্ধারী পুত্র-পৌত্রবিহীনা
তথা বন্ধুভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চ।
কৃতং কার্যং দুষ্করং পাণ্ডবেয়ৈঃ
প্রাপ্তং রাজ্যমসপত্নং পুনস্তৈঃ ।২১৭

কষ্টং যুদ্ধে দশ শেষাঃ শ্রুতা মে
ত্রয়োঽস্মাকং পাণ্ডবানাঞ্চ সপ্ত।
দ্ব্যূনা বিংশতির্ব্যাহতাক্ষৌহিণীনাং
তস্মিন্ সংগ্রামে ভৈরবে ক্ষত্রিয়াণাম্ ॥২১৮

তমসাভ্যবকীর্ণো মোহ আবিশতীব মাম্।
সংজ্ঞাং নোপলভে সূত মনো বিহ্বলতীব মে ।২১৯

সৌতিরুবাচ।
ইত্যুক্ত্বা ধৃতরাষ্ট্রোঽথ বিলপ্য বহুদুঃখিতঃ।
মূর্চ্ছিতঃ পুনরাশ্বস্তঃ সঞ্জয়ং বাক্যমব্রবীৎ ।২২০

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ
সঞ্জয়ৈবং গতে প্রাণাংস্ত্যক্তুমিচ্ছামি মা চিরম্।
স্তোকং হ্যপি ন পশ্যামি ফলং জীবিতধারণে ।২২১

সৌতিরুবাচ
তং তথা বাদিনং দীনং বিলপন্তং মহীপতিম্।
নিঃশ্বসন্তং যথা নাগং মুহ্যমানং পুনঃ পুনঃ ॥২২২
গাবল্গণিরিদং ধীমান্ মহার্থং বাক্যমব্রবীৎ।

সঞ্জয় উবাচ।
শ্রুতবানসি বৈ রাজ্ঞো মহোৎসাহান্ মহাবলান্ ॥২২৩

দ্বৈপায়নস্য বদতো নারদস্য চ ধীমতঃ।
মহৎসু রাজবংশেষু গুণৈঃ সমুদিতেষু চ ॥২২৪

করি নাই ।২১৫

হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা উত্তরার গর্ভস্থ বালক বিনষ্ট করিবার জন্য উদ্যত হইলে পর বেদব্যাস ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর আলোচনা করিয়া অশ্বত্থামাকে অভিশাপ দিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই ।২১৬

গান্ধারীকে দেখিলে সকলেরই শোক হয়, কারণ তিনি পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, পিতা ও ভ্রাতা বিহীন হইয়াছেন। পাণ্ডবগণ দুষ্কর কার্য করিয়াছে এবং পুনরায় শত্রুবিহীন রাজ্য লাভ করিয়াছে ।২১৭

হায়! যুদ্ধে আমাদের পক্ষে তিনজন এবং পাণ্ডবপক্ষের সাতজন এই দশজন মাত্র অবশিষ্ট আছে; ক্ষত্রিয়গণের সেই ভয়ানক যুদ্ধে আঠার অক্ষৌহিণী সেনা নিহত হইয়াছে। এই সকল কষ্টের বিষয় ।২১৮

হে সঞ্জয়! অতি বিস্তীর্ণ গাঢ় অন্ধকার এবং অজ্ঞানের অতি প্রবল মোহ আমাকে যেন আক্রমণ করিতেছে। আমাতে আমি যেন চেতনা রাখিতে পারিতেছি না এবং আমার মন যেন শোকে ব্যাকুল হইতেছে ।২১৯

সৌতি বলিলেন—ধৃতরাষ্ট্র এই সকল কথা বলিয়া বহু বিলাপ করত মূর্চ্ছিত হইলেন এবং পরে চেতনালাভ করিয়া সঞ্জয়কে বলিলেন—।২২০

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—"সঞ্জয়! এইরূপ অবস্থায় আমি সত্বর প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি; কারণ, জীবনধারণের অল্প ফলও দেখিতে পাইতেছি না" ।২২১

সৌতি বলিলেন—শোকবিহ্বল ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ উক্তি করিতেছিলেন, বিলাপ করিতেছিলেন, সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন এবং পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইতেছিলেন; এই অবস্থায় বুদ্ধিমান্ সঞ্জয় তাঁহাকে এই সারগর্ভ বাক্য বলিলেন।

জাতান্ দিব্যাস্ত্রবিদুষঃ শক্রপ্রতিমতেজসঃ।
ধর্ম্মেণ পৃথিবীং জিত্বা যজ্ঞৈরিষ্ট্বাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥২২৫
অস্মিঁল্লোকে যশঃ প্রাপ্য ততঃ কালবশং গতান্।
শৈব্যং মহারথং বীরং সৃঞ্জয়ং জয়তাং বরম্ ॥২২৬
সুহোত্রং রন্তিদেবঞ্চ কাক্ষীবন্তমথৌশিজম্।
বাহ্লীকং দমনং চৈদ্যং শর্য্যাতিমজিতং নলম্ ॥২২৭
বিশ্বামিত্রমমিত্রঘ্নমম্বরীষং মহাবলম্।
মরুত্তং মনুমিক্ষ্বাকুং গয়ং ভরতমেব চ ॥২২৮
রামং দাশরথিঞ্চৈব শশবিন্দুং ভগীরথম্।
কৃতবীর্য্যং মহাভাগং তথৈব জনমেজয়ম্ ॥২২৯
যযাতিং শুভকর্ম্মাণং দেবৈর্যো যাজিতঃ স্বয়ম্।
চৈত্যযূপাঙ্কিতা ভূমির্যস্যেয়ং সবনাকরা ॥২৩০
ইতি রাজ্ঞাং চতুর্বিংশন্নারদেন সুরর্ষিণা।
পুত্রশোকাভিতপ্তায় পুরা শৈব্যায় কীর্ত্তিতম্ ॥২৩১

সঞ্জয় বলিলেন—“মহারাজ ! আমরা দেবর্ষি ও মহর্ষি ব্যাসদেবের মুখে আমরা শুনিয়াছি যে, বহু রাজা মহৎকুলে জন্মে এবং মহাগুণে যুক্ত হইয়া, মহাতেজস্বী ও মহাবলশালী হইয়া, দিব্য অস্ত্রের শিক্ষালাভ করিয়া, ইন্দ্রের মত বিক্রমী হইয়া, ধর্ম্মতঃ পৃথিবী জয় করিয়া, প্রচুরদক্ষিণাযুক্ত বহু যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে পূজা করিয়া এবং ইহলোকে যশস্বী হইয়া পরে সকলেই মৃত্যুর অধীন হইয়াছেন। সেই রাজাদের নাম—মহারথ বীর শৈব্য, জেতৃশ্রেষ্ঠ সৃঞ্জয়, সুহোত্র, রন্তিদেব, কাক্ষীবান্, ঔশিজ, বাহ্লীক, দমন, চৈদ্য, শর্য্যাতি, অজিত, নল, শত্রুনিহন্তা বিশ্বামিত্র, মহাবল অম্বরীষ, মরুত্ত, মনু, ইক্ষ্বাকু, গয়, ভরত, দশরথপুত্র রাম, শশবিন্দু, ভগীরথ, মহাভাগ্যবান্ কৃতবীর্য্য, জনমেজয় এবং শুভকর্ম্মকারী যযাতি। এই যযাতির যজ্ঞে দেবগণ যাজক হইয়া যজ্ঞ করাইয়াছিলেন এবং যাঁহার চৈত্য ও যূপের দ্বারা সমুদায় পৃথিবী চিহ্নিত ছিল ॥২২২-২৩০

তেভ্যশ্চান্যে গতাঃ পূর্ব্বং রাজানো বলবত্তরাঃ।
মহারথা মহাত্মানঃ সর্ব্বৈঃ সমুদিতা গুণৈঃ ॥২৩২
পূরুঃ কুরুর্যদুঃ শূরো বিষ্বগশ্বো মহাদ্যুতিঃ।
অণুহো যুবনাশ্বশ্চ ককুৎস্থো বিক্রমী রঘুঃ ॥২৩৩
বিজয়ো বীতিহোত্রোঽঙ্গো ভবঃ শ্বেতো বৃহদ্গুরুঃ।
উশীনরঃ শতরথঃ কঙ্কো দুলিদুহো দ্রুমঃ ॥২৩৪
দম্ভোদ্ভবঃ পরো বেনঃ সগরঃ সঙ্কৃতির্নিমিঃ।
অজেয়ঃ পরশুঃ পুণ্ড্রঃ শম্ভুর্দেবাবৃধোঽনঘঃ ॥২৩৫
দেবাহ্বয়ঃ সুপ্রতিমঃ সুপ্রতীকো বৃহদ্রথঃ।
মহোৎসাহো বিনীতাত্মা সুক্রতুর্নৈষধো নলঃ ॥২৩৬
সত্যব্রতঃ শান্তভয়ঃ সুমিত্রঃ সুবলঃ প্রভুঃ।
জানুজঙ্ঘোঽনরণ্যোঽর্কঃ প্রিয়ভৃত্যঃ শুচিব্রতঃ ॥২৩৭

পূর্ব্বকালে দেবর্ষি নারদ পুত্রশোকার্ত্ত শৈব্য রাজার নিকটে এই চব্বিশ জন রাজার উপাখ্যান বলিয়াছিলেন ॥২৩১

ইহাদের অপেক্ষাও অধিক বলী, মহাত্মা, মহারথ ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন রাজা পূর্ব্বকালে পরলোকে গিয়াছেন ॥২৩২

এই রাজাদের নাম, পূরু, কুরু, বীর যদু, মহাতেজাঃ বিষ্বগশ্ব, অণুহ, যুবনাশ্ব, ককুৎস্থ, বিক্রমশালী রঘু, বিজয়, বীতিহোত্র, অঙ্গ, ভব, শ্বেত, বৃহদ্গুরু, উশীনর, শতরথ, কঙ্ক, দুলিদুহ, দ্রুম, দম্ভোদ্ভব, পর, বেন, সগর, সঙ্কৃতি, নিমি, অজেয়, পরশু, পুণ্ড্র, শম্ভু, নিষ্পাপ দেবাবৃধ, দেবাহ্বয়, সুপ্রতিম, সুপ্রতীক, বৃহদ্রথ, মহোৎসাহী ও বিনীতস্বভাব সুক্রতু, নিষধদেশাধিপ নল, সত্যব্রত, শান্তভয়, সুমিত্র, সুবল, প্রভু, জানুজঙ্ঘ, অনরণ্য,

---

* কোন কোন গ্রন্থে "[illegible]" পাঠ দেখা যায়।

বলবন্ধুর্নিরামর্দঃ কেতুশৃঙ্গো বৃহদ্বলঃ ।
ধৃষ্টকেতুর্বৃহৎকেতুর্দীপ্তকেতুর্নিরাময়ঃ ।২৩৮
অবিক্ষিচ্চপলো (১) ধূর্তঃ কৃতবন্ধুর্দৃঢ়েষুধিঃ ।
মহাপুরাণসম্ভাব্যঃ প্রত্যঙ্গঃ পরহা শ্রুতিঃ (২) ।২৩৯
এতে চান্যে চ রাজানঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
শ্রূয়ন্তে শতশশ্চান্যে (৩) সংখ্যাতাশ্চৈব
পদ্মশঃ ।২৪০
হিত্বা সুবিপুলান্ ভোগান্ বুদ্ধিমন্তো মহাবলাঃ ।
রাজানো নিধনং প্রাপ্তাস্তব পুত্রা ইব প্রভো ।২৪১
যেষাং দিব্যানি কর্মাণি বিক্রমস্ত্যাগ এব চ ।
মাহাত্ম্যমপি চাস্তিক্যং সত্যং শৌচং দয়ার্জবম্ ।২৪২
বিদ্বদ্ভিঃ কথ্যতে লোকে পুরাণৈঃ কবিসত্তমৈঃ ।
সর্বর্দ্ধিগুণসম্পন্নাস্তে (৪) চাপি নিধনং গতাঃ ।২৪৩

তব পুত্রা দুরাত্মানঃ প্রতপ্তাশ্চৈব মন্যুনা ।
লুব্ধা দুর্বৃত্তভূয়িষ্ঠা ন তান্ শোচিতুমর্হসি ।২৪৪
শ্রুতবানসি মেধাবী বুদ্ধিমান্ প্রাজ্ঞসম্মতঃ ।
যেষাং শাস্ত্রানুগা বুদ্ধির্ন তে মুহ্যন্তি ভারত ।২৪৫
নিগ্রহানুগ্রহৌ চাপি বিদিতৌ তে নরাধিপ ।
নাত্যন্তমেবানুবৃত্তিঃ শ্রূয়তে পুত্ররক্ষণে (১) ।২৪৬
ভবিতব্যং তথা তচ্চ নানুশোচিতুমর্হসি ।
দৈবং পুরুষকারেণ (২) কো নিবর্তিতুমর্হতি ।২৪৭
বিধাতৃবিহিতং মার্গং ন কশ্চিদতিবর্ততে ।
কালমূলমিদং সর্বং ভাবাভাবৌ সুখাসুখে (৩) ।২৪৮
কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ ।
সংহরন্তং প্রজাঃ কালং কালঃ শময়তে পুনঃ (৪)
।২৪৯

অর্ক, প্রিয়ভৃত্য, শুচিব্রত, বলবন্ধু, নিরামর্দ, কেতুশৃঙ্গ, বৃহদ্বল, ধৃষ্টকেতু, বৃহৎকেতু, দীপ্তকেতু, নিরাময়, অবিক্ষিৎ, চপল, ধূর্ত, কৃতবন্ধু, দৃঢ়েষুধি, মহাপুরাণ সম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গ, পরহা এবং শ্রুতি। মহারাজ! এই সকল রাজা এবং বুদ্ধিমান্ ও মহাবলশালী অন্য শত শত, সহস্র সহস্র, অযুত অযুত এবং বহু পদ্মসংখ্যক রাজারা সুবিপুল ভোগ পরিত্যাগ করিয়া আপনার পুত্রগণের মত মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন ।২৩৮-৪১।

এই লোকের পণ্ডিতগণ যাঁহাদের স্বর্গাদি ফলজনক কর্ম, বিক্রম, দান, মাহাত্ম্য, আস্তিক্য, সত্যনিষ্ঠা, পবিত্রতা, দয়া ও সারল্যের কথা বলিয়া থাকেন এবং পুরাতন প্রধান প্রধান কবিরা বর্ণনা করিয়াছেন, সর্বসম্পৎসম্পন্ন ও সর্বগুণসম্পন্ন সেই সকল ব্যক্তিও মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়াছেন ।২৪২-২৪৩

আপনার পুত্রগণ দুরাত্মা, ক্রোধী, অত্যন্ত লোভপরায়ণ ও অত্যন্ত দুরাচার ছিল; অতএব তাহাদের জন্য শোক করা আপনার অনুচিত ।২৪৪

হে ভরতনন্দন! আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, মেধাবী, বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিতগণের প্রিয়; সুতরাং যাঁহাদের বুদ্ধি শাস্ত্রানুসারিণী, তাঁহারা মোহগ্রস্ত হন না ।২৪৫

মহারাজ! পাণ্ডবগণের প্রতি আপনি কিরূপ নিগ্রহ করিয়াছেন এবং নিজের পুত্রগণের প্রতি কিরূপ অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহা আপনিই জানেন। আপনার পুত্রগণকে রক্ষা করিবার জন্য অন্যদের কিসের আনুকূল্য ছিল বলিয়া শুনা যায় না ।২৪৬

দুর্যোধন প্রভৃতির সেই প্রকারের মরণ দৈবেরই বিধান; সুতরাং তাহার জন্য আপনার শোক করা অনুচিত। কোন্ জন পুরুষকারের দ্বারা

পাঠান্তরম্।— (১) অবিক্ষিতশ্চপলো— ।
(২) —পরহা শ্রুতিঃ ।
(৩) —শ্রূয়তে শতশশ্চান্যে— ।
(৪) সর্বগুণসম্পন্নাস্তে— ।

পাঠান্তরম্।— (১) —শ্রূয়তে যে পুত্ররক্ষণে ।
(২) দৈবং প্রজ্ঞাবিশেষেণ— ।
(৩) —সুখাসুখম্ ।
(৪) নির্দহতি প্রজাঃ কালং কালঃ শময়তে পুনঃ ।

কালো হি কুরুতে ভাবান্ সর্বলোকে শুভাশুভান্ ।
কালঃ সংক্ষিপতে সর্বাঃ প্রজা বিসৃজতে পুনঃ ।২৫০
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্তি (১) কালো হি দুরতিক্রমঃ ।
কালঃ সর্বেষু ভূতেষু চরত্যবিধৃতঃ সমঃ ।২৫১
অতীতানাগতা ভাবা যে চ বর্তন্তি সাম্প্রতম্ ।
তান্ কালনির্মিতান্ বুদ্ধ্বা ন সংজ্ঞাং হাতুমর্হসি ।২৫২

সৌতিরুবাচ ।

ইত্যেবং পুত্রশোকার্তং ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্ ।
আশ্বাস্য স্বস্থমকরোৎ সূতো গাবল্গণিস্তদা ।২৫৩
[illegible]
[illegible] ।২৫৪
লোকানাঞ্চ হিতার্থায় কারুণ্যাদ্‌[illegible]* ।
অত্রোপনিষদং পুণ্যাং কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ।
বিদ্বদ্ভিঃ কথ্যতে লোকে পুরাণে কবিসত্তমৈঃ ।২৫৫
ভারতাধ্যয়নাৎ পুণ্যাদপি পাদমধীয়তঃ ।
শ্রদ্দধানস্য পূয়ন্তে সর্বপাপান্যশেষতঃ ।২৫৬
দেবা দেবর্ষয়ো হ্যত্র তথা ব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ ।
কীর্ত্যন্তে শুভকর্মাণস্তথা যক্ষা মহোরগাঃ ।২৫৭
ভগবান্ বাসুদেবশ্চ কীর্ত্যতেঽত্র সনাতনঃ ।
স হি সত্যমৃতং চৈব পবিত্রং পুণ্যমেব চ ।২৫৮
শাশ্বতং ব্রহ্ম পরমং ধ্রুবং জ্যোতিঃ সনাতনম্ ।
যস্য দিব্যানি কর্মাণি কথয়ন্তি মনীষিণঃ ।২৫৯

দৈবকে বিনাশ করিতে পারে ।২৪৭

কোনও ব্যক্তি দৈবনির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করিতে পারে না; ভাব, অভাব, সুখ ও দুঃখ এই সমস্ত কালের দ্বারাই বিহিত হয় ।২৪৮

কাল প্রাণিগণের সৃজন করে, আবার কালই প্রাণিগণের সংহার করে। আবার প্রাণিসংহারক কালকে কালই নিবৃত্ত করে ।২৪৯

কাল শুভাশুভ সমস্ত লৌকিক পদার্থকেই সৃষ্টি করে; কাল প্রলয়কালে সকলকে সংহার করে, পুনরায় সৃষ্টি প্রাক্কালে সকলকে সৃজন করে ॥২৫০

প্রলয়কালে কাল জাগিয়া থাকে; কালকে কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না; কালকে কেহই বাঁধিয়া রাখিতে পারে না; কাল সমস্ত পদার্থেই সমভাবে বিচরণ করে ।২৫১

ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্তমান পদার্থসমূহ সমস্তই কালকৃত বুঝিয়া আপনার পক্ষে শোকে মূর্চ্ছিত হওয়া অনুচিত ।২৫২

সৌতি বলিলেন,—তখন পুত্রশোকার্ত রাজা এইরূপ সঞ্জয় পুত্রশোকাতুর রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বস্ত করিয়া প্রকৃতিস্থ করিলেন ।২৫৩

মহর্ষিও সেই ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয়ের সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বেদব্যাস (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন) এই মহাভারতের জ্ঞান আবিষ্কারে ভাবিয়া উপনিষদ্ অবলম্বন করিলেন ।২৫৪

মহর্ষি বেদব্যাস লোকসমূহের কল্যাণের জন্য করুণাবশতঃ এই মহাভারতে উপনিষৎস্বরূপ পবিত্র কথা বলিয়াছেন; তাহা পণ্ডিতগণ জগতে বলিয়া থাকেন, শ্রেষ্ঠ কবিগণ পুরাণেও বলিয়া গিয়াছেন ।২৫৫

সম্পূর্ণ মহাভারতের অধ্যয়নে পুণ্য হইবেই, এমনকি মহাভারতের একটি শ্লোকের একপাদমাত্র পাঠ অধ্যয়ন করিলেও পুণ্য হয়; আর মহাভারতের বাক্যসমূহের উপর বিশ্বাস রাখিলে সমস্ত পাপরাশি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইয়া যায় ।২৫৬

তাহার কারণ, এই মহাভারতে দেবগণ, দেবর্ষিগণ, নির্মল ব্রহ্মর্ষিগণ, শুভকর্মা যক্ষগণ এবং মহানাগগণ কীর্তিত হইয়াছেন ।২৫৭

পাঠান্তর— (১) কালঃ [illegible]— ।

* কোন কোন পুস্তকে ২৫৪ শ্লোক ও ২৫৫ শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ দেখা যায় না ।

অসচ্চ সদসচ্চৈব যস্মাদ্ বিশ্বং প্রবর্ত্ততে।
সন্ততিশ্চ প্রবৃত্তিশ্চ জন্ম-মৃত্যু-পুনর্ভবাঃ ॥২৫০
অধ্যাত্মং শ্রূয়তে যচ্চ পঞ্চভূতগুণাত্মকম্।
অব্যক্তাদি পরং যচ্চ স এব পরিগীয়তে ॥২৫১
যত্তদ্ যতিবরা মুক্তা ধ্যান-যোগ-বলান্বিতাঃ।
প্রতিবিম্বমিবাদর্শে পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্ ॥২৫২
শ্রদ্দধানঃ সদা যুক্তঃ সদা ধর্ম্মপরায়ণঃ।
আসেবন্নিমমধ্যায়ং নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥২৫৩
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং ভারতস্যেমমাদিতঃ।
আস্তিকঃ সততং শৃণ্বন্ ন কৃচ্ছ্রেষ্ববসীদতি ॥২৫৪

আরও বিশেষ কথা, এই মহাভারতে নিত্য ভগবান্ বাসুদেব কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তিনি সত্য, ঋত, পবিত্র ও তাঁহার চরিত্র পুণ্যজনক ॥২৪৮

তিনি শাশ্বত পরম ব্রহ্ম এবং তিনি স্থির সনাতন জ্যোতিঃস্বরূপ। পণ্ডিতগণ তাঁহার কার্য্যসমূহ অলৌকিক বলিয়া থাকেন ॥২৪৯

অব্যক্তের অবস্থায় অসৎ, কিন্তু ব্যবহারকালে সৎ এবং কার্য্যকারণাত্মক এই বিশ্ব যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় এবং প্রবাহক্রমে যাঁহার প্রবৃত্তি ও যাঁহা হইতে পুনঃ আবির্ভাব, মরণ, জন্ম ও জন্মমরণ সংসার হইয়া থাকে ॥২৫০

বিদ্যার্থিসম্প্রদায় ও মহাবিদ্বানের যাহা নিশ্চিত শরীরে অধিষ্ঠিত জীবচৈতন্যকে যে জীবাত্মা বলিয়া বোঝা যায় এবং প্রকৃত্যাদি জড় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন চৈতন্যকে যে পর ব্রহ্ম বলিয়া বোঝা যায়, সে উভয় জীব ও পর ব্রহ্ম সেই বাসুদেবই—ইহা সুধিগণ বলিয়া থাকেন ॥২৫১

যে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যকে আত্মদর্শনের জন্য সন্ন্যাসী এবং ধ্যানযোগবলসম্পন্ন মুক্ত ব্যক্তিগণ দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় নিজদেহে অবস্থিত দেখিয়া থাকেন ॥২৫২

শ্রদ্ধাবান্ বিশ্বাসী, সতত নিয়মবান্ এবং সতত ধর্ম্মপরায়ণ মানুষ এই অধ্যায় পাঠ করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন ॥২৫৩

উভে সন্ধ্যে জপন্ কিঞ্চিৎ সদ্যো মুচ্যেত কিল্বিষাৎ।
অনুক্রমণ্যা যাবৎ স্যাদহ্না রাত্র্যা চ সঞ্চিতম্ ॥২৫৫
ভারতস্য বপুর্হ্যেতৎ সত্যঞ্চামৃতমেব চ।
নবনীতং যথা দধ্নো দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো যথা ॥২৫৬
আরণ্যকঞ্চ বেদেভ্য ওষধিভ্যোঽমৃতং যথা।
হ্রদানামুদধিঃ শ্রেষ্ঠো গৌর্বরিষ্ঠা চতুষ্পদাম্।
যথৈতানীতিহাসানাং তথা ভারতমুচ্যতে ॥২৫৭
যশ্চৈনং শ্রাবয়েচ্ছ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণান্ পাদমন্ততঃ।
অক্ষয্যমন্নপানং বৈ পিতৄংস্তস্যোপতিষ্ঠতে ॥২৫৮
ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি ॥২৫৯

আস্তিক লোক মহাভারতের এই অনুক্রমণিকাধ্যায় প্রথম হইতে সতত শ্রবণ করিলে কষ্টে অবসন্ন হন না ॥২৫৪

প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে মহাভারতের যে কোন অংশের পাঠক তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত হইবে; আর দিনে বা রাত্রিতে সঞ্চিত যত পাপ থাকে, তাহা এই অনুক্রমণিকাধ্যায়ের পাঠে দূরীভূত করিবে ॥২৫৫

এই অনুক্রমণিকাধ্যায়ই মহাভারতের শরীর এবং সত্য ও অমৃতস্বরূপ। দধির মধ্যে যেমন নবনীত শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, (বেদসমূহের মধ্যে) যেমন উপনিষদ্ শ্রেষ্ঠ, ঔষধি বৈদ্যবিষয়ের মধ্যে যেমন অমৃত (অমৃতরসায়ন) শ্রেষ্ঠ, হ্রদের মধ্যে যেমন সাগর শ্রেষ্ঠ, এবং চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে যেমন গো শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ইতিহাস সমূহের মধ্যে এই মহাভারত শ্রেষ্ঠ ॥২৫৬-৫৭

যে মনুষ্য শ্রাদ্ধকালে এই অধ্যায় বা ইহার একটী শ্লোকের অন্ততঃ একটী চরণ ব্রাহ্মণগণকে শুনাইবে, তৎপ্রদত্ত অন্নপানীয় অক্ষয় হইয়া তাহার পিতৃপুরুষগণের নিকট উপস্থিত হইবে ॥২৫৮

(যিনি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন তিনি) ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা বেদকে বর্দ্ধিত করিবেন। কারণ

কার্ষ্ণং বেদমিমং বিদ্বান্ শ্রাবয়িত্বার্থমশ্নুতে।
ভ্রূণহত্যাকৃতঞ্চাপি পাপং জহ্যান্ন সংশয়ঃ॥২৭০
য ইমং শুচিরধ্যায়ং পঠেৎ পর্ব্বণি পর্ব্বণি।
অধীতং ভারতং তেন কৃৎস্নং স্যাদিতি মে মতিঃ॥২৭১
যশ্চেমং শৃণুয়ান্নিত্যমার্ষং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
স দীর্ঘমায়ুঃ কীর্ত্তিঞ্চ স্বর্গতিঞ্চাপ্নুয়ান্নরঃ॥২৭২
একতশ্চতুরো বেদান্ ভারতঞ্চৈতদেকতঃ।
পুরা কিল সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতম্॥২৭৩
চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যো হ্যধিকং যদা।
তদা প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে॥২৭৪
মহত্ত্বে চ গুরুত্বে চ ধ্রিয়মাণং যতোঽধিকম্।
মহত্ত্বাদ্ ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে।
নিরুক্তমস্য যো বেদ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥২৭৫
তপো ন কল্কোঽধ্যয়নং ন কল্কঃ
স্বাভাবিকো বেদবিধির্ন কল্কঃ।
প্রসহ্য বিত্তাহরণং ন কল্ক-
স্তান্যেব ভাবোপহতানি কল্কঃ॥২৭৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি অনুক্রমণিকানাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

না হইলে 'এই ব্যক্তি ভারতের প্রচার করিবে' এই কথা জানিয়া অন্য লোক হইতে সে জীবিকা লাভ করে।২৬৯

ব্যাসদেবের এই মহাভারতখানি যে জ্ঞানী পণ্ডিতগণকে শ্রবণ করান এবং এই গ্রন্থের অর্থবোধ করিলেন, তিনি ভ্রূণহত্যাকৃত পাপ হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত হন।২৭০

যে ব্যক্তি শুদ্ধ হইয়া পূর্ণিমাদি প্রত্যেক পর্ব্বতিথিতে এই অধ্যায়টি পাঠ করেন, তাঁহার দ্বারা সমগ্র মহাভারতখানিই পঠিত হয়, ইহা আমার মত।২৭১

আর যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই অধ্যায়টি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রবণ করেন, তিনি দীর্ঘায়ু, কীর্ত্তি ও স্বর্গ লাভ করেন।২৭২

পুরাকালে এই মহাভারতের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য সমস্ত দেবগণ মিলিত হইয়া তুলাদণ্ডের একদিকে চারিটি বেদ এবং অপরদিকে কেবলমাত্র একটি মহাভারত রাখিয়াছিলেন।২৭৩

উপনিষদের সহিত চারিটি বেদ হইতেই যখন এই পুস্তক অধিক হইল, সেই সময় হইতেই এই জগতে এই পুস্তক মহাভারত নামে অভিহিত হইয়াছে।২৭৪

তুলাদণ্ডে ধৃত হইলে পর এই গ্রন্থ যখন আকারে ও ভারে অধিক হইল, তখন মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্বহেতু এই গ্রন্থ মহাভারত নামে অভিহিত হইল। যে ব্যক্তি কেবল মহাভারত শব্দের এই অর্থ জানে, সেও সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়।২৭৫

তপস্যা, অধ্যয়ন, বেদবিহিত স্বাভাবিক ধর্ম্মকার্য্য এবং প্রভুত্ব প্রকাশ করিয়া অর্থোপার্জ্জন—এইগুলির কোনটিই স্বভাবতঃ পাপজনক নহে; কিন্তু এইগুলির উদ্দেশ্য দূষিত হইলে এইগুলি পাপজনক হইবে।২৭৬

---

* এই অধ্যায়ের ২৭ সংখ্যক শ্লোকের পর কোন কোন পুস্তকে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি অধিক দেখা যায়—

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

শ্রীমদ্বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বে অনুক্রমণিকানামক
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

(পর্বসংগ্রহপর্ব)

[সমন্তপঞ্চকক্ষেত্রবর্ণনম্, অক্ষৌহিণীসেনাপ্রমাণকথনম্, মহাভারতে বর্ত্তি-পর্বণাং তত্র সংক্ষিপ্ত-বিষয়াণাঞ্চ সংগ্রহঃ, মহাভারতস্য শ্রবণ-পঠনফলকীর্তনঞ্চ।]

ঋষয় ঊচুঃ।

সমন্তপঞ্চকমিতি যদুক্তং সূতনন্দন।
এতৎ সর্বং যথাতত্ত্বং (১) শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্॥১

সৌতিরুবাচ।

শৃণুধ্বং মম ভো বিপ্রা ব্রুবতশ্চ কথাঃ শুভাঃ।
সমন্তপঞ্চকাখ্যঞ্চ শ্রোতুমর্হথ সত্তমাঃ॥২
ত্রেতা-দ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
অসকৃৎ পার্থিবং ক্ষত্রং জঘানামর্ষচোদিতঃ॥৩
স সর্বং ক্ষত্রমুৎসাদ্য স্ববীর্যেণানলদ্যুতিঃ।
সমন্তপঞ্চকে পঞ্চ চকার রৌধিরান্ হ্রদান্॥৪
স তেষু রুধিরাম্ভঃসু হ্রদেষু ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
পিতৄন্ সন্তর্পয়ামাস রুধিরেণেতি নঃ শ্রুতম্॥৫
অথর্চীকাদয়োঽভ্যেত্য পিতরো রামমব্রুবন্।
রাম রাম মহাভাগ প্রীতাঃ স্ম তব ভার্গব (২)॥৬
অনয়া পিতৃভক্ত্যা চ বিক্রমেণ তব প্রভো।
বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে যদিচ্ছসি মহাদ্যুতে॥৭

রাম উবাচ।

যদি মে পিতরঃ প্রীতা যদ্যনুগ্রাহ্যতা ময়ি।
যচ্চ রোষাভিভূতেন ক্ষত্রমুৎসাদিতং ময়া॥৮
অতশ্চ পাপান্মুচ্যেয়মেষ মে প্রার্থিতো বরঃ।
হ্রদাশ্চ তীর্থভূতা মে ভবেয়ুর্ভুবি বিশ্রুতাঃ॥৯

(পর্বসংগ্রহপর্ব)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[সমন্তপঞ্চকক্ষেত্রবর্ণন, অক্ষৌহিণীসেনাপ্রমাণকথন, মহাভারতে বর্ত্তি পর্বসমূহের এবং তাঁহার অন্তর্গত বিষয়সমূহের সংগ্রহ ও মহাভারতের শ্রবণ এবং পাঠের ফলকীর্ত্তন]

ঋষিগণ বলিলেন,—"সূতনন্দন! আপনি সমন্তপঞ্চক বলিয়া যাহা বলিলেন, তাহার সম্বন্ধে উপাখ্যান আমরা যথাযথ শুনিতে ইচ্ছা করি ॥১

সৌতি বলিলেন—হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ! আমি আপনাদের নিকট প্রসঙ্গক্রমে মঙ্গলজনক কথা এবং সমন্তপঞ্চক দেশের বৃত্তান্ত বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন ॥২

ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিতে শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ পরশুরাম ক্রোধে পরিচালিত হইয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষত্রিয় রাজগণকে বধ করিয়াছিলেন ॥৩

অগ্নির মত তেজস্বী পরশুরাম নিজ শক্তিতেই ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ করিয়া সমন্তপঞ্চকে পাঁচটি রক্তের হ্রদ করিয়াছিলেন ॥৪

আমরা শুনিয়াছি যে, পরশুরাম ক্রোধে বিমূর্চ্ছিত হইয়া রক্তজলে পূর্ণ সেই সকল হ্রদে রক্তদ্বারা পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করিয়াছিলেন ॥৫

তদনন্তর ঋচীক প্রভৃতি পিতৃগণ আসিয়া পরশুরামকে বলিলেন,—"হে ভৃগুবংশধর মহাভাগ পরশুরাম! হে মহাবীর! হে মহাতেজা! তোমার

পাঠান্তরম্— (১) এতৎ সর্বং যথাতত্ত্বং—।

* 'সমন্ত পঞ্চ সর্ব এইরূপ—'[illegible] [illegible] [illegible]' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইত, উহাই পরে সমস্ত [illegible] পরিচিত হয়।

(২) অর্চীকাদয়োঽভ্যেত্য পিতরো রামমব্রুবন্।
[illegible] [illegible] নিমিত্তকঃ ন বিস্ময়॥

* কোন কোন পুস্তকে ২ শ্লোক হইতে ১০ শ্লোক পর্যন্ত পাঠ দেখা যায় না।

এবং ভবিষ্যতীত্যেবং পিতরস্তমথাব্রুবন্‌।
তং ক্ষমস্বেতি নিষিষিধুস্ততঃ স বিররাম হ ॥১০
তেষাং সমীপে যো দেশো হ্রদানাং রুধিরাম্ভসাম্‌।
সমন্তপঞ্চকমিতি পুণ্যং তৎ পরিকীর্তিতম্‌ ॥১১
যেন লিঙ্গেন যো দেশো যুক্তঃ সমুপলক্ষ্যতে।
তেনৈব নাম্না তং দেশং বাচ্যমাহুর্মনীষিণঃ ॥১২
অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলি-দ্বাপরয়োরভূৎ।
সমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ ॥১৩
তস্মিন্‌ পরমধর্মিষ্ঠে দেশে ভূদোষবর্জিতে।
অষ্টাদশ সমাজগ্মুরক্ষৌহিণ্যো যুযুৎসয়া ॥১৪
সমেত্য তং দ্বিজাস্তাশ্চ তত্রৈব নিধনং গতাঃ।
এতন্নামাভিনির্বৃত্তং (১) তস্য দেশস্য বৈ দ্বিজাঃ।
পুণ্যশ্চ রমণীয়শ্চ স দেশো বঃ প্রকীর্তিতঃ ॥১৫
তদেতৎ কথিতং সর্বং ময়া ব্রাহ্মণসত্তমাঃ।
যথা দেশঃ স বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু সুব্রতাঃ ॥১৬
ঋষয় ঊচুঃ।
অক্ষৌহিণ্য ইতি প্রোক্তং যত্ত্বয়া সূতনন্দন।
এতদিচ্ছামহে শ্রোতুং সর্বমেব যথাতথম্‌ (২)॥১৭
অক্ষৌহিণ্যাঃ পরীমাণং নরাশ্ব-রথ-দন্তিনাম্‌।
যথাবচ্চৈব নো ব্রূহি সর্বং হি বিদিতং তব ॥১৮

এই পিতৃভক্তি ও বলবিক্রম দেখিয়া আমরা তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। তোমার ইচ্ছানুসারে মঙ্গলজনক বর গ্রহণ কর।" ৬-৭

পরশুরাম বলিলেন,—"আপনারা পিতৃগণ যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন এবং আমি যদি আপনাদের অনুগ্রহপাত্র হইয়া থাকি, তবে আমি যে ক্রোধে অভিভূত হইয়া ক্ষত্রিয়গণের বিনাশ করিয়াছি, এই কারণে জাত পাপ হইতে আমি যেন মুক্তিলাভ করিতে পারি এবং আমার এই হ্রদগুলি যেন পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ তীর্থ হয়; ইহাই আমার প্রার্থিত বর।" ৮-৯

পিতৃগণ পরশুরামকে বলিলেন,—"এইরূপ হইবে" এবং "ক্ষত্রিয়গণকে ক্ষমা কর, হিংসা হইতে বিরত হও" এই কথা বলিয়া ক্ষত্রিয়বধ করিতে নিষেধ করিলেন। তদনুসারে পরশুরাম ক্ষত্রিয়বধ হইতে বিরত হইলেন।১০

সেই রুধিরজলের দ্বারা পূর্ণ হ্রদসমূহের নিকটে যে দেশ আছে, তাহাই পবিত্র সমন্তপঞ্চক নামে বর্ণিত হইয়াছে।১১

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যে দেশকে যেরূপ চিহ্নযুক্ত দেখা যাইবে, সে দেশকে সেইরূপ নামেই অভিহিত করিতে হইবে।১২

দ্বাপর ও কলিযুগের মধ্যবর্তী সময় উপস্থিত হইলে, সেই সমন্তপঞ্চক দেশে কুরুসেনা ও পাণ্ডবসেনার যুদ্ধ হইয়াছিল।১৩

উচ্চতা ও নিম্নতা প্রভৃতি ভূমিদোষবর্জিত এবং অতিপুণ্যজনক সেই স্থানে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া আঠার অক্ষৌহিণী সৈন্য সমবেত হইয়াছিল।১৪

হে ব্রাহ্মণগণ! এই স্থানে সৈন্যগণ সমবেত হইয়া এইখানেই নিধন প্রাপ্ত হয়। বিপ্রগণ! সেই হইতে এই দেশের 'সমন্তপঞ্চক' এই নাম সম্পন্ন হইয়াছিল; সেই দেশ পবিত্র ও সুন্দর, ইহা আপনাদের নিকট বলিলাম।১৫

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সুব্রতগণ! সেই দেশ যে ভাবে ত্রিলোকবিখ্যাত হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে সমস্ত কথাই আমি আপনাদের নিকট বলিলাম।১৬

ঋষিগণ বলিলেন—হে সূতনন্দন! আপনি যে

---

* কোন কোন আদর্শে ১২ শ্লোকের অপর অর্ধটী দেখা যায় না।

পাঠান্তর :— (১) এতন্নামাভিনির্বৃত্ত—।
(২) —যথাবৎ।

সৌতিরুবাচ।

একো রথো গজশ্চৈকো নরাঃ পঞ্চ পদাতয়ঃ।
ত্রয়শ্চ তুরগাস্তজ্জ্ঞৈঃ পত্তিরিত্যভিধীয়তে ॥১৯
পত্তিং তু ত্রিগুণামেতামাহুঃ সেনামুখং বুধাঃ।
ত্রীণি সেনামুখান্যেকো গুল্ম ইত্যভিধীয়তে ॥২০
ত্রয়ো গুল্মা গণো নাম বাহিনী তু গণাস্ত্রয়ঃ।
স্মৃতাস্তিস্রস্তু বাহিন্যঃ পৃতনেতি বিচক্ষণৈঃ ॥২১
চমূস্তু পৃতনাস্তিস্রস্তিস্রস্ত্বনীকিনী।
অনীকিনীং দশগুণাং প্রাহুরক্ষৌহিণীং বুধাঃ ॥২২
অক্ষৌহিণ্যাঃ প্রসংখ্যাতা রথানাং দ্বিজসত্তমাঃ।
সংখ্যা গণিততত্ত্বজ্ঞৈঃ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ ॥২৩
শতান্যুপরি চৈবাষ্টৌ তথা ভূয়শ্চ সপ্ততিঃ।
গজানাঞ্চ পরীমাণমেতদেব বিনির্দিশেৎ ॥২৪

জ্ঞেয়ং শতসহস্রং তু সহস্রাণি নবৈব তু।
নরাণামপি পঞ্চাশচ্ছতানি ত্রীণি চানঘাঃ ॥২৫

পঞ্চষষ্টিসহস্রাণি তথাশ্বানাং শতানি চ।
দশোত্তরাণি ষট্ প্রাহুর্যথাবদিহ সংখ্যয়া ॥২৬

এতামক্ষৌহিণীং প্রাহুঃ সংখ্যাতত্ত্ববিদো জনাঃ।
যাং বঃ কথিতবানস্মি বিস্তরেণ তপোধনাঃ ॥২৭

এতয়া সংখ্যয়া হ্যাসন্ কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ।
অক্ষৌহিণ্যো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ পিণ্ডিতাষ্টাদশৈব তু(১)
॥২৮

সমাজগ্মুস্তত্র দেশে তত্রৈব নিধনং গতাঃ।
কৌরবান্ কারণং কৃত্বা কালেনাদ্ভুতকর্ম্মণা ॥২৯

অক্ষৌহিণীর কথা বলিলেন, তৎসম্বন্ধে সমস্ত বিষয় যথাযথভাবে শুনিতে আমরা ইচ্ছুক হইয়াছি।১৭

এক অক্ষৌহিণী বলিলে তাহাতে মনুষ্য, অশ্ব, রথ ও হস্তী ইহাদের প্রত্যেকের সংখ্যা কত, তাহা আপনি যথাযথভাবে আমাদিগকে বলুন। কারণ আপনি সর্ব্বজ্ঞ।১৮

সৌতি বলিলেন,—শাস্ত্রজ্ঞগণ বলেন যে, একটী হস্তী, একটী রথ, পাঁচজন পদাতি এবং তিনটী অশ্ব, ইহাতে একটী পত্তি হয়।১৯

পণ্ডিতগণ বলেন,—তিনটী পত্তিতে এক সেনামুখ হয় এবং তিনটী সেনামুখে এক গুল্ম হয়।২০

তিন গুল্মে এক গণ, তিন গণে এক বাহিনী এবং তিন বাহিনীতে এক পৃতনা হয়, ইহাও পণ্ডিতেরা তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।২১

আবার পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন,—তিন পৃতনায় এক চমূ, তিন চমূতে এক অনীকিনী এবং দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী হয়।২২

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! গণিতজ্ঞগণ এক অক্ষৌহিণীতে রথের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—একুশহাজার আটশত সত্তর, হস্তীর সংখ্যাও এইরূপ।২৩-২৪

হে নিষ্পাপ মুনিগণ! এক অক্ষৌহিণীতে পদাতির সংখ্যা একলক্ষ নয়হাজার তিনশত পঞ্চাশ জানিবেন।২৫

পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন,—এক অক্ষৌহিণীতে অশ্বের সংখ্যা পঁয়ষট্টিহাজার ছয়শত দশ হয়।২৬

হে তপোধনগণ! আমি বিস্তৃতভাবে আপনাদের নিকটে যাহা বলিলাম, ইহাকেই গণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণ অক্ষৌহিণী বলেন।২৭

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! কুরুসেনা ও পাণ্ডবসেনা মিলিত হওয়ায় সাকল্যে মোট আঠার অক্ষৌহিণী সৈন্য হইয়াছিল।২৮

সেই সমন্তপঞ্চক দেশে তাহারা সম্মিলিত হইয়াছিল, আবার কৌরবগণকে নিমিত্ত করিয়া অদ্ভুতকর্ম্মা কালের দ্বারা সেই স্থানেই নিধন প্রাপ্ত

পাঠান্তরঃ—(১) —পিণ্ডিতাষ্টাদশৈব তু।

* কোন কোন গ্রন্থে ৩১ শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়,—

“[illegible] ॥”

অহানি যুযুধে ভীষ্মো দশৈব পরমাস্ত্রবিৎ ।
অহানি পঞ্চ দ্রোণস্তু ররক্ষ কুরুবাহিনীম্ ॥৫০
অহনী যুযুধে দ্বে তু কর্ণঃ পরবলার্দনঃ ।
শল্যোঽর্দ্ধদিবসঞ্চৈব গদাযুদ্ধমতঃপরম্ ॥৫১
তস্যৈব দিবসস্যান্তে দ্রৌণি-হার্দিক্য-গৌতমাঃ ।
প্রসুপ্তং নিশি বিশ্বস্তং জঘ্নুর্যৌধিষ্ঠিরং বলম্ ॥৫২
যত্তু শৌনক সত্রে তে ভারতাখ্যানমুত্তমম্ ।
জনমেজয়স্য তৎ সত্রে ব্যাসশিষ্যেণ ধীমতা ॥৫৩
কথিতং বিস্তরার্থঞ্চ যশো বীর্যং মহীক্ষিতাম্ ।
পৌষ্যং তত্র চ পৌলোমমাস্তীকঞ্চাদিতঃ স্মৃতম্ ॥৫৪
বিচিত্রার্থপদাখ্যানমনেকসময়ান্বিতম্ ।
অভিপন্নং নরৈঃ প্রাজ্ঞৈর্বৈরাগ্যমিব মোক্ষিভিঃ ॥৫৫
আত্মেব বেদিতব্যেষু প্রিয়েষ্বিব হি জীবিতম্ ।
ইতিহাসঃ প্রধানার্থঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বাগমেষ্বয়ম্ ॥৫৬
অনাশ্রিত্যৈতদাখ্যানং কথা ভুবি ন বিদ্যতে ।
আহারমনপাশ্রিত্য শরীরস্যেব ধারণম্ ॥৫৭
ইদং কবিবরৈঃ সর্বৈরাখ্যানমুপজীব্যতে ।
উদয়প্রেপ্সুভির্ভৃত্যৈরভিজাত ইবেশ্বরঃ ॥৫৮
ইতিহাসোত্তমে হ্যস্মিন্নর্পিতা বুদ্ধিরুত্তমা ।
স্বর-ব্যঞ্জনয়োঃ কৃৎস্না লোকবেদাশ্রয়েব বাক্ ॥৫৯
অস্য প্রজ্ঞাভিপন্নস্য বিচিত্রপদপর্বণঃ ।
সূক্ষ্মার্থন্যায়যুক্তস্য বেদার্থৈর্ভূষিতস্য চ ॥৬০
ভারতস্যেতিহাসস্য শ্রূয়তাং পর্বসংগ্রহঃ ।
পর্বানুক্রমণী পূর্বং দ্বিতীয়ঃ পর্বসংগ্রহঃ (১) ॥৬১

হইয়াছিল ।৪৯

পরম অস্ত্রবেত্তা ভীষ্ম দশদিন মাত্র যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং দ্রোণ পাঁচদিন কৌরবসৈন্য রক্ষা করিয়াছিলেন ।৫০

শত্রুসৈন্যবিনাশকারী কর্ণ দুইদিন যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং শল্য অর্দ্ধদিন মাত্র যুদ্ধ করিয়াছিলেন; তৎপরে গদাযুদ্ধ হইয়াছিল ।৫১

সেই দিনের অবসানে রাত্রিতে অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য্য নিদ্রিত ও নিশ্চিন্ত অবস্থায় যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে বধ করেন ।৫২

হে শৌনক! আপনার এই যজ্ঞে আমার বর্ণনীয় উত্তম মহাভারতোপাখ্যান মহারাজ জনমেজয়ের যজ্ঞে বৈশম্পায়ন কর্তৃক কথিত হইয়াছিল ।৫৩

যাহার অভিপ্রায় বিস্তৃত এবং যাহা ভূপতিগণের যশ ও বিক্রমের প্রকাশক এবং যাহার আদিতে পৌষ্য, পৌলোম ও আস্তীক এই তিনটী উপাখ্যান আছে ।৫৪

মোক্ষাভিলাষীরা যেমন বৈরাগ্য আশ্রয় করেন, সেইরূপ জ্ঞানী লোকেরা বিচিত্র বিষয়, পদ ও উপাখ্যানসমূহের দ্বারা পূর্ণ এবং অনেক প্রকার আচারের প্রকাশক এই মহাভারতকে আশ্রয় করিয়াছেন ।৫৫

জ্ঞাতব্য বস্তুসমূহের মধ্যে আত্মার ন্যায় এবং প্রিয় বস্তুসমূহের মধ্যে নিজের জীবনের ন্যায় সর্বশাস্ত্রের মধ্যে প্রধানতঃ মোক্ষপ্রতিপাদক এই ইতিহাস শ্রেষ্ঠ ।৫৬

যেমন কেহ আহার না করিয়া শরীর ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি এই উপাখ্যানকে অবলম্বন না করিয়া পৃথিবীতে কোনও উপাখ্যানই থাকিতে পারে না ।৫৭

উন্নতিকামী ভৃত্যগণ যেমন সৎকুলোৎপন্ন প্রভুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ কবিগণ এই মহাভারতকে আশ্রয় করিয়া থাকেন ।৫৮

লৌকিক ও বৈদিক সমস্ত বাক্য যেমন কেবল স্বর ও ব্যঞ্জনের উপর নির্ভর করে, সেইরূপ উত্তমা বুদ্ধিমাত্রই এই ইতিহাসোত্তম মহাভারতের উপর নির্ভর করে ।৫৯

পাঠান্তর :—(১) দ্বিতীয়ং পর্বসংগ্রহম্ ।

পৌষ্যং পৌলোমমাস্তীকমাদিরংশাবতারণম্ ।
ততঃ সম্ভবপর্বোক্তমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥৪২
দাহো জতুগৃহস্যাত্র হৈড়িম্বং পর্ব চোচ্যতে ।
ততো বকবধঃ পর্ব (১) পর্ব চৈত্ররথং ততঃ ॥৪৩
ততঃ স্বয়ম্বরো দেব্যাঃ পাঞ্চাল্যাঃ পর্ব চোচ্যতে ।
ক্ষাত্রধর্মেণ বিজিত্য ততো বৈবাহিকং স্মৃতম্ ॥৪৪
বিদুরাগমনং পর্ব রাজ্যলম্ভস্তথৈব চ (২) ।
অর্জুনস্য বনে বাসঃ সুভদ্রাহরণং ততঃ ॥৪৫
সুভদ্রাহরণাদূর্দ্ধং জ্ঞেয়া হরণহারিকা (৩) ।
ততঃ খাণ্ডবদাহাখ্যং তত্রৈব ময়দর্শনম্ ॥৪৬

সভাপর্ব ততঃ প্রোক্তং মন্ত্রপর্ব ততঃ পরম্ ।
জরাসন্ধবধঃ পর্ব পর্ব দিগ্বিজয়ং তথা ॥৪৭
পর্ব দিগ্বিজয়াদূর্দ্ধং রাজসূয়িকমুচ্যতে ।
ততশ্চার্ঘাভিহরণং শিশুপালবধস্ততঃ ॥৪৮
দ্যূতপর্ব ততঃ প্রোক্তমনুদ্যূতমতঃ পরম্ ।
ততঃ আরণ্যকং পর্ব কির্মীরবধ এব চ ॥৪৯
অর্জুনস্যাভিগমনং পর্ব জ্ঞেয়মতঃ পরম্ ।
ঈশ্বরার্জুনয়োর্যুদ্ধং পর্ব কৈরাতসংজ্ঞিতম্ ॥৫০
ইন্দ্রলোকাভিগমনং পর্ব জ্ঞেয়মতঃ পরম্
নলোপাখ্যানমপি চ ধার্মিকং করুণোদয়ম্ ॥৫১

এই ইতিহাস মহাভারতে অধ্যায়বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। ইহার পদ ও পর্বসমূহ বিচিত্র এবং ইহাতে প্রকৃতি পুরুষ প্রভৃতি সূক্ষ্ম বিষয় ও বহুবিধ কথা বলা হইয়াছে। ইহা বেদোক্ত বিষয়ের দ্বারা বিভূষিত ॥৪০

আপনারা ইহার পর্বসংগ্রহ অধ্যায় শ্রবণ করুন। প্রথমে অনুক্রমণিকা অধ্যায় কথিত হইয়াছে, সম্প্রতি পর্বসংগ্রহনামক দ্বিতীয় অধ্যায় কথিত হইতেছে ॥৪১

প্রথমে পৌষ্য, পৌলোম ও আস্তীক—এই তিনটি উপাখ্যান আছে, তাহার পর আদিবংশের অবতারণা করা হইয়াছে এবং তাহার পর অদ্ভুত রোমাঞ্চকর সম্ভবপর্ব কথিত হইয়াছে ॥৪২

তদনন্তর এই মহাভারতে জতুগৃহদাহ, হিড়িম্ব-রাক্ষসীর বৃত্তান্তপর্ব, তাহার পর বকাসুরের বধপর্ব, তাহার চিত্ররথগন্ধর্বের বৃত্তান্তপর্ব ॥৪৩

তাহার পর দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর পর্ব, তদনন্তর ক্ষত্রিয়ধর্মানুসারে বিপক্ষগণকে পরাজিত করার পর পাণ্ডবগণের বিবাহপর্ব ॥৪৪

তদনন্তর বিদুরের আগমন, পাণ্ডবগণের রাজ্যলাভ, অর্জুনের বনবাস ও সুভদ্রাহরণ ॥৪৫

সুভদ্রাহরণের পর যৌতুকানয়ন, তদনন্তর খাণ্ডবদাহ এবং সেই প্রসঙ্গেই ময়দানবের দর্শনলাভ ॥৪৬

তাহার পর সভাপর্ব, তদনন্তর রাজমন্ত্রণা-বিষয়ে মন্ত্র, তদনন্তর জরাসন্ধবধ এবং তদনন্তর পাণ্ডবগণের দিগ্বিজয়পর্ব ॥৪৭

দিগ্বিজয়ের পর রাজসূয়যজ্ঞের পর্ব, তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের অর্ঘ্যহরণ, তদনন্তর শিশুপালবধ ॥৪৮

তদনন্তর দ্যূতক্রীড়াপর্ব, তদনন্তর পুনরায় অনুদ্যূত, তদনন্তর বনপর্ব এবং তাহার পর কির্মীরবধ ॥৪৯

তদনন্তর কিরাতপর্ব; এখানে অস্ত্রের উদ্দেশে অর্জুনের হিমালয়ে গমন এবং শিব ও অর্জুনের যুদ্ধ ॥৫০

অর্জুনের ইন্দ্রলোকে গমন, ও তদনন্তর নলরাজার উপাখ্যান। এই নলোপাখ্যান অত্যন্ত ধর্মজনক এবং শ্রোতার করুণরসের উদ্রেককর ॥৫১

পাঠান্তর :—(১) ততো বকবধং পর্ব— ।
(২)—রাজ্যলাভস্তথৈব চ ।
(৩)—জ্ঞেয়ং হরণহারিকম্ ।

তীর্থযাত্রা ততঃ পর্ব কুরুরাজস্য ধীমতঃ।
জটাসুরবধঃ পর্ব যক্ষযুদ্ধমতঃ পরম্ ॥৫২
নিবাতকবচৈর্যুদ্ধং পর্ব চাজগরং ততঃ।
মার্কণ্ডেয়সমাস্যা চ পর্বানন্তরমুচ্যতে ॥৫৩
সংবাদশ্চ ততঃ পর্ব দ্রৌপদীসত্যভাময়োঃ।
ঘোষযাত্রা ততঃ পর্ব মৃগস্বপ্নোদ্ভবং ততঃ ॥৫৪
ব্রীহিদ্রৌণিকমাখ্যানমৈন্দ্রদ্যুম্নং তথৈব চ।
দ্রৌপদীহরণং পর্ব জয়দ্রথবিমোক্ষণম্ ॥৫৫
পতিব্রতায়া মাহাত্ম্যং সাবিত্র্যাশ্চৈবমদ্ভুতম্।
রামোপাখ্যানমত্রৈব পর্ব জ্ঞেয়ং ততঃ পরম্।
কুণ্ডলাহরণং পর্ব ততঃ পরমিহোচ্যতে ॥৫৬
আরণেয়ং ততঃ পর্ব বৈরাটং তদনন্তরম্।
পাণ্ডবানাং প্রবেশশ্চ সময়স্য চ পালনম্ ॥৫৭
কীচকানাং বধঃ পর্ব পর্ব গোগ্রহণং ততঃ।
অভিমন্যোশ্চ বৈরাট্যাঃ পর্ব বৈবাহিকং স্মৃতম্ ॥৫৮
উদ্যোগপর্ব বিজ্ঞেয়মত ঊর্দ্ধং মহাদ্ভুতম্।
ততঃ সঞ্জয়যানাখ্যং পর্ব জ্ঞেয়মতঃ পরম্ ॥৫৯
প্রজাগরং তথা পর্ব (১) ধৃতরাষ্ট্রস্য চিন্তয়া।
পর্ব সানৎসুজাতং বৈ গুহ্যমধ্যাত্মদর্শনম্ ॥৬০
যানসন্ধিস্ততঃ পর্ব ভগবদ্যানমেব চ।
মাতলীয়মুপাখ্যানং চরিতং গালবস্য চ ॥৬১
সাবিত্রং বামদেব্যঞ্চ বৈন্যোপাখ্যানমেব চ।
জামদগ্ন্যমুপাখ্যানং পর্ব ষোড়শরাজিকম্ ॥৬২
সভাপ্রবেশঃ কৃষ্ণস্য বিদুলাপুত্রশাসনম্।
প্রত্যাখ্যানঞ্চ কৃষ্ণস্য বিদুলাপুত্রশাসনম্ ॥৬৩
উদ্যোগঃ সৈন্যনির্য্যাণং শ্বেতোপাখ্যানমেব চ (২)।
জ্ঞেয়ং বিবাদপর্বাত্র কর্ণস্যাপি মহাত্মনঃ ॥৬৪

তদনন্তর বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রাপর্ব, তদনন্তর জটাসুরবধ, তদনন্তর ভীমের সহিত যক্ষগণের যুদ্ধ ॥৫২

নিবাতকবচগণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ, তাহার পর অজগরগ্রাসী নহুষের পর্ব, তদনন্তর মার্কণ্ডেয়ের সহিত পাণ্ডবগণের সমাগম ॥৫৩

তদনন্তর দ্রৌপদী ও সত্যভামার সংবাদ, তদনন্তর কৌরবগণের ঘোষযাত্রা, তদনন্তর যুধিষ্ঠিরের মৃগস্বপ্ন ॥৫৪

ব্রীহিদ্রৌণিক উপাখ্যান, ইন্দ্রদ্যুম্নের উপাখ্যান, জয়দ্রথকৃত দ্রৌপদীহরণের ব্যাপার, জয়দ্রথের মোচন ॥৫৫

পতিব্রতা সাবিত্রীর অদ্ভুত মাহাত্ম্য, তদনন্তর রামের উপাখ্যান, তাহার পর কর্ণের নিকট হইতে কুণ্ডল আহরণ ॥৫৬

তদনন্তর আরণেয়, তদনন্তর বিরাটপর্ব, বিরাটনগরে পাণ্ডবগণের প্রবেশ ও প্রতিজ্ঞানুসারে অজ্ঞাতভাবে কালযাপন ॥৫৭

তদনন্তর কীচকবধ, গোহরণ এবং উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ ॥৫৮

অতঃপর অত্যন্ত অদ্ভুত উদ্যোগপর্ব, তদনন্তর পাণ্ডবগণের নিকট সঞ্জয়ের গমন ॥৫৯

তদনন্তর দুশ্চিন্তায় ধৃতরাষ্ট্রের জাগরণ, তাহার পর আধ্যাত্মিকজ্ঞানবিষয়ক গোপনীয় সনৎসুজাতীয় ব্যাপার ॥৬০

তদনন্তর সন্ধির জন্য যাত্রা উদ্যম, কৌরবসভায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গমন, তাহার পর মাতলির উপাখ্যান ও গালবের চরিত ॥৬১

সাবিত্রী, বামদেব, বৈন্য, পরশুরাম ও ষোড়শ রাজার উপাখ্যান ॥৬২

ধৃতরাষ্ট্রের সভায় কৃষ্ণের প্রবেশ, পুত্রের প্রতি বিদুলার উপদেশ, কৌরবগণ কর্তৃক কৃষ্ণের

পাঠান্তর।—(১) প্রজাগরকথা পর্ব।
(২) বিশ্বোপাখ্যানমেব চ।

* কোন কোন আদর্শপুস্তকে ৬০ শ্লোকের শেষ অর্দ্ধ হইতে ৬৩ শ্লোকের অর্দ্ধ পর্য্যন্ত নাই।

যত্র বিদুলয়া পুত্রা ভার্য্যা চ বিজিতবান্।
কীর্ত্তিতঞ্চ তদুপাখ্যানং সৈনাপত্যাভিষেচনম্ ॥৬৫
শ্বেতস্য বাসুদেবেন চিত্রং বহুকথাশ্রয়ম্।
নির্যাণঞ্চ ততঃ পর্ব কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ ॥৬৬
রথাতিরথসংখ্যা চ পর্বোক্তং তদনন্তরম্।
উলূকদূতাগমনং পর্বামর্ষবিবর্দ্ধনম্ ॥৬৭
অম্বোপাখ্যানমত্রৈব পর্ব জ্ঞেয়মতঃ পরম্।
ভীষ্মাভিষেচনং পর্ব ততশ্চাদ্ভুতমুচ্যতে ॥৬৮
জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণং পর্বোক্তং তদনন্তরম্।
ভূমিপর্ব ততঃ প্রোক্তং দ্বীপবিস্তারকীর্ত্তনম্ ॥৬৯
পর্বোক্তং ভগবদ্গীতা পর্ব ভীষ্মবধস্ততঃ।
দ্রোণাভিষেচনং পর্ব সংশপ্তকবধস্ততঃ ॥৭০
অভিমন্যুবধঃ পর্ব প্রতিজ্ঞাপর্ব চোচ্যতে।
জয়দ্রথবধঃ পর্ব ঘটোৎকচবধস্ততঃ ॥৭১
ততো দ্রোণবধঃ পর্ব বিজ্ঞেয়ং লোমহর্ষণম্।
মোক্ষো নারায়ণাস্ত্রস্য পর্বানন্তরমুচ্যতে ॥৭২
কর্ণপর্ব ততো জ্ঞেয়ং শল্যপর্ব ততঃ পরম্।
হ্রদপ্রবেশনং পর্ব গদাযুদ্ধমতঃ পরম্ ॥৭৩
সারস্বতং ততঃ পর্ব তীর্থবংশানুকীর্ত্তনম্।
অত ঊর্দ্ধং সুবীভৎসং পর্ব সৌপ্তিকমুচ্যতে ॥৭৪
ঐষীকং পর্ব চোদ্দিষ্টমত ঊর্দ্ধং সুদারুণম্।
জলপ্রদানিকং পর্ব স্ত্রীবিলাপস্ততঃ পরম্ ॥৭৫
শ্রাদ্ধপর্ব ততো জ্ঞেয়ং কুরূণামৌর্দ্ধদৈহিকম্।
চার্বাকনিগ্রহঃ পর্ব (১) রক্ষসো ব্রহ্মরূপিণঃ ॥৭৬

উপাখ্যান এবং বিদুলার পুত্রের বর্ণন ।৬৩

কৃষ্ণের আগমন, হস্তিনাপুর হইতে সৈন্যগণের নির্যাণ, শ্বেতের উপাখ্যান এবং কৃষ্ণের সহিত মহাবীর কর্ণের বাদবিবাদের বাগ্‌যুদ্ধ ।৬৪

সুনিশ্চিত ধারণা করিয়া কর্তব্যকর্ম্মের বিষয়ে চিন্তার দ্বারা নিরূপণ এবং সেনাপতির অভিষেকের উপাখ্যান ।৬৫

শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্বেতের আশ্চর্য্য বহু কথোপকথন, তৎপরে কৌরবসেনা ও পাণ্ডবসেনাদিগের যুদ্ধের জন্য নির্গমন ।৬৬

তৎপরে রথী ও অতিরথিগণের সংখ্যা, তৎপরে উলূকনামক দূতের পাণ্ডবসভায় আগমন এবং তাহাতে পাণ্ডবগণের ক্রোধবৃদ্ধি ।৬৭

অনন্তর অম্বার উপাখ্যান, তৎপরে সেনাপতিপদে ভীষ্মের অভিষেকের আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত ।৬৮

তদনন্তর জম্বুদ্বীপের নির্ম্মাণ ও তৎপরে পৃথিবীর মধ্যে দ্বীপগুলির বর্ণনা, তাহার পর ভূমিপর্ব্বে দ্বীপসমূহের বর্ণনা ।৬৯

তৎপরে ভগবদ্গীতাপর্ব্ব, তাহার পর ভীষ্মবধপর্ব্ব, তাহার পর সেনাপতিপদে দ্রোণাচার্য্যের অভিষেক, তৎপরে সংশপ্তক সৈন্যগণের বধ ।৭০

অভিমন্যুবধপর্ব্ব, জয়দ্রথের জন্য অর্জুন কর্তৃক প্রতিজ্ঞা, জয়দ্রথবধ, তৎপরে ঘটোৎকচ বধ ।৭১

তদনন্তর রোমহর্ষণ দ্রোণবধপর্ব্ব, তৎপরে অশ্বত্থামা কর্তৃক পাণ্ডবগণের প্রতি নারায়ণাস্ত্রের প্রয়োগ ।৭২

তৎপরে কর্ণপর্ব্ব, তৎপরে শল্যপর্ব্ব, তাহার পর দুর্য্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ, তৎপরে ভীমের সহিত দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ ।৭৩

তদনন্তর সরস্বতী নদীর, তীর্থের ও বংশের বর্ণনা, তৎপরে অত্যন্ত ঘৃণিত সৌপ্তিক পর্ব্ব ।৭৪

---

৬৮ শ্লোকের পূর্ব্বে কোন কোন পুস্তকে নিম্নলিখিত শ্লোকটী অধিক দেখা যায়।

“উদ্যোগসৈন্যনির্য্যাণং পর্ব জ্ঞেয়মতঃ পরম্।
বিদুর [illegible] যত্র সংবাদ [illegible]।”

পাঠান্তরম্ :— (১) চার্বাকস্য বধঃ পর্ব -

আভিষেচনিকং পর্ব ধর্মরাজস্য ধীমতঃ।
প্রবিভাগো গৃহাণাঞ্চ পর্বোক্তং তদনন্তরম্ ॥৭৭
শান্তিপর্ব ততো যত্র রাজধর্মানুশাসনম্।
আপদ্ধর্মশ্চ পর্বোক্তং মোক্ষধর্মস্ততঃ পরম্ ॥৭৮
শুকপ্রশ্নাভিগমনং ব্রহ্মপ্রশ্নানুশাসনম্।
প্রাদুর্ভাবশ্চ দুর্বাসঃ-সংবাদশ্চৈব মায়য়া ॥৭৯
ততঃ পর্ব পরিজ্ঞেয়মানুশাসনিকং পরম্।
স্বর্গারোহণিকং চৈব ততো ভীষ্মস্য ধীমতঃ ॥৮০
ততোঽশ্বমেধিকং পর্ব সর্বপাপপ্রণাশনম্।
অনুগীতা ততঃ পর্ব জ্ঞেয়মধ্যাত্মবাচকম্ ॥৮১
পর্ব চাশ্রমবাসাখ্যং পুত্রদর্শনমেব চ।
নারদাগমনং পর্ব ততঃ পরমিহোচ্যতে ॥৮২
মৌসলং পর্ব চোদ্দিষ্টং ততো ঘোরং সুদারুণম্।
মহাপ্রাস্থানিকং পর্ব স্বর্গারোহণিকং ততঃ ॥৮৩
হরিবংশস্ততঃ পর্ব পুরাণং খিলসংজ্ঞিতম্।
বিষ্ণুপর্ব শিশোশ্চর্য্যা বিষ্ণোঃ কংসবধস্তথা ॥৮৪
ভবিষ্যং পর্ব (১) চাপ্যুক্তং খিলেষ্বেবাদ্ভুতং মহৎ।
এতৎ পর্বশতং পূর্ণং ব্যাসেনোক্তং মহাত্মনা ॥৮৫
যথাবৎ সূতপুত্রেণ লৌমহর্ষণিনা ততঃ।
উক্তানি নৈমিষারণ্যে পর্বাণ্যষ্টাদশৈব তু ॥৮৬
সমাসো ভারতস্যাস্য তত্রোক্তঃ পর্বসংগ্রহঃ।
পৌষ্যং পৌলোমমাস্তীকমাদিবংশাবতারণম্ ॥৮৭
সম্ভবো জতুবেশ্মাখ্যং হিড়িম্ব-বকয়োর্বধঃ।
তথা চৈত্ররথং দেব্যাঃ পাঞ্চাল্যাশ্চ স্বয়ংবরঃ ॥৮৮

তৎপরে ঘোর ভীষণ ঐষীক পর্ব্ব, তাহার পর মৃত মৃত ব্যক্তিদের তর্পণ, তাহার পর স্ত্রীগণের বিলাপ পর্ব্ব ।৭৫

তাহার পর কুরুকুল কৌরবগণের শ্রাদ্ধপর্ব্ব, তৎপরে ব্রাহ্মণরূপধারী রাক্ষস পর্ব্ব যাহাতে রাক্ষস চার্ব্বাকবধের পর্ব্ব ।৭৬

তৎপরে ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক, তৎপরে গৃহসকলের পৃথক্করণ ।৭৭

তাহার পরে শান্তিপর্ব্ব, যেখানে রাজধর্ম্মের উপদেশ, আপদ্ধর্ম্ম ও তৎপরে মোক্ষধর্ম্মের কথা আছে ।৭৮

রাজর্ষি জনকের নিকট শুকদেবের প্রশ্ন, ব্রহ্ম প্রশ্নের উত্তর, দুর্ব্বাসার উৎপত্তি এবং মায়ার সহিত দুর্ব্বাসার সংবাদ ।৭৯

তদনন্তর আনুশাসনিক পর্ব্ব, তাহার পর বুদ্ধিমান্ ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ ৮০

তদনন্তর সর্ব্বপাপপ্রণাশক আশ্বমেধিক পর্ব্ব, তাহার পর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথায় পরিপূর্ণ অনুগীতাপর্ব্ব ৮১

তৎপরে আশ্রমবাসিক পর্ব্ব, তাহার পর ধৃতরাষ্ট্রের সহিত তাহার পুত্রগণের সাক্ষাৎকার, তৎপরে যুধিষ্ঠিরের নিকট নারদের আগমন ৮২

তাহার পর অতি ভীষণ মৌষল পর্ব্ব, তৎপরে মহাপ্রস্থানিক পর্ব্ব, তৎপরে স্বর্গারোহণ পর্ব্ব ৮৩

তদনন্তর পুরাণস্বরূপী 'খিল' নামক হরিবংশ পর্ব্ব ; যাহাতে নারায়ণের উপাখ্যান, শিশুকৃষ্ণের আচরণ ও কংসবধের বৃত্তান্ত আছে ।৮৪

এই 'খিল' হরিবংশেই অতি অদ্ভুত ভবিষ্যপর্ব্ব উক্ত হইয়াছে। মহাত্মা বেদব্যাস এইরূপ পূর্ণ একশত পর্ব্ব বলিয়াছেন ।৮৫

তাহার পর লোমহর্ষণের পুত্র সৌতি নৈমিষারণ্যে যথাবিধানে এরূপ প্রধান অষ্টাদশ পর্ব্ব বলিয়াছেন ৮৬

পূর্ব্বোক্ত অনুক্রমণিকাধ্যায়ে মহাভারতের সংক্ষেপভাবে বলা হইয়াছে। এখন পর্ব্বসংগ্রহ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় বলা হইতেছে। আদিপর্ব্বে

পাঠান্তর :— (১) ভবিষ্যৎ— ।

স্বয়ম্বরপর্ব্ব নির্দ্দিষ্টং ততো বৈবাহিকং স্মৃতম্।
বিদুরাগমনং চৈব রাজ্যলম্ভস্তথৈব চ ॥৮৯

বনবাসোঽর্জ্জুনস্যাপি সুভদ্রাহরণং ততঃ।
হরণাহরণং চৈব দহনং খাণ্ডবস্য চ ॥৯০

ময়স্য দর্শনং চৈব আদিপর্ব্বণি কথ্যতে।
পৌষ্যে পর্ব্বণি মাহাত্ম্যমুত্তঙ্কস্যোপবর্ণিতম্ ॥৯১

পৌলোমে ভৃগুবংশস্য বিস্তারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
আস্তীকে সর্ব্বনাগানাং গরুড়স্য চ সম্ভবঃ ॥৯২

ক্ষীরোদমথনং চৈব জন্মোচ্চৈঃশ্রবসস্তথা।
যজতঃ সর্পসত্রেণ রাজ্ঞঃ পারীক্ষিতস্য চ ॥৯৩

কথেয়মভিনির্ব্বৃত্তা ভারতানাং মহাত্মনাম্।
বিবিধাঃ সম্ভবা রাজ্ঞামুক্তাঃ সম্ভবপর্ব্বণি ॥৯৪

অন্যেষাং চৈব শূরাণামৃষের্দ্বৈপায়নস্য চ।
অংশাবতরণং চাত্র দেবানাং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৯৫

দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ যক্ষাণাঞ্চ মহৌজসাম্।
নাগানামথ সর্পাণাং গন্ধর্ব্বাণাং পতত্রিণাম্ ॥৯৬

অন্যেষাং চৈব ভূতানাং বিবিধানাং সমুদ্ভবঃ।
মহর্ষেরাশ্রমপদে কণ্বস্য চ তপস্বিনঃ ॥৯৭

শকুন্তলায়াং দুষ্মন্তাদ্ ভরতশ্চাপি জজ্ঞিবান্।
যস্য লোকেষু নাম্নেদং প্রথিতং ভারতং কুলম্ ॥৯৮

বসূনাং পুনরুৎপত্তির্ভাগীরথ্যাং মহাত্মনাম্।
শান্তনোর্বেশ্মনি পুনস্তেষাঞ্চারোহণং দিবি ॥৯৯

তেজোংশানাঞ্চ সম্পাতো ভীষ্মস্যাপ্যত্র সম্ভবঃ।
রাজ্যাদ্বিনিবৃত্তিস্তস্য ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতিঃ ॥১০০

পৌষ্য, পৌলোম, আস্তীক, আদিবংশ্য চৈব, সম্ভবাদি প্রভৃতি বিবরণ, জতুগৃহদাহ, হিড়িম্ববধ, বকাসুরবধ, চিত্ররথ উপাখ্যান, দ্রৌপদীদেবীর স্বয়ম্বর, [illegible] পাণ্ডিত করিয়া দ্রৌপদীর বিবাহ, যুধিষ্ঠিরের নিকট বিদুরের আগমন, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ, অর্জ্জুনের বনবাস, সুভদ্রাহরণ, যৌতুকদান, খাণ্ডবদাহ ও ময়দানবের দর্শন—এই উপাখ্যানগুলি বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পৌষ্যপর্ব্বে উতঙ্কের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। পৌলোমপর্ব্বে ভৃগুবংশের বিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। আস্তীকপর্ব্বে সর্পগণের ও গরুড়ের উৎপত্তি, ক্ষীরোদসমুদ্রের মন্থন ও উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের জন্মের কথা বলা হইয়াছে। পরীক্ষিৎপুত্র রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে মহাত্মা ভরতবংশীয় রাজাদের এই উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবপর্ব্বে রাজাদের বিবিধ উৎপত্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ॥৮৯-৯৪

অন্য বীরগণের এবং ঋষি বেদব্যাসের উৎপত্তি বৃত্তান্ত ও সমস্ত দেবগণের ভূতলে অবতরণের কথা উক্ত হইয়াছে ॥৯৫

মহাবল দৈত্য, দানব ও যক্ষগণের এবং নাগ, সর্প, গন্ধর্ব্ব, পক্ষী ও বিবিধ প্রাণিগণের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।

মহর্ষি ও তপস্বী কণ্বের আশ্রমে দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে ভরত জন্মিয়াছিলেন; ত্রিলোকে যাঁহার নামে এই ভারত বংশ বিখ্যাত হইয়াছে ॥৯৭-৯৮

শান্তনুর গৃহে মহাত্মা বসুগণ উৎপন্ন হইয়া পুনরায় তাঁহারা স্বর্গে গমন করিলেন ॥৯৯

শান্তনুর গৃহে সেই বসুগণের সম্মিলিত তেজের অংশে ভীষ্মের উৎপত্তি হইয়াছিল। সেই ভীষ্ম রাজ্যভোগে পরাঙ্মুখ এবং ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালনকারী

রাজ্যাভিষেচনং চৈব তথা চিত্রাঙ্গদস্য চ।
হতে চিত্রাঙ্গদে চৈব তথা ভ্রাতুর্যবীয়সঃ ॥১০১
বিচিত্রবীর্যস্য তথা রাজ্যে সম্প্রতিপাদনম্।
ধর্মস্য নৃষু সম্ভূতিরণীমাণ্ডব্যশাপজা ॥১০২
কৃষ্ণদ্বৈপায়নাচ্চৈব প্রসূতির্বরদানজা।
ধৃতরাষ্ট্রস্য পাণ্ডোশ্চ পাণ্ডবানাঞ্চ সম্ভবঃ ॥১০৩
বারণাবতযাত্রা চ (১) মন্ত্রো দুর্যোধনস্য চ।
কূটস্য ধার্তরাষ্ট্রেণ প্রেষণং পাণ্ডবান্ প্রতি ॥১০৪
হিতোপদেশশ্চ পথি ধর্মরাজস্য ধীমতঃ।
বিদুরেণ কৃতো যত্র হিতার্থং ম্লেচ্ছভাষয়া ॥১০৫
বিদুরস্য চ বাক্যেন সুরঙ্গোপক্রমক্রিয়া।
নিষাদ্যাঃ পঞ্চপুত্রায়াঃ সুপ্তায়া জতুবেশ্মনি ॥১০৬

ছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞারক্ষা করিয়াছিলেন ও চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং চিত্রাঙ্গদ নিহত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যকে রাজ্যে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অণীমাণ্ডব্য মুনির শাপে ধর্ম মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥১০০-১০২

পুনরায় কৃষ্ণদ্বৈপায়নই বরদানের ফলে [illegible] হইতে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও পাণ্ডবদের উৎপত্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে ॥১০৩

পাণ্ডবদের বারণাবত যাত্রা, দুর্যোধনের কুমন্ত্রণা এবং পাণ্ডবদের নিকট দুর্যোধনের কূটপূর্ণ পরামর্শ প্রেরণ ॥১০৪

যে পথ দিয়া পাণ্ডবগণ বারণাবত যাত্রা করিয়াছিলেন, বিদুর সেই পথে অবস্থিত হইয়া বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠিরের মঙ্গলের জন্য তাঁহাকে ম্লেচ্ছভাষায় হিতোপদেশ দিয়াছিলেন ॥১০৫

পুরোচনস্য চাত্রৈব দহনং সম্প্রকীর্তিতম্।
পাণ্ডবানাং বনে ঘোরে হিড়িম্বায়াশ্চ দর্শনম্ ॥১০৭
তত্রৈব চ হিড়িম্বস্য বধো ভীমান্মহাবলাৎ।
ঘটোৎকচস্য চোৎপত্তিরত্রৈব পরিকীর্তিতা ॥১০৮
মহর্ষের্দর্শনঞ্চৈব ব্যাসস্যামিততেজসঃ।
তদাজ্ঞয়ৈকচক্রায়াং ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে ॥১০৯
অজ্ঞাতচর্যয়া বাসো যত্র তেষাং প্রকীর্তিতঃ।
বকস্য নিধনঞ্চৈব নাগরাণাঞ্চ বিস্ময়ঃ ॥১১০
সম্ভবশ্চৈব কৃষ্ণায়া ধৃষ্টদ্যুম্নস্য চৈব হ।
ব্রাহ্মণাৎ সমুপশ্রুত্য ব্যাসবাক্যপ্রচোদিতাঃ ॥১১১
দ্রৌপদীং প্রার্থয়ন্তস্তে স্বয়ংবরদিদৃক্ষয়া।
পঞ্চালানভিতো জগ্মুর্যত্র কৌতূহলান্বিতাঃ ॥১১২

বিদুরের আদেশে পাণ্ডবদের বহির্গমনের জন্য একটি সুরঙ্গ নির্মিত হইয়াছিল। পাঁচটী পুত্র সহ নিদ্রিত কোন নিষাদী এবং পুরোচনাখ্য কোন পুরুষ সেই জতুগৃহে দগ্ধ হইয়াছিল। ভয়ঙ্কর বনের মধ্যে পাণ্ডবগণ হিড়িম্বা রাক্ষসীকে দেখিতে পাইলেন ॥১০৬-১০৭

সেই বনেই মহাবলবান ভীম কর্তৃক হিড়িম্বরাক্ষসের নিধন এবং ঘটোৎকচের জন্ম হইয়াছিল ॥১০৮

মহাতেজস্বী ব্যাসের সহিত পাণ্ডবগণের সাক্ষাৎকার ঘটিলে তাঁহার আদেশে পাণ্ডবগণ একচক্রানগরীতে কোনও ব্রাহ্মণের গৃহে অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। সেখানে ভীম কর্তৃক বকরাক্ষস নিহত হইলে নগরবাসিগণ বিস্মিত হইয়াছিল ॥১০৯-১১০

দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম হইল। কোন ব্রাহ্মণের নিকট দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সংবাদ শুনিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করার ইচ্ছায় ব্যাসদেবের আজ্ঞায় কৌতূহলান্বিত

পাঠান্তর :— (১) [illegible] :—

অঙ্গারপর্ণং নির্জিত্য গঙ্গাকূলেঽর্জুনস্ততঃ।
সখ্যং কৃত্বা ততস্তেন তস্মাদেব চ শুশ্রুবে ।১১৩

তাপত্যমথ বাসিষ্ঠমৌর্ব্বঞ্চাখ্যানমুত্তমম্।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সর্ব্বৈঃ পাঞ্চালানভিতো যযৌ ।১১৪

পাঞ্চালনগরে চাপি লক্ষ্যং ভিত্ত্বা ধনঞ্জয়ঃ।
দ্রৌপদীং লব্ধবানত্র মধ্যে সর্ব্বমহীক্ষিতাম্ ।১১৫

ভীমসেনার্জ্জুনৌ যত্র সংরব্ধান্ পৃথিবীপতীন্।
শল্যকর্ণৌ চ তরসা জিতবন্তৌ মহামৃধে ।১১৬

দৃষ্ট্বা তয়োশ্চ তদ্বীর্য্যমপ্রমেয়মমানুষম্।
শঙ্কমানৌ পাণ্ডবাংস্তান্ রামকৃষ্ণৌ মহামতী ।১১৭

জগ্মতুস্তৈঃ সমাগন্তুং শালাং ভার্গববেশ্মনি।
পঞ্চানামেকপত্নীত্বে বিমর্শো দ্রুপদস্য চ ।১১৮

পঞ্চেন্দ্রাণামুপাখ্যানমত্রৈবাদ্ভুতমুচ্যতে।
দ্রৌপদ্যা দেববিহিতো বিবাহশ্চাপ্যমানুষঃ ।১১৯

ক্ষত্তুশ্চ ধার্ত্তরাষ্ট্রৈশ্চ প্রেষণং পাণ্ডবান্ প্রতি।
বিদুরস্য চ সম্প্রাপ্তির্দর্শনং কেশবস্য চ ।১২০

খাণ্ডবপ্রস্থবাসশ্চ তথা রাজ্যার্দ্ধশাসনম্।
নারদস্যাজ্ঞয়া চৈব দ্রৌপদ্যাঃ সময়ক্রিয়া ।১২১

সুন্দোপসুন্দয়োস্তত্র তথাখ্যানং পরিকীর্ত্তিতম্।
অনন্তরঞ্চ দ্রৌপদ্যা সহাসীনং যুধিষ্ঠিরম্ ।১২২

অনুপ্রবিশ্য বিপ্রার্থে ফাল্গুনো গৃহ্য চায়ুধম্।
মোক্ষয়িত্বা গৃহং গত্বা বিপ্রার্থং কৃতনিশ্চয়ঃ ।১২৩

সময়ং পালয়ন্ বীরো বনং যত্র জগাম হ।
পার্থস্য বনবাসে চ উলূপ্যা পথি সঙ্গমঃ ।১২৪

হইয়া স্বয়ংবর দেখিবার কৌতূহলে পাণ্ডবগণ পাঞ্চাল-রাজ্যের দিকে প্রস্থান করিলেন। তাহার পরে অর্জুন গঙ্গাতীরে অঙ্গারপর্ণনামক গন্ধর্ব্বকে পরাজিত করিয়া তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন এবং তখন তাঁহার নিকট তপতী, বশিষ্ঠ ও ঔর্ব্বের উত্তম উপাখ্যান শুনিলেন এবং তৎপরে ভ্রাতৃগণের সহিত পাঞ্চাল-দেশাভিমুখে গমন করিলেন ।১১৩-১১৪

এই পাঞ্চালনগরে সমস্ত রাজাদিগের মধ্যে লক্ষ্যভেদ করিয়া অর্জুন দ্রৌপদীকে লাভ করিলেন ।১১৫

যে পাঞ্চালনগরে ভীম ও অর্জুন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ক্রুদ্ধ রাজাদিগকে এবং শল্য ও কর্ণকে মহাযুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন ।১১৬

ভীমার্জুনের সেই অপরিমেয় ও অলৌকিক বল দেখিয়া মহামতি বলরাম ও কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পাণ্ডব বলিয়া সন্দেহ করত তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য ভার্গবনামক কুম্ভকারের বাড়ীতে তাঁহাদের বাসস্থানে গিয়াছিলেন। পাঁচজন পুরুষের একটী পত্নী হইবে এ বিষয়ে দ্রুপদ রাজার বিবেচনা ।১১৭-১১৮

এই স্থলেই পঞ্চ ইন্দ্রের অদ্ভুত উপাখ্যান বলা হইয়াছে। দ্রৌপদীর দৈবকৃত অলৌকিক বিবাহও বর্ণিত হইয়াছে ।১১৯

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের নিকট বিদুর প্রেরিত হইয়া তথায় উপস্থিত হন এবং কৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন ।১২০

পাণ্ডবগণ খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করেন ও ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে রাজ্যের অর্দ্ধ অর্পণ করেন। নারদের আদেশে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সম্বন্ধে নিয়মের বিধান করেন ।১২১

সুন্দ ও উপসুন্দের উপাখ্যান উক্ত হইয়াছে। অনন্তর দ্রৌপদীর সহিত যুধিষ্ঠির যে ঘরে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই ঘরে অর্জুনের অস্ত্র থাকায় ব্রাহ্মণের ধন রক্ষা করার জন্য অর্জুন সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া অস্ত্র লইয়া আসেন। অনন্তর গৃহে

পুণ্যতীর্থানুসংযানং বভ্রুবাহনজন্ম চ।
তত্রৈব মোক্ষণং পঞ্চ নারীণাং শাপতঃ শুভা ॥১২৫
শাপাদ্ গ্রাহত্বমাপন্না ব্রাহ্মণস্য তপস্বিনঃ।
প্রভাসতীর্থে পার্থেন কৃষ্ণস্য চ সমাগমঃ ॥১২৬
দ্বারকায়াং সুভদ্রা চ কামযানেন কামিনী (১)।
বাসুদেবস্যানুমতে প্রাপ্তা চৈব কিরীটিনা ॥১২৭
ক্রীড়া হরণং প্রাপ্তে কৃষ্ণে দেবকিনন্দনে।
অভিমন্যোঃ সুভদ্রায়াং জন্ম চোত্তমতেজসঃ ॥১২৮
দ্রৌপদ্যাস্তনয়ানাঞ্চ সম্ভবোঽত্র প্রকীর্ত্তিতঃ।
বিহারার্থঞ্চ গতয়োঃ কৃষ্ণয়োর্যমুনামনু ॥১২৯
সম্প্রাপ্তিশ্চক্র-ধনুষোঃ খাণ্ডবস্য চ দাহনম্।
ময়স্য মোক্ষো জ্বলনাদ্ ভুজঙ্গস্য চ মোক্ষণম্ ॥১৩০

মহর্ষের্মন্দপালস্য শার্ঙ্গ্যাং তনয়োদ্ভবঃ।
ইত্যেতদাদিপর্বোক্তং প্রথমং বহুবিস্তরম্ ॥১৩১
অধ্যায়ানাং শতে দ্বে তু সংখ্যাতে পরমর্ষিণা।
সপ্তবিংশতিরধ্যায়া ব্যাসেনোত্তমতেজসা ॥১৩২
অষ্টৌ শ্লোকসহস্রাণি অষ্টৌ শ্লোকশতানি চ।
শ্লোকাশ্চ চতুরশীতির্মুনিনোক্তা মহাত্মনা ॥১৩৩
দ্বিতীয়ন্তু সভাপর্ব্ব বহুবৃত্তান্তমুচ্যতে।
সভাক্রিয়া পাণ্ডবানাং কিঙ্করাণাঞ্চ দর্শনম্ ॥১৩৪
লোকপালসভাখ্যানং নারদাদ্ দেবদর্শিনঃ।
রাজসূয়স্য চারম্ভো জরাসন্ধবধস্তথা ॥১৩৫
গিরিব্রজে নিরুদ্ধানাং রাজ্ঞাং কৃষ্ণেন মোক্ষণম্।
তথা দিগ্বিজয়শ্চৈব পাণ্ডবানাং প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১৩৬

ভঙ্গ করিলেন এবং ব্রাহ্মণের জন্য বনবাসে কৃতনিশ্চয় হইয়া পূর্ব্বদিক দিয়া তীর্থার্থে বনে বনে ভ্রমণ করিলেন, তখন পথে উলূপীনাম্নী নাগকন্যার সহিত তাঁহার সমাগম হইল ॥১২২-১২৪

অর্জুন পুণ্যতীর্থসমূহ ভ্রমণ করেন ও বভ্রুবাহনের জন্ম হয়। সেই সময়েই অর্জুন পাঁচজন উত্তম অপ্সরাকে ব্রাহ্মণের শাপ হইতে মুক্ত করিলেন ॥১২৫

এই পাঁচটি অপ্সরা তপস্বী ব্রাহ্মণের শাপে কুম্ভীর হইয়াছিল। প্রভাসতীর্থে অর্জুনের সহিত কৃষ্ণ মিলিত হন ॥১২৬

সুভদ্রাকে লাভ করিবার জন্য অর্জুনের অভিলাষ ছিল এবং সুভদ্রাও অর্জুনকে পাইবার জন্য অভিলাষিণী ছিলেন। এই বিষয়ে কৃষ্ণের অনুমোদনও ছিল। সেইজন্য অর্জুন দ্বারকায় থাকিয়া সুভদ্রাকে লাভ করেন ॥১২৭

দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যৌতুক লইয়া উপস্থিত হইলে সুভদ্রার গর্ভে মহাবীর অভিমন্যুর জন্ম হইল ॥১২৮

তদনন্তর দ্রৌপদীর পুত্রগণের জন্মবৃত্তান্ত বলা হইয়াছে। কৃষ্ণ ও অর্জুন জলবিহারের জন্য যমুনায় গিয়া কৃষ্ণ একটি চক্র ও অর্জুন একটি ধনু লাভ করেন। খাণ্ডববনের দাহ হইল এবং অগ্নি হইতে ময়দানব ও অশ্বসেন (সর্পবিশেষ) উদ্ধার হইল ॥১২৯-১৩০

শার্ঙ্গী পক্ষীর গর্ভে মহর্ষি মন্দপালের পুত্রের উৎপত্তি। এই সমস্ত বৃত্তান্ত প্রথমে আদিপর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক বৃত্তান্তই বিস্তৃতভাবে উক্ত আছে ॥১৩১

মহাতেজা মহর্ষি বেদব্যাস আদিপর্ব্বে দুইশত সাতাশ অধ্যায় রচনা করিয়াছেন ॥১৩২

আদিপর্ব্বে মহাত্মা ব্যাস আটহাজার আটশত চুরাশি শ্লোক বলিয়াছেন ॥১৩৩

দ্বিতীয় পর্ব্ব সভাপর্ব্ব। এখানে বহু বৃত্তান্ত উক্ত হইয়াছে। পাণ্ডবগণের সভাগৃহ নির্ম্মাণ, কিঙ্করগণের দর্শন, দেবদর্শনকারী নারদের নিকট ইন্দ্রাদি-লোকপালগণের সভাগৃহবর্ণনাশ্রবণ, রাজসূয়যজ্ঞের

পাঠান্তর।—(১)—ভাবিনী।

রাজসূয়াভিষেকে চৈব পার্থিবানাং মহাক্রতৌ
যজ্ঞেঽর্ঘাভিহরণে শিশুপালবধস্তথা ।১৩৭
যজ্ঞে বিভূতিং তাং দৃষ্ট্বা দুঃখামর্ষান্বিতস্য চ ।
দুর্য্যোধনস্যাবহাসো ভীমেন চ সভাতলে ।১৩৮
যত্র ক্রোধসমুদ্ভূতো যেন দ্যূতমকারয়ৎ ।
যত্র ধর্ম্মসুতং দ্যূতে শকুনিঃ কিতবোঽজয়ৎ ।১৩৯
যত্র দ্যূতার্ণবে মগ্নাং দ্রৌপদীং নৌরিবার্ণবে ।
ধৃতরাষ্ট্রো মহাপ্রাজ্ঞঃ স্নুষাং পরমদুঃখিতাম্ ।১৪০
তারয়ামাস তাংস্তীর্ণান্ জ্ঞাত্বা দুর্য্যোধনো নৃপঃ ।
পুনরেব ততো দ্যূতে সমাহ্বয়ত পাণ্ডবান্ ।১৪১
জিত্বা স বনবাসায় প্রেষয়ামাস তাংস্ততঃ ।
এতৎ সর্ব্বং সভাপর্ব্ব সমাখ্যাতং মহাত্মনা ।১৪২
অধ্যায়াঃ সপ্ততির্জ্ঞেয়াস্তথা চাষ্টৌ প্রসংখ্যয়া ।
শ্লোকানাং দ্বে সহস্রে তু পঞ্চ শ্লোকশতানি চ ।
শ্লোকাশ্চৈকাদশ জ্ঞেয়াঃ পর্ব্বণ্যস্মিন্ দ্বিজোত্তমাঃ ।
অতঃ পরং তৃতীয়ং তু জ্ঞেয়মারণ্যকং মহৎ ।১৪৪
বনবাসং প্রযাতেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু ।
পৌরানুগমনঞ্চৈব ধর্ম্মপুত্রস্য ধীমতঃ ।১৪৫
অন্নৌষধীনাঞ্চ কৃতে পাণ্ডবেন মহাত্মনা ।
দ্বিজানাং ভরণার্থঞ্চ কৃতমারাধনং রবেঃ ।১৪৬
ধৌম্যোপদেশাৎ তিগ্মাংশুপ্রসাদাদন্নসম্ভবঃ ।
হিতঞ্চ ব্রুবতঃ ক্ষত্তুঃ পরিত্যাগোঽম্বিকাসুতাৎ ।
ত্যক্তস্য পাণ্ডুপুত্রাণাং সমীপগমনং তথা ।
পুনরাগমনঞ্চৈব ধৃতরাষ্ট্রস্য শাসনাৎ ।১৪৮

আহরণ এবং জরাসন্ধের বধ কথিত হইয়াছে ।১৩৪-১৩৫

গিরিব্রজবাসে দুর্গে জরাসন্ধ কর্ত্তৃক আবদ্ধ নৃপতিগণকে কৃষ্ণ মুক্তি দিলেন। তাহার পরেই পাণ্ডবগণের দিগ্বিজয় কথিত হইয়াছে ।১৩৬

উপায়ন সহ নৃপতিগণের রাজসূয় মহাযজ্ঞে আগমন এবং শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্যপ্রদান করায় পর শিশুপালবধ ।১৩৭

রাজসূয়যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের সেই ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া দুর্য্যোধন দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হন এবং অতঃপর ভীম সভাস্থলে দুর্য্যোধনকে উপহাস করেন ।১৩৮

যে সভাস্থলে দুর্য্যোধনের ক্রোধের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই ক্রোধ কৌরবগণের কর্ত্তৃক যে সভাস্থলে পাশা দ্যূতক্রীড়া করাইয়াছিল এবং যে সভাস্থলে বসিয়া ধূর্ত্ত শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে জয় করিয়াছিল ।১৩৯

নৌকা যেমন সমুদ্র-নিমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে, সেইরূপ মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র যে সভাস্থলে দ্যূতসমুদ্রে মগ্না ও অত্যন্ত দুঃখিতা পুত্রবধূ দ্রৌপদীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাহার পর রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে উত্তীর্ণ দেখিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন ।১৪০-১৪১

তদনন্তর দ্যূতক্রীড়ায় পুনরায় জয়লাভ করিয়া দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে বনবাসে প্রেরণ করিলেন। এই সমস্ত বৃত্তান্তই মহাত্মা বেদব্যাস কর্ত্তৃক সভাপর্ব্বে কথিত হইয়াছে ।১৪২

এই সভাপর্ব্বে আটাত্তরটি অধ্যায় আছে এবং দুই হাজার পাঁচশত এগারটি শ্লোক আছে। হে ব্রাহ্মণগণ! ইহার পর তৃতীয় পর্ব্বটি বিশাল বনপর্ব্ব জানিবেন ।১৪৩-১৪৪

মহাত্মা পাণ্ডবগণ বনবাসের জন্য গমন করিলে পুরবাসিগণ ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিলেন ।১৪৫

মহাত্মা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের ভোজনের জন্য অন্ন ও মূলাদি লাভ করার উদ্দেশে ধৌম্যের উপদেশে সূর্য্যের আরাধনা করিয়াছিলেন; তাহাতে সূর্য্যের অনুগ্রহে যুধিষ্ঠিরের অন্নপ্রাপ্তি হইতে লাগিল।

কর্ণপ্রোৎসাহনাচ্চৈব ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্মতেঃ।
বনস্থান্ পাণ্ডবান্ হন্তুং মন্ত্রো দুর্যোধনস্য চ ॥১৩৯
তং দুষ্টভাবং বিজ্ঞায় ব্যাসস্যাগমনং দ্রুতম্।
নির্যাণপ্রতিষেধশ্চ সুরভ্যাখ্যানমেব চ ॥১৪০
মৈত্রেয়াগমনং চাত্র রাজ্ঞশ্চৈবানুশাসনম্।
শাপোৎসর্গশ্চ তেনৈব রাজ্ঞো দুর্যোধনস্য চ ॥১৪১
কির্মীরস্য বধশ্চাত্র ভীমসেনেন সংযুগে।
বৃষ্ণীনামাগমো যত্র পাঞ্চালানাঞ্চ সর্বশঃ ॥১৪২
শ্রুত্বা শকুনিনা দ্যূতে নিকৃত্যা নির্জিতাংশ্চ তান্।
ক্রুদ্ধস্যানুপ্রশমনং হরের্যত্র কিরীটিনা ॥১৪৩
পরিদেবনঞ্চ পাঞ্চাল্যা বাসুদেবস্য সন্নিধৌ।
আশ্বাসনঞ্চ কৃষ্ণেন দুঃখার্তায়াঃ প্রকীর্তিতম্।
তথা শৌভবধাখ্যানমত্রোক্তং মহর্ষিণা।
সুভদ্রায়াঃ সপুত্রায়াঃ কৃষ্ণেন দ্বারকাং পুরীম্ ॥১৪৫
নয়নং দ্রৌপদেয়ানাং ধৃষ্টদ্যুম্নেন চৈব হি।
প্রবেশঃ পাণ্ডবেয়ানাং রম্যে দ্বৈতবনে তথা ॥১৪৬
ধর্মরাজস্য চাত্রৈব সংবাদঃ কৃষ্ণয়া সহ।
সংবাদশ্চ তথা রাজ্ঞা ভীমস্যাপি প্রকীর্তিতঃ ॥১৪৭
সমীপং পাণ্ডুপুত্রাণাং ব্যাসস্যাগমনং তথা।
প্রতিস্মৃত্যাথ (১) বিদ্যায়া দানং রাজ্ঞো মহর্ষিণা।
গমনং কাম্যকে চাপি ব্যাসে প্রতিগতে ততঃ।
অস্ত্রহেতোর্বিবাসশ্চ পার্থস্যামিততেজসঃ ॥১৪৯
মহাদেবেন যুদ্ধঞ্চ কিরাতবপুষা সহ।
দর্শনং লোকপালানামস্ত্রপ্রাপ্তিস্তথৈব চ ॥১৫০

বিদুরদেবকে নিষ্ঠুর ধৃতরাষ্ট্র পরিত্যাগ করিলেন।১৩৬-১৩৭

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত বিদুর পাণ্ডবগণের নিকট গমন করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পুনরায় তাঁহার নিকট আগমন করিলেন।১৩৮

দুষ্টমতি দুর্যোধন কর্ণের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া বনবাসী পাণ্ডবগণকে বধ করিবার জন্য মন্ত্রণা করিয়াছিলেন।১৩৯

ব্যাসদেব দুর্যোধনের সেই দুরভিসন্ধি জানিয়া শীঘ্র আগমন করিলেন এবং দুর্যোধনকে যাইতে নিষেধ করিলেন ও সুরভির উপাখ্যান বলিলেন।১৪০

এই সময়ে মৈত্রেয়মুনির আগমন হইল। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিলেন এবং তিনিই আবার দুর্যোধনকে অভিশাপ দিলেন।১৪১

ভীমসেন কর্ত্তৃক কির্মীর রাক্ষস যুদ্ধে নিহত হইল। বৃষ্ণিবীরগণ ও পাঞ্চালবীরগণ পাণ্ডবগণের নিকট আগমন করিলেন।১৪২

শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় শঠতা করিয়া পাণ্ডবগণকে জয় করিয়াছে শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অর্জ্জুন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন।১৪৩

দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিলাপ করিলে দুঃখার্তা দ্রৌপদীকে কৃষ্ণ আশ্বাস দিলেন।১৪৪

ইহার পরে মহর্ষি কর্ত্তৃক শাল্ববধের উপাখ্যান কথিত হইয়াছে। তৎপরে অভিমন্যুর সহিত সুভদ্রাকে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে লইয়া গেলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীর পুত্রগণকে পাঞ্চাল নগরে লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর পাণ্ডবগণ মনোরম দ্বৈতবনে প্রবেশ করিলেন।১৪৫-১৪৬

এই সময়েই দ্রৌপদীর সহিত যুধিষ্ঠিরের এবং যুধিষ্ঠিরের সহিত ভীমের কথোপকথন হইয়াছে।১৪৭

ব্যাসদেব পাণ্ডবগণের নিকট আগমন করিলেন এবং প্রতিস্মৃতি বা প্রতিস্মৃতি নাম্নী বিদ্যা রাজা যুধিষ্ঠিরকে দান করিলেন।১৪৮

দ্বৈতবন হইতে ব্যাসদেবের গমনের পর পাণ্ডব-

পাঠান্তরম্ :— (১) প্রতিস্মৃত্যাখ্য—।

ইন্দ্রলোকাভিগমনমস্ত্রার্থে চ কিরীটিনঃ।
যত্র চিন্তা সমুৎপন্না ধৃতরাষ্ট্রস্য ভূয়সী ॥১৬১

দর্শনং বৃহদশ্বস্য মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
যুধিষ্ঠিরস্য চার্ত্তস্য ব্যসনে পরিদেবনম্ ॥১৬২

নলোপাখ্যানমত্রৈব ধর্ম্মিষ্ঠং করুণোদয়ম্।
দময়ন্ত্যাঃ স্থিতির্যত্র নলস্য চরিতং তথা ॥১৬৩

তথাক্ষহৃদয়প্রাপ্তিস্তস্মাদেব মহর্ষিতঃ।
লোমশস্যাগমস্তত্র স্বর্গাৎ পাণ্ডুসুতান্ প্রতি ॥১৬৪

বনবাসগতানাঞ্চ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
স্বর্গে প্রবৃত্তিরাখ্যাতা লোমশেনার্জ্জুনস্য বৈ ॥১৬৫

সন্দেশাদর্জ্জুনস্যাত্র তীর্থাভিগমনক্রিয়া।
তীর্থানাঞ্চ ফলপ্রাপ্তিঃ পুণ্যত্বঞ্চাপি কীর্ত্তিতম্ ॥১৬৬

পুলস্ত্যতীর্থযাত্রা চ নারদেন মহর্ষিণা।
তীর্থযাত্রা চ তত্রৈব পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥১৬৭

কর্ণস্য পরিমোক্ষোঽত্র কুণ্ডলাভ্যাং পুরন্দরাৎ।
তথা যজ্ঞবিভূতিশ্চ গয়স্যাত্র প্রকীর্ত্তিতা ॥১৬৮

আগস্ত্যমপি চাখ্যানং যত্র বাতাপিভক্ষণম্।
লোপামুদ্রাভিগমনমপত্যার্থমৃষেস্তথা ॥১৬৯

ঋষ্যশৃঙ্গস্য চরিতং কৌমারব্রহ্মচারিণঃ।
জামদগ্ন্যস্য রামস্য চরিতং ভূরিতেজসঃ ॥১৭০

কার্ত্তবীর্য্যবধো যত্র হৈহয়ানাঞ্চ বর্ণ্যতে।
প্রভাসতীর্থে পাণ্ডূনাং বৃষ্ণিভিশ্চ সমাগমঃ ॥১৭১

সৌকন্যমপি চাখ্যানং চ্যবনো যত্র ভার্গবঃ।
শর্য্যাতিযজ্ঞে নাসত্যৌ কৃতবান্ সোমপীথিনৌ ॥১৭২

ন্য অস্ত্রলাভের জন্য এবং পাণ্ডবগণের অনুমতিতে তখন মহাবীর অর্জ্জুন হিমালয়ে গমন করিলেন ॥১৫৯

কিরাতবেশধারী মহাদেবের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ, লোকপালগণের সহিত অর্জ্জুনের সাক্ষাৎকার এবং তাঁহাদের নিকট হইতে অস্ত্রলাভ ॥১৬০

অস্ত্রলাভের জন্য অর্জ্জুনের ইন্দ্রলোকে গমন; যে অস্ত্রপ্রাপ্তি বিষয়ে ধৃতরাষ্ট্রের গুরুতর চিন্তা জন্মিয়াছিল ॥১৬১

উদারচিত্ত মহর্ষি বৃহদশ্বের দর্শনলাভ, নিজের বিপদের কথা চিন্তা করিয়া দুঃখার্ত্ত যুধিষ্ঠিরের বিলাপ ॥১৬২

এই সময়েই ধর্ম্মজনক ও করুণরসোদ্দীপক নলোপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে দময়ন্তীর বিপদে মর্য্যাদাপালন এবং নলের চরিত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥১৬৩

মহর্ষি বৃহদশ্বের নিকট হইতে যুধিষ্ঠির অক্ষ-হৃদয় নামে বিদ্যা লাভ করিলেন। এই সময়ে মহর্ষি লোমশ স্বর্গ হইতে পাণ্ডবগণের নিকট আসিলেন ॥১৬৪

মহর্ষি লোমশ বনবাসী মহাত্মা পাণ্ডবগণের নিকট স্বর্গস্থিত অর্জ্জুনের বৃত্তান্ত বলিলেন ॥১৬৫

লোমশের মুখে অর্জ্জুনের বাচিক সংবাদ পাইয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতি এই সময়ে তীর্থভ্রমণ করেন। তীর্থযাত্রাদির ফল এবং তীর্থের পুণ্যজনকতা বিশেষ কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥১৬৬

মহর্ষি নারদের পুলস্ত্যতীর্থ যাত্রা এবং এই সময়েই মহাত্মা পাণ্ডবগণের তীর্থ পর্য্যটন ॥১৬৭

ইন্দ্রকে নিজের কুণ্ডলদুটি দান করিয়া কর্ণ ইন্দ্রের নিকট হইতে মুক্তিলাভ করিলেন এবং এই সময়ে গয়রাজের যজ্ঞের ঐশ্বর্য্য বর্ণিত হইয়াছে ॥১৬৮

ঋষি অগস্ত্যের উপাখ্যান যাহাতে বাতাপিভক্ষণ এবং সন্তানলাভের জন্য অগস্ত্যের লোপামুদ্রাবিবাহ বর্ণিত হইয়াছে ॥১৬৯

তদনন্তর আকৌমার ব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত্র এবং মহাবল পরশুরামের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে ॥১৭০

তাভ্যাঞ্চ যত্র চ্যবনো যৌবনং প্রতিপাদিতঃ।
মান্ধাতুশ্চাপ্যুপাখ্যানং রাজ্ঞোঽত্রৈব প্রকাশিতম্।

জন্তূপাখ্যানমত্রৈব যত্র পুত্রেণ সোমকঃ।
পুত্রার্থমযজদ্ রাজা লেভে পুত্রশতঞ্চ সঃ ॥১৭৪

ততঃ শ্যেনকপোতীয়মুপাখ্যানমনুত্তমম্।
ইন্দ্রাগ্নী যত্র ধর্ম্মশ্চাপ্যজিজ্ঞাসন্ত শিবিং নৃপম্ ॥১৭৫

অষ্টাবক্রীয়মত্রৈব বিবাদো যত্র বন্দিনা।
অষ্টাবক্রস্য বিপ্রর্ষের্জনকস্যাধ্বরেঽভবৎ ॥১৭৬

নৈয়ায়িকানাং মুখ্যেন বরুণস্যাত্মজেন চ।
পরাজিতো যত্র বন্দী বিবাদেন মহাত্মনা ॥১৭৭

বিজিত্য সাগরং প্রাপ্তং পিতরং লব্ধবানৃষিঃ।
যবক্রীতস্য চাখ্যানং রৈভ্যস্য চ মহাত্মনঃ।
গন্ধমাদনযাত্রা চ বাসো নারায়ণাশ্রমে ॥১৭৮

নিযুক্তো ভীমসেনশ্চ দ্রৌপদ্যা গন্ধমাদনে।
ব্রজন্ পথি মহাবাহুর্দৃষ্টবান্ পবনাত্মজম্ ॥১৭৯

কদলীষণ্ডমধ্যস্থং হনূমন্তং মহাবলম্।
যত্র সৌগন্ধিকার্থেঽসৌ নলিনীং তামধর্ষয়ৎ ॥১৮০

যত্রাস্য সুমহদ্ যুদ্ধমভবৎ সহ রাক্ষসৈঃ।
যক্ষৈশ্চাপি মহাবীর্য্যৈর্মণিমৎপ্রমুখৈস্তথা ॥১৮১

জটাসুরস্য চ বধো রাক্ষসস্য বৃকোদরাৎ।
বৃষপর্ব্বণো রাজর্ষেস্ততোঽভিগমনং স্মৃতম্ ॥১৮২

যে পর্ব্বাধ্যায়ে চরিত্র কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন এবং হৈহয়বংশীয়গণের বধ বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর যাদবগণের সহিত পাণ্ডবগণের প্রভাসতীর্থে মিলন।১৭১

তৎপরে সুকন্যার উপাখ্যান, যেখানে চ্যবন মুনি শর্য্যাতিরাজার যজ্ঞে অশ্বিনীকুমার দুইজনকে সোমরস পান করাইয়াছিলেন।১৭২

যে উপাখ্যানে অশ্বিনীকুমার দুইজন চ্যবন-মুনিকে যুবক করিয়াছিলেন। অনন্তর মান্ধাতা রাজার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।১৭৩

ইহার পর জন্তুনামক রাজপুত্রের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, যাহাতে সোমকরাজা জন্তুনামক নিজ পুত্রের দেহের দ্বারা পুত্রলাভের নিমিত্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা শতপুত্র লাভ করিয়াছিলেন।১৭৪

তৎপরে শ্যেন ও কপোতের অতি উত্তম উপাখ্যান, যাহাতে ইন্দ্র, অগ্নি ও ধর্ম্ম শিবিরাজাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন।১৭৫

ইহার পর অষ্টাবক্রের উপাখ্যান, যাহাতে জনকরাজার যজ্ঞে বন্দীর সহিত বিপ্রর্ষি অষ্টাবক্রের বিবাদ হইয়াছিল।১৭৬

আরও যে উপাখ্যানে শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক মহাত্মা বরুণপুত্র বিবাদে বন্দীকে পরাজিত করিয়াছিলেন।১৭৭

অষ্টাবক্র বিবাদে বন্দীকে জয় করিয়া সমুদ্রের মধ্যগত প্রাপ্ত পিতাকে লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর যবক্রীত ও মহাত্মা রৈভ্যের উপাখ্যান।

তৎপরে পাণ্ডবগণের গন্ধমাদনপর্ব্বতে যাত্রা ও নারায়ণাশ্রমে বাস। দ্রৌপদী পুষ্প আনয়নের জন্য ভীমকে গন্ধমাদনপর্ব্বতে নিযুক্ত করিলেন।১৭৯

মহাবাহু ভীম পথে যাইতে যাইতে কদলী-ষণ্ডমধ্যস্থিত পবননন্দন মহাবল হনূমানকে দেখিলেন।

তৎপরে ভীম সৌগন্ধিকপুষ্পের জন্য একটী সরোবরকে আলোড়িত করায় মণিমান্ প্রভৃতি মহাবলশালী যক্ষ এবং রাক্ষসগণের সহিত ভীমের যুদ্ধ হইল।১৮০-১৮১

আর্ষ্টিষেণাশ্রমে চৈব পাণ্ডবানাং বাস এব চ
প্রোৎসাহনঞ্চ পাঞ্চাল্যা ভীমস্যাত্র মহাত্মনঃ ।১৮৩

কৈলাসারোহণং প্রোক্তং যত্র যক্ষৈর্মহোৎকটৈঃ ।
যুদ্ধমাসীদ্ভীমসেনস্য মণিমৎপ্রমুখৈঃ সহ ।১৮৪

সমাগমশ্চ পাণ্ডূনাং যত্র বৈশ্রবণেন চ ।
সমাগমশ্চার্জ্জুনেন তত্রৈব ভ্রাতৃভিঃ সহ ।১৮৫

অবাপ্য দিব্যান্যস্ত্রাণি গুর্ব্বর্থং সব্যসাচিনা ।
নিবাতকবচৈর্যুদ্ধং হিরণ্যপুরবাসিভিঃ ।১৮৬

নিবাতকবচৈর্ঘোরৈর্দানবৈঃ সুরশত্রুভিঃ ।
পৌলোমৈঃ কালকেয়ৈশ্চ যত্র যুদ্ধং কিরীটিনঃ ।১৮৭

বধশ্চৈষাং সমাখ্যাতো রাজ্ঞস্তেনৈব ধীমতা ।
অস্ত্রসন্দর্শনারম্ভো ধর্ম্মরাজস্য সন্নিধৌ ।১৮৮

পার্থস্য প্রতিষেধশ্চ নারদেন সুরর্ষিণা ।
অবরোহণং পুনশ্চৈব পাণ্ডূনাং গন্ধমাদনাৎ ।১৮৯

ভীমস্য গ্রহণঞ্চাত্র পর্ব্বতাভোগবর্ষ্মণা ।
ভুজগেন্দ্রেণ বলিনা তস্মিন্ সুগহনে বনে ।১৯০

অমোক্ষয়দ্ যত্র চৈনং প্রশ্নানুক্ত্বা যুধিষ্ঠিরঃ ।
কাম্যকাগমনঞ্চৈব পুনস্তেষাং মহাত্মনাম্ ।১৯১

তত্রস্থাংশ্চ পুনর্দ্রষ্টুং পাণ্ডবান্ পুরুষর্ষভান্ ।
বাসুদেবস্যাগমনমত্রৈব পরিকীর্ত্তিতম্ ।১৯২

মার্কণ্ডেয়সমাস্যায়ামুপাখ্যানানি সর্ব্বশঃ ।
পৃথোর্বৈন্যস্য যত্রোক্তমাখ্যানং পরমর্ষিণা ।১৯৩

ভীম কর্তৃক জটাসুর রাক্ষস নিহত হইল এবং বৃষপর্ব্বা রাজর্ষি সেখানে আসিলেন।১৮২

পাণ্ডবগণ আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে গমন করিয়া তথায় বাস করিলেন এবং মহাত্মা ভীমকে দ্রৌপদী প্রোৎসাহিত করিলেন।১৮৩

ভীম কৈলাসপর্ব্বতে আরোহণ করিলে বলশালী মণিমান্ প্রভৃতি যক্ষগণের সহিত ভীমের ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল।১৮৪

তদনন্তর কুবেরের সহিত পাণ্ডবগণ মিলিত হইলেন এবং তাহার পর ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জ্জুনের মিলন হইল।১৮৫

দেবগণের নিকট হইতে দিব্য অস্ত্রসমূহ প্রাপ্ত হইয়া অর্জ্জুন গুরুদেবের জন্য হিরণ্যপুরবাসী নিবাতকবচগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন।১৮৬

পুলোমা ও কালকেয়ের বংশধরদের নাম 'নিবাতকবচ'। তাহারা দানব ও দেবগণের ভীষণ শত্রু ছিল। তাহাদের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হইয়াছিল।১৮৭

ধীমান্ অর্জ্জুন কর্তৃক নিবাতকবচগণের রাজা নিহত হয়, তৎপরে অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট অস্ত্র দেখাইতে আরম্ভ করেন।১৮৮

দেবর্ষি নারদ অস্ত্র দেখাইতে অর্জ্জুনকে নিষেধ করিলেন। তৎপরে গন্ধমাদনপর্ব্বত হইতে পাণ্ডবগণ অবতরণ করিলেন।১৮৯

তাহার পর সুগহন বনের মধ্যে পর্ব্বতপ্রমাণ বিশাল শরীরধারী ও বলবান্ একটা সর্প কর্তৃক ভীম আক্রান্ত হইলেন।১৯০

সর্পকৃত প্রশ্নসমূহের উত্তর দিয়া যুধিষ্ঠির ভীমকে মুক্ত করিলেন। তাহার পর মহাত্মা পাণ্ডবদের পুনরায় কাম্যকবনে আগমন হইল।১৯১

পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবদের কাম্যকবনে অবস্থান সময়ে তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সেখানে আগমন করিলেন।১৯২

পাণ্ডবদিগের সহিত মার্কণ্ডেয়ের সমাগমকালে সর্ব্বপ্রকার উপাখ্যান বর্ণিত আছে; সেখানে মহর্ষি বেণপুত্র পৃথুর উপাখ্যান বলিয়াছেন।১৯৩

সংবাদশ্চ সরস্বত্যাস্তার্ক্ষ্যর্ষেঃ পুণ্যাত্মনঃ।
মৎস্যোপাখ্যানমত্রৈব প্রোচ্যতে তদনন্তরম্ ।১১৪
মার্কণ্ডেয়সমাস্যা চ পুরাণং পরিকীর্ত্ত্যতে (১)।
ঐন্দ্রদ্যুম্নমুপাখ্যানং ধৌন্ধুমারং তথৈব চ ।১১৫
পতিব্রতাখ্যানমাখ্যানং তথৈবাঙ্গিরসং স্মৃতম্ ।
দ্রৌপদ্যাঃ কীর্ত্তিতস্তত্র সংবাদঃ সত্যভাময়া ।১১৬
পুনর্দ্বৈতবনঞ্চৈব পাণ্ডবাঃ সমুপাগতাঃ ।
ঘোষযাত্রা চ গন্ধর্বৈর্যত্র বদ্ধঃ সুযোধনঃ ।১১৭
হ্রিয়মাণস্তু মন্দাত্মা মোক্ষিতোঽসৌ কিরীটিনা ।
ধর্মরাজস্য চাত্রৈব মৃগস্বপ্ননিদর্শনম্ ।১১৮
কাম্যকে কাননশ্রেষ্ঠে পুনর্গমনমুচ্যতে ।
ব্রীহিদ্রৌণিকমাখ্যানমত্রৈব বহুবিস্তরম্ ।১১৯
দুর্বাসসোঽপ্যুপাখ্যানমত্রৈব পরিকীর্ত্তিতম্ ।
জয়দ্রথেনাপহারো দ্রৌপদ্যাশ্চাশ্রমান্তরাৎ ।১২০
যত্রৈনমন্বয়াদ্ ভীমো বায়ুবেগসমো জবে ।
চক্রে চৈনং পঞ্চশিখং যত্র ভীমো মহাবলঃ ।১২১
রামায়ণমুপাখ্যানমত্রৈব বহুবিস্তরম্ ।
যত্র রামেণ বিক্রম্য নিহতো রাবণো যুধি ।১২২
সাবিত্র্যাশ্চাপ্যুপাখ্যানমত্রৈব পরিকীর্ত্তিতম্ ।
কর্ণস্য পরিমোক্ষোঽত্র কুণ্ডলাভ্যাং পুরন্দরাৎ ।১২৩
যত্রাস্য শক্তিং তুষ্টোঽদাদেকবীরবধায় চ ।
আরণেয়মুপাখ্যানং যত্র ধর্মোঽন্বশাৎ সুতম্ ।১২৪
জগ্মুর্লব্ধবরা যত্র পাণ্ডবাঃ পশ্চিমাং দিশম্ ।
এতদারণ্যকং পর্ব তৃতীয়ং পরিকীর্ত্তিতম্ ।১২৫

তৎপরে সরস্বতী ও পুণ্যাত্মা তার্ক্ষ্যমুনির সংবাদ; তাহার পর মৎস্যের বৃত্তান্ত বলিয়াছেন।১১৪

মার্কণ্ডেয় মুনির সমাগমের পুরাতন বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে; তাহার পর ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা ও ধুন্ধুমার রাজার উপাখ্যান বর্ণিত আছে।১১৫

পতিব্রতার আখ্যান, অঙ্গিরার আখ্যান এবং দ্রৌপদী ও সত্যভামার বৃত্তান্ত বলা হইয়াছে।১১৬

পাণ্ডবেরা পুনরায় দ্বৈতবনে গমন করিলেন; তৎপরে পাণ্ডবের দশা দেখিবার জন্য দুর্যোধনের অনুষ্ঠিত যাত্রা, যাহাতে গন্ধর্বগণ কর্তৃক দুর্যোধন বদ্ধ হইলেন।১১৭

মন্দবুদ্ধি দুর্যোধনকে বন্ধন করিয়া গন্ধর্বগণ যখন লইয়া যাইতেছিল, তখন অর্জুন তাঁহাকে মুক্ত করিলেন, তৎপরে যুধিষ্ঠির স্বপ্নে হরিণদিগকে দর্শন করিলেন।১১৮

পাণ্ডবেরা পুনরায় কাননশ্রেষ্ঠ কাম্যকবনে গমন করিলেন। তৎপরেই অতিবিস্তৃত ব্রীহিদ্রৌণিক উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।১১৯

এই সময়েই দুর্বাসার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর যুধিষ্ঠিরের আশ্রমের মধ্য হইতে জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে অপহরণ করিল।১২০

বায়ুতুল্য বেগবান্ ভীম জয়দ্রথের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া পাঁচটি শিখামাত্র রাখিয়া তাহার মস্তক মুণ্ডিত করিয়া দিলেন।১২১

ইহার পরে অতিবিস্তৃত রামায়ণের উপাখ্যান; যাহাতে রাম নিজের পরাক্রম প্রকাশ করিয়া যুদ্ধে রাবণকে নিহত করিয়াছিলেন।১২২

এই সময়েই সাবিত্রীর উপাখ্যান কথিত হইয়াছে। তৎপরে কর্ণ নিজের কুণ্ডল দুইটী দান করিয়া ইন্দ্রের নিকট হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।১২৩

তাহাতে ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া একটী পুরুষের বধের জন্য কর্ণকে একটী শক্তি দান করিলেন। তাহার পর আরণেয়ের উপাখ্যান; যাহাতে ধর্ম নিজপুত্র যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়াছিলেন।১২৪

পাঠান্তরম্।— (১) —পরিকীর্ত্তিতম্।

অধ্যায়ানাং শতে দ্বে তু সংখ্যাতে পরিকীর্ত্তিতে।
একোনসপ্ততিশ্চৈব তথাধ্যায়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥২০৬

একাদশসহস্রাণি শ্লোকানাং ষট্ শতানি চ।
চতুঃষষ্টিস্তথা শ্লোকাঃ পর্ব্বণ্যস্মিন্ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥২০৭

অতঃ পরং নিবোধেদং বৈরাটং পর্ব্ববিস্তরম্।
বিরাটনগরে গত্বা শ্মশানে বিপুলাং শমীম্ ॥২০৮

দৃষ্ট্বা সন্নিদধুস্তত্র পাণ্ডবা হ্যায়ুধান্যুত।
যত্র প্রবিশ্য নগরং ছদ্মনা ন্যবসন্ত তে ॥২০৯

পাঞ্চালীং প্রার্থয়ানস্য কামোপহতচেতসঃ।
দুষ্টাত্মনো বধো যত্র কীচকস্য বৃকোদরাৎ ॥২১০

পাণ্ডবান্বেষণার্থঞ্চ রাজ্ঞো দুর্য্যোধনস্য চ।
চারাঃ প্রস্থাপিতাশ্চাত্র নিপুণাঃ সর্ব্বতো দিশম্ ॥২১১

ন চ প্রবৃত্তিস্তৈর্লব্ধা পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
গোগ্রহশ্চ বিরাটস্য ত্রিগর্ত্তৈঃ প্রথমং কৃতঃ ॥২১২

যত্রাস্য যুদ্ধং সুমহৎ তৈরাসীল্লোমহর্ষণম্।
হ্রিয়মাণশ্চ যত্রাসৌ ভীমসেনেন মোক্ষিতঃ ॥২১৩

গোধনঞ্চ বিরাটস্য মোক্ষিতং যত্র পাণ্ডবৈঃ।
অনন্তরঞ্চ কুরুভিস্তস্য গোগ্রহণং কৃতম্ ॥২১৪

সমস্তা যত্র পার্থেন নির্জ্জিতাঃ কুরবো যুধি।
প্রত্যাহৃতং গোধনঞ্চ বিক্রমেণ কিরীটিনা ॥২১৫

বিরাটেনোত্তরা দত্তা স্নুষা যত্র কিরীটিনঃ।
অভিমন্যুং সমুদ্দিশ্য সৌভদ্রমরিঘাতিনম্ ॥২১৬

চতুর্থমেতদ্ বিপুলং বৈরাটং পর্ব্ব বর্ণিতম্।
অত্রাপি পরিসংখ্যাতা অধ্যায়াঃ পরমর্ষিণা ॥২১৭

অনন্তর পাণ্ডবগণ বনের নিকট হইতে যাত্রা করিয়া পশ্চিম দিকে গমন করিলেন। ইহাই তৃতীয় বনপর্ব্ব বর্ণিত হইল।২০৫

এই বনপর্ব্বে দুইশত ঊনসত্তরটি অধ্যায় আছে।২০৬

এই বনপর্ব্বের শ্লোকসংখ্যা এগার হাজার ছয়শত চৌষট্টি।২০৭

অনন্তর বিস্তৃত বিরাটপর্ব্ব শ্রবণ কর। পাণ্ডবগণ বিরাটনগরে শ্মশানে গমন করিয়া একটী বিশাল শমীবৃক্ষ দেখিতে পাইয়া সেই বৃক্ষে নিজ নিজ অস্ত্রসমূহ স্থাপন করিলেন; তৎপরে তাঁহারা ছদ্মবেশে বিরাটনগরে প্রবেশ করিয়া বাস করিলেন।২০৮—২০৯

কামুক দুরাত্মা কীচক দ্রৌপদীকে প্রার্থনা করিলে ভীমসেন কীচককে বধ করিলেন।২১০

রাজা দুর্য্যোধনের নিপুণ গুপ্তচরগণ পাণ্ডবগণের অন্বেষণের জন্য সকল দিকে প্রেরিত হইল।২১১

কিন্তু সেই গুপ্তচরগণ মহাত্মা পাণ্ডবগণের কোনও বৃত্তান্ত জানিতে পারিল না। তাহার পর সুশর্ম্মা প্রভৃতি ত্রিগর্ত্তদেশীয়গণ প্রথমে বিরাটের দক্ষিণ দিকের গোধন হরণ করিল।২১২

তখন সেই ত্রিগর্ত্তদেশীয়গণের সহিত বিরাটের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইলে এবং তাহাতে ত্রিগর্ত্তগণ বিরাটরাজকে পরাজিত করিয়া লইয়া যাইতে থাকিলে ভীমসেন তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন।২১৩

পাণ্ডবগণ বিরাটের গোধন মুক্ত করিয়া আনেন। তৎপরে কৌরবগণ বিরাটের উত্তর দিকের গোধন হরণ করেন।২১৪

অর্জ্জুন নিজ শক্তিবলে যুদ্ধে সমস্ত কৌরবগণকে জয় করেন এবং বলপূর্ব্বক গোধন ফিরাইয়া আনেন।২১৫

বিরাটরাজা বিপুলতেজা শত্রুঘাতী অভিমন্যুর উদ্দেশে অর্জ্জুনের পুত্রবধূরূপে নিজকন্যা উত্তরাকে দান করেন।২১৬

এই চতুর্থ বিশাল বিরাট-পর্ব্বের কথা বর্ণিত

[illegible] পূর্ণঃ(১) [illegible]।
[illegible] (২)॥
[illegible]।
[illegible] ॥২১৯
[illegible]।
[illegible] ॥২২০
[illegible]।
[illegible] ॥২২১
[illegible]।
[illegible] ॥২২২
[illegible]।
[illegible] ॥২২৩

[illegible] পাণ্ডবান্ প্রতি।
[illegible] ॥২২৪
যতঃ [illegible]।
[illegible] পাণ্ডবান্ ॥২২৫
শান্তিপূর্বং [illegible] নৃপঃ।
পুরোহিত[illegible] পাণ্ডবৈঃ কৌরবান্ প্রতি ॥২২৬
বৈচিত্রবীর্য্যো [illegible]।
[illegible] ॥২২৭
[illegible] পাণ্ডবান্ প্রতি।
[illegible] ॥২২৮
[illegible]।
[illegible] চিন্তয়া ॥২২৯

করিলাম। এই [illegible] বিবিধ উপায়ে [illegible] করিয়াছেন; এই [illegible] নিকট [illegible] এই [illegible] যাবে ॥২১৭-২১৮

এই [illegible] বলিয়াছেন। [illegible] ॥২১৯

পাণ্ডবগণ [illegible] ব্যবহার করিলে, দুর্যোধন ও শকুনি [illegible] নিকট উপস্থিত হইলেন ॥২২০

দুর্যোধন ও শকুনি [illegible] বলিলেন—'এই দ্যূত আমাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি [illegible] আপনি করিতে পারেন', তখন [illegible] দিলেন ॥২২১

'হে [illegible]। আমি দ্যূত করি বা, কেবল দ্যূত খেলা দিব এবং আমার এই [illegible] দ্যূত [illegible] করিব; এই [illegible] মধ্যে আমি কাহাকে কি দিব ॥২২২

তখন [illegible] ও [illegible] দুর্যোধন দ্যূত [illegible] এবং দ্যূত না করিয়া কেবল খেলা [illegible] করিলেন [illegible] চাহিলেন ॥২২৩

[illegible] দ্যূত [illegible] পাণ্ডবগণের [illegible] করিয়া থাকিলে দুর্যোধন [illegible] তাঁহাকে বিবিধ [illegible] দিয়া পাণ্ডবগণকে [illegible] তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, আপনি আমার [illegible]। [illegible] প্রতিনিধি হইয়া পাণ্ডবগণের নিকট গেলেন ॥২২৪-২২৫

সেখানে গিয়া [illegible] পাণ্ডবগণের নিকট [illegible] বলিলেন। অতঃপর পাণ্ডবগণ কৌরবগণের নিকট পুরোহিতকে প্রেরণ করিলেন ॥২২৬

প্রতাপশালী মহারাজ [illegible] পুরোহিতের মুখে পাণ্ডবগণের কথা, [illegible] ও [illegible] পাণ্ডবগণের নিকট [illegible] দূত পাঠাই-

---

পাঠান্তর:— (১) —পূর্ণঃ—।
(২) —[illegible]।

বিদুরো যত্র বাক্যানি বিচিত্রাণি হিতানি চ।
শ্রাবয়ামাস রাজানং ধৃতরাষ্ট্রং মনীষিণম্ ॥২৩০

তথা সনৎসুজাতেন যত্রাধ্যাত্মমনুত্তমম্।
মনস্তাপান্বিতো রাজা শ্রাবিতঃ শোকলালসঃ ॥২৩১

প্রভাতে রাজসমিতৌ সঞ্জয়ো যত্র বা বিভো।
ঐকাত্ম্যং বাসুদেবস্য প্রোক্তবানর্জুনস্য চ ॥২৩২

যত্র কৃষ্ণো দয়াপন্নঃ সন্ধিমিচ্ছন্ মহামতিঃ (১)।
স্বয়মাগাচ্ছমং কর্তুং নগরং নাগসাহ্বয়ম্ ॥২৩৩

প্রত্যাখ্যানঞ্চ কৃষ্ণস্য রাজ্ঞা দুর্য্যোধনেন বৈ।
শমার্থে যাচমানস্য পক্ষয়োরুভয়োর্হিতম্ ॥২৩৪

দম্ভোদ্ভবস্য চাখ্যানমত্রৈব পরিকীর্ত্তিতম্।
বরান্বেষণমত্রৈব মাতলেশ্চ মহাত্মনঃ ॥২৩৫

মহর্ষেশ্চাপি চরিতং কথিতং গালবস্য বৈ।
বিদুলায়াশ্চ পুত্রস্য প্রোক্তং চাপ্যনুশাসনম্ ॥২৩৬

কর্ণদুর্য্যোধনাদীনাং দুষ্টং বিজ্ঞায় মন্ত্রিতম্।
যোগেশ্বরত্বং কৃষ্ণেন যত্র রাজ্ঞাং প্রদর্শিতম্ ॥২৩৭

রথমারোপ্য কৃষ্ণেন যত্র কর্ণোঽনুমন্ত্রিতঃ।
উপায়পূর্ব্বং শৌটীর্য্যাৎ প্রত্যাখ্যাতশ্চ তেন সঃ ॥

আগম্য হাস্তিনপুরাদুপপ্লব্যমরিন্দমঃ।
পাণ্ডবানাং যথাবৃত্তং সর্ব্বমাখ্যাতবান্ হরিঃ ॥২৩৯

তে তস্য বচনং শ্রুত্বা মন্ত্রয়িত্বা চ যদ্ধিতম্।
সাংগ্রামিকং ততঃ সর্ব্বং সজ্জং চক্রুঃ পরন্তপাঃ ॥২৪০

ততো যুদ্ধায় নির্যাতা নরাশ্বরথদন্তিনঃ।
নগরাদ্ধাস্তিনপুরাদ্ বলসংখ্যানমেব চ ॥২৪১

লেন ॥২২৭-২২৮

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের পুরোভাগে রহিয়াছেন শুনিয়া চিন্তায় ধৃতরাষ্ট্রের নিদ্রা হইল না ॥২২৯

তখন মনীষী রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুর বিবিধ হিতবাক্য শুনাইলেন ॥২৩০

মানসিক সন্তাপে পীড়িত এবং শোকে কাতর রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুর সনৎ-সুজাতের উপাখ্যান শুনাইলেন; এই উপাখ্যানে অতি উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উক্ত আছে ॥২৩১

সঞ্জয় প্রভাতকালে রাজসভায় গিয়া প্রভু ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন অভিন্ন ॥২৩২

মহামতি কৃষ্ণ দয়াবশতঃ বিবাদশান্তির জন্য সন্ধিস্থাপনের ইচ্ছায় স্বয়ং হস্তিনাপুরে গমন করিলেন ॥২৩৩

বিবাদশান্তির জন্য দুই পক্ষেরই মঙ্গলের জন্য কৃষ্ণ সন্ধি প্রার্থনা করিলেও রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন ॥২৩৪

এই পর্ব্বেই দম্ভোদ্ভবের উপাখ্যান কথিত হইয়াছে এবং এই পর্ব্বেই মহাত্মা মাতলি নিজের কন্যার জন্য বরান্বেষণ করিয়াছিলেন ॥২৩৫

তাহার পরে মহর্ষি গালবের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, এবং বিদুলা নিজ পুত্রকে উপদেশ দিলেন ॥২৩৬

কর্ণ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতির দুষ্ট মন্ত্রণা বুঝিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাজগণকে নিজের যোগৈশ্বর্য্য দেখাইলেন ॥২৩৭

কৃষ্ণ কর্ণকে রথোপরি তুলিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি বিষয়ে পরামর্শ করিলেন, কিন্তু কর্ণ বীরত্বের গর্ব্বে বেশ বাঁচাইয়া কৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করিলেন ॥২৩৮

শত্রুদমনকারী কৃষ্ণ হস্তিনাপুর হইতে উপপ্লব্য-নামক স্থানে আসিয়া পাণ্ডবদের নিকট যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন ॥২৩৯

শত্রুসন্তাপকারী পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের কথা শুনিয়া মঙ্গলজনক বিষয়ে পরামর্শ করিয়া যুদ্ধের জন্য সমস্ত সজ্জিত করিলেন ॥২৪০

পাঠভেদঃ—(১) মহাযশাঃ।

যত্র রাজা হ্যুলূকস্য প্রেষণং পাণ্ডবান্ প্রতি।
শ্বোভাবিনি মহাযুদ্ধে দৌত্যেন কৃতবান্ প্রভুঃ (১)।
রথাতিরথসংখ্যানমম্বোপাখ্যানমেব চ।
এতৎ সুবহুবৃত্তান্তং পঞ্চমং পর্ব ভারতে ॥২৫৩
উদ্যোগপর্ব নির্দিষ্টং সন্ধিবিগ্রহমিশ্রিতম্।
অধ্যায়াঃ সংখ্যয়া ত্বত্র ষড়শীতিশতং স্মৃতম্ (২) ॥২৫৪
শ্লোকানাং ষট্ সহস্রাণি তাবন্ত্যেব শতানি চ।
শ্লোকাশ্চ নবতিঃ প্রোক্তাস্তথৈবাষ্টৌ মহাত্মনা ॥২৫৫
ব্যাসেনোদারমতিনা পর্বণ্যস্মিংস্তপোধনাঃ।
অত ঊর্দ্ধং বিচিত্রার্থং ভীষ্মপর্ব প্রচক্ষতে ॥২৫৬
জম্বূখণ্ডবিনির্ম্মাণং যত্রোক্তং সঞ্জয়েন হ।
যত্র যৌধিষ্ঠিরং সৈন্যং বিষাদমগমৎ পরম্ ॥২৫৭
যত্র যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং দশাহানি সুদারুণম্।
কশ্মলং যত্র পার্থস্য বাসুদেবো মহামতিঃ ॥২৫৮
মোহজং নাশয়ামাস হেতুভির্মোক্ষদর্শিভিঃ।
সমীক্ষ্যানন্তরং ক্ষিপ্রং যুধিষ্ঠিরহিতে রতঃ ॥২৫৯
রথাদাপ্লুত্য বেগেন স্বয়ং কৃষ্ণ উদারধীঃ।
প্রতোদপাণিরাধাবদ্ ভীষ্মং হন্তুং ব্যপেতভীঃ ॥২৬০
বাক্যপ্রতোদাভিহতো যত্র কৃষ্ণেন পাণ্ডবঃ।
গাণ্ডীবধন্বা সমরে সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥২৬১
শিখণ্ডিনং পুরস্কৃত্য যত্র পার্থো মহাধনুঃ।
বিনিঘ্নন্ নিশিতৈর্বাণৈ রথাদ্ ভীষ্মমপাতয়ৎ ॥২৬২
শরতল্পগতশ্চৈব ভীষ্মো যত্র বভূব হ।
ষষ্ঠমেতন্মহাপর্ব ভারতে পরিকীর্ত্তিতম্ ॥২৬৩

তাহার পর হস্তিনাপুর হইতে মনুষ্য, অশ্ব, রথ ও হস্তী যুদ্ধ করিবার জন্য নির্গত হইল এবং তাহার পর সৈন্যগণনা করা হইল ॥২৫১

আগামী কল্য মহাযুদ্ধ হইবে সেইজন্য নিষ্ঠুরভাষী রাজা দুর্যোধন পাণ্ডবগণের নিকট উলূককে দূতরূপে পাঠাইলেন ॥২৫২

তাহার পর রথী ও অতিরথীর গণনা করা হইল এবং তাহার পর অম্বার উপাখ্যান কথিত হইল। ইহাই প্রচুর বৃত্তান্তযুক্ত পর্ব ॥২৫৩

সন্ধি ও বিগ্রহের কথা এই পর্বে আছে, উহার নাম উদ্যোগপর্ব। মহাত্মা বেদব্যাস এই পর্বে একশত ছিয়াশী অধ্যায় বলিয়াছেন ॥২৫৪

হে তপস্বিগণ! মহাত্মা উদারমতি বেদব্যাস এই উদ্যোগপর্বে ছয় হাজার ছয় শত আটানব্বইটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। উহার পর বিচিত্র ভীষ্মপর্ব কথিত হইতেছে ॥২৫৫-২৫৬

যাহাতে সঞ্জয় কর্ত্তৃক জম্বূদ্বীপ নির্ম্মাণের কথা বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহাতে যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হইয়াছিল ॥২৫৭

যাহাতে দশদিন ব্যাপী অতি ভীষণ যুদ্ধ বিষম বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহাতে যুধিষ্ঠিরের হিতে রত থাকিয়া মহামতি শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের ঘোর বিষাদের অবস্থা দেখিয়া মুক্তির উপযোগী যুক্তিসমূহের দ্বারা শীঘ্র সেই অবস্থা দূরীভূত করিয়াছিলেন ॥২৫৮-২৫৯

উহার পর উদারমতি নির্ভীক শ্রীকৃষ্ণ হাতে চাবুক লইয়া লাফাইয়া রথ হইতে নামিয়া পড়িয়া ভীষ্মকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন ॥২৬০

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বাক্যরূপ কশার আঘাতে পাণ্ডুনন্দনকে উত্তেজিত করিলে সকল অস্ত্রধারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবধন্বা ও মহাধনু অর্জ্জুন যুদ্ধে শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা ভীষ্মকে আঘাত করিতে করিতে তাঁহাকে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন ॥২৬১-২৬২

তাহার পর ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হইলেন। ইহাই মহাভারতের বিশাল ষষ্ঠ পর্ব ॥২৬৩

পাঠান্তর:— (১) —দৌত্যেন ক্রূরবাদিনা।
(২) —মহর্ষিণা।

অধ্যায়ানাং শতং প্রোক্তং তথা সপ্তদশাপরে।
পঞ্চ শ্লোকসহস্রাণি সংখ্যাতাষ্টৌ শতানি চ ॥২৫৪

শ্লোকাশ্চ চতুরশীতিরস্মিন্ পর্বণি কীর্তিতাঃ।
ব্যাসেন বেদবিদুষা সংখ্যাতা ভীষ্মপর্বণি ॥২৫৫

দ্রোণপর্ব ততশ্চিত্রং বহুবৃত্তান্তমুচ্যতে।
সৈনাপত্যেঽভিষিক্তোঽথ যত্রাচার্য্যঃ প্রতাপবান্।

দুর্য্যোধনস্য প্রীত্যর্থং প্রতিজজ্ঞে মহাস্ত্রবিৎ।
গ্রহণং ধর্মরাজস্য পাণ্ডুপুত্রস্য ধীমতঃ ॥২৫৭

যত্র সংশপ্তকাঃ পার্থমপনিন্যূ রণাজিরাৎ।
ভগদত্তো মহারাজো যত্র শক্রসমো যুধি ॥২৫৮

সুপ্রতীকেন নাগেন স হি শস্তঃ কিরীটিনা।
যত্রাভিমন্যুং বহবো জঘ্নুরেকং মহারথাঃ ॥২৫৯

জয়দ্রথমুখা বালং শূরমপ্রাপ্তযৌবনম্।
হতেঽভিমন্যৌ ক্রুদ্ধেন যত্র পার্থেন সংযুগে ॥২৬০

অক্ষৌহিণীঃ সপ্ত হত্বা হতো রাজা জয়দ্রথঃ।
যত্র ভীমো মহাবাহুঃ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ॥২৬১

অন্বেষণার্থং পার্থস্য যুধিষ্ঠিরনৃপাজ্ঞয়া।
প্রবিষ্টৌ ভারতীং সেনামপ্রধৃষ্যাং সুরৈরপি ॥২৬২

সংশপ্তকাবশেষঞ্চ কৃতং নিঃশেষমাহবে।
সংশপ্তকানাং বীরাণাং কোট্যো নব মহাত্মনাম্ ॥২৬৩

কিরীটিনাভিনিষ্ক্রম্য [১] প্রাপিতা যমসাদনম্।
ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাশ্চ তথা পাষাণযোধিনঃ ॥২৬৪

নারায়ণাশ্চ গোপালাঃ সমরে চিত্রযোধিনঃ।
অলম্বুষঃ শ্রুতায়ুশ্চ জলসন্ধশ্চ বীর্য্যবান্ ॥২৬৫

সৌমদত্তির্বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ।
ঘটোৎকচাদয়শ্চান্যে নিহতা দ্রোণপর্বণি ॥২৬৬

অশ্বত্থামাপি চাত্রৈব দ্রোণে যুধি নিপাতিতে।
অস্ত্রং প্রাদুশ্চকারোগ্রং নারায়ণমমর্ষিতঃ ॥২৬৭

বেদজ্ঞ ব্যাসদেব এই ভীষ্মপর্ব্বে একশত সতরটি অধ্যায় বলিয়াছেন এবং পাঁচ হাজার আটশত চৌরাশীটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।২৫৩-২৫৫

তদনন্তর বহুবৃত্তান্তে পরিপূর্ণ বিচিত্র দ্রোণপর্ব্ব আরম্ভ। যাহাতে প্রথমে প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।২৫৬

অস্ত্রবিশারদ মহামতি দ্রোণ দুর্য্যোধনের প্রীতির জন্য পাণ্ডুপুত্র বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠিরকে ধরিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন।২৫৭

সংশপ্তক সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অর্জ্জুনকে দূরে লইয়া গেল। অর্জ্জুন ইন্দ্রতুল্য যোদ্ধা মহারাজ ভগদত্তকে সুপ্রতীকনামা হস্তীর সহিত যুদ্ধে বধ করিলেন। জয়দ্রথ প্রভৃতি বহু মহারথ মিলিত হইয়া অপ্রাপ্তযৌবন মহাবীর বালক একাকী অভিমন্যুকে নিহত করিলেন। অভিমন্যু নিহত হইলে, ক্রুদ্ধ অর্জ্জুন সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য বধ করিয়া রাজা জয়দ্রথকে বধ করিলেন।

মহাবাহু ভীম এবং মহারথ সাত্যকি রাজা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় অর্জ্জুনের অন্বেষণের জন্য দেবগণেরও অপরাজেয় কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।২৫৮-২৬২

যুদ্ধে প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিয়া অর্জ্জুন নিঃশেষভাবে সংশপ্তকগণকে বধ করিলেন। সেখানে নবকোটি বীর সংশপ্তকগণ এক অর্জ্জুনের দ্বারাই যমালয়ে প্রেরিত হইল। তাহার পর অলম্বুষ, শ্রুতায়ু, জলসন্ধ, সৌমদত্তি, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র, প্রস্তর দ্বারা যুদ্ধকারী পাষাণী সেনা, আশ্চর্য্যযুদ্ধকারী গোপালগণ এবং ঘটোৎকচ প্রভৃতি এই দ্রোণপর্ব্বে নিহত হইলেন।২৬৩-২৬৬

এই দ্রোণপর্ব্বে যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে

পাঠান্তর—(১)—কিরীটিনাভিনিষ্ক্রম্য—।

আগ্নেয়ং কীর্ত্ত্যতে যত্র রুদ্রমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।
ব্যাসস্য চাগমনঞ্চ মাহাত্ম্যং কৃষ্ণপার্থয়োঃ ॥২৬৮

সপ্তমং ভারতে পর্ব্ব মহদেতদুদাহৃতম্ ।
যত্র তে পৃথিবীপালাঃ প্রায়শো নিধনং গতাঃ ॥২৬৯

দ্রোণপর্ব্বণি যে শূরা নির্দ্দিষ্টাঃ পুরুষর্ষভাঃ ।
অত্রাধ্যায়শতং প্রোক্তং তথাধ্যায়াশ্চ সপ্ততিঃ ॥২৭০

অষ্টৌ শ্লোকসহস্রাণি তথা নব শতানি চ ।
শ্লোকা নব তথৈবাত্র সংখ্যাতাস্তত্ত্বদর্শিনা ॥২৭১

পারাশর্য্যেণ মুনিনা সংচিন্ত্য দ্রোণপর্ব্বণি ।
অতঃপরং কর্ণপর্ব্ব প্রোচ্যতে পরমাদ্ভুতম্ ॥২৭২

সারথ্যে বিনিয়োগশ্চ মদ্ররাজস্য ধীমতঃ ।
আখ্যাতং যত্র পৌরাণং ত্রিপুরস্য নিপাতনম্ ॥২৭৩

প্রয়াণে পরুষশ্চাত্র সংবাদঃ কর্ণশল্যয়োঃ ।
হংসকাকীয়মাখ্যানং তত্রৈবাক্ষেপসংহিতম্ ॥২৭৪

বধঃ পাণ্ড্যস্য চ তথা অশ্বত্থাম্না মহাত্মনা ।
দণ্ডসেনস্য চ ততো দণ্ডস্য চ বধস্তথা ॥২৭৫ ॥

দ্বৈরথে যত্র কর্ণেন ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।
সংশয়ং গমিতো যুদ্ধে মিষতাং সর্ব্বধন্বিনাম্ ॥২৭৬

অন্যোন্যং প্রতি চ ক্রোধো যুধিষ্ঠিরকিরীটিনোঃ ।
যত্রৈবানুনয়ঃ প্রোক্তো মাধবেনার্জ্জুনস্য হি ॥২৭৭

প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বকঞ্চাপি বক্ষো দুঃশাসনস্য চ ।
ভিত্ত্বা বৃকোদরো রক্তং পীতবান্ যত্র সংযুগে ॥২৭৮

দ্বৈরথে যত্র পার্থেন হতঃ কর্ণো মহারথঃ ।
অষ্টমং পর্ব্ব নির্দ্দিষ্টমেতদ্ভারতচিন্তকৈঃ ॥২৭৯

একোনসপ্ততিঃ প্রোক্তা অধ্যায়াঃ কর্ণপর্ব্বণি ।
চত্বার্য্যেব সহস্রাণি নব শ্লোকশতানি চ ॥২৮০

ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা ভীষণ আগ্নেয় নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তাহার পর উৎকৃষ্ট রুদ্রমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে; তাহার পর ব্যাসদেবের আগমন ও কৃষ্ণার্জ্জুনের মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে ।২৬৭-২৬৮

মহাভারতে এই বিশাল সপ্তম দ্রোণপর্ব্ব কথিত হইয়াছে। যে সকল নৃপতি বীর ও পুরুষশ্রেষ্ঠ বলিয়া পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই এই দ্রোণপর্ব্বে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই দ্রোণপর্ব্বে একশত সত্তর অধ্যায় কথিত হইয়াছে ।২৬৯-২৭০

পরাশরনন্দন তত্ত্বদর্শী মুনি ব্যাসদেব চিন্তা করিয়া এই দ্রোণপর্ব্বে আটহাজার নয় শত নয় শ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন। ইহার পর অত্যদ্ভুত কর্ণপর্ব্ব কথিত হইয়াছে ।২৭১-২৭২

তাহাতে সারথির কার্য্য করিবার জন্য মদ্ররাজের নিয়োগ এবং অতিপ্রাচীন ত্রিপুরাসুরবধের কথিত হইয়াছে ।২৭৩

যুদ্ধযাত্রাকালে কর্ণ ও শল্যের নিষ্ঠুর কথোপকথন এবং কর্ণের তিরস্কারযুক্ত হংস-কাকের উপাখ্যান ।২৭৪

মহাত্মা অশ্বত্থামা পাণ্ড্যকে বধ করিলেন এবং দণ্ডসেন ও দণ্ডের বধ হইল ।২৭৫

সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে দ্বৈরথযুদ্ধে কর্ণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রাণসংশয় ঘটাইয়াছিলেন ।২৭৬

যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের পরস্পর প্রতি ক্রোধ হইলে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে অনুনয় করিলেন ।২৭৭

ভীম প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক যুদ্ধে দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রক্তপান করিয়াছিলেন ।২৭৮

মহারথ কর্ণ দ্বৈরথযুদ্ধে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। মহাভারতচিন্তকগণ এই কর্ণপর্ব্বকে অষ্টমপর্ব্ব বলিয়াছেন ।২৭৯

চতুঃষষ্টিস্তথা শ্লোকাঃ পর্বণ্যস্মিন্ প্রকীর্তিতাঃ ।
অতঃ পরং বিচিত্রার্থং শল্যপর্ব প্রকীর্তিতম্ ৷২৮১
হতপ্রবীরে সৈন্যে তু নেতা মদ্রেশ্বরোঽভবৎ ।
যত্র কৌমারমাখ্যানমভিষেকস্য কর্ম চ ৷২৮২
বৃত্তানি রথযুদ্ধানি কীর্ত্যন্তে যত্র ভাগশঃ ।
বিনাশঃ কুরুমুখ্যানাং শল্যপর্বণি কীর্ত্যতে ৷২৮৩
শল্যস্য নিধনঞ্চাত্র ধর্মরাজান্মহাত্মনঃ ।
শকুনেশ্চ বধোঽত্রৈব সহদেবেন সংযুগে ৷২৮৪
সৈন্যে চ হতভূয়িষ্ঠে কিঞ্চিচ্ছিষ্টে সুযোধনঃ ।
হ্রদং প্রবিশ্য যত্রাসৌ সংস্তভ্যাপো ব্যবস্থিতঃ ৷২৮৫
প্রবৃত্তিস্তত্র ব্যাধেভ্যো ভীমস্য পুরতঃ ।
ক্ষেপযুক্তৈর্বচোভিশ্চ ধর্মরাজস্য ধীমতঃ ৷২৮৬
হ্রদাৎ সমুত্থিতো যত্র ধার্তরাষ্ট্রোঽত্যমর্ষণঃ ।
ভীমেন গদয়া যুদ্ধং যত্রাসৌ কৃতবান্ সহ ৷২৮৭
সমবায়ে চ যুদ্ধস্য রামস্যাগমনং স্মৃতম্ ।
সরস্বত্যাশ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা পরিকীর্তিতা ৷২৮৮
গদাযুদ্ধঞ্চ তুমুলমত্রৈব পরিকীর্তিতম্ ।
দুর্যোধনস্য রাজ্ঞোঽথ যত্র ভীমেন সংযুগে ৷২৮৯
ঊরূ ভগ্নৌ প্রসহ্যাজৌ গদয়া ভীমবেগয়া ।
নবমং পর্ব নির্দিষ্টমেতদদ্ভুতমর্থবৎ ৷২৯০
একোনষষ্টিরধ্যায়াঃ পর্বণ্যত্র প্রকীর্তিতাঃ ।
সংখ্যাতা বহুবৃত্তান্তাঃ শ্লোকসংখ্যাত্র কথ্যতে ৷২৯১
ত্রীণি শ্লোকসহস্রাণি দ্বে শতে বিংশতিস্তথা ।
মুনিনা সম্প্রণীতানি কৌরবাণাং যশোভৃতা (১) ।

এই কর্ণপর্বে উনসত্তরটি অধ্যায় এবং চারহাজার নয়শত চৌষট্টি শ্লোক বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর বিচিত্র শল্যপর্ব কীর্তিত হইয়াছে।২৮০-২৮১

সৈন্যের প্রধান প্রধান বীর নিহত হইলে মদ্রাধিপতি শল্য সেনানায়ক হইলেন; তাহার পর কুমারের উপাখ্যান ও স্কন্দের সেনাপতিত্বে অভিষেকের কথা বর্ণিত হইয়াছে।২৮২

যে শল্যপর্বে অতীব রথযুদ্ধসমূহ ভাগে ভাগে বর্ণিত হইয়াছে এবং কুরুদলের প্রধান বীরগণের বিনাশ বর্ণিত হইয়াছে।২৮৩

ইহাতে মহাত্মা যুধিষ্ঠির কর্তৃক শল্যের নিধন এবং যুদ্ধে সহদেব কর্তৃক শকুনির নিধন বলা আছে।২৮৪

সৈন্যের অধিক অংশ নিহত হওয়ায় অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে দুর্যোধন দ্বৈপায়নহ্রদে প্রবেশপূর্বক জলস্তম্ভ করিয়া অবস্থান করিলেন।২৮৫

অনন্তর দুর্যোধনের সেই হ্রদপ্রবেশের বার্তা ব্যাধগণ কর্তৃক ভীমের নিকট কথিত হইল। তাহার পর ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের তিরস্কার-বাক্যে দুর্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হ্রদ হইতে সমুত্থিত হইলেন এবং ভীমের সহিত গদাযুদ্ধ করিলেন।২৮৬-২৮৭

যুদ্ধের জন্য সমাগত লোকসমূহের মধ্যে বলরাম আগমন করিলেন। অনন্তর সরস্বতী নদী এবং অন্যান্য তীর্থের পবিত্রতা কথিত হইয়াছে।২৮৮

এই পর্বেই তুমুল গদাযুদ্ধের কথা বর্ণিত হইয়াছে; যেখানে ভীম প্রচণ্ডবেগযুক্ত গদার আঘাতে রাজা দুর্যোধনের উরুদ্বয় বলপূর্বক ভগ্ন করিয়াছিলেন। অদ্ভুত এই নবমপর্ব কথিত হইল এবং এই পর্বের গদাপর্ব নাম সার্থক।২৮৯-২৯০

এই পর্বে ঊনষাট অধ্যায় কথিত হইয়াছে এবং বহু বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্বে শ্লোকসংখ্যা কথিত হইতেছে।২৯১

কুরুবংশের যশের প্রাপনকর্তা মুনি যেখানে

পাঠান্তর।— (১)—যশোভৃতঃ।

ততঃ পরং প্রবক্ষ্যামি জৌতুষং পর্ব্ব দারুণম্ ।
[illegible] তত্র [illegible] দুর্য্যোধনসমর্পিতম্ ॥২৯৩
[illegible] (১) [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥২৯৪
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥২৯৫
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥২৯৭
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥২৯৯
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥৩০০
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥৩০১
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥৩০২
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥৩০৩
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥৩০৪

এই পর্ব্বে তিন হাজার [illegible] শত দুইটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন ।২৯২

ইহার পর দারুণ জৌতুষ পর্ব্বের কথা বলিব, ভীম প্রভৃতি [illegible] রাজা দুর্য্যোধনের [illegible] [illegible] করিয়া প্রেরণ করিলেন, কুন্তী, [illegible] ও [illegible] এই তিন [illegible] [illegible] [illegible] উপস্থিত হইলেন ।২৯৩-২৯৪

উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, দুর্য্যোধন [illegible] [illegible] [illegible]; তখন [illegible] [illegible] [illegible] প্রতিকার করিলেন ।২৯৫

পুরোচন প্রভৃতি সমস্ত [illegible] এবং [illegible] পাণ্ডবগণকে বধ না করিয়া আমি [illegible] রহিতে [illegible] না ।২৯৬

সেই [illegible] [illegible] রাজা দুর্য্যোধনকে এই [illegible] বলিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া [illegible] [illegible] এক বিশাল বনে উপস্থিত হইলেন ।২৯৭

তদনন্তর তাঁহারা একটি বিশাল বটবৃক্ষের নিকট অবস্থান করিলেন। সেখানে [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] করিতেছে দেখিয়া হিড়িম্ব [illegible] করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং [illegible] পাণ্ডবগণকে বধ করিবে বলিয়া মনে মনে [illegible] করিলেন ।২৯৮-২৯৯

পাণ্ডবগণের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেখিলেন যে, [illegible] একটা রাক্ষস [illegible] [illegible] অবস্থিত আছে; তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করা হইল ।৩০০

[illegible], [illegible] ও [illegible] যে সমস্ত [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন, রাক্ষস তাহার [illegible] [illegible] দেখিয়া তাঁহারা সমস্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাণ্ডবগণকে এবং [illegible] [illegible] [illegible] বধ করিলেন।

পরে পাণ্ডব ও মহাপ্রভাব [illegible] [illegible]

পাঠান্তর :— (১) [illegible] ।

ধৃষ্টদ্যুম্নস্য সূতেন পাণ্ডবেষু নিবেদিতে ।
দ্রৌপদী পুত্রশোকার্তা পিতৃ-ভ্রাতৃ-বধার্দিতা ।১০৫

কৃতানশনসংকল্পা যত্র ভর্তৄনুপাবিশৎ ।
দ্রৌপদীবচনাদ্ যত্র ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ।১০৬

প্রিয়ং তস্যাঃ প্রকুর্বাণো গদামাদায় বীর্যবান্ ।
অন্বধাবৎ সুসংক্রুদ্ধো ভারদ্বাজং গুরোঃ সুতম্ ।১০৭

ভীমসেনভয়াদ্ যত্র দৈবেনাভিপ্রচোদিতঃ ।
অপাণ্ডবায়েতি রুষা দ্রৌণিরস্ত্রমবাসৃজৎ ।১০৮

মৈবমিত্যব্রবীৎ কৃষ্ণঃ শময়ংস্তস্য তদ্বচঃ ।
যত্রাস্ত্রমস্ত্রেণ চ তচ্ছময়ামাস ফাল্গুনঃ ।১০৯

দ্রৌণেশ্চ দ্রোহবুদ্ধিত্বং বীক্ষ্য পাপাত্মনস্তদা ।
দ্রৌণিদ্বৈপায়নাদীনাং শাপাশ্চান্যোন্যকারিতাঃ ।

মণিং তথা সমাদায় দ্রোণপুত্রান্মহারথাৎ ।
পাণ্ডবাঃ প্রদদুর্হৃষ্টা দ্রৌপদ্যৈ জিতকাশিনঃ ।১১১

এতদ্ বৈ দশমং পর্ব সৌপ্তিকং সমুদাহৃতম্ ।
অষ্টাদশাস্মিন্নধ্যায়াঃ পর্বণ্যুক্তা মহাত্মনা ।১১২

শ্লোকানাং কথিতান্যত্র শতান্যষ্টৌ প্রসংখ্যয়া ।
শ্লোকাশ্চ সপ্ততিঃ প্রোক্তা মুনিনা ব্রহ্মবাদিনা ।১১৩

সৌপ্তিকৈষীকে সম্বদ্ধে পর্বণ্যুত্তমতেজসা (১) ।
অত ঊর্দ্ধমিদং প্রাহুঃ স্ত্রীপর্ব করুণোদয়ম্ ।১১৪

পুত্রশোকাভিসন্তপ্তঃ প্রজ্ঞাচক্ষুর্নরাধিপঃ ।
কৃষ্ণোপনীতাং যত্রাসাবায়সীং প্রতিমাং দৃঢ়াম্ ।১১৫

ভীমসেনদ্রোহবুদ্ধির্ধৃতরাষ্ট্রো বভঞ্জ হ ।
তথা শোকাভিতপ্তস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য ধীমতঃ ।১১৬

কৃষ্ণাশ্রয়ে রক্ষা পাইলেন, অন্য সকলেই নিহত হইলেন।

তদনন্তর অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক নিহত পাঞ্চালগণ প্রভৃতির বিবরণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি পাণ্ডবগণকে জানাইল।

পুত্রশোকার্ত্তা এবং পিতা ও ভ্রাতার শোকে পীড়িতা দ্রৌপদী অনশনে প্রাণ ত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া যুধিষ্ঠিরাদি ভর্ত্তৃগণের নিকটে বসিয়াছিলেন।

ভীম পরাক্রমশালী ভীমসেন দ্রৌপদীর বাক্য-অনুসারে অত্যন্ত ক্রোধবশতঃ গদা ধারণ করিয়া দ্রৌপদীর প্রিয় কার্য্য করিবার জন্য গুরুপুত্র অশ্বত্থামার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।১০৫-১০৭

ভীমের ভয়ে, দৈবের প্রেরণায় ও ক্রোধে অশ্বত্থামা "পৃথিবী পাণ্ডবশূন্য হউক" এই কথা বলিয়া অস্ত্রনিক্ষেপ করিলেন।১০৮

"এইরূপ করিও না" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিষেধ করিলে অর্জ্জুন তাঁহার বাক্যে অবধান করিয়া নিজ অস্ত্রে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ করিলেন।১০৯

তখন পাপাত্মা অশ্বত্থামার হিংসাবুদ্ধি দেখিয়া বেদব্যাস তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন এবং অশ্বত্থামাও বেদব্যাসকে অভিশাপ দিলেন। এইরূপে পরস্পরের অভিশাপ হইয়াছিল।১১০

বিজয়ী ও আনন্দিত পাণ্ডবগণ মহারথ অশ্বত্থামার নিকট হইতে তাঁহার মণিটি গ্রহণ করিয়া দ্রৌপদীকে প্রদান করিলেন।১১১

এই দশম সৌপ্তিক পর্ব্ব কথিত হইল। মহাত্মা ব্যাসদেব এই পর্ব্বে আঠার অধ্যায় বলিয়াছেন।১১২

বেদবিৎ ও ব্রহ্মবাদী বেদব্যাস এই পর্ব্বে আটশত সত্তর শ্লোক বলিয়াছেন। সৌপ্তিক পর্ব্বের অঙ্গ নাম ঐষীক পর্ব্ব। ইহার পর করুণরসাত্মক স্ত্রীপর্ব্ব বলিয়াছেন।১১৩-১১৪

পাঠান্তর।— (১) সৌপ্তিকৈষীকসম্বন্ধে পর্ব্বণ্যুত্তমতেজসা।

[illegible] (১) বৃথা দেহবিসর্জ্জনং [illegible] ।
বিদুরেণ চ [illegible] ১০১৭
[illegible] কৌরবেশ্বর [illegible] ।
[illegible] প্রকীর্ত্তিতম্ ১০১৮
[illegible] ।
[illegible] ১০১৯
[illegible] পুত্রান্ [illegible] ।
পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ পিতৄংশ্চৈব [illegible] ।
পুত্রপৌত্র [illegible] প্রকীর্ত্তিতা ।
[illegible] ১০২১
[illegible] ।
[illegible] ১০২২

[illegible] ।
[illegible] ১০২৩
[illegible] ।
[illegible] (২) ১০২৪
[illegible] প্রবর্ত্তিতম্ ।
[illegible] প্রকীর্ত্তিতা ১০২৫
[illegible] ।
[illegible] ১০২৬
অতঃ পরং [illegible] ।
[illegible] ১০২৭
[illegible] ।
[illegible] ১০২৮

অনন্তর [illegible] প্রবেশ করিয়াছিলেন। [illegible] ছিল। [illegible] করিলেন [illegible] দর্শন করিলেন। [illegible] ছিলেন ১০১৬-১০১৭

[illegible] পুত্রগণের [illegible] পুত্রকে দর্শন করিলেন ১০১৮

যে [illegible] এবং [illegible] ও [illegible] কথা বর্ণিত হইয়াছে ১০১৯

[illegible] পূর্ব্ব [illegible] পুত্র, ভ্রাতা ও পিতৃগণকে দর্শন করিলেন।

[illegible] বধ [illegible] ১০২০-২১

সকল [illegible] ও ঋষি [illegible] ১০২২

[illegible] প্রকাশ করিলেন যে, [illegible] পুত্র। মহর্ষি বেদব্যাস এই [illegible] পর্ব্ব বলিয়াছেন। ইহার [illegible] ১০২৩-২৪

এই পর্ব্ব [illegible] এবং [illegible] । এই পর্ব্বে [illegible] হইয়াছে ১০২৫

এই পর্ব্বে [illegible] । ধীমান্ বেদব্যাস এই সকল পর্ব্ব-সংযুক্ত মহাভারত রচনা করিয়াছেন ১০২৬

ইহার পর [illegible] আদিপর্ব্ব কথিত হইয়াছে। যে আদিপর্ব্বে [illegible]

পাঠান্তর :— (১) [illegible]

পাঠান্তর :— (২) —[illegible]

রাজভির্বেদিতব্যা যে সম্যগ্ জ্ঞানবুভুৎসুভিঃ ।
আপদ্ধর্মাশ্চ কথ্যন্তে কালহেতুপ্রদর্শিনঃ ॥৩২৯

যান্ বুদ্ধ্বা পুরুষঃ সম্যক্ সর্বজ্ঞত্বমবাপ্নুয়াৎ ।
মোক্ষধর্মাশ্চ কথিতা বিচিত্রা বহুবিস্তরাঃ ॥৩৩০

দ্বাদশং পর্ব নির্দিষ্টমেতৎ প্রাজ্ঞজনপ্রিয়ম্ ।
অত্র পর্বণি বিজ্ঞেয়মধ্যায়ানাং শতত্রয়ম্ ॥৩৩১

ত্রিংশচ্চৈব তথাধ্যায়া নব চৈব তপোধনাঃ ।
চতুর্দশ সহস্রাণি তথা সপ্ত শতানি চ ॥৩৩২

সপ্ত শ্লোকাস্তথৈবাত্র পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া (১) ।
অত ঊর্ধ্বং তু বিজ্ঞেয়মনুশাসনমুত্তমম্ ॥৩৩৩

যত্র প্রকৃতিমাপন্নঃ শ্রুত্বা ধর্মবিনিশ্চয়ম্ ।
ভীষ্মাদ্ ভাগীরথীপুত্রাৎ কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৩৪

ব্যবহারোঽত্র কার্ৎস্ন্যেন ধর্মার্থীয়ঃ প্রকীর্তিতঃ ।
বিবিধানাঞ্চ দানানাং ফলযোগাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥৩৩৫

তথা পাত্রবিশেষাশ্চ দানানাঞ্চ পরো বিধিঃ ।
আচারবিধিযোগশ্চ সত্যস্য চ পরা গতিঃ ॥৩৩৬

মহাভাগ্যং গবাং চৈব ব্রাহ্মণানাং তথৈব চ ।
রহস্যং চৈব ধর্মাণাং দেশকালোপসংহিতম্ ॥৩৩৭

এতৎ সুবহুবৃত্তান্তমুত্তমং চানুশাসনম্ ।
ভীষ্মস্যাত্র সম্প্রাপ্তিঃ স্বর্গস্য পরিকীর্তিতা ॥৩৩৮

এতৎ ত্রয়োদশং পর্ব ধর্মনিশ্চয়কারকম্ ।
অধ্যায়ানাং শতং ত্বত্র ষট্চত্বারিংশদেব তু ॥৩৩৯

শ্লোকানাং তু সহস্রাণি প্রোক্তান্যষ্টৌ প্রসংখ্যয়া ।
ততোঽশ্বমেধিকং নাম পর্ব প্রোক্তং চতুর্দশম্ ॥৩৪০

পিতৃপর্যায়ে অবস্থিত, ভ্রাতৃপর্যায়ে অবস্থিত, পুত্রপর্যায়ে অবস্থিত এবং শ্বশুর ও মাতুলের পর্যায়ে অবস্থিত লোকসকল বিনাশ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন; তৎপরে শরশয্যাগত ভীষ্মদেব বর্ণনা করিলেন ।৩২৭-৩২৮

যে সকল রাজা যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সেই সকল অবশ্যই জানা উচিত। এই শান্তিপর্বে কাল ও যুক্তির প্রদর্শক আপদ্ধর্ম কথিত হইয়াছে ।৩২৯

যাহার বোধলাভ করিয়া মানুষ সম্যগ্‌ভাবেই সর্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারে; এই পর্বে বিচিত্র ও অতিবিস্তৃত সেই মোক্ষধর্ম কথিত হইয়াছে ।৩৩০

পণ্ডিত ব্যক্তির প্রিয় এই দ্বাদশ পর্ব কথিত হইল। হে তপোধনগণ! এই পর্বে বুঝিবার তোমরা তিনশত উনচল্লিশটি অধ্যায় এবং চৌদ্দহাজার সাতশত বত্রিশটি শ্লোক বলিয়াছেন। ইহার পরে উৎকৃষ্ট অনুশাসন পর্ব জানিবে ।৩৩১-৩৩৩

যে পর্বে কুরুরাজ যুধিষ্ঠির গঙ্গানন্দন ভীষ্মের নিকট ধর্মের নিশ্চয় শুনিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন ।৩৩৪

এই পর্বে ধর্মার্থ ও ব্যবহারের বিষয় সম্পূর্ণভাবে কথিত হইয়াছে এবং বিবিধ দানের বিবিধ ফলের বিষয় নির্দিষ্ট হইয়াছে ।৩৩৫

দানসমূহের প্রকৃষ্টপাত্র ও উৎকৃষ্ট বিধি, আচারের বিধি এবং সত্যের পরম নিষ্ঠা নিরূপিত হইয়াছে ।৩৩৬

গোগণ এবং ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য এবং দেশ-কালানুসারে ধর্মসমূহের রহস্য কথিত হইয়াছে ।৩৩৭

বহুল বৃত্তান্তযুক্ত এই উত্তম অনুশাসন-পর্ব বর্ণিত হইল; ইহাতে ভীষ্মের স্বর্গপ্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে ।৩৩৮

ইহা ধর্মনিশ্চায়ক ত্রয়োদশ পর্ব; ইহাতে ছেচল্লিশটি অধ্যায় আছে ।৩৩৯

এই পর্বে আটহাজার শ্লোক আছে। তৎপরে চতুর্দশ অশ্বমেধিক-পর্ব কথিত হইয়াছে ।৩৪০

পাঠান্তর।—(১) —পঞ্চবিংশতিসংখ্যকাঃ।

তৎ সংবর্ত্তমরুত্তীয়ং যত্রাখ্যানমনুত্তমম্।
সুবর্ণকোষসম্প্রাপ্তির্জন্ম প্রোক্তং পরীক্ষিতঃ ১০৩১
দগ্ধস্যাস্ত্রাগ্নিনা পূর্ব্বং কৃষ্ণাৎ সঞ্জীবনং পুনঃ।
চর্য্যায়াং হয়মুৎসৃষ্টং পাণ্ডবস্যানুগচ্ছতঃ ১০৩২
তত্র তত্র চ যুদ্ধানি রাজপুত্রৈরমর্ষণৈঃ।
চিত্রাঙ্গদায়াঃ পুত্রেণ বভ্রুবাহেন ধন্বিনা (১) ১০৩৩
সংগ্রামে অর্জ্জুনস্য সংশয়ঃ চাত্র দর্শিতম্ (২)।
সুদর্শনোপাখ্যানং বৈষ্ণবং ধর্ম্মমেব চ *।
অশ্বমেধে মহাযজ্ঞে নকুলাখ্যানমেব চ ১০৩৪
ইত্যাশ্বমেধিকং পর্ব্ব প্রোক্তমেতন্মহাদ্ভুতম্।
অধ্যায়ানাং শতং চৈব ত্রয়োধ্যায়াশ্চ কীর্ত্তিতাঃ ১০৩৫
ত্রীণি শ্লোকসহস্রাণি তাবন্ত্যেব শতানি চ।
বিংশতিশ্চ তথা শ্লোকাঃ সংখ্যাতাস্তত্ত্বদর্শিনা ১০৩৬
অত আশ্রমবাসাখ্যং পর্ব্ব পঞ্চদশং স্মৃতম্।
যত্র রাজ্যং সমুৎসৃজ্য গান্ধার্য্যা সহিতো নৃপঃ ১০৩৭
ধৃতরাষ্ট্রোঽশ্রমপদং বিদুরশ্চ জগাম হ।
যং দৃষ্ট্বা প্রস্থিতং সাধ্বী পৃথাপ্যনুযযৌ তদা ১০৩৮
পুত্ররাজ্যং পরিত্যজ্য গুরুশুশ্রূষণে রতা।
যত্র রাজা হতান্ পুত্রান্ পৌত্রানন্যাংশ্চ পার্থিবান্।
লোকান্তরগতান্ বীরানপশ্যৎ পুনরাগতান্।
ঋষেঃ প্রসাদাৎ কৃষ্ণস্য দৃষ্ট্বাশ্চর্য্যমনুত্তমম্ ১০৪০
ত্যক্ত্বা শোকং সদারশ্চ সিদ্ধিং পরমিকাং গতঃ।
যত্র ধর্ম্মং সমাশ্রিত্য বিদুরঃ সুগতিং গতঃ ১০৪১
সঞ্জয়শ্চ মহামাত্রো (৩) বিদ্বান্ গাবল্গণির্বশী।
দদর্শ নারদং যত্র ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ১০৪২

যে পর্ব্বে সংবর্ত্ত ও মরুত্তের অতি উৎকৃষ্ট উপাখ্যান, যুধিষ্ঠিরের স্বর্ণাদি লাভ এবং পরীক্ষিতের জন্ম বর্ণিত হইয়াছে।১০৩১

অশ্বত্থামার অস্ত্রানলে দগ্ধ পরীক্ষিৎ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পুনরায় জীবিত হইলেন। স্বেচ্ছায় বিচরণ করিবার জন্য অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্বটিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইলে তাহার পশ্চাদ্‌গামী অর্জ্জুন সেই সেই স্থানে ক্রুদ্ধ রাজপুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন। চিত্রাঙ্গদার গর্ভে অর্জ্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনের সহিত যুদ্ধে অর্জ্জুনের জীবনসংশয় উপস্থিত হইল। তাহার পর সুদর্শনের উপাখ্যান ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম কথন। অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের সমাপ্তি হইলে নকুলের উপাখ্যান।১০৩২-৩৪

অতি অদ্ভুত আশ্বমেধিক পর্ব্ব কথিত হইল। এই পর্ব্বে একশত তিনটি অধ্যায় আছে।১০৩৫

তিনহাজার তিনশত কুড়িটি শ্লোক তত্ত্বদর্শী বেদব্যাস কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে।১০৩৬

তাহার পর পঞ্চদশ আশ্রমবাসিক পর্ব্ব বলা হইয়াছে। যে পর্ব্বে গান্ধারীর সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর রাজ্যত্যাগ করিয়া আশ্রমে গমন করিলেন। তখন গুরুশুশ্রূষায় নিরত সাধ্বী কুন্তী দেবী ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্রমে গমন করিতে দেখিয়া পুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের অনুগমন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র দেখিলেন মৃত বীর ও পরলোকগত পুত্র, পৌত্র এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয় বীরগণ পুনরায় আগমন করিয়াছেন; মহর্ষি বেদব্যাসের অনুগ্রহে এই আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন করিলেন।১০৩৭-৪০

ধৃতরাষ্ট্র শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ত্রীক পরম সিদ্ধিলাভ করিলেন এবং বিদুর ধর্ম্মের আশ্রয়

পাঠান্তর :— (১) —পুত্রিকায়া ধনঞ্জয়ঃ।
(২) সংশয়ং চাত্র দর্শিতঃ।

* কোন কোন পুস্তকে ১০৩৪ শ্লোকের এই অর্দ্ধটি দেখা যায় না।

পাঠান্তর :— (৩) মহাত্মা গাবল্গণে—।

নারদাচ্চৈব শুশ্রাব বৃষ্ণীনাং কদনং মহৎ।
এতদাশ্রমবাসাখ্যং পর্ব্বোক্তং মহদদ্ভুতম্ ॥৩৫৩
দ্বিচত্বারিংশদধ্যায়াঃ পর্ব্বৈতদভিসংখ্যয়া।
সহস্রমেকং শ্লোকানাং পঞ্চ শ্লোকশতানি চ ॥৩৫৪
ষড়েব চ তথা শ্লোকাঃ সংখ্যাতাস্তত্ত্বদর্শিনা।
অতঃ পরং নিবোধেদং মৌসলং পর্ব্ব দারুণম্ ॥৩৫৫
যত্র তে পুরুষব্যাঘ্রাঃ শস্ত্রস্পর্শহতা যুধি।
ব্রহ্মদণ্ডবিনিষ্পিষ্টাঃ সমীপে লবণাম্ভসঃ ॥৩৫৬
আপানে পানকলিতা দৈবেনাভিপ্রচোদিতাঃ।
এরকারূপিভির্বজ্রৈর্নিজঘ্নুরিতরেতরম্ ॥৩৫৭
যত্র সর্ব্বক্ষয়ং কৃত্বা তাবুভৌ রামকেশবৌ।
নাতিচক্রমতুঃ কালং প্রাপ্তং সর্ব্বহরং সমম্ (১)।
যত্রার্জ্জুনো দ্বারবতীমেত্য বৃষ্ণিবিনাকৃতাম্।
দৃষ্ট্বা বিষাদমগমৎ পরাং চার্ত্তিং নরর্ষভঃ ॥৩৫৯
স সৎকৃত্য যদুশ্রেষ্ঠং মাতুলং শৌরিমাত্মনঃ।
দদর্শ যদুবীরাণামাপানে বৈশসং মহৎ ॥৩৬০
শরীরং বাসুদেবস্য রামস্য চ মহাত্মনঃ।
সংস্কারং লম্ভয়ামাস বৃষ্ণীনাঞ্চ প্রধানতঃ ॥৩৬১
স বৃদ্ধবালমাদায় দ্বারবত্যাস্ততো জনম্।
দদর্শাপদি কষ্টায়াং গাণ্ডীবস্য পরাভবম্ ॥৩৬২
সর্ব্বেষাঞ্চৈব দিব্যানামস্ত্রাণামপ্রসন্নতাম্।
নাশং বৃষ্ণিকলত্রাণাং প্রভাবাণামনিত্যতাম্ ॥৩৬৩
দৃষ্ট্বা নির্ব্বেদমাপন্নো ব্যাসবাক্যপ্রচোদিতঃ।
ধর্ম্মরাজং সমাসাদ্য সন্ন্যাসং সমরোচয়ৎ ॥৩৬৪

করিয়া সদ্গতি লাভ করিলেন।৩৫১

যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরের সকল প্রকার শ্রাদ্ধ এবং বহুতর [illegible] ব্রাহ্মণে অর্পণ করিলেন।৩৫২

নারদের নিকট যদুবংশের সম্পূর্ণ ধ্বংসের বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন। অত্যদ্ভুত এই আশ্রমবাসিক পর্ব্বের বিষয় কথিত হইল।৩৫৩

এই পর্ব্বে বিয়াল্লিশটি অধ্যায় আছে, তত্ত্বদর্শী বেদব্যাস এখানেও ১৫০৬টি শ্লোক বলিয়াছেন। ইহার পর ভয়ানক মৌষলপর্ব্ব শ্রবণ করুন; যে পর্ব্বে প্রসিদ্ধ নরশ্রেষ্ঠ যাদবগণ যুদ্ধে অস্ত্রস্পর্শমাত্রেই নিহত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণের অভিশাপে পূর্ব্বেই যাদবগণের বিনাশ নির্দ্ধারিত ছিল, সেইজন্য তাঁহারা দৈবের প্রেরণায় লবণসমুদ্রের তীরে সুরাপান-গোষ্ঠীতে সুরাপানমত্ত হইয়া বজ্রতুল্য এরকা দ্বারা পরস্পর পরস্পরের বিনাশসাধন করিলেন।৩৫৫-৩৫৭

সর্ব্বনাশক কাল সকলকে বিনাশ করিয়া উপস্থিত হইল, কেবল বলরাম ও কৃষ্ণ সেই কালকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না।৩৫৮

তদনন্তর অর্জ্জুন আসিয়া যাদবশূন্য দ্বারকা দেখিয়া বিষাদ ও অত্যন্ত মানসিক পীড়া পাইলেন।৩৫৯

অর্জ্জুন স্বমাতুল বসুদেবকে প্রণাম করিয়া সুরাপানগোষ্ঠীতে যাইয়া যাদবগণের ভয়ঙ্কর বধ দেখিতে পাইলেন।৩৬০

তিনি মহাত্মা কৃষ্ণ, বলরাম ও মুখ্য যাদবগণের শরীরগুলির দাহ সংস্কার করাইলেন।৩৬১

তদনন্তর অর্জ্জুন দ্বারকা হইতে বৃদ্ধ ও বালকগণকে লইয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় দস্যুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া গাণ্ডীব-ধনুর পরাভব, সমস্ত দিব্যাস্ত্রের বিস্মৃতি, যাদবীদের দস্যুকর্তৃক অপহরণ এবং নিজের শক্তির অভাব দেখিতে পাইলেন।৩৬২-৩৬৩

এই সকল দেখিয়া অর্জ্জুনের বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। পরে বেদব্যাসের বাক্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে

পাঠান্তর।— (১) —প্রাপ্তং সর্ব্বহরং মহৎ।

ইত্যেতন্মৌসলং পর্ব ষোড়শং পরিকীর্তিতম্।
অধ্যায়াষ্টৌ সমাখ্যাতাঃ শ্লোকানাঞ্চ শতত্রয়ম্॥

শ্লোকানাং বিংশতিশ্চৈব সংখ্যাতা তত্ত্বদর্শিনা।
মহাপ্রাস্থানিকং তস্মাদূর্দ্ধং সপ্তদশং স্মৃতম্ ॥১০৩৬

যত্র রাজ্যং পরিত্যজ্য পাণ্ডবাঃ পুরুষর্ষভাঃ।
দ্রৌপদ্যা সহিতা দেব্যা মহাপ্রস্থানমাস্থিতাঃ ॥১০৩৭

যত্র তেঽগ্নিং দদৃশিরে লৌহিত্যং প্রাপ্য ভারত।
যত্রাগ্নিনা চোদিতশ্চ পার্থস্তস্মৈ মহাত্মনে।
দদৌ সম্পূজ্য তদ্দিব্যং গাণ্ডীবং ধনুরুত্তমম্ ॥১০৩৮

যত্র ভ্রাতৄন্ নিপতিতান্ দ্রৌপদীঞ্চ যুধিষ্ঠিরঃ।
দৃষ্ট্বা হিত্বা জগামৈব সর্বাননবলোকয়ন্ ॥১০৩৯

এতৎ সপ্তদশং পর্ব মহাপ্রস্থানিকং স্মৃতম্।
অধ্যায়াস্ত্রয় এবাত্র শ্লোকানাং শতমেব চ॥

বিংশতিশ্চ তথা শ্লোকাঃ সংখ্যাতাস্তত্ত্বদর্শিনা।
স্বর্গপর্ব ততো জ্ঞেয়ং দিব্যং যত্তদমানুষম্ ॥১০৪১

প্রাপ্তং দৈবরথং স্বর্গান্নেষ্টবান্ যত্র ধর্মরাট্।
আরোঢুং সুমহাপ্রাজ্ঞ (১) আনৃশংস্যাচ্ছুনা বিনা॥

তামস্যাবিচলাং জ্ঞাত্বা স্থিতিং ধর্মে মহাত্মনঃ।
শ্বরূপং যত্র তত্ত্যক্ত্বা ধর্মেণাসৌ সমন্বিতঃ ॥১০৪২

স্বর্গং প্রাপ্তঃ স চ তথা যাতনা বিপুলাঃ ভৃশম্।
দেবদূতেন নরকং যত্র ব্যাজেন দর্শিতম্ ॥১০৪৩

শুশ্রাব যত্র ধর্মাত্মা ভ্রাতৄণাং করুণা গিরঃ।
নিদেশে বর্তমানানাং দেশে তত্রৈব বর্ততাম্ ॥১০৪৪

অনুদর্শিতশ্চ ধর্মেণ দেবরাজেন পাণ্ডবঃ।
আপ্লুত্যাকাশগঙ্গায়াং দেহং ত্যক্ত্বা স মানুষম্ ॥১০৪৫

ইঙ্গিত করিলেন ।১০৩৫।

ইহা মহাভারতের ষোড়শ মৌষল-পর্ব। ইহাতে আটটি অধ্যায় এবং তিনশত কুড়িটি শ্লোক আছে। ইহার পর সপ্তদশ মহাপ্রস্থানিক পর্ব ।১০৩৫-৩৬।

যে পর্বে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ রাজ্য ত্যাগ করিয়া দ্রৌপদীদেবীর সহিত মহাপ্রস্থান অবলম্বন করিয়াছিলেন ।১০৩৭।

পাণ্ডবগণ লৌহিত্যসাগরের সমীপে উপস্থিত হইয়া অগ্নির দর্শন পাইলেন, তখন গাণ্ডীব ধনু প্রত্যর্পণ করিবার জন্য অগ্নি অর্জুনকে বলিলে অর্জুন অগ্নির পূজা করিয়া সেই উৎকৃষ্ট গাণ্ডীব ধনু তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীকে নিপতিত দেখিয়াও যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াই চলিতে লাগিলেন। ইহা মহাভারতের সপ্তদশ মহাপ্রস্থানিক-পর্ব ।১০৩৮—৪০।

এই পর্বে তত্ত্বদর্শী ব্যাস তিনটি অধ্যায় এবং একশত কুড়িটি শ্লোক বলিয়াছেন ।১০৪১।

পরে স্বর্গীয় ও অলৌকিক স্বর্গারোহণ-পর্ব জানিবে। স্বর্গ হইতে একখানি দেবরথ আসিয়া উপস্থিত হইলেও আনৃশংস্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এবং সহগামী কুকুরটি ছিল না বলিয়া মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির সেই রথে আরোহণ করিলেন না। মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের সেই অবিচল ধর্মনিষ্ঠা দেখিয়া ধর্মদেব তাঁহার সেই কুক্কুররূপ পরিত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইলেন। যুধিষ্ঠির স্বর্গে যাইয়াও অতীব তীব্রতর ব্যথা সহ্য করিয়া প্রবল যন্ত্রণা পাইলেন। তদনন্তর দেবদূত ছলে যুধিষ্ঠিরকে নরক দেখাইল ।১০৪২-৪৩।

ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির সেই স্থানেই অবস্থিত ভ্রাতৃগণের করুণ বিলাপ শ্রবণ করিলেন ।১০৪৪।

পাঠান্তর ।— (১) আনৃশংস্যান্ন মহাপ্রাজ্ঞঃ—।

অধর্মবিজিতঃ [illegible] স্বর্গে [illegible] ন বর্ততে ।
যুধিষ্ঠিরঃ [illegible] সৌভ্রাত্রং [illegible] সহ ॥৭৭

[illegible] দেবত্বপ্রাপ্তিঃ [illegible] কৌরবে ।
[illegible] ধীমান্ ধর্মলোকে মহাত্মনা ॥৭৮

কৌরবে যত্র বিবিধং [illegible] চ ।
যানি যানি চ প্রাপ্তা যত্র যে পূর্ব্বকর্মভিঃ ॥

অষ্টাদশমিদং পর্ব্ব প্রোক্তং ব্যাসেন ধীমতা ।
অধ্যায়াঃ পঞ্চসংখ্যাতাঃ পর্ব্বণ্যস্মিন্ মহাত্মনা ॥৮০

শ্লোকানাং দ্বে শতে চৈব প্রসংখ্যাতে তপোধনাঃ ।
নব শ্লোকাস্তথৈবান্যে সংখ্যাতাঃ পরমর্ষিণা ॥৮১

অষ্টাদশৈবমেতানি পর্ব্বাণ্যুক্তান্যশেষতঃ ।
খিলেষু হরিবংশশ্চ ভবিষ্যঞ্চ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥৮২

অতঃ পরং বিষ্ণুপর্ব্ব [illegible] ।
[illegible] ॥৮৩

[illegible] কুতঃ ।
যত্র বাল্যস্য কর্ম্মাণি [illegible] চ ॥৮৪

যত্র কংসবধং কৃত্বা [illegible] চ ।
[illegible] চ ॥৮৫

বিস্ময়াৎ [illegible] ।
[illegible] ॥৮৬

তাহার পর যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ লাভ করিয়া মানবদেহ ত্যাগ করিলেন এবং ঐ [illegible] তাঁহাদের আত্মীয়গণের [illegible] দেখা পাইয়াছিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির সেই স্বর্গলোকে নিজের পুণ্যপ্রভাবে [illegible] ও [illegible] সমাপ্তি হইয়া [illegible] আপন অনুভব করিতে লাগিলেন। এই পর্ব্বাংশে [illegible] ও [illegible] দূর করিয়া হইয়াছে এবং স্বর্গলোকে মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের সহিত [illegible] মিলন উক্ত হইয়াছে। যে পর্ব্বাংশে [illegible] সকল [illegible] বর্ণিত হইয়াছে এবং [illegible] প্রকৃতি [illegible] মানবগণের নিজ নিজ কর্ম্মযোগ্য [illegible] কথা কথিত হইয়াছে। ৭৮-৮১

ধীমান্ মহাত্মা বেদব্যাস এই অষ্টাদশ পর্ব্ব বলিয়াছেন। ইহাতে পাঁচটি অধ্যায় উক্ত হইয়াছে। [illegible] এই পর্ব্বে [illegible] শ্লোক [illegible]। এই প্রকারে [illegible]

অষ্টাদশ পর্ব্ব সংক্ষেপে বলিলাম। ইহার 'খিল' নামক শেষাংশে হরিবংশ, ভবিষ্য ও [illegible] নামে তিনটি ভাগ আছে। মহর্ষি বেদব্যাস এই খিলাংশে [illegible] শ্লোক বলিয়াছেন। পর্ব্ব সংগ্রহে এই সম্পূর্ণ মহাভারত কথিত হইল। ৮০-৮২

সেই খিলের "বিষ্ণুপর্ব্ব" ও "বাল্যচর্য্যা" এই দুইটি নাম আছে, যাহাতে মহাত্মা বিষ্ণুর জন্ম বর্ণিত হইয়াছে। ৮৩

বিষ্ণু [illegible] পুত্র ভাবে হইয়া পরে নন্দগোপের পুত্র পরিচিত হন। তাঁহার বাল্যে মনোহর ও অদ্ভুত কার্য্যসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। ৮৪

যে খণ্ডে কৃষ্ণ কংসবধ করিয়া [illegible] মধ্যে আকর্ষণ করিলেন এবং [illegible] দ্বারা [illegible] করিলেন। ৮৫

[illegible] কৃষ্ণ [illegible] করিয়া দিলেন পর্য্যালোচনা করিয়া [illegible] দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করিলেন। ৮৬

---

* কোন কোন পুস্তকে ৭৮ ও ৭৯ শ্লোক দুইটি দেখা যায় না।

কালিয়ং [illegible] বিক্রম্য [illegible]।
রাজকন্যাং বৈ কৃষ্ণঃ সত্যভামামুপাবহৎ ॥২৭

[illegible] মহাবাহুর্গুরুং [illegible]।
[illegible] ॥২৮

কেশিনং কালযবনং [illegible] চ।
[illegible] দুর্দ্ধর্ষঃ।
নপ্তারং [illegible] ঊষয়া সহ যোজয়ৎ ॥২৯

[illegible] কীর্তিতঃ।
খিলং হরিবংশস্য [illegible] ॥৩০

[illegible] পুরাণং [illegible]।
[illegible]।

দশশ্লোকসহস্রাণি বিংশচ্ছ্লোকশতানি চ
খিলেষু হরিবংশে চ সংখ্যাতানি মহর্ষিণা।
এতৎ সর্বং সমাখ্যাতং তস্মিন্ পর্বসংগ্রহে (১)॥

অষ্টাদশ সমাজগ্মুরক্ষৌহিণ্যো যুযুৎসয়া।
তন্মহদ্দারুণং যুদ্ধমহান্যষ্টাদশাভবৎ ॥৩৩

যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজঃ।
ন চাখ্যানমিদং বিদ্যান্নৈব স স্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥৩৪

অর্থশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ধর্মশাস্ত্রমিদং মহৎ।
কামশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনাদ্ভুতবুদ্ধিনা (২)॥

শ্রুত্বা ত্বিদমুপাখ্যানং শ্রাব্যমন্যন্ন রোচতে।
পুংস্কোকিলরুতং শ্রুত্বা রূক্ষা ধ্বাঙ্ক্ষস্য বাগিব ॥৩৬

ইতিহাসোত্তমাদস্মাজ্জায়ন্তে কবিবুদ্ধয়ঃ।
পঞ্চভ্য ইব ভূতেভ্যো লোকসংবিধয়স্ত্রয়ঃ ॥৩৭

তৎপরে কৃষ্ণ পুনঃ বিক্রম প্রকাশ করিয়া কালিয়নাগ ও নরকাসুরকে বধ করিয়া রাজকন্যা সত্যভামাকে বিবাহ করিলেন।২৭

তাহার পর মহাবাহু কৃষ্ণ [illegible], মহাবীর ও [illegible] বধ করিলেন।২৮

তৎপরে কেশী ও কালযবনকে বধ করিয়া [illegible] দ্বারকাতে [illegible] করিলেন। তাহার পর পৌত্র অনিরুদ্ধকে বাণের কন্যা ঊষার সহিত যুক্ত করিলেন।২৯

ভবিষ্যৎকাল ও [illegible] কথা থাকাতে [illegible] হইয়াছে, সেই হরিবংশের ভবিষ্যৎকে 'খিল' বলা হইয়া থাকে।৩০

যে শ্রেষ্ঠ আখ্যান। ইহাতে পদ, অর্থবিন্যাস, ব্যাকরণ ও পুরাণের উপাখ্যান আছে এবং ইহাতে সত্যের অপার ঐক্য হইয়াছে।৩১

মহর্ষি বেদব্যাস এই খিলভাগ হরিবংশে বারহাজার শ্লোক বলিয়াছেন। পর্বসংগ্রহকালে এই সম্পূর্ণ ব্যাপারটা কথিত হইল।৩২

অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় আসিয়াছিল এবং সেই ভীষণ যুদ্ধ আঠার দিন ব্যাপিয়া হইয়াছিল।৩৩

দ্বিজ অঙ্গ ও উপনিষদের সহিত চারিটি বেদ জানিয়াও যে ব্রাহ্মণ এই মহাভারত না জানেন, তিনি প্রকৃত বিদ্বান্ হইতে পারেন না।৩৪

বিশালবুদ্ধি ব্যাসদেব এই মহাভারতকে অর্থশাস্ত্ররূপে বলিয়াছেন, ধর্মশাস্ত্ররূপে বলিয়াছেন এবং কামশাস্ত্ররূপেও বলিয়াছেন।৩৫

যেমন পুংস্কোকিলের মধুর রব শুনিলে পর কাকের কর্কশ রব শুনিতে রুচি হয় না, সেইরূপ এই উপাখ্যান শুনিলে পর অন্য উপাখ্যান শুনিতে রুচি হয় না।৩৬

পাঠভেদ। — (১) —ভারতে পর্বসংগ্রহে।
(২) —ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা।

অস্যাখ্যানস্য বিষয়ে পুরাণং বর্ত্ততে দ্বিজাঃ ।
অন্তরিক্ষস্য বিষয়ে প্রজা ইব চতুর্বিধাঃ ।৩৯৮
ক্রিয়াগুণানাং সর্ব্বেষামিদমাখ্যানমাশ্রয়ঃ ।
ইন্দ্রিয়াণাং সমস্তানাং চিত্রা ইব মনঃক্রিয়াঃ ।৩৯৯
অনাশ্রিত্যৈতদাখ্যানং কথা ভুবি ন বিদ্যতে ।
আহারমনপাশ্রিত্য শরীরস্যেব ধারণম্ ।।৪০০
ইদং কবিবরৈঃ সর্ব্বৈরাখ্যানমুপজীব্যতে ।
উদয়প্রেপ্সুভির্ভৃত্যৈরভিজাত ইবেশ্বরঃ ।।৪০১
অস্য কাব্যস্য কবয়ো ন সমর্থা বিশেষণে ।
সাধোরিব গৃহস্থস্য শেষাস্ত্রয় ইবাশ্রমাঃ ।।৪০২
ধর্ম্মে মতির্ভবতু বঃ সততোত্থিতানাং
স হ্যেক এব পরলোকগতস্য বন্ধুঃ ।
অর্থাঃ স্ত্রিয়শ্চ নিপুণৈরপি সেব্যমানা
নৈবাপ্তভাবমুপযান্তি ন চ স্থিরত্বম্ ।।৪০৩

দ্বৈপায়নৌষ্ঠপুটনিঃসৃতমপ্রমেয়ং
পুণ্যং পবিত্রমথ পাপহরং শিবঞ্চ ।
যো ভারতং সমধিগচ্ছতি বাচ্যমানং
কিং তস্য পুষ্করজলৈরভিষেচনেন ।।৪০৪

যদহ্না কুরুতে পাপং ব্রাহ্মণস্ত্বিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্ ।
মহাভারতমাখ্যায় সন্ধ্যাং মুচ্যতি পশ্চিমাম্ ।।৪০৫

যদ্ রাত্রৌ কুরুতে পাপং কর্ম্মণা মনসা গিরা ।
মহাভারতমাখ্যায় পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং প্রমুচ্যতে ।।৪০৬

যেমন পঞ্চভূত হইতে ত্রিভুবন সৃষ্টি হয়, তেমন এই উত্তম ইতিহাস হইতে কবিদের উপযোগী বুদ্ধি উৎপন্ন হয়।৩৯৭

হে ব্রাহ্মণগণ! যেমন জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চতুর্বিধ প্রাণী আকাশের অন্তর্গত, সেইরূপ সমস্ত পুরাণ এই মহাভারতের অন্তর্গত।৩৯৮

যেমন মনের বিবিধ বৃত্তি সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির আশ্রয়, তেমন এই উপাখ্যান কার্য্যাদিগের এবং গুণাদিগের আশ্রয়।৩৯৯

আহার না করিয়া যেমন শরীর ধারণ করা যায় না, তেমন এই উপাখ্যানের আশ্রয় না করিলে জগতে কোনও উপাখ্যান হইতে পারে না।৪০০

যেমন উন্নতিপ্রার্থী ভৃত্যগণ প্রধান প্রভুর সেবা করে, তেমন উন্নতিকামী শ্রেষ্ঠ কবিগণ এই মহাভারতের সেবা করেন।৪০১

ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই তিনটি আশ্রম যেমন উৎকৃষ্ট গৃহস্থাশ্রমকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, তেমন সমস্ত কবিগণ এই কাব্যকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না।৪০২

হে মুনিগণ! নিরন্তর উদ্যমশীল আপনাদের কেবল ধর্ম্মেই মতি হউক; কারণ, একমাত্র ধর্ম্মই পরলোকগত জীবের বন্ধু হইয়া থাকে। কিন্তু নৈপুণ্যের সহিত সেবা করিলেও অর্থ এবং স্ত্রী বিশ্বাসযোগ্য হয় না, আর স্থির হইয়াও থাকে না।৪০৩

মহর্ষি বেদব্যাসের মুখ হইতে নির্গত, অপ্রমেয়, পুণ্যজনক, পবিত্র, পাপনাশক ও মঙ্গলজনক এই মহাভারত পঠিত হইতে থাকিলে, যিনি ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহার পুষ্করতীর্থের জলে স্নান করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।৪০৪

ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা কার্য্য করিতে করিতে ব্রাহ্মণ দিবসে যে পাপ করিবেন, মহাভারতের পাঠের দ্বারা সন্ধ্যাকালে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবেন।৪০৫

রাত্রিকালে কায়িক, মানসিক ও বাচনিক যে পাপ করিবেন, প্রাতঃকালে মহাভারতের পাঠের দ্বারা সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবেন।৪০৬

যো গোশতং কনকশৃঙ্গময়ং দদাতি
বিপ্রায় বেদবিদুষে চ বহুশ্রুতায়।
পুণ্যাঞ্চ ভারতকথাং শৃণুয়াচ্চ নিত্যং
তুল্যং ফলং ভবতি তস্য চ তস্য চৈব ॥৪০৭
আখ্যানং তদিদমনুত্তমং মহার্থং (১)
বিজ্ঞেয়ং মহদিহ পর্বসংগ্রহেণ।
শ্রুত্বাদৌ ভবতি নৃণাং সুখাবগাহং
বিস্তীর্ণং লবণজলং যথা প্লবেন ॥৪০৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি পর্বসংগ্রহপর্বণি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

যে ব্যক্তি বেদজ্ঞ ও বহুশাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণকে স্বর্ণশৃঙ্গযুক্ত শতসংখ্যক গোদান করেন; আর যে ব্যক্তি প্রত্যহ পবিত্র মহাভারতকথা শ্রবণ করেন, এই দুই ব্যক্তির সমান ফল হয় ॥৪০৭

ভেলার দ্বারা বিস্তীর্ণ লবণ সমুদ্র যেমন সুখে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সেইরূপ এই পর্বসংগ্রহাধ্যায় প্রথমে শুনিয়া পরে এই মহৎ এই মহার্থযুক্ত অত্যুত্তম বিশাল ইতিহাস অনায়াসে বোঝা যায়, ইহা জানিবে ॥৪০৮

মহার্থম্ ।— (১)— মহার্থং ।

সিদ্ধান্তবাগীশপ্রণীত ভারতকৌমুদী সটীকা মহাভারতের আদিপর্বে পর্বসংগ্রহনামক
দ্বিতীয়াধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

(পৌষ্যপর্ব)

[জনমেজয়ং প্রতি সরমায়াঃ শাপঃ, জনমেজয়েন সোমশ্রবসঃ পৌরোহিত্যে বরণম্, আরুণিপ্রভৃতীনাং গুরুভক্তিবর্ণনম্, সর্পসত্রং কর্ত্তুং জনমেজয়স্য উত্তঙ্কেন প্রোৎসাহনঞ্চ]

সৌতিরুবাচ।

জনমেজয়ঃ পারিক্ষিতঃ সহ ভ্রাতৃভিঃ কুরুক্ষেত্রে দীর্ঘসত্রমুপাস্তে। তস্য ভ্রাতরস্ত্রয়ঃ শ্রুতসেনোগ্রসেনো ভীমসেন ইতি। তেষু তৎসত্রমুপাসীনেষ্বাগচ্ছৎ সারমেয়ঃ ॥১

(পৌষ্যপর্ব)

তৃতীয় অধ্যায়।

[জনমেজয়ের প্রতি সরমার অভিশাপ, জনমেজয় কর্তৃক সোমশ্রবাকে পৌরোহিত্যে বরণ, আরুণি (উপমন্যু, বেদ ও উত্তঙ্ক) প্রভৃতির গুরুভক্তিবর্ণন এবং সর্পযজ্ঞ করিবার জন্য জনমেজয়কে উত্তঙ্কের উৎসাহ দান।]

সৌতি বলিলেন—পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয় ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন একটা যজ্ঞ করিতেছিলেন। জনমেজয়ের তিন ভাই—শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। তাঁহারা সেই যজ্ঞস্থানে থাকার সময় একটি কুকুর সেখানে উপস্থিত হইল ॥১

স জনমেজয়স্য ভ্রাতৃভিরভিহতো রোরূয়মাণো মাতুঃ সমীপমুপাগচ্ছৎ ।২

তং মাতা রোরূয়মাণমুবাচ । কিং রোদিষি কেনাস্যভিহত ইতি ।৩

স এবমুক্তো মাতরং প্রত্যুবাচ জনমেজয়স্য ভ্রাতৃভিরভিহতোঽস্মীতি ।৪

তং মাতা প্রত্যুবাচ ব্যক্তং ত্বয়া তত্রাপরাদ্ধং যেনাস্যভিহত ইতি ।৫

স তাং পুনরুবাচ নাপরাধ্যামি কিঞ্চিন্নাবেক্ষে হবীংষি নাবলিহে ইতি ।৬

তচ্ছ্রুত্বা তস্য মাতা সরমা পুত্রশোকার্তা তৎ সত্রমুপাগচ্ছৎ, যত্র স জনমেজয়ঃ সহ ভ্রাতৃভির্দীর্ঘসত্রমুপাস্তে ।৭

স তয়া ক্রুদ্ধয়া তত্রোক্তোঽয়ং মে পুত্রো ন কিঞ্চিদপরাধ্যতি নাবেক্ষতে হবীংষি নাবলেঢ়ি কিমর্থমভিহত ইতি ।৮

ন কিঞ্চিদুক্তবন্তস্তে সা তানুবাচ যস্মাদয়মভিহতোঽনপকারী তস্মাদদৃষ্টং ত্বাং ভয়মাগমিষ্যতীতি ।৯

জনমেজয় এবমুক্তো দেবশুন্যা সরময়া ভৃশং সম্ভ্রান্তো বিষণ্ণশ্চাসীৎ ।১০

স তস্মিন্ সত্রে সমাপ্তে হাস্তিনপুরং প্রত্যেত্য পুরোহিতমনুরূপমন্বিচ্ছমানঃ (১) পরং যত্নমকরোৎ যো মে পাপকৃত্যাং শময়েদিতি ।১১

স কদাচিন্মৃগয়াং যাতঃ পারীক্ষিতো জনমেজয়ঃ কস্মিংশ্চিৎ স্ববিষয়ে আশ্রমমপশ্যৎ ।১২

জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ কর্তৃক প্রহৃত হইয়া সেই কুক্কুরটি অত্যন্ত কাতরভাবে রব করিতে করিতে তাহার মাতার নিকট উপস্থিত হইল ।২

অত্যন্ত রবকারী সেই কুক্কুরের মাতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'তুই কাঁদিতেছিস্ কেন ? তুই কার দ্বারা প্রহৃত হইয়াছিস্ ।৩

সে তাহার মাতাকে বলিল—জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণের দ্বারা আমি প্রহৃত হইয়াছি ।৪

তাহার মাতা তাহাকে বলিল—সেখানে তুই নিশ্চই কোন অপরাধ করিয়াছিলি যার জন্য তুই প্রহৃত হইয়াছিস্ ।৫

সে তাহার মাতাকে পুনরায় বলিল—আমি কোনও অপরাধ করি নাই। হবীঃ দেখি নাই বা লেহনও করি নাই ।৬

সেই কথা শুনিয়া পুত্রশোকাতুরা তাহার মাতা সরমা সেই যজ্ঞস্থানে গেল, যেখানে জনমেজয় ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘকালীন যজ্ঞ করিতেছিলেন ।৭

কুক্কুর মাতা জনমেজয়কে বলিল—আমার এই পুত্র কোনও অপরাধ করে নাই, হবীঃ দেখে নাই বা লেহনও করে নাই, তথাপি ইহাকে প্রহার করিলে কেন ?৮

জনমেজয় প্রভৃতি কোনও উত্তর দিলেন না। তখন সরমা তাঁহাদিগকে বলিল—এ কোনও অপরাধ না করিলেও ইহাকে যখন প্রহার করিয়াছ, তখন অলক্ষিত কোন ভয় তোমার উপরে আসিবে ।৯

দেবকুক্কুরী সরমা এই অভিশাপ দিলে, জনমেজয় অত্যন্ত ব্যস্ত ও বিষণ্ণ হইলেন ।১০

সেই যজ্ঞসমাপ্তির পর জনমেজয় হস্তিনাপুরে ফিরিয়া চিন্তা করিলেন—'যিনি আমার এই অভিশাপ নিবারণ করিতে সমর্থ এইরূপ পুরোহিত আবশ্যক'। ইহা চিন্তা করিয়া উপযুক্ত পুরোহিতের অন্বেষণে বিশেষ যত্ন করিলেন ।১১

পাঠান্তর।— (১) পুরোহিতমনুরূপমভিবাঞ্ছমানঃ—।

তত্র কশ্চিদৃষিরাসাঞ্চক্রে শ্রুতশ্রবা নাম। তস্যাভিমতঃ পুত্র আস্তে সোমশ্রবা নাম ।১৩

তস্য তং পুত্রমভিগম্য জনমেজয়ঃ পারীক্ষিতঃ পৌরোহিত্যায় বব্রে ।১৪

স নমস্কৃত্য তমৃষিমুবাচ ভগবন্ অয়ং তব পুত্রো মম পুরোহিতোঽস্ত্বিতি ।১৫

স এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ জনমেজয়ং, ভো জনমেজয়! পুত্রোঽয়ং মম সর্প্যাং জাতো মহাতপস্বী স্বাধ্যায়সম্পন্নো মত্তপোবীর্য্যসম্ভৃতো মচ্ছুক্রং পীতবত্যাস্তস্যাঃ কুক্ষৌ জাতঃ ।১৬

সমর্থোঽয়ং ভবতঃ সর্ব্বাঃ পাপকৃত্যাঃ শময়িতুমন্তরেণ মহাদেবকৃত্যাম্ ।১৭

অস্য ত্বেকমুপাংশুব্রতং যদেনং কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণঃ কঞ্চিদর্থমভিযাচেৎ তং তস্মৈ দদ্যাদয়ম্। যদ্যেতদুৎসহসে ততো নয়স্বৈনমিতি ।১৮

তেনৈবমুক্তো জনমেজয়স্তং প্রত্যুবাচ ভগবংস্তথা ভবিষ্যতীতি ।১৯

স তং পুরোহিতমুপাদায়োপাবৃত্তো ভ্রাতৄনুবাচ ময়ায়ং বৃত উপাধ্যায়ো যদয়ং ব্রূয়াৎ, তৎ কার্য্যমবিচারয়দ্ভিরিতি। তেনৈবমুক্তা ভ্রাতরস্তস্য তথা চক্রুঃ। স তথা ভ্রাতৄন্ সন্দিশ্য তক্ষশিলাং প্রত্যভিপ্রতস্থে। তঞ্চ দেশং বশে স্থাপয়ামাস ।২০

এতস্মিন্নন্তরে কশ্চিদৃষির্ধৌম্যো নামায়োদস্তস্য শিষ্যাস্ত্রয়ো বভূবুঃ, উপমন্যুরারুণির্বেদশ্চেতি ।২১

পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয় কোন সময়ে মৃগয়া করার জন্য বহির্গত হইয়া নিজেরই কোন দেশে একটী আশ্রম দেখিতে পাইলেন ।১২

সেই আশ্রমে শ্রুতশ্রবানামক কোন ঋষি বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সোমশ্রবা নামক অভীষ্ট একটি পুত্র ছিল ।১৩

পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয় সেই ঋষিকুমারের নিকটে গিয়া তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিবেন বলিয়া প্রার্থনা জানাইলেন ।১৪

জনমেজয় সেই ঋষিকে নমস্কার করিয়া বলিলেন,—ভগবন্! আপনার এই পুত্র আমার পুরোহিত হউন্ ।১৫

জনমেজয় ঋষিকে এইরূপ বলিলে তিনি বলিলেন—জনমেজয়! আমার মহাতপস্বী ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন এই পুত্রটি সর্পীর গর্ভে জন্মিয়াছে। একটী সর্পী আমার শুক্র পান করিয়াছিল। আমার তপোবলে তাহার গর্ভে এই পুত্র জন্মিয়াছিল ।১৬

শিবের অভিশাপ ব্যতীত তোমার অন্য সমস্ত অভিশাপই আমার এই পুত্র বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে ।১৭

ইহার একটি গুপ্ত ব্রত আছে যে, কোনও ব্রাহ্মণ ইহার নিকট কোন বিষয় প্রার্থনা করিলে এ অবশ্যই তাঁহাকে সেই বিষয় দান করিবে। যদি তাহা সম্পাদন করিতে তুমি সমর্থ হও, তাহা হইলে ইহাকে লইয়া যাও ।১৮

ঋষির এই উক্তি শুনিয়া জনমেজয় তাঁহাকে বলিলেন,—"ভগবন্! ইহার সেই ব্রত আমার দ্বারা সম্পাদিত হইবে" ।১৯

সেই পুরোহিতকে লইয়া জনমেজয় ফিরিয়া আসিয়া ভ্রাতৃগণকে বলিলেন,—"ইনি আমার দ্বারা পৌরোহিত্যে বৃত হইয়াছেন। ইনি যাহা বলিবেন, তাহা তোমাদিগকে নির্বিচারে করিতে হইবে। জনমেজয় এই কথা বলিলে তাঁহার ভ্রাতৃগণ সেইরূপ করিলেন। তিনি ভ্রাতৃগণকে সেইরূপ আদেশ দিয়া তক্ষশিলা জয় করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। জনমেজয় সেই দেশকে নিজের অধীন

স একদা নিয়মার্থং পাঞ্চাল্যং প্রেষয়ামাস, গচ্ছ কেদারখণ্ডং বধানেতি ॥২২

স উপাধ্যায়েন সন্দিষ্ট আরুণিঃ পাঞ্চাল্যস্তত্র গত্বা তৎ কেদারখণ্ডং বদ্ধুং নাশকৎ। স ক্লিশ্যমানো অপশ্যদুপায়ং ভবত্বেবং করিষ্যামি ॥২৩

স তত্র সংবিবেশ কেদারখণ্ডে শয়ানে চ তথা তস্মিংস্তদুদকং তস্থৌ ॥২৪

ততঃ কদাচিদুপাধ্যায় আয়োদো ধৌম্যঃ শিষ্যানপৃচ্ছৎ, ক আরুণিঃ পাঞ্চাল্যো গত ইতি ॥২৫

তে তং প্রত্যূচুর্ভগবতৈব প্রেষিতো গচ্ছ কেদারখণ্ডং বধানেতি। স এবমুক্তস্তান্ শিষ্যান্ প্রত্যুবাচ তস্মাৎ সর্বে তত্র গচ্ছামো যত্র স ইতি ॥২৬

স তত্র গত্বা তস্যাহ্বানায় শব্দং চকার। ভো আরুণে পাঞ্চাল্য ক্বাসি বৎসৈহীতি ॥২৭

স তচ্ছ্রুত্বা আরুণিরুপাধ্যায়বাক্যং তস্মাৎ কেদারখণ্ডাৎ সহসোত্থায় তমুপাধ্যায়মুপতস্থে ॥২৮

প্রোবাচ চৈনময়মস্ম্যত্র কেদারখণ্ডে নিঃসরমাণমুদকমবারণীয়ং সংরোদ্ধুং সংবিষ্টো ভগবচ্ছব্দং শ্রুত্বৈব সহসা বিদার্য কেদারখণ্ডং ভগবন্তমুপস্থিতঃ ॥২৯

তদভিবাদয়ে ভগবন্তমাজ্ঞাপয়তু ভবান্ কমর্থং করবাণীতি ॥৩০

স এবমুক্ত উপাধ্যায়ঃ প্রত্যুবাচ যস্মাদ্ ভবান্ কেদারখণ্ডং বিদার্যোত্থিতস্তস্মাদুদ্দালক এব নাম্না ভবান্ ভবিষ্যতীত্যুপাধ্যায়েনানুগৃহীতঃ ॥৩১

কহিলেন ॥২০

এই সময়ে অপোদ ঋষির পুত্র ধৌম্যনামক কোন ঋষি ছিলেন। তাঁহার তিনজন শিষ্য ছিলেন, তাঁহাদের নাম—উপমন্যু, আরুণি ও বেদ। পাঞ্চালদেশীয় আরুণিনামক শিষ্যকে ধৌম্য এই বলিয়া পাঠাইলেন যে,—"যাও আইলের ভাঙ্গাস্থানটি বাঁধ" ॥২১-২২

অধ্যাপকের আজ্ঞা পাইয়া আরুণি সেখানে যাইয়া আইলের সেই ভগ্ন স্থানটি বাঁধিতে পারিল না। তাহাতে দুঃখিত হইয়া সে মনে মনে এক উপায় চিন্তা করিল এবং বলিল, 'হউক, এইরূপ করিব' ॥২৩

আইলের সেই ভগ্ন স্থানটিতে আরুণি শয়ন করিল। সেই স্থানে আরুণি শয়ন করিলে পর ভূমির জল আর বাহির হইতে পারিল না ॥২৪

তদনন্তর কোন সময়ে অধ্যাপক আয়োদ ধৌম্য অন্য দুই শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পাঞ্চালদেশীয় আরুণি কোথায় গেল? ॥২৫

শিষ্য দুইজন তাঁহাকে বলিল,—ভগবন্! আপনিই তাহাকে এই কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে—"যাও আইলের ভগ্নস্থানটি বাঁধ"। তাহারা এই কথা বলিলে অধ্যাপক সেই শিষ্যদ্বয়কে বলিলেন—"তাহা হইলে যেখানে আরুণি গিয়াছে সেখানে আমরা সকলে যাইব" ॥২৬

অধ্যাপক সেখানে যাইয়া আরুণিকে আহ্বান করিলেন,—"পাঞ্চালদেশীয় আরুণি! কোথায় আছ? বৎস! আইস" ॥২৭

অধ্যাপকের সেই কথা শুনিয়া আরুণি আইলের সেই ভাঙ্গান হইতে হঠাৎ উঠিয়া অধ্যাপকের নিকট উপস্থিত হইল ॥২৮

এবং তাঁহাকে বলিল,—"আইলের ভাঙ্গান দিয়া জল বাহির হইতে থাকায় আমি তাহা বারণ করিতে না পারিয়া সেই জল নিরোধ করিবার জন্য সেইখানে শয়ন করিয়াছিলাম; আপনার কথা শুনিয়াই হঠাৎ সেই আইল ভঙ্গ করিয়া আপনার

যস্মাচ্চ ত্বয়া মদ্বচনমনুষ্ঠিতং তস্মাচ্ছ্রেয়োহবাপ্স্যসি। সর্বে চ তে বেদাঃ প্রতিভাস্যন্তি সর্বাণি চ ধর্মশাস্ত্রাণীতি ।৩২

স এবমুক্ত উপাধ্যায়েনেষ্টং দেশং জগাম। অথাপরঃ শিষ্যস্তস্যৈবায়োদস্য ধৌম্যস্যোপমন্যুর্নাম ।৩৩

তমুপাধ্যায়ঃ প্রেষয়ামাস বৎসোপমন্যো! গা রক্ষস্বেতি ।৩৪

স উপাধ্যায়বচনাদরক্ষদ্ গাঃ, স চাহনি গা রক্ষিত্বা দিবসক্ষয়ে গুরুগৃহমাগম্যোপাধ্যায়স্যাগ্রতঃ স্থিত্বা নমশ্চক্রে ।৩৫

তমুপাধ্যায়ঃ পীবানমপশ্যদুবাচ চৈনং বৎসোপমন্যো! কেন বৃত্তিং কল্পয়সি পীবানসি দৃঢ়মিতি ।৩৬

স উপাধ্যায়ং প্রত্যুবাচ ভো ভৈক্ষেণ বৃত্তিং কল্পয়ামীতি ।৩৭

তমুপাধ্যায়ঃ প্রত্যুবাচ মমানিবেদ্য ভৈক্ষং নোপযোক্তব্যমিতি। স তথেত্যুক্ত্বা ভৈক্ষং চরিত্বোপাধ্যায়ায় ন্যবেদয়ৎ ।৩৮

স তস্মাদুপাধ্যায়ঃ সর্বমেব ভৈক্ষমগৃহ্ণাৎ। স তথেত্যুক্ত্বা পুনররক্ষদ্ গাঃ। অহনি রক্ষিত্বা নিশামুখে গুরুকুলমাগম্য গুরোরগ্রতঃ স্থিত্বা নমশ্চক্রে ।৩৯

নিকট উঠিয়া আসিয়াছি ।২৯

অতএব আপনাকে অভিবাদন করিতেছি; আপনি আজ্ঞা করুন, পুনরায় কি কার্য করিব" ।৩০

আরুণির এই কথা শুনিয়া অধ্যাপক বলিলেন,—"যখন তুমি আইল ভাঙ্গিয়া উঠিয়াছ, তখন তুমি "উদ্দালক" নামে বিখ্যাত হইবে"। অনন্তর অধ্যাপক তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন ।৩১

"যেহেতু তুমি আমার আদেশ পালন করিয়াছ সেই হেতু তুমি ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিবে এবং সমস্ত বেদ ও ধর্মশাস্ত্র তোমার বুদ্ধিতে স্ফুরিত হইবে ।৩২

অধ্যাপক এইরূপ বলিলে, আরুণি অভীষ্টস্থানে চলিয়া গেল। সেই আয়োদধৌম্যের উপমন্যুনামক অন্য একটি শিষ্য ছিল ।৩৩

অধ্যাপক তাহাকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন যে—বৎস উপমন্যু! আমার গো-সমূহ রক্ষা কর ।৩৪

অধ্যাপকের আদেশে সে তাঁহার গোসমূহ রক্ষা করিতে লাগিল। সে দিবসে গোচারণ করিয়া সন্ধ্যাকালে গুরুগৃহে আসিয়া গুরুর সম্মুখে থাকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিত ।৩৫

অধ্যাপক উপমন্যুকে স্থূলকায় দেখিয়া বলিলেন—বৎস উপমন্যু! তুমি কোন্ বস্তু দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেছ? বেশ স্থূলদেহ হইয়াছ যে ।৩৬

সে অধ্যাপককে বলিল—'ভগবন্! আমি ভিক্ষালব্ধ বস্তু দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেছি।' অধ্যাপক তাহাকে বলিলেন— ৩৭

"আমাকে নিবেদন না করিয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য ভোজন করিও না।" 'তাহাই হইবে'—এই কথা বলিয়া উপমন্যু ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য আনিয়া অধ্যাপককে দিতে লাগিল ।৩৮

অধ্যাপক উপমন্যুর নিকট হইতে ভিক্ষালব্ধ সমস্ত দ্রব্যই গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং তাহাকে গোরক্ষা করিতে বলিলেন। উপমন্যুও পূর্ববৎ গোরক্ষা করিতে লাগিল। সে দিবসে গোচারণ করিয়া সন্ধ্যাকালে গুরুগৃহে আসিয়া গুরুর সম্মুখে থাকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিত ।৩৯

তমুপাধ্যায়স্তথাপি পীনমেব দৃষ্ট্বোবাচ বৎসোপমন্যো ! সর্ব্বমশেষতস্তে ভৈক্ষং গৃহ্ণামি, কেনেদানীং বৃত্তিং কল্পয়সীতি ॥৫০॥

স এবমুক্ত উপাধ্যায়ং প্রত্যুবাচ ভগবতে নিবেদ্য পূর্ব্বমপরং চরামি, তেন বৃত্তিং কল্পয়ামীতি ॥৫১॥

তমুপাধ্যায়ঃ প্রত্যুবাচ নৈষা ন্যায্যা গুরুবৃত্তিরন্যেষামপি ভৈক্ষোপজীবিনাং বৃত্ত্যুপরোধং করোষি ইত্যেবং বর্ত্তমানো লুব্ধোঽসীতি ॥৫২॥

স তথেত্যুক্ত্বা গা অরক্ষৎ। রক্ষিত্বা চ পুনরুপাধ্যায়গৃহমাগম্যোপাধ্যায়স্যাগ্রতঃ স্থিত্বা নমশ্চক্রে ॥৫৩॥

তমুপাধ্যায়স্তথাপি পীনমেব দৃষ্ট্বা পুনরুবাচ অহং তে সর্ব্বং ভৈক্ষং গৃহ্ণামি, ন চান্যচ্চরসি, পীবানসি দৃঢ়ং, কেন বৃত্তিং কল্পয়সীতি ॥৫৪॥

স এবমুক্ত উপাধ্যায়ং প্রত্যুবাচ ভো এতাসাং গবাং পয়সা বৃত্তিং কল্পয়ামীতি। তমুপাধ্যায়ো নৈতন্ন্যায্যং পয় উপযোক্তুং ভবতো ময়াননুজ্ঞাতমিতি ॥৫৫॥

স তথেতি প্রতিজ্ঞায় গা রক্ষিত্বা পুনরুপাধ্যায়গৃহমেত্য গুরোরগ্রতঃ স্থিত্বা নমশ্চক্রে ॥৫৬॥

তমুপাধ্যায়ঃ পীনমেব দৃষ্ট্বোবাচ বৎসোপমন্যো। ভৈক্ষং নাশ্নাসি, ন চান্যচ্চরসি, পয়ো ন পিবসি, পীবানসি দৃঢ়ং, কেনেদানীং বৃত্তিং কল্পয়সীতি ॥৫৭॥

তথাপি তাহাকে স্থূলাঙ্গ দেখিয়া অধ্যাপক বলিলেন,—“বৎস উপমন্যু ! তোমার নিকট হইতে আমি সমস্ত ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য গ্রহণ করি, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না; এখন তুমি কি উপায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছ” ॥৫০॥

অধ্যাপক এই কথা বলিলে উপমন্যু বলিল,—“প্রথম ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য আপনাকে নিবেদন করিয়া পুনরায় ভিক্ষা করিয়া তাহার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করি।” তখন অধ্যাপক তাহাকে বলিলেন ॥৫১॥

‘এই দ্বিতীয় ভিক্ষার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করা তোমার অনুচিত। কারণ এই কার্য্যের দ্বারা তুমি অপর ভিক্ষাজীবিদিগের জীবিকার বাধা সৃষ্টি করিতেছ; আর এইভাবে জীবিকানির্ব্বাহে তুমি লোভী হইয়া পড়িতেছ ॥৫২॥

‘তাহাই হইবে, দ্বিতীয়বার ভিক্ষা করিব না’— এই কথা বলিয়া উপমন্যু গোচারণ করিতে লাগিল। গোচারণ করিয়া পুনরায় গুরুগৃহে আসিয়া গুরুর সম্মুখে থাকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল ॥৫৩॥

তথাপি তাহাকে স্থূলাকৃতি দেখিয়া অধ্যাপক পুনরায় বলিলেন,—‘বৎস উপমন্যু ! তোমার সমস্ত ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য আমি গ্রহণ করিয়া থাকি, তুমি দ্বিতীয়বার ভিক্ষা কর না, অথচ অত্যন্ত স্থূলদেহ হইতেছ। এখন আবার কি দিয়া জীবিকানির্ব্বাহ কর’ ॥৫৪॥

অধ্যাপক এই কথা বলিলে উপমন্যু অধ্যাপককে বলিল,—‘দেব ! এই গাভীগুলির দুগ্ধ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করি।’ অধ্যাপক তাহাকে বলিলেন—‘এই দুগ্ধপান করা তোমার উচিত নহে; কারণ, আমি দুগ্ধপানের অনুমতি দেই নাই’ ॥৫৫॥

‘তাহাই হইবে, আমি দুগ্ধপান করিব না’— এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া উপমন্যু গোচারণান্তে পুনরায় গুরুগৃহে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে থাকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল ॥৫৬॥

স এবমুক্ত উপাধ্যায়ং প্রত্যুবাচ—ভোঃ! ফেনং পিবামি, যমিমে বৎসা মাতৄণাং স্তনাৎ পিবন্ত উদ্গিরন্তি ।৪৮

তমুপাধ্যায়ঃ প্রত্যুবাচ এতে ত্বদনুকম্পয়া গুণবন্তো বৎসাঃ প্রভূততরং ফেনমুদ্গিরন্তি। তদেবমপি বৎসানাং বৃত্ত্যুপরোধং করোষি ভবান্। ফেনমপি ভবান্ ন পাতুমর্হতীতি। স তথেতি প্রতিশ্রুত্য পুনররক্ষদ্ গাঃ ।৪৯

তথা প্রতিষিদ্ধো ভৈক্ষং নাশ্নাতি, ন চান্যদাহরতি, পয়ো ন পিবতি, ফেনং নোপযুঙ্ক্তে, স কদাচিদরণ্যে ক্ষুধার্তোঽর্কপত্রাণ্যভক্ষয়ৎ ।৫০

স তৈরর্কপত্রৈর্ভক্ষিতৈঃ ক্ষারকটুরূক্ষতীক্ষ্ণবিপাকিভিশ্চক্ষুষ্যুপহতোঽন্ধো বভূব। ততঃ সোঽন্ধোঽপি চঙ্ক্রম্যমাণঃ কূপে পপাত ।৫১

অথ তস্মিন্ননাগচ্ছতি সূর্য্যে চাস্তাচলাবলম্বিনি উপাধ্যায়ঃ শিষ্যানবোচৎ,—নায়াত্যুপমন্যুঃ [illegible] গতো ন বিনিবর্ত্ততি ।৫২

তানাহ উপাধ্যায়ো ময়োপমন্যুঃ সর্ব্বতঃ প্রতিষিদ্ধঃ, স নিয়তঃ কুপিতস্ততো নাগচ্ছতি চিরং, অন্বেষ্য ইত্যেবমুক্ত্বা শিষ্যৈঃ সার্দ্ধমরণ্যং গত্বা তস্যাহ্বানায় শব্দং চকার,—ভো উপমন্যো! ক্বাসি বৎসৈহীতি ।৫৩

তাহাকে তথাপি পুষ্টদেহ দেখিয়া অধ্যাপক বলিলেন—'বৎস উপমন্যু! প্রথম ভিক্ষার সব অন্ন তোমার ভক্ষ্য না, দ্বিতীয় বারও ভিক্ষা খাও না, দুগ্ধপানও কর না, তথাপি অত্যন্ত পুষ্টদেহ রহিয়াছ। এখন কি দিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছ'? ।৪৭

অধ্যাপক এইরূপ বলিলে উপমন্যু অধ্যাপককে বলিল—'দেব! এই গোবৎসগুলি মাতৃস্তন পান করিবার সময় যে ফেন উদ্গার করে, আমি এখন তাহাই পান করি' ।৪৮

উপমন্যুকে অধ্যাপক বলিলেন—"এই বৎসগুলি গুণবান্; অতএব তোমার প্রতি দয়া হইয়া প্রচুর পরিমাণে ফেন উদ্গিরণ করে; সেইজন্য তুমি এই বৎসগুলির জীবিকানির্ব্বাহের বাধা জন্মাইতেছ। সুতরাং যদিও তুমি ফেনের দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছ, তথাপি ফেনও তুমি পান করিতে পার না"। উপমন্যু তাহাই স্বীকার করিয়া পুনরায় গোরক্ষা করিতে লাগিল ।৪৯

সেইরূপে নিষিদ্ধ হইয়া উপমন্যু প্রথমবারের যাহা লব্ধ তাহা ভোজন করিত না, দ্বিতীয়বারও ভিক্ষা করিত না, দুগ্ধপানও করিত না এবং ফেনও পান করাও বন্ধ করিল। এই অবস্থায় একদিন বনে যাইয়া ক্ষুধার্ত হইয়া সে আকন্দবৃক্ষের পাতা খাইল ।৫০

আকন্দপাতার আস্বাদ লবণ, তিক্ত ও কটু এবং পাকাবস্থায় রূক্ষ ও তীক্ষ্ণভাবাপন্ন। সেই আকন্দের পাতা খাওয়ায় উপমন্যুর চক্ষু নষ্ট হইয়া সে অন্ধ হইয়া গেল। তাহার পর সে অন্ধ হইয়াও গোরক্ষার জন্য বিচরণ করিতে করিতে কূপের মধ্যে পতিত হইল ।৫১

তাহার পর উপমন্যু আসিল না, সূর্য্যও অস্ত গেলেন দেখিয়া অধ্যাপক শিষ্যগণকে বলিলেন—'উপমন্যু আসিতেছে না যে?' শিষ্যগণ বলিল—'উপমন্যু গোচারণের জন্য বনে গিয়াছে' ।৫২

অধ্যাপক শিষ্যগণকে বলিলেন—'আমি উপমন্যুকে সর্ব্বপ্রকার ভোজন করিতেই নিষেধ করিয়াছি। সে তাহাতে নিশ্চয়ই কুপিত হইয়াছে, এই হেতু

স উপাধ্যায়মুবাচ এবম্ অয়মস্মি ভো উপাধ্যায়! কূপে পতিতোঽস্মীতি। তমুপাধ্যায়ঃ প্রত্যুবাচ কথং ত্বমসি কূপে পতিত ইতি ।৫৪

স উপাধ্যায়ং প্রত্যুবাচ—অর্কপত্রাণি ভক্ষয়িত্বান্ধীভূতোঽস্ম্যতঃ কূপে পতিত ইতি ।৫৫

তমুপাধ্যায়ঃ প্রত্যুবাচ—অশ্বিনৌ স্তুহি। তৌ দেবভিষজৌ ত্বাং চক্ষুষ্মন্তং করিষ্যত ইতি। স এবমুক্ত উপাধ্যায়েনোপমন্যুরশ্বিনৌ স্তোতুমুপচক্রমে দেবাবশ্বিনৌ বাগ্‌ভির্ঋগ্‌ভিঃ ।৫৬

প্রপূর্বগৌ পূর্বজৌ চিত্রভানূ
গিরা বাং শংসামি (১) তপসা হ্যনন্তৌ।
দিব্যৌ সুপর্ণৌ বিরজৌ বিমানা-
বধিক্ষিয়ন্তৌ ভুবনানি বিশ্বা ।৫৭

হিরণ্ময়ৌ শকুনী সাম্পরায়ৌ
নাসত্য-দস্রৌ সুনসৌ বৈজয়ন্তৌ।
শুক্রং বয়ন্তৌ তরসা সুবেমা-
বভি ব্যয়ন্তাবসিতং বিবস্বতঃ ।৫৮

গ্রস্তাং সুপর্ণস্য বলেন বর্ত্তিকা-
মমুঞ্চতামশ্বিনৌ সৌভগায়।
তাবৎ সুবৃত্তাবনমন্ত মায়য়া (২)
সত্তমা গা অরুণা উদাবহন্ (৩) ।৫৯

ষষ্টিশ্চ গাবস্ত্রিশতাশ্চ ধেনব
একং বৎসং সুবতে তং দুহন্তি।
নানা গোষ্ঠা বিহিতা একদোহনা-
স্তাবশ্বিনৌ দুহতো ঘর্মমুক্থ্যম্ ।৬০

দীর্ঘকালের পরও আসিতেছে না; অতএব তাহার অন্বেষণ করা উচিত। এই বলিয়া অধ্যাপক শিষ্যগণ সঙ্গে করিয়া উপমন্যুকে আহ্বান করিলেন—'বৎস উপমন্যু! কোথায় আছ? আইস'।৫৩

অধ্যাপকের কথা শুনিয়া উপমন্যু উচ্চস্বরে উত্তর দিল—'এই আমি এই কূপের মধ্যে পতিত হইয়াছি'। অধ্যাপক তাহাকে বলিলেন—তুমি কি করিয়া কূপের মধ্যে পতিত হইলে? ।৫৪

উপমন্যু অধ্যাপককে বলিল—আকন্দপাতা খাইয়া অন্ধ হইয়াছিলাম, সেই অবস্থায় বিচরণ করিতে করিতে কূপের মধ্যে পতিত হইয়াছি ।৫৫

তাহাকে অধ্যাপক বলিলেন—"তুমি অশ্বিনীকুমার দুইজনের স্তব কর। তাঁহারা দেববৈদ্য, সুতরাং তোমাকে তাঁহারা চক্ষুষ্মান্ করিবেন"। অধ্যাপক এই কথা বলিলে, উপমন্যু বৈদিকমন্ত্র বাক্যসমূহ দ্বারা অশ্বিনীকুমার দেবদ্বয়ের স্তুতি করিতে আরম্ভ করিল ।৫৬

"হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনারা দেবতার অগ্রে আবির্ভূত অগ্রগামী ও তাঁহাদের অগ্রজন্মা, পরমসুন্দর, অলৌকিকতেজঃসম্পন্ন, অবিনাশী, অলৌকিকবিমানারোহী, রজোগুণশূন্য, সর্বব্যাপী এবং অনন্ত; সমস্ত লোককে অধিকার করিয়াছেন; অতএব এই বেদবাক্য দ্বারা আমি আপনাদের স্তুতি করিতেছি ।৫৭

আপনারা স্বর্ণময়শরীর, পক্ষীর ন্যায় শীঘ্রগামী, বিপদ হইতে উদ্ধারকর্তা, মিথ্যাবর্জনকারী, রোগমুক্তিদায়ক, সুন্দর নাসিকাবিশিষ্ট, বৈজয়ন্তবস্ত্র বয়ন করিবার উপযুক্ত এবং তন্তুবায় যেমন শুক্লসূত্র ধরিয়া বেষ্টন বয়ন করে, আপনি সেইরূপ দিবস সূর্যের বলে কৃষ্ণবর্ণ রোগ নিবারিত করিয়া লোককে সৌবর্ণ করেন ।৫৮

গরুড়ের ন্যায় প্রবল শ্যেনপক্ষীর দ্বারা দীর্ঘকাল ধরিয়া পীড়িত বর্তিকাপক্ষিণীকে দুর্বল ব্যক্তিকে আপনারা মোচন করিয়াছেন; অতএব সকলপ্রকারে মোচনকর্তা আপনাদিগকে আমি আহ্বান করিতেছি ।৫৯

পাঠান্তর:—(১) গিরা বাংশংসামি—।

পাঠান্তর:—(২) তাবৎ সুবৃত্তাবনমায়য়া।
(৩) —উদাবহৎ।

একাং নাভিং সপ্তশতা অরাঃ শ্রিতাঃ
প্রধিষ্বন্যা বিংশতিরর্পিতা অরাঃ।
অনেমি চক্রং পরিবর্ততেঽজরং
মায়াশ্বিনৌ সমনক্তি চর্ষণী ॥৬১

একং চক্রং বর্ততে দ্বাদশারং
ষণ্ণাভিমেকাক্ষমমৃতস্য ধারণম্।
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে বিষক্তা-
স্তাবশ্বিনৌ মুঞ্চতো(১) মা বিষীদতম্ ॥৬২

অশ্বিনাবিন্দুমমৃতং বৃত্তভূয়ৌ
তিরোধত্তামশ্বিনৌ দাসপত্নী।
ভিত্ত্বা গিরিমশ্বিনৌ গামুদাচরন্তৌ(২)
তদ্বৃষ্টমহ্না প্রথিতা বলস্য ॥৬৩

যুবাং দিশো জনয়থো দশাগ্রে
সমানং মূর্ধ্নি রথয়া বিয়ন্তি।
তাসাং যাতমৃষয়োঽনুপ্রয়ান্তি
দেবা মনুষ্যাঃ ক্ষিতিমাচরন্তি ॥৬৪

যুবাং বর্ণান্ বিকুরুথো বিশ্বরূপা-
স্তেঽধিক্ষিয়ন্তে(৩) ভুবনানি বিশ্বা।
তে ভানবোঽপ্যনুসৃতাশ্চরন্তি
দেবা মনুষ্যাঃ ক্ষিতিমাচরন্তি ॥৬৫

যেরূপ যেমন দধি মন্থন করে, সেইরূপ তিনশত ষাটটি অহোরাত্ররূপ ধেনু বৎসররূপ একটি বৎসকে প্রসব করে অর্থাৎ উৎপন্ন করে; অশ্বিনীকুমার দুজনে সেই বৎসররূপ বৎসকে আশ্রয় করিয়া যজ্ঞ-ফলাদি নানাবিধ বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন; প্রসিদ্ধ দেবতা আপনারাই ক্রিয়া-ফলদানের আধার সেই প্রকার বার্ষিক উপায় করিয়া থাকেন॥৬০

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! এক নাভি বৎসরের তিনশত ষাট দিন ও তিনশত ষাট রাত্রি মোট সাতশত কুড়িটি দিনরাত্রিরূপ অর বৎসররূপ নাভিতে আশ্রয় করিয়া বারমাসরূপ প্রধিতে অর্পিত হইয়াছে। এই চক্র নেমিবিহীন, চিরস্থায়ী ও ঘূর্ণায়মান এবং সর্ব্বদা ঘুরিতেছে; এই চক্র দ্বারা প্রাণিসমূহ লোকের গতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এইরূপ কালচক্রের প্রবর্ত্তক আপনারাই। (অর=চক্রের মধ্যস্থিত যোজক কাষ্ঠ। নাভি=চক্রের মধ্য চক্র। প্রধি=চক্রাবেষ্টক। নেমি=বাহির বেড়)॥৬১

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! কালচক্রের দ্বাদশটি অর একনাভিযুক্ত কালচক্র আছে, যাহাতে দ্বাদশ মাস অর, ছয়টি ঋতু তাহার নাভি, একটি বৎসর তাহার অক্ষ এবং যে চক্রে সমস্ত দেবতা সংলগ্ন আছেন, সেই কালচক্রের প্রবর্ত্তক আপনারাই। আমি অন্ধ হইয়া আপনাদের স্তব বিষাদযুক্ত হইয়াছি, অতএব আপনারা আমাকে ত্যাগ করিবেন না॥৬২

আপনারাই অমৃতের সহিত মিলনের প্রবর্ত্তক; আপনারাই বৃত্রের আদির দলকে অন্তর্হিতকালে দস্যুপত্নীদের সহিত অন্তর্হিত করিয়া থাকেন; আবার আপনারাই সুবর্ণবর্ণ ভাব ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া কৃষিকর্ম্মের উৎপাদনই বৃষ্টি দিয়া শস্য প্রদান করেন॥৬৩

আপনারাই প্রথমে দশ দিক্ সৃজন করেন, তাহার উপরে অবস্থিত মস্তকের ন্যায় সমান সূর্য্যকে ও আকাশমণ্ডলকে সৃষ্টি করেন। ঋষিগণ সেই দিক্সমূহের অবস্থান অনুসারে যজ্ঞাদিকার্য্য সম্পাদন করেন। দেবতাগণ পূজা পাইবার জন্য যে পৃথিবীতে আগমন করেন এবং মনুষ্যগণ পূজাদি করিবার জন্য যে পৃথিবীকে ব্যবহার করে, সেই পৃথিবীকে আপনারাই সৃজন করেন॥৬৪

পাঠান্তর :— (১) ত্বাবশ্বিনৌ মুঞ্চত—

পাঠান্তর :— (২) গা মুদাচরন্তৌ—।
(৩) —স্তেঽধিক্ষিয়ন্তে—।

তৌ নাসত্যাবশ্বিনৌ বাং মহেঽহং
স্রজঞ্চ যাং বিভৃথঃ পুষ্করস্য।
তৌ নাসত্যাবমৃতাবৃতাবৃধা-
বৃতে দেবাস্তৎপ্রপদেন ন সূতে ॥১৬

মুখেন গর্ভং লভতাং (১) যুবানৌ
গতাসুরেতৎপ্রপদেন সূতে।
সদ্যো জাতো মাতরমত্তি গর্ভ-
স্তাবশ্বিনৌ মুঞ্চথো জীবসে গাঃ ॥১৭

স্তোতুং ন শক্নোমি গুণৈর্ভবন্তৌ
চক্ষুর্বিহীনঃ পথি সম্প্রমোহঃ।
দুর্গেঽহমস্মিন্ পতিতোঽস্মি কূপে
যুবাং শরণ্যৌ শরণং প্রপদ্যে ॥১৮

সৌতিরুবাচ,—ইত্যেবং তেনাভিষ্টুতাবশ্বিনাবাজগ্মতুরাহতুশ্চৈনং, প্রীতৌ স্বঃ, এষ তেঽপূপোঽশানাস্যৈনমিতি ॥১৯

স এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ—নানৃতমূচতুর্ভবন্তৌ। ন ত্বহমেতমপূপমুপযোক্তুমুৎসহে গুরবেঽনিবেদ্যেতি ॥২০

ততস্তমশ্বিনাবূচতুঃ—আবাভ্যাং পুরস্তাদ্ ভবত উপাধ্যায়েনৈবমেবাভিষ্টুতাভ্যামপূপঃ প্রীতাভ্যাং দত্তঃ, উপযুক্তঃ স তেনানিবেদ্য গুরবে, ত্বমপি তথৈব কুরুষ্ব, যথা কৃতমুপাধ্যায়েনেতি ॥২১

আপনারা সর্বপ্রথম বর্ণগুলি বিশেষভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন; সেই বর্ণগুলিই জগতের সকল পদার্থে থাকিয়া রহিয়াছে এবং সকল পদার্থে অনুগত থাকিয়া সূর্যকিরণেরা জগতে বিচরণ করিতেছে এবং দেবতা ও মনুষ্যেরা উহাতে থাকিয়া পৃথিবীতে বাস করিতেছে ॥১৫

হে নাসত্য প্রসিদ্ধ অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আমি আপনাদিগকে এবং আপনারা যে পদ্মমালা ধারণ করিয়াছেন সেই পদ্মমালারও পূজা করিতেছি। আপনারা অমর সত্যপালক, নিত্যযুক্ত এবং সত্যবর্দ্ধক। আপনাদের ব্যতীত ভিন্ন দেবগণ সোমযাগে গমনও করিতে সমর্থ হন না ॥১৬

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! জগতের সকল স্ত্রীপুরুষ মুখের দ্বারা অর্পিত যোনি ও লিঙ্গের দ্বারা গর্ভধারণ করে। আপনাদের অনুগ্রহেই প্রাণ সেই চৈতন্যবিহীন গর্ভকে চৈতন্য সম্পাদন করিলে জন্মের পর সেই গর্ভ প্রসূত হইয়া তৎক্ষণাৎ মাতৃস্তন্য পান করে। জীবের হিতকারী আপনারা আমার জীবন রক্ষার জন্য দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিন ॥১৭

আপনাদের গুণবর্ণনা করিয়া স্তব করিতে আমি অসমর্থ। আমি নেত্রবিহীন, সেইজন্য পথে যাইবার সময় পথ হারাইয়া আমি এই দুর্গম কূপের মধ্যে পতিত হইয়াছি। এখন আপনারাই আমার রক্ষক, সেইজন্য আপনাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি" ॥১৮

সৌতি বলিলেন—'এইভাবে বৈদিকমন্ত্র ও অন্য বাক্যের দ্বারা উপমন্যু অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তুতি করিল। তখন তাহাতে প্রীত অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেখানে আসিয়া উপমন্যুকে বলিলেন—"আমরা প্রীত হইয়াছি, এই পিষ্টকটি তোমাকে দিলাম, তুমি ইহা ভক্ষণ কর" ॥১৯

তাঁহারা এইকথা বলিলে উপমন্যু বলিল—"আপনারা মিথ্যা বলেন নাই; কিন্তু গুরুকে নিবেদন না করিয়া আমি এই পিষ্টক ভক্ষণ করিতে পারিব না" ॥২০

তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিলেন—"পূর্বে তোমার অধ্যাপক কর্তৃক এইভাবে স্তব হইয়া আমরা তাঁহাকে একটি পিষ্টক দিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাঁহার গুরুকে নিবেদন না করিয়াই তাহা ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তোমার গুরু যেরূপ করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ কর" ॥২১

পাঠান্তর।— (১) মুখেন গর্ভং লভতে—।

স এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ—[illegible] গুরবে অপূপমুপযোক্তুমিতি ৷৭২

ততস্তমশ্বিনাবূচতুঃ, প্রীতৌ স্বস্তবানয়া গুরুভক্ত্যা। উপাধ্যায়স্য তে কার্ষ্ণায়সা দন্তাঃ, ভবতো হিরণ্ময়া ভবিষ্যন্তি, চক্ষুষ্মাংশ্চ ভবিষ্যসি, শ্রেয়শ্চাবাপ্স্যসীতি ৷৭৩

স এবমুক্তোঽশ্বিভ্যাং লব্ধচক্ষুরুপাধ্যায়সকাশমাগম্যাভ্যবাদয়ৎ ৷৭৪

আচচক্ষে চ। স চাস্য প্রীতিমান্ বভূব ৷৭৫

আহ চৈনং, যথাশ্বিনাবাহতুস্তথা ত্বং শ্রেয়োঽবাপ্স্যসি ৷৭৬

সর্বে চ তে বেদাঃ প্রতিভাস্যন্তি, সর্বাণি চ ধর্মশাস্ত্রাণি চ। এষা তস্যাপি পরীক্ষোপাধ্যায়স্য ৷৭৭

তাঁহারা এইরূপ বলিলে উপমন্যু বলিল—"আমি আপনাদের অনুনয় করিয়া বলিতেছি—আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া পিষ্টক ভক্ষণ করিতে পারিব না" ৷৭২

অশ্বিনীকুমার দুইজন উপমন্যুকে বলিলেন—"তোমার এইরূপ গুরুভক্তিতে আমরা প্রীত হইলাম। তোমার গুরুর লৌহের মত কৃষ্ণবর্ণ দন্ত হইবে এবং তোমার স্বর্ণের মত সৌবর্ণ দন্ত হইবে এবং তুমি চক্ষুষ্মান্ হইবে ও মঙ্গল লাভ করিবে' ৷৭৩

অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই কথা বলিলে, উপমন্যু চক্ষুলাভ করিয়া অধ্যাপকের নিকট যাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। অধ্যাপক উপমন্যুর প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন—"অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বাক্যানুসারে তুমি নিশ্চয়ই মঙ্গল লাভ করিবে" ৷৭৪-৭৬

অথাপরঃ শিষ্যস্তস্যৈবায়োদস্য ধৌম্যস্য বেদো নাম, তমুপাধ্যায়ঃ সমাদিদেশ,—বৎস বেদ ইহাস্যতাং তাবন্মম গৃহে কঞ্চিৎ কালং, শুশ্রূষুণা চ ভবিতব্যং, শ্রেয়স্তে ভবিষ্যতীতি ৷৭৮

স তথেত্যুক্ত্বা গুরুকুলে দীর্ঘকালং গুরুশুশ্রূষণপরোঽবসৎ। গৌরিব নিত্যং গুরুষু ধুরি নিযোজ্যমানঃ শীতোষ্ণ-ক্ষুত্তৃষ্ণা-দুঃখসহঃ সর্বত্রাপ্রতিকূলস্তস্য মহতা কালেন গুরুঃ পরিতোষং জগাম ৷৭৯

তৎপরিতোষাচ্চ শ্রেয়ঃ সর্বজ্ঞতাং চাবাপ। এষা তস্যাপি পরীক্ষা বেদস্য ৷৮০

স উপাধ্যায়েনানুজ্ঞাতঃ সমাবৃত্তস্তস্মাৎ গুরুকুলবাসাৎ গৃহাশ্রমং প্রত্যপদ্যত। তস্যাপি স্বগৃহে বসতস্ত্রয়ঃ শিষ্যা বভূবুঃ। স শিষ্যান্ ন কিঞ্চিদুবাচ কর্ম বা ক্রিয়তাং গুরুশুশ্রূষা বেতি। দুঃখাভিজ্ঞো হি গুরুকুলবাসস্য শিষ্যান্ পরিক্লেশেন যোজয়িতুং নেয়েষ ৷৮১

"সমস্ত বেদ ও সমস্ত ধর্মশাস্ত্র তোমার মনে স্ফূর্তি হইবে।" উপমন্যুর এই পরীক্ষা হইল ৷৭৭

সেই আয়োদ ধৌম্যের বেদনামক অপর একটি শিষ্য ছিল। অধ্যাপক তাহাকে আদেশ করিলেন—"বৎস বেদ। আমার এই গৃহে তুমি কিছুকাল অবস্থান কর এবং আমার সেবা কর—তোমার মঙ্গল হইবে' ৷৭৮

'তাহাই করিব' বলিয়া গুরুসেবাপরায়ণ হইয়া বেদ দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করিল। সে বলদের ন্যায় সর্বদা গুরুর ভার বহনে নিযুক্ত হইয়া শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার দুঃখ সহন করিত এবং সকল বিষয়েই গুরুর অনুকূলবর্তী হইয়া চলিত। অনন্তর দীর্ঘকালের পর গুরু তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হইলেন ৷৭৯

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পৌরুষ [illegible] [illegible] [illegible] ।৮২

ন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিজং [illegible] ।৮৩

[illegible] [illegible] ! [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । ন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।৮৪

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।১৫

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।৮৫

[illegible] [illegible] [illegible],—ন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । ন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।৮৭

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । ন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।৮৮

[illegible] [illegible],—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] ।৮৯

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] করিল। [illegible] [illegible] [illegible] হইল ৮০

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অবলম্বন করিল।

[illegible] বাস করিবার সময় [illegible] [illegible] [illegible] হইল। তিনি শিষ্যগণকে কোন [illegible] [illegible] না [illegible] করিতে কোন আদেশই দিতেন না, [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible], তাহা [illegible], এইজন্য শিষ্যগণকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতেন না ৮১

অনন্তর [illegible] [illegible] দুই [illegible] [illegible] [illegible] ও সেই দেবের নিকট [illegible] হইয়া [illegible] করিয়া [illegible] করিলেন ৮২

কোন সময়ে সেই [illegible] [illegible] [illegible] বাহিরে উক্ত হইয়া [illegible] [illegible] নিকট এই বলিয়া নিযুক্ত [illegible] যে—উক্ত, আমার পুত্র যে কিছু এই [illegible] করিবে, তুমি তোমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইলেন ৮৩

তাহার পর উক্ত [illegible] [illegible] [illegible] নিযুক্ত থাকিয়া [illegible] বাস করিতে লাগিল। সেখানে বাস করিবার সময় [illegible] [illegible] [illegible] বিস্মিত হইয়া উভয়কে আলাপ করিয়া বলিলেন ৮৪

তোমার অধ্যাপকপত্নী বহুদর্শী হইয়াছেন, কিন্তু তোমার অধ্যাপক প্রবাসে আছেন। যাহাতে তাঁহার এই বস্তু নিষ্ফল না হয়, তাহা তুমি কর। যদি বস্তু নিষ্ফল হইবার আশঙ্কায় [illegible] হইয়াছেন ৮৫

সেই স্ত্রীলোকেরা এই কথা বলিলে উক্ত [illegible] বলিল—স্ত্রীলোকের কথা শুনিয়া আমি এইক্ষণ বিশিষ্ট [illegible] করিতে পারিব না। তুমি বিশিষ্ট [illegible] করিবে' এইক্ষণ কোন [illegible] অধ্যাপক আমাকে দিয়া যান নাই' ৮৬

স এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ,—কিং তে প্রিয়ং করবাণীতি এবমাহ ॥১২০

যশ্চাধর্ম্মেণ বৈ ব্রূয়াদ্ যশ্চাধর্ম্মেণ পৃচ্ছতি।
তয়োরন্যতরঃ প্রৈতি বিদ্বেষং চাধিগচ্ছতি ॥১২১

সোঽহমনুজ্ঞাতো ভবতেচ্ছামীষ্টং গুর্ব্বর্থমুপহর্তুমিতি। তেনৈবমুক্ত উপাধ্যায়ঃ প্রত্যুবাচ,—বৎসোত্তঙ্ক! উষ্যতাং তাবদিতি ॥১২২

স কদাচিদুপাধ্যায়মাহোত্তঙ্ক আজ্ঞাপয়তু ভবান্ কিং তে প্রিয়মুপাহরামি গুর্ব্বর্থমিতি ॥১২৩

তমুপাধ্যায়ঃ প্রত্যুবাচ বৎসোত্তঙ্ক! বহুশো মাং চোদয়সি গুর্ব্বর্থমুপাহরামীতি। তদ্ গচ্ছৈনাং প্রবিশ্যোপাধ্যায়ানীং পৃচ্ছ, কিমুপাহরামীতি ॥১২৪

এষা যদ্ ব্রবীতি তদুপাহরস্বেতি। স এবমুক্ত উপাধ্যায়েনোপাধ্যায়ানীমপৃচ্ছৎ,—ভবত্যুপাধ্যায়েনাস্ম্যনুজ্ঞাতো গৃহং গন্তুমিচ্ছামীষ্টং তে গুর্ব্বর্থমুপহৃত্যানৃণো গচ্ছেয়মিতি ॥১২৫

তদাজ্ঞাপয়তু ভবতী কিমুপাহরামি গুর্ব্বর্থমিতি। সৈবমুক্তোপাধ্যায়ান্যুত্তঙ্কং প্রত্যুবাচ,—গচ্ছ পৌষ্যং প্রতি রাজানং, কুণ্ডলে ভিক্ষিতুং তস্য ক্ষত্রিয়য়া পিনদ্ধে ॥১২৬

কিছুকাল পরে অধ্যাপক প্রবাস হইতে স্বগৃহে আসিয়া উত্তঙ্কের নিকট হইতে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া প্রীত হইলেন ॥১৮

অধ্যাপক উত্তঙ্ককে বলিলেন—"বৎস উত্তঙ্ক! তোমার কি প্রিয় কার্য্য করিব বল; তুমি ধর্ম্মানুসারে আমার শুশ্রূষা করিয়াছ, তাহাতে আমাদের পরস্পরের প্রীতি বর্দ্ধিত হইয়াছে; অতএব আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, তুমি সমস্ত অভীষ্ট লাভ করিবে, এখন যাইতে পার" ॥১৯

অধ্যাপক এই কথা বলিলে উত্তঙ্ক বলিল—"আমি আপনার কি প্রিয় করিব, আদেশ করুন। বৃদ্ধেরা বলেন— ॥২০

যে অধ্যাপক অন্যায়ভাবে "বলিয়া প্রদান করিব না" এইরূপ কথা বলেন এবং যে শিষ্য অধ্যাপককে বলিয়া প্রদান না করিয়া স্বগৃহে ফিরিবার জন্য গুরুর অনুমতি প্রার্থনা করে, তাঁহাদের মধ্যে অন্যতরের মৃত্যু বা মিত্র মরণতুল্য হন এবং অপরের বিদ্বেষভাজন হন (১)

অতএব আপনার অনুমতি পাইলে আমি আপনার অভিলষিত গুরুদক্ষিণা দিতে ইচ্ছা করি। উত্তঙ্ক এইরূপ বলিলে অধ্যাপক বলিলেন—"বৎস উত্তঙ্ক! কিছুকাল অবস্থান কর।" ॥২১

পরে কোন সময়ে উত্তঙ্ক অধ্যাপককে বলিল—"আপনি আজ্ঞা করুন, আপনাকে প্রিয় কি গুরুদক্ষিণা দান করিব" ॥২২

অধ্যাপক উত্তঙ্ককে বলিলেন—বৎস উত্তঙ্ক! তুমি গুরুদক্ষিণা দিব দিব বলিয়া পুনঃ পুনঃ আমার নিকট আগ্রহ জানাইতেছ; অতএব যাও, অন্তঃপুরে গিয়া তোমার অধ্যাপকপত্নীকে জিজ্ঞাসা কর—তুমি কি দিবে ॥২৩

তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই দিবে। অধ্যাপক এইরূপ বলিলে উত্তঙ্ক অধ্যাপকপত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল—দেবি! স্বগৃহে যাইবার জন্য আমি অধ্যাপকের অনুমতি লাভ করিয়াছি। অতএব আপনার অভীষ্ট গুরুদক্ষিণা দান করিয়া ঋণমুক্ত হইয়া আমি গৃহে যাইতে ইচ্ছা করি ॥২৪

অতএব আপনি আজ্ঞা করুন, কি গুরুদক্ষিণা দিব। উত্তঙ্ক এইরূপ বলিলে অধ্যাপকপত্নী উত্তঙ্ককে বলিলেন—"পৌষ্যরাজার ক্ষত্রিয়জাতীয় পত্নীর পরিহিত কুণ্ডল দুইটি চাহিয়া আনিবার জন্য পৌষ্যরাজার নিকটে যাও" ॥২৫

তে আনয়স্ব, ইতশ্চতুর্থেঽহনি (১) পুণ্যকং ভবিতা, তাভ্যামাবদ্ধাভ্যাং শোভমানা ব্রাহ্মণান্ পরিবেষ্টুমিচ্ছামি। তৎ সম্পাদয়স্ব। এবং হি কুর্বতঃ শ্রেয়ো ভবিতা, অন্যথা কুতঃ শ্রেয় ইতি ।৯৭

স এবমুক্তস্তয়োপাধ্যায়িন্যা প্রাতিষ্ঠতোত্তঙ্কঃ(২)। স পথি গচ্ছন্নপশ্যদৃষভমতিপ্রমাণং, তমধিরূঢ়ঞ্চ পুরুষমতিপ্রমাণমেব, স পুরুষ উত্তঙ্কমভ্যভাষত ।৯৮

ভো উত্তঙ্ক! এতৎ পুরীষমস্য ঋষভস্য ভক্ষয়স্বেতি। স এবমুক্তো নৈচ্ছৎ ।৯৯

তমাহ পুরুষো ভূয়ো ভক্ষয়স্বোত্তঙ্ক মা বিচারয়। উপাধ্যায়েনাপি তে ভক্ষিতং পূর্ব্বমিতি ।১০০

স এবমুক্তো বাঢমিত্যুক্ত্বা তদা তদৃষভস্য মূত্রং পুরীষঞ্চ ভক্ষয়িত্বোত্তঙ্কঃ সম্ভ্রমাদুত্থিত এবাপ উপস্পৃশ্য প্রতস্থে ।১০১

যত্র স ক্ষত্রিয়ঃ পৌষ্যস্তমুপেত্যাসীনমপশ্যদুত্তঙ্কঃ। স উত্তঙ্কস্তমাশীর্ভিরভিনন্দ্যোবাচ ।১০২

অর্থী ভবন্তমুপগতোঽস্মীতি। স এনমভিবাদ্যোবাচ,—ভগবন্! পৌষ্যঃ খল্বহং কিং করবাণীতি ।১০৩

স তমুবাচ গুর্ব্বর্থং কুণ্ডলয়োরর্থেনাগতোঽস্মীতি। যে বৈ তে ক্ষত্রিয়া পিনদ্ধে কুণ্ডলে তে ভবান্ দাতুমর্হতীতি ।১০৪

তং প্রত্যুবাচ পৌষ্যঃ প্রবিশ্যান্তঃপুরং ক্ষত্রিয়া যাচ্যতামিতি। স তেনৈবমুক্তঃ প্রবিশ্যান্তঃপুরং ক্ষত্রিয়াং নাপশ্যৎ ।১০৫

"কুণ্ডল দুইটি আনয়ন কর। আজ হইতে চতুর্থ দিবসে আমার পুণ্যক হইবে। তাহাতে আমি কুণ্ডলদ্বয়ে শোভিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে আহার্য পরিবেশন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমার এই ইচ্ছা পরিপূর্ণ কর। এইরূপ করিলেই তোমার মঙ্গল হইবে, না করিলে মঙ্গল হইবে কিরূপে" ।৯৭

অধ্যাপকপত্নী এই কথা বলিলে উতঙ্ক প্রস্থান করিল। পথে যাইতে যাইতে উতঙ্ক অতিবিশাল একটি বৃষভ ও তাহার উপরে আরূঢ় অতিবিশাল একজন পুরুষকে দেখিতে পাইল। সেই পুরুষ উতঙ্ককে বলিল ।৯৮

"উতঙ্ক! এই বৃষভের এই বিষ্ঠা ভক্ষণ কর।" এইরূপ বলিলে উতঙ্ক সেই বিষ্ঠা ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিল না ।৯৯

সেই পুরুষ উতঙ্ককে পুনরায় বলিল—"উতঙ্ক! বিষ্ঠা ভক্ষণ কর, বিচার করিও না। তোমার অধ্যাপকও পূর্বে ইহা ভক্ষণ করিয়াছেন" ।১০০

সেই পুরুষ এই কথা বলিলে, "আচ্ছা ভক্ষণ করিব" এই কথা বলিয়া উতঙ্ক সেই বৃষভের মূত্র ও বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া, সত্বর দাঁড়াইয়া আচমন করিয়া পৌষ্যরাজার নিকট প্রস্থান করিল ।১০১

উতঙ্ক পৌষ্যের নিকট যাইয়া তাঁহাকে আসনোপবিষ্ট দেখিল এবং আশীর্বাদের দ্বারা অভিনন্দিত করিয়া বলিল ।১০২

'আমি প্রার্থী হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি'। রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—'ভগবন্! আমি পৌষ্য, আপনার জন্য কি করিব, আজ্ঞা করুন'।১০৩

উতঙ্ক রাজাকে বলিল—"গুরুদক্ষিণার জন্য কুণ্ডল দুইটি প্রয়োজন, সেইজন্য এখানে আসিয়াছি। আপনার ক্ষত্রিয়াণী যে দুইটি কুণ্ডল ধারণ করেন, তাহা আপনি দান করুন" ।১০৪

পাঠান্তরম্।— (১) —অহশ্চতুর্থেঽহনি—।

(২) স এবমুক্তস্তদা প্রাতিষ্ঠতোত্তঙ্কঃ।

স পৌষ্যং পুনরভ্যগচ্ছৎ,—ন যুক্তং ভবতা বয়মনৃতেনোপচরিতুম্। ন হি তেহন্তঃপুরে ক্ষত্রিয়া সন্নিহিতা, নৈনাং পশ্যামি ।১০৬

স এবমুক্তঃ পৌষ্যঃ ক্ষণমাত্রং বিমৃশ্যোত্তঙ্কং প্রত্যুবাচ,—নিয়তং ভবানুচ্ছিষ্টঃ, স্মর তাবৎ হি ন ক্ষত্রিয়া উচ্ছিষ্টেনাশুচিনা শক্যা দ্রষ্টুং। পতিব্রতত্বাৎ। সৈষা নাশুচের্দর্শনমুপৈতীতি ।১০৭

অথৈবমুক্ত উত্তঙ্কঃ স্মৃত্বোবাচ অস্তি খলু ময়োচ্ছিষ্টেনোপস্পৃষ্টং গচ্ছতা চেতি। তং পৌষ্যঃ প্রত্যুবাচ—এতৎ তে ব্যতিক্রান্তং নোত্থিতেনোপস্পৃষ্টং ভবতীতি শীঘ্রং গচ্ছতা চেতি ।১০৮

অথোত্তঙ্কস্তথেত্যুক্ত্বা প্রাঙ্মুখ উপবিশ্য সুপ্রক্ষালিতপাণিপাদবদনো নিঃশব্দাভিরফেনাভিরনুষ্ণাভির্হৃদয়ঙ্গমাভিরদ্ভিঃ পীত্বা ত্রিঃ পরিমৃজ্য খান্যদ্ভিরুপস্পৃশ্য চান্তঃপুরং প্রবিবেশ ।১০৯

ততস্তাং ক্ষত্রিয়ামপশ্যৎ। সা চ দৃষ্ট্বৈবোত্তঙ্কমভ্যুত্থায়াভিবাদ্যোবাচ,—স্বাগতং তে ভগবন্নাজ্ঞাপয় কিং করবাণীতি ।১১০

স তামুবাচৈতে কুণ্ডলে গুর্বর্থং মে ভিক্ষিতে দাতুমর্হসীতি। সা প্রীতা তেন তস্য সদ্ভাবেন পাত্রমনতিক্রমণীয়শ্চেতি মত্বা তে কুণ্ডলে অবমুচ্যাস্মৈ প্রাযচ্ছৎ। আহ চৈনম্,—তক্ষকো নাগরাজঃ সুভৃশং প্রার্থয়ত্যপ্রমত্তো নেতুমর্হসীতি।

পৌষ্য উত্তঙ্ককে বলিলেন—'আপনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আমার ক্ষত্রিয়া পত্নীর নিকট প্রার্থনা করুন।' পৌষ্য এইকথা বলিলে, উত্তঙ্ক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহিষীকে দেখিতে পাইলেন না।১০৫

উত্তঙ্ক পুনরায় পৌষ্যকে বলিলেন—"আমার সহিত মিথ্যা ব্যবহার করা আপনার অনুচিত। আপনার ক্ষত্রিয়া মহিষী অন্তঃপুরে নাই, যেহেতু আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।১০৬

উত্তঙ্ক এই কথা বলিলে, পৌষ্য ক্ষণকাল বিবেচনা করিয়া উত্তঙ্ককে বলিলেন—"আপনি স্মরণ করুন নিশ্চয়ই আপনি উচ্ছিষ্ট আছেন। আমার ক্ষত্রিয়া মহিষী পতিব্রতা, সুতরাং উচ্ছিষ্ট অশুচি ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পায় না। পতিব্রতা স্ত্রীগণ অশুচি থাকিলে দর্শন দেন না" ।১০৭

তাহার এই কথায় উত্তঙ্ক স্মরণ করিয়া বলিলেন—"ঠিক্ হইয়াছে, আমি অন্ন ভক্ষণ করিবার সময় তাড়াতাড়ি আচমন করিয়াছিলাম।" পৌষ্য তাহাকে বলিলেন—"ইহাই আপনার দোষ হইয়াছে। অন্ন ভক্ষণ করিতে করিতে অথবা শীঘ্রতাবশতঃ যে আচমন করা হয়, তাহা [illegible] বলিয়া আচমনই নহে।"১০৮

'তাহাই ঠিক'—এই কথা বলিয়া উত্তঙ্ক পূর্বমুখে বসিয়া হস্তপদ ও মুখমণ্ডল ভালরূপে প্রক্ষালন করিয়া, শব্দহীন, ফেনশূন্য, অনুষ্ণ ও হৃদয়গামী জল তিনবার পান করিলেন এবং দুইবার ওষ্ঠাধর ও মস্তক মার্জন করিয়া জলদ্বারা চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় স্পর্শ করিলেন; এইরূপ দৈব আচমনের পর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।১০৯

তাহার পর ক্ষত্রিয়া মহিষীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি উত্তঙ্ককে দেখিয়াই উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক বলিলেন—"ভগবন্! এখানে আপনার আগমনে কোনও বিঘ্ন ঘটে নাই ত? আজ্ঞা করুন আমি কি করিব" ।১১০

উত্তঙ্ক তাঁহাকে বলিলেন—"গুরুদক্ষিণার জন্য আপনার এই দুইটি কুণ্ডল আমি ভিক্ষা চাহিতেছি, আপনি তাহা আমাকে দান করুন।" রাণী উত্তঙ্কের সেই সাধুতা দর্শনে প্রীত হইয়া ভাবিলেন 'এই ব্রাহ্মণ

স এবমুক্তস্তাং ক্ষত্রিয়াং প্রত্যুবাচ,—ভবতি! সুনির্বৃতা ভব। ন মাং পন্নগরাজস্তক্ষকঃ সমর্থো ধর্ষয়িতুমিতি ॥১১২

স এবমুক্ত্বা তাং ক্ষত্রিয়ামামন্ত্র্য পৌষ্যসকাশমাগচ্ছৎ। আহ চৈনং! ভোঃ পৌষ্য,—প্রীতোঽস্মীতি। তমুত্তঙ্কং পৌষ্যঃ প্রত্যুবাচ ॥১১৩

ভগবন্! চিরেণ পাত্রমাসাদ্যতে, ভবাংশ্চ গুণবানতিথিস্তদিচ্ছে শ্রাদ্ধং কর্ত্তুং, ক্রিয়তাং ক্ষণ ইতি ॥১১৪

তমুত্তঙ্কঃ প্রত্যুবাচ,—কৃতক্ষণ এবাস্মি, শীঘ্রমিচ্ছামি যথোপপন্নমন্নমুপহৃতং ভবতেতি। স তথেত্যুক্ত্বা যথোপপন্নেনান্নেনৈনং ভোজয়ামাস ॥১১৫

অথোত্তঙ্কঃ সকেশং শীতমন্নং দৃষ্ট্বা অশুচ্যেতদিতি মত্বা তং পৌষ্যমুবাচ যস্মান্মেঽশুচ্যন্নং দদাসি তস্মাদন্ধো ভবিষ্যসীতি ॥১১৬

তং পৌষ্যঃ প্রত্যুবাচ,—যস্মাত্ত্বমপ্যদুষ্টমন্নং দূষয়সি, তস্মাদনপত্যো ভবিষ্যসীতি। তমুত্তঙ্কঃ প্রত্যুবাচ ॥

ন যুক্তং ভবতান্নমশুচি দত্ত্বা প্রতিশাপং দাতুং, তস্মাদন্নমেব প্রত্যক্ষীকুরু।(১) ততঃ পৌষ্যস্তদন্নমশুচি দৃষ্ট্বা তস্যাশুচিভাবমপরীক্ষয়ামাস ॥১১৮

অথ তদন্নং মুক্তকেশ্যা স্ত্রিয়োপহৃতমনুষ্ণং(২) সকেশং চাশুচি মত্বা তমৃষিমুত্তঙ্কং প্রসাদয়ামাস ॥১১৯

যাবেন যোগ্যপাত্র, অতএব ইহাকে দান করা উচিত' এই ভাবিয়া কর্ণ হইতে কুণ্ডল দুইটি খুলিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন ও বলিলেন—"নাগরাজ তক্ষক এই কুণ্ডল দুইটি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করেন; অতএব ইহা সাবধানে লইয়া যাইবেন" ॥১১১

তাঁহার এইরূপ উক্তি শুনিয়া উত্তঙ্ক তাঁহাকে বলিলেন—"ভবতি! আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হউন, নাগরাজ তক্ষক আমাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবেন না" ॥১১২

উত্তঙ্ক এইরূপ বলিয়া রাজ্ঞীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পৌষ্যের নিকট গিয়া বলিল—'হে পৌষ্যরাজন্! আমি প্রীত হইয়াছি।' পৌষ্য উত্তঙ্ককে বলিলেন— ॥১১৩

ভগবন্! কদাচিৎ সৎপাত্র পাওয়া যায়। আপনি গুণবান্ অতিথি। অতএব আমি শ্রাদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। এইক্ষণ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন্ ॥১১৪

উত্তঙ্ক তাঁহাকে বলিলেন—"আমি ক্ষণগ্রহণ করিয়াছি। আমার ইচ্ছা আপনার গৃহে উপস্থিত যেমন আছে, আপনি তেমনই অন্ন শীঘ্র প্রদান করুন্। পৌষ্য বলিলেন,—"তাহাই হউক" এবং গৃহে যেমন অন্ন ছিল, তাহা দ্বারাই উত্তঙ্ককে ভোজন করাইতে আরম্ভ করিলেন" ॥১১৫

তাহার পর অন্নকে শীতল ও কেশযুক্ত দেখিয়া 'এই অন্ন অপবিত্র' ইহা মনে করিয়া উত্তঙ্ক পৌষ্যকে বলিলেন—'যেহেতু তুমি আমাকে অপবিত্র অন্ন দিয়াছ, সেই হেতু তুমি অন্ধ হইবে' ॥১১৬

পৌষ্য উত্তঙ্ককে বলিলেন—'যেহেতু তুমিও দোষহীন অন্নের দোষ দিতেছ, সেইজন্য তুমিও অনপত্য হইবে"। উত্তঙ্ক পৌষ্যকে বলিল— ॥১১৭

"অপবিত্র অন্ন দিয়া আবার আমার প্রতিশাপ দেওয়া আপনার পক্ষে উচিত হয় নাই। অতএব অন্নটা প্রত্যক্ষ দেখুন"। তাহার পর সেই অন্নকে অপবিত্র দেখিয়া পৌষ্য অন্নের অপবিত্রতার কারণ বুঝিতে পারিলেন ॥১১৮

কেশ মুক্ত রাখিয়া কোন স্ত্রী শীতল অন্ন আনিয়াছিল, সেইজন্য অন্নে কেশ পড়িয়াছিল বলিয়া তাহা অপবিত্র হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া পৌষ্য উত্তঙ্কের মন প্রসন্ন করিতে উদ্যত হইয়া

পাঠান্তর:—(১) প্রত্যক্ষীভব।

পাঠান্তর।—(২) —মুক্তকেশ্যা স্ত্রিয়োপহৃতমনুষ্ণং—।

ভগবন্! এতদজ্ঞানাদন্নমাগন্তুকং শীতঞ্চ তৎ ক্ষাময়ে ভবন্তং ন ভবেয়মন্ধ ইতি তমুত্তঙ্কঃ প্রত্যুবাচ ॥১২০

ন মৃষা ব্রবীমি ভূত্বা ত্বমন্ধো নচিরাদনন্ধো ভবিষ্যসীতি। মমাপি শাপো ভবতা দত্তো ন ভবেদিতি ॥১২১

স পৌষ্যঃ প্রত্যুবাচ,—ন চাহং শক্তঃ শাপং প্রত্যাদাতুং, ন হি মে মন্যুরদ্যাপ্যুপশমং গচ্ছতি কিঞ্চৈতদ্ ভবতা ন জ্ঞায়তে যথা ॥১২২

নবনীতং হৃদয়ং ব্রাহ্মণস্য
বাচি ক্ষুরো নিশিতস্তীক্ষ্ণধারঃ।
তদুভয়মেতদ্ বিপরীতং ক্ষত্রিয়স্য
বাঙ্নবনীতং হৃদয়ং তীক্ষ্ণধারম্ ইতি ॥১২৩

তদেবং গতে ন শক্তোঽহং তীক্ষ্ণহৃদয়ত্বাৎ তং শাপমন্যথা কর্তুং, গম্যতামিতি। তমুত্তঙ্কঃ প্রত্যুবাচ,—ভবতাহমন্নস্যাশুচিভাবমালক্ষ্য প্রত্যনুনীতঃ, প্রাক্ চ তেঽভিহিতম্ ॥১২৪

যস্মাদদুষ্টমন্নং দূষয়সি, তস্মাদনপত্যো ভবিতাসীতি। দুষ্টে চান্নে নৈষ মম শাপো ভবিতেতি ॥১২৫

সাধয়ামস্তাবদর্থমিত্যুক্ত্বা। প্রাতিষ্ঠতোত্তঙ্কস্তে কুণ্ডলে গৃহীত্বা। সোঽপশ্যৎ পথি নগ্নং ক্ষপণকমাগচ্ছন্তং মুহুর্মুহুর্দৃশ্যমানমদৃশ্যমানঞ্চ ॥১২৬

অথোত্তঙ্কস্তে কুণ্ডলে সংন্যস্য ভূমাবুদকার্থং প্রচক্রমে। এতস্মিন্নন্তরে স ক্ষপণকস্ত্বরমাণ উপসৃত্য তে কুণ্ডলে গৃহীত্বা প্রাদ্রবৎ ॥১২৭

বলিলেন,— ॥১১৯

'ভগবন্! না জানিয়াই এই কেশযুক্ত শীতল অন্ন আনীত হইয়াছে; অতএব আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি,—আমাকে ক্ষমা করুন, আমি যেন অন্ধ না হই'। উত্তঙ্ক তাঁহাকে বলিল— ॥১২০

'আমি মিথ্যা বলি না, অতএব আপনি অন্ধ হইয়া শীঘ্রই পুনরায় চক্ষু পাইবেন। আমার প্রতি আপনার প্রদত্ত শাপ সফল হইবে না ত?' ॥১২১

পৌষ্য উত্তঙ্ককে বলিলেন—'আমি আমার প্রদত্ত শাপ প্রত্যাহার করিতে অক্ষম, কারণ এখনও আমার ক্রোধ প্রশমিত হয় নাই। আপনি কি ইহা জানেন না যে'— ॥১২২

'ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীতের ন্যায় কোমল থাকে, [illegible] হয় এবং ব্রাহ্মণের বাক্যে নিশিত ও তীক্ষ্ণধার ক্ষুর স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এই দুইটি বিপরীত; ক্ষত্রিয়ের বাক্য নবনীতের ন্যায় শীঘ্র দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং ক্ষত্রিয়ের হৃদয় তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের তুল্য ॥১২৩

অতএব এইরূপ যখন স্বাভাবিক নিয়ম তাহাতে আমার হৃদয় তীক্ষ্ণ বলিয়া আমি আমার শাপের অন্যথা করিতে অসমর্থ। আপনি যান'। তাঁহাকে উত্তঙ্ক বলিল—অন্নের অশুচিতা দেখিয়া আপনি আমাকে অনুনয় করিয়াছেন, কিন্তু পূর্বে আপনি বলিয়াছেন— ॥১২৪

'যেহেতু নির্দোষ অন্নকে দোষযুক্ত বলিতেছ সেইহেতু অনপত্য হইবে'। অতএব যদি অন্ন দোষযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার উক্ত এই শাপ সফল হইবে না ॥১২৫

'এখন যাইতেছি' এই কথা বলিয়া উত্তঙ্ক সেই কুণ্ডলদুটি লইয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর উত্তঙ্ক পথে দেখিল একজন নগ্ন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আসিতেছে, তাহাকে পুনঃ পুনঃ দেখা যাইতেছে আবার দেখা যাইতেছে না ॥১২৬

অনুষ্ঠিতাহ্নিকক্রিয়ঃ সমাপ্তকর্ত্তব্যঃ শুচিঃ প্রযতো নমো দেবেভ্যো গুরুভ্যশ্চ কৃত্বা মহতা জবেন তমন্বধাবৎ (১) ॥১২৮

তস্য তক্ষকো দৃঢ়মাসন্নঃ, স তং জগ্রাহ, গৃহীতমাত্রঃ স তদ্রূপং বিহায় তক্ষকস্বরূপং কৃত্বা সহসা ধরণ্যাং বিবৃতং মহাবিলং প্রবিবেশ ॥১২৯

প্রবিশ্য চ নাগলোকং স্বভবনমগমৎ। অথোত্তঙ্কস্তস্যাঃ ক্ষত্রিয়ায়াঃ বচঃ স্মৃত্বা তং তক্ষকমন্বগচ্ছৎ ॥১৩০

স তদ্ বিলং দণ্ডকাষ্ঠেন চখান, ন চাশকৎ। তং ক্লিশ্যমানমিন্দ্রোঽপশ্যৎ, স বজ্রং প্রেষয়ামাস ॥১৩১

গচ্ছাস্য ব্রাহ্মণস্য সাহায্যং কুরুষ্বেতি। অথ বজ্রং দণ্ডকাষ্ঠমনুপ্রবিশ্য তদ্ বিলমদারয়ৎ ॥১৩২

তমুত্তঙ্কোঽনুপ্রবিবেশ তেনৈব বিলেন, প্রবিশ্য চ তং নাগলোকমপর্য্যন্তমনেকবিধপ্রাসাদহর্ম্ম্যবলভীনির্যূহশতসঙ্কুলমুচ্চাবচক্রীড়াশ্চর্য্যস্থানাবকীর্ণমপশ্যৎ ॥১৩৩

স তত্র নাগাংস্তানস্তুবদেভিঃ শ্লোকৈঃ—
য ঐরাবতরাজানঃ সর্পাঃ সমিতিশোভনাঃ।
ক্ষরন্ত ইব জীমূতাঃ সবিদ্যুৎপবনেরিতাঃ ॥১৩৪

সুরূপা বহুরূপাশ্চ তথা কল্মাষকুণ্ডলাঃ।
আদিত্যবন্নাকপৃষ্ঠে রেজুরৈরাবতোদ্ভবাঃ ॥১৩৫

তাহার পর উতঙ্ক সেই কুণ্ডলদুইটি ভূমিতে স্থাপন করিয়া জলাশয়ে হস্তাদি ধৌত করিতে আরম্ভ করিল। এই অবসরে সেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অলক্ষিতে থাকিয়া সেই কুণ্ডলদুইটি লইয়া দ্রুত পলায়ন করিল ॥১২৭

স্নানাদিকার্য্য সমাপনান্তে বাহ্য ও অন্তরে পবিত্র হইয়া দেবতা ও গুরুদিগকে প্রণাম করিয়া উতঙ্ক সেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া প্রবল বেগে অনুধাবিত হইল ॥১২৮

সন্ন্যাসীর রূপধারী তক্ষক উতঙ্কের অতি নিকটবর্ত্তী হইলে উতঙ্ক তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ধৃত হওয়ামাত্র সে সন্ন্যাসীর রূপ ত্যাগ করিয়া তক্ষকের রূপ ধারণ করিয়া সহসা ভূতলে প্রকাশিত একটী গভীর গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিল ॥১২৯

এবং প্রবেশ করিয়া নাগলোকে নিজগৃহে যাইয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর উতঙ্ক সৌদাসের সেই ক্ষত্রিয়া পত্নীর কথা স্মরণ করিয়া তাহাকে তক্ষক বলিয়া বুঝিল ॥১৩০

সে সেই গর্ত্তটাকে বড় করিবার জন্য একটী দণ্ড দ্বারা খনন করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু পারিল না। ইন্দ্র দেখিলেন উতঙ্ক কষ্ট পাইতেছে। তখন তিনি বজ্রকে এই বলিয়া পাঠাইলেন— ॥১৩১

'বজ্র! যাও, এই ব্রাহ্মণের সাহায্য কর'। তাহার পর বজ্র যষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই গর্ত্তটাকে বিদীর্ণ করিয়া বড় করিল ॥১৩২

উতঙ্ক তক্ষকের অনুসরণে সেই গর্ত্ত পথ দিয়া যাইয়া পাতালে প্রবেশ করিয়া দেখিল সেই পাতাল অসীম। সেখানে বিবিধ দেবমন্দির, রাজভবন, বলভিযুক্ত, চিলেকোঠা এবং দেওয়াল হইতে বহির্গত কাষ্ঠামুখ (নির্যূহ) বিস্তার; আবার নানাপ্রকার বিস্ময়কর খেলার স্থানও আছে ॥১৩৩

উতঙ্ক সেই স্থানে এই সকল শ্লোক দ্বারা নাগগণের স্তুতি করিল—যাঁহাদের রাজা ঐরাবত, যাঁহারা যুদ্ধে শোভিত হন এবং যাঁহারা বিদ্যুৎযুক্ত ও বায়ুচালিত বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় বিরাজিত ॥১৩৪

পাঠান্তরঃ—(১) মহতা জবেন অন্বধাবৎ।

[illegible] ইতরে।
[illegible] কোটি ১ ক্ষতঃ শাখাশতম্ ॥১৩৬
ইত্যেবং [illegible] চতুর্দ্দশাব্দঃ স্থিতা।
[illegible] চ [illegible] চ বিংশতিঃ ॥১৩৭
[illegible] এতাঃ [illegible]।
যে চৈব [illegible] পুষ্পস্য গতাঃ ॥১৩৮
[illegible] যথা।
যত্র যাতি কুরুক্ষেত্রে [illegible] পুরা ॥১৩৯
[illegible] কুরুক্ষেত্রে [illegible]।
[illegible] ॥১৪০
কুরুক্ষেত্রে [illegible] ২ [illegible]।
[illegible] ॥১৪১

তাহারা [illegible] বৎসর [illegible] করিতে [illegible], তাহাদের [illegible] ছিন্ন, তাহারা [illegible] হইয়া [illegible] যেরূপ [illegible] শোভা পাইয়া থাকেন।১৩৬

এখানে [illegible] আছে। তাহাতে [illegible] সর্ব্বদাই [illegible] করি।১৩৮

[illegible] ভিন্ন অন্য কোন [illegible] বিচরণ করিতে [illegible]; [illegible] যখন [illegible] হয়, তখন [illegible] সর্ব্বদা তাঁহার মধ্যে [illegible] হইয়া [illegible] থাকেন।

যাহারা [illegible] হইয়া [illegible] এবং যাহারা [illegible] কুরুক্ষেত্রে বাস করেন, সেই [illegible] স্থাপন করি।

পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে এবং [illegible] যাঁহার [illegible] ছিল, সুফল দুইটি পাইবার জন্য আমি সেই [illegible] করি।

[illegible]।
তথাপি [illegible] ॥১৪২

গৌতম উবাচ।

এবং [illegible] ন [illegible] পুষ্করোদ্ধবম্।
নৈব যে পুষ্করে [illegible] (৩)॥

এবং [illegible] যদা যে পুষ্করে [illegible],—[illegible] পুষ্করে [illegible]। [illegible] ॥১৪৪

[illegible] ৫০০০ বৎসর এই [illegible] কুরুক্ষেত্রে [illegible] বাস করিয়াছেন।

[illegible] যিনি [illegible] এবং যিনি [illegible] মধ্যে [illegible] হইয়া কুরুক্ষেত্রে বাস করিলেন, সেই মহাত্মা [illegible] সর্ব্বদা [illegible] করি।১৩৯-১৪২

গৌতম বলিলেন,—বৃথা হয়। [illegible] বিবিধ [illegible] যখন সেই পুষ্কর দুইটি পাইলেন না, তখন তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।১৪৩

এইপ্রকারে [illegible] যখন পুষ্কর দুইটি পাইলেন না, তখন তিনি দেখিলেন —দুইটি নারী একটি [illegible]। [illegible] দুইটি [illegible] করিয়াছে। সেই [illegible] সুবর্ণ ও [illegible] আছে। [illegible] দেখিলেন—একটি চক্র, তাহার [illegible] আছে এবং [illegible] তাহা [illegible]। [illegible]

পাঠান্তর :— (১) [illegible]—

পাঠান্তর।— (২) —[illegible]—।
(৩) [illegible]।

ন [illegible] [illegible] [illegible] (১) ॥
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥১৩৬
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ॥১৩৭
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥১৩৮
যো [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ॥১৩৯
[illegible] ন এবং পুরুষঃ প্রাহ,—[illegible]
[illegible] [illegible], কিং [illegible] [illegible] [illegible] ।
ন [illegible] ॥১৪০
[illegible] যে [illegible] । ন [illegible] [illegible]
[illegible],—[illegible] [illegible] ॥১৪১
[illegible] । [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥১৪২
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ॥১৪৩

[illegible] ও একটি [illegible] [illegible] [illegible] ।১৩৪

উক্ত [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] সেই [illegible] [illegible] [illegible] ।১৩৫

[illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] ।১৩৬

[illegible] ও [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] নাই; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] বিবিধ [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] এবং তাহাতে [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতেছে ।১৩৭

[illegible], [illegible], [illegible], [illegible] বিহারী ও [illegible] যে [illegible] লোকসমাজকে বিচার করিয়া [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] থাকেন, যিনি পূর্বকালে [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন, [illegible] [illegible] সেই [illegible] আমি নমস্কার করি ।১৩৮—১৩৯

তাহার পর সেই পুরুষ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—'তোমার এই [illegible] আমি [illegible] হইয়াছি। তোমার কি প্রিয় কার্য করিব, বল'। উক্ত [illegible] বলিল—।১৪০

[illegible] আমার [illegible] [illegible]। সেই পুরুষ [illegible] পুনরায় বলিলেন—'এই [illegible] [illegible] [illegible] দাও' ।১৪১

অনন্তর উক্ত সেই [illegible] [illegible] [illegible] দিতে লাগিল। উক্ত [illegible] দিতে লাগিলে সেই [illegible] [illegible] [illegible] ছিদ্র হইতে [illegible] সহিত [illegible] নির্গত হইতে লাগিল ।১৪২

পাঠান্তর :— (১) —[illegible] [illegible] ।

ইমে কুণ্ডলে গৃহাণ ভবানিতি। স তে অভিজ্ঞায়োতঙ্কঃ, প্রতিগৃহ্য চ কুণ্ডলে নিশ্চক্রাম।

অথ তৎ পুণ্যকব্রতমুপাধ্যায়ান্যাঃ, পুণ্যং চাহমত্যাসক্তঃ, ন কথং সম্পাদয়ামীতি। তং এবং চিন্তয়ন্তমেব স পুরুষ উবাচ ।১৫৫

উতঙ্ক! এতমেবার্ষভমারোহ, এষ ত্বাং ক্ষণেনৈবোপাধ্যায়কুলং প্রাপয়িষ্যতীতি ।১৫৬

স তথেত্যুক্ত্বা তমৃষভমারুহ্য প্রত্যাজগামোপাধ্যায়কুলম্। উপাধ্যায়ানী চ স্নাতা কেশানাবপন্ত্যুপবিষ্টোতঙ্কো নাগচ্ছতীতি শাপায়াস্য মনো দধে ।১৫৭

অথ উতঙ্কঃ প্রবিশ্য উপাধ্যায়কুলমুপাধ্যায়ানীমভ্যবাদয়ৎ, তে চাস্যৈ কুণ্ডলে প্রাযচ্ছৎ। সা চৈনং প্রত্যুবাচ ।১৫৮

উতঙ্ক! দেশে কালেঽভ্যাগতোঽসি, স্বাগতং তে বৎস! ইদানীং হ্যনাগতোঽসি, কোপিতয়া ময়া শপ্তো ভবেঃ (১) শ্রেয়স্তবোপস্থিতং সিদ্ধিমাপ্নুহীতি ।১৫৯

অথোতঙ্ক উপাধ্যায়মভ্যবাদয়ৎ। তমুপাধ্যায় প্রত্যুবাচ,—বৎস উতঙ্ক! স্বাগতং তে কিং চিরং কৃতমিতি ।১৬০

তমুতঙ্ক উপাধ্যায়ং প্রত্যুবাচ ভোস্তক্ষকেণ মে নাগরাজেন বিঘ্নঃ কৃতোঽস্মিন্ কর্মণি, তেনাস্মি নাগলোকং গতঃ ।১৬১

সেই ক্ষত্রিয়পত্নী তখন তাঁহার পরিতোষ হইতে লাগিলেন, তখন অতিথিকে ধন দিয়া ও যত্ন করিয়া কুণ্ডল দুইটি খুলিয়া লইয়া নিজের হাতে অর্পিত হইয়া উতঙ্ককে বলিলেন—।১৫৩

'আপনি এই দুইটি কুণ্ডল গ্রহণ করুন'। উতঙ্ক কুণ্ডল দুইটি গ্রহণ করিলেন এবং কুণ্ডল দুইটি গ্রহণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ।১৫৪

'অধ্যাপকপত্নীর আজ সেই পুণ্যকব্রত; আমিও দূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছি; এই অবস্থায় কি উপায়ে আমি তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করি'? উতঙ্ক এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে সেই পুরুষ তাঁহাকে বলিল—।১৫৫

'উতঙ্ক! এই ষাঁড়ে আরোহণ কর, এই ষাঁড় তোমাকে ক্ষণকালের মধ্যেই অধ্যাপকের গৃহে লইয়া যাইবে' ।১৫৬

'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া উতঙ্ক সেই ষাঁড়ে আরোহণ করিয়া অধ্যাপকের গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। এদিকে অধ্যাপকপত্নী স্নান করিয়া বসিয়া কেশবন্ধন করাইতেছিলেন এবং উতঙ্ক না আসায় তজ্জন্য তাঁহাকে শাপ দিবেন বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন ।১৫৭

এই অবস্থায় উতঙ্ক অধ্যাপকের গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অধ্যাপকপত্নীকে অভিবাদন করিল এবং সেই দুইটি কুণ্ডল তাঁহাকে দিল। অধ্যাপকপত্নী উতঙ্ককে বলিলেন—।১৫৮

'তুমি যথাস্থানে যথাকালে উপস্থিত হইয়াছ; তোমার নির্বিঘ্নে আগমন হইয়াছে ত? এই সময় পর্যন্তও যদি তুমি না আসিতে, তাহা হইলে আমি ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে অভিশাপ দিতাম। তোমার মঙ্গল আছে, তুমি সিদ্ধিলাভ কর' ।১৫৯

তদনন্তর উতঙ্ক অধ্যাপকের নিকট যাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। অধ্যাপক উতঙ্ককে বলিলেন—'বৎস উতঙ্ক! তোমার নির্বিঘ্নে আগমন হইয়াছে ত? আসিতে এত বিলম্ব করিলে কেন' ?।১৬০

উতঙ্ক অধ্যাপককে বলিল—'দেব! নাগরাজ তক্ষক আমার এই কার্য্যে বিঘ্ন করিয়াছিল, সেই জন্য আমি নাগলোকে গিয়াছিলাম ।১৬১

পাঠান্তরম্।— (১) ['মনাগসি মে শপ্তঃ' ইতি পাঃ] [illegible]

তত্র চ ময়া দৃষ্টে স্ত্রিয়ৌ তন্ত্রেঽধিরোপ্য পটং বয়ন্ত্যৌ কৃষ্ণসিতৈস্তন্তুভিঃ তদেতৎ। কিং তৎ ? ॥১৬২

তত্র চ ময়া চক্রং দৃষ্টং দ্বাদশারম্। ষড় চৈনং কুমারাঃ পরিবর্ত্তয়ন্তি। তদপি কিং ? পুরুষশ্চাপি ময়া দৃষ্টঃ, স চাপি কঃ ? অশ্বশ্চাতিপ্রমাণো দৃষ্টঃ, স চাপি কঃ ?॥১৬৩

পথি গচ্ছতা চ ময়া ঋষভো দৃষ্টঃ, তং চ পুরুষোঽধিরূঢ়স্তেনাস্মি সোপচারমুক্তঃ—উত্তঙ্ক ! অস্য ঋষভস্য পুরীষং ভক্ষয়, উপাধ্যায়েনাপি তে ভক্ষিতমিতি ॥

ততস্তস্য বচনান্ময়া তদৃষভস্য পুরীষমুপযুক্তম্ (১) স চাপি কঃ ? তদহং ভবতোপদিষ্টমিচ্ছেয়ং শ্রোতুং কিং তদিতি। স তেনৈবমুক্ত উপাধ্যায়ঃ প্রত্যুবাচ ॥১৬৫

যে তে স্ত্রিয়ৌ ধাতা বিধাতা চ, যে চ তে কৃষ্ণাঃ সিতাস্তন্তবস্তে রাত্র্যহনী। যদপি তচ্চক্রং দ্বাদশারং ষড়্ বৈ কুমারাঃ পরিবর্ত্তয়ন্তি, তেঽপি ষড়্ ঋতবঃ, দ্বাদশারা দ্বাদশ মাসাঃ, সংবৎসরশ্চক্রম্ ॥১৬৬

যঃ পুরুষঃ স পর্জ্জন্যঃ, যোঽশ্বঃ সোঽগ্নিঃ, য ঋষভস্ত্বয়া পথি গচ্ছতা দৃষ্টঃ, স ঐরাবতো নাগরাট্ ॥১৬৭

যশ্চৈনমধিরূঢ়ঃ পুরুষঃ, স চেন্দ্রঃ, যদপি তে ভক্ষিতং তস্য ঋষভস্য পুরীষং, তদমৃতম্। তেন খল্বসি তস্মিন্ নাগলোকে (১), ন ব্যাপন্নস্ত্বম্ ॥১৬৮

সেখানে আমি দেখিলাম—দুইটি স্ত্রী তাঁতে বস্ত্র বয়ন করিতেছে এবং সেই তাঁতের উপর কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ সূত্র আছে। ঐ সকল কি ? ॥১৬২

আরও সেখানে একটি চক্র দেখিলাম, তাহাতে বারটি সোজা কাষ্ঠ লাগান আছে এবং ছয়জন বালক সেই চক্রটি ঘুরাইতেছে। তাহাই বা কি ? আমি একজন পুরুষকেও দেখিলাম, সেই পুরুষটি বা কে ? আরও একটি বিশাল অশ্ব দেখিলাম, সেটিও কে ? ॥১৬৩

পথে যাইবার সময় একটি বৃষ দেখিয়াছিলাম, তাহাতে একজন পুরুষ আরোহী ছিলেন। সেই পুরুষ আমাকে সাদরে বলিয়াছিলেন,—উত্তঙ্ক ! এই বৃষের বিষ্ঠা ভক্ষণ কর, তোমার অধ্যাপকও ইহা ভক্ষণ করিয়াছেন ॥১৬৪

তাহার পর তাঁহার কথানুসারে আমি সেই বৃষের বিষ্ঠা ভক্ষণ করিলাম। সেই পুরুষটিই বা কে ? এই সকল কি তাহা আপনি বলুন, আমি ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি। উত্তঙ্ক এই কথা বলিলে অধ্যাপক বলিতে লাগিলেন—॥১৬৫

সেই যে দুইটি স্ত্রীকে বস্ত্রবয়ন করিতে দেখিয়াছিলে, তাহারা উৎপাদক ও পালনকর্ত্তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আর যে কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ সূত্র সেগুলি রাত্রি ও দিন। আর সেই যে বারটি কাষ্ঠের চক্র ছয়টি বালক ঘুরাইতেছে, সেই ছয়টি বালক ছয় ঋতু, বারটি কাষ্ঠ বার মাস এবং চক্রটি বৎসর ॥১৬৬

সেই পুরুষটি মেঘ ও অশ্বটি অগ্নি। পথে যাইবার সময় তুমি যে বৃষটি দেখিয়াছ, সেটি নাগরাজ ঐরাবত ॥১৬৭

তাহার উপর যিনি আরূঢ় ছিলেন, তিনি ইন্দ্র; আর তুমি যে সেই বৃষের বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়াছ, তাহা

পাঠান্তরঃ— (১) —উপভুক্তম্।

পাঠান্তরঃ— (১) —নাগভবনে—।

স হি ভগবান্ পুরন্দরো মম সখা স্বয়মুপেত্য ত্বয়্যনুগ্রহং কৃতবান্। তেন চ কুণ্ডলে গৃহীত্বা পুনরাগতোঽসীতি ।১৬৯

এবং সৌম্য ! গম্যতাম্, অনুজানে ভবন্তম্, শ্রেয়োঽবাপ্স্যসীতি। স উপাধ্যায়েনানুজ্ঞাতো ভগবানুত্তঙ্কঃ ক্রুদ্ধস্তক্ষকং প্রতিচিকীর্ষমাণো হাস্তিনপুরং প্রতস্থে ।১৭০

স হাস্তিনপুরং প্রাপ্য ন চিরাদ্ দ্বিজসত্তমঃ।
সমাগচ্ছত রাজানমুত্তঙ্কো জনমেজয়ম্ ।১৭১

পুরা তক্ষশিলাসংস্থং নিবৃত্তমপরাজিতম্।
সম্যগ্ বিজয়িনং দৃষ্ট্বা সমন্তান্মন্ত্রিভির্বৃতম্ ।১৭২

তস্মৈ জয়াশিষঃ পূর্ব্বং যথান্যায়ং প্রযুজ্য সঃ।
উবাচৈনং বচঃ কালে শব্দসম্পন্নয়া গিরা ।১৭৩

উত্তঙ্ক উবাচ।

অন্যস্মিন্ করণীয়ে তু কার্য্যে পার্থিবসত্তম।
বাল্যাদিবান্যদেব ত্বং কুরুষে নৃপসত্তম ।১৭৪

সৌতিরুবাচ।

এবমুক্তস্তু বিপ্রেণ স রাজা জনমেজয়ঃ।
অর্চয়িত্বা যথান্যায়ং প্রত্যুবাচ দ্বিজোত্তমম্ ।১৭৫

জনমেজয় উবাচ।

আসাং প্রজানাং পরিপালনেন
স্বং ক্ষত্রধর্ম্মং পরিপালয়ামি।
প্রব্রূহি মে কিং করণীয়মদ্য
যেনাসি কার্য্যেণ সমাগতস্ত্বম্ ।১৭৬

হয়। সেই তেজেই তুমি সেই নাগলোকে বিনষ্ট হও নাই ।১৬৮

সেই ভগবান্ ইন্দ্র আমার সখা। তিনি দয়াবশতঃ তোমার প্রতি এই অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাই তুমি কুণ্ডলদুটি লইয়া পুনরায় আসিতে সমর্থ হইয়াছ ।১৬৯

অতএব সৌম্য ! উত্তঙ্ক ! আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, তুমি গমন করিতে পার; তুমি মঙ্গল লাভ করিবে।' অধ্যাপকের অনুমতি লাভ করিয়া তপঃপ্রভাবশালী সেই উত্তঙ্ক ক্রুদ্ধ হইয়া তক্ষকের কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় হস্তিনাপুর প্রস্থান করিলেন ।১৭০

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উত্তঙ্ক অবিলম্বে হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া রাজা জনমেজয়ের সহিত মিলিত হইলেন ।১৭১

তৎপূর্ব্বে রাজা জনমেজয় তক্ষশিলাতে অবস্থান করিয়া কোনও প্রকারে পরাজিত না হইয়া এবং সর্ব্বপ্রকারে বিজয়ী হইয়া সেই সময় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন ও মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন, এইরূপ অবস্থায় উত্তঙ্ক তাঁহাকে দেখিয়া যথারীতি জয়াশীর্ব্বাদ করত উপযুক্ত সময়ে বিশিষ্টশব্দশালী বাক্যে তাহাকে বলিলেন ।১৭২-১৭৩

উত্তঙ্ক বলিলেন—'নৃপশ্রেষ্ঠ ! আপনার অন্য কার্য্য করণীয় থাকিতেও বালকের মতই যেন আপনি অন্য কার্য্য করিতেছেন' ।১৭৪

সৌতি বলিলেন—'উত্তঙ্ক এই কথা বলিলে রাজা জনমেজয় ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উত্তঙ্ককে যথানিয়মে পূজা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন' ।১৭৫

[illegible] পর্ব্ব—[illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] ও [illegible]। [illegible] ও [illegible]—[illegible] ও [illegible]। [illegible] [illegible] পবিত্র, [illegible], [illegible], পরিমিত ও [illegible]। [illegible]=[illegible]। [illegible]=[illegible], [illegible]=[illegible], [illegible]=[illegible]। [illegible]—[illegible]। [illegible]—[illegible]।

সৌতিরুবাচ।

স এবমুক্তস্তু নৃপোত্তমেন
দ্বিজোত্তমঃ পুণ্যকৃতাং বরিষ্ঠঃ।
উবাচ রাজানমদীনসত্ত্বং
স্বমেব কার্য্যং নৃপতে কুরুষ্ব ॥১৭৭

উতঙ্ক উবাচ।

তক্ষকেণ নরেন্দ্রেন্দ্র যেন তে হিংসিতঃ পিতা।
তস্মৈ প্রতিকুরুষ্ব ত্বং পন্নগায় দুরাত্মনে ॥১৭৮

কার্য্যকালং হি মন্যেঽহং বিধিদৃষ্টস্য কর্ম্মণঃ।
তদ্গচ্ছাপচিতিং রাজন্ পিতুস্তস্য মহাত্মনঃ ॥১৭৯

তেন হ্যনপরাধী স দষ্টো দুষ্টান্তরাত্মনা।
পঞ্চত্বমগমদ্ রাজা বজ্রাহত ইব দ্রুমঃ ॥১৮০

বলদর্পসমুৎসিক্তস্তক্ষকঃ পন্নগাধমঃ।
অকার্য্যং কৃতবান্ পাপো যোঽদশৎ পিতরং তব ॥

রাজর্ষিবংশগোপ্তারমমরপ্রতিমং নৃপম্।
নিবার্য্য কাশ্যপং চৈব ন্যবর্ত্তয়ত পাপকৃৎ ॥১৮২

দগ্ধুমর্হসি তং পাপং জ্বলিতে হব্যবাহনে।
সর্পসত্রে মহারাজ ত্বরিতং তদ্বিধীয়তাম্ ॥১৮৩

এবং পিতুশ্চাপচিতিং কৃতবাংস্ত্বং ভবিষ্যসি।
মম প্রিয়ঞ্চ সুমহৎ কৃতং রাজন্ ভবিষ্যতি (১) ॥১৮৪

কর্ম্মণঃ পৃথিবীপাল মম যেন দুরাত্মনা।
বিঘ্নঃ কৃতো মহারাজ গুর্ব্বর্থং চরতোঽনঘ ॥১৮৫

সৌতিরুবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু নৃপতিস্তক্ষকায় চুকোপ হ।
উতঙ্কবাক্যহবিষা দীপ্তোঽগ্নির্হবিষা যথা ॥১৮৬

জনমেজয় বলিলেন—এই সকল প্রজাদের পরিপালনের কার্য্যে আমি নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য পালন করিতেছি। যে কার্য্যের জন্য আপনি এখন আসিয়াছেন, আমাকে বলুন সেই কার্য্যটি কি? তাহা আপনি বলুন।'১৭৬

সৌতি বলিলেন—পুণ্যবান্ লোকের শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উতঙ্ক উদারচিত্ত রাজাকে বলিলেন—'মহারাজ! আপনি আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য করুন' ।১৭৭

উতঙ্ক বলিলেন—'নৃপতে! যে তক্ষক সর্প আপনার পিতার প্রাণনাশ করিয়াছে, আপনি তাহার প্রতীকার করুন'।১৭৮

'আমার মতে শাস্ত্রীয় কার্য্য অনুষ্ঠানের ইহাই সময়। অতএব হে রাজন্! আপনি আপনার সেই মহাত্মা পিতার বিনাশের প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।১৭৯

নিরপরাধ রাজা পরীক্ষিৎ দুষ্টাত্মা তক্ষকের দংশনে বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।১৮০

'বলদর্পে মত্ত পাপী সর্পাধম তক্ষক আপনার পিতাকে দংশন করিয়া নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়াছিল।১৮১

রাজর্ষিবংশের রক্ষক, দেবতুল্য রাজা পরীক্ষিতের সর্পদংশনের চিকিৎসার জন্য কাশ্যপ আসিতেছিলেন, কিন্তু পাপাচারী তক্ষক তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছিল।১৮২

মহারাজ! সর্পযজ্ঞের প্রজ্বলিত অগ্নিতে সেই পাপী তক্ষককে আপনি দগ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন; সুতরাং শীঘ্রই সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন।১৮৩

এইরূপ করিলে আপনি আপনার পিতৃবধের প্রতিশোধ লইতে পারিবেন এবং আমারও বিশেষ প্রিয় কার্য্য করা হইবে।১৮৪

হে নিষ্পাপ মহীপালক মহারাজ! গুরুদক্ষিণার জন্য কুণ্ডল আনিবার সময় এই দুরাত্মা তক্ষক আমার কার্য্যের বিঘ্ন করিয়াছিল।১৮৫

পাঠান্তরঃ—(১) —[illegible]।

অপৃচ্ছৎ স তদা রাজা মন্ত্রিণস্তান্ সুদুঃখিতঃ ।
উত্তঙ্কস্য বচঃ শ্রুত্বা পিতুঃ স্বর্গগতিং প্রতি ॥১৯৭

তদৈব হি স রাজেন্দ্রো দুঃখশোকাপ্লুতোঽভবৎ ।
যদৈব বৃত্তং পিতরমুত্তঙ্কাদশৃণোৎ তদা ॥১৯৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি পৌষ্যপর্ব্বণি
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

সৌতি বলিলেন—রাজা জনমেজয় উতঙ্কের এইকথা শুনিয়া, অতি তেজস্বী প্রতাপশালী এবং গৌতম উতঙ্কের উত্তেজক বাক্যে উত্তেজিত হইয়া তক্ষকের প্রতি কুপিত হইলেন।১৯৬

তখন রাজা জনমেজয় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া উতঙ্কের নিকটেই পিতার মৃত্যুর বিষয় মন্ত্রিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১৯৭

মহারাজ জনমেজয় যখনই উতঙ্কের মুখে পিতার মৃত্যুর বৃত্তান্ত শুনিলেন, তখনই দুঃখ ও শোকে অত্যন্ত আকুল হইয়া পড়িলেন।১৯৮

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বে পৌষ্যপর্ব্বনামক তৃতীয়াধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

(পৌলোমপর্ব্ব)

(কথা-প্রবেশঃ)

লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবাঃ সৌতিঃ পৌরাণিকো নৈমিষারণ্যে শৌনকস্য কুলপতের্দ্বাদশবার্ষিকে সত্রে ঋষীনভ্যাগতানুপতস্থে ॥১

স (১) কৃতাঞ্জলিরুবাচ 'পৌরাণিকঃ [illegible] [illegible]। কিং ভবন্তঃ শ্রোতুমিচ্ছন্তি, কিমহং ব্রুবাণীতি ॥২

চতুর্থ অধ্যায়।

(পৌলোমপর্ব্ব)

[কথাপ্রবেশ]

লোমহর্ষণপুত্র, উগ্রশ্রবা ও পুরাণবিৎ সৌতি নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞে উপস্থিত ঋষিগণের নিকটে পুরাণের উপাখ্যান [illegible] তাঁহাদের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।১

সৌতি কৃতাঞ্জলি হইয়া ঋষিগণকে বলিলেন— 'আমি উতঙ্কের চরিত্র সমস্তই বলিলাম। [illegible] এখন আপনারা কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? আমি কি বলিব' ।২

পাঠান্তর :— (১) পৌরাণিকঃ পুরাণে কৃতশ্রমঃ স— ।

* [illegible] 'পৌষ্যপর্ব্ব' [illegible] [illegible] নাই দেখা যায় না।

তমৃষয় ঊচুঃ,—পরমং লৌমহর্ষণে! বক্ষ্যামস্ত্বাম্, নঃ প্রতিবক্ষ্যসি বচঃ, শুশ্রূষতাং কথাযোগং নঃ কথাযোগে ॥৩

তত্র ভগবান্ কুলপতিস্তু শৌনকোঽগ্নিশরণমধ্যাস্তে ॥৪

দীর্ঘসত্রগতাং সর্বাঃ কথাঃ শ্রোতুং ক্রতোর্বিধৌ ॥৫
যোঽসৌ দিব্যাঃ কথা বেদ দেবতাসুরসংকথাঃ।
মনুষ্যোরগ-গন্ধর্বকথা বেদ চ সর্বশঃ ॥৬

স চাপ্যস্মিন্ মখে সৌতে বিদ্বান্ কুলপতির্দ্বিজঃ।
দক্ষো ধৃতব্রতো ধীমাঞ্ছাস্ত্রে চারণ্যকে গুরুঃ ॥৭

সত্যবাদী শমপরস্তপস্বী নিয়তব্রতঃ।
সর্বেষামেব নো মান্যঃ স তাবৎ প্রতিপাল্যতাম্ ॥৮

তস্মিন্নধ্যাসতি গুরাবাসনং পরমার্চিতম্।
ততো বক্ষ্যসি যৎ ত্বাং স প্রক্ষ্যতি দ্বিজসত্তমঃ ॥৯

সৌতিরুবাচ।

এবমস্তু গুরৌ তস্মিন্নুপবিষ্টে মহাত্মনি।
তেন পৃষ্টঃ কথাঃ পুণ্যা বক্ষ্যামি বিবিধাশ্রয়াঃ ॥১০

সোঽথ বিপ্রর্ষভঃ সর্বং কৃত্বা কার্যং যথাবিধি।
দেবান্ বাগ্ভিঃ পিতৄনদ্ভিস্তর্পয়িত্বাজগাম হ ॥১১

যত্র ব্রহ্মর্ষয়ঃ সিদ্ধাস্ত আসীনা যতব্রতাঃ।
যজ্ঞায়তনমাশ্রিত্য সূতপুত্রপুরঃসরাঃ ॥১২

ঋষিগণ সৌতিকে বলিলেন—হে লোমহর্ষণপুত্র! শৌনকের আগমনের পর আমরা আপনাকে বলিব যে, আমরা কি শুনিতে ইচ্ছুক। আমরা এই বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি; আমাদের প্রশ্নানুসারে আপনি আমাদিগকে বৃত্তান্তসমূহ বলিবেন ॥৩

পূজনীয় কুলপতি শৌনক হোমগৃহে অবস্থান করিতেছেন ॥৪

এই যজ্ঞ দীর্ঘকালব্যাপী হইবে, সেইজন্য সমস্ত বৃত্তান্তই শুনিবার সময় হইবে ॥৫

যিনি দেবগণ ও অসুরগণের সম্বন্ধে অলৌকিক উপাখ্যানসমূহ এবং মনুষ্য, সর্প ও গন্ধর্বগণের সমস্ত উপাখ্যান অবগত আছেন ॥৬

সৌতি! বিদ্বান্, বহু দ্বিজের অধ্যাপক, দক্ষ, বুদ্ধিমান্, ধৃতব্রত ও আরণ্যকের উপদেষ্টা সেই ব্রাহ্মণ শৌনক* এই যজ্ঞে ব্রতী আছেন ॥৭

তিনি সত্যবাদী, শমপরায়ণ, তপস্বী এবং নিয়তব্রত। সেই হেতু তিনি আমাদের সকলেরই মান্য, সুতরাং তাঁহার জন্য আপনি প্রতীক্ষা করুন ॥৮

তিনিই সেই অর্চনীয় পরম পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হইয়া আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন আপনি তাহা বলিবেন ॥৯

সৌতি বলিলেন—'এইরূপ হউক। সেই মহাত্মা গুরু শৌনক আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রশ্ন করিলে আমি নানা বিষয়ে পবিত্র কথা বলিব ॥১০

তদনন্তর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শৌনক যথাবিধি সন্ধ্যা-বন্দনাদি সকল কার্য সমাপন করিয়া দেবগণের স্তুতি দ্বারা এবং পিতৃগণের জলের দ্বারা তৃপ্তি সাধন করিয়া সেইখানে আগমন করিলেন ॥১১

যেখানে সিদ্ধ সংযত ব্রহ্মর্ষিগণ সৌতিকে অগ্রভাগে রাখিয়া যজ্ঞশালার মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন ॥১২

---

* কোন কোন পুস্তকে এই পংক্তিটি দেখা যায় না।

ঋত্বিক্ষ্বথ সদস্যেষু স বৈ গৃহপতিস্ততঃ।
উপবিষ্টেষু সর্ব্বেষু শৌনকোঽথাব্রবীদিদম্ ॥১০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি পৌলোমপর্ব্বণি কথাপ্রবেশো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪॥

শৌনককে দেখিয়া আসন হইতে উত্থিত পুরোহিতগণ ও সদস্যগণ তাঁহার আদেশে উপবেশন করিলে গৃহপতি শৌনক উপবিষ্ট হইয়া তখন এই কথা বলিলেন ॥১০॥

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যকৃত ভারতকৌমুদী সহিত মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত পৌলোমপর্ব্বে কথাপ্রবেশনামক চতুর্থাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

ভৃগুবংশানুক্রমে পুলোমাপ্রস্তাবঃ, অগ্নিরক্ষসোঃ সহ সংবাদশ্চ।

শৌনক উবাচ।
পুরাণমখিলং তাত পিতা তেঽধীতবান্ পুরা।
ভারতাধ্যয়নং সর্ব্বং কৃষ্ণদ্বৈপায়নাত্তথা *।
কচ্চিৎ ত্বমপি তৎ সর্ব্বমধীষে লৌমহর্ষণে ॥১॥

পুরাণে হি কথা দিব্যা আদিবংশাশ্চ ধীমতাম্।
কথ্যন্তে যে পুরাস্মাভিঃ শ্রুতপূর্ব্বাঃ পিতুস্তব ॥২॥
তত্র বংশমহং পূর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ভার্গবম্।
কথয়স্ব কথামেতাং কল্যাঃ স্ম শ্রবণে তব ॥৩॥

পঞ্চম অধ্যায়।

[ভৃগুবংশের আখ্যানে পুলোমাবৃত্তের আরম্ভ এবং অগ্নিদেবের সহিত রাক্ষসের আলাপ]

শৌনক বলিলেন—'বৎস সৌতি! পূর্ব্বে তোমার পিতা সকল পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং বেদব্যাসের নিকটে সেই সমস্ত মহাভারতও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তুমিও কি সেই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ ॥১॥

পুরাণে অলৌকিক কথা এবং বহু প্রকৃষ্ট বিদ্বানের আদিবংশসমূহ কথিত হইয়াছে, যাহা আমরা তোমার পিতার নিকটে পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম ॥২॥

সেই আদিবংশসমূহের মধ্যে প্রথমে আমি ভৃগুবংশ শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। এই বংশের কথা তুমি বল, তোমার মুখ হইতে শুনিবার জন্য আমরা প্রস্তুত হইয়াছি ॥৩॥

---

* কোন কোন আদর্শপুস্তকে এই পংক্তি দেখা যায় না।

সৌতিরুবাচ।

যদধীতং পুরা সম্যক্ দ্বিজশ্রেষ্ঠৈর্মহাত্মভিঃ।
বৈশম্পায়নবিপ্রাদ্যৈস্তৈশ্চাপি কথিতং যথা ॥৪

যদধীতঞ্চ পিত্রা মে সম্যক্ চৈব ততো ময়া।
অবধত্স্ব যো দেবৈঃ সেন্দ্রৈঃ সর্ষি-মরুদ্গণৈঃ ॥৫

পূজিতঃ প্রবরো বংশো ভার্গবো ভৃগুনন্দন।
ইমং বংশমহং পূর্বং ভার্গবং তে মহামুনে ॥৬

নিগদামি কথাযুক্তং পুরাণাশ্রয়সংযুতম্।
ভৃগুর্মহর্ষির্ভগবান্ ব্রহ্মণা বৈ স্বয়ম্ভুবা ॥৭

বরুণস্য ক্রতৌ জাতঃ পাবকাদিতি নঃ শ্রুতম্।
ভৃগোঃ সুদয়িতঃ পুত্রশ্চ্যবনো নাম ভার্গবঃ ॥৮

চ্যবনস্য চ দায়াদঃ প্রমতির্নাম ধার্মিকঃ।
প্রমতেরপ্যভূৎ পুত্রো ঘৃতাচ্যাং রুরুরিত্যুত ॥৯

রুরোরপি সুতো জজ্ঞে শুনকো বেদপারগঃ।
প্রমদ্বরায়াং ধর্মাত্মা তব পূর্বপিতামহঃ ॥১০

তপস্বী চ যশস্বী চ শ্রুতবান্ ব্রহ্মবিত্তমঃ।
ধার্মিকঃ সত্যবাদী চ নিয়তো নিয়তাশনঃ ॥১১

শৌনক উবাচ।

সূতপুত্র যথা তস্য ভার্গবস্য মহাত্মনঃ।
চ্যবনত্বং পরিখ্যাতং তন্মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ ॥১২

সৌতিরুবাচ।

ভৃগোঃ সুদয়িতা ভার্যা পুলোমেত্যভিবিশ্রুতা।
তস্যাং সমভবদ্ গর্ভো ভৃগুবীর্য্যসমুদ্ভবঃ ॥১৩

তস্মিন্ গর্ভেঽথ সম্ভূতে পুলোমায়াং ভৃগূদ্বহ।
সময়ে সমশীলিন্যাং ধর্মপত্ন্যাং যশস্বিনঃ ॥১৪

অভিষেকায় নিষ্ক্রান্তে ভৃগৌ ধর্মভৃতাং বরে।
আশ্রমং তস্য রক্ষোঽথ পুলোমাভ্যাজগাম হ ॥১৫

সৌতি বলিলেন—"হে মহামুনি ভৃগুনন্দন! পূর্বে বৈশম্পায়ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মহাত্মারা যাহা যথানিয়মে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন, আমার পিতা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং আমিও পিতার নিকট যাহা যথানিয়মে অধ্যয়ন করিয়াছি, আপনি তৎসমস্তই শ্রবণ করুন। যে শ্রেষ্ঠ ভৃগুবংশ ঋষিগণ, মরুদ্গণ ও ইন্দ্রাদিদেবগণ কর্তৃক সম্মানিত হইয়া আসিতেছে, আমি সেই পুরাণ-কথিত ভৃগুবংশের বিষয় প্রথমেই আপনার নিকট বলিতেছি।

আমরা ইহা শুনিয়াছি যে, ব্রহ্মা সম্পাদিত বরুণের যজ্ঞে অগ্নি হইতে ঐশ্বর্য্যশালী মহর্ষি ভৃগু উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

ভৃগু চ্যবননামক একটি ধার্ম্মিক পুত্র জন্মদান করিয়াছিলেন। চ্যবনের উত্তরাধিকারী যে ধার্ম্মিক পুত্রটি জন্মিয়াছিলেন তাঁহার নাম প্রমতি।

ঘৃতাচীর গর্ভে প্রমতির রুরুনামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রমদ্বরার গর্ভে শুনক নামে একটি পুত্র জন্মিয়াছিলেন। তিনি বেদপারদর্শী ও ধর্মাত্মা এবং তিনিই আপনার প্রপিতামহ ছিলেন। সেই শুনক তপস্বী, যশস্বী, শাস্ত্রজ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং নিয়মচারী ও মিতাহারী ছিলেন ॥৯-১১

শৌনক বলিলেন—"সূতপুত্র! সেই মহাত্মা ভৃগুপুত্র যে কারণে চ্যবননামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, সেই কারণ আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা তুমি আমার নিকট বল" ॥১২

সৌতি বলিলেন—ভৃগুর পুলোমা নামে বিখ্যাতা প্রিয়তমা পত্নী ছিলেন, ভৃগুর সংসর্গে তাঁহার গর্ভ উৎপন্ন হইয়াছিল ॥১৩

হে ভৃগুনন্দন! যশস্বী ভৃগুর স্বজাতি-

তং প্রবিশ্যাশ্রমং দৃষ্ট্বা ভৃগোর্ভার্য্যামনিন্দিতাম্।
হৃচ্ছয়েন সমাবিষ্টো বিচেতাঃ সমপদ্যত ॥১৬

অভ্যাগতং তু তদ্রক্ষঃ পুলোমা চারুদর্শনা।
ন্যমন্ত্রয়ত বন্যেন ফলমূলাদিনা তদা ॥১৭

তাং তু রক্ষস্তদা ব্রহ্মন্ হৃচ্ছয়েনাভিপীড়িতম্।
দৃষ্ট্বা হৃষ্টমভূদ্রাজন্ জিহীর্ষুস্তামনিন্দিতাম্ ॥১৮

জাতমিত্যব্রবীৎ কার্য্যং জিহীর্ষুর্মুদিতঃ শুভাম্।
সা হি পূর্ব্বং বৃতা তেন পুলোম্না তু শুচিস্মিতা ॥১৯

তাং তু প্রাদাৎ পিতা পশ্চাদ্ ভৃগবে শাস্ত্রবত্তদা।
তস্য তৎ কিল্বিষং নিত্যং হৃদি বর্ত্ততি ভার্গব ॥২০

ইদমন্তরমিত্যেবং হর্ত্তুং চক্রে মনস্তদা।
অথাগ্নিশরণেঽপশ্যজ্জ্বলিতং জাতবেদসম্ ॥২১

তমপৃচ্ছৎ ততো রক্ষঃ পাবকং জ্বলিতং তদা।
শংস মে কস্য ভার্য্যেয়মগ্নে পৃষ্ট ঋতেন বৈ ॥২২

মুখং ত্বমসি দেবানাং বদ পাবক পৃচ্ছতে।
ময়া হীয়ং বৃতা পূর্ব্বং ভার্য্যার্থে বরবর্ণিনী ॥২৩

পশ্চাদিমাং পিতা প্রাদাৎ ভৃগবেঽনৃতকারিণে।
সেয়ং যদি বরারোহা ভৃগোর্ভার্য্যা রহোগতা ॥২৪

বিনীতা ভৃগুর ধর্ম্মপত্নী পুলোমার যথাসময়ে গর্ভসঞ্চার হইলে পর, একদা ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভৃগু স্নান করিবার জন্য আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে, পুলোমানামক এক রাক্ষস সেই আশ্রমে আসিল ॥১৪-১৫

সেই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পুলোমা রাক্ষস ভৃগুর ধর্ম্মপত্নী পুলোমাকে দেখিয়া কামাতুর হইয়া মুগ্ধ হইল ॥১৬

কিন্তু সুন্দরী পুলোমা দেবী তখন সেই অতিথি রাক্ষসকে বন্য ফলমূলাদি আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন ॥১৭

হে ব্রাহ্মণপতি শৌনক! কামপীড়িত সেই রাক্ষস তখন সুন্দরী পুলোমাদেবীকে দেখিয়া আনন্দিত হইল এবং তাঁহাকে অপহরণ করিতে ইচ্ছা করিল ॥১৮

অনন্তর পুলোমাদেবীকে অপহরণ করিতে উদ্যুক্ত হইয়া আনন্দিত রাক্ষস বলিল,—আমার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। কারণ পুলোমা রাক্ষস পূর্ব্বে সেই সুহাসিনী পুলোমা দেবীকে বিবাহ করিবার জন্য মনে বরণ করিয়াছিল ॥১৯

হে ভার্গব! কিন্তু পরে পুলোমাদেবীর পিতা তাঁহাকে শাস্ত্রানুসারে ভৃগুকে দান করিয়াছিলেন। তদবধি রাক্ষসের মনে সেই দুঃখ সর্ব্বদাই বিদ্যমান ছিল ॥২০

'ইহাই অপহরণ করিবার উপযুক্ত অবসর' ইহা চিন্তা করিয়া সেই রাক্ষস তখন পুলোমাদেবীকে অপহরণ করিতে উদ্যুক্ত হইল; অনন্তর হোমগৃহে প্রজ্বলিত অগ্নি দেখিতে পাইল ॥২১

অনন্তর পুলোমা রাক্ষস তখন সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকে এই কথা বলিল—"অগ্নি! আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ইনি কাহার পত্নী তাহা তুমি আমাকে সত্য করিয়া বল ॥২২

অগ্নি! তুমি দেবতাগণের মুখ, অতএব আমি তোমাকে যে প্রশ্ন করিতেছি তাহার উত্তর দাও। এই উত্তম নারীকে আমি পূর্ব্বে আমার পত্নী করিবার জন্য বরণ করিয়াছিলাম ॥২৩

পরে ইঁহার পিতা মিথ্যার আশ্রয় লইয়া ইঁহাকে ভৃগুর হস্তে সম্প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে এই উত্তমা রমণী গোপনে যদি ভৃগুর পত্নী হইয়াও থাকেন ॥২৪

তথা সত্যং সমাখ্যাহি জিহীর্ষাম্যাশ্রমাদিমাম্ ।
স মন্যুর্মম হৃদয়ং প্রদহন্নিব তিষ্ঠতি ॥২৫
মৎপূর্ব্বভার্য্যাং যদিমাং ভৃগুঃ প্রাপ সুমধ্যমাম্ ।
[illegible] হরিষ্যাম্যাশ্রমাদিমাম্ ॥২৬

সৌতিরুবাচ ।

এবং রক্ষস্তমামন্ত্র্য জ্বলিতং জাতবেদসম্ ।
শঙ্কমানো ভৃগোর্ভার্য্যাং পুনঃ পুনরপৃচ্ছত ॥২৭
ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি নিত্যদা ।
সাক্ষিবৎ পুণ্যপাপেষু সত্যং ব্রূহি কবে বচঃ ॥২৮
মৎপূর্ব্বাপহৃতা ভার্য্যা ভৃগুণানৃতকারিণা ।
সেয়ং যদি তথা মে ত্বং সত্যমাখ্যাতুমর্হসি ॥২৯
শ্রুত্বা ত্বত্তো ভৃগোর্ভার্য্যাং হরিষ্যাম্যাশ্রমাদিমাম্ ।
জাতবেদঃ পশ্যতস্তে বদ সত্যাং গিরং মম ॥৩০

সৌতিরুবাচ ।

তস্যৈতদ্বচনং শ্রুত্বা সপ্তার্চ্চির্দুঃখিতোহভবৎ ।
ভীতোহনৃতাচ্চ শাপাচ্চ ভৃগোরিত্যব্রবীচ্ছনৈঃ ॥৩১

অগ্নিরুবাচ ।

ত্বয়া বৃতা পুলোমেয়ং পূর্ব্বং দানবনন্দন ।
কিন্ত্বিয়ং বিধিনা পূর্ব্বং মন্ত্রবন্ন বৃতা ত্বয়া ॥৩২
পিত্রা তু ভৃগবে দত্তা পুলোমেয়ং যশস্বিনী ।
দদাতি ন পিতা তুভ্যং বরলোভান্মহাযশাঃ ॥৩৩
অথেমাং বেদদৃষ্টেন কর্ম্মণা বিধিপূর্ব্বকম্ ।
ভার্য্যামৃষির্ভৃগুঃ প্রাপ মাং পুরস্কৃত্য দানব ॥৩৪

"তথাপি তুমি সত্য কথা বল। আমি উহাকে এই আশ্রম হইতে হরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। কারণ সেই দুঃখ আমার হৃদয়কে যেন দহন করিয়াই আছে ॥২৫

"পূর্ব্বে আমারই বিবাহিতা পত্নী এই সুমধ্যমা নারীকে যে ভৃগু গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আমার সম্মতি নাই; সুতরাং আজ এই আশ্রম হইতে ইহাকে আমি হরণ করিব ॥২৬

সৌতি বলিলেন—'পুলোমা (দেবী) শাস্ত্রানুসারে ভৃগুর পত্নী কি না' এই সন্দেহ করিয়া পুলোমা রাক্ষস এই প্রকারে সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিল ॥২৭

"হে সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি! তুমি সমস্ত প্রাণীর অন্তরে সর্ব্বদা বিচরণ কর এবং তাহাদের পাপ-পুণ্যের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা হইয়া থাক। তুমি আমাকে সত্য কথা বল ॥২৮

মিথ্যাব্যবহারী ভৃগু আমার পূর্ব্ববৃত পত্নীকে অপহরণ করিয়াছে। সেই পুলোমাদেবী যদি আমার পূর্ব্ববৃত পত্নীই হন, তাহা হইলে তুমি আমাকে সেই সত্য কথা বলিতে পার ॥২৯

"অগ্নি! তোমার নিকট সেই সত্য কথা শুনিয়া আমি তোমার সম্মুখেই এই ভৃগুপত্নীকে আশ্রম হইতে হরণ করিব। আমাকে সত্য কথা বল ॥৩০

সৌতি বলিলেন—অগ্নি পুলোমা রাক্ষসের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং মিথ্যাকথন ও ভৃগুশাপের ভয়ে ভীত হইয়া ধীরে ধীরে এইরূপ বলিলেন ॥৩১

অগ্নি বলিলেন—হে দানবনন্দন! তুমি পূর্ব্বে এই পুলোমাকে বরণ করিয়াছিলে, কিন্তু তুমি বিধি অনুসারে মন্ত্রপাঠ করিয়া বরণ কর নাই ॥৩২

কিন্তু এই পুলোমার পিতা যশস্বিনী পুলোমাকে ভৃগুর হস্তেই সম্প্রদান করিয়াছেন। পুলোমার মহাযশস্বী পিতা ভৃগুর নিকট হইতে বরপ্রাপ্তির লোভে তোমাকে সমর্পণ করেন নাই ॥৩৩

---

* কোন কোন পুস্তকে এই স্থলে নিম্নলিখিত শ্লোকটী অধিক দেখা যায়,—

[illegible] যদি মে [illegible] ।
[illegible] ॥

সোঽভিজ্ঞায়স্বাপি মামৃতং বদ পৃচ্ছতে।
নানৃতং হি সদা লোকে পূজ্যন্তে সত্যবাদিনঃ ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি পৌলোমে পুলোমাগ্নিসংবাদো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

হে দানব! তাহার পর ভৃগু ঋষি বেদোক্ত বিধি অনুসারে আমাকে সাক্ষী রাখিয়া যথাবিধানে বৈদিক পদ্ধতিতে প্রাপ্ত হইয়াছেন।৩৪

হে দানবশ্রেষ্ঠ! আমি জানি যে, ইনি সেই পুলোমা। আমি মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না। কারণ জগতে কেবল সত্যেরই সমাদর করে মানুষ

শ্রীমদ্বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত পৌলোমপর্ব্বে পুলোমাগ্নিসংবাদনামক পঞ্চমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

[চ্যবনস্য জন্ম, তস্য তেজসা পুলোমাহারকস্য ভস্মীভবনম্, অগ্নিদেবায় ভৃগুমুনেঃ শাপদানঞ্চ।]

সৌতিরুবাচ।

অগ্নেরথ বচঃ শ্রুত্বা তদ্ রক্ষঃ প্রজহার তাম্।
ব্রহ্মন্ বরাহরূপেণ মনোমারুতরংহসা ॥১

ততঃ স গর্ভো নিবসন্ কুক্ষৌ ভৃগুকুলোদ্বহ।
রোষান্মাতুশ্চ্যুতঃ কুক্ষেশ্চ্যবনস্তেন সোঽভবৎ ॥২

তং দৃষ্ট্বা মাতুরুদরাচ্চ্যুতমাদিত্যবর্চসম্।
তদ্ রক্ষো ভস্মসাদ্ভূতং পপাত পরিমুচ্য তাম্ ॥৩

সা তমাদায় সুশ্রোণী সসার ভৃগুনন্দন (১)।
চ্যবনং ভার্গবং পুত্রং পুলোমা দুঃখমূর্চ্ছিতা ॥৪

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[ঋষি চ্যবনের জন্ম, তাঁহার তেজে পুলোমা রাক্ষসের ভস্মীভবন ও ভৃগুমুনিকর্তৃক অগ্নিদেবকে শাপদান।]

সৌতি বলিলেন—হে ব্রাহ্মণ! অনন্তর সেই পুলোমা রাক্ষস অগ্নির বচন শুনিয়া মন ও বায়ুর তুল্য বেগশালী একটি বরাহের রূপ ধরিয়া পুলোমা দেবীকে অপহরণ করিল।১

হে ভৃগুকুলতিলক! তাহার পর মাতার উদরে অবস্থিত সেই গর্ভটি ক্রোধে উদর হইতে বহির্গত হইয়া পড়িল; এই জন্য সেই বালক 'চ্যবন' নামে খ্যাত হইল।২

সেই পুলোমা রাক্ষস মাতার উদর হইতে বিচ্যুত, সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সেই বালককে দেখিয়া ভস্মীভূত হইল এবং পুলোমা দেবীকে ত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হইল।৩

হে ভৃগুনন্দন! সুনিতম্বা দুঃখবিহ্বলা পুলোমাদেবী ভৃগুপুত্র সেই চ্যবনকে লইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।৪

পাঠান্তর:— (১) —ভৃগুনন্দনম্।

তাং দদর্শ স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
রুদতীং বাষ্পপূর্ণাক্ষীং ভৃগোর্ভার্য্যামনিন্দিতাম্ ॥৫॥
সান্ত্বয়ামাস ভগবান্ বধূং ব্রহ্মা পিতামহঃ।
অশ্রুবিন্দূদ্ভবা তস্যাঃ প্রাবর্ত্তত মহানদী ॥৬॥
অনুবর্ত্তী সৃতিং (১) তস্যা ভৃগোঃ পত্ন্যাস্তপস্বিনঃ।
তস্যা মার্গং সৃতবতীং দৃষ্ট্বা তু সরিতং তদা ॥৭॥
নাম তস্যাস্তদা নদ্যাশ্চক্রে লোকপিতামহঃ।
বধূসরেতি ভগবাংশ্চ্যবনস্যাশ্রমং প্রতি ॥৮॥
স এবং (২) চ্যবনো জজ্ঞে ভৃগোঃ পুত্রঃ প্রতাপবান্।
তং দদর্শ পিতা তত্র চ্যবনং তাঞ্চ ভামিনীম্।
স পুলোমাং ততো ভার্য্যাং পপ্রচ্ছ কুপিতো ভৃগুঃ ॥৯॥

ভৃগুরুবাচ।

কেনাসি রক্ষসে তস্মৈ কথিতেহ জিহীর্ষবে।
ন হি ত্বাং বেদ তদ্রক্ষো মদ্ভার্য্যাং চারুহাসিনীম্ ॥১০॥
তত্ত্বমাখ্যাহি তং হ্যদ্য শপ্তুমিচ্ছাম্যহং রুষা।
বিভেতি কো ন শাপান্মে কস্য চায়ং ব্যতিক্রমঃ ॥১১॥

পুলোমোবাচ।

অগ্নিনা ভগবংস্তস্মৈ রক্ষসেঽহং নিবেদিতা।
ততো মামনয়দ্রক্ষঃ ক্রোশন্তীং কুররীমিব ॥১২॥
সাহং তব সুতস্যাস্য তেজসা পরিমোক্ষিতা।
ভস্মীভূতঞ্চ তদ্রক্ষো মামুৎসৃজ্য পপাত বৈ ॥১৩॥
ইতি শ্রুত্বা পুলোমায়া ভৃগুঃ পরমমন্যুমান্।
শশাপাগ্নিমতিক্রুদ্ধঃ সর্ব্বভক্ষো ভবিষ্যসি ॥১৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি পৌলোমে অগ্নিশাপে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

তাহার পর সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেখিলেন যে, পরমাসুন্দরী ভৃগুপত্নী পুলোমাদেবী রোদন করিতেছেন এবং অশ্রুজলে তাঁহার নয়ন পূর্ণ হইয়াছে ॥৫

লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা নিজ পুত্রবধূ সেই পুলোমাদেবীকে সান্ত্বনা দিলেন। পুলোমার অশ্রুবিন্দু হইতে একটী বড় নদী উৎপন্ন হইল ॥৬

তপস্বী ভৃগুর পত্নী আশ্রমাভিমুখগামিনী পুলোমাদেবীর পশ্চাতে থাকিয়া প্রবাহিনী সেই নদীকে দেখিয়া লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সেই নদীর নাম রাখিলেন 'বধূসরা' ॥৭-৮

ভৃগুর প্রতাপশালী সেই পুত্র এইভাবে 'চ্যবন' নামে খ্যাত হইলেন। সেই আশ্রমে গিয়া ভৃগু নিজপুত্র চ্যবনকে এবং পত্নী পুলোমাদেবীকে দেখিলেন। তাহার পর তিনি কুপিত হইয়া পত্নী পুলোমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৯

ভৃগু বলিলেন—'তোমাকে অপহরণ করিতে ইচ্ছুক পুলোমা রাক্ষসকে তোমার পরিচয় কে জানাইল? সেই রাক্ষস চারুহাসিনী তোমাকে আমার ভার্য্যা বলিয়া ত জানিত না ॥১০

তুমি তাহা বল; কারণ, আমি ক্রোধে এখনই সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ দিতে ইচ্ছা করি। কোন্ ব্যক্তি আমার শাপ হইতে ভীত হয় না? কোন্ ব্যক্তিই বা সেই রূপ লঙ্ঘন করিয়াছে?' ॥১১

পুলোমা বলিলেন—'ভগবন্! অগ্নিই সেই রাক্ষসের নিকট আমার পরিচয় জানাইয়াছেন। তাহার পর কুররী পক্ষীর ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকিলে সেই রাক্ষস আমাকে হরণ করিল ॥১২

তাহার পর আপনার এই পুত্রের প্রভাবেই আমি মুক্তিলাভ করিলাম। সেই রাক্ষস ভস্মীভূত হইয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হইল' ॥১৩

পুলোমার নিকট ইহা শুনিয়া ভৃগু অত্যন্ত কুপিত ও অতি ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিকে শাপ দিলেন 'অগ্নি! তুমি সর্ব্বভোজী হইবে' ॥১৪

পাঠান্তরম্ ঃ— (১) [illegible]—।
(২) স এব—।

* এদেশে প্রচলিত কোন কোন মহাভারতে এই স্থলে অধ্যায় শেষ হয় নাই। কিন্তু টীকাকার নীলকণ্ঠমহাশয় এই স্থলে অধ্যায় শেষ করিয়াছেন। আমরাও টীকাকারের মত অনুসরণ করিলাম; এইরূপ অন্যত্রও অনুসৃত হইবে।

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশকৃত ভারতকৌমুদী সহিত মহাভারতের আদিপর্ব্বীয় পৌলোমপর্ব্বে
অগ্নিশাপবিষয়ক ষষ্ঠাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

[পাপের কুফল [illegible] নিরূ, পাপঃ [illegible] [illegible] শ্রীঃ [illegible] ।]

সৌতিরুবাচ।

শ্রুত্বা [illegible] কৃষ্ণো [illegible] ।
কিমিদং কথ্যতে অসদ্ [illegible] মাং প্রতি ॥১

সর্বে [illegible] [illegible] [illegible] ।
পৃষ্টো [illegible] [illegible] [illegible] কো মম ॥২

পূর্বান্ [illegible] [illegible] [illegible] ।
ন পূর্বানাত্মনঃ সপ্ত কুলে [illegible] সপ্ত পরাম্ ॥৩

[illegible] কার্যার্থে [illegible] জানানোঽপি ন ভাষতে ।
সোঽপি তেনৈব পাপেন লিপ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৪

শক্তোঽহমপি [illegible] (১) [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥৫

যেনৈব [illegible] কৃতা [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥৬

যেনোক্তেন [illegible] [illegible] ।
তেনৈব পিতৃদেবৈশ্চ তেন তৃপ্তা [illegible] ॥৭

সর্বে দেবগণাঃ [illegible] [illegible] পিতৃগণাস্তথা ।
[illegible] [illegible] [illegible] পিতৃভিঃ [illegible] ॥৮

সপ্তম অধ্যায়।

[পাপের কুফল অভিশাপের অনুষ্ঠান এবং পাপ
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ।]

সৌতি বলিলেন—কৃষ্ণ তাহা শুনিয়া অতি ক্রুদ্ধ হইয়া এই কথা বলিলেন—তার্ক্ষ্য! আমার প্রতি তুমি এইরূপ অসংগত বাক্য কহিলে কেন? ১

আমি তোমাদের জন্য সর্বদাই [illegible] এবং [illegible] হইয়া দয়াবান্; সুতরাং পুণ্যাত্মা [illegible] কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া আমি যে সত্য কথা বলিয়াছি, তাহাতে আমার কি দোষ হইয়াছিল? ২

এরূপ কহিলে যে পাপী জানিয়াও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, সে নিজের বংশের পূর্ববর্তী সাত পুরুষ এবং পরবর্তী সাত পুরুষকে নরকে নিপাতিত করে। ৩

পাপযুক্ত কার্যাদিতে যে পাপী প্রকৃত কথা জানিয়াও না প্রকাশ করে, সেও সেই পাপে লিপ্ত হয়—ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৪

তার্ক্ষ্য! আমিও তোমাকে অভিশাপ দিতে পারিতাম; কিন্তু [illegible] আমার [illegible] বলিয়া আমি শাপ দেই নাই। আমার [illegible] [illegible] তোমার [illegible] থাকিলেও আমি তোমাকে [illegible] করি না। ৫

[illegible] নিজেকে [illegible] [illegible] করিয়া আমি অভিযোগ, [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। ৬

যেহেতু [illegible] তার্ক্ষ্যাদি কর্তৃক আমাকে প্রথম [illegible] তাহাই দেবগণ ও পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন। ৭

সকল দেবগণই [illegible] ও সকল পিতৃগণও [illegible] এবং দেবগণ পিতৃগণের সহিত মিলিত হইলেই তাঁহাদের জন্য সর্ব-লৌকিক [illegible] অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ৮

পাঠান্তর :— (১) শক্তোঽহমপি তে শপ্তুং—।

দেবতাঃ পিতরস্তস্মাৎ পিতরশ্চাপি দেবতাঃ।
একীভূতাশ্চ পূজ্যন্তে পূজ্যন্তে চ পৃথক্ ॥৯

দেবতাঃ পিতরশ্চৈব ভুঞ্জতে ময়ি যদ্ধুতম্।
দেবতানাং পিতৄণাঞ্চ মুখমেতদহং স্মৃতম্ ॥১০
অমাবস্যাং হি পিতরঃ পৌর্ণমাস্যাং হি দেবতাঃ।

অনুরূপেণ হূয়ন্তে ভুঞ্জতে চ হুতং হবিঃ।
সর্বভক্ষঃ কথং সোঽহং ভবিষ্যামি মুখঃ সন্ ॥১১

গৌরমুখ উবাচ।

চিন্তয়িত্বা ততো বহ্নির্দ্বিজশাপাদ্বিশঙ্কিতঃ।
তিরোধানমথো চক্রে যজ্ঞ-দান-ক্রিয়াসু চ ॥১২

নিরোঙ্কার-বষট্‌কারাঃ স্বধা-স্বাহাবিবর্জিতাঃ।
ক্রিয়াহীনাঃ প্রজাঃ সর্বাস্তদাসন্ ভৃশদুঃখিতাঃ ॥১৩

অথর্ষয়ঃ সমুদ্বিগ্না দেবান্ গত্বাঽব্রুবন্ বচঃ।
অগ্নিনাশাৎ ক্রিয়ানাশাদ্ ভ্রান্তা লোকাস্ত্রয়োঽভবন্।

বিধধ্বমত্র যৎ কার্যং ন কালাত্যয়তা যথা।
অথর্ষিভিশ্চ দেবাশ্চ ব্রহ্মাণমুপগম্য তু ॥১৫

অগ্নেরাবেদয়ামাসুঃ শাপং ক্রিয়ালোপনমেব চ।
ভৃগুণা বৈ মহাভাগ শপ্তোঽগ্নিঃ কারণান্তরে ॥১৬

কথং দেবমুখো ভূত্বা যজ্ঞভাগাগ্রভুক্ তথা।
হুতভুক্ সর্বলোকেষু সর্বভক্ষত্বমেষ্যতি ॥১৭

শ্রুত্বা তু তদ্ বচস্তেষাং সমাহূয় বিভাবসুম্।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণং ভূতভাবনমব্যয়ম্ ॥১৮

লোকানামিহ ভূতানাং ত্বং কর্তা চান্ত এব চ।
ত্বং ধারয়সি লোকাংস্ত্রীন্ ক্রিয়াণাঞ্চ প্রবর্তকঃ ॥১৯

সেই হেতু দেবগণই পিতৃগণ এবং পিতৃগণই দেবগণ। পূর্বকালে তাঁহারা উভয়ে মিলিত অবস্থায় পূজিত হন, আবার পৃথক্‌ভাবেও পূজিত হন ॥৯

যেহেতু দেবগণ ও পিতৃগণ আমাতে প্রদত্ত দ্রব্য ভোজন করেন, সেই জন্য আমিই দেবগণ ও পিতৃগণের মুখ ॥১০

আমি দেবগণ ও পিতৃগণের মুখ বলিয়াই ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অমাবস্যায় পিতৃগণকে এবং পূর্ণিমাতে দেবগণকে উদ্দেশ করিয়া আমাতে আহুতি দিয়া থাকেন এবং তাঁহারাও সেই হবি ভোজন করিয়া থাকেন; অতএব আমি তাঁহাদের মুখ হইয়া কি প্রকারে সর্বভোজী হইব ॥১১

গৌরমুখ বলিলেন—তাহার পর অগ্নি চিন্তা করিয়া দ্বিজবরের অভিশাপে, যজ্ঞ, দান ও উৎসব প্রভৃতি কার্য্যে নিজের তিরোধান করিলেন ॥১২

তখন অগ্নির অন্তর্ধানহেতু যজ্ঞাদিকার্যে ওঙ্কার, বষট্‌কার, স্বধা ও স্বাহা উচ্চারিত হইল না এবং লৌকিক শাস্ত্রীয় কার্যের অভাবে সকল লোকই অত্যন্ত দুঃখে পতিত হইল ॥১৩

অনন্তর ঋষিগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া দেবগণের নিকট যাইয়া বলিলেন "হে শ্রেষ্ঠ দেবগণ! অগ্নির বিলোপ হওয়ায় যজ্ঞাদি ক্রিয়ার বিলোপ হেতু ত্রিজগতের সকল লোক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছে। আপনারা অবিলম্বে এই বিষয়ের প্রতিকারের জন্য যাহা কর্তব্য তাহা করুন।" তাহার পর ঋষিগণ ও দেবগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া অগ্নির শাপের কথা ও জগতের ক্রিয়ালোপের কথা জানাইয়া বলিলেন—ভগবান্। কোন কারণে ভৃগু অগ্নিকে শাপ দিয়াছেন ॥১৪-১৬

দেবগণের মুখ ও যজ্ঞের অগ্রভাগভোজী হইয়া কি প্রকারে অগ্নি জগতে সর্বভোজী হইবেন ॥১৭

ব্রহ্মা তাঁহাদের কথা শুনিয়া অগ্নিকে আহ্বান করিয়া প্রাণিগণের মঙ্গলকারী ও বিনয়ান্বিত সেই অগ্নিকে কোমল বাক্যে বলিলেন— ॥১৮

স তথা কুরু লোকেশ নোচ্ছিদ্যেরন্ যথা ক্রিয়াঃ।
কস্মাদেবং বিমূঢ়স্ত্বমীশ্বরঃ সন্ হুতাশনঃ ॥২০
ত্বং পবিত্রং সদা লোকে সর্বভূতগতিশ্চ হ।
ন ত্বং সর্বশরীরেণ সর্বভক্ষত্বমেষ্যসি ॥২১
অপানে হ্যর্চিষো যাস্তে সর্বং ভক্ষ্যন্তি তাঃ শিখিন্।
ক্রব্যাদা চ তনুর্যা তে সা সর্বং ভক্ষয়িষ্যতি ॥২২
যথা সূর্যাংশুভিঃ স্পৃষ্টং সর্বং শুচি বিভাব্যতে।
তথা ত্বদর্চির্নির্দগ্ধং সর্বং শুচি ভবিষ্যতি ॥২৩
তদগ্নে পরমং তেজঃ স্বপ্রভাবাদ্ বিনির্গতম্।
স্বতেজসৈব তং শাপং কুরু সত্যমৃষের্বিভো।
দেবানাং চাত্মনো ভাগং গৃহাণ ত্বং মুখে হুতম্ ॥২৪

সৌতিরুবাচ।
এবমস্ত্বিতি তং বহ্নিঃ প্রত্যুবাচ পিতামহম্।
জগাম শাসনং কর্তুং দেবস্য পরমেষ্ঠিনঃ ॥২৫
দেবর্ষয়শ্চ মুদিতাস্ততো জগ্মুর্যথাগতম্। (১)
ঋষয়শ্চ যথাপূর্বং ক্রিয়াঃ সর্বাঃ প্রচক্রিরে ॥২৬
দিবি দেবা মুমুদিরে ভূতসঙ্ঘাশ্চ লৌকিকাঃ।
অগ্নিশ্চ পরমাং প্রীতিমবাপ হতকল্মষঃ ॥২৭
এবং স ভগবাঞ্ছাপং লেভেঽগ্নির্ভৃগুতঃ পুরা।
এবমেষ পুরাবৃত্ত ইতিহাসোঽগ্নিশাপজঃ।
পুলোমায়া বিনাশশ্চ চ্যবনস্য চ সম্ভবঃ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি পৌলোমে অগ্নি-
শাপমোচনো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

হে অগ্নি! এই জগতে তুমি সকল লোকের কর্তা ও সংহারকর্তা, তুমিই ত্রিভুবনের ধারণকর্তা এবং তুমিই বৈদিক ক্রিয়াকলাপের প্রবর্তক ॥১৯

হে লোকেশ্বর অগ্নি! তুমি তাহাই কর, যাহাতে ক্রিয়াকলাপ লুপ্ত না হয়। তুমি ঈশ্বর হইয়া এইরূপ কাণ্ডজ্ঞানহীন হইলে কেন ॥২০

জগতে তুমি সর্বদা পবিত্র এবং সমস্ত প্রাণীর গতি; সুতরাং তুমি সকল শরীরের দ্বারা সর্বভোজী হইবে না ॥২১

অগ্নি! তোমার অপানদেশে যে শিখাসমূহ আছে, তাহারাই সকল ভক্ষণ করিবে এবং 'ক্রব্যাদ' নামে তোমার যে মূর্তি, সেই মূর্তিও সকল ভক্ষণ করিবে ॥২২

যেমন সূর্যকিরণস্পৃষ্ট সকল বস্তুই পবিত্রতা লাভ করে, তেমন তোমার শিখায় দগ্ধ হইয়া সকল বস্তু পবিত্র হইবে ॥২৩

হে প্রভু অগ্নি! তুমি নিজপ্রভাবে পরম তেজোময়, অতএব তোমার নিজের তেজেই ঋষির প্রদত্ত বিচিত্র অভিশাপটিকে সত্য কর এবং তোমার মুখে আহুতিরূপে যাহা প্রদত্ত হইবে, তুমি দেবগণের ও নিজের সেই ভাগ গ্রহণ কর ॥২৪

সৌতি বলিলেন—'এইরূপই হউক' এই কথা বলিয়া অগ্নি ব্রহ্মার উক্তির প্রত্যুত্তর দিলেন এবং তাঁহার আদেশানুসারে কার্য করিবার জন্য গমন করিলেন ॥২৫

দেবগণ ও ঋষিগণ আনন্দিত হইয়া যথাস্থানে গমন করিলেন এবং ঋষিগণ পূর্বের মত সমস্ত বৈদিক কার্য আরম্ভ করিতে লাগিলেন ॥২৬

স্বর্গে দেবগণ আনন্দিত হইলেন ও ভূলোকে মনুষ্যাদি প্রাণিগণ আনন্দিত হইল এবং নিষ্পাপ হইয়া অগ্নিও পরম প্রীতি লাভ করিলেন ॥২৭

এইভাবে ভগবান্ অগ্নি পূর্বকালে ভৃগুর নিকট অভিশপ্ত হইয়াছিলেন। অগ্নির শাপসম্বন্ধীয় ইতিহাস এইভাবে পূর্বকালে ঘটিয়াছিল। এই পুলোমা রাক্ষসের বিনাশ ও চ্যবনের জন্মবৃত্তান্ত কথিত হইল ॥২৮

পাঠান্তর :— (১) দেবর্ষয়ো মুদিতা অভিজগ্মুর্যথাগতম্।

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বীয় পৌলোমপর্বে
অগ্নিশাপমোচন নামক সপ্তমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

[প্রমদ্বরায়া জন্ম, রুরুণা সহ বিবাহসম্বন্ধস্থিরীকরণং, বিবাহাৎ প্রাগেব সর্পদংশনেন প্রমদ্বরায়া মৃত্যুশ্চ।]

সৌতিরুবাচ।

স চাপি চ্যবনো ব্রহ্মন্ ভার্গবোঽজনয়ৎ সুতম্।
সুকন্যায়াং মহাত্মানং প্রমতিং দীপ্ততেজসম্॥১

প্রমতিস্তু রুরুং নাম ঘৃতাচ্যাং সমজীজনৎ।
রুরুঃ প্রমদ্বরায়াং তু শুনকং সমজীজনৎ॥২

(শৌনকস্ত্বং মহাভাগ শুনকস্য সুতো ভবান্।)
শুনকস্তু মহাসত্ত্বঃ সর্বভার্গবনন্দনঃ।
জাতস্তপসি তীব্রে চ স্থিতঃ স্থিরযশাস্ততঃ॥৩

তস্য ব্রহ্মন্ রুরোঃ সর্বং চরিতং ভূরিতেজসঃ।
বিস্তরেণ প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ত্বমশেষতঃ॥৪

ঋষিরাসীন্মহান্ পূর্বং তপোবিদ্যাসমন্বিতঃ।
স্থূলকেশ ইতি খ্যাতঃ সর্বভূতহিতে রতঃ॥৫

এতস্মিন্নেব কালে তু মেনকায়াং প্রজজ্ঞিবান্।
গন্ধর্বরাজো বিপ্রর্ষে বিশ্বাবসুরিতি শ্রুতঃ॥৬

অপ্সরা মেনকা তস্য তং গর্ভং ভৃগুনন্দন।
উৎসসর্জ যথাকালং স্থূলকেশাশ্রমং প্রতি॥৭

উৎসৃজ্য চৈব তং গর্ভং নদ্যাস্তীরে জগাম হ।
অপ্সরা মেনকা ব্রহ্মন্ নির্দয়া নিরপত্রপা॥৮

কন্যামমরগর্ভাভাং জ্বলন্তীমিব চ শ্রিয়া।
তাং দদর্শ সমুৎসৃষ্টাং নদীতীরে মহানৃষিঃ॥৯

অষ্টম অধ্যায়।

[প্রমদ্বরার জন্ম, রুরুর সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থিরীকরণ এবং বিবাহের পূর্বেই সর্পদংশনে প্রমদ্বরার মৃত্যু।]

সৌতি বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! ভৃগুনন্দন চ্যবনও সুকন্যানাম্নী পত্নীর গর্ভে প্রমতিনামক একটি পুত্র উৎপাদন করিলেন; সেই পুত্র মহাত্মা ও অতি তেজস্বী হইয়াছিলেন।১

প্রমতি ঘৃতাচীর গর্ভে রুরুনামক পুত্র উৎপাদন করিলেন এবং সেই রুরু প্রমদ্বরার গর্ভে শুনকনামক পুত্র উৎপাদন করিলেন।২

হে মহাভাগ শৌনক! আপনি শুনকের পুত্র বলে শৌনক নামে আপনার সর্বত্র খ্যাতি। শুনক মহাত্মা, তপস্যাপরায়ণ এবং ভৃগুবংশবর্দ্ধনকারী ছিলেন। জন্মলাভের পর তিনি তপস্যায় ব্রতী হন, সেইজন্য তাঁহার যশ সর্বত্র সুবিদিত।৩

হে ব্রহ্মন্! মহাতেজস্বী সেই রুরুর সমস্ত চরিত আমি সবিস্তারে বলিব, আপনি তাহা সমস্তই শ্রবণ করুন।৪

পূর্বকালে মহান্ সর্বপ্রাণীর হিতরত, তপস্যাশালী ও বিদ্বান্ 'স্থূলকেশ' নামে খ্যাত এক মহর্ষি ছিলেন।৫

হে ব্রহ্মর্ষি! তাঁহার সময়ে বিশ্বাবসুনামে প্রসিদ্ধ এক গন্ধর্বরাজ অপ্সরা মেনকার প্রতি আসক্ত হন।৬

হে ভৃগুনন্দন! অপ্সরা মেনকা বিশ্বাবসু দ্বারা উৎপাদিত গর্ভটি স্থূলকেশমুনির আশ্রমের নিকটে যথাসময়ে প্রসব করিল।৭

শৌনক! নির্দয়া ও নির্লজ্জা সেই অপ্সরা মেনকা নদীর তীরে সদ্যঃ সন্তানটি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।৮

তেজস্বী মহর্ষি স্থূলকেশ নদীতীরে পরিত্যক্ত •

• বঙ্গদেশে প্রচলিত কোন কোন পুস্তকে • চিহ্নিত শ্লোকটি দেখা যায় না।

স্থূলকেশঃ স তেজস্বী বিজনে বন্ধুবর্জিতাম্।
স তাং দৃষ্ট্বা তদা কন্যাং স্থূলকেশো মহাদ্বিজঃ ॥১০॥
জগ্রাহ চ মুনিশ্রেষ্ঠঃ কৃপাবিষ্টঃ পুপোষ চ।
ববৃধে সা বরারোহা তস্যাশ্রমপদে শুভে ॥১১॥
জাতকাদ্যাঃ ক্রিয়াশ্চাস্যা বিধিপূর্বং যথাক্রমম্।
স্থূলকেশো মহাভাগশ্চকার সুমহানৃষিঃ (১) ॥১২॥
প্রমদাভ্যো বরা সা তু সর্ব-রূপগুণান্বিতা।
ততঃ প্রমদ্বরেত্যস্যা নাম চক্রে মহানৃষিঃ ॥১৩॥
তামাশ্রমপদে তস্য রুরুর্দৃষ্ট্বা প্রমদ্বরাম্।
বভূব কিল ধর্মাত্মা মদনোপহতস্তদা ॥১৪॥
পিতরং সখিভিঃ সোঽথ শ্রাবয়ামাস ভার্গবঃ।
প্রমতিশ্চাভ্যযাচত্তাং স্থূলকেশং যশস্বিনম্ ॥১৫॥

ততঃ প্রাদাৎ পিতা কন্যাং রুরবে তাং প্রমদ্বরাম্।
বিবাহং স্থাপয়িত্বাগ্রে নক্ষত্রে ভগদৈবতে ॥১৬॥

ততঃ কতিপয়াহস্য বিবাহে সমুপস্থিতে।
সখীভিঃ ক্রীড়তী সার্ধং সা কন্যা বরবর্ণিনী ॥১৭॥

নাপশ্যৎ সম্প্রসুপ্তং বৈ ভুজগং তির্যগায়তম্।
পদা চৈনং সমাক্রামন্মুমূর্ষুঃ কালচোদিতা ॥১৮॥

স তস্যাঃ সম্প্রমত্তায়াশ্চোদিতঃ কালধর্মণা।
বিষোপলিপ্তান্ দশনান্ ভৃশমঙ্গে ন্যপাতয়ৎ ॥১৯॥

সা দষ্টা তেন সর্পেণ পপাত সহসা ভুবি।
বিবর্ণা বিগতশ্রীকা ভ্রষ্টাভরণচেতনা ॥২০॥

বন্ধুবর্জিতা সেই কন্যাটিকে দেখিতে পাইলেন। কন্যাটি নির্জনে পতিত, বন্ধুহীন ও তেজস্বিনী। সেই মুনিশ্রেষ্ঠ স্থূলকেশ কন্যাটিকে দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিলেন ও পালন করিতে লাগিলেন। সেই অতিসুন্দরী কন্যাটিও মহর্ষির মঙ্গলময় আশ্রমে থাকিয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥৮-১১॥

মহাভাগ ও সুমহান্ ঋষি স্থূলকেশ শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে যথাক্রমে সেই কন্যাটির জাতকর্ম প্রভৃতি সংস্কার কার্য্য করিলেন ॥১২॥

রূপে, সৌন্দর্য্যে ও গুণে অন্যান্য সকল স্ত্রী অপেক্ষা সেই কন্যাটি উৎকৃষ্ট বলিয়া মহর্ষি তাহার নাম রাখিলেন 'প্রমদ্বরা' ॥১৩॥

কোন সময়ে রুরু সেই প্রমদ্বরাকে মহর্ষির আশ্রমে দেখিয়া, ধার্মিক হইয়াও তৎক্ষণাৎ কামের বশীভূত হইলেন ॥১৪॥

তদনন্তর রুরু বয়স্যগণের দ্বারা নিজের সেই ইচ্ছা ভৃগুবংশীয় নিজ পিতাকে শুনাইলেন। পিতা প্রমতিও পুত্রের জন্য যশস্বী স্থূলকেশমুনির নিকট সেই কন্যাটিকে প্রার্থনা করিলেন ॥১৫॥

তাহার পর পিতা স্থূলকেশও পরবর্তী উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে বিবাহের দিন স্থির করিয়া রুরুকে প্রমদ্বরা নাম্নী কন্যা সম্প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন ॥১৬॥

তদনন্তর কয়েকদিনের পর বিবাহের দিন উপস্থিত হইলে সেই অতিসুন্দরী প্রমদ্বরা সখীগণের সহিত খেলা করিতে করিতে অসাবধানে মত্ত হইয়া সুপ্ত একটী সর্পকে না দেখিতে পাইয়া কালের প্রেরণায় আসন্নমৃত্যু হইয়া সেই সর্পটির উপর পা দিয়া ফেলিল ॥১৭-১৮॥

মৃত্যুপ্রেরিত সেই সর্প ক্রীড়াকালে অসাবধান অবস্থায় গাত্রে বিষপূর্ণ দন্তসমূহ প্রবলভাবে প্রবেশ করাইয়া দিল ॥১৯॥

সেই সর্পের দ্বারা দষ্ট হইয়া প্রমদ্বরা তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল; তাহার দেহের বর্ণ মলিন হইয়া গেল, কান্তি নষ্ট হইল, অলঙ্কারসমূহ শরীর হইতে পতিত হইল এবং চৈতন্য লোপ পাইল ॥২০॥

পাঠান্তর :— (১) — [illegible]।

নিরানন্দকরী তেষাং বন্ধূনাং মুক্তমূর্ধজা।
ব্যসুরপ্রেক্ষণীয়া সা প্রেক্ষণীয়তমাকৃতিঃ ॥২১
প্রসুপ্তেবাভবচ্চাপি (১) ভুবি সর্পবিষার্দিতা।
ভূয়ো মনোহরতরা বভূব তনুমধ্যমা ॥২২
দদর্শ তাং পিতা চৈব যে চৈবান্যে তপস্বিনঃ।
বিচেষ্টমানাং পতিতাং ভূতলে পদ্মবর্চসম্ ॥২৩
ততঃ সর্বে দ্বিজবরাঃ সমাজগ্মুঃ কৃপান্বিতাঃ।
স্বস্ত্যাত্রেয়ো মহাজানুঃ কুশিকঃ শঙ্খমেখলঃ ॥২৪
উদ্দালকঃ কঠশ্চৈব শ্বেতশ্চৈব মহাযশাঃ।
ভরদ্বাজঃ কৌণকুৎস আর্ষ্টিষেণোঽথ গৌতমঃ ॥২৫
প্রমতিঃ সহ পুত্রেণ তথান্যে বনবাসিনঃ।
তাং তে কন্যাং ব্যসুং দৃষ্ট্বা ভুজগস্য বিষার্দিতাম্ ॥২৬
রুরুদুঃ কৃপয়াবিষ্টা রুরুস্ত্বার্তো বহির্যযৌ।
তে চ সর্বে দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তত্রৈবোপাবিশংস্তদা ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি পৌলোমে প্রমদ্বরাসর্প-
দংশনো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

তাহার মস্তক হইতে কেশসমূহ খুলিয়া পড়িল এবং তাহার প্রাণ বহির্গত হইল। এই অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া বন্ধুগণ নিরানন্দ হইলেন। তাহার আকৃতি পূর্বে অতি সুন্দর হইলেও তখন তাহা দর্শনের অযোগ্য হইয়া গেল ॥২১

সর্পবিষে পীড়িতা সেই বালিকাকে দেখিয়া মনে হইল যেন ভূতলে শয়ন করিয়া নিদ্রিতা আছে। সেই অবস্থায় সেই কৃশমধ্যাকে পূর্বাপেক্ষা অধিক সুন্দরী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ॥২২

পিতা ও অন্যান্য তপস্বিগণ সেই পদ্মকান্তি বালিকাকে ভূতলে পতিত এবং স্পন্দশূন্যা দেখিলেন ॥২৩

তদনন্তর স্বস্ত্যাত্রেয়, মহাজানু, কুশিক, শঙ্খমেখল, উদ্দালক, কঠ, মহাযশাঃ শ্বেত, ভরদ্বাজ, কৌণকুৎস, আর্ষ্টিষেণ এবং গৌতম—এই সকল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ দয়াপরবশ হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ॥২৪-২৫

প্রমতি প্রভৃতি এবং অন্যান্য সেই বনবাসিগণ সর্পবিষে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত কন্যাটিকে দেখিয়া দয়াবিষ্ট হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন; কিন্তু রুরু অত্যন্ত কাতর হইয়া আশ্রমের বাহিরে গেলেন। তখন সেই সকল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সেই স্থানেই উপবিষ্ট রহিলেন ॥২৬-২৭

পাঠান্তরঃ— (১) প্রসুপ্তেবাভবৎসাপি—।

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মহাভারতের আদিপর্বীয় পৌলোমপর্বে
প্রমদ্বরাসর্পদংশনবিষয়ক অষ্টমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ

[রুরোরাযুরর্দ্ধভাগেন প্রমদ্বরা জীবনলাভঃ, রুরুণা সহ তস্যা বিবাহঃ, সর্পহিংসার্থং রুরোর্নিশ্চয়ঃ, রুরু-ডুণ্ডুভসংবাদশ্চ ।]

সৌতিরুবাচ ।

তেষু তত্রোপবিষ্টেষু ব্রাহ্মণেষু সমন্ততঃ ।
রুরুশ্চুক্রোশ গহনং বনং গত্বা সুদুঃখিতঃ ॥১

শোকেনাভিহতঃ সোঽথ বিলপন্ করুণং বহু ।
অব্রবীদ্ বচনং শোচন্ প্রিয়াং স্মৃত্বা প্রমদ্বরাম্ ॥২

শেতে সা ভুবি তন্বঙ্গী মম শোকবিবর্দ্ধিনী ।
প্রাণানপহরন্তীব পূর্ণচন্দ্রনিভাননা ॥৩

যদি শ্রীমান্ হরিঃ সত্যং পদ্মনাভোঽধোক্ষজঃ ।
মৃতাপি সে প্রাণানাদায় জীবিতু ॥৪

পিতৃ-মাতৃ-সখীনাঞ্চ দুঃখশীলা যথা মে * ।
বান্ধবানাঞ্চ সর্ব্বেষাং কিং নু দুঃখমতঃ পরম্ ॥৫

যদি দত্তং তপস্তপ্তং গুরবো বা ময়া যদি ।
সম্যগারাধিতাস্তেন সঞ্জীবতু মম প্রিয়া ॥৬

যথা চ জন্মপ্রভৃতি যতাত্মাহং ধৃতব্রতঃ ।
প্রমদ্বরা তথা হ্যেষা সমুত্তিষ্ঠতু ভামিনী ॥৭

কৃষ্ণে বিষ্ণৌ হৃষীকেশে লোকেশেঽসুরবিদ্বিষি ।
যদি মে নিশ্চলা ভক্তির্ম্মম জীবতু সা প্রিয়া ॥৮

বিলপ্যমানে তু রুরৌ সর্ব্বে দেবাঃ কৃপান্বিতাঃ ।
দূতং প্রাস্থাপয়ংস্তস্মৈ শিক্ষয়িত্বা হিতং বচঃ ॥৯

নবম অধ্যায় ।

(রুরুর আয়ুর অর্দ্ধাংশের দ্বারা প্রমদ্বরার জীবন-লাভ, রুরুর সহিত তাহার বিবাহ, সর্পহিংসার জন্য রুরুর নিশ্চয় এবং রুরু-ডুণ্ডুভ সংবাদ ।)

সৌতি বলিলেন—সেই সকল ব্রাহ্মণগণ সেই স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময়ে রুরু দুঃখিত মনে গহন বনে গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ।১

অনন্তর শোকার্ত্ত রুরু অনেক করুণ বিলাপ করিতে করিতে এবং প্রিয়া প্রমদ্বরাকে স্মরণ করিয়া শোক প্রকাশ করিতে করিতে এইরূপ বলিলেন— ।২

আমার কৃশাঙ্গী প্রিয়ার মুখ পূর্ণচন্দ্রতুল্য ছিল; এখন সেই প্রিয়া আমার শোকবৃদ্ধির কারণ হইয়াছে এবং আমার প্রাণ হরণ করিয়াই যেন ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে ।৩

যদি দুর্গতিহর ও পদ্মলোচন এই বিষ্ণু সত্যই থাকেন, তাহা হইলে সে যদি মরে মরুক, আমার প্রাণ লইয়াই বাঁচিবে ।৪

আমার নিতান্ত প্রিয়ার মরণে আমার পিতা, মাতা, সখীগণ ও আমার বন্ধুগণের ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি হইতে পারে ?৫

যদি আমি দান, তপস্যা ও গুরুসেবা করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই পুণ্যের বলে আমার প্রিয়া সঞ্জীবিত হউক ।৬

যদি আমি আজন্ম জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়ম পালন করিয়া থাকি, তাহা হইলে এখনই এই ভীরু রমণী প্রমদ্বরা সমুত্থিত হউক ।৭

কৃষ্ণ, বিষ্ণু, হৃষীকেশ, জগদীশ্বর এবং দৈত্যারি ভগবানের প্রতি যদি আমার অচলা ভক্তি থাকে, তাহা হইলে আমার প্রিয়া জীবিত হউক ।৮

রুরু এই প্রকার বিলাপ করিতে থাকিলে, সকল দেবগণ কৃপান্বিত হইয়া তখন আশ্বাসজনক বাক্য বলিয়া একটি দূত পাঠাইলেন ।৯

---

* বর্ত্তমান কোন কোন আদর্শপুস্তকে ৫ শ্লোকের শেষ অর্দ্ধ, কিন্তু ইহার ৪ শ্লোকের প্রথম অর্দ্ধ পর্য্যন্ত পাঠ দেখা যায় না ।

* বর্ত্তমান কোন কোন আদর্শপুস্তকে ৮ সংখ্যক শ্লোক হইতে ১১ সংখ্যক শ্লোক পর্য্যন্ত কিছুই দেখা যায় না ।

ন [illegible] প্রিয়[illegible] ।
[illegible] ॥১০
[illegible] ।
[illegible] ॥১১
এবং লালপ্যতস্তস্য ভার্যার্থে দুঃখিতস্য চ ।
দেবদূতস্তদাভ্যেত্য বাক্যমাহ রুরুং বনে ॥১২

দেবদূত উবাচ ।

অভিধৎসে হ যদ্ বাচা (১) রুরো দুঃখেন তন্মৃষা ।
ন তু মর্ত্যস্য ধর্মাত্মন্নায়ুরস্তি গতায়ুষঃ ॥১৩
গতায়ুরেষা কৃপণা গন্ধর্বাপ্সরসোঃ সুতা ।
তস্মাচ্ছোকে মনস্তাত মা কৃথাস্ত্বং কথঞ্চন ॥১৪
উপায়শ্চাত্র বিহিতঃ পূর্বং দেবৈর্মহাত্মভিঃ ।
তং যদীচ্ছসি কর্তুং ত্বং প্রাপ্স্যসীমাং প্রমদ্বরাম্ ॥১৫

রুরুরুবাচ ।

ক উপায়ঃ কৃতো দেবৈর্ব্রূহি তত্ত্বেন খেচর ।
করিষ্যেঽহং তথা শ্রুত্বা ত্রাতুমর্হতি মাং ভবান্ ॥১৬

দেবদূত উবাচ ।

আয়ুষোঽর্দ্ধং প্রযচ্ছ ত্বং কন্যায়ৈ ভৃগুনন্দন ।
এবমুত্থাস্যতি রুরো তব ভার্যা প্রমদ্বরা ॥১৭

রুরুরুবাচ ।

আয়ুষোঽর্দ্ধং প্রযচ্ছামি কন্যায়ৈ খেচরোত্তম ।
শৃঙ্গাররূপাভরণা সমুত্তিষ্ঠতু মে প্রিয়া ॥১৮

সৌতিরুবাচ ।

ততো গন্ধর্বরাজশ্চ দেবদূতশ্চ সত্তমৌ ।
ধর্মরাজমুপেত্যেদং বচনং প্রত্যভাষতাম্ ॥১৯

[illegible] ও [illegible] সেই [illegible] ইন্দ্রিয় [illegible] করিয়া [illegible] কথা বলিল ।১০

হে [illegible]! সকল দেবগণ কর্তৃক আমি আপনার নিকট [illegible] হইয়াছি। [illegible] আপনার [illegible] আপনার [illegible] কথা বলিয়া [illegible], আপনি তাহা শ্রবণ করুন ।১১

যখন রুরু [illegible] জন্য দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছিলেন, সেই সময়ে [illegible] তাহার নিকটে দেবদূত আসিয়া বলিল—।১২

'হে ধর্মাত্মা রুরু! দুঃখার্ত হইয়া আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা। কারণ মৃত্যুগ্রস্ত মনুষ্যের পুনরায় আয়ুলাভ অসম্ভব ।১৩

বৎস! গন্ধর্ব ও অপ্সরার এই দুঃখী কন্যাটির আয়ু শেষ হইয়াছে। অতএব তুমি কোনও প্রকারেই শোকের মধ্যে মন দিও না ।১৪

তবে মহাত্মা দেবগণ প্রমদ্বরাকে জীবিত করার জন্য এক উপায় বিধান করিয়াছেন, তুমি যদি সেই উপায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এখনই প্রমদ্বরাকে জীবিত অবস্থায় পাইবে' ।১৫

রুরু বলিলেন—'হে আকাশচর! দেবগণ কি উপায় করিয়াছেন, তাহা আপনি যথার্থ বলুন; আমি শুনিয়া তাহাই করিব; উহা বলিয়া আপনি আমাকে রক্ষা করুন' ।১৬

দেবদূত বলিল—'হে ভৃগুনন্দন রুরু! তুমি তোমার আয়ুর অর্দ্ধভাগ এই কন্যাটিকে দান কর। এইরূপ করিলে তোমার পত্নী প্রমদ্বরা সমুত্থিত হইবে' ।১৭

রুরু বলিলেন—'হে শ্রেষ্ঠ আকাশচর! কন্যাটিকে আমার আয়ুর অর্দ্ধভাগ আমি দান করিলাম, আমার প্রিয়া শৃঙ্গার বেশ সৌন্দর্য ও অলঙ্কার লইয়া সমুত্থিত হউক' ।১৮

সৌতি বলিলেন—তাহার পর গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু ও সেই দেবদূত—এই দুই উত্তম ব্যক্তি ধর্মরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই কথা

পাঠান্তর :— (১) [illegible]—।

ধর্ম্মরাজায়ুষোঽর্দ্ধেন রুরোর্ভার্য্যা প্রমদ্বরা।
সমুত্তিষ্ঠতু কল্যাণী মৃতৈষা যদি মন্যসে ॥২০

ধর্ম্মরাজ উবাচ।

প্রমদ্বরাং রুরোর্ভার্য্যাং দেবদূত যদীচ্ছসি।
উত্তিষ্ঠত্বায়ুষোঽর্দ্ধেন রুরোরেব সমন্বিতা ॥২১

সৌতিরুবাচ।

এবমুক্তে ততঃ কন্যা সোদতিষ্ঠৎ প্রমদ্বরা।
রুরোস্তস্যায়ুষোঽর্দ্ধেন সুপ্তেব বরবর্ণিনী ॥২২
এতদ্ দৃষ্টং ভবিষ্যে হি রুরোরুত্তমতেজসঃ।
আয়ুষোঽতিপ্রবৃদ্ধস্য ভার্য্যার্থেঽর্দ্ধমহ্রসৎ ॥২৩
তত ইষ্টেঽহনি তয়োঃ পিতরৌ চক্রতুর্ম্মুদা।
বিবাহং তৌ চ রেমাতে পরস্পরহিতৈষিণৌ ॥২৪
স লব্ধ্বা দুর্লভাং ভার্য্যাং পদ্মকিঞ্জল্কসপ্রভাম্।
ব্রতং চক্রে বিনাশায় জিহ্মগানাং ধৃতব্রতঃ ॥২৫
স দৃষ্ট্বা জিহ্মগান্ সর্ব্বাংস্তীব্রকোপসমন্বিতঃ।
অভিহন্তি যথাভ্যাশং গৃহ্য প্রহরণং সদা ॥২৬
স কদাচিদ্ বনং বিপ্রো রুরুরভ্যাগমন্মহৎ।
শয়ানং তত্র চাপশ্যদ্ ডুণ্ডুভং বয়সান্বিতম্ ॥২৭
তত উদ্যম্য দণ্ডং স কালদণ্ডোপমং তদা।
জিঘাংসুঃ কুপিতো বিপ্রস্তমুবাচাথ ডুণ্ডুভঃ ॥২৮
নাপরাধ্যামি তে কিঞ্চিদহমদ্য তপোধন।
সংরম্ভাত্তৎ কিমর্থং মামভিহংসি রুষান্বিতঃ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি পৌলোমে প্রমদ্বরাজীবনে
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

বলিলেন ॥১৯

'হে ধর্ম্মরাজ! আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে মৃতা কল্যাণী প্রমদ্বরা রুরুর আয়ুর অর্দ্ধ লাভ করিয়া জীবিত হইয়া উঠুক' ॥২০

ধর্ম্মরাজ বলিলেন—'দেবদূত! যদি তুমি রুরুপত্নী প্রমদ্বরাকে জীবিত চাও, তাহা হইলে সে রুরুর আয়ুর অর্দ্ধ পাইয়া জীবিত হইয়া উঠুক' ॥২১

সৌতি বলিলেন—ধর্ম্মরাজ এই কথা বলিলে পর সেই পরমসুন্দরী কন্যা প্রমদ্বরা সেই রুরুর আয়ুর অর্দ্ধভাগ লাভ করিয়া যেন নিদ্রা হইতে উত্থান করিল ॥২২

মহাতেজস্বী রুরুর অতি দীর্ঘ আয়ু ছিল, কিন্তু তাহার অর্দ্ধভাগ পত্নীর জীবনলাভের জন্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। ইহা পূর্ব্বেই ভবিষ্যৎ জীবনে জ্যোতির্ব্বিদেরা দেখিয়াছিলেন ॥২৩

তদনন্তর পিতারা প্রমতি ও স্থূলকেশ অভীষ্ট দিনে আনন্দের সহিত বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিলেন। দম্পতীও পরস্পর হিতকামনায় রত থাকিয়া আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন ॥২৪

পদ্মকেশরের ন্যায় গৌরবর্ণা দুর্লভা ভার্য্যা লাভ করিয়া, একনিষ্ঠ ব্রতধারী হইয়া রুরু সর্পকুল বিনাশের জন্য ব্রত ধারণ করিলেন ॥২৫

রুরু সর্পমাত্রই দেখিয়াই তীব্র ক্রোধে অস্ত্র ধারণ করিয়া নিকটগতি অনুসারে সেই সর্পকে বিনাশ করিতেন ॥২৬

কোন সময়ে রুরু এক বৃহৎ বনে গমন করিয়া সেই স্থানে দেখিলেন একটি বৃদ্ধ ডুণ্ডুভ সর্প (ঢোঁড়া সাপ) শুইয়া আছে ॥২৭

তাহার পর তিনি তখনই ক্রুদ্ধ হইয়া কালদণ্ডসদৃশ দণ্ড উত্তোলন করিয়া সেই সর্পটিকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, সেই ডুণ্ডুভ সর্প তাঁহাকে বলিল ॥২৮

'হে তপোধন! আমি আজ আপনার নিকট কোন অপরাধই করি নাই; তথাপি আপনি কুপিত হইয়া সবেগে আমাকে হিংসা করিতে আসিতেছেন কেন' ॥২৯

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত পৌলোমপর্ব্বে
প্রমদ্বরাজীবনবিষয়ক নবমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ

(রুরু-ডুণ্ডুভয়োরালাপঃ।)

রুরুরুবাচ।

মম প্রাণসমা ভার্য্যা দষ্টাসীদ্ ভুজগেন হ।
তত্র মে সময়ো ঘোর আত্মনোরগ বৈ কৃতঃ॥১॥
ভুজঙ্গং বৈ সদা হন্যাং যং যং পশ্যেয়মিত্যুত।
ততোঽহং ত্বাং জিঘাংসামি জীবিতেনাদ্য মোক্ষ্যসে॥২॥

ডুণ্ডুভ উবাচ।

অন্যে তে ভুজগা ব্রহ্মন্ যে দশন্তীহ মানবান্।
ডুণ্ডুভানহিগন্ধেন ন ত্বং হিংসিতুমর্হসি॥৩॥
একানর্থান্ পৃথগর্থানেকদুঃখান্ পৃথক্সুখান্।
ডুণ্ডুভান্ ধর্ম্মবিদ্ ভূত্বা ন ত্বং হিংসিতুমর্হসি॥৪॥

সৌতিরুবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ভুজগস্য রুরুস্তদা।
নাবধীদ্ ভয়সংবিগ্নমৃষিং মত্বাথ ডুণ্ডুভম্॥৫॥

উবাচ চৈনং ভগবান্ রুরুঃ সংশময়ন্নিব।
কেন ত্বং ভুজগ ব্রূহি(১), কোঽসীমাং বিক্রিয়াং গতঃ॥৬॥

ডুণ্ডুভ উবাচ।

অহং পুরা রুরো নাম্না ঋষিরাসং সহস্রপাৎ।
সোঽহং শাপেন বিপ্রস্য ভুজগত্বমুপাগতঃ॥৭॥

দশম অধ্যায়।

(রুরু-ডুণ্ডুভের আলাপ।)

রুরু বলিলেন—'হে সর্প! আমার প্রাণসমা পত্নীকে কোন সর্প দংশন করিয়াছিল, তাহাতে আমার মন ভীষণ শপথ করিয়াছে॥১॥

আমি যে যে সর্প দেখিতে পাইব, সেই সেই সর্পকেই আমি বিনাশ করিব, তাই আমি তোমাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। আজ তোমার জীবন নাশ হইবে॥২॥

ডুণ্ডুভ (ঢোঁড়া) সর্প বলিল—'হে ব্রাহ্মণ! এই জগতে যাহারা মানুষকে দংশন করে, তাহারা অন্যজাতীয় সর্প। অতএব কেবল সর্পের গন্ধ থাকাতেই আপনি ডুণ্ডুভ সর্পসমূহকে হিংসা করিতে পারেন না॥৩॥

ডুণ্ডুভ সর্প ও অন্যান্য সর্পের বিপদ্ সমান অর্থাৎ সকলেই নিহত হয়, কিন্তু অন্যান্য সর্প অপেক্ষা ডুণ্ডুভের এই অন্যপ্রকার অর্থাৎ অন্য সর্প দংশন করে কিন্তু ডুণ্ডুভ দংশন করে না। আবার জীবন ধারণের দুঃখ উভয়ের সমান, কিন্তু অন্য সর্প দংশন করিয়া সুখলাভ করে কিন্তু ডুণ্ডুভ দংশন করে না। অতএব আপনি ধার্ম্মিক হইয়া কোনরূপ ডুণ্ডুভ সর্প-গুলিকে হিংসা করিতে পারেন না॥৪॥

সৌতি বলিলেন—তখন রুরু সেই ডুণ্ডুভের এইরূপ সত্যোচিত কথা শুনিয়া তাহাকে ভয়ার্ত্ত কোন ঋষি ভাবিয়া আর বধ করিলেন না॥৫॥

মহিমান্বিত রুরু সেই সর্পের ভয় শান্ত করিয়াই যেন বলিলেন—'হে সর্প! আপনি কি কারণে এইরূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন? আপনি কে?'॥৬॥

ডুণ্ডুভ বলিল—'রুরু! আমি পূর্ব্বে 'সহস্রপাৎ' নামে এক ঋষি ছিলাম। সেই আমি ব্রাহ্মণের শাপে সর্প হইয়াছি'॥৭॥

পাঠান্তর:— (১) কামং মাং ভুজগ! ব্রূহি—।

রুরুরুবাচ।

কিমর্থং শপ্তবান্ ক্রুদ্ধো দ্বিজস্ত্বাং ভুজগোত্তম।
কিয়ন্তং চৈব কালং তে বপুরেতদ্ ভবিষ্যতি ॥৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি পৌলোমে রুরু-ডুণ্ডুভ-সংবাদে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

রুরু বলিলেন—'হে সর্পশ্রেষ্ঠ! কি কারণে ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া আপনাকে শাপ দিয়াছিলেন? আপনার এই সর্পদেহ আর কতকাল থাকিবে' ॥৮

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত পৌলোমপর্ব্বে রুরু-ডুণ্ডুভসংবাদে দশমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

[ডুণ্ডুভকথা, রুরুং প্রতি অহিংসোপদেশঃ ।]

ডুণ্ডুভ উবাচ।

সখা বভূব মে পূর্ব্বং খগমো নাম বৈ দ্বিজঃ।
ভৃশং সংশিতবাক্ তাত তপোবলসমন্বিতঃ ॥১॥
স ময়া ক্রীড়তা বাল্যে কৃত্বা তার্ণং ভুজঙ্গমম্।
অগ্নিহোত্রে প্রসক্তঃ সন্ ভীষিতঃ প্রমুমোহ বৈ ॥২॥
লব্ধ্বা চ স পুনঃ সংজ্ঞাং মামুবাচ তপোধনঃ।
নির্দহন্নিব কোপেন সত্যবাক্ সংশিতব্রতঃ ॥৩॥
যথাবীর্য্যস্ত্বয়া সর্পঃ কৃতোঽয়ং মদ্বিভীষয়া।
তথাবীর্য্যো ভুজঙ্গস্ত্বং মম শাপাদ্ ভবিষ্যসি ॥৪॥
তস্যাহং তপসো বীর্য্যং জানমানস্তপোধন।
ভৃশমুদ্বিগ্নহৃদয়স্তমবোচমহং তদা ॥৫॥
প্রণতঃ সম্ভ্রমাচ্চৈব প্রাঞ্জলিঃ পুরতঃ স্থিতঃ।
সখেতি হসতেদং (১) তে নর্ম্মার্থং বৈ কৃতং ময়া ॥৬॥

একাদশ অধ্যায়।

[ডুণ্ডুভের আত্মকথা এবং রুরুর প্রতি অহিংসার উপদেশ।

ডুণ্ডুভ বলিল—'বৎস! খগম নামে কোন ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে আমার সখা ছিলেন। তাঁহার বাক্য অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল এবং তিনি তপোবলসম্পন্ন ছিলেন ॥১

বাল্যকালে খেলা করিতে করিতে আমি তৃণের দ্বারা একটী সর্প নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার অগ্নিহোত্রকার্য্যে নিরত তাঁহাকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলাম এবং তাহাতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন ॥২

সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত ও তপস্বী সেই খগম পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধে আমাকে যেন দগ্ধ করিতে করিতে বলিলেন ॥৩

'আমাকে ভীতিপ্রদর্শন করিবার জন্য তুমি যেরূপ এই নির্ব্বিষ সর্প নির্ম্মাণ করিয়াছ, সেইরূপ তুমিও আমার শাপে নির্ব্বিষ সর্প হইবে' ॥৪

হে তপোধন রুরু! আমি তাঁহার তপস্যার শক্তি জানিতাম। সেইজন্য আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-

---

* [illegible]

পাঠান্তর :— (১) সখেতি হসতেদং—।

ক্ষন্তুমর্হসি মে ব্রহ্মন্ শাপোঽয়ং বিনিবর্ত্ত্যতাম্।
সোঽথ মামব্রবীদ্ দৃষ্ট্বা ভৃশমুদ্বিগ্নচেতসম্ ॥৭

মুহুরুষ্ণং বিনিঃশ্বস্য সুসম্ভ্রান্তস্তপোধনঃ।
নানৃতং বৈ ময়া প্রোক্তং ভবিতেদং কথঞ্চন ॥৮

যত্তু বক্ষ্যামি তে বাক্যং শৃণু তন্মে ধৃতব্রত।
শ্রুত্বা চ হৃদি তে বাক্যমিদমস্তু সদানঘ ॥৯

উৎপৎস্যতি রুরুর্নাম প্রমতেরাত্মজঃ শুচিঃ।
তং দৃষ্ট্বা শাপমোক্ষস্তে ভবিতা নচিরাদিব ॥১০

স ত্বং রুরুরিতি খ্যাতঃ প্রমতেরাত্মজোঽপি চ।
স্বরূপং প্রতিপদ্যাহমদ্য বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥১১

সৌতিরুবাচ

স ডৌণ্ডুভং পরিত্যজ্য রূপং বিপ্রর্ষভস্তদা।
স্বরূপং ভাস্বরং ভূয়ঃ প্রতিপেদে মহাযশাঃ ॥১২

ইদং চোবাচ বচনং রুরুমপ্রতিমৌজসম্।
অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ সর্ব্বপ্রাণভৃতাং স্মৃতা (১) ॥১৩

তস্মাৎ প্রাণভৃতঃ সর্ব্বান্ ন হিংস্যাদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্বচিৎ।
ব্রাহ্মণঃ সৌম্য এবেহ জায়তেতি পরা শ্রুতিঃ ॥১৪

বেদবেদাঙ্গবিন্নাম (২) সর্ব্বভূতাভয়প্রদঃ।
অহিংসা সত্যবচনং ক্ষমা চেতি বিনিশ্চিতম্ ॥১৫

ব্রাহ্মণস্য পরো ধর্ম্মো বেদানাং ধারণাপি চ।
ক্ষত্রিয়স্য হি যো ধর্ম্মঃ স হি নেষ্যেত বৈ তব ॥১৬

দণ্ডধারণমুগ্রত্বং প্রজানাং পরিপালনম্।
তদিদং ক্ষত্রিয়স্যাসীৎ কর্ম্ম বৈ শৃণু মে রুরো ॥১৭

জনমেজয়স্য যজ্ঞেঽস্মিন্ সর্পাণাং হিংসনং পুরা।
পরিত্রাণঞ্চ ভীতানাং সর্পাণাং ব্রাহ্মণাদপি ॥১৮

ছিন্ন হইয়া পড়ে তখনই তাঁহার সম্মুখে সভয়ে ও কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিলাম— ॥৫

'হে ব্রাহ্মণ! তুমি আমার সখা বলিয়া পরিহাস ও কৌতুক করিবার জন্য আমি এই কার্য্য করিয়াছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর, এই শাপ প্রত্যাহার কর'।

তদনন্তর সেই তপস্বী আমাকে অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত দেখিয়া এইরূপ শাপ দিয়া নিজেও অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পুনঃপুনঃ উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—'হে তপোধন! আমি মিথ্যা কথা বলি নাই; আমার কথা যে কোনও প্রকারে সত্য হইবেই ॥৭-৮

তবে তোমাকে যে কথা বলিব, তাহা তুমি শ্রবণ কর। হে নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ! আমার কথা শুনিয়া তোমার হৃদয়ে যেন ইহা সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে যে, প্রমতির 'রুরু' নামে একটি পবিত্রচরিত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। সেই রুরুকে দর্শন করিয়া অচিরেই তোমার শাপমোচন হইবে' ॥৯-১০

তিনি এইরূপ বলিলে আমি সর্প হইয়া গেলাম। তুমি সেই রুরু নামে খ্যাত আর প্রমতির পুত্রও তুমি; অতএব আজ আমি নিজরূপ প্রাপ্ত হইয়া তোমার মঙ্গলের কথা বলিব' ॥১১

সৌতি বলিলেন—'মহাযশস্বী বিপ্রশ্রেষ্ঠ সেই সহস্রপাৎ তখন ডুণ্ডুভ সর্পের রূপ ত্যাগ করিয়া পুনরায় নিজের উজ্জ্বল পূর্ব্বরূপ লাভ করিলেন' ॥১২

তিনি অতুলপ্রভাবশালী রুরুকে এই কথা বলিলেন—'সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসা পরম ধর্ম্ম' ॥১৩

সেই হেতু কোন সময়েই ব্রাহ্মণ সকল প্রাণীরই হিংসা করিবেন না। এই জগতে ব্রাহ্মণ শান্তস্বভাব হইবেন, ইহা উৎকৃষ্ট বেদবাক্য ॥১৪

বৎস! ব্রাহ্মণ বেদ ও বেদাঙ্গের জ্ঞান লাভ

পাঠান্তর:— (১) —সর্ব্বপ্রাণভৃতাং বর।
(২) বেদ-বেদাঙ্গবিত্তাত—।

তপো-বীর্য্য-বলোপেতাদ্ বেদ-বেদাঙ্গপারগাৎ।
আস্তীকাদ্ দ্বিজমুখ্যাদ্ বৈ সর্পসত্রে দ্বিজোত্তম ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি পৌলোমে ডুণ্ডুভশাপমোক্ষো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

করিবেন এবং সকল প্রাণীকে অভয়প্রদ হইবেন। অহিংসা, সত্যবাক্য, ক্ষমা এবং বেদসমূহের ধারণা —এই চারিটি ব্রাহ্মণের ধর্ম ; কিন্তু ক্ষত্রিয়ের যাহা ধর্ম তাহা ব্রাহ্মণের ধর্ম নহে ॥১৪-১৬

হে রুরু ! দণ্ডধারণ, উগ্রতা ও প্রজাপালন—এই তিনটি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। তাহার দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর ॥১৭

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! রাজা জনমেজয়ের অনুষ্ঠিত সর্পযজ্ঞে পূর্ব্বকালে সর্পসমূহ ভয়প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তপস্যাপ্রভাবশালী ও বলোবলসম্পন্ন এবং বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আস্তীক সেই ভীত সর্পগণের পরিত্রাণ করিয়াছিলেন ॥১৮-১৯

শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতা ব্যাসরচিত আদিপর্ব্বান্তর্গত পৌলোমপর্ব্বে
ডুণ্ডুভশাপমোক্ষনামক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

[জনমেজয়স্য সর্পসত্রবিষয়ে রুরোর্জিজ্ঞাসা।]

রুরুরুবাচ

কথং হিংসিতবান্ সর্পান্ স রাজা জনমেজয়ঃ।
সর্পা বা হিংসিতাস্তত্র কিমর্থং দ্বিজসত্তম * ॥১

কিমর্থং মোক্ষিতাশ্চৈব পন্নগাস্তেন ধীমতা।
আস্তীকেন দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রোতুমিচ্ছাম্যশেষতঃ ॥২

ঋষিরুবাচ

শ্রোষ্যসি ত্বং রুরো সর্বমাস্তীকচরিতং মহৎ।
ব্রাহ্মণানাং কথয়তাং যথাবৎ প্রথমে মহৎ (১) ॥৩

সৌতিরুবাচ।

ইত্যুক্তান্তর্হিতে যোগাৎ তস্মিন্ বিপ্রে রুরুস্ততঃ।
সম্যগ্বিভ্রমতো দ্রষ্টুং তমৃষিং সর্ব্বতো বনে ॥৪

দ্বাদশ অধ্যায়।

[জনমেজয়ের সর্পসত্রবিষয়ে রুরুর জিজ্ঞাসা।]

রুরু বলিলেন—'হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! সেই রাজা জনমেজয় কি প্রকারে সর্পকুলের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন ? এবং সেই সর্পযজ্ঞে কি কারণেই বা সর্পসমূহ বিনাশিত হইয়াছিল ? ॥১

সেই বিদ্বান্ আস্তীক কি জন্যই বা সর্পসমূহকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, আমি এই সমস্ত শুনিতে ইচ্ছা করি' ॥২

তৎপরে ঋষি বলিলেন—'রুরু ! ব্রাহ্মণেরা তোমাকে সেই বৃত্তান্ত বলিবেন। তুমি তাঁহাদের মুখেই মহৎ বিশাল আস্তীকচরিত শ্রবণ করিবে। আমাকে এখন অন্য স্থানে যাইতে হইবে' ॥৩

সৌতি বলিলেন,—যোগসিদ্ধ সেই ঋষিপ্রবর এই কথা বলিয়া যোগবলে অন্তর্হিত হইলেন, আকুলচিত্ত রুরু সেই ঋষিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥৪

---

* আমাদের আদর্শের কোন কোন পুস্তকে এই শ্লোক পৃথক্ অধ্যায় ধরা হয়নি।

পাঠান্তর :— (১) ব্রাহ্মণানাং কথয়তামিত্যুক্ত্বা।

[illegible] বৌধায়নং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

মমাথ কীর্তনং [illegible]

[illegible] ॥

যো [illegible]

[illegible] ॥৬৯

[illegible]—

দৃষ্টঃ [illegible] ।

কীর্তিতো [illegible] ॥৭০

[illegible]—

[illegible] ।

[illegible] ॥

[illegible] ॥৭১

[illegible]—

[illegible] ।

[illegible] ॥৭২

[illegible]—

[illegible]

[illegible] কীর্তনম্ [illegible] ।

[illegible] ॥৭৩

যে মানব আমার নামকীর্তনের [illegible] করিতে [illegible] মনে করে, [illegible] বহুবিধ পীড়ায় নিপীড়িত [illegible] করি ॥৬৯

মানবগণ কৃষ্ণনাম [illegible] স্মরণ করিলে কিংবা বালক কর্তৃক কৃষ্ণনাম কীর্তিত হইলেও শত জন্মের পাপ নষ্ট হইয়া থাকে ॥৭০

সকল লোকের শ্রেষ্ঠতম প্রায়শ্চিত্ত, [illegible] কৃষ্ণ কীর্তনের [illegible] এবং [illegible] আর কিছু বলিব না ॥৭১

যে মানব নিত্য দিন [illegible] সন্ধ্যায় উচ্চারণ করেন, তিনি কোটি [illegible] হইলেও মুক্ত এবং পবিত্র হন ॥৭২

কলিতে পাপকলুষিত মানব 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম' এই নাম কীর্তন করত [illegible] ফল প্রাপ্ত হন ॥৭৩

14 MAR 1969

নীলাক্ষীতে—

কৃষ্ণাখ্যং প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যবাক্যম্
মাতৃহা পিতৃহা বাপি ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্তনাৎ ॥১৪

বিষ্ণুযামলে—

অর্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্
[illegible] লোকেষু [illegible] কীর্তয়েৎ।
[illegible] কোটিজন্মজং [illegible] সংশয়ঃ ॥১৫

শাণ্ডিল্যসংহিতায়াং—

শ্রীকৃষ্ণেতি মহামন্ত্রং শ্রীকৃষ্ণেতি মহৌষধম্।
যে [illegible] কিং কিং ন সিধ্যতি ॥১৬

[illegible]—

[illegible] বিনা কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনম্।
[illegible] কৃষ্ণ [illegible] ॥১৭

[illegible] ন [illegible] সহস্রং [illegible]।
[illegible] কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি [illegible] ॥১৮

মাতৃহত্যাকারী, পিতৃহন্তা, ব্রহ্মঘাতী এবং গুরুপত্নীগামীও 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম কীর্তনে মুক্ত হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই ।১৪

এই জগতে যে মানব আমার নামসকল অবহেলাভাবে কীর্তন করে, তাহার কোটি জন্মের পাপ ক্ষয় করি, ইহাতে সংশয় নাই ।১৫

'শ্রীকৃষ্ণ' এই মহামন্ত্র, 'শ্রীকৃষ্ণ' এই মহৌষধি যে মহাত্মাগণ জপ করেন তাঁহাদের কি কি না সিদ্ধ হয়? অর্থাৎ সকলই সিদ্ধ হইয়া থাকে ।১৬

অতএব হে বিপ্র! আলস্যত্যাগপূর্বক সকল [illegible] হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কর[illegible] [illegible] মহাফল ।১৭

হে বিপ্র! যদি প্রতিদিন সকল সহস্রনাম পাঠ করিতে না পার, তাহা হইলে বারংবার কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিবে ।১৮

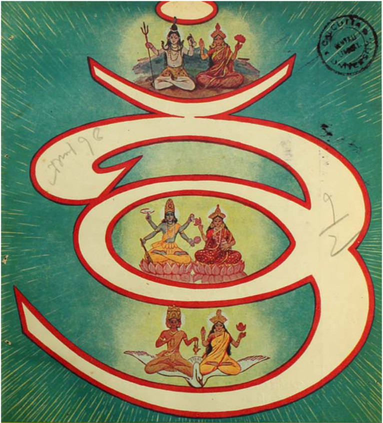

CALCUTTA UNIVERSITY

শ্রাবণ ৭৫

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামমহিমা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঁকারনাথ

এতেন তব বিপ্রর্ষে সর্বং সম্পদ্যতেঽধুনা।
কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া বিপ্র সম্যক্ প্রকীর্তনাৎ ॥৭৯

যন্নামকীর্তনেনৈব পুমান্ সংসার-সাগরম্।
তরত্যদ্ধা প্রপদ্যে তং কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্ ॥৮০

পদ্যাবল্যাং লক্ষ্মীধরস্য—

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনা স্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥৮১

হে বিপ্রর্ষে! ইহার দ্বারা তোমার সকল সম্পন্ন হইবে, অতএব শ্রদ্ধাপূর্বক সম্যগ্‌রূপে কীর্তন করিলে কি হইবে ৭৯

পুরুষ যাঁহার নামকীর্তনের দ্বারাই সহজে সংসারসাগর উত্তীর্ণ হন, সেই গোপালমূর্তি কৃষ্ণকে আশ্রয় করি ৮০

সাধুজনের চিত্ত আকর্ষণকারী, পাপসমূহের উচ্চাটনকারী, চণ্ডাল অবধি আমূর্খ-লোক সকলের সুলভ এবং মুক্তি সম্পত্তির বশীকারক এই শ্রীকৃষ্ণ-নামাত্মক-মন্ত্র প্রকার তান্ত্রিক কি বৈদিক দীক্ষা সৎক্রিয়া অথবা পুরশ্চর্য্যাদি কিছুর অপেক্ষা করেন না। কেবলমাত্র রসনা স্পর্শমাত্রেই পাপসমূহ দূরীভূত করিয়া থাকেন ৮১

মহাভারত—দ্বিতীয়

[সপ্তমবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৭৫]　　　　[দ্বিতীয় সংখ্যা—শামলীবাতা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীজ্যোতির্ময়নন্দবেদান্ততীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বাবদ ভারতসরকারের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক স্বল্পমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

•　　•　　•

যুগ্ম-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা]　　　　[প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

সর্ব্বাধিকারী :—
শ্রী[illegible]
([illegible])

সহ-সম্পাদকগণ

শ্রী[illegible] বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী [illegible]
শ্রীযদুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় এম্. এ

[illegible] : –
[illegible] বিদ্যানন্দ।
ডাঃ শ্রীবিনয়েন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., বি. এ. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ্, ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ্ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৮২, পি. [illegible] রোড, কলিকাতা—২৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৯, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত। ১লা শ্রাবণ, ১৩৭০।

কার্য্যালয় : -
৮৬/১, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়), কলিকাতা—৬
ফোন [illegible]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র [illegible] মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (গুরু-পূর্ণিমা) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে [illegible] [illegible], [illegible] সহ [illegible] [illegible], বাল্মীকি-রামায়ণ, হরিবংশপুরাণ ও [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে [illegible] প্রকাশিত হইতেছে। ভবিষ্যতে আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ ন. প. মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ৩০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া গ্রাহকদের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে ঠিক সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, [illegible], বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপনে ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা [illegible] গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাই কার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। কার্যালয়ের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইয়া ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্যালয়ে আসিয়া বা [illegible] স্থানীয় অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উপরিলিখিত ১-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

[illegible] বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭২, পি. [illegible] ডি. রোড, বাগবাজার
কলিকাতা—৩।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

[illegible]
[illegible]
গৌহাটী
৮।৪।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'রবে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা	৩'০০	টাকা
২। বিংশসংহিতা ও স্মৃতি	২২'৫০	„

(সংহিতা—মনু, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, শাতাতপ, বশিষ্ঠ, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, ব্যাস শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুযম, শঙ্খ-লিখিত, [illegible], বৃহদ্‌যম, লঘুশঙ্খ, [illegible] [illegible], আত্রেয়, কপিল, লঘু-আশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধাত্রি, লোহিত, [illegible], কণ্ব, বৃদ্ধপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ	৩০'০০	টাকা
৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ	৯'০০	„
৫। শ্রীমদ্ভাগবত	৪২'০০	„

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

রুরুশ্চাপি বনং সর্বং পর্যধাবৎ সমন্ততঃ ।
তমৃষিং নষ্টমন্বিচ্ছন্ সংশ্রান্তো ন্যপতদ্ ভুবি ॥৫॥
স মোহং পরমং গত্বা নষ্টসংজ্ঞ ইবাভবৎ ।
তদৃষের্বচনং তথ্যং চিন্তয়ানঃ পুনঃ পুনঃ ॥৬॥
লব্ধসংজ্ঞো রুরুশ্চায়াৎ তদাচখ্যৌ পিতুস্তদা ।
পিতা চাস্য তদাখ্যানং পৃষ্টঃ সর্বং ন্যবেদয়ৎ ॥৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি পৌলোমে সর্পসত্রপ্রস্তাবনায়াং
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

অনন্তর রুরু বিশেষ শারীরিক শক্তি অবলম্বন করিয়া বাহিরে সেই ঋষির অন্বেষণের জন্য খুঁজিতে ধাবিত হইলেন; তাহাতে তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥৫॥

তিনি গাঢ় মূঢ় হইয়া আবার মহাত্মার সেই সত্য উপদেশবাক্যের পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে করিতে যেন সংজ্ঞাহীন হইয়া গেলেন ॥৬॥

সংজ্ঞা লাভ করিয়া রুরু আশ্রমে ফিরিয়া তখনই পিতার নিকট সেই ডুণ্ডুভ সর্পের উপাখ্যান বলিলেন। তিনি পিতাকে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের কথা জিজ্ঞাসা করিলে পিতা তখন নিকট সেই সর্পযজ্ঞ বৃত্তান্ত সমস্তই বলিলেন ॥৭॥

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত পৌলোমপর্বে
সর্পসত্রপ্রস্তাবনাবিষয়ক দ্বাদশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

(আস্তীকপর্ব)

[স্বপিতৃপুরুষৈর্বিবাহায় জরৎকারুপ্রবোধনম্ ।]

শৌনক উবাচ ।
কিমর্থং রাজশার্দূলঃ স রাজা জনমেজয়ঃ ।
সর্পসত্রেণ সর্পাণাং গতোঽন্তং তদ্ বদস্ব মে ।
নিখিলেন যথাতত্ত্বং সৌতে সর্বমশেষতঃ ॥১॥
আস্তীকশ্চ দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ কিমর্থং জপতাং বরঃ ।
মোক্ষয়ামাস ভুজগান্ প্রদীপ্তাদ্ বসুরেতসঃ ॥২॥
কস্য পুত্রঃ স রাজাসীৎ সর্পসত্রং য আহরৎ ।
স চ দ্বিজাতিপ্রবরঃ কস্য পুত্রোঽভিধৎস্ব মে ॥৩॥

সৌতিরুবাচ ।
মহদাখ্যানমাস্তীকং যথৈতৎ প্রোচ্যতে দ্বিজ ।
সর্বমেতদশেষেণ শৃণু মে কথতাং বর ॥৪॥

(আস্তীক পর্ব)

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[নিজ পিতৃগণের অনুরোধে বিবাহের জন্য জরৎকারুমুনির উদ্যোগ।]

শৌনক বলিলেন—'সৌতি! সেই রাজশ্রেষ্ঠ রাজা জনমেজয় কি জন্য সর্পযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া সর্পসমূহের বিনাশ করিয়াছিলেন, এই বিষয় সবকিছুই আপনি যথাযথরূপে আমাকে বলুন ॥১॥

জপকারিদিগের প্রধান ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আস্তীক কি কারণে প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে সর্পসমূহের মুক্তিসাধন করিয়াছিলেন ॥২॥

---

* কোন কোন পুস্তকে ১ শ্লোকের তৃতীয় পংক্তি দেখা যায় না।

শৌনক উবাচ

শ্রোতুমিচ্ছাম্যশেষেণ কথামেতাং মনোরমাম্।
আস্তীকস্য পুরাণর্ষের্ব্রাহ্মণস্য যশস্বিনঃ ॥৫

সৌতিরুবাচ

ইতিহাসমিমং বিপ্রাঃ পুরাণং পরিচক্ষতে।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্তং নৈমিষারণ্যবাসিষু ॥৬

পূর্বং প্রচোদিতঃ সূতঃ পিতা মে লোমহর্ষণঃ।
শিষ্যো ব্যাসস্য মেধাবী ব্রাহ্মণেষ্বিদমুক্তবান্ ॥৭

তস্মাদহমুপশ্রুত্য প্রবক্ষ্যামি যথাতথম্।
ইদমাস্তীকমাখ্যানং তুভ্যং শৌনক পৃচ্ছতে ॥৮

কথয়িষ্যাম্যশেষেণ সর্বপাপপ্রণাশনম্।
আস্তীকস্য পিতা হ্যাসীৎ প্রজাপতিসমঃ প্রভুঃ ॥৯

ব্রহ্মচারী যতাহারস্তপস্যুগ্রে রতঃ সদা।
জরৎকারুরিতি খ্যাত ঊর্ধ্বরেতা মহাতপাঃ ॥১০

যাযাবরাণাং প্রবরো ধর্মজ্ঞঃ সংশিতব্রতঃ।
স কদাচিন্মহাভাগস্তপোবলসমন্বিতঃ ॥১১

চচার পৃথিবীং সর্বাং যত্রসায়ংগৃহো মুনিঃ।
তীর্থেষু চ সমাপ্লাবং কুর্বন্নটতি সর্বশঃ ॥১২

চরন্ দীক্ষাং মহাতেজা দুশ্চরামকৃতাত্মভিঃ।
বায়ুভক্ষো নিরাহারঃ শুষ্যন্নহরহো মুনিঃ ॥১৩

ইতস্ততঃ পরিচরন্ দীপ্তপাবকসপ্রভঃ।
অটমানঃ কদাচিৎ স্বান্ স দদর্শ পিতামহান্ ॥১৪

সর্পযজ্ঞকারী সেই জনমেজয় রাজা কাহার পুত্র ছিলেন? ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সেই আস্তীকই বা কাহার পুত্র ছিলেন? তাহা আপনি আমাকে বলুন' ॥৩

সৌতি বলিলেন—'হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ! আমি আস্তীকের এই মহৎ উপাখ্যান যাহা বলিতেছি, আপনি সমস্তই শ্রবণ করুন' ॥৪

শৌনক বলিলেন—'যশস্বী ও পুরাতন ব্রহ্মর্ষি আস্তীকের এই মনোরম উপাখ্যান সমস্তই আমি শুনিতে ইচ্ছা করি' ॥৫

সৌতি বলিলেন—'হে ব্রাহ্মণগণ! পণ্ডিতগণ বলেন যে, মহর্ষি বেদব্যাস নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের নিকটে এই পুরাতন ইতিহাস বলিয়াছিলেন ॥৬

ব্যাসদেবের শিষ্য মেধাবী আমার পিতা লোমহর্ষণ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাঁহাদের নিকট [illegible] বলিয়াছিলেন ॥৭

শৌনক! আমি [illegible] উপাখ্যান শুনিয়াছি। তাহাই আপনি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমি যথার্থভাবে আপনাকে এই আস্তীক উপাখ্যান বলিব ॥৮

সর্বপাপনাশক এই উপাখ্যান সমস্তই বলিব। আস্তীকের পিতা 'জরৎকারু' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। জরৎকারু প্রজাপতির সমান প্রভাবশালী, যোগবলসম্পন্ন, ব্রহ্মচারী, মিতাহার, সর্বদা উগ্র তপস্যায় রত, ঊর্ধ্বরেতা ও মহাতেজস্বী ছিলেন ॥৯-১০

তিনি যাযাবরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধার্মিক, দৃঢ়ব্রত, তপোবলসম্পন্ন ও ভাগ্যবান্ ছিলেন। কোন সময়ে তিনি সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করিয়াছিলেন। যেখানে সন্ধ্যা হইত, সেইখানে তিনি রাত্রিকালে অবস্থান করিতেন। তীর্থে তীর্থে স্নান করিয়া এই মুনি সকল দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥১১-১২

অকৃতাত্মা ব্যক্তিগণের যাহা করা দুষ্কর, তিনি তাদৃশ ব্রতচর্যা পালন করিয়া বায়ু ভোজন [illegible] তেজস্বী [illegible]। কোনদিন [illegible] তাঁহার

লম্বমানান্ মহাগর্তে পাদৈরূর্দ্ধৈরধোমুখান্।
তানব্রবীৎ স দৃষ্ট্বৈব জরৎকারুঃ পিতামহান্ ॥১৫

কে ভবন্তোঽবলম্বন্তে গর্তে হ্যস্মিন্নধোমুখাঃ।
বীরণস্তম্বকে লগ্নাঃ সর্বতঃ পরিভক্ষিতে।
মূষিকেণ নিগূঢ়েন গর্তেঽস্মিন্ নিত্যবাসিনা ॥১৬

পিতর ঊচুঃ।

যাযাবরা নাম বয়মৃষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
সন্তানপ্রক্ষয়াদ্ ব্রহ্মন্নধো গচ্ছাম মেদিনীম্ (১) ॥১৭

অস্মাকং সন্ততিস্ত্বেকো জরৎকারুরিতি শ্রুতঃ।
মন্দভাগ্যোঽল্পভাগ্যানাং তপ এব মহাব্রতঃ(২) ॥
ন স পুত্রান্ জনয়িতুং দারান্ মূঢ়শ্চিকীর্ষতি।
তেন লম্বামহে গর্তে সন্তানস্য ক্ষয়াদিহ ॥১৯

অনাথাস্তেন নাথেন যথা দুষ্কৃতিনস্তথা।
যেনাস্ম সর্বতোঽপি গর্তমেতে সুদারুণে ॥২০

ন তে [illegible] গর্তে [illegible] হি।
কস্ত্বং বন্ধুরিবাস্মাকমনুশোচসি সত্তম ॥২১

জরৎকারুরুবাচ।

মম পূর্বে ভবন্তো বৈ পিতরঃ সপিতামহাঃ।
ব্রূত কিং করবাণ্যদ্য জরৎকারুরহং স্বয়ম্ ॥২২

পিতর ঊচুঃ

যতস্ব যত্নবাংস্তাত সন্তানায় কুলস্য নঃ।
আত্মনোঽর্থেঽস্মদর্থে চ ধর্ম ইত্যেব চাভিভো ॥২৩

ন হি ধর্মফলৈস্তাত ন তপোভিঃ সুসঞ্চিতৈঃ।
তাং গতিং প্রাপ্নুবন্তীহ পুত্রিণো যাং ব্রজন্তি বৈ ॥২৪

[illegible] ছিল। এই জরৎকারু কোন সময়ে নানাস্থানে বিচরণ করিতে করিতে গিয়া পূর্বপুরুষগণকে দেখিতে পাইলেন ॥১৩-১৪

তাঁহাদের চরণযুগ উপরের দিকে আছে ও মুখ নীচের দিকে আছে। তাঁহারা একটি বড় গর্তে লম্বমান আছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া জরৎকারু বলিলেন— ॥১৫

"এই গর্তে সর্বদা গুপ্তভাবে বাসকারী একটি মূষিক যে বীরণস্তম্ব ঝাড়ের (বেণার মূলের গুচ্ছ) চারিদিকেই ভক্ষণ করিয়াছে, তাহাতে লগ্ন থাকার অবস্থায় আপনারা কাহারা এই গর্তের মধ্যে অধোমুখে ঝুলিতেছেন?" ॥১৬

পিতৃগণ বলিলেন—ব্রাহ্মণ! আমরা যাযাবর নামে ঋষি ছিলাম ও যথানিয়মে সমস্ত ব্রত পালন করিয়াছি, কিন্তু বংশলোপের সম্ভাবনায় পৃথিবীর নিম্নদিকে যাইতেছি ॥১৭

আমাদের জরৎকারুনামক একটি সন্তান আছে। তাহার মধ্যেও মন্দভাগ্য ব্যক্তি আর কেহ নাই, কারণ সে কেবল তপস্যা অবলম্বন করিয়া আছে ॥১৮

সেই মূঢ় ব্যক্তি পুত্রোৎপাদনের জন্য বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিতেছে না; সেই হেতু সে আমাদের বংশ থাকিতেও আমরা অনাথের ন্যায় হইয়া বংশলোপের সম্ভাবনায় পাপী লোকদের ন্যায় এই গর্তের মধ্যে ঝুলিতেছি। কারণ, সর্বলোকে যাঁহাদের পুত্ররূপ বান্ধব থাকে না, তাঁহারা পুণ্যকারী হইলেও সদ্গতি লাভ করিতে পারেন না। হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ! আপনি কে, আমাদের বন্ধুর ন্যায় এইরূপ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন? ॥১৯-২১

জরৎকারু বলিলেন—"আপনারা আমার পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্বপুরুষ। আপনাদের জন্য আমি এখন কি কার্য করিব বলুন; আমিই সেই জরৎকারু ॥২২

পিতৃগণ বলিলেন—"হে তপস্বী বৎস! তুমি একাকাল কেবল তপস্যাতেই ব্যাপৃত হইয়াছ। এখন নিজের ও আমাদের সদ্গতি ও বংশের জন্য যত্ন করো

পাঠান্তর:— (১) —ব্রজাম মেদিনীম্।
(২) —তপ এবং সমাস্থিতঃ।

* [illegible]

তদ্ দারগ্রহণে যত্নং সন্তত্যাঞ্চ মনঃ কুরু।
পুত্রকাস্মন্নিয়োগাৎ ত্বমেতন্নঃ পরমং হিতম্ ॥২৫

জরৎকারুরুবাচ।

ন দারান্ বৈ করিষ্যেঽহং ন ধনং জীবিতার্থতঃ।
ভবতাং তু হিতার্থায় করিষ্যে দারসংগ্রহম্ ॥২৬

সময়েন চ কর্তাহমনেন বিধিপূর্বকম্।
তথা যদ্যুপলপ্স্যামি করিষ্যে নান্যথা হ্যহম্ ॥২৭

সনাম্নী যা ভবিত্রী মে দিৎসিতা চৈব বন্ধুভিঃ।
ভৈক্ষবত্তামহং কন্যামুপযংস্যে বিধানতঃ ॥২৮

দরিদ্রায় হি মে ভার্য্যাং কো দাস্যতি বিশেষতঃ।
প্রতিগ্রহীষ্যে ভিক্ষাং তু যদি কশ্চিৎ প্রদাস্যতি ॥২৯

এবং দারক্রিয়াহেতোঃ প্রযতিষ্যে পিতামহাঃ।
অনেন বিধিনা শশ্বন্ন করিষ্যেঽহমন্যথা ॥৩০

তত্র চোৎপৎস্যতে জন্তুর্ভবতাং তারণায় বৈ।
শাশ্বতং স্থানমাসাদ্য মোদন্তাং পিতরো মম ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি আস্তীকে জরৎকারু-পিতৃসংবাদো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

উচিত কথা এই যে, তুমি আমাদের বংশের সন্তানোৎপাদনের জন্য যত্ন কর ॥২৩

বৎস! এই জগতে পুত্রবান্ লোকেরা যে গতি লাভ করেন, ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল কিংবা সুসঞ্চিত তপস্যার দ্বারাও সেই গতি লাভ করা যায় না ॥২৪

হে পুত্র! সেই কারণে আমাদের আদেশে তুমি বিবাহ করিতে যত্নবান্ হও এবং সন্তানোৎপাদনে মন দাও; ইহা আমাদের পরম মঙ্গলজনক ॥২৫

জরৎকারু বলিলেন—আমি আমার নিজের জীবনের জন্য বিবাহ বা ধন উপার্জ্জন করিব না; কিন্তু আপনাদের হিতের জন্যই বিবাহ করিব ॥২৬

আমি আমার নিয়মেই শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে বিবাহ করিব। সেই নিয়মে যদি কন্যা পাই, তাহা হইলেই বিবাহ করিব, না হইলে বিবাহ করিব না ॥২৭

আমার নামের সমান নাম (জরৎকারু) যে কন্যার হইবে এবং বন্ধুগণ যে কন্যাকে প্রদানের জন্য আমাকে আহ্বান করিয়া সম্প্রদান করিবেন, সেই কন্যাকে আমি ভিক্ষার স্বরূপে পাইয়া বিধানানুসারে গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিব ॥২৮

আমি অত্যন্ত দরিদ্র; আমার পত্নী হইবার জন্য কে আমাকে কন্যাদান করিবেন? যদি কোনও ব্যক্তি দান করেন, তাহা হইলে আমি ভিক্ষারই মত সেই কন্যাদান গ্রহণ করিব ॥২৯

হে পিতৃপুরুষগণ! এই প্রকারে এই নিয়মে বিবাহ করিবার জন্য আমি যত্নবান্ হইব। তাহা না হইলে চিরজীবনেই আমি বিবাহ করিব না ॥৩০

আমার সেই পত্নীর গর্ভে আপনাদের উদ্ধারের জন্য পুত্র উৎপন্ন হইবে; তাহাতে আমার পিতৃপুরুষ আপনারা নিত্যলোকে গমন করিয়া আনন্দিত হইবেন ॥৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত আস্তীকপর্ব্বে
জরৎকারু-পিতৃসংবাদনামক ত্রয়োদশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

[জরৎকারুমুনের্বাসুকিভগিন্যাঃ পাণিগ্রহণম্।]

সৌতিরুবাচ।

ততো নিবেশায় (১) তদা স বিপ্রঃ সংশিতব্রতঃ।
মহীং চচার দারার্থী ন চ দারানবিন্দত ॥১

স কদাচিদ্ বনং গত্বা বিপ্রঃ পিতৃবচঃ স্মরন্।
চুক্রোশ কন্যাভিক্ষার্থী তিস্রো বাচঃ শনৈরিব ॥২

তং বাসুকিঃ প্রত্যগৃহ্ণাদুদ্যম্য ভগিনীং তদা।
ন স তাং প্রতিজগ্রাহ ন সনাম্নীতি চিন্তয়ন্ ॥৩

সনাম্নীং চোদ্যতাং ভার্য্যাং গৃহ্ণীয়ামিতি তস্য হি।
মনো নিবিষ্টমভবজ্জরৎকারোর্মহাত্মনঃ ॥৪

তমুবাচ মহাপ্রাজ্ঞো জরৎকারুর্মহাতপাঃ।
কিংনাম্নী ভগিনীয়ং তে ব্রূহি সত্যং ভুজঙ্গম ॥৫

বাসুকিরুবাচ।

জরৎকারো জরৎকারুঃ স্বসেয়মনুজা মম।
প্রতিগৃহ্ণীষ্ব ভার্য্যার্থে ময়া দত্তাং সুমধ্যমাম্।
ত্বদর্থং রক্ষিতা পূর্ব্বং প্রতীচ্ছেমাং দ্বিজোত্তম ॥৬

এবমুক্ত্বা ততঃ প্রাদাদ্ ভার্য্যার্থে বরবর্ণিনীম্।
স চ তাং প্রতিজগ্রাহ বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি আস্তীকে বাসুকিস্বসৃবরণে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥১৪

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[জরৎকারু মুনিকর্তৃক বাসুকিভগিনীর পাণিগ্রহণ।]

সৌতি বলিলেন—তাহার পর উগ্রব্রত ব্রাহ্মণ সেই জরৎকারু তখন বিবাহের জন্য পত্নী পাইবার আশায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোথাও পত্নীলাভ করিতে পারিলেন না ॥১

কোন সময়ে তিনি পিতৃপুরুষদিগের বাক্যস্মরণ করিতে করিতে বনে গিয়া কন্যাপ্রাপ্তির আশায় ধীরে ধীরে উচ্চস্বরে তিনবার এইকথাগুলি বলিলেন—'আমাকে কন্যাভিক্ষা দান করুন' ॥২

সেই সময়ে বাসুকি নাগ নিজ ভগিনীকে দান করিবার জন্য আনিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য জরৎকারুকে সাদরে বলিলেন; কিন্তু সেই কন্যার নাম নিজনামের সমান হইবে না ভাবিয়া জরৎকারু তাহাকে গ্রহণ করিলেন না ॥৩

কারণ 'যে কন্যার নাম নিজের নামের সমান হইবে, এইরূপ কন্যা সাদরে দত্ত উপস্থিত হইলে তাহাকেই পত্নী করিব' এইরূপ মহাত্মা জরৎকারুর মনোভাব ছিল ॥৪

মহাপ্রাজ্ঞ ও মহাতপস্বী জরৎকারু বাসুকিকে বলিলেন—'হে ভুজগ! আপনার এই ভগিনীর নাম কি তাহা সত্য বলুন' ॥৫

বাসুকি বলিলেন—'হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ জরৎকারু! এটি আমার কনিষ্ঠ ভগিনী, ইহার নামও জরৎকারু। আমি এই সুন্দরীকে দান করিলাম, আপনি পত্নী করিবার জন্য ইহাকে গ্রহণ করুন। আপনার জন্য ইহাকে আমি পূর্ব্ব হইতে রক্ষা করিয়াছি, আপনি ইহাকে প্রতিগ্রহ করুন' ॥৬

এই কথা বলিয়া বাসুকি জরৎকারুর পত্নী হইবার জন্য সেই পরমা সুন্দরী কন্যাকে দান করিলেন; জরৎকারুও শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে তাহাকে গ্রহণ করিলেন ॥৭

পাঠান্তরঃ—(১) ততো নিবেশায়—।

* [illegible] কোন কোন [illegible] এই মূল পুস্তক পাওয়া যায় না।

শ্রীমদ্বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বের আস্তীকপর্ব্বে
বাসুকিভগিনীপাণিগ্রহণবিষয়ক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

[আস্তীকের জন্ম, জনমেজয়ের সর্পসত্রে বন্দীপ্রায় নাগবংশকে আস্তীকের রক্ষা করা।]

সৌতিরুবাচ।

মাত্রা হি ভুজগাঃ শপ্তাঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মবিদাং বর।
জনমেজয়স্য বো যজ্ঞে ধক্ষ্যত্যনিলসারথিঃ ॥১

তস্য শাপস্য শান্ত্যর্থং প্রদদৌ পন্নগোত্তমঃ।
স্বসারমৃষয়ে তস্মৈ সুব্রতায় মহাত্মনে ॥২

স চ তাং প্রতিজগ্রাহ বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা।
আস্তীকো নাম পুত্রশ্চ তস্যাং জজ্ঞে মহামনাঃ ॥৩

তপস্বী চ মহাত্মা চ বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
সমঃ সর্ব্বস্য লোকস্য পিতৃমাতৃভয়াপহঃ ॥৪

অথ দীর্ঘস্য কালস্য পাণ্ডবেয়ো নরাধিপঃ।
আজহার মহাযজ্ঞং সর্পসত্রমিতি শ্রুতিঃ ॥৫

তস্মিন্ প্রবৃত্তে সত্রে তু সর্পাণামন্তকায় বৈ।
মোচয়ামাস তান্ নাগানাস্তীকঃ (১) সুমহাযশাঃ ॥৬

ভ্রাতৄংশ্চ মাতুলাংশ্চৈব তথৈবান্যান্ স পন্নগান্।
পিতৄংশ্চ তারয়ামাস সন্তত্যা তপসা তথা ॥৭

ব্রতৈশ্চ বিবিধৈর্ব্রহ্মন্ স্বাধ্যায়ৈশ্চানৃণোঽভবৎ।
দেবাংশ্চ তর্পয়ামাস যজ্ঞৈর্বিবিধদক্ষিণৈঃ ॥৮

ঋষীংশ্চ ব্রহ্মচর্য্যেণ সন্তত্যা চ পিতামহান্।
অপহৃত্য গুরুং ভারং পিতৄণাং সংশিতব্রতঃ ॥৯

জরৎকারুর্গতঃ স্বর্গং সহিতঃ স্বৈঃ পিতামহৈঃ।
আস্তীকঞ্চ সুতং প্রাপ্য ধর্ম্মঞ্চানুত্তমং মুনিঃ ॥১০

পঞ্চদশ অধ্যায়।

আস্তীকের জন্ম এবং সর্পসত্রে বদ্ধপ্রায়
নাগবংশকে আস্তীক কর্তৃক রক্ষা।]

সৌতি বলিলেন,—হে ব্রহ্মজ্ঞবর! সর্পগণের মাতা সর্পগণকে শাপ দিয়াছিলেন যে—'জনমেজয়ের যজ্ঞে অগ্নি তোমাদিগকে দগ্ধ করিবেন'॥১॥

সর্পশ্রেষ্ঠ বাসুকি সেই শাপশান্তির জন্যই ব্রতশীল মহাত্মা জরৎকারুকে নিজ ভগিনী সম্প্রদান করিয়াছিলেন॥২॥

জরৎকারুও শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে বাসুকির ভগিনীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন; সেই কন্যার গর্ভে আস্তীকনামে মহামনা একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল॥৩॥

আস্তীক তপস্বী, মহাত্মা, বেদবেদাঙ্গপারদর্শী, সকলের প্রতি সমবুদ্ধি এবং পিতৃকুল ও মাতৃকুলের ভয়নিবারক ছিলেন॥৪॥

তাহার পর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইলে, পাণ্ডববংশোদ্ভূত মহারাজ জনমেজয় সর্পসত্র নামে প্রসিদ্ধ একটী মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, ইহা আমরা শুনিয়াছি॥৫॥

সর্পগণের বিনাশের জন্য সেই সর্পযজ্ঞ আরম্ভ হইলে মহাযশাঃ আস্তীক সেই সর্পগণকে মরিবার হইতে উদ্ধার করেন॥৬॥

তিনি মাতুলগণকে ও মাতুলপুত্র ভ্রাতৃগণকে এবং অন্যান্য সর্পগণকেও উদ্ধার করেন এবং সন্তানোৎপাদন ও তপস্যাদ্বারা পিতৃপুরুষগণকেও উদ্ধার করেন॥৭॥

হে ব্রাহ্মণ! আস্তীক বিবিধ ব্রত ও বেদপাঠদ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন এবং নানাবিধ দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিগণকে এবং সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃপুরুষ-

---

পাঠান্তর :— (১) মোচয়ামাস তান্ নাগানাস্তীক—।

জরৎকারুঃ সুমহতা কালেন স্বর্গমেয়িবান্।
এতদাখ্যানমাস্তীকং যথাবৎ কীর্তিতং ময়া।
প্রব্রূহি ভৃগুশার্দূল কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি আস্তীকে সর্পাদ্যুৎপত্তি-
প্রস্তাবো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৫

[illegible] পরিতুষ্ট করেন। এবংবিধ জরৎকারু পিতৃপুরুষগণের গুরুতর ভার অপহরণ করিয়া নিজ পিতৃপুরুষগণের সহিত স্বর্গে গমন করিলেন।

জরৎকারু মুনি আস্তীককে পুত্র পাইয়া এবং অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম অর্জন করিয়া সুদীর্ঘকালে পর স্বর্গগমন করিয়াছিলেন।

হে ভৃগুবংশশ্রেষ্ঠ শৌনক! আমি যথাবিধানে এই আস্তীকের উপাখ্যান বলিলাম। আপনাদের নিকট আর অন্য কথা কি বলিব, তাহা বলুন ॥৪০-৪১

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত আস্তীকপর্ব্বে
সর্পাদ্যুৎপত্তিপ্রস্তাব নামক পঞ্চদশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

[কশ্যপস্য বরদানেন কদ্রু-বিনতয়োরভীষ্টপুত্রলাভপ্রাপ্তিঃ।]

শৌনক উবাচ।
সৌতে ত্বং কথয়স্বেমাং বিস্তরেণ কথাং পুনঃ।
আস্তীকস্য কবেঃ সাধোঃ শুশ্রূষা পরমা হি নঃ ॥১
মধুরং কথ্যতে সৌম্য শ্লক্ষ্ণাক্ষরপদং ত্বয়া।
প্রীয়ামহে ভৃশং তাত পিতেবেদং প্রভাষসে ॥২
অস্মচ্ছুশ্রূষণে নিত্যং পিতা হি নিরতস্তব।
আচষ্টৈতদ্ যথাখ্যানং পিতা তে ত্বং তথা বদ ॥৩
সৌতিরুবাচ।
আয়ুষ্মন্নিদমাখ্যানমাস্তীকং কথয়ামি তে।
যথাশ্রুতং কথয়তঃ সকাশাদ্ বৈ পিতুর্ময়া ॥৪

ষোড়শ অধ্যায়

[কশ্যপের বরদানে কদ্রু ও বিনতার অভীষ্ট পুত্রলাভপ্রাপ্তি।]

শৌনক বলিলেন—সৌতি! বিস্তৃত ভাবে আস্তীকের এই কথা তুমি পুনরায় বলিতে থাক। কারণ, ইহা শ্রবণ করিবার জন্য আমাদের প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে ॥১

হে সৌম্য সৌতে! তুমি যে মধুর কথা বলিতেছ তাহার অক্ষর ও পদসমূহ কোমল। তুমি তোমার পিতার মতই কথা বলিতেছ; ইহাতে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥২

তোমার পিতা আমাদিগকে এই উপাখ্যান শুনাইয়া আনন্দ দান করিতে সর্ব্বদাই নিরত ছিলেন; সুতরাং তোমার পিতা যে ভাবে এই উপাখ্যান বলিয়াছিলেন, তুমিও সেই ভাবেই বল ॥৩

সৌতি বলিলেন—হে দীর্ঘায়ু শৌনক! আমার পিতা যখন এই আস্তীকোপাখ্যান বলিতেছিলেন, তখন আমি তাঁহার নিকট যেমন শুনিয়াছিলাম—সেই ভাবে তাহা আপনার নিকট বলিব ॥৪

পুরা দেবযুগে ব্রহ্মন্ প্রজাপতিসুতে শুভে ।
আস্তাং ভগিন্যৌ রূপেণ সমুপেতেঽদ্ভুতেঽনঘ ॥৫

তে ভার্য্যে কশ্যপস্যাস্তাং কদ্রূশ্চ বিনতা চ হ ।
প্রাদাৎ তাভ্যাং বরং প্রীতঃ প্রজাপতিসমঃ পতিঃ ॥৬

কশ্যপো ধর্ম্মপত্নীভ্যাং মুদা পরময়া যুতঃ ।
বরাতিসর্গং শ্রুত্বৈবং কশ্যপাদুত্তমঞ্চ তে ॥৭

হর্ষাদপ্রতিমাং প্রীতিং প্রাপতুঃ স্ম বরস্ত্রিয়ৌ ।
বব্রে কদ্রূঃ সুতান্ নাগান্ সহস্রং তুল্যবর্চসঃ ॥৮

দ্বৌ পুত্রৌ বিনতা বব্রে কদ্রূপুত্রাধিকৌ বলে ।
তেজসা বপুষা চৈব বিক্রমেণাধিকৌ চ তৌ ॥৯

তস্যৈ ভর্ত্তা বরং প্রাদাদীদৃশৌ তে ভবিষ্যতঃ ।
এবমস্ত্বিতি তং চাহ কশ্যপং বিনতা তদা ॥১০

যথাবৎ প্রার্থিতং লব্ধ্বা বরং তুষ্টাভবৎ তদা ।
কৃতকৃত্যা তু বিনতা লব্ধ্বা বীর্য্যাধিকৌ সুতৌ ॥১১

কদ্রূশ্চ লব্ধ্বা পুত্রাণাং সহস্রং তুল্যতেজসাম্ ।
ধার্য্যৌ প্রযত্নতো গর্ভাবিত্যুক্ত্বা স মহাতপাঃ ॥১২

তে ভার্য্যে বরসংহৃষ্টে কশ্যপো বনমাবিশৎ ।
সৌতিরুবাচ ।
কালেন মহতা কদ্রূরণ্ডানাং দশতীর্দশ ॥১৩

জনয়ামাস বিপ্রেন্দ্র দ্বে চাণ্ডে বিনতা তদা ।
তয়োরণ্ডানি নিদধুঃ প্রহৃষ্টাঃ পরিচারিকাঃ ॥১৪

সোপস্বেদেষু ভাণ্ডেষু পঞ্চবর্ষশতানি চ ।
ততঃ পঞ্চশতে কালে কদ্রূপুত্রা বিনিঃসৃতাঃ ॥১৫

হে নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ! পূর্ব্বে সত্যযুগে দক্ষ-প্রজাপতির মঙ্গলময়ী দুইটি কন্যা ছিলেন। ঐ দুইটি ভগিনী অদ্ভুত ও সৌন্দর্য্যবতী ছিলেন ॥৫

কদ্রূ ও বিনতা নামে ঐ দুই ভগিনী কশ্যপের পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের পতি প্রজাপতিতুল্য কশ্যপ কোনও সময়ে তাঁহাদের প্রতি প্রীত হইয়া পরমানন্দে বরদান করিতে চাহিলে, সেই উত্তম দুই নারী কশ্যপের নিকট বরদানের প্রতিশ্রুতি শুনিয়া আনন্দে অতুল প্রীতিলাভ করিলেন। তাহার পর কদ্রূ সমান বলশালী সহস্রসংখ্যক সর্প পুত্র হউক বলিয়া বর চাহিলেন ॥৬-৮

বিনতা কদ্রূ-পুত্রগণের অপেক্ষা অধিক বলশালী এবং সমস্তের অপেক্ষা তেজে, শরীরে ও বিক্রমে শ্রেষ্ঠ দুইটি পুত্র হউক বলিয়া বর চাহিলেন ॥৯

তখন 'তোমার এইরূপ দুই পুত্র হউক' বলিয়া ভর্ত্তা কশ্যপ বিনতাকে বর দিলেন এবং বিনতাও কশ্যপকে বলিলেন, 'তাহাই হউক' ॥১০

তখন বিনতা প্রার্থিত বর সেইভাবে লাভ করিয়া তুষ্টা হইলেন এবং নিজেই অধিক বলশালী দুইটি পুত্রলাভ করিবেন ভাবিয়া কৃতার্থ হইলেন ॥১১

আবার সমতেজা সহস্রসংখ্যক পুত্র নিশ্চয়ই লাভ করিবেন ভাবিয়া কদ্রূও আনন্দিত ও কৃতার্থ হইলেন। তদনন্তর 'তোমরা নিজ নিজ গর্ভ ধারণ করিবে' এই কথা বরলাভে তুষ্ট দুই ভার্য্যা কদ্রূ ও বিনতাকে বলিয়া মহাতপা কশ্যপ বনে গমন করিলেন। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! দীর্ঘকাল অতীত হইলে পর কদ্রূ একসহস্র ডিম ও বিনতা দুইটি ডিম প্রসব করিলেন। তাহাদের দাসীগণ আনন্দিত হইয়া উষ্ণতাযুক্ত ভাণ্ডে উহাদের সেই ডিমগুলি পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত রাখিল। তাহার পর পাঁচশত বৎসর গত হইলে সেই ডিমগুলি হইতে কদ্রূর পুত্রগণ নির্গত হইল ॥১২-১৫

[illegible] বিনতায়াস্তু বিপুলং ন ব্যদৃশ্যত।
ততঃ পুত্রার্থিনী দেবী ব্রীড়িতা চ তপস্বিনী ॥১৬
অণ্ডং বিভেদ বিনতা তত্র পুত্রমপশ্যত।
পূর্ব্বার্দ্ধকায়সম্পন্নমিতরেণাপ্রকাশতা ॥১৭
স পুত্রো রোষসম্পন্নঃ শশাপৈনামিতি শ্রুতিঃ।
যোঽহমেবং কৃতো মাতস্ত্বয়া লোভপরীতয়া ॥১৮
শরীরেণাসমগ্রোঽদ্য তস্মাদ্ দাসী ভবিষ্যসি।
পঞ্চবর্ষশতান্যস্যা যয়া বিস্পর্দ্ধসে সহ ॥১৯
এষ চ ত্বাং সুতো মাতর্দাস্যত্বান্মোচয়িষ্যতি।
যদ্যেনমপি মাতস্ত্বং মামিবাণ্ডবিভেদনাৎ ॥২০
ন করিষ্যস্যনঙ্গং বা ব্যঙ্গং বাপি তপস্বিনম্।
প্রতিপালয়িতব্যস্তে জন্মকালোঽস্য ধীরয়া ॥২১

বিশিষ্টং বলমীপ্সন্ত্যা পঞ্চবর্ষশতাৎ পরঃ।
এবং শপ্ত্বা ততঃ পুত্রো বিনতামন্তরিক্ষগঃ ॥২২

[illegible] উদ্যন্ প্রভাকরপুরঃ সদা।
[illegible] সারথ্যং [illegible] প্রভুঃ (১) ॥২৩

[illegible]
[illegible] ॥২৪

সোঽপি তং রথমারুহ্য ভাস্বতোঽমিততেজসঃ।
সর্ব্বলোকপ্রদীপস্য [illegible] ॥২৫

গরুড়শ্চাপি যথাকালং জজ্ঞে পন্নগভোজনঃ।
স জাতমাত্রো বিনতাং পরিত্যজ্য খমাবিশৎ ॥২৬

কিন্তু বিনতার দুইটি ডিম্ব হইতে পুত্র দুটি নির্গত হইতে দেখা গেল না। তখন পুত্রার্থিনী বিনতা দেবী লজ্জিতা ও দুঃখিতা হইয়া নিজের একটি ডিম্ব বিদীর্ণ করিলেন এবং তাহার মধ্যে একটি পুত্র দেখিতে পাইলেন; পুত্রটির দেহের উপরের ভাগ সম্পূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু দেহের নীচের ভাগ জন্মে নাই ॥১৬-১৭

আমরা শুনিয়াছি যে, বিনতার সেই পুত্র ক্রোধে আকুল হইয়া বিনতাকে শাপ দিয়াছিল "মা! যেহেতু পুত্রলোভে অধীর হইয়া তুমি আমাকে এইরূপ অসম্পূর্ণাঙ্গ করিয়াছ, সেই হেতু তুমি যাঁহার সহিত স্পর্দ্ধা কর, পাঁচশত বৎসর সেই সপত্নীর দাসী হইয়া থাকিবে ॥১৮-১৯

মা! ডিম্বভেদ করিয়া আমার মত যদি তুমি অন্য ডিম্বস্থিত মহান্ তেজস্বীকে অঙ্গহীন বা বিকলাঙ্গ না কর, তাহা হইলে এই পুত্রই তোমাকে দাসীত্ব হইতে মুক্তি দিবে। যদি ইহার বিশেষ শক্তি কামনা কর, তবে তুমি ধীরচিত্তে পাঁচশত বৎসরের পর [illegible] ইহার জন্মকালের জন্য প্রতীক্ষা করিবে।"

হে শৌনক! সেই পুত্র বিনতাকে এইরূপ শাপ দিয়া আকাশে উঠিয়া গেল এবং সেই প্রভাতকালে তাহাকে অরুণবর্ণ দেখা গিয়াছিল। অনন্তর কোনও সময় অন্ধকারনাশী সূর্য্যদেব পূর্ব্বে তাঁহার উদয়কালে দেখিলেন, সেই অরুণবর্ণ বিনতা-পুত্র নিজের তেজে দীপ্ত হইতেছে এবং আপনারই (সূর্য্যের) সমান উজ্জ্বল হইয়া শোভিত হইতেছে; ইহা দেখিয়া সূর্য্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে নিজ সারথির কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ॥২০-২৪

সেই বিনতাপুত্রও সকললোকপ্রদীপ ও অতিতেজঃশালী সূর্য্যদেবের সেই রথে আরোহণ করিয়াই [illegible] এবং 'অরুণ' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন ॥২৫

হে ভৃগুবংশশ্রেষ্ঠ! গরুড় যথাকালে জাত হইলেন। জাত হইয়াই সর্পভোজী ও পক্ষিরাজ সেই গরুড় জননী বিনতাকে ত্যাগ করিয়া আকাশে

পাঠান্তর।— অরুণো দৃশ্যতে ব্রহ্মন্ প্রভাতসময়ে সদা।
আদিত্যরথমধ্যাস্তে সারথ্যং সমকল্পয়ৎ।
গরুড়োঽপি যথাকালং জজ্ঞে পন্নগভোজনঃ।

আদাস্যন্নাত্মনো ভোজ্যমন্নং বিহিতমস্য যৎ ।
বিধাত্রা ভৃগুশার্দূল ক্ষুধিতঃ পতগেশ্বরঃ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি আস্তীকে সর্পোৎপত্তি-নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬

উড়িয়া গেলেন। আর তাঁহার আহার ছিল যে, তাঁহার জন্য বিধাতা কর্তৃক বিহিত ছিল তিনি ক্ষুধিত হইয়া গ্রহণ করিবেন' ॥২৬-২৭

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত আস্তীকপর্বে সর্পোৎপত্তিনামক ষোড়শাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

[সমুদ্রমথনায় মেরুপর্বতোপরি সমুপবিষ্টেভ্যো দেবেভ্যঃ শ্রীভগবতো নারায়ণস্যাদেশদানম্ ।]

সৌতিরুবাচ ।

এতস্মিন্নেব কালে তু ভগিন্যৌ তে তপোধন !
অপশ্যতাং সমায়ান্তমুচ্চৈঃশ্রবসমন্তিকাৎ ॥১

যং তং দেবগণাঃ সর্বে হৃষ্টরূপমপূজয়ন্ ।
মথ্যমানেঽমৃতে জাতমশ্বরত্নমনুত্তমম্ ॥২

অমোঘবলমশ্বানামুত্তমং জবতাং বরম্ ।
শ্রীমন্তমজরং দিব্যং সর্বলক্ষণপূজিতম্ ॥৩

শৌনক উবাচ ।

কথং তদমৃতং দেবৈর্মথিতং ক্ব চ তদ্বদ ।
যত্র জজ্ঞে মহাবীর্যঃ সোঽশ্বরাজো মহাদ্যুতিঃ ॥৪

সৌতিরুবাচ ।

জ্বলন্তমচলং মেরুং তেজোরাশিমনুত্তমম্ ।
আক্ষিপন্তং প্রভাং ভানোঃ স্বশৃঙ্গৈঃ কাঞ্চনোজ্জ্বলৈঃ ॥৫

কনকাভরণং চিত্রং দেবগন্ধর্বসেবিতম্ ।
অপ্রমেয়মনাধৃষ্যমধর্মবহুলৈর্জনৈঃ ॥৬

ব্যালৈরাবারিতং ঘোরৈর্দিব্যৌষধিবিদীপিতম্ ।
নাকমাবৃত্য তিষ্ঠন্তমুচ্ছ্রয়েণ মহাগিরিম্ ॥৭

অগম্যং মনসাপ্যন্যৈর্নদীবৃক্ষসমন্বিতম্ ।
নানাপতগসঙ্ঘৈশ্চ নাদিতং সুমনোহরৈঃ ॥৮

সপ্তদশ অধ্যায়।

(মেরুপর্বতের উপরে আলাপকারী দেবগণকে সমুদ্রমন্থন করিবার জন্য ভগবান্ নারায়ণের আদেশদান।)

সৌতি বলিলেন—'হে তপোধন! এই সময়ে সেই দুই ভগিনী কদ্রূ ও বিনতা তাঁহাদের নিকট দিয়া গমনকারী উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বকে দেখিলেন ॥১

সমুদ্রমন্থনকালে যখন অমৃত উত্থিত হয়, তখন উৎপন্ন সেই উচ্চৈঃশ্রবাকে সকল দেবতারা সমাদর করিয়াছিলেন। কারণ তাহার আকৃতি সর্বদাই হৃষ্ট থাকিত, সে অশ্বশ্রেষ্ঠ ছিল এবং তাহার শক্তি অব্যর্থ ছিল। সে বেগবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অশ্বদের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ পদার্থ, কান্তিমান্, জরারহিত, অলৌকিক, শুভলক্ষণের আধার এবং

পাঠান্তর :— (১) তপোধনম—।
(২) [illegible]—।

তস্য শৃঙ্গমুপারুহ্য বহুরত্নাচিতং শুভম্।
অনন্তকল্পমুদ্বিদ্ধং (১) সুরাঃ সর্বে মহৌজসঃ ॥৯

তে মন্ত্রয়িতুমারব্ধাস্তত্রাসীনা দিবৌকসঃ।
অমৃতায় সমাগম্য তপোনিয়মসংযুতাঃ ॥১০

তত্র নারায়ণো দেবো ব্রহ্মাণমিদমব্রবীৎ।
চিন্তয়ৎসু সুরেষ্বেবং মন্ত্রয়ৎসু চ সর্বশঃ ॥১১

দেবৈরসুরসঙ্ঘৈশ্চ মথ্যতাং কলশোদধিঃ।
ভবিষ্যত্যমৃতং তত্র মথ্যমানে মহোদধৌ ॥১২

সর্বৌষধীঃ সমাবাপ্য সর্বরত্নানি চৈব হি।
মন্থধ্বমুদধিং দেবা বেৎস্যধ্বমমৃতং ততঃ (২) ॥১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি আস্তীকে অমৃতমন্থনে
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৭

এবং অশ্বজাতির মধ্যশ্রেষ্ঠ ছিল ।২-৩

শৌনক বলিলেন—"সৌতি! দেবগণ কি কারণে কোন স্থানে অমৃতমন্থন করিয়াছিলেন, তাহা তুমি আমার নিকট বল; যে অমৃতমন্থনে মহাবলশালী ও পরমসুন্দর সেই মহাদ্যুতি অশ্বরত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ।৪

সৌতি বলিলেন—'সেখানে একটী মহাপর্বত আছে; ইহা সকল পর্বতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও দেখিতে তেজঃপুঞ্জের ন্যায়; ইহার কাঞ্চনময় শৃঙ্গ দ্বারা সূর্য্যের প্রভাও মলিন হইয়া যায়; ইহা স্বর্ণময় ভূষণে ও বিচিত্র, বর্ণও তাহার অনুরূপ, এই জন্য ইহা একটী আশ্চর্য্য; দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ এই পর্বতের উপর বিচরণ করিয়া থাকেন এবং ইহা অচলের মধ্যে অতুলনীয়; অধার্ম্মিক জনগণ ইহার উপর আরোহণ করিতে পারে না; ভীষণ হিংস্র জন্তুসমূহ ইহার উপর বিচরণ করে এবং দিব্য ঔষধিসমূহের প্রভায় ইহা দিবসের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়; ইহা নিজের উচ্চতায় স্বর্গলোক আচ্ছাদিত করিয়া আছে; ইহা অন্য লোকের মনেরও অগম্য ও ইহাতে বহু নদী ও বৃক্ষ আছে এবং নানাবিধ সুন্দর পক্ষিসমূহ ইহাকে মুখরিত করিতেছে। একদা তপোনিয়মসম্পন্ন মহাবলশালী স্বর্গবাসী দেবগণ এই মেরুপর্বতে আগমন করিয়া যেখানে বহু রত্নবিভূষিত, আকাশব্যাপী অতিউচ্চ শৃঙ্গ আরোহণ করত সেই স্থানে বসিয়া অমৃতপ্রাপ্তির জন্য মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন ।৫-১০

সেই স্থানে দেবতারা মন্ত্রণাপ্রসঙ্গে বিষয় চিন্তা ও পরামর্শ করিতে থাকিলে, ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলেন— ।১১

'দেবগণ ও অসুরগণ মিলিত হইয়া কলশের ন্যায় সমুদ্রকে মন্থন করুন, সমুদ্র মথিত হইতে থাকিলে অমৃত প্রাপ্তি ঘটিবে ।১২

হে দেবগণ! সমুদ্রমন্থনের দ্বারা আপনারা সর্বপ্রকার ঔষধি এবং সর্ব্বরত্ন পাইলেও সমুদ্রমন্থনই করিতে থাকিবেন, তাহা হইলেই অমৃত লাভ করিবেন ।১৩

পাঠান্তরম্ ।— (১) অনন্তকল্পমুদ্বিদ্ধম্—।

পাঠান্তরম্ ।— (২) —বেৎস্যধ্বমমৃতং তথা।

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশকৃত ভক্তভারতী সহিত মহাভারতের আদিপর্বের আস্তীকপর্বে
অমৃতমন্থনবিষয়ক সপ্তদশাধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

[অমৃতার্থং দৈত্যদেবৈঃ সমুদ্রমন্থনম্, ধন্বন্তরেঃ সহ অমৃতোৎপত্তিঃ, মোহিনীরূপধারিণা শ্রীভগবতা দৈত্যেভ্যঃ অমৃতস্য গ্রহণম্ ।]

সৌতিরুবাচ

ততোঽভ্রশিখরাকারৈর্গিরিশৃঙ্গৈরলঙ্কৃতম্ ।
মন্দরং পর্বতবরং লতাজালসমাবৃতম্ ॥১
নানাবিহগসংঘুষ্টং নানাদংষ্ট্রিসমাকুলম্ ।
কিন্নরৈরপ্সরোভিশ্চ দেবৈরপি চ সেবিতম্ ॥২
একাদশ সহস্রাণি যোজনানাং সমুচ্ছ্রিতম্ ।
অধো ভূমেঃ সহস্রেষু তাবৎস্বেব প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৩
তমুদ্ধর্তুমশক্তা বৈ সর্বে দেবগণাস্তদা ।
বিষ্ণুমাসীনমভ্যেত্য ব্রহ্মাণং চেদমব্রুবন্ ॥৪
ভবন্তাবত্র কুর্বাতাং বুদ্ধিং নৈঃশ্রেয়সীং পরাম্ ।
মন্দরোদ্ধরণে যত্নঃ ক্রিয়তাং চ হিতায় নঃ ॥৫

সৌতিরুবাচ

তথেতি চাব্রবীদ্ বিষ্ণুর্ব্রহ্মণা সহ ভার্গব ।
অচোদয়দমেয়াত্মা ফণীন্দ্রং পদ্মলোচনঃ ॥৬
ততোঽনন্তঃ সমুত্থায় ব্রহ্মণা পরিচোদিতঃ ।
নারায়ণেন চাপ্যুক্তস্তস্মিন্ কর্মণি বীর্যবান্ ॥৭
অথ পর্বতরাজানং তমনন্তো মহাবলঃ ।
উজ্জহার বলাদ্ ব্রহ্মন্ সবনং সবনৌকসম্ ॥৮
ততস্তেন সুরাঃ সার্ধং সমুদ্রমুপতস্থিরে ।
তমূচুরমৃতার্থায় নির্মথিষ্যামহে জলম্ (১)॥৯
অপাং পতিরথোবাচ মমাপ্যংশো ভবেৎ ততঃ ।
সোঢাস্মি বিপুলং মর্দং মন্দরভ্রমণাদিতি ॥১০

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[অমৃতলাভের জন্য দেবতা ও অসুরদের সমুদ্র-মন্থন, ধন্বন্তরির সহিত অমৃতের উৎপত্তি এবং মোহিনীরূপধারী শ্রীভগবান্ কর্তৃক দৈত্যদের নিকট হইতে অমৃত গ্রহণ]

সৌতি বলিলেন—মন্দর নামে একটি বিশাল পর্ব্বত ছিল; আকাশের মেঘের মত বিরাট শৃঙ্গের দ্বারা সেই পর্ব্বত শোভিত ছিল ও লতাসমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল; সেই পর্ব্বতে বিবিধ পক্ষিগণ কলরব করিত, অসংখ্য হিংস্র জন্তু বিচরণ করিত এবং কিন্নরগণ, অপ্সরাগণ ও দেবগণ অবস্থান করিতেন; পর্ব্বতটি এগার হাজার যোজন উচ্চ ছিল এবং নিম্নে ভূমিতেও এগার হাজার যোজন প্রোথিত ছিল। সকল দেবতাগণ সমবেত হইয়াও সেই মন্দর পর্ব্বতকে উৎপাটিত করিতে সমর্থ হইলেন না; তখন তাঁহারা সেইখানে উপবিষ্ট বিষ্ণু ও ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন—১-৪

'আপনারা এই মন্দরপর্ব্বতের উত্তোলন বিষয়ে চিন্তা করিয়া কল্যাণকর বুদ্ধি স্থির করুন এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য যত্ন করুন।'৫

সৌতি বলিলেন—হে ভার্গব! ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণু বলিলেন—'তাহাই হউক'। অপ্রমেয়াত্মা বিষ্ণু সর্পরাজ অনন্তকে মন্দরোৎপাটনে নিয়োজিত করিলেন ॥৬

তৎপরে মহাপরাক্রমশালী অনন্ত নাগরাজ উঠিলে মন্দরোত্তোলনের জন্য ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রেরিত করিলেন এবং বিষ্ণুও আদেশ দিলেন।৭

হে ব্রাহ্মণ! অনন্তর মহাবলশালী অনন্ত বলপূর্ব্বক বন ও বনবাসী প্রাণিগণসহ সেই পর্ব্বতরাজ মন্দরকে উত্তোলন করিলেন ॥৮

তাহার পর দেবগণ সেই মন্দরপর্ব্বতধারী অনন্তের সহিত সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া সমুদ্রকে বলিলেন—'অমৃতের জন্য আপনাকে আমরা মন্থন করিব' ॥৯

অনন্তর সমুদ্র বলিলেন—তাহা হইলে, আমিও অমৃতের অংশ পাইব ত? কারণ, মন্দরের ঘূর্ণনের জন্য আমাকে তীব্র মর্দন সহন করিতে হইবে ॥১০

পাঠান্তর :— (১) নির্মথিষ্যামহে বয়ম্।

ঊচুশ্চ কূর্ম্মরাজানমকূপারে সুরাসুরাঃ।
অধিষ্ঠানং গিরেরস্য ভবান্ ভবিতুমর্হতি ॥১১
কূর্ম্মেণ তু তথেত্যুক্ত্বা পৃষ্ঠমস্য সমর্পিতম্।
তং শৈলং তস্য পৃষ্ঠস্থং বজ্রেণেন্দ্রো ন্যপীড়য়ৎ (১)॥
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা তথা যোক্ত্রঞ্চ বাসুকিম্ (২)।
দেবা মথিতুমারব্ধাঃ সমুদ্রং নিধিমম্ভসাম্ ॥১৩
অমৃতার্থে পুরা ব্রহ্মংস্তথৈবাসুর-দানবাঃ।
একমন্তমুপাশ্লিষ্টা নাগরাজ্ঞো মহাসুরাঃ ॥১৪
বিবুধাঃ সহিতাঃ সর্ব্বে যতঃ পুচ্ছং ততঃ স্থিতাঃ।
অনন্তো ভগবান্ দেবো যতো নারায়ণস্ততঃ (৩)॥
বাসুকেরগ্রমাশ্লিষ্টা নাগরাজো মহাসুরাঃ।
শির উৎক্ষিপ্য নাগস্য পুনঃ পুনরবাক্ষিপন্ ॥১৬
বাসুকেরথ নাগস্য সহসাক্ষিপ্যতোঽসুরৈঃ (৪)।
সধূমাঃ সার্চ্চিষো বাতা নিষ্পেতুরসকৃন্মুখাৎ ॥১৭
তে ধূমসঙ্ঘাঃ সম্ভূতা মেঘসঙ্ঘাঃ সবিদ্যুতঃ।
অভ্যবর্ষন্ সুরগণান্ শ্রমসন্তাপকর্শিতান্ ॥১৮
তস্মাচ্চ গিরিকূটাগ্রাৎ প্রচ্যুতাঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
সুরাসুরগণান্ সর্ব্বান্ সমন্তাৎ সমবাকিরন্ ॥১৯
বভূবাত্র মহানাদো মহামেঘরবোপমঃ।
উদধের্মথ্যমানস্য মন্দরেণ সুরাসুরৈঃ ॥২০
তত্র নানা জলচরা বিনিষ্পিষ্টা মহাদ্রিণা।
বিলয়ং সমুপাজগ্মুঃ শতশো লবণাম্ভসি ॥২১
বারুণানি চ ভূতানি বিবিধানি মহীধরঃ।
পাতালতলবাসীনি বিলয়ং সমুপানয়ৎ ॥২২

দেবগণ ও অসুরগণ সমুদ্রস্থিত কূর্ম্মরাজকে বলিলেন—'আপনি এই মন্দরপর্ব্বতের অধোদেশে আধার হইবেন'।১১

কূর্ম্মরাজ বলিলেন 'তাহাই হউক' এবং মন্দরের নিম্নদেশে নিজের পৃষ্ঠ স্থাপন করিলেন; তখন ইন্দ্র আসিয়া কূর্ম্মপৃষ্ঠস্থিত মন্দরের শিরোদেশে বজ্র-দ্বারা সেই পর্ব্বতকে আবদ্ধ করিলেন।১২

হে ব্রাহ্মণ! দেবগণ, অসুরগণ ও দানবগণ পূর্ব্বকালে এই মন্দরপর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করিয়া ও বাসুকিনাগকে মন্থনরজ্জু করিয়া অমৃতলাভের জন্য জলনিধি সমুদ্রকে মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাসুরগণ নাগরাজ বাসুকির [illegible] মুখভাগে ধারণ করিয়াছিলেন।১৩-১৪

এবং সকল দেবতাগণ সম্মিলিতভাবে যে দিকে বাসুকির পুচ্ছ ছিল, সেই দিকে থাকিয়া পুচ্ছ ধারণ করিয়াছিলেন। আর অনন্ত ভগবান্ নারায়ণ বলিয়া উভয় দলের সেই আকর্ষণ সহন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।১৫

অসুরগণ নাগরাজ বাসুকির মুখ ধরিয়া তাহার মস্তক উত্তোলন করিয়া পুনঃ পুনঃ আক্ষেপণ করিতে লাগিল।১৬

অনন্তর অসুরগণ কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ বাসুকিনাগের মুখ হইতে মধ্যে পুনঃ পুনঃ ধূম ও অগ্নিশিখা সহিত নিঃশ্বাসবায়ু নির্গত হইতে লাগিল।১৭

সেই ধূমাদি বিদ্যুদ্‌যুক্ত মেঘরাশি হইয়া পরিশ্রান্ত ও তাপে পীড়িত দেবগণের উপর জলবর্ষণ করিল।১৮

সেই পর্ব্বতের শৃঙ্গসমূহের অগ্রদেশ হইতে নির্গত পুষ্পবৃষ্টি সর্ব্বদিকে বিকীর্ণ হইয়া সকল দেবগণ ও অসুরগণের উপর পতিত হইল।১৯

দেবগণ ও অসুরগণ মন্দরপর্ব্বতের দ্বারা সমুদ্রমন্থন করিতে থাকিলে, সেই সমুদ্র হইতে গভীর মেঘগর্জ্জনের তুল্য বিশাল শব্দ উত্থিত হইল।২০

তখন বিবিধ জলচর প্রাণী মন্দরপর্ব্বতের ঘর্ষণে অত্যন্ত নিষ্পেষিত হইয়া সেই সমুদ্রের লবণ জলের

পাঠান্তর :— (১) —যন্ত্রেণেন্দ্রোঽভ্যপীড়য়ৎ।
(২) —তথা নেত্রঞ্চ বাসুকিম্।
(৩) —[illegible]

* কোন কোন আদর্শে ১০ শ্লোকের অপর অর্দ্ধটি দেখা যায় না।

পাঠান্তর :— (৪) —সহসাক্ষিপ্যতঃ সুরৈঃ।

তস্মিংশ্চ ভ্রাম্যমাণেঽদ্রৌ সংঘৃষ্যন্তঃ পরস্পরম্।
ন্যপতন্ পতগোপেতাঃ পর্ব্বতাগ্রান্মহাদ্রুমাঃ ॥২৩
তেষাং সংঘর্ষজশ্চাগ্নিরর্চ্চিভিঃ প্রজ্বলন্ মুহুঃ।
বিদ্যুদ্ভিরিব নীলাভ্রমাবৃণোন্মন্দরং গিরিম্ ॥২৪
দদাহ কুঞ্জরাংশ্চৈব সিংহাংশ্চৈব বিনির্গতান্।
বিগতাসূনি সর্ব্বাণি সত্ত্বানি বিবিধানি চ ॥২৫
তমগ্নিমমরশ্রেষ্ঠঃ প্রদহন্তমিতস্ততঃ।
বারিণা মেঘজেনেন্দ্রঃ শময়ামাস সর্ব্বশঃ ॥২৬
ততো নানাবিধাস্তত্র সুস্রুবুঃ সাগরাম্ভসি।
মহাদ্রুমাণাং নির্য্যাসা বহবশ্চৌষধীরসাঃ ॥২৭
তেষামমৃতবীর্য্যাণাং রসানাং পয়সৈব চ।
অমরত্বং সুরা জগ্মুঃ কাঞ্চনস্য চ নিস্রবাৎ ॥২৮
অথ তস্য সমুদ্রস্য তজ্জাতমুদকং পয়ঃ।
রসোত্তমৈর্বিমিশ্রঞ্চ ততঃ ক্ষীরাদভূদ্ ঘৃতম্ ॥২৯
ততো ব্রহ্মাণমাসীনং দেবা বরদমব্রুবন্।
শ্রান্তাঃ স্ম সুভৃশং ব্রহ্মন্ নোদ্ভবত্যমৃতঞ্চ তৎ ॥৩০
ঋতে নারায়ণং দেবং দৈত্যা নাগোত্তমাস্তথা।
চিরারব্ধমিদঞ্চাপি সাগরস্যাপি মন্থনম্ ॥৩১
ততো নারায়ণং দেবং ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ।
বিধৎস্বৈষাং বলং বিষ্ণো ভবানত্র পরায়ণম্ ॥৩২

বিষ্ণুরুবাচ

বলং দদামি সর্ব্বেষাং কর্ম্মৈতদ্ যে সমাস্থিতাঃ (১)।
ক্ষোভ্যতাং কলশঃ সর্ব্বৈর্মন্দরঃ পরিবর্ত্ত্যতাম্ ॥৩৩

সমুদ্রেই বিলীন হইয়া গেল।২১

মন্দারপর্ব্বত পূর্ব্বে পাতালবাসী বরুণদেবের বিবিধ প্রাণী বিনাশ করিল।২২

সেই মন্দারপর্ব্বত ঘূর্ণিত হইলে পক্ষিসমন্বিত বিশাল বৃক্ষসমূহ পরস্পর সংঘর্ষিত হইয়া পর্ব্বতের শিখর হইতে পতিত হইল।২৩

সেই বৃক্ষসমূহের পরস্পর সংঘর্ষে অগ্নি পুনঃ পুনঃ প্রজ্বলিত হইতে থাকিয়া, যেমন বিদ্যুৎপুঞ্জ নীলমেঘকে আবৃত করে, সেইরূপ মন্দারপর্ব্বতকে আবৃত করিল।২৪

সেই অগ্নি সেই পর্ব্বতে বিনির্গত হস্তী, সিংহ ও বিবিধ মৃত প্রাণিসমূহকে দগ্ধ করিতে লাগিল।২৫

দেবরাজ ইন্দ্র মেঘজল বর্ষণ করিয়া সকল দিকে দহনকারী সেই অগ্নি সম্পূর্ণ নির্ব্বাপণ করিলেন।২৬

তাহার পর বিশাল বৃক্ষসমূহের নানাবিধ নির্য্যাস এবং বহুবিধ ঔষধীরস সেই সমুদ্রের জলে পতিত হইল।২৭

অমৃততুল্য শক্তিশালী সেই বৃক্ষনির্য্যাস ঔষধির রস ক্ষীর ও অমিশ্রিত স্বর্ণরসের আস্বাদে দেবগণ অমরত্ব লাভ করিলেন।২৮

তদনন্তর সমুদ্রের সেই জল উৎকৃষ্ট রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া দুগ্ধ হইল এবং সেই দুগ্ধ হইতে ঘৃত হইল।২৯

তাহার পর দেবগণ সেই স্থানে উপবিষ্ট বরদাতা ব্রহ্মাকে বলিলেন—'হে পিতামহ! নারায়ণ ব্যতীত অন্য সকল দেবতা ও দানবগণ আমরা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি, সমুদ্রমন্থন দীর্ঘকাল পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এখনও অমৃত উত্থিত হইতেছে না'।৩০-৩১

তাহার পর ব্রহ্মা নারায়ণকে বলিলেন—'হে বিষ্ণু! আপনি এই পরিশ্রান্ত দেবদানবগণকে বল প্রদান করুন; এই বিষয়ে আপনিই পরম আধার হন'।৩২

বিষ্ণু বলিলেন—'যাঁহারা এই কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, আমি তাঁহাদের সকলকেই শক্তি দান করিলাম; তাঁহারা সকলেই সম্মিলিত হইয়া

পাঠান্তরঃ— (১) —[illegible]।

সৌতিরুবাচ।

নারায়ণোক্তাস্তত্র বলিনস্তে মহোদধেঃ।
তৎ পয়ঃ সহিতা ভূয়শ্চক্রিরে ভৃশমাকুলম্ ॥৩৪

ততঃ শত-সহস্রাংশুর্মথ্যমানাত্তু সাগরাৎ।
প্রসন্নাত্মা সমুৎপন্নঃ সোমঃ শীতাংশুরুজ্জ্বলঃ ॥৩৫

শ্রীরনন্তরমুৎপন্না ঘৃতাৎ পাণ্ডুরবাসিনী।
সুরাদেবী সমুৎপন্না তুরগঃ পাণ্ডুরস্তথা ॥৩৬

কৌস্তুভস্তু মণির্দিব্য উৎপন্নো ঘৃতসম্ভবঃ।
মরীচিবিকচঃ শ্রীমান্ নারায়ণ উরোগতঃ ॥৩৭

পারিজাতশ্চ তত্রৈব সুরভিশ্চ মহামুনে।
অজায়ত তদা ব্রহ্মন্ সর্বকামফলপ্রদে (১) ॥৩৮

শ্রীঃ সুরা চৈব সোমশ্চ তুরগশ্চ মনোজবঃ।
যতো দেবাস্ততো জগ্মুরাদিত্যপথমাশ্রিতাঃ ॥৩৯

ধন্বন্তরিস্ততো দেবো বপুষ্মানুদতিষ্ঠত।
শ্বেতং কমণ্ডলুং বিভ্রদমৃতং যত্র তিষ্ঠতি ॥৪০

এতদত্যদ্ভুতং দৃষ্ট্বা দানবানাং সমুত্থিতঃ।
অমৃতার্থে মহান্ নাদো মমেদমিতি জল্পতাম্ ॥৪১

শ্বেতৈর্দন্তৈশ্চতুর্ভিস্তু মহাকায়স্ততঃ পরম্।
ঐরাবতো মহানাগোঽভবদ্ বজ্রভৃতা ধৃতঃ ॥৪২

অতিনির্মথনাদেব কালকূটস্তথাপরঃ (২)।
জগদাবৃত্য সহসা সধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্ ॥৪৩

ত্রৈলোক্যং মোহিতং যস্য গন্ধমাঘ্রায় তদ্বিষম্।
প্রাগ্রসল্লোকরক্ষার্থং ব্রহ্মণো বচনাচ্ছিবঃ ॥৪৪

দধার ভগবান্ কণ্ঠে মন্ত্রমূর্তির্মহেশ্বরঃ।
তদাপ্রভৃতি দেবস্তু নীলকণ্ঠ ইতি শ্রুতিঃ ॥৪৫

সমুদ্র মন্থন করিতে থাকুন এবং মন্দরপর্বতকে ঘূর্ণিত করিতে থাকুন' ॥৩৩

সৌতি বলিলেন—নারায়ণের সেই কথা শুনিয়া দেবগণ ও দানবগণ শক্তিশালী হইলেন এবং মিলিত হইয়া পুনরায় মহাসমুদ্রের জল পুনরায় অত্যন্ত আলোড়িত করিতে লাগিলেন ॥৩৪

তাহার পর মথ্যমান সমুদ্র হইতে শতসহস্রকিরণ, নির্মলমূর্তি, শীতল রশ্মিবিশিষ্ট ও উজ্জ্বল চন্দ্র উৎপন্ন হইলেন ॥৩৫

তদনন্তর ঘৃত হইতে শ্বেতবস্ত্রধারিণী লক্ষ্মীদেবী উৎপন্ন হইলেন এবং সুরাদেবী উৎপন্ন হইলেন ও শ্বেতবর্ণ একটী অশ্ব উৎপন্ন হইল ॥৩৬

রশ্মিসমূহের দ্বারা সমুজ্জ্বল, শান্তিসম্পন্ন ও অলৌকিক কৌস্তুভমণি ঘৃত হইতে উৎপন্ন হইয়া নারায়ণের বক্ষঃস্থলে গিয়া শোভিত হইল ॥৩৭

হে মহামুনি শৌনক! তখন সেই সমুদ্র হইতে লোকের সর্বকামনাপূরণকারী পারিজাত বৃক্ষ ও সুরভিনাম্নী গাভী উৎপন্ন হইল ॥৩৮

লক্ষ্মীদেবী, সুরাদেবী, চন্দ্র ও মনের ন্যায় বেগশালী উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, আকাশপথ অবলম্বন করিয়া যেখানে দেবগণ ছিলেন, সেইখানে গমন করিলেন ॥৩৯

তাহার পর মূর্তিমান্ ধন্বন্তরিদেব অমৃতপূর্ণ শ্বেত কমণ্ডলু ধারণ করিয়া সমুদ্র হইতে উত্থিত হইলেন ॥৪০

এই অত্যন্ত অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া দানবগণ 'ইহা আমার' 'ইহা আমার' এইরূপ বলিতে থাকিলে অমৃতের জন্য উচ্চ কোলাহল সমুত্থিত হইল ॥৪১

তদনন্তর শ্বেতবর্ণ চারিটী দন্তের দ্বারা শোভিত ও বিশাল দেহধারী ঐরাবত নামে মহাহস্তী উৎপন্ন হইল এবং ইন্দ্র সেই হস্তীকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিলেন ॥৪২

অত্যধিক সমুদ্রমন্থনের ফলে তদনন্তর কালকূট বিষ উৎপন্ন হইয়া ধূমযুক্ত অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইতে

পাঠান্তর:— (১) জজ্ঞাতে তৌ তদা ব্রহ্মন্ সর্বকামফলপ্রদৌ।

পাঠান্তর:— (২) কালকূটস্ততঃ পরঃ।

এতদত্যদ্ভুতং দৃষ্ট্বা নিরাশা দানবাঃ স্থিতাঃ।
অমৃতার্থে চ লক্ষ্ম্যর্থং মহান্তং বৈরমাশ্রিতাঃ ॥৩৬
ততো নারায়ণো মায়াং মোহিনীং সমুপাশ্রিতঃ।
স্ত্রীরূপমদ্ভুতং কৃত্বা দানবানভিসংশ্রিতঃ ॥৩৭
ততস্তদমৃতং তস্যৈ দদুস্তে মূঢচেতসঃ।
স্ত্রিয়ৈ দানব-দৈতেয়াঃ সর্বে তদ্গতমানসাঃ ॥৩৮
সা তু নারায়ণী মায়া ধারয়ন্তী কমণ্ডলুম্।
আস্যমানেষু দৈত্যেষু পঙ্‌ক্ত্যা চ প্রতি দানবৈঃ।
দেবানপায়য়দ্দেবী ন দৈত্যাংস্তে চ চুক্রুশুঃ ॥৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি আস্তীকে অমৃতমন্থনে
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৮

থাকিয়া মধ্যে মধ্যে [illegible] যেন ॥৩৩

তাহার পরে আবার আকাশেই [illegible] সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িল, তখন ব্রহ্মার অনুরোধবাক্যে শিব ত্রিভুবন রক্ষার জন্য সেই কালকূট বিষ ভক্ষণ করিলেন ॥৩৪

মন্ত্রমূর্ত্তি মহেশ্বর সেই বিষ কণ্ঠে ধারণ করিলেন; তদবধি তিনি নীলকণ্ঠ নামে বিখ্যাত হইলেন ॥৩৫

দানবেরা এই অদ্ভুত বিষয় দর্শন করিয়া নিরাশ হইল এবং অমৃত ও লক্ষ্মীলাভের জন্য গুরুতর কলহ করিতে লাগিল ॥৩৬

তাহার পর নারায়ণ মোহিনী মায়া অবলম্বন করিয়া অদ্ভুত স্ত্রীরূপ ধারণ করত দানবগণের নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥৩৭

তাহার পর, দুর্বুদ্ধি সেই দানবগণ ও দৈত্যগণ তদ্গতমানস হইয়া সেই অমৃত সেই নারীকেই অর্পণ করিল ॥৩৮

তখন নারায়ণের মায়ামূর্ত্তিধারিণী সেই নারী অমৃতের কমণ্ডলু ধারণ করিয়া দানবগণের দৈত্যগণের ও দেবগণের সম্মুখে পংক্তিক্রমে বসাইয়া কেবল দেবগণকে অমৃত পান করাইলেন, কিন্তু দৈত্যগণকে নহে; তাহাতে দৈত্যগণ আক্রোশে কোলাহল করিয়া উঠিল ॥৩৯

হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশকৃত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত আস্তীকপর্ব্বে
অমৃতমন্থনবিষয়ক অষ্টাদশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

(দেবানামমৃতপানম্, দেবাসুরসংগ্রামঃ, দেবানাং বিজয়শ্চ।)

অথাবরণমুখ্যানি নানাপ্রহরণানি চ।
প্রগৃহ্যাভ্যদ্রবন্ দেবান্ সহিতা দৈত্যদানবাঃ ॥১
ততস্তদমৃতং দেবো বিষ্ণুরাদায় বীর্য্যবান্।
জহার দানবেন্দ্রেভ্যো নরেণ সহিতঃ প্রভুঃ (১) ॥২

একোনবিংশ অধ্যায়।

[দেবগণের অমৃত পান, দেবাসুর সংগ্রাম ও দেবগণের বিজয়।]

সৌতি বলিলেন—তখন দৈত্যগণ ও দানবগণ মিলিত হইয়া উৎকৃষ্ট বর্ম্ম ও নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া দেবগণের প্রতি ধাবিত হইল ॥১

তাহার পর বলশালী ও সর্বশক্তিসম্পন্ন দেব বিষ্ণু নরনামক দেবের সহিত মিলিত হইয়া দানবগণের নিকট হইতে সেই অমৃত বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া হরণ করিলেন ॥২

পাঠান্তরম্— (১) নরেণ সহিতো বিভুঃ।

ততো দেবগণাঃ সর্বে পপুরমৃতমুত্তমং তথা ।
বিষ্ণোঃ সকাশাৎ সম্প্রাপ্য দানবৈঃ পরিবর্জিতে * ॥৩

ততঃ পিবৎসু তৎকালং দেবেষ্বমৃতমীপ্সিতম্ ।
রাহুর্বিবুধরূপেণ দানবঃ প্রাপিবৎ তদা ॥৪

তস্য কণ্ঠমনুপ্রাপ্তে দানবস্যামৃতে তদা ।
আখ্যাতং চন্দ্রসূর্য্যাভ্যাং সুরাণাং হিতকাম্যয়া ॥৫

ততো ভগবতা তস্য শিরশ্ছিন্নমলঙ্কৃতম্ ।
চক্রায়ুধেন চক্রেণ পিবতোঽমৃতমোজসা ॥৬

তচ্ছৈলশৃঙ্গপ্রতিমং দানবস্য শিরো মহৎ † ।
চক্রচ্ছিন্নং সমুৎপত্য ননাদাতিভয়ঙ্করম্ ॥৭

তৎ কবন্ধং পপাতাস্য বিস্ফুরদ্ ধরণীতলে ‡ ।
সশৈলবনদ্বীপাং দৈত্যস্যাকম্পয়ন্ মহীম্ ॥৮

ততো বৈরবিনির্বন্ধঃ কৃতো রাহুমুখেন বৈ ।
শাশ্বতশ্চন্দ্রসূর্য্যাভ্যাং গ্রসত্যদ্যাপি চৈব তৌ ॥৯

বিহায় ভগবাংশ্চাপি স্ত্রীরূপমতুলং হরিঃ ।
নানাপ্রহরণৈর্ভীমৈর্দানবান্ সমকম্পয়ৎ ॥১০

ততঃ প্রবৃত্তঃ সংগ্রামঃ সমীপে লবণাম্ভসঃ ।
সুরাণামসুরাণাঞ্চ সর্বঘোরতরো মহান্ ॥১১

প্রাসাশ্চ বিপুলাস্তীক্ষ্ণা ন্যপতন্ত সহস্রশঃ ।
তোমরাশ্চ সুতীক্ষ্ণাগ্রাঃ শস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥১২

ততো হ্যসুরচক্রভিন্না বমন্তো রুধিরং বহু ।
অসিশক্তিগদারুগ্না নিপেতুর্ধরণীতলে ॥১৩

তাহার পর সেই অসুর পরিবিবর্জিত রাজ্যের মধ্যে দেবগণ সকলে বিষ্ণুর নিকট হইতে সেই অমৃত লইয়া তথাই পান করিলেন।৩

অনন্তর সেই সময়ে দেবগণ উৎসবের আকাঙ্ক্ষিত অমৃত পান করিতে থাকিলে রাহু নামে এক দানব দেবতার রূপ ধারণ করিয়া অমৃত পান করিল।৪

তখন সেই রাহুর কণ্ঠ পর্য্যন্ত অমৃত গিয়াছে এমন সময় চন্দ্র ও সূর্য্য দেবগণের হিতকামনায় বিষ্ণুর নিকট সেই কথা বলিয়া দিলেন।৫

তাহার পর ভগবান্ নারায়ণ অমৃতপানকারী সেই রাহুর অলঙ্কৃত মস্তক নিক্ষিপ্ত চক্রের দ্বারা ছেদন করিলেন।৬

রাহুর সেই পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় বিশাল মস্তক চক্রদ্বারা ছিন্ন হইয়া আকাশে উঠিয়া অতি ভীষণ শব্দ করিল।৭

রাহুর মস্তকশূন্য শরীর স্ফুরিত হইতে হইতে ভূতলে পতিত এবং পর্ব্বত, বন ও দ্বীপসমূহের সহিত পৃথিবীকে কম্পিত করিল।৮

অনন্তর আকাশে স্থিত রাহুর মুখটি প্রকাশ করিল যে 'চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত আমার চিরকালই শত্রুতা থাকিবে'। সেইজন্য রাহু অদ্যাপি চন্দ্র ও সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া থাকে।৯

ভগবান্ বিষ্ণুও অতুল স্ত্রীরূপ ত্যাগ করিয়া নানাবিধ ভীষণ অস্ত্রের দ্বারা দানবগণকে কম্পিত করিতে লাগিলেন।১০

তাহার পর লবণসমুদ্রের নিকটে দেবগণ ও দানবগণের সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।১১

---

* কোন কোন আদর্শে ৩ শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি অধিক দেখা যায়,—

[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ॥

† কোন কোন আদর্শে ৭ শ্লোকের প্রথম পঙ্ক্তির পর নিম্নলিখিত পঙ্ক্তিটী অধিক দেখা যায়,—

[illegible] ।

‡ কোন কোন আদর্শে ৮ শ্লোকের প্রথম পঙ্ক্তির পর নিম্নলিখিত পঙ্ক্তিটী অধিক দেখা যায়,—

[illegible] ।

ছিন্নানি পট্টিশৈশ্চৈব শিরাংসি যুধি দারুণৈঃ।
তপ্তকাঞ্চনজালানি (১) নিপেতুরনিশং তদা ॥১৪॥

রুধিরেণাবলিপ্তাঙ্গা নিহতাশ্চ মহাসুরাঃ।
অদ্রীণামিব কূটানি ধাতুরক্তানি শেরতে ॥১৫॥

হাহাকারঃ সমভবৎ তত্র তত্র সহস্রশঃ।
অন্যোন্যং ছিন্দতাং শস্ত্রৈরাদিত্যে লোহিতায়তি ॥১৬॥

পরিঘৈরায়সৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সন্নিকর্ষে চ মুষ্টিভিঃ।
নিঘ্নতাং সমরেঽন্যোন্যং শব্দো দিবমিবাস্পৃশৎ ॥১৭॥

ছিন্ধি ভিন্ধি প্রধাব ত্বং পাতয়াভিসরেতি চ।
ব্যশ্রূয়ন্ত মহাঘোরাঃ শব্দাস্তত্র সমন্ততঃ ॥১৮॥

এবং সুতুমুলে যুদ্ধে বর্তমানে মহাভয়ে।
নরনারায়ণৌ দেবৌ সমাজগ্মতুরাহবম্ ॥১৯॥

তত্র দিব্যং ধনুর্দৃষ্ট্বা নরস্য ভগবানপি।
চিন্তয়ামাস তচ্চক্রং বিষ্ণুর্দানবসূদনম্ ॥২০॥

ততোঽম্বরাচ্চিন্তিতমাত্রমাগতং
মহাপ্রভং চক্রমমিত্রতাপনম্।
বিভাবসোস্তুল্যমকুণ্ঠমণ্ডলং
সুদর্শনং সংযতি ভীমদর্শনম্ ॥২১॥

তদাগতং জ্বলিতহুতাশনপ্রভং
ভয়ঙ্করং করিকরবাহুরচ্যুতঃ।
মুমোচ বৈ প্রবলবদুগ্রবেগবান্
মহাপ্রভং পরনগরাবদারণম্ ॥২২॥

তদন্তকজ্বলনসমানবর্চসং
পুনঃ পুনর্ন্যপতত বেগবত্তদা।
বিদারয়দ্ দিতি-দনুজান্ সহস্রশঃ
করেরিতং পুরুষবরেণ সংযুগে ॥২৩॥

উজ্জ্বল অগ্রভাগ [illegible] বিশাল ও তীক্ষ্ণ [illegible], তোমর ও বিবিধ অস্ত্রসমূহ পতিত হইল।১২

তাহার পর কতকগুলি অসুর চক্রাঘাতে খণ্ডিত হইয়া বহু পরিমাণ রক্ত বমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল; আর কতকগুলি অসুর অসি, শক্তি ও গদার আঘাতে আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।১৩

সেই যুদ্ধে অসুরগণের [illegible] সোনার [illegible] মস্তকসমূহ ভয়ঙ্কর পট্টিশ দ্বারা ছিন্ন হইয়া অবিরত পতিত হইতে লাগিল।১৪

মহাসুরগণ নিহত হইয়া রক্তাক্তদেহে গৈরিকাদি ধাতুযুক্ত [illegible] পর্বতশৃঙ্গের মত ভূতলে শয়ন করিয়াছিল।১৫

অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য রক্তবর্ণ হইলে, দেবগণ ও অসুরগণ পরস্পর পরস্পরকে অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তাহাতে সেই সেই স্থানে হাহাকার শব্দ উঠিতে লাগিল।১৬

তখন যোদ্ধাগণ যুদ্ধে লৌহময় তীক্ষ্ণ পরিঘ দিয়া এবং নিকটে মুষ্টিপ্রহার দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন; তাহাতে তাঁহাদের উচ্চ শব্দ যেন স্বর্গকে স্পর্শ করিল।১৭

ছেদন কর, ভেদ কর, ধাবিত হও, নিপাতিত কর, আক্রমণ কর, এইরূপ অতি ভয়ঙ্কর শব্দসমূহ সেই যুদ্ধে সকল দিকে শ্রুত হইতে লাগিল।১৮

এইরূপ তুমুল ও অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে থাকিলে, নর ও নারায়ণ দেবদ্বয় সেই যুদ্ধে আগমন করিলেন।১৯

তখন নরের দিব্য ধনু দেখিয়া ভগবান্ নারায়ণ দানবনাশকারী সেই সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করিলেন।২০

তাহার পর স্মরণমাত্রেই মহাদীপ্তিযুক্ত, শত্রুপীড়ক, অগ্নিতুল্য, সম্পূর্ণ গোলাকার এবং যুদ্ধ

পাঠান্তর।— (১) তপ্তকাঞ্চনমালীনি—।

দহৎ ক্বচিজ্জ্বলন ইবাবলেলিহৎ
প্রসহ্য তানসুরগণান্ ন্যকৃন্তত।
প্রবেরিতং বিয়তি মুহুঃ ক্ষিতৌ তথা
পপৌ রণে রুধিরমথো পিশাচবৎ ॥২৪
তথাসুরা গিরিভিরদীনচেতসো
মুহুর্মুহুঃ সুরগণমার্দয়ংস্তদা।
মহাবলা বিগলিতমেঘবর্চসঃ
সহস্রশো গগনমভিপ্রপদ্য হ ॥২৫
অথাম্বরাদ্ভয়জননাঃ প্রপেদিরে
সপাদপা বহুবিধমেঘরূপিণঃ।
মহাদ্রয়ঃ প্রবিগলিতাগ্রসানবঃ
পরস্পরং দ্রুতমভিহত্য সস্বনাঃ ॥২৬

ততো মহী প্রবিচলিতা সকাননা
মহাদ্রিপাতাভিহতা সমন্ততঃ।
পরস্পরং ভৃশমভিগর্জতাং মুহু
রণাজিরে ভৃশমভিসম্প্রবর্তিতে ॥২৭
নরস্ততো বরকনকাগ্রভূষণৈ-
র্মহেষুভির্গগনপথং সমাবৃণোৎ।
বিদারয়ন্ গিরিশিখরাণি পত্রিভি-
র্মহাভয়েঽসুরগণবিগ্রহে তদা ॥২৮
ততো মহীং লবণজলঞ্চ সাগরং
মহাসুরাঃ প্রবিবিশুরর্দিতাঃ সুরৈঃ।
বিয়দ্গতং জ্বলিতহুতাশনপ্রভং
সুদর্শনং পরিকুপিতং নিশম্য তে ॥২৯

অমনি তৎক্ষণাৎ সেই সুদর্শন চক্র আকাশ হইতে আগমন করিল ॥২১

হস্তিশুণ্ডের ন্যায় সুদীর্ঘ বাহু যাঁহার, সেই অচ্যুত বিষ্ণু অর্থাৎ ভগবান্ মধুসূদন, প্রজ্বলিতাগ্নি-বিশিষ্ট, শত্রুনগরবিদারক ও মহাপ্রভাশালী সেই ভয়ঙ্কর চঞ্চল সুদর্শন চক্রকে মহাবেগে দানবগণের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥২২

পুরুষশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর করনিক্ষিপ্ত ও বিনাশকারী অগ্নির তুল্য উজ্জ্বল সেই বেগশালী সুদর্শন চক্র সহস্র সহস্র দৈত্যদানবকে বিদারিত করিয়া পুনঃ পুনঃ পতিত হইল ॥২৩

বিষ্ণুর দ্বারা নিক্ষিপ্ত সেই সুদর্শন চক্র পুনঃ পুনঃ আকাশে এবং পুনঃ পুনঃ ভূতলে পরিভ্রমণ করিতে থাকিয়া, কোথাও অগ্নির ন্যায় বলপূর্বক অসুরসমূহ দগ্ধ করিল, কোথাও অসুরগণকে কাটিল এবং ছেদন করিল; অধিকন্তু পিশাচের ন্যায় যুদ্ধে সেই অসুরগণের রক্ত পান করিল ॥২৪

বিগলিত মেঘের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট মহাবলশালী ও নির্ভীকচিত্ত সহস্র সহস্র অসুর আকাশে উঠিয়া পুনঃ পুনঃ পর্বত দিয়া নিক্ষেপ করিয়া দেবগণকে প্রপীড়িত করিল ॥২৫

অনন্তর নানাবিধ মেঘের ন্যায় বৃক্ষবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর ও সুবিশাল অনেক পর্বতসমূহ সশব্দে পরস্পরকে আঘাত করিয়া আকাশ হইতে সত্বরে ভূতলে দ্রুত পতিত হইতে লাগিল, তাহাদের পর্বতশৃঙ্গের উপরের অগ্রভাগ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল ॥২৬

তাহার পর দেবগণ ও অসুরগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি পুনঃ পুনঃ ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে থাকিলে, তাঁহাদের সেই রণাঙ্গনে আকাশ হইতে মহানিক্ষিপ্ত বিশাল পর্বতসমূহের পতনের আঘাতে তাড়িত হইয়া সকল দিকে বন সহ ভূমি কম্পিত হইল ॥২৭

তাহার পর মহাতেজা দেব সেই নর ঋষি উজ্জ্বল স্বর্ণপুঙ্খ বাণ দ্বারা পর্বতশিখরসমূহকে বিদারিত করিয়া, অগ্রভাগে স্বর্ণ দ্বারা ভূষিত বড় বড় বাণসমূহের দ্বারা আকাশমণ্ডল আচ্ছাদিত করিলেন ॥২৮

অনন্তর সেই মহাসুরগণ দেবগণের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া এবং আকাশে প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য

[illegible]
[illegible] ।
[illegible]
[illegible] ।১০
[illegible]
[illegible] ।

[illegible]
[illegible] ॥১১

ইতি [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥

[illegible] ।১০

[illegible] ।১১

[illegible] ।

বিংশোঽধ্যায়ঃ

[[illegible] ।]

গৌড়িকপাঠ ।

[illegible] ।
[illegible] ।১

[illegible]
[illegible] ।২

[illegible] ।

[illegible] ।
[illegible] ।৩

[illegible] ।

[illegible] ।
[illegible] (১) ।৪

বিংশ অধ্যায় ।

[[illegible] ।]

[illegible] ।

পাঠান্তর :— (১) [illegible] ।

সৌতিরুবাচ।

এবং তে সময়ং কৃত্বা দাসীভাবায় বৈ মিথঃ।
জগ্মতুঃ স্বগৃহানেব শ্বো দ্রক্ষ্যাব ইতি স্ম হ ॥১৫
ততঃ পুত্রসহস্রং তু কদ্রুর্জিহ্মং চিকীর্ষতী।
আজ্ঞাপয়ামাস তদা বালা ভূত্বাঞ্জনপ্রভাঃ ॥১৬
আবিশধ্বং হয়ং ক্ষিপ্রং দাসী ন স্যামহং যথা।
নাবপদ্যন্ত যে বাক্যং তান্ শশাপ ভুজঙ্গমান্ ॥১৭
সর্পসত্রে বর্তমানে পাবকো বঃ প্রধক্ষ্যতি।
জনমেজয়স্য রাজর্ষেঃ পাণ্ডবেয়স্য ধীমতঃ ॥১৮
শাপমেনং তু শুশ্রাব স্বয়মেব পিতামহঃ।
অতিক্রূরং সমুদ্দিষ্টং কদ্র্বা দৈবাদতীব হি ॥১৯
সার্ধং দেবগণৈঃ সর্বৈর্বাচং তামন্বমোদত।
বহুত্বং প্রেক্ষ্য সর্পাণাং প্রজানাং হিতকাম্যয়া ॥২০
তিগ্মবীর্যবিষা হ্যেতে দন্দশূকা মহাবলাঃ।
তেষাং তীক্ষ্ণবিষত্বাদ্ধি প্রজানাঞ্চ হিতায় চ।
যুক্তং মাত্রা কৃতং তেষাং পরপীড়োপসর্পিণাম্ ॥২১
অন্যেষামপি সত্ত্বানাং নিত্যং দোষপরাস্তু যে।
তেষাং প্রাণান্তিকো দণ্ডো দৈবেন বিনিপাত্যতে ॥২২
এবং সম্ভাষ্য দেবস্তু পূজ্য কদ্রুং চ তাং তদা।
আহূয় কশ্যপং দেব ইদং বচনমব্রবীৎ ॥২৩
যদেতে দন্দশূকাশ্চ সর্পা জাতাস্ত্বয়ানঘ।
বিষোল্বণা মহাভোগা মাত্রা শপ্তাঃ পরন্তপ ॥২৪

[illegible] ॥

বিনতা বলিলেন—'এই অশ্বরাজ উচ্চৈঃশ্রবার বর্ণ শ্বেত; হে শুভে! তুমি কি বর্ণ মনে কর? ইহার বর্ণ কি তুমি তাহা বল; তাহার পর আমরা এ বিষয়ে বিবাদভাবে পণ করিব' ॥১৩

কদ্রু বলিলেন—'হে সুহাসিনি! আমি মনে করি যে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের লোমপুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ। হে সুন্দরি! আইস, আমরা দুইজনে এইরূপ পণ করি যে, অশ্বের লোম শ্বেতবর্ণ হইলে, আমি তোমার দাসী হইব এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে তুমি আমার দাসী হইবে' ॥১৪

সৌতি বলিলেন—কদ্রু ও বিনতা এইরূপে দাসীত্ব বিষয়ে পরস্পর পণ করিয়া 'আগামী কল্য অশ্বের বর্ণ দেখিব' এই কথা বলিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন ॥১৫

তাহার পর কদ্রু কৌটিল্য করিবার ইচ্ছায় সহস্র সংখ্যক পুত্রগণকে আদেশ দিলেন—'পুত্রগণ! তোমরা কজ্জলতুল্য কৃষ্ণবর্ণ লোম হইয়া সত্বর উচ্চৈঃশ্রবার শরীরে প্রবিষ্ট হও, যাহাতে আমি বিনতার দাসী না হই'। যে সর্পগণ কদ্রুর এই আদেশ পালন করিতে স্বীকার করিল না, কদ্রু তাহাদিগকে অভিশাপ দিলেন ॥১৬-১৭

'পাণ্ডবনন্দন ধীমান্ রাজর্ষি জনমেজয় সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করিলে, সেই যজ্ঞে অগ্নি তোমাদিগকে দগ্ধ করিবে' ॥১৮

স্বয়ং ব্রহ্মা দৈববশতঃ কদ্রুর এই অতিক্রূর অভিশাপ স্বয়ং নিজেই শ্রবণ করিলেন ॥১৯

তাহার পর ব্রহ্মা সর্পগণের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া, লোকের মঙ্গলকামনায় সকল দেবতার সহিত কদ্রুর সেই অভিশাপের অনুমোদন করিলেন ॥২০

এই সর্পগুলির বিষ তীক্ষ্ণবীর্য এবং এই সর্পগুলি অতি বলবান্ এবং পুনঃ পুনঃ দংশন করে ও পরের পীড়ন করিবার জন্য নিকটে যায়; অতএব ইহাদের বিষ তীক্ষ্ণ হওয়ায় লোকদিগের জন্য ইহাদের মাতা ইহাদিগকে অভিশাপ দিয়া যুক্তিযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন ॥২১

যে সকল প্রাণী অন্য প্রাণিগণের অনিষ্টাচরণে তৎপর থাকে, দৈবই তাহাদের জন্য প্রাণান্তিক

[illegible] ॥১০॥
[illegible] ॥১১॥

([illegible] বিনতাং [illegible]।
[illegible] ।

[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি আস্তীকে পৌলোমে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২০॥

[illegible] বিলম্ব করেন ॥১২॥

এই প্রকারে [illegible] অভিশাপ করিয়া তখন [illegible] এই কথা বলিলেন— ॥১৩॥

"হে বিনতে! হে মাতঃ! এই [illegible] তুমি [illegible] করিয়াছ; তোমার এই [illegible] এবং [illegible] এই কারণে [illegible] দাসী [illegible] হইবে ॥১৪॥

মাতঃ! এ বিষয়ে তুমি কোন দুঃখ করিও না। কারণ, আমি [illegible] বৎসরে [illegible] হইবে" ॥১৫॥

এই কথা বলিয়া পক্ষিশ্রেষ্ঠ অরুণ [illegible] আরোহণ করিয়া তাঁহাকে [illegible] দান করিলেন ॥১৬॥

(হে বিপ্রবর্য্য! [illegible] পুত্র [illegible] দিয়া ছিলেন, তখন ঐ [illegible] কহিলেন,—মা! তুমি [illegible] না, আমি [illegible] ঐ [illegible] ক্রমে [illegible] । [illegible] পুত্রকে [illegible] দিলেন,—পুত্র! [illegible] হইবে।)

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসকৃত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত আস্তীকপর্ব্বে [illegible] বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ

[বিনতার সমুদ্র দর্শন।]

সৌতিরুবাচ।

ততো রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং প্রভাতেঽভ্যুদিতে রবৌ।
কদ্রূশ্চ বিনতা চৈব ভগিন্যৌ তে তপোধন ॥১॥
অমর্ষিতে সুসংরব্ধে দাস্যে কৃতপণে তদা।
জগ্মতুস্তুরগং দ্রষ্টুমুচ্চৈঃশ্রবসমন্তিকাৎ ॥২॥

একবিংশ অধ্যায়।

[বিনতা [illegible] সমুদ্র দর্শন।]

সৌতি বলিলেন—'হে তপোধন শৌনক! তাহার পর রাত্রিকাল শেষ হইয়া প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইলে, পূর্ব্বে দাসীত্বস্বীকারে পণকারিণী দুই ভগিনী কদ্রু ও বিনতা সেই সময় ক্রুদ্ধ ও উৎসাহিত হইয়া

দদৃশাতেঽথ তে তত্র সমুদ্রং নিধিমম্ভসাম্।
মহান্তমুদকাগাধং ক্ষোভ্যমাণং মহাস্বনম্ ॥৩
তিমিঙ্গিলঝষাকীর্ণং মকরৈরাবৃতং তথা।
সত্ত্বৈশ্চ বহুসাহস্রৈর্নানারূপৈঃ সমাবৃতম্ ॥৪
ঘোরৈর্ঘোরতরৈর্ঘোরৈর্বিকটৈর্বিকৃতৈস্তথা।
উগ্রৈর্নিত্যমনাধৃষ্যং কূর্মগ্রাহসমাকুলম্ ॥৫
আকরং সর্বরত্নানামালয়ং বরুণস্য চ।
নাগানামালয়ং রম্যমুত্তমং সরিতাং পতিম্ ॥৬
পাতালজ্বলনাবাসমসুরাণাঞ্চ বন্ধনম্।
ভয়ঙ্করঞ্চ সত্ত্বানাং পয়সাং নিধিমর্ণবম্ ॥৭
শুভং দিব্যমমর্ত্যানামমৃতস্যাকরং পরম্।
অপ্রমেয়মচিন্ত্যঞ্চ সুপুণ্যজলমদ্ভুতম্ ॥৮
ঘোরং জলচরারাবরৌদ্রং ভৈরবনিঃস্বনম্।
গম্ভীরাবর্তকলিলং সর্বভূতভয়ঙ্করম্ ॥৯

বেলাদোলানিলচলং ক্ষোভোদ্বেগসমুচ্ছ্রিতম্।
বীচীহস্তৈঃ প্রচলিতৈর্নৃত্যন্তমিব সর্বতঃ ॥১০
চন্দ্রবৃদ্ধিক্ষয়বশাদুদ্বৃত্তোর্মিদুরাসদম্।
পাঞ্চজন্যস্য জননং রত্নাকরমনুত্তমম্ ॥১১
গাং বিন্দতা ভগবতা গোবিন্দেনামিতৌজসা।
বরাহরূপিণা চান্তর্বিক্ষোভিতজলাবিলম্ ॥১২
ব্রহ্মর্ষিণা ব্রতবতা বর্ষাণাং শতমত্রিণা।
অনাসাদিতগাধঞ্চ পাতালতলমব্যয়ম্ ॥১৩
অধ্যাত্মযোগনিদ্রাঞ্চ পদ্মনাভস্য সেবতঃ।
যুগাদিকালশয়নং বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥১৪
বজ্রপাতনসন্ত্রস্তমৈনাকস্যাভয়প্রদম্।
ডিম্বাহবার্দিতানাঞ্চ অসুরাণাং পরায়ণম্ ॥১৫
বড়বামুখদীপ্তাগ্নেস্তোয়হব্যপ্রদং শিবম্।
অগাধপারং বিস্তীর্ণমপ্রমেয়ং সরিৎপতিম্ ॥১৬

নিকটে গিয়া উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বকে দেখিবার জন্য গমন করিলেন ।১-২

অনন্তর তাঁহারা নিকটেই এক সমুদ্র দেখিতে পাইলেন; বিশাল ও অগাধ সেই সমুদ্র বায়ুর দ্বারা ক্ষুভিত হইতেছে ও গভীর গর্জন করিতেছে; সেই সমুদ্র তিমিঙ্গিল, ঝষ, গ্রাহ, মৎস্য, মকর ও নানাবিধ অসংখ্য জলজন্তু দ্বারা পরিপূর্ণ; ভীষণ ও বিকটাকার জলজন্তু এবং অন্যান্য ভৈরব ও উগ্র জলচর প্রাণী বিদ্যমান থাকায় সর্বদা সেই সমুদ্র মহাপ্রাণীর পক্ষে স্পর্শ করাও দুষ্কর। সেই সমুদ্র সর্বরত্নের আকর, বরুণদেবের বাসস্থান, নাগসমূহের আলয়, নদীসমূহের মনোহর ও উত্তম পতি, পাতালাগ্নির বাসস্থান, অসুরগণের আবদ্ধস্থান, প্রাণিগণের ভয়ঙ্কর, জলের ও বিবিধ রত্নের আধার, দেবগণের মঙ্গলজনক, অলৌকিক, দেবগণের অমৃতের একমাত্র আকর, অপরিমেয়, অচিন্তনীয়, পবিত্রজলপূর্ণ, আশ্চর্য, জলজন্তুর শব্দে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, ভয়ানক শব্দকারী, গভীর আবর্তে পরিপূর্ণ, সকল প্রাণীর ভীতিপ্রদ, তীরভূমিরূপ দোলায় বায়ুকর্তৃক আন্দোলিত, বায়ুর উৎপাতে বেগে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, প্রচলিত তরঙ্গরূপ হস্ত দ্বারা যেন সকল দিকেই নৃত্যকারী, চন্দ্রের বৃদ্ধি ও ক্ষয় অনুসারে বৃদ্ধি ও ক্ষয়যুক্ত, পাঞ্চজন্য-শঙ্খের উৎপাদক এবং রত্নসমূহের উৎকৃষ্ট আকর। পৃথিবীর উদ্ধারার্থ মহাবিক্রমশালী ভগবান্ বিষ্ণু বরাহমূর্তি ধারণ করিয়া সেই সমুদ্রের মধ্যস্থ জল আলোড়ন করিয়া তাহাকে পঙ্কিল করিয়াছিলেন; অত্রি ব্রহ্মর্ষি ব্রতী শতবর্ষ চেষ্টা করিয়াও সেই সমুদ্রের তলদেশ প্রাপ্ত হন নাই; সেই অবিনশ্বর সমুদ্রের তলদেশই পাতাল। মহাশক্তিশালী পদ্মনাভ বিষ্ণু আধ্যাত্মিক যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া যুগারম্ভকালে সেই সমুদ্রে শয়ন করেন; ইন্দ্র বজ্রাঘাতে ভীত

মহানদীভির্বহ্বীভিঃ স্পর্দ্ধয়েব সহস্রশঃ।
অভিসার্যমাণমনিশং তুষ্যমাণং মহার্ণবম্।
আপূর্যমাণমত্যর্থং নৃত্যমানমিবোর্মিভিঃ ॥১৭

গম্ভীরং তিমিমকরোগ্রসঙ্কুলং তং
গর্জন্তং জলচররাবরৌদ্রনাদৈঃ।
বিস্তীর্ণং দদৃশতুরম্বরপ্রকাশং
তেঽগাধং নিধিমুরুমম্ভসামনন্তম্ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি আস্তীকে সৌপর্ণে
একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[illegible] সেই সমুদ্র [illegible] করিতেছিল; সেই সমুদ্র [illegible] হইয়াছিল; [illegible] সেই সমুদ্র [illegible] প্রদান করে; তাহার অন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না; সেই বিস্তীর্ণ অসীম [illegible] বড় বড় নদী যেন স্পর্দ্ধার সহিত সর্ব্বদা আসিয়া মিলিত হইতেছে এবং তাহাকে অত্যন্ত পরিপূর্ণ করিতেছে; অতি গভীর ও বিস্তীর্ণ সেই সমুদ্র তিমি ও মকরসমূহে [illegible] ব্যাপ্ত থাকিয়া ভয়ঙ্কর, জলচর প্রাণিগণের ভীষণ [illegible], আকাশের ন্যায় শোভমান, অগাধ বিশাল এবং জলের আকর ॥১৭-১৮

[illegible] মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত আস্তীকপর্ব্বে
[illegible] একবিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

[নাগানামুচ্চৈঃশ্রবসঃ পুচ্ছস্য কৃষ্ণবর্ণীকরণাদিকম্, সমুদ্রদর্শনাৎ কদ্রূবিনতয়োরাগমনঞ্চ।]

সৌতিরুবাচ।
নাগাশ্চ সংবিদং কৃত্বা কর্তব্যমিতি তদ্বচঃ।
নিঃস্নেহা বৈ দহেন্মাতা অসম্প্রাপ্তমনোরথা ॥১
প্রসন্না মোক্ষয়েদস্মাংস্তস্মাচ্ছাপাচ্চ ভামিনী।
কৃষ্ণং পুচ্ছং করিষ্যামস্তুরগস্য ন সংশয়ঃ ॥২

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[নাগগণ কর্ত্তৃক উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণসম্পাদন এবং সমুদ্রদর্শন করিবার পর কদ্রু ও বিনতার আগমন।]

সৌতি বলিলেন—সর্পগণ আলোচনা করিয়া স্থির করিল যে মাতার আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য। কারণ, তিনি স্নেহশূন্যা ও আমাদের প্রতি ক্রোধপূর্ণা; তাহাতে তাঁহার আদেশ পালন করিয়া যদি অভিলাষ পূর্ণ না করি, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে শাপে দগ্ধ করিবেন; কিন্তু তিনি প্রসন্না হইলে, এই আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত শাপ হইতে মুক্তি দিতে পারেন; অতএব আমরা উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছটিকে কৃষ্ণবর্ণ করিব, ইহাতে সংশয় নাই ॥১-২

ইতি নিশ্চিত্য তে তত্র কৃষ্ণা বালা ইব স্থিতাঃ (১)।
এতস্মিন্নন্তরে তে তু সপত্ন্যৌ পণিতে তদা ॥৩
ততস্তে পণিতং কৃত্বা ভগিন্যৌ দ্বিজসত্তম।
জগ্মতুঃ পরয়া প্রীত্যা পরং পারং মহোদধেঃ ॥৪
কদ্রূশ্চ বিনতা চৈব দাক্ষায়ণ্যৌ বিহায়সা।
আলোকয়ন্ত্যাবক্ষোভ্যং সমুদ্রং নিধিমম্ভসাম্ ॥৫
বায়ুনাতীব সহসা ক্ষোভ্যমাণং মহাস্বনম্।
তিমিঙ্গিলঝষাকীর্ণং মকরৈরাবৃতং তথা ॥৬
সত্ত্বৈশ্চ বহুসাহস্রৈর্নানারূপৈঃ সমাবৃতম্।
ঘোরৈর্নিত্যমনাধৃষ্যং কূর্ম্মগ্রাহসমাকুলম্ ॥৭
আকরং সর্ব্বরত্নানামালয়ং বরুণস্য চ।
নাগানামালয়ং রম্যমুত্তমং সরিতাং পতিম্ ॥৮
পাতালজ্বলনাবাসমসুরাণাঞ্চ বন্ধনম্।
ভয়ঙ্করঞ্চ সত্ত্বানাং পয়সাং নিধিমব্যয়ম্ ॥৯
শুভং দিব্যমমর্ত্ত্যানামমৃতস্যাকরং পরম্।
অপ্রমেয়মচিন্ত্যঞ্চ সুপুণ্যজলসম্মিতম্ ॥১০
মহানদীভির্বহ্বীভিস্তত্র তত্র সহস্রশঃ।
আপূর্য্যমাণমত্যর্থং নৃত্যমানমিবোর্ম্মিভিঃ ॥১১
ইত্যেবং তরলতরঙ্গসঙ্কুলং তং
গম্ভীরং বিকসিতমম্বরপ্রকাশম্।
পাতালজ্বলনশিখাবিদীপিতাঙ্গং
গর্জ্জন্তং দ্রুতমভিজগ্মতুস্ততস্তে ॥১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি আস্তীকপর্ব্বণি
সমুদ্রদর্শনং নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২১

এইরূপ স্থির করিয়া সর্পগণ উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছে যেন কৃষ্ণবর্ণ লোম হইয়া থাকিল। এই সময়ে সেই দুই সপত্নী কদ্রূ ও বিনতা পুনরায় সেই পণ করিলেন ॥৩

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তাহার পর সপত্নী দুই ভগিনী কদ্রূ ও বিনতা পূর্ব্বের পণ করিয়া পরম আহ্লাদের সহিত আকাশপথে সমুদ্র দেখিতে দেখিতে সেই সমুদ্রের পরপারে গমন করিলেন ॥৪-৫

সেই সমুদ্রকে কেহ সাধারণ শক্তি দ্বারা ক্ষোভিত করিতে পারে না; তাহা অকস্মাৎ আসিয়া এবং অত্যন্ত বায়ুর দ্বারা আলোড়িত; সেই সমুদ্রের সর্ব্বত্র তিমি এবং তাহা অপেক্ষা বড় তিমিঙ্গিল, মকর ও অসংখ্য বিবিধ আকার জলজন্তু দ্বারা পরিপূর্ণ; সেই সমুদ্র স্বভাবতঃ ঘোর ভয়ানক এবং তাহাকে কেহ পরাভূত করিতে পারে না; আবার সেই সমুদ্র সকল রত্নের আকর এবং বরুণের বাসস্থান ও নাগগণের বাসভূমি; সেই সমুদ্র অতি মনোহর, নদীগণের পতি, বাড়বাগ্নির আবাস ও অসুরগণের বন্ধন, তাহা সকল প্রাণিগণের ভয়ঙ্কর, অক্ষয়, মঙ্গলময়, অলৌকিক, দেবতাদের অমৃতের উৎপত্তিস্থান, অসীম, অচিন্তনীয় এবং অতি পবিত্র জলপূর্ণ; বহুসহস্র বড় বড় নদী সেই সমুদ্রে পতিত হইয়া তাহাকে অত্যন্ত পরিপূর্ণ করিতেছে এবং সেই সমুদ্র তরঙ্গসমূহের দ্বারা যেন নৃত্য করিতেছে ॥৬-১১

তাহার পর, অতি চঞ্চল তরঙ্গমালায় পরিপূর্ণ, গভীর, সুবিস্তৃত, আকাশের ন্যায় শোভমান, বাড়বাগ্নিশিখার আলোকে প্রদীপ্ত এবং গর্জ্জনকারী সেই সমুদ্রকে অতিক্রম করিয়া কদ্রূ ও বিনতা প্রস্থান করিলেন ॥১২

পাঠান্তর।— (১) তথা হি তত্র তে পুচ্ছে বালা ইব স্থিতাঃ।

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বীয় আস্তীকপর্ব্বে
কদ্রূবিনতার সমুদ্রদর্শন নামক একবিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

[পরাজিতায়া বিনতায়াঃ দাস্যাঙ্গীকরণম্, গরুড়স্যোৎপত্তিঃ, দেবকৃতাগ্নিস্তুতিশ্চ ।]

সৌতিরুবাচ ।

তং সমুদ্রমতিক্রম্য কদ্রূর্বিনতয়া সহ ।
ন্যপতৎ তুরগাভ্যাশে নচিরাদিব শীঘ্রগা ॥১
ততস্তে তং হয়শ্রেষ্ঠং দদৃশাতে মহাজবম্ ।
শশাঙ্ককিরণপ্রখ্যং কালবালমুভে তদা ॥২
নিশম্য চ (১) বহূন্ বালান্ কৃষ্ণান্ পুচ্ছসমাশ্রিতান্ ।
বিষণ্ণরূপাং বিনতাং কদ্রূর্দাস্যে ন্যযোজয়ৎ ॥৩
ততঃ সা বিনতা তস্মিন্ পণিতেন পরাজিতা ।
অভবদ্ দুঃখসন্তপ্তা দাসীভাবং সমাস্থিতা ॥৪
এতস্মিন্নন্তরে চাপি গরুড়ঃ কাল আগতে ।
বিনা মাত্রা মহাতেজা বিদার্যাণ্ডমজায়ত ॥৫
মহাসত্ত্ববলোপেতঃ সর্বা বিদ্যোতয়ন্ দিশঃ ।
কামরূপঃ কামগমঃ কামবীর্যো বিহঙ্গমঃ ॥৬
অগ্নিরাশিরিবোদ্ভাসন্ সমিদ্ধোঽতিভয়ঙ্করঃ ।
বিদ্যুদ্বিস্পষ্টপিঙ্গাক্ষো যুগান্তাগ্নিসমপ্রভঃ ॥৭
প্রবৃদ্ধঃ সহসা পক্ষী মহাকায়ো নভোগতঃ ।
ঘোরো ঘোরস্বনো রৌদ্রো বহ্নিরৌর্ব ইবাপরঃ ॥৮
তং দৃষ্ট্বা শরণং জগ্মুর্দেবাঃ সর্বে বিভাবসুম্ ।
প্রণিপত্যাব্রুবংশ্চৈনমাসীনং বিশ্বরূপিণম্ ॥৯
অগ্নে মা ত্বং প্রবর্ধিষ্ঠাঃ কচ্চিন্নো ন দিধক্ষসি ।
অসৌ হি রাশিঃ সুমহান্ সমিদ্ধস্তব সর্পতি ॥১০

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

[পরাজিতা বিনতার কদ্রুর দাসীত্বগ্রহণ, গরুড়ের উৎপত্তি এবং দেবগণ কর্তৃক অগ্নির স্তুতি ।]

সৌতি বলিলেন—

দ্রুতগামিনী কদ্রু বিনতার সহিত সেই সমুদ্র অতিক্রম করিয়া শীঘ্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের নিকট আকাশ হইতে পতিত হইলেন ॥১

তাহার পর তখন তাঁহারা উভয়েই দেখিলেন যে, অত্যন্ত বেগশালী উচ্চৈঃশ্রবার শরীর চন্দ্রকিরণতুল্য শ্বেতবর্ণ এবং লাঙ্গুলের লোমসমূহ কৃষ্ণবর্ণ ॥২

উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছের বহু কৃষ্ণবর্ণ লোম দেখিয়া বিনতা বিষাদে মলিন হইলে, কদ্রু তাঁহাকে নিজের দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত করিলেন ॥৩

তাহার পর বিনতা সেই পণে পরাজিত হইয়া তখন দাসীবৃত্তি আশ্রয় করিয়া দুঃখে সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন ॥৪

এই সময়ে মহাতেজস্বী গরুড় তাঁহার বহির্গমের সময় আসিয়া উপস্থিত হইলে, মাতা বিনতা ব্যতীত নিজেই ডিম্ব বিদারণ করিয়া বহির্গত হইলেন ॥৫

তিনি অতি বলশালী ও তেজস্বী ছিলেন; সকল দিক্ উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন, ইচ্ছানুসারে রূপধারী, সর্বত্র স্বেচ্ছায় গমনকারী এবং ইচ্ছানুরূপ বলশালী হইয়াছিলেন; আকাশচারী ও প্রদীপ্ত অতিভীষণ অগ্নিরাশির ন্যায় প্রকাশমান ছিলেন; তাঁহার পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু দুইটি বিদ্যুতের ন্যায় স্পষ্ট দীপ্ত ছিল এবং তাঁহার প্রভা প্রলয়কালীন অগ্নির সমান হইয়াছিল; তিনি তখন হঠাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ও ভীষণ বিশাল—দেহ পক্ষী হইয়া আকাশে উঠিলেন এবং ভয়ানক শব্দ করিতে থাকিয়া অপর একটি ভীষণ বাড়বাগ্নির ন্যায় তীব্র হইয়াছিলেন ॥৬-৮

তাঁহাকে দেখিয়া সকল দেবতারা অগ্নির শরণাপন্ন হইলেন এবং উপবিষ্ট বিশ্বরূপী অগ্নিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন ॥৯

পাঠান্তরঃ— (১) বিলোক্য চ—।

[illegible] উবাচ।

[illegible] যথা [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥১১

[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥১৩
ন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (১)।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥১৪

দেবা ঊচুঃ।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥১৫
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥১৬
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥১৭
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥১৮
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ॥১৯
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ॥২০

হে [illegible]! আপনি [illegible] [illegible] হইবেন না। আপনি কি [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছেন? কারণ, ঐ [illegible] আপনার [illegible] একটি বিপুল [illegible] [illegible] বিস্তৃত হইয়াছে।১০

ঋষি বলিলেন—হে দেবগণ! আপনারা যাহা মনে করিয়াছেন, ইহা তাহা হউক। [illegible] [illegible] তেজস্বী [illegible] থাকুক।১১

[illegible] [illegible] এই শস্ত্র [illegible] তেজস্বী [illegible] করিবেন। [illegible] [illegible] দেখিয়াই আপনাদের [illegible] নির্ভয় [illegible]।১২

[illegible] [illegible] এই শস্ত্র [illegible] [illegible], দেবগণের হিতকারী এবং দৈত্য ও দানবগণের নাশক হইবেন।১৩

হে দেবগণ! আপনারা এই শস্ত্র [illegible] ভীত হইবেন না; আপনারা আমার [illegible] [illegible] থাকুন। ঋষি এই কথা বলিলে [illegible] [illegible] দেবগণ তখন [illegible] হইতে [illegible] উপস্থিত হইলে [illegible] [illegible] [illegible] স্তুতি করিলেন।১৪

দেবগণ বলিলেন—আপনি [illegible], আপনি [illegible] [illegible], আপনি [illegible], আপনি [illegible], আপনি [illegible], আপনি [illegible] [illegible], আপনি [illegible] [illegible] এবং আপনি [illegible] [illegible]।১৫

আপনি ইন্দ্র, আপনি [illegible] বিষ্ণু, আপনি শিব, আপনি [illegible], আপনি [illegible] [illegible] [illegible], আপনি [illegible], আপনি [illegible] এবং আপনি [illegible] ও [illegible]।১৬

আপনি ধাতা ও বিধাতা, আপনি [illegible] বিষ্ণু, আপনি অবিনাশী ও সর্ব্বজ্ঞ, আপনি [illegible] [illegible] ও [illegible]।১৭

আপনি [illegible] দেব, আপনি [illegible] [illegible], আপনি আমাদের [illegible] [illegible] এবং আপনি সর্ব্বদা আমাদের [illegible]; অতএব কি [illegible] না আপনার নিকট হইতে আমাদের [illegible] আসিবে?১৮

পাঠান্তরঃ—(১) —[illegible]

দিবাকরঃ পরিকুপিতো যথা দহেৎ
প্রজাস্তথা দহসি হুতাশনপ্রভ।
ভয়ঙ্করঃ প্রলয় ইবাগ্নিরুত্থিতো
বিনাশয়ন্ যুগপরিবর্ত্তনান্তকৃৎ ॥২১
খগেশ্বরং শরণমুপাগতা বয়ং
মহৌজসং জ্বলনসমানবর্চসম্।
তড়িৎপ্রভং বিতিমিরমভ্রগোচরং
মহাবলং গরুড়মুপেত্য খেচরম্ ॥২২
পরাবরং বরদমজয্যবিক্রমং
তবৌজসা সর্ব্বমিদং প্রতাপিতম্।
জগৎপ্রভো তপ্তসুবর্ণবর্চসা
ত্বং পাহি সর্ব্বাংশ্চ সুরান্ মহাত্মনঃ ॥২৩
ভয়ান্বিতা নভসি বিমানগামিনো
বিমানিতা বিপথগতিং প্রয়ান্তি তে।
ঋষেঃ সুতস্ত্বমসি দয়াবতঃ প্রভো
মহাত্মনঃ খগবর কশ্যপস্য হ ॥২৪

স মা ক্রুধঃ কুরু জগতো দয়াং পরাং
ত্বমীশ্বরঃ প্রশমমুপৈহি পাহি নঃ।
মহাশনিস্ফুরিতসমস্বনেন তে
দিশোঽম্বরং ত্রিদিবমিয়ঞ্চ মেদিনী।
চলন্তি নঃ খগ হৃদয়ানি চানিশং
নিগৃহ্যতাং বপুরিদমগ্নিসন্নিভম্ ॥২৫

হে পুণ্যকীর্তি! আপনি পক্ষির প্রভু, সাধু, অদ্ভুত বলশালী, সমৃদ্ধিযুক্ত এবং অতি দুর্দ্ধর্ষ; আপনা হইতেই অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত বস্তু প্রকাশিত হয় ॥১৯

আপনি উত্তম, আপনি এই চরাচর বিশ্ব, আপনি সূর্য্যের ন্যায় কিরণদ্বারা দীপ্ত হইতেছেন আপনি বারংবার সূর্য্যের তেজ পরাভূত করিতেছেন, আপনি মৃত্যু এবং আপনি নিত্য ও অনিত্য সকল পদার্থ ॥২০

হে অগ্নিতুল্য তেজস্বী! সূর্য্য যেমন কুপিত হইয়া জগৎকে দগ্ধ করেন, আপনিও সেইরূপ দগ্ধ করিতেছেন। আপনিই যুগ পরিবর্ত্তন ও প্রলয় করিয়া থাকেন এবং প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় আপনি জগতের বিনাশের জন্য দীপ্ত হইয়া উত্থিত হইয়াছেন ॥২১

হে জগতের প্রভু! আপনি মহাতেজস্বী ও মহাবল, পক্ষিরাজ গরুড় আপনার তেজ অগ্নি ও বিদ্যুতের তুল্য, আপনি অন্ধকারশূন্য ও মেঘের বিচরণকারী, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট এই উভয়ই আপনি, আপনি বর প্রদান করেন, আপনার শক্তিকে কেহই জয় করিতে সমর্থ হয় না; এইজন্য আপনার সমীপে আসিয়া আমরা আপনাকে শরণরূপে আশ্রয় করিয়াছি। এই সমস্ত জগৎ আপনার তেজে সন্তপ্ত হইয়াছে; সুতরাং আপনি সকল দেবগণকে রক্ষা করুন ॥২২-২৩

হে পক্ষিবর! দেবগণ আপনার তেজে পরাজিত হইয়াছেন বলিয়া ভয়ান্বিত হইয়া অন্য আকাশে বিপথে যাইতেছেন। আপনি দয়ালু প্রভু মহাত্মা কশ্যপ ঋষির পুত্র ॥২৪

হে পক্ষিরাজ! আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না, জগতের প্রতি প্রকৃষ্ট দয়া করুন। আপনি ঈশ্বর, শান্ত হউন ও আমাদিগকে রক্ষা করুন। মহাবজ্রনির্ঘোষতুল্য আপনার ভয়ানক শব্দে সকল দিক্, আকাশ, স্বর্গ, এই পৃথিবী এবং আমাদের হৃদয় সর্ব্বদা কম্পিত হইতেছে, আপনার এই অগ্নিতুল্য মূর্ত্তি উপসংহার করুন ॥২৫

ভয়ং হ্যতি দুর্নিরীক্ষ্যদর্শনাৎ
বিষণ্ণং সকলমিদং মহাতমোন্বিতম্।
প্রসীদ নঃ পক্ষপতে প্রযাচতাং
শিবশ্চ নো ভব ভগবন্ সুখাবহঃ ॥২৬

এবং স্তুতঃ সুপর্ণস্তু দেবৈঃ সর্ষিগণৈস্তদা।
তেজসঃ প্রতিসংহারমাত্মনঃ স চকার হ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি আস্তীকে সৌপর্ণে
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৩

হে পক্ষিপতি! দুর্নিরীক্ষ্য উজ্জ্বল প্রচুর আপনার তেজ দেখিয়া আমাদের অতীব ভয় কম্পিত হইতেছে; অতএব আপনার আশ্রয়প্রার্থী আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। হে ভগবন্! আপনি আমাদের মঙ্গলকারী ও সুখপ্রদ হউন।২৬

সৌতি বলিলেন—এই প্রকারে দেবগণ ও ঋষিগণ কর্তৃক স্তব করায় তখন 'গরুড়' তেজ প্রতিসংহার করিলেন।২৭

শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় আদিপর্ব্বের অন্তর্গত আস্তীকপর্ব্বে গরুড়বিষয়ক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ

[গরুড়েন স্বতেজসঃ শরীরস্য চ সঙ্কোচনম্, সূর্য্যস্য ক্রোধজনিততীব্রতেজসঃ
শান্তয়ে তদ্রথে অরুণস্য স্থাপনম্।]

সৌতিরুবাচ।

স শ্রুত্বাথাত্মনো দেহং সুপর্ণঃ প্রেক্ষ্য চ স্বয়ম্।
শরীরপ্রতিসংহারমাত্মনঃ সম্প্রচক্রমে ॥১

সুপর্ণ উবাচ।

ন মে সর্বাণি ভূতানি বিভিয়ুর্দেহদর্শনাৎ।
ভীমরূপাৎ সমুদ্বিগ্নাস্তস্মাৎ তেজস্তু সংহরে ॥২

সৌতিরুবাচ।

ততঃ কামগমঃ পক্ষী কামবীর্য্যো বিহঙ্গমঃ।
অরুণঞ্চাত্মনঃ পৃষ্ঠমারোপ্য স পিতুর্গৃহাৎ ॥৩

মাতুরন্তিকমাগচ্ছৎ পরং তীরং মহোদধেঃ।
তত্রারুণশ্চ নির্ক্ষিপ্তো দিশং পূর্ব্বাং মহাদ্যুতিঃ ॥৪

চতুর্বিংশ অধ্যায়

(গরুড় কর্তৃক নিজ তেজ ও শরীরের সঙ্কোচ
এবং সূর্য্যের ক্রোধজনিত তীব্র তেজের
শান্তির জন্য তাঁহার রথে
অরুণের স্থাপন।]

সৌতি বলিলেন—তদনন্তর গরুড় নিজ শরীরের ভীষণতার কথা শুনিয়া এবং নিজেও দেখিয়া শরীরের সঙ্কোচ করিতে আরম্ভ করিলেন।১

গরুড় বলিলেন—সকল প্রাণী আমার দেহ দেখিয়া যাহাতে ভীত না হয় এবং আমারও ভয়ঙ্কর আকৃতি দেখিয়া উদ্বিগ্ন না হয়, সেইজন্য আমি আমার তেজের সঙ্কোচ করিলাম।২

সৌতি বলিলেন—তাহার পর কামচারী, কামবীর্য্য, পক্ষিশ্রেষ্ঠ ও আকাশগামী গরুড় নিজ ভ্রাতা অরুণকে পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া, পিতৃগৃহ হইতে মহাসমুদ্রের পরতীরবর্ত্তী মাতার সমীপে গমন করিলেন। সেখানে থাকিয়া পরে মহাতেজস্বী

সূর্য্যস্তেজোভিরত্যুগ্রৈর্লোকান্ দগ্ধুমনা যদা ।

শৌনক উবাচ ।

কিমর্থং ভগবান্ সূর্য্যো লোকান্ দগ্ধুমনাস্তদা ॥৫

কিমস্যাপহৃতং দেবৈর্যেনেমং মন্যুরাবিশৎ ।

সৌতিরুবাচ ।

চন্দ্রার্কাভ্যাং যদা রাহুরাখ্যাতো হ্যমৃতং পিবন্ ॥৬

বৈরানুবন্ধং কৃতবাংশ্চন্দ্রাদিত্যৌ তদানঘ ।
বাধ্যমানে গ্রহেণাথ আদিত্যে মন্যুরাবিশৎ (১) ॥৭

সুরার্থায় সমুৎপন্নো রোষো রাহোস্তু মাং প্রতি ।
বহ্বনর্থকরং পাপমেকোঽহং সমবাপ্নুয়াম্ ॥৮

সূর্য্য যখন অতি উগ্র তেজ দ্বারা লোকসমূহ দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন অরুণ আপনার পৃষ্ঠদেশে সূর্য্যকে ধারণ করিলেন। শৌনক বলিলেন—"ভগবান্ সূর্য্য কি কারণে তখন লোকসমূহ দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন? দেবগণ বা তাঁহার কি অপকার করিয়াছিলেন, যাহাতে সূর্য্য দেবগণের প্রতি কুপিত হইয়াছিলেন"? ৫

সৌতি বলিলেন—"হে বিপ্রগণ! রাহু যখন অমৃত পান করিতেছিলেন, তখন চন্দ্র ও সূর্য্য তাহা বিষ্ণুর নিকট বলিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি রাহু চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রতি চিরকালই শত্রুতা আচরণ করিয়া আসিতেছিল এবং সেই হেতু রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া পীড়া দিতেছিল; সেই জন্যই দেবগণের প্রতি সূর্য্যের কোপ জন্মিয়াছিল ॥৬-৭

তখন, সূর্য্য চিন্তা করিলেন যে, আমি দেবগণের হিতার্থে রাহুর অমৃতপানের কথা বলায় রাহু আমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু আমি একাকীই অত্যন্ত অনিষ্টকর এই পাপ ভোগ করিয়া থাকি ॥৮

সহায় এব কার্য্যেষু ন চ কৃচ্ছ্রেষু দৃশ্যতে ।
পশ্যন্তি গ্রস্যমানং মাং সহন্তে বৈ দিবৌকসঃ ॥৯

তস্মাল্লোকবিনাশার্থং হ্যবতিষ্ঠে ন সংশয়ঃ ।
এবং কৃতমতিঃ সূর্য্যো হ্যস্তমভ্যগমদ্ গিরিম্ ॥১০

তস্মাল্লোকবিনাশায় সন্তাপয়ত ভাস্করঃ ।
ততো দেবানুপাগম্য প্রোচুরেবং মহর্ষয়ঃ ॥১১

অদ্যার্দ্ধরাত্রসময়ে সর্ব্বলোকভয়াবহঃ ।
উৎপৎস্যতে মহান্ দাহস্ত্রৈলোক্যস্য বিনাশনঃ ॥১২

ততো দেবাঃ সর্ষিগণা উপগম্য পিতামহম্ ।
অব্রুবন্ কিমিহৈবাদ্য মহদ্দাহকৃতং ভয়ম্ ॥১৩

অন্যান্য কার্য্যের সময় দেবগণ আমার সহায়তা করেন। কিন্তু কষ্টের সময় আমি তাঁহাদের সাহায্য পাই না। রাহু যখন আমাকে গ্রাস করে, দেবগণ তাহা প্রত্যক্ষ দেখেন ও সহ্য করেন ॥৯

অতএব দেবগণের প্রিয় এই লোকসমূহের বিনাশের জন্য আমি প্রস্তুত হইলাম, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলেন ॥১০

সেই হেতু লোকবিনাশের জন্য সূর্য্য প্রবল তাপ দিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহর্ষিগণ দেবগণের নিকট যাইয়া এইরূপ বলিলেন— ॥১১

"আজ অর্দ্ধরাত্র সময়ে সকল লোকের ভীতিজনক এবং ত্রিভুবনের বিনাশজনক অত্যধিক সন্তাপ হইবে" ॥১২

তাহার পর দেবগণ ঋষিগণ সহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"আজ মহাসন্তাপজনিত মহাভয় কি কারণে হইল ॥১৩

পাঠান্তর :— (১) [illegible]

ন তাবদ্ বুধ্যতে সূর্য্যঃ কদাচন প্রতিপৎস্যতি ।
উদিতে ভগবন্ ভাবো জগদস্য ভবিষ্যতি ॥১৪

পিতামহ উবাচ

এষ লোকবিনাশায় রবিরুদ্যন্তুমুদ্যতঃ ।
দহন্নেব হি লোকান্ স ভস্মরাশীকরিষ্যতি ॥১৫

তস্য প্রতিবিধানঞ্চ বিহিতং পূর্ব্বমেব হি ।
কশ্যপস্য সুতো ধীমানরুণেত্যভিবিশ্রুতঃ ॥১৬

মহাকায়ো মহাতেজাঃ স স্থাস্যতি পুরো রবেঃ ।
করিষ্যতি চ সারথ্যং তেজশ্চাস্য হরিষ্যতি ॥১৭

লোকানাং স্বস্তি চৈবং স্যাদ্ ঋষীণাঞ্চ দিবৌকসাম্ ।

সৌতিরুবাচ ।

ততঃ পিতামহাজ্ঞাতঃ সর্ব্বং চক্রে তদারুণঃ ॥১৮
উদিতশ্চৈব সবিতা অরুণেন সমাবৃতঃ ।
এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং যৎ সূর্য্যং মন্যুরাবিশৎ ॥১৯
অরুণশ্চ যথৈবাস্য সারথ্যমকরোৎ প্রভুঃ ।
ভূয় এবাপরং প্রশ্নং শৃণু পূর্ব্বমুদাহৃতম্ ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি আস্তীকে সৌপর্ণে
চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৪

ভগবন্! সূর্য্যদেব এখনও উঠিতেছেন না, তথাপি মহাশক্তির এই লোকবিনাশ উপস্থিত হইয়াছে; সূর্য্য উদিত হইলে এই জগতের অবস্থা যে কিরূপ হইবে, তাহা জানি না ।১৪

ব্রহ্মা বলিলেন—লোকসমূহ বিনষ্ট করিবার জন্য এই সূর্য্য উদিত হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, উদিত হইয়া দগ্ধ করতঃ ইনি ত্রিলোক ভস্ম করিয়া দিবেন ।১৫

সেই লোকবিনাশের প্রতিবিধান আমি পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছি। কশ্যপের 'অরুণ' নামে সর্ব্বপ্রসিদ্ধ একটী বিশালদেহ, মহাতেজস্বী ও বুদ্ধিমান্ পুত্র আছে। সেই অরুণই সূর্য্যের অগ্রে থাকিয়া সূর্য্যের সারথির কার্য্য করিবে এবং সম্মুখে থাকায় ও সূর্য্যের তেজের হ্রাস করিয়া দিবে ।১৬-১৭

এইরূপ প্রতিবিধানে লোকসমূহের, ঋষিগণের ও দেবগণের মঙ্গল হইবে। সৌতি বলিলেন—"তাহার পর অরুণ ব্রহ্মার আদেশে তখন সেই সমস্ত কার্য্যই করিলেন" ।১৮

সূর্য্য উদিত হইয়াই অরুণ দ্বারা সমাবৃত হইলেন। হে ব্রহ্মন্! যে কারণে সূর্য্যের ক্রোধ জন্মিয়াছিল, তাহা সমস্তই তোমার নিকট বলিলাম ।১৯

আর মহাশক্তিশালী অরুণ যে কারণে সূর্য্যের সারথির কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাও বলিলাম। এখন তোমার পূর্ব্বকথিত অপর প্রশ্নের উত্তর পুনরায় শ্রবণ কর ।২০

শ্রীমদ্বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত আস্তীকপর্ব্বে
গরুড়বিবরণে চতুর্বিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ

(সূর্য্যতাপেন মূর্চ্ছিতানাং সর্পাণাং রক্ষণায় কদ্রুকৃতা ইন্দ্রস্তুতিঃ।)

সৌতিরুবাচ।

ততঃ কামগমঃ পক্ষী মহাবীর্য্যো মহাবলঃ।
মাতুরন্তিকমাগচ্ছৎ পরং পারং মহোদধেঃ ॥১
যত্র সা বিনতা তস্মিন্ পণিতেন পরাজিতা।
অতীব দুঃখসন্তপ্তা দাসীভাবমুপাগতা ॥২
ততঃ কদাচিদ্ বিনতাং প্রণতাং পুত্রসন্নিধৌ।
কালে চাহূয় বচনং কদ্রূরিদমভাষত ॥৩
নাগানামালয়ং ভদ্রে সুরম্যং চারুদর্শনম্।
সমুদ্রকুক্ষাবেকান্তে তত্র মাং বিনতে বহ ॥৪
ততঃ সুপর্ণমাতা তামবহৎ সর্পমাতরম্।
পন্নগান্ গরুড়শ্চাপি মাতুর্বচনচোদিতঃ ॥৫
স সূর্য্যস্যাভিতো যাতি বৈনতেয়ো বিহঙ্গমঃ।
সূর্য্যরশ্মিপ্রতপ্তাশ্চ মূর্চ্ছিতাঃ পন্নগাভবন্
তদবস্থান্ সুতান্ দৃষ্ট্বা কদ্রূঃ শক্রমথাস্তুবৎ ॥৬

নমস্তে সর্বদেবেশ নমস্তে বলসূদন।
নমুচিঘ্ন নমস্তেঽস্তু সহস্রাক্ষ শচীপতে ॥৭

সর্পাণাং সূর্য্যতপ্তানাং বারিণা ত্বং প্লবো ভব।
ত্বমেব পরমং ত্রাণমস্মাকমমরোত্তম ॥৮

ঈশো হ্যসি পয়ঃ স্রষ্টুং ত্বমনল্পং পুরন্দর।
ত্বমেব মেঘস্ত্বং বায়ুস্ত্বমগ্নির্বিদ্যুতোঽম্বরে ॥৯

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

(সূর্য্যতাপে মূর্চ্ছিত সর্পগণের রক্ষার জন্য কদ্রুকৃত ইন্দ্রের স্তুতি।)

সৌতি বলিলেন—তদনন্তর কামচারী, মহাপ্রভাবশালী ও মহাবিক্রমশালী গরুড় মহাসাগরের অপর পারে মাতার সমীপে গমন করিলেন ।১

সেই বিনতা যে স্থানে পণে পরাজিতা হইয়া কদ্রুর দাসী হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখসন্তপ্তচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন ।২

তাহার পর, এক সময়ে কদ্রু আহ্বান করিলে বিনতা বিনয়পূর্ব্বক পুত্রের নিকটে থাকিয়া অবনত মস্তকে উপস্থিত হইলে তখন কদ্রু তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন ।৩

ভদ্রে! বিনতে! সমুদ্রের মধ্যে একটি নির্জ্জন অবস্থিত দ্বীপ যাহা অতি রমণীয় ও সুদৃশ্য এবং সর্পগণের বাসস্থান, তুমি সেই স্থানে আমাকে লইয়া চল ।৪

তখন বিনতা কদ্রুকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া চলিলেন এবং গরুড়ও মাতার আদেশে সর্পগণকে বহন করিতে লাগিলেন ।৫

পক্ষিরাজ গরুড় সূর্য্যের অভিমুখে যাওয়ায় তাঁহার পৃষ্ঠস্থিত সর্পগণ সূর্য্যকিরণের সন্তাপে মূর্চ্ছিত হইল। তখন কদ্রু নিজপুত্রগণের সেই অবস্থা দেখিয়া ইন্দ্রের স্তব করিলেন ।৬

হে সর্ব্বদেবেশ্বর! আপনাকে প্রণাম করি। হে বলাসুরবিনাশক! আপনাকে প্রণাম করি। হে নমুচিসূদন! হে সহস্রলোচন! হে শচীপতি! আপনাকে প্রণাম করি ।৭

হে সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি মেঘবারিবর্ষণ করিয়া সূর্য্যতপ্ত সর্পগণের উদ্ধারকর্তা হউন; আপনিই আমাদের প্রধান রক্ষক হউন ।৮

হে ইন্দ্র! আপনিই প্রচুর মেঘজল সৃষ্টি করিতে সক্ষম; আপনিই বায়ু, আপনিই মেঘ এবং আপনিই আকাশে বিদ্যুদগ্নি ।৯

ত্বমভ্রঘনবিক্ষেপ্তা ত্বামেবাহুর্মহাঘনম্।
ত্বং বজ্রমতুলং ঘোরং ঘোষবাংস্ত্বং বলাহকঃ ॥১০

স্রষ্টা ত্বমেব লোকানাং সংহর্ত্তা চাপরাজিতঃ।
ত্বং জ্যোতিঃ সর্ব্বভূতানাং ত্বমাদিত্যো বিভাবসুঃ ॥১১

ত্বং মহদ্ভূতমাশ্চর্য্যং ত্বং রাজা ত্বং সুরোত্তমঃ।
ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং সহস্রাক্ষস্ত্বং দেবস্ত্বং পরায়ণম্ ॥১২

ত্বং সর্ব্বমমৃতং দেব ত্বং সোমঃ পরমার্চ্চিতঃ।
ত্বং মুহূর্ত্তস্তিথিশ্চ ত্বং লবস্ত্বং পুনঃ ক্ষণঃ ॥১৩

শুক্লস্ত্বং বহুলশ্চৈব কলা কাষ্ঠা ত্রুটিস্তথা।
সংবৎসরর্ত্তবো মাসা রজন্যশ্চ দিনানি চ ॥১৪

ত্বমুত্তমা সগিরিবনা বসুন্ধরা
সভাস্করং বিতিমিরমম্বরং তথা।
মহোদধিঃ সতিমিতিমিঙ্গিলস্তথা
মহোর্ম্মিমান্ বহুমকরো ঝষাকুলঃ ॥১৫

মহাযশাস্ত্বমিতি সদাভিপূজ্যসে
মনীষিভির্মুদিতমনা মহর্ষিভিঃ।
অভিষ্টুতঃ পিবসি চ সোমমধ্বরে
বষট্কৃতান্যপি চ হবীংষি ভূতয়ে ॥১৬

ত্বং বিপ্রৈঃ সততমিহেজ্যসে ফলার্থং
বেদাঙ্গেষ্বতুলবলৌঘ গীয়সে চ।
ত্বদ্ধেতোর্যজনপরায়ণা দ্বিজেন্দ্রা
বেদাঙ্গান্যভিগময়ন্তি সর্ব্বযত্নৈঃ ॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি আস্তীকে সৌপর্ণে
পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৫

আপনি মেঘসমূহের পরিচালক। পণ্ডিতগণ আপনাকেই মহামেঘ বলিয়া থাকেন। আপনি অতুলনীয় ভয়ঙ্কর বজ্র এবং আপনি গর্জ্জনকারী মেঘ ॥১০

আপনিই লোকসমূহের সৃষ্টিকর্তা ও বিনাশকারী; আপনিই সর্ব্বজয়ী, আপনি সমস্ত প্রাণীর জীবাত্মা, আপনি সূর্য্য ও অগ্নি ॥১১

আপনি মহান্ ও অদ্ভুত প্রাণী, আপনি রাজা, আপনি সুরশ্রেষ্ঠ, আপনি বিষ্ণু, আপনি সহস্রলোচন, আপনি দেবতা ও আপনি পরম আশ্রয় ॥১২

হে দেব! আপনি সকলপ্রকার অমৃতস্বরূপ, আপনি পরম সমাদৃত সোমরস, আপনি মুহূর্ত্ত, আপনি তিথি, আপনি নিমেষ এবং আপনি ক্ষণ ॥১৩

আপনি শুক্লপক্ষ, আপনি কৃষ্ণপক্ষ, আপনি কলা, কাষ্ঠা ও ত্রুটি এবং আপনি বৎসর, ঋতু, মাস, দিবস ও রাত্রিসমূহ ॥১৪

আপনি পর্ব্বত ও বনের সহিত উত্তম পৃথিবী, আপনি জ্যোতিষ্কসমূহযুক্ত অন্ধকারশূন্য আকাশ এবং আপনি তিমি, তিমিঙ্গিল, বহু মকর ও মৎস্যে পূর্ণ এবং মহাতরঙ্গযুক্ত মহাসাগর ॥১৫

হৃষ্টচিত্ত জ্ঞানী মহর্ষিগণ আপনাকে 'মহাযশা' বলিয়া সর্ব্বদা পূজা করেন এবং তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া আপনি যজ্ঞে সোমরস পান করেন ও প্রাণিগণের মঙ্গলের জন্য আপনি 'বষট্' মন্ত্রে অর্পিত হবিঃ পান করেন ॥১৬

হে অতুলপরাক্রম! এই জগতে সর্ব্বদাই ফললাভের নিমিত্ত আপনি ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন, বেদাঙ্গসমূহে আপনার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং যজ্ঞাদিতে নিরত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ আপনাকে লাভ করিবার জন্যই সর্ব্বপ্রযত্নে বেদাঙ্গসমূহের আলোচনা করেন ॥১৭

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত আস্তীকপর্ব্বে
সর্পবিষয়ক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ

[ইন্দ্রকৃতবর্ষণেন সর্পাণাং হর্ষঃ ।]

সৌতিরুবাচ

এবং স্তুতস্তদা কদ্র্বা ভগবান্ হরিবাহনঃ ।
নীলজীমূতসঙ্ঘাতৈঃ সর্বমম্বরমাবৃণোৎ ॥১

মেঘানাজ্ঞাপয়ামাস বর্ষধ্বমমৃতং শুভম্ ।
তে মেঘা মুমুচুস্তোয়ং প্রভূতং বিদ্যুদুজ্জ্বলাঃ ॥২

পরস্পরমিবাত্যর্থং গর্জন্তঃ সততং দিবি ।
সংবর্তিতমিবাকাশং জলদৈঃ সুমহাদ্ভুতৈঃ ॥৩

সৃজদ্ভিরতুলং তোয়মজস্রং সুমহারবৈঃ ।
সম্প্রনৃত্তমিবাকাশং ধারোর্মিভিরনেকশঃ ॥৪

মেঘস্তনিতনির্ঘোষৈর্বিদ্যুৎপবনকম্পিতৈঃ ।
তৈর্মেঘৈঃ সততাসারং বর্ষদ্ভিরনিশং তদা ॥৫

নষ্টচন্দ্রার্ককিরণমম্বরং সমপদ্যত ।
নাগানামুত্তমো হর্ষস্তথা বর্ষতি বাসবে ॥৬

আপূর্যত মহী চাপি সলিলেন সমন্ততঃ ।
রসাতলমনুপ্রাপ্তং শীতলং বিমলং জলম্ ॥৭

তদা ভূরভবচ্ছন্না জলোর্মিভিরনেকশঃ ।
রামণীয়কমাগচ্ছন্মাত্রা সহ ভুজঙ্গমাঃ ॥৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি আস্তীকে সৌপর্ণে
ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৬॥

ষড়্বিংশ অধ্যায় ।

[ইন্দ্রকৃতবর্ষণে সর্পগণের হর্ষ ।]

সৌতি বলেন—কদ্রু এই প্রকার স্তুতি করিলে, ভগবান্ ইন্দ্র নীলবর্ণ মেঘসমূহের দ্বারা সমস্ত আকাশ আচ্ছাদিত করিলেন ॥১

তিনি মেঘগণকে আদেশ করিলেন—'তোমরা শুভজনক জল বর্ষণ কর'। সেই মেঘগণ আকাশে বিদ্যুৎপ্রভায় উজ্জ্বল হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি যেন সর্বদা গর্জন করিতে করিতে প্রচুর জল বর্ষণ করিতে লাগিল; অতএব অদ্ভুত মেঘমালায় আবৃত আকাশ যেন প্রলয়কালের আকাশের মত দৃষ্ট হইল ॥২-৩

মেঘগণ অবিরত তীব্র গর্জন সহ প্রচুর জলবর্ষণ করিতে থাকায় এবং সেই বর্ষণের ধারায় তরঙ্গ সৃষ্ট হওয়ায় একটি আকাশ যেন অনেক আকাশ হইয়া গেল ॥৪

ঘন ঘন মেঘসমূহের গর্জনযুক্ত এবং বিদ্যুৎ ও বায়ুর দ্বারা কম্পিত মেঘগণ অবিরত অবিচ্ছিন্ন জলধারা বর্ষণ করিতে থাকিল। ইন্দ্র এইভাবে বর্ষণ করিতে থাকিলে আকাশে চন্দ্র বা সূর্যের কিরণ দৃষ্ট হইল না। তখন সর্পগণের অত্যন্ত আনন্দ জন্মিল ॥৫-৬

তখন পৃথিবী সর্বত্র পরিপূর্ণ হইল এবং শীতল ও নির্মল জল পাতালে যাইয়া পড়িল ॥৭

ভূমিতলের উপরে তরঙ্গের বহু নিম্নস্থান পূর্ণ হইয়া গেল। সেই সময়ে মাতা কদ্রুর সহিত সর্পগণ 'রামণীয়ক' দ্বীপে আগমন করিল ॥৮

শ্রীমদ্ধরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য অনূদিত মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত আস্তীকপর্ব্বে
সর্পহর্ষক ষড়্বিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ

[রামণীয়কদ্বীপস্থ মনোরমবস্তুবিবর্ণনম্, দাস্যাৎ বিমুক্তয়ে সর্পসকাশাৎ গরুড়স্য প্রশ্নঃ।]

সৌতিরুবাচ

সমুদ্রকুক্ষাবেকস্মিন্ নাগা রমণীয়কম্ আগমন্।
সুপর্ণেনোহ্যমানাস্তে জগ্মুস্তং দ্বীপমাশু বৈ ॥১

তং দ্বীপং মকরাবাসং বিহিতং বিশ্বকর্মণা।
তত্র তে লবণং ঘোরং দদৃশুঃ পূর্ব্বমাগতাঃ ॥২

সুপর্ণসহিতাঃ সর্পাঃ কাননঞ্চ মনোরমম্।
সাগরাম্বুপরিক্ষিপ্তং পক্ষিসংঘনিনাদিতম্ ॥৩

বিচিত্রফলপুষ্পাভির্বনরাজিভিরাবৃতম্।
ভবনৈরাবৃতং রম্যৈস্তথা পদ্মাকরৈরপি ॥৪

প্রসন্নসলিলৈশ্চাপি হ্রদৈর্দিব্যৈর্বিভূষিতম্।
দিব্যগন্ধবহৈঃ পুণ্যৈর্মারুতৈরুপবীজিতম্ ॥৫

উপজিঘ্রদ্ভিরাকাশং বৃক্ষৈর্মলয়জৈরপি।
শোভিতং পুষ্পবর্ষাণি মুঞ্চদ্ভির্মারুতোদ্ধুতৈঃ ॥৬

বায়ুবিক্ষিপ্তকুসুমৈস্তথান্যৈরপি পাদপৈঃ।
কিরদ্ভিরিব তত্রস্থান্ নাগান্ পুষ্পাম্বুবৃষ্টিভিঃ ॥৭

মনঃসংহর্ষণং দিব্যং গন্ধর্বাপ্সরসাং প্রিয়ম্।
মত্তভ্রমরসংঘুষ্টং মনোজ্ঞাকৃতিদর্শনম্ ॥৮

রমণীয়ং শিবং পুণ্যং সর্বৈর্জনমনোহরৈঃ।
নানাপক্ষিরুতং রম্যং কদ্রূপুত্রপ্রহর্ষণম্ ॥৯

তৎ তে বনং সমাসাদ্য বিজহ্রুঃ পন্নগাস্তদা।
অব্রুবংশ্চ মহাবীর্যং সুপর্ণং পতগেশ্বরম্ ॥১০

বহাস্মানপরং দ্বীপং সুরম্যং বিমলোদকম্।
ত্বং হি দেশান্ বহূন্ রম্যান্ ব্রজন্ পশ্যসি খেচর! ॥১১

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[রমণীয়কদ্বীপের মনোহর বস্তুনিচয় বর্ণন এবং দাসত্ব হইতে মুক্তির জন্য সর্পগণের নিকট গরুড়ের প্রশ্ন।]

সৌতি বলিলেন—সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী রমণীয়ক দ্বীপে আবাসিত সেই সর্পগণ গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শীঘ্র সেই রমণীয়ক দ্বীপে উপস্থিত হইল ॥১

বিশ্বকর্মা সেই দ্বীপকে মকরের আবাসভূমি করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বে যে সময়ে সর্পগণ সেই দ্বীপে আসিয়াছিল, তখন তাহারা সেখানে ভীষণ লবণসমুদ্রকে দেখিয়াছিল ॥২

গরুড়ের সহিত সর্পগণ সেখানে যাইয়া সাগর-জল পরিবেষ্টিত ও বিবিধ পক্ষীর শব্দে মুখরিত একটী মনোরম বন দর্শন করিল ॥৩

সেই বনটী বিচিত্রফলপুষ্পশোভিত ও অনেক বৃক্ষশ্রেণীর দ্বারা আবৃত ছিল; সেই বনে বহু সুন্দর গৃহ, বহু পদ্ম সরোবর এবং বহু নির্মলজলপূর্ণ মনোহর হ্রদ ছিল; দিব্যগন্ধবাহী বায়ু দ্বারা সেই বনটী আন্দোলিত হইতেছিল; বায়ুর দ্বারা কম্পিত হইয়া পুষ্পবর্ষণকারী মলয়জ চন্দন-বৃক্ষ যেন আকাশে উঠিতেছিল এবং তাহাতে সেই বনের শোভা হইয়াছিল, সেই বনে অবস্থিত সর্পগণের উপর বায়ুকম্পিত অন্যান্য বৃক্ষগুলি ফুল পুষ্প বর্ষণ করিতেছিল এবং পুষ্পের সহিত জলবৃষ্টি বিকিরণ করিতেছিল; সেই বনটী মনের আনন্দজনক এবং গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের প্রিয়তম ছিল; মত্ত ভ্রমরগণ সেই বনে সর্বদা শব্দ করিতেছিল এবং মনোহর লতা ও বৃক্ষাদি থাকায় বনটী দর্শনীয় হইয়াছিল; বনটী মঙ্গলময়, পবিত্র ও বিবিধ পক্ষীর শব্দে মুখরিত ছিল এবং সর্পগণের আনন্দপ্রদ হইয়াছিল ॥৪-৯

সর্পগণ সেই বনে আসিয়া বিহার করিতে লাগিল এবং মহাবলশালী পক্ষিরাজ গরুড়কে বলিল— ॥১০

"গরুড়! তুমি আমাদিগকে অপর এমন একটী

স বিচিন্ত্যাব্রবীৎ পক্ষী মাতরং বিনতাং তদা।
কিং কারণং ময়া মাতঃ কর্ত্তব্যং সর্পভাষিতম্ ॥১২

বিনতোবাচ।

দাসীভূতাস্মি দুর্ভাগ্যাৎ সপত্ন্যাঃ পতগোত্তম।
পণং বিতথমাস্থায় সর্পৈরুপধিনা কৃতম্ ॥১৩

কথিতে তু তথা মাত্রা কারণে গগনেচরঃ।
উবাচ বচনং সর্পাংস্তেন দুঃখেন দুঃখিতঃ ॥১৪

কিমাহৃত্য বিদিত্বা বা কিং বা কৃত্বেহ পৌরুষম্।
দাস্যাদ্ বো বিপ্রমুচ্যেয়ং তথ্যং বদত লেলিহাঃ ॥১৫

সৌতিরুবাচ।

শ্রুত্বা তমব্রুবন্ সর্পা আহরামৃতমোজসা।
ততো দাস্যাদ্ বিপ্রমোক্ষো ভবিতা তব খেচর ॥১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি আস্তীকে সৌপর্ণে
ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সুরম্যতর দ্বীপে লইয়া চল, যেখানে নির্মল জল আছে; সেখানে যাইবার পথে তুমি বহু মনোহর দেশ দেখিতে পাইবে' ॥১১

তখন গরুড় চিন্তা করিয়া মাতা বিনতাকে বলিলেন—'মা! কি কারণে আমাকে সর্পগণের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে হইবে' ॥১২

বিনতা বলিলেন—'পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড়! সপত্নী কদ্রূ আচরণে অনার্য্যা; আমি তাহার দাসী হইয়াছি; সর্পগণ ছলের সাহায্যে আমার পণকে মিথ্যা করিয়া দিয়া আমার এই দাসীবৃত্তি করাইয়াছে' ॥১৩

বিনতা সেই দাসীত্বের কারণ বলিলে, গরুড় সেই দুঃখে দুঃখিত হইয়া সর্পগণকে বলিলেন— ॥১৪

'হে সর্পগণ! কোন বস্তু আহরণ করিলে, বা কোন বিষয় জানিলে, অথবা কোন পুরুষকার করিলে, তোমাদের দাসত্ব হইতে আমরা মুক্ত হইতে সমর্থ হইব, তাহা সত্য বল' ॥১৫

সৌতি বলিলেন—সর্পগণ গরুড়ের সেই কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিল—'গরুড়! তুমি বলপূর্ব্বক অমৃত আহরণ কর; তাহা হইলেই তোমরা আমাদের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে' ॥১৬

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত আস্তীকপর্ব্বে
গরুড়বিষয়ক ষড়্বিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

[অমৃতাহরণায় গরুড়স্য গমনম্, মাত্রাজ্ঞয়া নিষাদানাং ভক্ষণম্ ।

সৌতিরুবাচ ।

ইত্যুক্তো গরুড়ঃ সর্পৈস্ততো মাতরমব্রবীৎ ।
গচ্ছাম্যমৃতমাহর্তুং ভক্ষ্যমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥১

বিনতোবাচ

সমুদ্রকুক্ষাবেকান্তে নিষাদালয়মুত্তমম্ ।
লক্ষাণি নিষাদানাং তত্র সন্তি বিহঙ্গম ॥২
পাপিনাং নৈষ্ঠুরাচারাং নির্ঘৃণানাং দুরাত্মনাম্ ।
নিষাদানাং সহস্রাণি তান্ ভুক্ত্বামৃতমানয় * ॥৩
ন চ তে ব্রাহ্মণং হন্তুং কার্যা বুদ্ধিঃ কথঞ্চন ।
অবধ্যঃ সর্বভূতানাং ব্রাহ্মণো হ্যনলোপমঃ ॥৪
অগ্নিরর্কো বিষং শস্ত্রং বিপ্রো ভবতি কোপিতঃ ।
গুরুর্হি সর্বভূতানাং ব্রাহ্মণঃ পরিকীর্তিতঃ ॥৫
এবমাদিস্বরূপৈস্তু সতাং বৈ ব্রাহ্মণো মতঃ ।
স তে তাত ন হন্তব্যঃ সংক্রুদ্ধেনাপি সর্বথা ॥৬

ব্রাহ্মণানামভিদ্রোহো ন কর্তব্যঃ কথঞ্চন ।
ন হ্যেবমগ্নির্নাদিত্যো ভস্ম কুর্যাৎ তথানঘ ॥৭

যথা কুর্যাদভিক্রুদ্ধো ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ ।
তদেতৈর্বিবিধৈর্লিঙ্গৈস্ত্বং বিদ্যাস্তং দ্বিজোত্তমম্ ॥৮

ভূতানামগ্রভূর্বিপ্রো বর্ণশ্রেষ্ঠঃ পিতা গুরুঃ ।

গরুড় উবাচ

কিংরূপো ব্রাহ্মণো মাতঃ কিংশীলঃ
কিংপরাক্রমঃ ॥৯

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

[অমৃত আহরণের জন্য গরুড়ের গমন এবং বিনতার আজ্ঞানুসারে নিষাদগণকে ভক্ষণ ।]

সৌতি বলিলেন—তপোধন ! এই কথা বলিলে, তাহার পর গরুড় তাঁহার মাতাকে বলিলেন—'মা ! আমি অমৃত আহরণ করিতে যাইতেছি, পথে আমার খাদ্য কি ? তাহা জানিতে ইচ্ছা করি' ।১

বিনতা বলিলেন—"পক্ষিরাজ ! সমুদ্রের মধ্যে একদেশে ব্যাধগণের একটি উৎকৃষ্ট বাসস্থান আছে, সেখানে ব্যাধগণের বহু লক্ষ আছে ।২

সেই গৃহসমূহে নিষ্ঠুরাচারী, নির্দয়, দুরাত্মা ও পাপী লক্ষ লক্ষ ব্যাধ বাস করে ; তাহাদিগকে ভোজন করিয়া তুমি অমৃত আনয়ন কর ।৩

কিন্তু ব্রাহ্মণ হত্যা করার জন্য তোমার কোনও প্রকারে বুদ্ধি যেন না হয়, কারণ, অগ্নিতুল্য ব্রাহ্মণ সকল প্রাণীর অবধ্য ।৪

কেহ যদি ব্রাহ্মণের কোপ জন্মায়, তখন সেই ব্রাহ্মণ অগ্নি, সূর্য, বিষ বা শস্ত্রের ন্যায় নাশকারী হইয়া থাকেন । শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণকে সকল প্রাণীর গুরু বলিয়াছেন ।৫

বৎস ! এই সকল গুণ থাকায় সজ্জনগণ ব্রাহ্মণকে সকলের পূজনীয় মনে করেন । তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াও সেই ব্রাহ্মণকে কখনও হত্যা করিবে না ।৬

হে নিষ্পাপ ! কোনও প্রকারে তুমি ব্রাহ্মণের হিংসা করিও না । কারণ, সংশিতব্রত ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে যেরূপ ভস্ম করিয়া দিতে পারেন, অগ্নি বা সূর্যও সেরূপ করিতে পারেন না ; অতএব এইরূপ বিবিধ চিহ্ন দ্বারা যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাহা তুমি জানিবে ।৭-৮

ব্রাহ্মণ সকল প্রাণীর অগ্রজন্মা, সকল বর্ণের

---

* কোন কোন পুস্তকে * চিহ্নের শেষ পঙ্‌ক্তি ও
* চিহ্নের আদি পঙ্‌ক্তি দেখা যায় না ।

কিংস্বিদগ্নিনিভো ভাতি কিংস্বিৎ সৌম্যপ্রদর্শনঃ ।
যথাহমভিজানীয়াং ব্রাহ্মণং লক্ষণৈঃ শুভৈঃ ॥১০
তন্মে কারণতো মাতঃ পৃচ্ছতো বক্তুমর্হসি ।

বিনতোবাচ

যস্তে কণ্ঠমনুপ্রাপ্তো নিগীর্ণং বড়িশং যথা ॥১১
দহেদঙ্গারবৎ পুত্র তং বিদ্যাদ্ ব্রাহ্মণর্ষভম্ ।
বিপ্রস্ত্বয়া ন হন্তব্যঃ সংক্রুদ্ধেনাপি সর্বদা ॥১২
প্রোবাচ চৈনং বিনতা পুত্রহার্দাদিদং বচঃ ।
জঠরে ন চ জীর্যেদ্ যস্তং জানীহি দ্বিজোত্তমম্ ॥১৩
পুনঃ প্রোবাচ বিনতা পুত্রহার্দাদিদং বচঃ ।
জানন্ত্যপ্যতুলং বীর্যমাশীর্বাদপরায়ণা ॥১৪
প্রীতা পরমদুঃখার্তা নাগৈর্বিপ্রকৃতা সতী ।

বিনতোবাচ

পক্ষৌ তে মারুতঃ পাতু চন্দ্রসূর্যৌ চ পৃষ্ঠতঃ ॥১৫
শিরশ্চ পাতু বহ্নিস্তে বসবঃ সর্বতস্তনুম্ ।
অহঞ্চ তে সদা পুত্র শান্তি-স্বস্তিপরায়ণা ॥১৬
ইহাসীনা ভবিষ্যামি স্বস্তিকারে রতা সদা ।
অরিষ্টং ব্রজ পন্থানং পুত্র কার্যার্থসিদ্ধয়ে ॥১৭

সৌতিরুবাচ ।

ততঃ স মাতুর্বচনং নিশম্য
বিতত্য পক্ষৌ নভ উৎপপাত ।
ততো নিষাদান্ বলবানুপাগমদ্
বুভুক্ষিতঃ কাল ইবান্তকোপমঃ ॥১৮
স তান্ নিষাদানুপসংহরংস্তদা
রজঃ সমুদ্ধূয় নভঃস্পৃশং মহৎ ।
সমুদ্রকুক্ষৌ চ বিশোষয়ন্ পয়ঃ
সমীপগান্ ভূমিধরান্ বিচালয়ন্ ॥১৯

হত্যা করে, কিন্তু [illegible] গরুড় বলিলেন—"মা! ব্রাহ্মণের আকৃতি কেমন? তাঁহার স্বভাব কেমন? তাঁহার শক্তিই বা কেমন? ১০

ব্রাহ্মণ কি অগ্নির ন্যায় দীপ্ত? অথবা ব্রাহ্মণ কি সৌম্যদর্শন সৌম্যমূর্তি? যে লক্ষণ দেখিয়া আমি ব্রাহ্মণকে চিনিতে পারি, ব্রাহ্মণের পরিচায়ক সেই লক্ষণগুলি আপনি আমাকে বলুন।"

বিনতা বলিলেন—"বৎস! যিনি তোমার কণ্ঠদেশের মধ্যে যাইয়া নিগীর্ণ বড়িশের ন্যায় অথবা প্রজ্বলিত অঙ্গারের ন্যায় দগ্ধ করিবেন, তাঁহাকেই তুমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে। তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াও কখনও ব্রাহ্মণকে বধ করিবে না।১১-১২

বিনতা পুত্রস্নেহে এইরূপ আবার বলিলেন যে, যিনি উদরের মধ্যে গিয়াও জীর্ণ হইবেন না, তাঁহাকেও তুমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে।১৩

সর্পগণ কর্তৃক অপকৃত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত বিনতা তাঁহার পুত্রকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং গরুড়ের অতুল বিক্রম জানিয়াও তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন। তিনি পুত্রস্নেহে পুনরায় এই কথা বলিলেন—"বাছা! তোমার দুইটি পক্ষ বায়ু রক্ষা করুন এবং চন্দ্র ও সূর্য পৃষ্ঠ দেশ রক্ষা করুন।১৪-১৫

পুত্র! অগ্নি তোমার মস্তক রক্ষা করুন ও বসুগণ তোমার সর্ব শরীর রক্ষা করুন এবং আমি এইস্থানে বসিয়া তোমার শান্তি ও মঙ্গল কামনায় রত থাকিয়া 'সর্বদা তোমার কল্যাণ হউক' এই স্বস্ত্যয়ন পাঠ করিতে থাকিয়া এই স্থানে উপবিষ্ট থাকিব। তুমি কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত নিরুপদ্রব পথে গমন কর।"১৬-১৭

সৌতি বলিলেন,—তাহার পর গরুড় মাতার বাক্য শুনিয়া পক্ষ দুইটি বিস্তার করিয়া আকাশে উড়িয়া গেলেন; তৎপরে বলবান্ ক্ষুধার্ত গরুড় মহান্তক

[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible]
[illegible] ।২০
[illegible]
[illegible] ।
[illegible]
[illegible] ।২১

[illegible]
[illegible] ।
[illegible]
[illegible] ।২২

ইতি শ্রীমহাভারতে [illegible]
[illegible] সৌপর্ণে
[illegible] ।২৮

[illegible] ।১৮

সেই [illegible] বিশ্রাম [illegible] ।১৯

[illegible] ।২০

[illegible] ।২১

[illegible] ।২২

[illegible]

[illegible]

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

[[illegible] ।]

সৌতিরুবাচ

[illegible] ।
[illegible] ।১
[illegible] ।
[illegible] ।২

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[[illegible] ।]

সৌতি বলিলেন—[illegible] লাগিলেন;

উক্তমাত্রস্ত গরুড়ং ব্রাহ্মণঃ প্রত্যভাষত।
নিষাদী মম ভার্যেয়ং নির্গচ্ছতু ময়া সহ ॥৩

গরুড় উবাচ

এতামপি নিষাদীং ত্বং পরিগৃহ্যাশু নিষ্পত।
তূর্ণং সম্ভাবয়াত্মানমজীর্ণং মম তেজসা ॥৪

সৌতিরুবাচ

ততঃ স বিপ্রো নিষ্ক্রান্তো নিষাদীসহিতস্তদা।
বর্ধয়িত্বা চ গরুড়মিষ্টং দেশং জগাম হ ॥৫
সহভার্যে বিনিষ্ক্রান্তে তস্মিন্ বিপ্রে চ পক্ষিরাট্।
বিততা পক্ষাবাকাশমুৎপপাত মনোজবঃ ॥৬
ততোঽপশ্যৎ স পিতরং পৃষ্টশ্চাখ্যাতবান্ পিতুঃ।
যথান্যায়মমেয়াত্মা তং চোবাচ মহানৃষিঃ ॥৭

কশ্যপ উবাচ

কচ্চিদ্ বঃ কুশলং নিত্যং ভোজনে বহুলং সুত।
কচ্চিচ্চ মানুষে লোকে তবান্নং বিদ্যতে বহু ॥৮

গরুড় উবাচ

মাতা মে কুশলা শশ্বৎ তথা ভ্রাতা তথা হ্যহম্।
ন হি মে কুশলং তাত ভোজনে বহুলে সদা ॥৯
অহং হি সর্পৈঃ প্রহিতঃ সোমমাহর্তুমুত্তমম্।
মাতুর্দাস্যবিমোক্ষার্থমাহরিষ্যে তমদ্য বৈ ॥১০
মাত্রা চাস্মি সমাদিষ্টো নিষাদান্ ভক্ষয়েতি হ।
ন চ মে তৃপ্তিরভবদ্ ভক্ষয়িত্বা সহস্রশঃ ॥১১

তখন গরুড় তাঁহাকে বলিলেন—১

'হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমি মুখ ব্যাদান করিলাম, আপনি সত্বর নির্গত হউন। কারণ পাপে লিপ্ত ব্রাহ্মণও আমার বধ্য নহে' ।২

গরুড় এই কথা বলিলে ব্রাহ্মণ প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে বলিলেন—'আমার এই নিষাদী ভার্যাও আমার সহিত নির্গত হউক' ।৩

গরুড় বলিলেন—'আপনি এই নিষাদীকেও লইয়া সত্বর নির্গত হউন, আমার জঠরাগ্নিতে আপনি এখনও জীর্ণ হন নাই; অতএব সত্বর নিজেকে রক্ষা করুন' ।৪

সৌতি বলিলেন—তাহার পর সেই ব্রাহ্মণ নিষাদীর সহিত বিনির্গত হইয়া ও আশীর্বাদের দ্বারা গরুড়কে অভিনন্দিত করিয়া অভীষ্ট দেশে গমন করিলেন ।৫

পত্নীর সহিত সেই ব্রাহ্মণ বিনির্গত হইলে, মনের ন্যায় বেগবান্ গরুড় দুইটি পক্ষ বিস্তৃত করিয়া আকাশে উড্ডীন হইলেন ।৬

তাহার পর গরুড় পিতা কশ্যপকে দেখিলেন এবং পিতা তাঁহাকে যাহা প্রশ্ন করিলেন গরুড় তাহার উত্তর দিলেন। পরে অপ্রমেয়স্বভাব মহর্ষি কশ্যপ যথানিয়মে গরুড়কে বলিলেন—৭

কশ্যপ বলিলেন—'পুত্র! তোমাদের সর্বদা কুশল ত? সর্বদা তোমার প্রচুর খাদ্যও আছে কি? মনুষ্যলোকে তোমার প্রচুর অন্ন আছে কি' ।৮

গরুড় বলিলেন—'পিতঃ! আমার মাতা, ভ্রাতা এবং আমি, আমরা সর্বদা কুশলে আছি। কিন্তু আমার প্রচুর ভোজনের ব্যাপারে সর্বদা কুশল নাই ।৯

উত্তম অমৃত আহরণ করিবার জন্য সর্পগণ-কর্তৃক আমি প্রেরিত হইয়াছি; মাতার দাসত্ব-মুক্তির জন্য আমি আজই তাহা আহরণ করিব ।১০

এই বিষয়ে মা আমাকে আদেশ দিয়াছিলেন যে 'তুমি ব্যাধগণকে ভক্ষণ কর'। কিন্তু সহস্র সহস্র ব্যাধকে ভক্ষণ করিয়াও আমি তৃপ্ত হই নাই ।১১

[illegible] প্রতিপদ্য মে ।
[illegible] ।১২
[illegible] মে বদ ।

ভীষ্ম উবাচ ।

ইদং [illegible] দেবলোকেঽপি বিশ্রুতম্ ।১৩
[illegible] স্ত্রী [illegible] ।
[illegible] ।১৪
[illegible] ।
[illegible] * ।
[illegible] ।
[illegible] ।১৫
[illegible] ।
ন [illegible] মহামুনিঃ ।১৭

বিবাহঃ [illegible] ।
[illegible] ।১৮
বিবাহঃ [illegible] নিবোধ ।
[illegible] (১) ।
ততঃ [illegible] পৃথক্ [illegible] ।
[illegible] ।২০
[illegible] ।
[illegible] ।২১
তস্মাদ্ বিবাহঃ [illegible] ।
[illegible] ।২২
[illegible] ।
[illegible] ।২৩

হে ভগবন্ ! হে প্রভু ! [illegible] করিতে আমি [illegible] সমর্থ হই, আপনি তাহার [illegible] বিধি বলুন ।১২

আমার [illegible] বলুন । ভীষ্ম বলিলেন—এই [illegible] দেবলোকেও প্রসিদ্ধ আছে ।১৩

যে আচারকে অষ্টাবক্র একটি স্ত্রী [illegible] জ্যেষ্ঠ আচারকে মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন ; অনন্তর তাহাদের পরস্পরের মধ্যে [illegible] সমস্তই তোমার নিকট বলিব ।১৪

বৎস যুধিষ্ঠির ! সেই স্ত্রী ও [illegible] আমার নিকট শ্রবণ কর । [illegible] লইয়া [illegible] এই [illegible] বৈরাগ্য [illegible] করে । ইহার [illegible] তোমার [illegible] হইবে । পূর্ব্বকালে [illegible] বিবাহে [illegible] নামে এক ঋষি ছিলেন ।১৫-১৬

সেই বিবাহের [illegible] নামে মহাতপস্বী এক ঋষির [illegible] ছিলেন । সেই মহামুনি [illegible] জ্যেষ্ঠ [illegible] সহিত [illegible] ছিলেন না ।১৭

[illegible] বলিলেন । [illegible] এক সময়ে [illegible] বিবাহ [illegible] বলিলেন— ।১৮

যে লোক [illegible] মর্য্যাদা [illegible] করিতে ইচ্ছুক হয় ; অনন্তর [illegible] তাহারা বিরক্ত হইয়া পরস্পর বিবাহ করে ।১৯

তাহার পর [illegible] বৈবাহিকের [illegible] পরস্পরের সহিত পরস্পরকে [illegible] করিতে প্রবৃত্ত হয় ; কারণ, তখন তাহারা [illegible] ও বিবেকবুদ্ধিশূন্য হইয়া যায় ।২০

অতএব কিছু লোক তাহাদিগকে পরস্পর [illegible]

---

* কোন কোন পুস্তকে ১৫ শ্লোকের শেষ পংক্তি ও ১৬ শ্লোকের আদি পংক্তি দেখা যায় না ।

পাঠান্তর ।— (১) —[illegible] ।

শপ্তস্ত্বেবং সুপ্রতীকো বিভাবসুমথাব্রবীৎ ।
ত্বমপ্যন্তর্জলচরঃ কচ্ছপঃ সম্ভবিষ্যসি ॥২৪
এবমন্যোন্যশাপাৎ তৌ সুপ্রতীক-বিভাবসূ ।
গজ-কচ্ছপতাং প্রাপ্তাবর্থার্থং মূঢ়চেতসৌ ॥২৫
রোষদোষানুষঙ্গেণ তির্যগ্‌যোনিগতাবপি (১)।
পরস্পরদ্বেষরতৌ প্রমাণবলদর্পিতৌ ॥২৬
সরস্যস্মিন্ মহাকায়ৌ পূর্ববৈরানুসারিণৌ ।
তয়োরেকতরঃ শ্রীমান্ সমুপৈতি মহাগজঃ ॥২৭
যস্য বৃংহিতশব্দেন কূর্মোঽপ্যন্তর্জলেশয়ঃ ।
উত্থিতোঽসৌ মহাকায়ঃ কৃৎস্নং বিক্ষোভয়ন্ সরঃ ॥২৮
যং দৃষ্ট্বা বেষ্টিতকরঃ পতত্যেষ গজো জলম্ ।
দন্তাগ্রলাঙ্গুলবেগেন চরণেন চ বীর্যবান্ ॥২৯
বিক্ষোভয়ংস্ততো নাগঃ সরো বহুঝষাকুলম্ ।
কূর্মোঽপ্যভ্যুদ্যতশিরা যুদ্ধায়াভ্যেতি বীর্যবান্ ॥৩০
ষড়ুচ্ছ্রিতো যোজনানি গজস্তদ্দ্বিগুণায়তঃ ।
কূর্মস্ত্রিযোজনোৎসেধো দশযোজনমণ্ডলঃ ॥৩১
তাবুভৌ যুদ্ধসম্মত্তৌ পরস্পরবধৈষিণৌ ।
উপযুজ্যাশু কর্মেদং সাধয়েপ্সিতমাত্মনঃ ॥৩২
মহাভ্রঘনসঙ্কাশং তং ভুক্ত্বামৃতমানয় ।
মহাগিরিসমপ্রখ্যং ঘোররূপঞ্চ হস্তিনম্ ॥৩৩

এবং জানিয়া ভিন্ন পাইয়া প্রবেশ করে। তাহাতে তাহাদের প্রভাব থাকিলেও ধন সকল নষ্ট হয় ।২১

সোদর, যাহারা গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশ মানে না এবং পরস্পর পরস্পরকে শত্রু বলিয়া আশঙ্কা করে, সেই সকল ভ্রাতৃগণের পরস্পরের মধ্যে ধনবিভাগকে সজ্জনগণ প্রশংসা করেন না ।২২

হে সুপ্রতীক ! তোমাকে যখন বিভক্ত হইবার আগ্রহ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলাম না, তুমি বিভক্ত হইয়াই ধন বৃদ্ধি করিতে উৎসুক হইয়াছ, সেই জন্য তুমি হস্তী হইবে ।২৩

এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া সুপ্রতীক বিভাবসুকে বলিলেন—'তুমিও জলচর কচ্ছপ হইবে' ।২৪

তাহার পর মূঢ়চিত্ত সুপ্রতীক ও বিভাবসু এই প্রকার পরস্পর অভিশাপে যথাক্রমে গজ ও কচ্ছপ হইয়াছেন ।২৫

দেহের বৃহৎ পরিমাণ ও বল থাকায় গর্বিত এবং তির্যগ্‌যোনিযুক্ত সুপ্রতীক ও বিভাবসু গজ ও কচ্ছপ হইয়াও পূর্বজন্মের রোষবশতঃ অনুবন্ধে ক্রোধের ফলে পরস্পর বিদ্বেষ রত থাকিয়া এই সরোবরে আছে। তাহাদের মধ্যে কান্তিমান্ ঐ মহাগজটি আসিতেছে ।২৬-২৭

ঐ গজের বৃংহিত শব্দ শুনিয়া জলমধ্যচারী বিশালদেহ ঐ কচ্ছপও সমস্ত সরোবরকে বিক্ষোভিত করিয়া উপরে উঠিতেছে ।২৮

শক্তিশালী এই হস্তী কচ্ছপকে দেখিয়া উপরের দিকে শুঁড়টি গোল করিয়া দন্ত, শুঁড়, পুচ্ছ ও চরণের বেগের সহিত জলে প্রবেশ করিতেছে ।২৯

তাহার পর, হস্তী বহু মৎস্যপরিপূর্ণ সরোবরকে বিক্ষোভিত করিয়া যুদ্ধ করিতে থাকিলে এবং বলবান্ কূর্মও মস্তক উপরে উঠাইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য ধাবিত হইতেছে ।৩০

হস্তীটি ছয় যোজন উচ্চ ও বার যোজন দীর্ঘ এবং কূর্মটি তিন যোজন উচ্চ ও দশ যোজন গোলাকার ।৩১

গরুড়! যুদ্ধে মত্ত এবং পরস্পর পরস্পরের বধাকাঙ্ক্ষী এই গজ ও কচ্ছপ উভয়কে ভক্ষণ করিয়া শীঘ্র নিজের অভীষ্ট কার্য সম্পাদন কর ।৩২

পাঠান্তর ।— (১) তির্যগ্‌যোনিগতাবুভৌ ।

* [illegible]—

'[illegible]'

সৌতিরুবাচ।

ইত্যুক্ত্বা গরুডং সোঽথ মাঙ্গল্যমকরোত্তদা।
যুধ্যতঃ সহ দেবৈর্বা যুদ্ধে ভবতু মঙ্গলম্ ॥৩৪

পূর্ণকুম্ভো দ্বিজা গাবো যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদুত্তমম্।
শুভং স্বস্ত্যয়নং চাপি ভবিষ্যতি তবাণ্ডজ ॥৩৫

যুধ্যমানস্য সংগ্রামে দেবৈঃ সার্দ্ধং মহাবল।
ঋচো যজূংষি সামানি পবিত্রাণি হবীংষি চ ॥৩৬

রহস্যানি চ সর্বাণি সর্বে বেদাশ্চ তে বলম্।
বলসিদ্ধ্যৈ সময়ে ভবিষ্যন্তি বলোত্তম! ॥৩৭

ইত্যুক্তো গরুডঃ পিত্রা গতস্তং হ্রদমন্তিকাৎ।
অপশ্যন্নির্মলজলং নানাপক্ষিসমাকুলম্ ॥৩৮

বিশাল মেঘ ও পর্বতের সমান হস্তিটিকে এবং বিশাল পর্বতের ন্যায় ভীষণ কচ্ছপটিকে ভোজন করিয়া অমৃত আনয়ন কর ॥৩৩

সৌতি বলিলেন— কশ্যপ গরুড়কে এই কথা বলিয়া তখনই মঙ্গলজনক আশীর্বাদ করিলেন এবং বলিলেন—'দেবগণের সহিত যুদ্ধকালে তোমার মঙ্গল হইবে' ॥৩৪

গরুড়! পূর্ণকুম্ভ, ব্রাহ্মণ ও গোসমূহ এবং অন্য যাহা উত্তম বস্তু আছে, সে সমস্তই যুদ্ধকালে তোমার মঙ্গল ও স্বস্ত্যয়ন হইবে ॥৩৫

হে মহাশক্তিশালী পক্ষিরাজ! ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, প্রভৃতি পবিত্র হবি, সমস্ত শাস্ত্রীয় মর্ম এবং নিখিল সর্ববেদ, দেবগণের সহিত যুদ্ধকালে তোমার শক্তিবৃদ্ধি করিবে এবং সেই শক্তি তুমি সেই যুদ্ধে অনুভব করিবে ॥৩৬-৩৭

পিতা এই কথা বলিলে, গরুড় তাঁহার নিকট হইতে সেই সরোবরে আসিয়া সরোবরের নির্মল জল দেখিতে পাইলেন; সেই জলে বিবিধ পক্ষী বিচরণ করিতেছিল ॥৩৮

স তচ্ছ্রুত্বা পিতুর্বাক্যং ভীমবেগোঽন্তরিক্ষগঃ।
নখেন গজমেকেন কূর্মমেকেন চাক্ষিপৎ ॥৩৯

সমুৎপপাত চাকাশং তত উচ্চৈর্বিহঙ্গমঃ।
সোঽলম্বং তীর্থমাসাদ্য দেববৃক্ষানুপাগমৎ ॥৪০

তে ভীতাঃ সমকম্পন্ত তস্য পক্ষানিলাহতাঃ।
ন নো ভঞ্জ্যাদিতি তদা দিব্যাঃ কনকশাখিনঃ ॥৪১

প্রচলাঙ্গান্ স তান্ দৃষ্ট্বা মনোরথফলদ্রুমান্।
অন্যানতুলরূপাঙ্গানুপচক্রাম খেচরঃ ॥৪২

কাঞ্চনৈ রাজতৈশ্চৈব ফলৈর্বৈদূর্যশাখিনঃ।
সাগরাম্বুপরিক্ষিপ্তান্ ভ্রাজমানান্ মহাদ্রুমান্ ॥৪৩

গুরুতরবেগশালী গরুড় পিতার সেই বাক্য স্মরণ করিয়া, এক নখের দ্বারা হস্তীটিকে এবং অন্য নখের দ্বারা কূর্মটিকে আকর্ষণ করিয়া তুলিলেন ॥৩৯

তদনন্তর গরুড় উচ্চ আকাশে উত্থিত হইলেন এবং তাহার পর অলম্বনামক তীর্থে আসিয়া পারিজাত প্রভৃতি দেববৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥৪০

স্বর্গীয় সেই সকল স্বর্ণের শাখাবিশিষ্ট দেববৃক্ষ গরুড়ের পক্ষবায়ুতে আহত হইয়া 'আমাদিগকে ভগ্ন না করে' এই ভয়ে ভীত হইয়াই যেন তখন কম্পিত হইয়া উঠিল ॥৪১

বাসনার সকল অনুসারে ফলদ সেই সকল দেববৃক্ষকে কম্পিত দেখিয়া, গরুড় অন্য অতুলনীয় বিশাল বৃক্ষে যাইবার উপক্রম করিলেন। সেই বৃক্ষগুলি স্বর্ণময় ও রৌপ্যময় ফলে এবং বৈদূর্য-মণিময় শাখায় পরিশোভিত ছিল। তাহাদের মূলদেশ সমুদ্রজলে সিক্ত হইত এবং সমস্ত বৃক্ষই অতুলনীয় সৌন্দর্যযুক্ত ছিল; তাহাতে তাহারা অত্যন্ত শোভমান হইতেছিল ॥৪২-৪৩

তেষাং মধ্যে মহাশাখঃ পাদপঃ সুমহোদয়ঃ ।
শতযোজনোচ্ছ্রায়েণ বহুশাখোপশোভিতঃ ॥৩৮
নানাকামফলো দিব্যো নাম্না রৌহিণপাদপঃ ।
যস্য শাখাঃ সমাশ্রিত্য পক্ষিণো বসতি নিত্যশঃ ॥৩৯
তমুবাচ খগশ্রেষ্ঠং তত্র রৌহিণপাদপঃ ।
অতিপ্রবৃদ্ধঃ সুমহানাপতন্তং মনোজবম্ ॥৪০

রৌহিণ উবাচ ।

যৈষা মম মহাশাখা শতযোজনমায়তা ।
এতামাস্থায় শাখাং ত্বং খাদেমৌ গজ-কচ্ছপৌ ॥৪১

সৌতিরুবাচ ।

ততো দ্রুমং পতগসহস্রসেবিতং
মহীধরপ্রতিমবপুঃ প্রকম্পয়ন্ ।
খগোত্তমো দ্রুতমভিপত্য বেগবান্
বভঞ্জ তামবিরলপত্রসঞ্চয়াম্ ॥৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি আস্তীকে সৌপর্ণে
একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

সেই বৃক্ষসমূহের মধ্যে শতযোজন উচ্চ অতি বৃহৎ ও বিশাল একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ ছিল; সেই বৃক্ষের শাখা বহুযোজন ছিল এবং তাহাতে অবিরত পক্ষী বাস করিত, তাহার ফলাদির প্রাপ্তি সকলের সুখ দিত ॥৩৮-৩৯

অত্যন্ত বিস্তৃত ও প্রকাণ্ড সেই বটবৃক্ষ মনের ন্যায় বেগে আগমনে গরুড়কে সেই সময় বলিল—৪০

বটবৃক্ষ বলিলেন—'আমার শতযোজনবিস্তৃত এই যে বিশাল শাখা আছে, আপনি ইহার উপর বসিয়া এই হস্তী ও এই কচ্ছপকে ভক্ষণ করুন' ॥৪১

সৌতি বলিলেন—তাহার পর, পর্ব্বতসদৃশ বিপুলকায় ও মহাবেগশালী পক্ষিরাজ গরুড় সহস্র সহস্র পক্ষিসেবিত সেই বটবৃক্ষকে কম্পিত করিয়া, শীঘ্র তাহার শাখার উপর বসিয়া ঘন-পত্রসমন্বিত সেই শাখাটিকে নিজভারে ভগ্ন করিলেন ॥৪২

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত আস্তীকপর্ব্বে গরুড়বিষয়ক একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

[কশ্যপেন সহ গরুড়স্য মিলনম্, কশ্যপপ্রার্থনয়া বালখিল্যানাং শাখাং বিহায় তপসে প্রস্থানম্, গরুড়েন নির্জন-পর্ব্বতোপরি শাখায়া নিক্ষেপশ্চ ।]

সৌতিরুবাচ ।

স্পৃষ্টমাত্রা তু পদ্ভ্যাং সা গরুড়েন বলীয়সা ।
অভজ্যত তরোঃ শাখা ভগ্নাং চৈনামধারয়ৎ ॥১
তাং ভগ্নাং স মহাশাখাং স্ময়মানো বিলোকয়ন্ ।
অথাত্র লম্বতোঽপশ্যদ্ বালখিল্যানধোমুখান্ ॥২

ত্রিংশ অধ্যায় ।

[কশ্যপের সহিত গরুড়ের মিলন, কশ্যপের প্রার্থনায় বালখিল্য ঋষিগণের শাখা ত্যাগ করিয়া তপস্যার জন্য প্রস্থান এবং গরুড় কর্ত্তৃক নির্জ্জন পর্ব্বতোপরে সেই শাখা নিক্ষেপ ।]

সৌতি বলিলেন—মহাবলশালী গরুড়ের পদস্পর্শ মাত্রেই বটবৃক্ষের সেই শাখাটি ভগ্ন হইল এবং ভগ্নশাখাটিকে গরুড় ধরিয়া ফেলিলেন ॥১

ঋষয়ো হ্যত্র লম্বন্তে ন হন্যামিতি তানৃষীন্ ।
তপোরতান্ লম্বমানান্ ব্রহ্মর্ষীনভিবীক্ষ্য সঃ ॥৩

হন্যাদেতান্ সম্পতন্তী শাখেত্যথ বিচিন্ত্য সঃ ।
নখৈর্দৃঢ়তরং বীরঃ সংগৃহ্য গজকচ্ছপৌ ॥৪

স তদ্বিনাশসন্ত্রাসাদভিপত্য খগাধিপঃ ।
শাখামাস্যেন জগ্রাহ তেষামেবান্ববেক্ষয়া ॥৫

অতিদৈবন্তু তত্তস্য কর্ম দৃষ্ট্বা মহর্ষয়ঃ ।
বিস্ময়োৎকম্পহৃদয়া নাম চক্রুর্মহাখগে ॥৬

গুরুং ভারং সমাসাদ্যোড্ডীন এষ বিহঙ্গমঃ ।
গরুড়স্তু খগশ্রেষ্ঠস্তস্মাৎ পন্নগভোজনঃ ॥৭

ততঃ শনৈঃ পর্য্যপতৎ পক্ষৈঃ শৈলান্ প্রকম্পয়ন্ ।
এবং সোঽভ্যপতদ্দেশান্ বহূন্ সগজকচ্ছপঃ ॥৮

দয়ার্থং বালখিল্যানাং ন চ স্থানমবিন্দত ।
স গত্বা পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং গন্ধমাদনমঞ্জসা ॥৯

দদর্শ কশ্যপং তত্র পিতরং তপসি স্থিতম্ ।
দদর্শ তং পিতা চাপি দিব্যরূপং বিহঙ্গমম্ ॥১০

তেজোবীর্য্যবলোপেতং মনোমারুতরংহসম্ ।
শৈলশৃঙ্গপ্রতীকাশং ব্রহ্মদণ্ডমিবোদ্যতম্ ॥১১

অচিন্ত্যমনভিজ্ঞেয়ং সর্ব্বভূতভয়ঙ্করম্ ।
মহাবীর্য্যধরং সাক্ষাদগ্নিমিদ্ধমিবোদ্যতম্ ॥১২

অপ্রধৃষ্যমজেয়ঞ্চ দেবদানবরাক্ষসৈঃ ।
ভেত্তারং গিরিশৃঙ্গাণাং সমুদ্রজলশোষণম্ ॥১৩

লোকসংলোড়নং ঘোরং কৃতান্তসমদর্শনম্ ।
তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য ভগবান্ কশ্যপস্তদা ।
বিদিত্বা চাস্য সঙ্কল্পমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৪

গরুড় সেই বিশাল শাখাটিকে ভাঙ্গিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন—সেই শাখায় বালখিল্যগণ অধোমুখে লম্বমান হইয়া আছেন ॥২

তখন বালখিল্যগণ সেই শাখায় লম্বমান থাকিয়া তপস্যা করেন দেখিয়া গরুড় মনে ভাবিলেন 'এই শাখায় এই ঋষিগণ লম্বমান আছেন, ইঁহাদিগকে বিনষ্ট করিব না' ॥৩

'এই শাখাটি ভূতলে নিপতিত হইলে ইঁহাদের সকলকেই বিনষ্ট করিবে' এই প্রকার চিন্তা করিয়া পক্ষিরাজ বীর গরুড় নখের দ্বারা দৃঢ়তরভাবে হস্তী ও কচ্ছপটিকে ধরিলেন। তদনন্তর তিনি সেই ঋষিগণের মরণের আশঙ্কায় ভীতভাবে যাইয়া উঁহাদেরই রক্ষার জন্য চঞ্চু দিয়া সেই শাখাটি ধারণ করিলেন ॥৪-৫

দেবগণেরও অসাধ্য সেই কার্য্য পক্ষিরাজ করিলেন দেখিয়া, মহর্ষি বালখিল্যগণের হৃদয় বিস্ময়ে কম্পিত হইল এবং তাঁহারা পক্ষিরাজের নাম করিলেন 'গরুড়' ॥৬

যেহেতু সর্পভোজী এই পক্ষী অতি বিশাল ভার লইয়াই উড়িয়াছিলেন, অতএব এই পক্ষিরাজের নাম হইল 'গরুড়' ॥৭

তাহার পর, তিনি পক্ষবায়ুর আঘাতে পর্ব্বতসমূহকে প্রকম্পিত করিয়া ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে তিনি হস্তী ও কচ্ছপটিকে লইয়াই বহু দেশে বিচরিলেন ॥৮

বালখিল্য মুনিগণের প্রতি দয়া হওয়ায় তত্র গরুড় বসিবার উপযুক্ত স্থান না পাইয়া পরে অনায়াসে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ গন্ধমাদনে যাইয়া সেখানে তপস্যারত পিতা কশ্যপকে দেখিলেন। পিতা কশ্যপও দিব্যমূর্ত্তি পুত্র পক্ষিরাজকে দেখিলেন ॥৯-১০

পক্ষিরাজের অদ্ভুত তেজ, বিক্রম, বল, মন ও বায়ুর সমান বেগ এবং পর্ব্বতশৃঙ্গতুল্য বিপুল আকার ছিল; তাঁহাকে দেখিলে উদ্যত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় বোধ হইতেছিল; তাঁহার আকার

কশ্যপ উবাচ।

পুত্র মা সাহসং কার্ষীর্মা সদ্যো লপ্স্যসে ব্যথাম্।
মা ত্বাং দহেয়ুঃ সংক্রুদ্ধা বালখিল্যা মরীচিপাঃ ॥১৫

সৌতিরুবাচ।

ততঃ প্রসাদয়ামাস কশ্যপঃ পুত্রকারণাৎ।
বালখিল্যান্ মহাভাগাংস্তপসা হতকল্মষান্ ॥১৬

কশ্যপ উবাচ।

প্রজাহিতার্থমারম্ভো গরুড়স্য তপোধনাঃ।
চিকীর্ষতি মহৎ কর্ম তদনুজ্ঞাতুমর্হথ ॥১৭

সৌতিরুবাচ।

এবমুক্তা ভগবতা মুনয়স্তে সমভ্যযুঃ।
মুক্ত্বা শাখাং গিরিং পুণ্যং হিমবন্তং তপোর্থিনঃ।
ততস্তেষ্বপযাতেষু পিতরং বিনতাত্মজঃ।
শাখাব্যাক্ষিপ্তবদনঃ পর্যপৃচ্ছত কশ্যপম্ ॥১৯
ভগবন্ ক্ব বিমুঞ্চামি তরোঃ শাখামিমামহম্।
বর্জিতং ব্রাহ্মণৈর্দেশমাখ্যাতু ভগবান্ মম ॥২০
ততো নিষ্পুরুষং শৈলং হিমসংরুদ্ধকন্দরম্।
অগম্যং মনসাপ্যন্যৈস্তস্যাচখ্যৌ স কশ্যপঃ ॥২১
তং পর্বতং মহাকুক্ষিমুদ্দিশ্য স মহাজবঃ।
জগাম তার্ক্ষ্যো বেগেন সশাখা-গজ-কচ্ছপঃ ॥২২
ন তাং বধ্রী পরিক্ষেপ্তুং শতচর্ম্মা মহাতনুঃ (১)
শাখিনো মহতীং শাখাং যাং প্রগৃহ্য যযৌ খগঃ ॥২৩
স ততঃ শতসাহস্রং যোজনান্তরমাগতঃ।
কালেন নাতিমহতা গরুড়ঃ পততাং বরঃ ॥২৪

চিন্তা না থাকেন অথবা ও দক্ষ প্রাণীর অন্তর ছিল; তিনি মহাপ্রভাবশালী ও প্রধানতম ব্যক্তির ন্যায় তেজস্বী ছিলেন এবং দেবতা, দানব ও রাক্ষসগণ তাঁহাকে আক্রমণ না করিতে সমর্থ ছিলেন; তিনি পর্বতশৃঙ্গবিদারণ ও সমুদ্রজলশোষণ করিতে সমর্থ ছিলেন; মৃত্যুমাত্র ও অন্তক তাঁহাকে দেখিয়া লোকের চিত্ত অত্যন্ত বিকল হইয়াছিল। এইরূপ গরুড়কে উদ্যত দেখিয়া ও তাঁহার মনের ভাব জানিয়া ভগবান্ কশ্যপ তখন এই কথা বলিলেন—॥১১-১৪

কশ্যপ বলিলেন—'পুত্র! সাহস করিও না এবং সাহস করিয়া তৎক্ষণাৎ যাতনা ভোগ করিও না। সূর্যরশ্মিমাত্রপানকারী বালখিল্য মুনিগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে যেন দগ্ধ না করেন'॥১৫

সৌতি বলিলেন—তাহার পর, কশ্যপ পুত্র গরুড়ের মঙ্গলের জন্য তপস্যার দ্বারা নিষ্পাপ ও মহাভাগ বালখিল্যগণকে প্রসন্ন করিলেন॥১৬

কশ্যপ বলিলেন—হে তপোধনগণ! লোকের কল্যাণের জন্যই গরুড়ের এই মহাসাধন কার্য্য। গরুড় অদ্য একটি মহৎ কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছে, আপনারা অনুমতি দান করুন॥১৭

সৌতি বলিলেন—কশ্যপ এই কথা বলিলে, বালখিল্য মুনিগণ সেই শাখা পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার্থী হইয়া পবিত্র হিমালয়পর্বতে গমন করিলেন॥১৮

তাহার পর, বালখিল্য মুনিগণ প্রস্থান করিলে, গরুড় পিতা কশ্যপকে জিজ্ঞাসা করিলেন; তখন গরুড় কথা বলিতেছিলেন, শাখাটি তাঁহার মুখে থাকায় উচ্চারণ বিকৃত হইতেছিল॥১৯

'ভগবন্! আমি এই বৃক্ষের শাখাটি কোথায় ত্যাগ করিব; ব্রাহ্মণবর্জিত এমন একটি দেশের কথা আপনি আমাকে বলুন'॥২০

তাহার পর কশ্যপ গরুড়কে মনুষ্যশূন্য কোন একটি পর্বতের কথা বলিলেন। সেই পর্বতের গুহা হিমানীর দ্বারা অবরুদ্ধ এবং সেই পর্বতের নিকট অন্যলোক মনেও চিন্তা করিতে পারে না॥২১

শাখা, হস্তী ও কচ্ছপের সহিত পক্ষিরাজ

পাঠান্তর:—(১) —মহাতনুম্।

স তং গত্বা ক্ষণেনৈব পর্বতং বচনাৎ পিতুঃ।
অমুঞ্চন্মহতীং শাখাং সস্বনাং তত্র খেচরঃ ॥২৫

পক্ষানিলহতশ্চাস্য প্রাকম্পত স শৈলরাট্।
মুমোচ পুষ্পবর্ষঞ্চ সমাগলিতপাদপঃ ॥২৬

শৃঙ্গাণি চ ব্যশীর্যন্ত গিরেস্তস্য সমন্ততঃ।
মণি-কাঞ্চনচিত্রাণি শোভয়ন্তি মহাগিরিম্ ॥২৭

শাখিনো বহবশ্চাপি শাখয়াভিহতাস্তয়া।
কাঞ্চনৈঃ কুসুমৈর্ভান্তি বিদ্যুত্বন্ত ইবাম্বুদাঃ ॥২৮

তে হেমবিকচা ভূমৌ যুক্তাঃ পর্বতধাতুভিঃ।
ব্যরাজঞ্ছাখিনস্তত্র সূর্যাংশুপ্রতিরঞ্জিতাঃ ॥২৯

ততস্তস্য গিরেঃ শৃঙ্গমাস্থায় স খগোত্তমঃ।
ভক্ষয়ামাস গরুড়স্তাবুভৌ গজ-কচ্ছপৌ ॥৩০

তাবুভৌ ভক্ষয়িত্বা তু স তার্ক্ষ্যঃ কূর্ম-কুঞ্জরৌ।
ততঃ পর্বতকূটাগ্রাদুৎপপাত মহাজবঃ ॥৩১

প্রাবর্ত্তন্তাথ দেবানামুৎপাতা ভয়শংসিনঃ।
ইন্দ্রস্য বজ্রং দয়িতং প্রজজ্বাল ভয়াৎ ততঃ ॥৩২

সধূমা চাপতৎ সার্চির্দিবোল্কা নভসশ্চ্যুতা।
তথা বসূনাং রুদ্রাণামাদিত্যানাঞ্চ সর্বশঃ ॥৩৩

সাধ্যানাং মরুতাং চৈব যে চান্যে দেবতাগণাঃ।
স্বং স্বং প্রহরণং তেষাং পরস্পরমুপাদ্রবৎ ॥৩৪

অভূতপূর্বং সংগ্রামে তদা দেবাসুরেঽপি চ।
ববুর্বাতাঃ সনির্ঘাতাঃ পেতুরুল্কাঃ সহস্রশঃ ॥৩৫

গরুড় সেই বিশাল শাখাবিশিষ্ট পর্ব্বতে উপস্থিত হইবার জন্য মনকে আদেশ প্রদান করিলেন ।২২

গরুড় বটবৃক্ষের যে বিশাল শাখাটি মুখে করিয়া নিয়াছিলেন, সেই শাখাটিকে অতিদীর্ঘ এবং অতি-বিস্তৃত বলিয়া মুখে পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না ।২৩

তাহার পর পক্ষিরাজ গরুড় অল্প সময় মধ্যেই লক্ষ যোজন দূর পথ অতিক্রম করিয়া আসিলেন ।২৪

গরুড় পিতৃবাক্য অনুসারে ক্ষণকালের মধ্যেই সেই পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া সেই খানেই সশব্দে সেই বৃহৎ শাখাটিকে ত্যাগ করিলেন ।২৫

তাহাতে গরুড়ের পক্ষবায়ুতে তাড়িত হইয়া সেই সুবিশাল পর্ব্বতটী আকম্পিত হইয়া উঠিল এবং তাহাতে বৃক্ষসমূহ পুষ্প বর্ষণ করিল ।২৬

সেই বিশাল পর্ব্বতের শোভাবর্দ্ধনকারী ও মণিকাঞ্চনময় শৃঙ্গসকল বিশীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে পতিত হইল ।২৭

সেই বটবৃক্ষ শাখার পতনে তাড়িত হইয়া বহু বৃক্ষ সেই শাখার স্বর্ণময় কুসুমের দ্বারা বিদ্যুৎ-মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ।২৮

সেই বৃক্ষসমূহ বটশাখার স্বর্ণময় কুসুমে উদ্ভাসিত হইয়া, পর্ব্বত-স্থিত গৈরিকাদি ধাতুতে লিপ্ত হইয়া এবং সূর্য্যকিরণে রঞ্জিত হইয়া সেই স্থানে সুশোভিত হইতে লাগিল ।২৯

তদনন্তর পক্ষিরাজ গরুড় সেই পর্ব্বতের শৃঙ্গে বসিয়া সেই গজ ও কচ্ছপকে ভক্ষণ করিলেন ।৩০

গরুড় সেই গজ ও কচ্ছপকে ভক্ষণ করিয়া মহাবেগে সেই পর্ব্বতশৃঙ্গের অগ্রভাগ হইতে উঠিয়া গেলেন ।৩১

অনন্তর দেবগণের ভয়সূচক বিবিধ অনিষ্ট-লক্ষণ প্রকাশিত হইল। ইন্দ্রের প্রিয় বজ্র ভয়ে যেন বিকিরণ করিতে লাগিল ।৩২

দিবসেই ধূম ও শিখাযুক্ত উল্কা আকাশ হইতে বিচ্যুত হইয়া নিপতিত হইল। বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ এবং অন্যান্য যত দেবতা, তাঁহাদের সকলেরই নিজ নিজ অস্ত্র পরস্পরের সম্মুখেই হস্ত হইতে বাহির হইয়া পড়িল ।৩৩-৩৪

পূর্ব্বে দেবাসুর যুদ্ধে যেরূপ হয় নাই, সেইরূপ বজ্রপাত নির্ঘাত সহ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল

নিরভ্রমপি চাকাশং প্রজগর্জ মহাস্বনম্।
দেবানামপি যো দেবঃ সোহপ্যবর্ষত শোণিতম্ ।৩৬
মম্লুর্মাল্যানি দেবানাং নেশুস্তেজাংসি চৈব হি।
উৎপাতমেঘা রৌদ্রাশ্চ ববৃষুঃ শোণিতং বহু।
রজাংসি মুকুটান্যেষামুত্থিতানি ব্যধর্ষয়ন্ ।৩৭
ততস্ত্রাসসমুদ্বিগ্নঃ সহ দেবৈঃ শতক্রতুঃ।
উৎপাতান্ দারুণান্ পশ্যন্নিত্যুবাচ বৃহস্পতিম্ ।৩৮

ইন্দ্র উবাচ।

কিমর্থং ভগবন্ ঘোরা উৎপাতাঃ সহসোত্থিতাঃ।
ন চ শত্রুং প্রপশ্যামি যুধি যো নঃ প্রধর্ষয়েৎ ।৩৯

বৃহস্পতিরুবাচ।

তবাপরাধাদ্দেবেন্দ্র প্রমাদাচ্চ শতক্রতো।
তপসা বালখিল্যানাং মহর্ষীণাং মহাত্মনাম্ ।৪০
কশ্যপস্য মুনেঃ পুত্রো বিনতায়াশ্চ খেচরঃ।
হর্তুং সোমমভিপ্রাপ্তো বলবান্ কামরূপধৃক্ ।৪১
সমর্থো বলিনাং শ্রেষ্ঠো হর্তুং সোমং বিহঙ্গমঃ।
সর্বং সম্ভাবয়াম্যস্মিন্নসাধ্যমপি সাধয়েৎ ।৪২

সৌতিরুবাচ।

শ্রুত্বৈতদ্বচনং শক্রঃ প্রোবাচামৃতরক্ষিণঃ।
মহাবীর্য্যবলঃ পক্ষী হর্তুং সোমমিহোদ্যতঃ ।৪৩
যুষ্মান্ সম্বোধয়াম্যেষ যথা ন স হরেদ্বলাৎ।
অতুলং হি বলং তস্য বৃহস্পতিরুবাচ হ ।৪৪
তচ্ছ্রুত্বা বিবুধা বাক্যং বিস্মিতা যত্নমাস্থিতাঃ।
পরিবার্য্যামৃতং তস্থুর্বজ্রী চেন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ।৪৫

এবং মেঘহীন আকাশও মহা উচ্চ গর্জিত হইল।৩৫

মেঘপুঞ্জ আকাশমণ্ডলে শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল; দেবগণেরও যিনি দেবতা, সেই পর্জন্যও শোণিত বর্ষণ করিলেন।৩৬

দেবগণের মাল্যসমূহ মলিন হইল, তাঁহারা তেজোহীন হইয়া গেলেন, ভীষণ উৎপাতিক মেঘসমূহ প্রচুর রক্তবৃষ্টি করিল এবং ধূলি উত্থিত হইয়া দেবগণের মুকুট আচ্ছাদিত করিল।৩৭

তাহার পর, ইন্দ্র সেই দারুণ উৎপাতসমূহ দেখিয়া, ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া, দেবগণের সহ বৃহস্পতির নিকট যাইয়া এই কথা বলিলেন—৩৮

ইন্দ্র বলিলেন—'হে ভগবন্! সহসা ভীষণ উৎপাত আসিল কেন? আমাদিগকে পরাজিত করিতে পারে, এমন কোনও শত্রু দেখিতেছি না'।৩৯

বৃহস্পতি বলিলেন—'হে দেবরাজ ইন্দ্র! তোমার অপরাধে ও অসাবধানতায় মহাত্মা মহর্ষি বালখিল্যগণের তপস্যাবলে বিনতার গর্ভে উৎপন্ন কশ্যপের পুত্র কামরূপধারী বলবান্ পক্ষিরাজ গরুড় অমৃত হরণ করিতে আসিয়াছে।৪০-৪১

বলশালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গরুড় অমৃত হরণে সমর্থ। উহার দ্বারা সর্বকার্য্যসাধন আমি সম্ভাবনা করি; অতএব অসাধ্য কার্য্যও গরুড় সম্পন্ন করিতে পারে'।৪২

সৌতি বলিলেন—ইন্দ্র বৃহস্পতির এই কথা শুনিয়া অমৃতরক্ষী দেবগণকে বলিলেন,—অত্যন্ত বিক্রমশালী ও বলবান্ গরুড় এখানে আমাদের অমৃত হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে।৪৩

আমি তোমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি, গরুড় যাহাতে বলপূর্বক অমৃত হরণ করিতে না পারে, তোমরা সেই ব্যবস্থা কর। যেহেতু, বৃহস্পতি আমাকে বলিয়াছেন যে, গরুড় অতুল বল ধারণ করে।৪৪

ইন্দ্রের বাক্য শুনিয়া দেবগণ বিস্মিত হইলেন ও অমৃত রক্ষণে যত্নবান্ হইয়া অমৃত পাত্রটিকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিলেন; প্রতাপশালী ইন্দ্রও বজ্রহস্তে সেই স্থানে থাকিলেন।৪৫

পাদত্রাণি বিচিত্রাণি কাঞ্চনানি মণিময়াঃ।
ফলানি মরকতানি বৈদূর্যাদিকৃতানি চ ॥৫৬
বর্মাণি চ বস্ত্রাণি উষ্ণীষাণি তথৈব চ। (১)
বিবিধানি চ শস্ত্রাণি যোগ্যরূপাণ্যনেকশঃ ॥৫৭
শিরস্ত্রাণাবরণানি [illegible] সুবোজ্জ্বলাঃ।
সহিতং দিব্যবাণানি তূণীরাণি চ সর্বশঃ ॥৫৮
চক্রাণি পরিঘাংশ্চৈব ত্রিশূলানি শরাসনম্।
শক্তীশ্চ বিবিধাস্তীক্ষ্ণাঃ করবালাংশ্চ নির্মলান্।
[illegible] ॥৫৯
তৈশ্চ [illegible] বিভ্রাজ্যশোভিতাঃ।
[illegible] ॥৬০

ধনুঃ, কিরীট ও বিচিত্রমণিভূষিত মুকুট, সেইরূপ বৈদূর্যাদিনির্মিত মনোহর বিচিত্র বর্মের কবচ এবং বস্ত্র ও উত্তম উষ্ণীষ সকল ধারণ করিয়া, মণির ভূষণ, বিবিধ ও বাহু ভূষণ ও তাঁহারা এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের যোগ্য অস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ চক্র ধারণ করিয়াছিলেন এবং সেই চক্র হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ, দিব্য ও পুষ্প বর্ষিত হইতেছিল। কেহ পরিঘ, কেহ ত্রিশূল, কেহ খড়্গ, কেহ বিবিধ তীক্ষ্ণ শক্তি, কেহ নিশিত অসি এবং কেহ তোমর প্রভৃতি ধারণ করিয়াছিলেন; সেই সকল অস্ত্রের প্রভায় তাঁহারাও দীপ্তিমান্ হইলেন ॥৫৬-৬০

পাঠান্তর।— (১) [illegible]।

অতুলপরাক্রম-বীর্যাঢ্যকা
মুনয়শ্চ পবিত্রমহোৎসুকাঃ।
অমরাসুরকিন্নরাঃ যথা-
ক্রমমুদিতবপুঃপ্রকাশিতাঃ ॥৬১
ইতি সকলাঃ সখ্যা বিভাতে
পরিষদ্বন্দিতৈঃ সমন্বিতম্।
বিবিধনির্মিত ভবনাঙ্গনং
রূপমাধুরীভিবিভাসিতং সদা ॥৬২
ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে [illegible]
বৈয়াসিক্যাং [illegible] আলোকে সৌন্দর্য
বিবরণোঽধ্যায়ঃ ॥৬৩

সেই দেবতাগণের বল, বীর্য ও তেজের তুলনা ছিল না; তাঁহারা সকলেই অনুপম বলের ন্যায় আরূঢ় যুক্ত ছিলেন। অনুপমবিক্রমশালী সেই দেবগণ যথাক্রমে উজ্জ্বলরূপে শোভিত হইতে লাগিলেন ॥৬১

এই প্রকারে অসংখ্য পরিষদ্ দ্বারা পরিপূর্ণ সেই পুরমধ্যে দেবগণ অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সেই পুরমধ্যটি দ্যুতিমান্ পুরপ্রাসাদ-মণ্ডল-হীন আকাশের মধ্যবর্তী চন্দ্রের ন্যায় শোভিত হইয়াছিল ॥৬২

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত মহাভাগবতে [illegible] আলোকসৌন্দর্য
বর্ণনবিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

[ইন্দ্রেণ বালখিল্যমুনীনামপমানঃ, তেষাং মুনীনাং তপঃপ্রভাবেণ গরুড়স্য জন্ম চ প্রাদুর্ভাবশ্চ।]

শৌনক উবাচ

কোঽপরাধো মহেন্দ্রস্য কঃ প্রমাদশ্চ সূতজ।
তপসা বালখিল্যানাং সম্ভূতো গরুড়ঃ কথম্॥১
কশ্যপস্য দ্বিজাতেশ্চ কথং বৈ পক্ষিরাট্ সুতঃ।
অধৃষ্যঃ সর্বভূতানামবধ্যশ্চাভবৎ কথম্॥২
কথঞ্চ কামচারী স কামবীর্যশ্চ খেচরঃ।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পুরাণে যদি পঠ্যতে॥৩

সৌতিরুবাচ।

বিষয়োঽয়ং পুরাণস্য যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
শৃণু মে বদতঃ সর্বমেতৎ সংক্ষেপতো দ্বিজ॥৪
যজতঃ পুত্রকামস্য কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ।
সাহায্যমৃষয়ো দেবা গন্ধর্বাশ্চ দদুঃ কিল॥৫
তত্রেধ্মানয়নে শক্রো নিযুক্তঃ কশ্যপেন হ।
মুনয়ো বালখিল্যাশ্চ যে চান্যে দেবতাগণাঃ॥৬
শক্রস্তু বীর্যসদৃশমিধ্মভারং গিরিপ্রভম্।
সমুদ্যম্যানয়ামাস নাতিকৃচ্ছ্রাদিব প্রভুঃ॥৭
অথাপশ্যদৃষীন্ হ্রস্বানঙ্গুষ্ঠোদরবর্ষ্মণঃ।
পলাশবৃন্তিকামেকাং (১) বহতঃ সংহতান্ পথি॥৮
প্রলীনান্ স্বেষ্বিবাঙ্গেষু নিরাহারাংস্তপোধনান্।
ক্লিশ্যমানান্ মন্দবলান্ গোষ্পদে সংপ্লুতোদকে॥৯

একত্রিংশ অধ্যায়।

[ইন্দ্র কর্তৃক বালখিল্য মুনিগণের অপমান এবং ঐ মুনিগণের তপঃপ্রভাবে গরুড় ও অরুণের উৎপত্তি।]

শৌনক বলিলেন—সৌতি! ইন্দ্রের কি অপরাধ ছিল এবং অনবধানতাই বা তাঁহার কি হইয়াছিল? বালখিল্যমুনিগণের তপস্যাতেই বা গরুড় কি করিয়া জন্মিলেন?॥১

কশ্যপ ছিলেন ব্রাহ্মণ; সুতরাং তাঁহার পুত্র পক্ষিরাজ হইল কি প্রকারে? এবং সে পক্ষিরাজ সকল প্রাণীর অজেয় এবং অবধ্য হইল কেন?॥২

আর, সে পক্ষী কামচারী ও কামবীর্য হইয়াছিল কেন? এই সকল যদি পুরাণে উল্লিখিত থাকে, তবে আমি শুনিতে ইচ্ছা করি॥৩

সৌতি বলিলেন—ব্রহ্মর্ষি শৌনক! আপনি যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা পুরাণে আছে। এ সমস্তই আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, আপনি শুনুন॥৪

প্রজাপতি কশ্যপ পুত্র কামনা করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে ঋষিগণ, দেবতারা ও গন্ধর্বেরা সাহায্য করেন॥৫

তাহাতে ঋষি কশ্যপ ইন্দ্রকে কাষ্ঠ আনিবার জন্য নিযুক্ত করেন এবং বালখিল্যমুনিদিগকে ও অন্যান্য দেবগণকেও কাষ্ঠ আনিতেই আদেশ করেন॥৬

শক্তিশালী ইন্দ্র আপন শক্তির অনুরূপ পর্বত প্রমাণ কাষ্ঠরাশি সহজে তুলিয়া লইয়া অবলীলাক্রমে আনিতেছিলেন॥৭

তখন তিনি দেখিলেন—অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ খর্ব কতকগুলি মুনি মিলিত হইয়া, সূক্ষ্ম একটী পলাশ বোঁটাকে বহন করিয়া পথে যাইতেছেন। তাঁহারা নিজের অঙ্গেই যেন নিমগ্ন, ক্ষীণ ছিলেন এবং অনাহারী ছিলেন, তাই তাঁহাদের অল্প শক্তি মাত্র ছিল; এই সকল কারণে তাঁহারা একটী জলপূর্ণ গোষ্পদে পড়িয়া কষ্টভোগ করিতেছিলেন॥৮-৯

পাঠান্তর:— (১) পলাশবৃন্তিকামেকং—।

তান্ সর্ব্বান্ বিস্ময়াবিষ্টো বীর্য্যোন্মত্তঃ পুরন্দরঃ ।
অবহস্যাত্যগাচ্ছীঘ্রং লঙ্ঘয়িত্বাবমন্য চ ॥১০

তেহথ রোষসমাবিষ্টাঃ সুভৃশং জাতমন্যবঃ ।
আরেভিরে মহৎ কর্ম্ম তদা শক্রভয়ঙ্করম্ ॥১১

জুহুবুস্তে সুতপসো বিধিবজ্জাতবেদসম্ ।
মন্ত্রৈরুচ্চাবচৈর্বিপ্রা যেন কামেন তচ্ছৃণু ॥১২

কামবীর্য্যঃ কামগমো দেবরাজভয়প্রদঃ ।
ইন্দ্রোহন্যঃ সর্ব্বদেবানাং ভবেদিতি যতব্রতাঃ ॥১৩

ইন্দ্রাচ্ছতগুণঃ শৌর্য্যে বীর্য্যে চৈব মনোজবঃ ।
তপসো নঃ ফলেনাদ্য দারুণঃ সম্ভবত্বিতি ॥১৪

ইহা দেখিয়া বলমদে মত্ত ইন্দ্রের বিস্ময় জন্মিল; তিনি তাঁহাদের সম্বন্ধে উপহাস করিলেন এবং লঙ্ঘন পূর্ব্বক অপমান করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন ।১০

ইহাতে সেই বালখিল্যমুনিদের অত্যন্ত ক্রোধ ও দৈন্য জন্মিল; তাই তাঁহারা তখনই ইন্দ্রের ভয়জনক একটি বৃহৎ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ।১১

মহাতপস্বী সেই বালখিল্য ব্রাহ্মণেরা যে কামনা করিয়া, নানাবিধ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যথাবিধানে অগ্নিতে হোম করিয়াছিলেন; তাহা শ্রবণ করুন ।১২

ইচ্ছানুসারে বলবান, ইচ্ছানুসারে গমনসমর্থ এবং বর্ত্তমান ইন্দ্রের ভয় জন্মাইতে সমর্থ এবং সমস্ত দেবতার আর একজন ইন্দ্র হউক;—এই কামনা করিয়াই বালখিল্যেরা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন ।১৩

আমাদের তপস্যার ফলে আজই শৌর্য্যবীর্য্যে ইন্দ্র অপেক্ষা শতগুণ প্রবল এবং মনের ন্যায় বেগবান্ ভয়ঙ্কর আর একটা ইন্দ্র হউক;—এ কামনাও তাঁহাদের ছিল ।১৪

তদ্ বুদ্ধ্বা ভৃশসন্তপ্তো দেবরাজঃ শতক্রতুঃ ।
জগাম শরণং তত্র কশ্যপং সংশিতব্রতম্ ॥১৫

তচ্ছ্রুত্বা দেবরাজস্য কশ্যপোঽথ প্রজাপতিঃ ।
বালখিল্যানুপাগম্য কর্ম্মসিদ্ধিমপৃচ্ছত ॥১৬

এবমস্ত্বিতি তং চাপি প্রত্যূচুঃ সত্যবাদিনঃ ।
তান্ কশ্যপ উবাচেদং সান্ত্বপূর্ব্বং প্রজাপতিঃ ॥১৭

অয়মিন্দ্রস্ত্রিভুবনে নিয়োগাদ্ ব্রহ্মণঃ কৃতঃ ।
ইন্দ্রার্থে চ ভবন্তোঽপি যত্নবন্তস্তপোধনাঃ ॥১৮

ন মিথ্যা ব্রহ্মণো বাক্যং কর্ত্তুমর্হথ সত্তমাঃ ।
ভবতাং হি ন মিথ্যায়ং সঙ্কল্পো বৈ চিকীর্ষিতঃ ॥১৯

ভবত্বেষ পতত্রীণামিন্দ্রোঽতিবলসত্ত্ববান্ ।
প্রসাদঃ ক্রিয়তাঞ্চৈব দেবরাজস্য যাচতঃ ॥২০

দেবরাজ ইন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, ব্রতনিষ্ঠ কশ্যপের শরণাপন্ন হইলেন ।১৫

তাহার পর, কশ্যপ প্রজাপতি দেবরাজের মুখে সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া বালখিল্যমুনিগণের নিকট যাইয়া কার্য্যসিদ্ধির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ।১৬

সত্যবাদী বালখিল্যমুনিরা কশ্যপ প্রজাপতিকে বলিলেন—"কার্য্যসিদ্ধি হইবে" তখন কশ্যপ সান্ত্বনাবাক্যে বালখিল্যমুনিগণকে এই কথা বলিলেন ।১৭

হে তপোধনগণ! ব্রহ্মার আদেশে ইনি ত্রিভুবনের ইন্দ্র হইয়াছেন; আপনারাও আর এক জন ইন্দ্রের জন্য চেষ্টা করিতেছেন ।১৮

হে সাধুশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা ব্রহ্মার বাক্য মিথ্যা করিতে পারেন না; আবার আপনাদের এই সঙ্কল্প মিথ্যা করিতে ইচ্ছা করি না ।১৯

অতএব আপনাদের সঙ্কল্পিত ইন্দ্র, অত্যন্ত বলবান্ ও অতিশয়তেজস্বী পক্ষীর ইন্দ্র হউন। আর এই দেবরাজ আপনাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেন, ইঁহার প্রতি অনুগ্রহ করুন ।২০

সৌতিরুবাচ ।

এবমুক্তাঃ কশ্যপেন বালখিল্যাস্তপোধনাঃ ।
প্রত্যূচুরভিসম্পূজ্য মুনিশ্রেষ্ঠং প্রজাপতিম্ ॥২১

বালখিল্যা ঊচুঃ ।

ইন্দ্রার্থোঽয়ং সমারম্ভঃ সর্ব্বেষাং নঃ প্রজাপতে ।
অপত্যার্থং সমারম্ভো ভবতশ্চায়মীপ্সিতঃ ॥২২
তদিদং সফলং কর্ম্ম ত্বয়ৈব প্রতিগৃহ্যতাম্ ।
তথা চৈব বিধৎস্বাত্র যথা শ্রেয়োঽনুপশ্যসি ॥২৩

সৌতিরুবাচ ।

এতস্মিন্নেব কালে তু দেবী দাক্ষায়ণী শুভা ।
বিনতা নাম কল্যাণী পুত্রকামা যশস্বিনী ॥২৪
তপস্তপ্ত্বা ব্রতপরা স্নাতা পুংসবনে শুচিঃ ।
উপচক্রাম ভর্ত্তারং তামুবাচাথ কশ্যপঃ ॥২৫
আরম্ভঃ সফলো দেবি ভবিতা যস্ত্বয়েপ্সিতঃ ।
জনয়িষ্যসি পুত্রৌ দ্বৌ বীরৌ ত্রিভুবনেশ্বরৌ ॥২৬
তপসা বালখিল্যানাং মম সঙ্কল্পজৌ তথা ।
ভবিষ্যতো মহাভাগৌ পুত্রৌ ত্রৈলোক্যপূজিতৌ ॥২৭
উবাচ চৈনাং ভগবান্ কশ্যপঃ পুনরেব হ ।
ধার্য্যতামপ্রমাদেন গর্ভোঽয়ং সুমহোদয়ঃ ॥২৮
এতৌ সর্ব্বপতত্রীণামিন্দ্রত্বং কারয়িষ্যতঃ ।
লোকসম্ভাবিতৌ বীরৌ কামরূপৌ বিহঙ্গমৌ ॥২৯
শতক্রতুমথোবাচ প্রীয়মাণঃ প্রজাপতিঃ ।
ত্বৎসহায়ৌ মহাবীর্য্যৌ ভ্রাতরৌ তে ভবিষ্যতঃ ॥৩০
নৈতাভ্যাং ভবিতা দোষঃ সকাশাৎ তে পুরন্দর ।
ব্যেতু তে শক্র সন্তাপস্ত্বমেবেন্দ্রো ভবিষ্যসি ॥৩১

সৌতি বলিলেন—কশ্যপ এইরূপ বলিলে, তপস্বী বালখিল্যগণ মুনিশ্রেষ্ঠ প্রজাপতির পূজা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥২১

বালখিল্যগণ বলিলেন—প্রজাপতি! আর একজন ইন্দ্র উৎপাদন করিবার জন্যই আমাদের সকলের এই চেষ্টা; আপনারও সন্তানের জন্যই এই যজ্ঞ ঈপ্সিত ছিল ॥২২

সুতরাং আমাদের এই কার্য্য এখন প্রায় সফল হইয়া উঠিয়াছে, আপনি ইহা গ্রহণ করুন। প্রভু, যাহা হইলে মঙ্গল হয় মনে করেন, তাহাই করুন ॥২৩

এই সময়ে দক্ষকন্যা শুভলক্ষণা যশস্বিনী কল্যাণী ব্রতপরায়ণা তপস্বিনী বিনতাদেবী পুত্রকাম করিয়া পুত্রার্থিনী হইয়া, পুংসবনের জন্য পবিত্রভাবে স্নান করিয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন; তাহার পর কশ্যপ তাঁহাকে বলিলেন ॥২৪-২৫

বিনতে! তোমার তপস্যা ও ব্রতাদির সফল হইবে; তুমি যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলে, তাহা হইবে। তুমি ত্রিভুবনের প্রভু মহাবীর দুইটী পুত্র প্রসব করিবে ॥২৬

বালখিল্যমুনিগণের তপস্যার ফলে, আমারও সঙ্কল্প বলে, ত্রিভুবনের পূজনীয় এবং অত্যন্ত ভাগ্যবান্ তোমার দুইটি পুত্র হইবে ॥২৭

ভগবান্ কশ্যপ পুনরায় বিনতাকে বলিলেন—তুমি সাবধানে এই গর্ভ রক্ষা কর; ইহার অত্যন্ত উন্নতি হইবে ॥২৮

মহাবীর, কামরূপী ও লোকসম্মানিত এই পক্ষী দুইটী সমস্ত পক্ষীর রাজত্ব করিবে ॥২৯

তাহার পর, কশ্যপ সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে বলিলেন—ইন্দ্র! তোমার এই মহাবীর ভাই দুইটী তোমার সহায় হইবে ॥৩০

দেবরাজ! ইহাদের নিকট হইতে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। সুতরাং তোমার সন্তাপ দূর হউক; তুমিই ইন্দ্র থাকিবে ॥৩১

ন চাপ্যেতে ত্বয়া ভূয়ঃ ক্ষেপ্তব্যা ব্রহ্মবাদিনঃ।
ন চাবমান্যা দর্পাৎ তে বাগ্বজ্রা ভৃশকোপনাঃ ॥৩২

এবমুক্তো মহেন্দ্রস্তু নির্ব্বিশঙ্কস্ত্রিবিষ্টপম্।
বিনতা চাপি সিদ্ধার্থা বভূব মুদিতা তদা ॥৩৩

জনয়ামাস পুত্রৌ দ্বাবরুণং গরুড়ং তথা।
বিকলাঙ্গোঽরুণস্তত্র ভাস্করস্য পুরঃসরঃ ॥৩৪

পতত্রীণাঞ্চ গরুড়মিন্দ্রত্বেনাভ্যষিঞ্চত।
তস্যৈতৎ কর্ম্ম সুমহচ্ছ্রূয়তাং ভৃগুনন্দন ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি আস্তীকে সৌপর্ণে
একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩১

কিন্তু ইন্দ্র। তুমি পুনরায় এইরূপ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, ব্রহ্মবাদী মহর্ষিদিগের তিরস্কার বা অপমান করিও না। কেননা, তাঁহারা অত্যন্ত কোপনস্বভাব এবং তাঁহাদের বাক্যই বজ্রস্বরূপ ॥৩২

মহর্ষি কশ্যপ এইরূপ বলিলে, ইন্দ্র নিরুদ্বিগ্নচিত্তে স্বর্গে চলিয়া গেলেন, বিনতাও পূর্ণকামা হইয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন ॥৩৩

বিনতা যথাকালে অরুণ ও গরুড় নামে দুইটী পুত্র লাভ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিকলাঙ্গ অরুণ সূর্য্যের সারথি এবং তাঁহার অগ্রে রহিলেন ॥৩৪

আর, গরুড়কে ইন্দ্র পক্ষিগণের আধিপত্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহর্ষি শৌনক! সেই গরুড়ের এই গুরুতর কার্য্যের কথা শ্রবণ করুন ॥৩৫

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বের অন্তর্গত আস্তীকপর্ব্বে
গরুড়বিষয়ক একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দেবতাদিভিঃ সহ গরুড়স্য যুদ্ধম্, তেষাং পরাভবশ্চ।]

সৌতিরুবাচ।
ততস্তস্মিন্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ সমুদীর্ণে তথাবিধে।
গরুড়ঃ পক্ষিরাট্ তূর্ণং সম্প্রাপ্তো বিবুধান্ প্রতি ॥১

তং দৃষ্ট্বাতিবলং চৈব প্রাকম্পন্ত সমন্ততঃ।
পরস্পরঞ্চ প্রত্যঘ্নন্ সর্ব্বপ্রহরণান্যপি ॥২

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

[দেবগণের সহিত গরুড়ের যুদ্ধ এবং দেবগণের পরাজয়।]

সৌতি বলিলেন—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শৌনক! তাহার পর, সেইরূপ মনোহর দেবগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিলে, পক্ষিরাজ গরুড় সেই দেবগণের নিকট সত্বর উপস্থিত হইলেন ॥১

তাহার পর, দেবগণ মহাবলবান্ গরুড়কে দেখিয়াই ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তৎপরে গরুড় ও দেবগণ—পরস্পর সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥২

তত্র চাসীদমেয়াত্মা বিদ্যুদগ্নিসমপ্রভঃ।
ভৌবনঃ সুমহাবীর্যঃ সোমস্য পরিরক্ষিতা ॥৩॥

স তেন পতগেন্দ্রেণ পক্ষতুণ্ডনখক্ষতঃ।
মুহূর্তমতুলং যুদ্ধং কৃত্বা বিনিহতো যুধি ॥৪॥

রজশ্চোদ্ধূয় সুমহৎ পক্ষবাতেন খেচরঃ।
কৃত্বা লোকান্ নিরালোকাংস্তেন দেবানবাকিরৎ ॥৫॥

তেনাবকীর্ণা রজসা দেবা মোহমুপাগমন্।
ন চৈনং দদৃশুশ্ছন্না রজসামৃতরক্ষিণঃ ॥৬॥

এবং সংলোড়য়ামাস গরুড়স্ত্রিদিবালয়ম্।
পক্ষতুণ্ডপ্রহারৈস্তু দেবান্ স বিদদার হ ॥৭॥

ততো দেবঃ সহস্রাক্ষস্তূর্ণং বায়ুমচোদয়ৎ।
বিক্ষিপেমাং রজোবৃষ্টিং তবেদং কর্ম মারুত ॥৮॥

অথ বায়ুরপোবাহ তদ্রজস্তরসা বলী।
ততো বিতিমিরে জাতে দেবাঃ শকুনিমার্দয়ন্ ॥৯॥

ননাদোচ্চৈঃ স বলবান্ মহামেঘ ইবাম্বরে।
বধ্যমানঃ সুরগণৈঃ সর্বভূতানি ভীষয়ন্ ॥১০॥

উৎপপাত মহাবীর্যঃ পক্ষিরাট্ পরবীরহা।
সমুৎপত্যান্তরিক্ষস্থং দেবানামুপরি স্থিতম্ ॥১১॥

বর্মিণো বিবুধাঃ সর্বে নানাশস্ত্রৈরবাকিরন্।
পট্টিশৈঃ পরিঘৈঃ শূলৈর্গদাভিশ্চ সবাসবাঃ ॥১২॥

ক্ষুরপ্রৈর্জ্বলিতৈশ্চাপি চক্রৈরাদিত্যরূপিভিঃ।
নানাশস্ত্রবিসর্গৈশ্চ বধ্যমানঃ সমন্ততঃ।
কুর্বন্ সুতুমুলং যুদ্ধং পক্ষিরাণ্ন ব্যকম্পত ॥১৩॥

অসাধারণ বুদ্ধিমান্ অগ্নি ও বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বলদেহ এবং মহাবলবান্ বিশ্বকর্মা সেখানে অমৃতের রক্ষক ছিলেন।৩

তিনি কিছুকাল তুমুল যুদ্ধ করিয়া পরে গরুড়ের পক্ষ, চঞ্চু ও নখ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া, রণস্থলে নিহতের ন্যায় পতিত হইলেন।৪

তখন গরুড় পক্ষবায়ুর দ্বারা বিশাল ধূলিরাশি উড্ডীন পূর্বক তাহা দ্বারা সর্বলোককে আলোকশূন্য করিয়া, দেবগণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।৫

দেবগণ সেই ধূলিরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া কর্তব্য-জ্ঞানহীন হইয়া পড়িলেন এবং ধূলিতে দৃষ্টি রুদ্ধ হওয়ায় অমৃতরক্ষকেরা গরুড়কে দেখিতে পাইলেন না।৬

এই প্রকারে গরুড় স্বর্গলোকটাকে আকুল করিয়া তুলিলেন এবং পক্ষ ও চঞ্চু দ্বারা প্রহার করিয়া দেবগণকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন।৭

তাহার পর দেবরাজ সত্বর বায়ুকে বলিলেন— 'বায়ু!, তুমি শীঘ্র এই ধূলিরাশিকে অপসারণ কর, ইহা তোমারই কার্য'।৮

তদনন্তর মহাবলবান্ বায়ু আপন বেগে সেই ধূলিরাশিকে অপসারণ করিলেন; তাহাতে অন্ধকার দূর হইলে, দেবগণ গরুড়কে প্রহার করিতে লাগিলেন।৯

বলবান্ গরুড় দেবগণের প্রহারে ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত প্রাণীকে ভীত করিয়া, আকাশে থাকিয়াই মহামেঘের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিলেন।১০

মহাবলবান্ পক্ষিরাজ গরুড় আকাশে উঠিলেন, সেখানে উঠিয়া দেবগণের উপরেই থাকিলেন, তখন ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবতা মিলিয়া পট্টিশ, পরিঘ, শূল ও গদাপ্রভৃতি নানা অস্ত্রদ্বারা গরুড়কে প্রহার করিতে লাগিলেন।১১-১২

পক্ষিরাজ গরুড় দেবগণ কর্তৃক সকল দিক্ হইতে ক্ষুরপ্র, সূর্যতুল্য উজ্জ্বল চক্র ও বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ দ্বারা প্রহৃত হইয়াও অত্যন্ত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কম্পিত হইলেন না।১৩

নির্বিভেদ চাকাশে বৈনতেয়ঃ প্রতাপবান্।
পক্ষাভ্যামুরসা চৈব সমন্তাদ্ ব্যাক্ষিপৎ সুরান্ ॥১৪
তে বিক্ষিপ্তাস্ততো দেবা দুদ্রুবুর্গরুড়ার্দিতাঃ।
নখতুণ্ডক্ষতাশ্চৈব সুস্রুবুঃ শোণিতং বহু ॥১৫
সাধ্যাঃ প্রাচীং সগন্ধর্বা বসবো দক্ষিণাং দিশম্।
প্রজগ্মুঃ সহিতা রুদ্রৈঃ পতগেন্দ্রপ্রধর্ষিতাঃ ॥১৬
দিশং প্রতীচীমাদিত্যা নাসত্যা উত্তরাং দিশম্।
মুহুর্মুহুঃ প্রেক্ষমাণা যুধ্যমানা মহৌজসঃ ॥১৭
অশ্বক্রন্দেন বীরেণ রেণুকেন চ পক্ষিরাট্।
ক্রথনেন চ শূরেণ তপনেন চ খেচরঃ ॥১৮
উলূকশ্বসনাভ্যাং চ নিমেষেণ চ পক্ষিরাট্।
প্ররুজেন চ সংরাবে চলেন পুলিনেন চ ॥১৯

তান্ পক্ষনখতুণ্ডাগ্রৈরভিনদ্ বিনতাসুতঃ।
যুগান্তকালে সংক্রুদ্ধঃ পিনাকীব পরন্তপঃ ॥২০
মহাবলা মহোৎসাহাস্তেন তে বহুধা ক্ষতাঃ।
রেজুরভ্রঘনপ্রখ্যা রুধিরৌঘপ্রবর্ষিণঃ ॥২১
তান্ কৃত্বা পতগশ্রেষ্ঠঃ সর্বানুৎক্রান্তজীবিতান্।
অতিক্রান্তোঽমৃতস্যার্থে সর্বতোঽগ্নিমপশ্যত ॥২২
আবৃণ্বানং মহাজ্বালৈরর্চিভিঃ সর্বতোঽম্বরম্।
দহন্তমিব তীক্ষ্ণাংশুং চণ্ডবায়ুসমীরিতম্ ॥২৩

ততো নবত্যা নবতীর্মুখানাং
কৃত্বা মহাত্মা গরুড়স্তরস্বী।
নদীঃ সমাপীয় মুখৈস্ততস্তৈঃ
সুশীঘ্রমাগম্য পুনর্জবেন ॥২৪

প্রতাপশালী গরুড় আকাশে স্থির হইয়া, দেবগণকে ক্ষত করিতে করিতেই এবং দুইপক্ষ ও বক্ষের আঘাতে তাঁহাদিগকে সকল দিকে বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন ॥১৪

তখন দেবতারা গরুড়ের নখ ও চঞ্চুর আঘাতে ক্ষতদেহ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিক্ষিপ্ত হইলেন ও পলায়ন করিলেন। তাঁহারা গরুড়ের দ্বারা নিপীড়িত হওয়ায় তাঁহাদের দেহ হইতে প্রচুর রক্তপাত হইতে লাগিল ॥১৫

গরুড়ের দ্বারা প্রহৃত হইয়া গন্ধর্বগণ সহ সাধ্যগণ পূর্বদিকে পলায়ন করিলেন এবং রুদ্রগণ সহ বসুগণ দক্ষিণদিকে পলায়ন করিলেন ॥১৬

মহাবলশালী আদিত্যগণ গরুড়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ গরুড়ের প্রতি সদর্প দৃষ্টিপাত করিতে করিতে পশ্চিমদিকে পলায়ন করিলেন, এবং অশ্বিনীকুমারযুগল উত্তরদিকে পলায়ন করিলেন ॥১৭

পক্ষিরাজ গরুড় বীর অশ্বক্রন্দ, রেণুক, ক্রথন, উলূক, শ্বসন, নিমিষ, প্ররুজ ও পুলিন নামে নয়জন যক্ষের সহিত আকাশে থাকিয়াই যুদ্ধ করিলেন ॥১৮-১৯

প্রলয়কালে ক্রুদ্ধ মহাদেবের ন্যায় শত্রুসন্তাপকারী গরুড় নখ, পক্ষ ও চঞ্চুর আঘাতে সেই যক্ষগণকে বিদীর্ণ করিলেন ॥২০

মহাবলশালী ও মহোৎসাহী সেই যক্ষগণ গরুড়ের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত দেহ হইতে রক্তধারা ক্ষরণ করিতে থাকিয়া আকাশস্থ মেঘের মত শোভা পাইতে লাগিল ॥২১

পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় সেই যক্ষগণকে নিহত করিয়া অমৃতের উদ্দেশে যাইয়া দেখিলেন অমৃতভাণ্ডের সকল দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে; বিশাল শিখাযুক্ত সেই অগ্নিশিখাসমূহের দ্বারা আকাশকে আচ্ছাদিত করিতেছে ও প্রবল বায়ুর বেগে আরও উদ্দীপ্ত হইতেছে এবং তাহাতে যেন সূর্যকে দগ্ধ করিতেছে ॥২২-২৩

তাহার পর শত্রুসন্তাপকারী মহাত্মা পক্ষিরাজ

[illegible]
[illegible] ॥
[illegible]
[illegible] ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং খিলেষু হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি [illegible]
দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩২

[illegible] করিলেন। [illegible] ॥৩০-৩১

শ্রীমহাভারতের খিলপর্ব্বান্তর্গত হরিবংশের বিষ্ণুপর্ব্বে [illegible]
[illegible] সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

[illegible]

সৌতিরুবাচ।

[illegible] ।
[illegible] ॥১
[illegible] ।
[illegible] ॥২

[illegible] ।
[illegible] ॥৩
[illegible] ।
[illegible] ॥৪

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

[illegible]

সৌতি বলিলেন—অক্রূর [illegible] করিয়া ও [illegible] প্রবেশ করিলেন ॥১

তিনি [illegible] ও [illegible] একটি [illegible] দেখিলেন ॥২

[illegible] এবং [illegible] নির্মাণ করিয়াছেন ॥৩

অক্রূর সেই [illegible] দেখিয়াই [illegible] করিলেন। তিনি [illegible] নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৪

অধশ্চক্রস্য চৈবাত্র দীপ্তানলসমদ্যুতী।
বিদ্যুজ্জিহ্বৌ মহাবীর্য্যৌ দীপ্তাস্যৌ দীপ্তলোচনৌ ॥৫

চক্ষুর্বিষৌ মহাঘোরৌ নিত্যক্রুদ্ধৌ তরস্বিনৌ।
অমৃতস্যৈব রক্ষার্থং (১) দদর্শ ভুজগোত্তমৌ ॥৬

সদা সংরব্ধনয়নৌ সদা চানিমিষেক্ষণৌ।
তয়োরেকোঽপি যং পশ্যেৎ স তূর্ণং ভস্মসাদ্ভবেৎ ॥৭

তয়োশ্চক্ষূংষি রজসা সুপর্ণস্তূর্ণমাবৃণোৎ।
অদৃষ্টরূপস্তৌ চাপি সর্ব্বতঃ পর্য্যকালয়ৎ ॥৮

তয়োরঙ্গে সমাক্রম্য বৈনতেয়োঽন্তরিক্ষগঃ।
আচ্ছিনৎ তরসা মধ্যে সোমমভ্যদ্রবৎ ততঃ ॥৯

সমুৎপাট্যামৃতং তত্তু বৈনতেয়স্ততো বলী।
উৎপপাত জবেনৈব যন্ত্রমুন্মথ্য বীর্য্যবান্ ॥১০

অপীত্বৈবামৃতং পক্ষী পরিগৃহ্যাশু নিঃসৃতঃ।
আগচ্ছদপরিশ্রান্ত আবার্য্যার্কপ্রভাং খগঃ ॥১১

বিষ্ণুনা চ তদাকাশে বৈনতেয়ঃ সমেয়িবান্।
তস্য নারায়ণস্তুষ্টস্তেনালৌল্যেন কর্ম্মণা ॥১২

তমুবাচাব্যয়ো দেবো বরদোঽস্মীতি খেচরম্।
স বব্রে তব তিষ্ঠেয়মুপর্য্যন্তরিক্ষগঃ ॥১৩

উবাচ চৈনং ভূয়োঽপি নারায়ণমিদং বচঃ।
অজরশ্চামরশ্চ স্যামমৃতেন বিনাপ্যহম্ ॥১৪

অমৃতস্থলে অমৃতরক্ষা করিবার জন্য সেই চক্রের নীচে দুইটি দীপ্তিমান্ সর্প দেখিলেন; প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী সর্প দুইটির জিহ্বা বিদ্যুতের ন্যায়, মুখ ও চক্ষু প্রদীপ্ত; তাহাদের চক্ষুতেই বিষ এবং তাহারা অতি তীব্র, সর্ব্বদাই ক্রুদ্ধ এবং বেগবান্ ॥৫-৬

সর্প দুইটির চক্ষু সর্ব্বদা ক্রোধপূর্ণ ও নিমেষশূন্য। তাহাদের মধ্যে একটিও যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, সে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয় ॥৭

গরুড় সহসা ধূলিনিক্ষেপ করিয়া সর্প দুইটির চক্ষু আচ্ছাদিত করিলেন; অতএব তাহাদের দ্বারা দৃষ্ট না হইয়াই তাহাদিগকে সর্ব্বত্র প্রহার করিলেন ॥৮

গরুড় আকাশে থাকিয়া সেই সর্প দুইটিকে ধরিয়া বেগে তাহাদের মধ্যস্থলে ছেদন করিলেন এবং তাহার পর অমৃতের নিকট যাইলেন ॥৯

বলবান্ ও বীর্য্যবান্ গরুড় তখনই অমৃতভাণ্ড উঠাইয়া লইলেন এবং সেই যন্ত্রটিকে ভগ্ন করিয়া সেই স্থান হইতে বেগে উড্ডীন হইলেন ॥১০

গরুড় নিজে অমৃতভাণ্ড গ্রহণ করিয়া, সেই অমৃত পান না করিয়াই সেই যন্ত্রপুর হইতে অক্লান্তভাবে নির্গত হইলেন এবং সূর্য্যকিরণ আবৃত করিয়া আসিতে লাগিলেন ॥১১

তখন গরুড় আকাশে বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইলেন, বিষ্ণু গরুড়ের সেই অমৃতপানে কার্য্যে অলোলুপতায় নির্লোভতা দেখিয়া তাঁহার উপরে সন্তুষ্ট হইলেন ॥১২

অবিনাশী দেব নারায়ণ গরুড়কে বলিলেন—'আমি তোমাকে বর দিব'। তখন গরুড় বর চাহিলেন যে 'আমি আপনার উপরে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিতেছি' ॥১৩

গরুড় পুনরায় নারায়ণকে বলিলেন যে—'অমৃত পান না করিয়াও আমি অজর ও অমর হইতে ইচ্ছা করি' ॥১৪

পাঠভেদঃ।— (১) রক্ষার্থমমৃতস্য— ।

এবমস্ত্বিতি তং বিষ্ণুরুবাচ বিনতাসুতম্ ।
প্রতিগৃহ্য বরৌ তৌ চ গরুড়ো বিষ্ণুমব্রবীৎ ॥১৫

ভবতেঽপি বরং দদ্যাং বৃণোতু ভগবানপি ।
তং বব্রে বাহনং বিষ্ণুর্গরুত্মন্তং মহাবলম্ ॥১৬

ধ্বজঞ্চ চক্রে ভগবানুপরি স্থাস্যসীতি তম্ ।
এবমস্ত্বিতি তং দেবমুক্ত্বা নারায়ণং খগঃ ॥১৭

বব্রাজ তরসা বেগাদ্ বায়ুং স্পর্দ্ধন্ মহাজবঃ ।
তং ব্রজন্তং খগশ্রেষ্ঠং বজ্রেণেন্দ্রোঽভ্যতাড়য়ৎ ॥

হরন্তমমৃতং রোষাদ্ গরুড়ং পক্ষিণং রণে ।
তমুবাচেন্দ্রমাক্রন্দে গরুড়ঃ পততাং বরঃ ॥১৯

প্রহসন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা তথা বজ্রসমাহতঃ ।
ঋষের্মানং করিষ্যামি বজ্রং যস্যাস্থিসম্ভবম্ ॥২০

বজ্রস্য চ করিষ্যামি তবৈব চ শতক্রতো ।
এষ পত্রং ত্যজাম্যেকং যস্যান্তং নোপলপ্স্যসে ॥

ন চ বজ্রনিপাতেন রুজা মেঽস্তি কদাচন ।
এবমুক্ত্বা ততঃ পত্রমুৎসসর্জ স পক্ষিরাট্ ॥২২

তদুৎসৃষ্টমভিপ্রেক্ষ্য তত্র পর্ণমনুত্তমম্ ।
হৃষ্টানি সর্বভূতানি নাম চক্রুর্গরুত্মতঃ ॥২৩

সুরূপং পত্রমালক্ষ্য সুপর্ণোঽয়ং ভবত্বিতি ।
তদ্ দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্যং সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ।
খগো মহদিদং ভূতমিতি মত্বাভ্যভাষত ॥২৪

বিষ্ণু গরুড়কে বলিলেন—'এইরূপই হইবে'। সে দুইটি বর গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুকে বলিলেন— ॥১৫

'আমিও আপনাকে বরদান করিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনিও বর গ্রহণ করুন'। বিষ্ণু মহাবলশালী গরুড়ের নিকট বর চাহিলেন—'তুমি আমার বাহন হও' ॥১৬

ভগবান্ বিষ্ণু গরুড়কে বর দিয়াছিলেন 'তুমি আমার উপরে থাকিবে', তদনুসারে বিষ্ণু গরুড়কে নিজের ধ্বজের উপরে স্থান দিলেন। 'এইরূপই হউক' এই কথা বিষ্ণুকে বলিয়া মহাবেগশালী গরুড় নিরতিশয় বেগে বায়ুর সহিত স্পর্দ্ধা সহকারে গমন করিতে লাগিলেন; এই অবস্থায় ইন্দ্র ক্রোধে আসিয়া অমৃতহরণকারী পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড়কে আঘাত করিলেন। তখন যুদ্ধস্থলে কোলাহলের মধ্যে পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় সেইরূপ বজ্রাঘাত হইয়াও সহাস্যমুখে কোমলবাক্যে ইন্দ্রকে বলিলেন—ইন্দ্র! যাঁহার অস্থি দ্বারা এই বজ্রটি নির্মিত হইয়াছে সেই ঋষির সম্মান, এই বজ্রের সম্মান ও তোমার সম্মান রক্ষা করিব; সেই হেতু এই একটি পক্ষ ত্যাগ করিতেছি, এই পক্ষের শেষ তোমরা পাইবে না ॥১৭-২১

তোমার এই বজ্রের প্রহারে আমার কোন পীড়াই হয় নাই—এই কথা বলিয়া তখন পক্ষিরাজ গরুড় একটি পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন ॥২২

গরুড়-পরিত্যক্ত সেই অতি উৎকৃষ্ট পক্ষটি দেখিয়া সকল প্রাণী আনন্দিত হইয়া গরুড়ের সুপর্ণ নাম করিল ॥২৩

সুন্দর পক্ষ দেখিয়া সকলে বলিল অতএব এই গরুড় 'সুপর্ণ নামে অভিহিত হইবেন' (পর্ণ=পক্ষ)। ইন্দ্র সেই অতি আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া এই পক্ষী একটি মহাপ্রাণী হইবে মনে করিয়া বলিলেন— ॥২৪

শক্র উবাচ ।

বলং বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি যৎ তে পরমনুত্তমম্ ।
সখ্যং চানন্তমিচ্ছামি ত্বয়া সহ খগোত্তম ॥২৩॥

হে পক্ষিরাজ! তোমার যত অধিক ও অতি উৎকৃষ্ট বল আছে, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি এবং তোমার সহিত চিরস্থায়ী মিত্রতা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি আস্তীকে সৌপর্ণে
ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৩॥

শ্রীমদ্বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত আস্তীকপর্ব্বে
সৌপর্ণোপাখ্যানে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

[ইন্দ্র-গরুড়য়োর্ম্মৈত্রী, অমৃতং গৃহীত্বা গরুড়স্য নাগানাং সমীপে আগমনম্, মাতৃদাস্যাৎ
বিনতায়া মুক্তিঃ, ইন্দ্রেণ অমৃতাপহরণঞ্চ ।]

গরুড় উবাচ ।

সখ্যং মেঽস্তু ত্বয়া দেব যথেচ্ছসি পুরন্দর ।
বলং তু মম জানীহি মহচ্চাসহ্যমেব চ ॥১॥
কামং নৈতৎ প্রশংসন্তি সন্তঃ স্ববলসংস্তবম্ ।
গুণসংকীর্ত্তনঞ্চাপি স্বয়মেব শতক্রতো (২) ॥২॥
স্বগুণকীর্ত্তনানি পৃষ্টেনাপ্যেব গোপয়েত * ।
বক্তব্যং ন তু বক্তব্যং [illegible] শতক্রতো ! ॥৩॥
সখেতি কৃত্বা তু সখে পৃষ্টো বক্ষ্যাম্যহং ত্বয়া ।
ন হ্যাত্মস্তবসংযুক্তং বক্তব্যমনিমিত্ততঃ ॥৪॥
সপর্ব্বতবনামুর্ব্বীং সসাগরজলামিমাম্ ।
বহে পক্ষেণ বৈ শক্র ত্বামপ্যত্রাবলম্বিনম্ ॥৫॥
সর্ব্বান্ সম্পিণ্ডিতান্ বাপি লোকান্ সস্থাণুজঙ্গমান্ ।
বহেয়মপরিশ্রান্তো বিদ্ধীদং মে মহদ্বলম্ ॥৬॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

[ইন্দ্র ও গরুড়ের মিত্রতা, অমৃত লইয়া গরুড়ের নাগগণের নিকট আগমন, দাসীভাব (দাসত্ব) হইতে বিনতার মুক্তি এবং ইন্দ্র কর্তৃক অমৃত অপহরণ।]

গরুড় বলিলেন—ইন্দ্র! তোমার ইচ্ছানুসারে তোমার সহিত আমার বন্ধুতা হউক; কিন্তু আমার বল মহৎ ও অসহনীয় জানিও ॥১॥

শতক্রতো! সজ্জনগণ নিজের বলের প্রশংসা নিজেই আপনার গুণের কীর্ত্তন করেন না, আর এইরূপ যে গুণ, সে সকলই নিন্দিত হয় ॥২॥

হে পৃথিবীর অধিপতি ইন্দ্র! কেহ জানিতে চাহিলে অবশ্য মুখে নিজগুণের বর্ণনা করার ফল; কিন্তু নিষ্প্রয়োজন নিজের গুণ কখন উচিত নহে ॥৩॥

হে বন্ধু! তুমি আমার সখা ইহা স্থির করিয়া এবং তুমি জানিতে চাহিয়াছ বলিয়া, আমি নিজমুখে নিজবল বলিব; কিন্তু বিনাকারণে আমি নিজের প্রশংসাসূচক বাক্য বলিব না ॥৪॥

ইন্দ্র! আমি আমার পক্ষের দ্বারা পর্ব্বত, বন ও সাগরজলের সহিত এই পৃথিবীকে, এমন কি পৃথিবীর উপরে অবস্থিত তোমাকেও বহন করিতে সমর্থ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী।

[illegible]।— (১) [illegible]।
(২) [illegible]।

* কোন কোন মহাভারতে * চিহ্নিত শ্লোকটি দেখা যায় না।

সৌতিরুবাচ।

ইত্যুক্তবচনং বীরং কিরীটী শ্রীমতাং বরঃ।
আহ শৌনক দেবেন্দ্রঃ সর্ব্বলোকার্চিতঃ প্রভুঃ ॥৭

এবমেব যথাত্থ ত্বং সর্ব্বং সম্ভাব্যতে ত্বয়ি।
সংগৃহ্যতামিদানীং মে সখ্যমত্যন্তমুত্তমম্ ॥৮

ন কার্য্যং যদি সোমেন মম সোমঃ প্রদীয়তাম্।
অস্মাংস্তে হি প্রবাধেয়ুর্যেভ্যো দদ্যাদ্ ভবানিমম্ ॥৯

গরুড় উবাচ।

কিঞ্চিৎ কারণমুদ্দিশ্য সোমোহয়ং নীয়তে ময়া।
ন দাস্যামি সমাদাতুং (১) সোমং কস্মৈচিদপ্যহম্ ॥

যত্রেমং তু সহস্রাক্ষ নিক্ষিপেয়মহং স্বয়ম্।
ত্বমাদায় ততস্তূর্ণং হরেথাস্ত্রিদিবেশ্বর ॥১১

"আরও সকল প্রাণী এবং সমগ্র ত্রিভুবনকে একত্র করিয়া আমি অক্লান্তভাবে বহন করিতে পারি। আমার এইপ্রকার বল রহিয়াছে—তাহা তুমি জানিবে" ॥৬

সৌতি বলিলেন—শৌনক! গরুড় এইরূপ বাক্য বলিলে, কিরীটধারী, শ্রেষ্ঠ শ্রীমান্, সর্ব্বলোকপূজনীয় ও প্রভু দেবরাজ গরুড়কে বলিলেন— ॥৭

"তুমি যাহা যথার্থ বলিতেছ; তোমাতে তাহা সমস্তই সম্ভব এখন তুমি আমার চিরস্থায়ী ও উৎকৃষ্ট বন্ধুত্ব গ্রহণ কর ॥৮

যদি অমৃতদ্বারা তোমার কোন কার্য্য না থাকে, তাহা হইলে আমাকে অমৃত প্রদান কর। কারণ, তুমি যাহাদিগকে অমৃত দিবে, তাহারা যে আমাদিগকে উৎপীড়িত করিবে ইহা সুনিশ্চিত ॥৯

গরুড় বলিলেন—কোন এক কারণবশতঃ আমি এই অমৃত লইয়া যাইতেছি, আমি কাহাকেও এই অমৃত গ্রহণ করিতে দিব না ॥১০

শক্র উবাচ।

বাক্যেনানেন তুষ্টোঽহং যত্ত্বয়োক্তমিহাণ্ডজ।
যদিচ্ছসি বরং মত্তো গৃহাণ খগসত্তম ॥১২

সৌতিরুবাচ।

ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচেদং কদ্রূপুত্রাননুস্মরন্।
স্মৃত্বা চৈবোপধিকৃতং মাতুর্দাস্যনিমিত্ততঃ ॥১৩

গরুড় উবাচ।

ঈশোঽহমপি সর্ব্বস্য করিষ্যামি তু তেঽর্থিতাম্।
ভবেয়ুর্ভুজগাঃ শক্র মম ভক্ষ্যা মহাবলাঃ ॥১৪

সৌতিরুবাচ।

তথেত্যুক্ত্বান্বগচ্ছত্তং ততো দানবসূদনঃ।
দেবদেবং মহাত্মানং যোগিনামীশ্বরং হরিম্ ॥১৫

স চানুমেনে তং চার্থং (২) যথোক্তং গরুড়েন বৈ।
ইদং ভূয়ো বচঃ প্রাহ ভগবাংস্ত্রিদশেশ্বরঃ ॥১৬

স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র! যে স্থানে আমি এই অমৃত স্থাপন করিব, তুমি শীঘ্র সেই স্থান হইতে তখন অমৃত লইয়া যাইবে ॥১১

ইন্দ্র বলিলেন—'পক্ষিরাজ! তোমার কথিত বাক্যে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি; অতএব তুমি আমার নিকট হইতে যেচ্ছানুসারে বর গ্রহণ করিতে পার' ॥১২

সৌতি বলিলেন—ইন্দ্র এইরূপ বলিলে, গরুড় সর্পগণের আচরণ এবং মাতার বিনতার দাসীভাবের কারণ সর্পগণের সেই কপট ব্যবহার স্মরণ করিয়া বলিলেন— ॥১৩

গরুড় বলিলেন—'ইন্দ্র! যদিও আমি নিজেই সমস্ত করিতে সমর্থ, তথাপি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, "মহাবলশালী সর্পগণ আমার ভক্ষ্য হউক"' ॥১৪

সৌতি বলিলেন—'তাহা হইবে'—এই কথা বলিয়া তাহার পর ইন্দ্র দেবদেব মহাত্মা যোগীশ্বর বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলেন ॥১৫

পাঠান্তর।—(১) ন দাস্যামি প্রদাতুং—।

(২) স চান্বমোদত তং চার্থং—।

হরিষ্যামি বিনিক্ষিপ্তং সোমমিত্যনুভাষ্য তম্।
আজগাম ততস্তূর্ণং সুপর্ণো মাতুরন্তিকম্ ॥১৭
বিনয়াবনতো ভূত্বা জননীমিদমব্রবীৎ।
ইদমানীতমমৃতং দেবানাং ভবনান্ময়া।
এতাবতি কিমিতো মাতঃ! করিষ্যামি শুভব্রতে ॥১৮

বিনতোবাচ।

পরিতুষ্টাস্ম্যনেনেহ কর্মণা তব পুত্রক!
অদ্যপ্রভৃতি চৈব ত্বং দেবানাং প্রিয়তো ভব ॥১৯

সৌতিরুবাচ।

অথ সর্পানুবাচেদং সর্বান্ পরমহৃষ্টবৎ।
ইদমানীতমমৃতং নিক্ষেপ্স্যামি কুশেষু বঃ ॥২০

গরুড়ের প্রার্থিত সকল বিষয় বিষ্ণু অনুমোদন করিলেন। তদনন্তর মহর্ষিসমাদৃত দেবরাজ ইন্দ্র পুনরায় বলিলেন—১৬

'গরুড়! তুমি অমৃতটা স্থাপন করিলেই তাহা আমি হরণ করিব'। এই কথা গরুড়কে বলিয়া দেবরাজ গমন করিলেন। তদনন্তর গরুড় সত্বর মাতার নিকট আসিলেন।১৭

গরুড় বিনয়াবনত হইয়া এই কথা বলিলেন—'জননি মা! আমি দেবপুর হইতে এই অমৃত আনয়ন করিয়াছি। ইহার পর আমি কি করিব, উপদেশ দিন'।১৮

বিনতা বলিলেন,—পুত্র! তোমার এই কর্ম্মে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি; তুমি অদ্য হইতে দেবগণের প্রিয় হও।১৯

সৌতি বলিলেন,—অনন্তর গরুড় পরম আহ্লাদিত হইয়া সর্পগণকে এই কথা বলিলেন—সর্পগণ! তোমাদের জন্য এই অমৃত আনীত হইয়াছে, ইহা এখন কুশের উপর স্থাপন করিব।২০

স্নাতা মঙ্গলসংযুক্তাস্ততঃ প্রাশ্নীত পন্নগাঃ।
ভবদ্ভিরিদমাসীনৈর্যদুক্তং তদ্বচস্তদা ॥২১
অদাসী চৈব মাতেয়মদ্যপ্রভৃতি চাস্তু মে।
যথোক্তং ভবতামেতদ্বচো মে প্রতিপাদিতম্ ॥২২
ততঃ স্নাতুং গতাঃ সর্পাঃ প্রত্যুক্ত্বা তং তথেত্যুত।
শক্রোঽপ্যমৃতমাক্ষিপ্য জগাম ত্রিদিবং পুনঃ ॥২৩
অথাগতাস্তমুদ্দেশং সর্পাঃ সোমার্থিনস্তদা।
স্নাতাশ্চ কৃতজপ্যাশ্চ প্রহৃষ্টাঃ কৃতমঙ্গলাঃ ॥২৪
পরস্পরকৃতক্ষেপাঃ সোমপ্রাশনকাঙ্ক্ষিণঃ।
অহং পূর্বমহং পূর্বমিত্যুক্ত্বা তে সমাদ্রবন্ ॥২৫

সর্পগণ! তোমরা স্নানান্তে মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি শরীরে লেপন করিয়া এই অমৃত ভোজন কর। সেই সময়ে তোমরা বসিয়া যে কথা বলিয়াছিলে তাহা এখন কার্য্যে সত্য হইল।২১

আমার মাতা আজ হইতে তোমাদের [illegible] দাসীবৃত্তি হইতে মুক্তিলাভ করুন। তোমরা আমাকে যাহা বলিয়াছিলে, আমি তাহা করিয়াছি।২২

তাহার পর সর্পগণ 'তাহা হউক' এই কথা গরুড়কে বলিয়া স্নান করিতে গেল। ইন্দ্রও আসিয়া অমৃতভাণ্ডটি লইয়া পুনরায় স্বর্গে গমন করিলেন।২৩

অনন্তর সর্পগণ স্নানান্তে জপ ও মঙ্গলাচার সমাপন করিয়া অমৃতপান করিবার জন্য আনন্দমনে সেই স্থানে আসিলেন।২৪

তাহারা অমৃতভোজন বিষয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত হইয়া 'আমি আগে' 'আমি আগে' এই কথা বলিয়া অমৃতের নিকট গেল।২৫

---

* কোন কোন পুস্তকে ১৮।১৯ শ্লোক দুইটি দেখা যায় না।

পক্ষীন্দ্রেণামৃতং চাপি স্থাপিতং কুশসংস্তরে ।
তদ্ বিজ্ঞায় হৃতং সর্পাঃ প্রতিমায়াকৃতঞ্চ তৎ ।
সোমস্থানমিদঞ্চেতি দর্ভাংস্তে লিলিহুস্তদা ॥২৬

ততো দ্বিধা কৃতা জিহ্বাঃ সর্পাণাং তেন কর্ম্মণা ।
অভবংশ্চামৃতস্পর্শাদ্ দর্ভাস্তেঽথ পবিত্রিণঃ ॥২৭

এবং তদমৃতং তেন হৃতমাহৃতমেব চ ।
দ্বিজিহ্বাশ্চ কৃতাঃ সর্পা গরুড়েন মহাত্মনা ॥২৮

ততঃ সুপর্ণঃ পরমপ্রহৃষ্টবান্
বিহৃত্য মাত্রা সহ তত্র কাননে ।
ভুজঙ্গভক্ষঃ পরমার্চিতঃ খগৈ-
রহীনকীর্ত্তির্বিনতামনন্দয়ৎ ॥২৯

ইমাং কথাং যঃ শৃণুয়ান্নরঃ সদা
পঠেত বা দ্বিজজনমুখ্যসংসদি ।
অসংশয়ং ত্রিদিবমিয়াৎ স পুণ্যভাক্
মহাত্মনঃ পতগপতেঃ প্রকীর্ত্তনাৎ ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি আস্তীকে সৌপর্ণে
চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

যে কুশসমূহের উপর গরুড় কর্ত্তৃক অমৃতভাণ্ড স্থাপিত হইয়াছিল, তথা হইতে কেহ ছলে সেই অমৃতভাণ্ড হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে এই বিষয় সর্পগণ জানিতে পারিয়া, এই কুশের উপরেই অমৃতভাণ্ড ছিল ইহা চিন্তা করিয়া তাহারা সেই কুশসমূহ লেহন করিতে লাগিল।২৬

কুশলেহন করায় সর্পগণের জিহ্বা কুশের ধারে দুই দুই ভাগে বিভক্ত হইল এবং অতি পবিত্র অমৃতের স্পর্শে কুশের নাম 'পবিত্র' হইল।২৭

মহাত্মা গরুড় এই প্রকারে স্বর্গ হইতে অমৃত আনয়ন করিয়াছিলেন ও সেই অমৃত সর্পগণের নিকট আনয়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই জন্য সর্পগণের জিহ্বা বিখণ্ডিত হইয়াছিল।২৮

তাহার পর গরুড় অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সেই বনে মাতার সহিত সুখে থাকিয়া তাঁহাকে আনন্দিত করিয়াছিলেন; সেই সময়ে সর্পই গরুড়ের খাদ্য ছিল, অপর পক্ষিগণ তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান দিত এবং দেবগণের কার্য্য করায় তাঁহার কীর্ত্তি বিখ্যাত হইয়াছিল।২৯

যে মনুষ্য এই কথা শ্রবণ করে অথবা ব্রাহ্মণসভায় পাঠ করে, তাহাতে মহাত্মা গরুড়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করায় সেই মনুষ্য পুণ্যবান্ হইয়া নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ করিতে পারে।৩০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত আস্তীকপর্ব্বে
সৌপর্ণবিষয়ক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

[প্রধানসর্পাণাং নাম।]

শৌনক উবাচ।

ভুজঙ্গমানাং শাপস্য মাত্রা চৈব সুতেন চ।
বিনতায়াস্ত্বয়া প্রোক্তং কারণং সূতনন্দন ॥১
বরপ্রদানং ভর্ত্রা চ কদ্রূবিনতয়োস্তথা।
নামনী চৈব তে প্রোক্তে পক্ষিণোর্বৈনতেয়য়োঃ ॥২
পন্নগানাং তু নামানি ন কীর্ত্তয়সি সূতজ।
প্রাধান্যেনাপি নামানি শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্ ॥৩

সৌতিরুবাচ

বহুত্বান্নামধেয়ানি পন্নগানাং তপোধন।
ন কীর্ত্তয়িষ্যে সর্ব্বাণি প্রাধান্যেন তু মে শৃণু ॥৪
শেষঃ প্রথমতো জাতো বাসুকিস্তদনন্তরম্।
ঐরাবতস্তক্ষকশ্চ কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ ॥৫
কালিয়ো মণিনাগশ্চ নাগশ্চাপূরণস্তথা।
নাগস্তথা পিঞ্জরক এলাপত্রোঽথ বামনঃ ॥৬
নীলানীলৌ তথা নাগৌ কল্মাষ-শবলৌ তথা।
আর্য্যকশ্চোগ্রকশ্চৈব নাগঃ কলশপোতকঃ ॥৭
সুমনাখ্যো দধিমুখস্তথা বিমলপিণ্ডকঃ।
আপ্তঃ কর্কোটকশ্চৈব শঙ্খো বালিশিখস্তথা ॥৮
নিষ্টানকো হেমগুহো নহুষঃ পিঙ্গলস্তথা।
বাহ্যকর্ণো হস্তিপদস্তথা মুদ্গরপিণ্ডকঃ ॥৯
কম্বলাশ্বতরৌ চাপি নাগঃ কালীয়কস্তথা।
বৃত্তসম্বর্ত্তকৌ নাগৌ দ্বৌ চ পদ্মাবিতি শ্রুতৌ ॥১০
নাগঃ শঙ্খমুখশ্চৈব তথা কুষ্মাণ্ডকোঽপরঃ।
ক্ষেমকশ্চ তথা নাগো নাগঃ পিণ্ডারকস্তথা ॥১১
করবীরঃ পুষ্পদংষ্ট্রো বিল্বকো বিল্বপাণ্ডুরঃ।
মূষকাদঃ শঙ্খশিরাঃ পূর্ণভদ্রো হরিদ্রকঃ ॥১২
অপরাজিতো জ্যোতিকশ্চ পন্নগঃ শ্রীবহস্তথা।
কৌরব্যো ধৃতরাষ্ট্রশ্চ শঙ্খপিণ্ডশ্চ বীর্য্যবান্ ॥১৩
বিরজাশ্চ সুবাহুশ্চ শালিপিণ্ডশ্চ বীর্য্যবান্।
হস্তিপিণ্ডঃ পিঠরকঃ সুমুখঃ কৌণপাশনঃ ॥১৪
কুঠরঃ কুঞ্জরশ্চৈব তথা নাগঃ প্রভাকরঃ।
কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ তিত্তিরির্হলিকস্তথা ॥১৫

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

[প্রধান সর্পদের নাম।]

শৌনক বলিলেন—হে সূতপুত্র! মাতা কদ্রু কর্তৃক সর্পদের প্রতি প্রদত্ত শাপের কারণ এবং পুত্র অরুণ কর্তৃক মাতা বিনতার প্রতি প্রদত্ত শাপের কারণও তুমি বলিয়াছ ॥১

আর কদ্রু ও বিনতাকে তাঁহাদের পতি কশ্যপ কর্তৃক বরপ্রদানের বৃত্তান্ত এবং বিনতার পুত্র পক্ষী দুইটির নাম দুইটিও তুমি বলিয়াছ ॥২

কিন্তু সৌতি! তুমি এখনও সর্পদের নাম কীর্তন করিতেছ না; অতএব আমরা মুখ্য মুখ্য সর্পদের নাম শুনিতে ইচ্ছা করি ॥৩

সৌতি বলিলেন—হে তপোধন! সর্পদের সংখ্যা বহুতর হওয়ায় আমি সকলের নাম বলিতে অক্ষম; যাহারা প্রধান তাহাদের নাম বলিতেছি শুনুন ॥৪

কদ্রু হইতে প্রথমে শেষ জন্মগ্রহণ করেন, তদনন্তর বাসুকি, তদনন্তর ঐরাবত, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, কালিয়, মণিনাগ, অপূরণ, পিঞ্জরক, এলাপত্র, বামন, নীল, অনীল, কল্মাষ, শবল, আর্য্যক, উগ্রক, কলশপোতক, সুমনা, দধিমুখ, বিমলপিণ্ডক, আপ্ত, কর্কোটক, শঙ্খ, বালিশিখ, নিষ্টানক, হেমগুহ, নহুষ, পিঙ্গল, বাহ্যকর্ণ, হস্তিপদ, মুদ্গরপিণ্ডক,

কর্দ্দমশ্চ মহানাগো নাগশ্চ বহুমূলকঃ।
কর্করাকর্করৌ নাগৌ কুণ্ডোদর-মহোদরৌ ॥১৬

এতে প্রাধান্যতো নাগাঃ কীর্ত্তিতা দ্বিজসত্তম।
বহুত্বান্নামধেয়ানামিতরে নানুকীর্ত্তিতাঃ ॥১৭

এতেষাং প্রসবো যশ্চ প্রসবস্য চ সন্ততিঃ।
অসংখ্যেয়েতি মত্বা তান্ ন ব্রবীমি তপোধন ॥১৮

বহূনীহ সহস্রাণি প্রযুতান্যর্ব্বুদানি চ।
অশক্যান্যেব সংখ্যাতুং পন্নগানাং তপোধন ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি আস্তীকে সর্পনামকথনে নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৫

কম্বল, অশ্বতর, কালীয়ক, বৃত্ত, সংবর্ত, পদ্ম নামে খ্যাত দুইটি, শঙ্খমুখ, কুষ্মাণ্ড, ক্ষেমক, পিণ্ডারক, করবীর, পুষ্পদংষ্ট্র, বিল্বক, বিল্বপাণ্ডুর, মূষকাদ, শঙ্খশিরা, পূর্ণভদ্র, হরিদ্রক, অপরাজিত, জ্যোতিক, শ্রীবহ, কৌরব্য, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খপিণ্ড, বিরজা, সুবাহু, শালিপিণ্ড, হস্তিপিণ্ড, পিঠরক, সুমুখ, কৌণপাশন, কুঠর, কুঞ্জর, প্রভাকর, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, তিত্তিরি, হলিক, কর্দ্দম, বহুমূলক, কর্কর, অকর্কর, কুণ্ডোদর, এবং মহোদর ॥৫-১৬

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! এই প্রধান প্রধান সর্পদের নাম বলিলাম, সর্পদের নাম বহুতর বলিয়া অপরাপর সর্পের নাম বলিলাম না ॥১৭

হে তপোধন ! এই সর্পদের যাহারা সন্তান এবং সেই সন্তানদের যাহারা সন্তান, তাহাদের সংখ্যা করিতে পারা যায় না বলিয়া তাহাদের নাম বলিলাম না ॥১৮

হে শৌনক ! এই জগতে সহস্র সহস্র, অযুত অযুত এবং অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সর্প আছে; তাহাদের সংখ্যা করা অসাধ্য ॥১৯

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকৃত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত আস্তীকপর্ব্বে সর্পনামকথননামক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

[শেষনাগস্য তপস্যা, ব্রহ্মণো বরপ্রাপ্তিঃ, শিরোভিঃ পৃথিবীধারণম্।]

শৌনক উবাচ।
আখ্যাতা ভুজগাস্তাত বীর্য্যবন্তো দুরাসদাঃ।
শাপং তং তেঽভিবিজ্ঞায় কৃতবন্তঃ কিমুত্তরম্ ॥১

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

[শেষনাগের তপস্যা, ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ ও মস্তকসমূহে পৃথিবী ধারণ।]

শৌনক বলিলেন—'বৎস ! তুমি বলশালী ও দুর্দ্ধর্ষ বহু বহু সর্পদের নাম বলিয়াছ। তাহারা মাতৃকৃত শাপের সংবাদ জানিয়া পরে কি করিল, এখন তাহা বল ॥১

সৌতিরুবাচ।

দেবো নু অভবদ্ বিপ্রঃ শ্রেষ্ঠস্তাত মহাযশাঃ।
উগ্রং তপঃ সমাস্থায় বায়ুভক্ষো জলাশনঃ ॥২
বহুকালমনাহারো ধর্মাত্মা অপোভুজঃ।
গোকর্ণে পুষ্করারণ্যে তথা হিমবতস্তটে ॥৩
তেষু তেষু চ পুণ্যেষু তীর্থেষ্বায়তনেষু চ।
একান্তশীলো নিয়তঃ সততং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৪
তপ্যমানং তপো ঘোরং তং দদর্শ দিবৌকসঃ।
শুষ্কস্নায়ু-ত্বক্-স্নায়ুং অস্থিচর্মাবৃতং মুনিম্ ॥৫
জটাধরং মহাতেজং কৌপীনবসনং স্থিতম্।
কিমিদং কুরুষে দেব প্রসন্নাঃ স্মো বরং বৃণু ॥৬
ক্ব হি তীব্রেণ তপসা প্রাপ্তুমিচ্ছসি সুব্রত।
ব্রূহি কামং যং দেব দেহে হৃদি ব্যবস্থিতঃ ॥৭

সৌতি বলিলেন—ব্রাহ্মণের মধ্যে মহামতি ও মহাযশস্বী দেবনামা ব্রাহ্মণ আহার ত্যাগ করিয়া বায়ু-ভোজী ও জলাহারী হইয়া উগ্র তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥২

বহুকাল অনাহারী, ধর্মাত্মা, গোকর্ণতীর্থে, পুষ্কর ও হিমালয় পর্বতে থাকিয়া দেব তপস্যায় রত হইলেন ॥৩

সেই সেই পুণ্যতীর্থে এবং দেবতাস্থানে তিনি একান্তশীল, যতী ও সর্বদা জিতেন্দ্রিয় থাকিতেন ॥৪

ঘোর তপস্যায় রত থাকা অবস্থায় দেবতারা তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন; তাঁহার শরীরের অস্থি, চর্ম ও স্নায়ু শুষ্ক হইয়াছে, তাঁহার মস্তকে জটা, পরিধানে কৌপীন; তখন তিনি একজন মুনি ॥৫

তদনন্তর দেবগণ তপস্যাতে রত দেবকে আসিয়া বলিলেন—দেবনাথ! তুমি এ কি করিতেছ, [illegible] বর [illegible] ॥৬

দেব উবাচ।

সোদর্য্যা মম সর্বে হি ভ্রাতরো [illegible]।
মম বৈরিণঃ সর্বে [illegible] ॥৮
অভ্যসূয়ি সততং পরস্পরবিরোধিনঃ।
অতোঽহং [illegible] ॥৯
ন বর্তন্তি মহাবাহো সততং পিতৃবাক্যকে।
অস্মাকং চাপরো ভ্রাতা বৈশ্বানরোঽতিবল্লভঃ ॥১০
তং বিদ্বিষন্তি সততং ন চাপি সমবর্তিনঃ।
মাতাপিত্রোর্ন পিতুঃ ভক্তাস্তু মহাত্মনঃ ॥১১
সোঽহং তৈঃ সহ বাসায় নোৎসহামি কদাচন।
কথং মে [illegible] ন বৈরং স্যাৎ সহ শত্রুভিঃ ॥
এবং বাদিনং দেবং পিতামহ উবাচ হ।
তাবদ্ধি দেব সর্বেষাং ভ্রাতৃণাং তে বিরোধিনাম্ ॥১২

হে বিপ্রাগ্র্য দেব; তুমি তীব্র তপস্যা করিয়া দেবগণকে সন্তুষ্ট করিয়াছ; তোমার হৃদয়ে কি কামনা আছে তাহা আমাদের বল ॥৭

দেব বলিলেন—আমার সহোদর ভ্রাতারা সকলেই দুর্বৃত্ত; সেইজন্য তাহাদের সহিত একত্র বাস করিতে আমার ইচ্ছা নাই; আপনারা সে বিষয়ে অনুমতি দিন ॥৮

তাহারা সকল ভাই পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত; সেইজন্য তাহাদিগকে যেন না দেখিতে হয় ইহা ভাবিয়া আমি এই তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছি। আর তাহারা সর্বদাই হিংসাকারী ও তাঁহারা পূজ্য ব্যক্তির অপ্রিয়। বৈশ্বানরনামে প্রাণাধিক একটি পক্ষী আমাদের আর এক ভ্রাতা ॥১০

তাহারা সেই বৈশ্বানরকে সর্বদা হিংসা করে; কিন্তু বৈশ্বানর পিতা মাতা [illegible] [illegible]

মাতুশ্চাপ্যপরাধাদ্ বৈ ভ্রাতৄণাং তে মহদ্ ভয়ম্।
কৃতোঽত্র পরিহারশ্চ পূর্বমেব ভুজঙ্গম ॥১৪

ভ্রাতৄণাং তব সর্বেষাং ন শোকং কর্তুমর্হসি।
বৃণীষ্ব চ বরং মত্তঃ শেষ যৎ তেঽভিকাঙ্ক্ষিতম্ ॥১৫

দাস্যামি হি বরং তেঽদ্য প্রীতির্মে পরমা ত্বয়ি।
দিষ্ট্যা বুদ্ধিশ্চ তে ধর্মে নিবিষ্টা পন্নগোত্তম।
ভূয়ো ভূয়শ্চ তে বুদ্ধির্ধর্মে ভবতু সুস্থিরা ॥১৬

শেষ উবাচ।

এষ এব বরো দেব কাঙ্ক্ষিতো মে পিতামহ।
ধর্মে মে রমতাং বুদ্ধিঃ শমে তপসি চেশ্বর ॥১৭

ব্রহ্মোবাচ।

প্রীতোঽস্ম্যনেন তে শেষ দমেন চ শমেন চ।
ত্বয়া ত্বিদং বচঃ কার্যং মন্নিয়োগাৎ প্রজাহিতম্ ॥১৮

ইমাং মহীং শৈল-বনোপপন্নাং
সসাগর-গ্রাম-বিহারপত্তনাম্।
ত্বং শেষ সম্যক্ চলিতাং যথাবৎ
সংগৃহ্য তিষ্ঠস্ব যথাচলা স্যাৎ ॥১৯

শেষ উবাচ।

যথাহ দেবো বরদঃ প্রজাপতি-
র্মহীপতির্ভূতপতির্জগৎপতিঃ।
তথা মহীং ধারয়িতাস্মি নিশ্চলাং
প্রযচ্ছ তাং মে শিরসি প্রজাপতে ॥২০

আমাদের অসংখ্য সহোদর।১১

তাহাদের মরণের পরেও পরলোকেও আমার যেন সঙ্গ না হয়, ইহা চিন্তা করিয়া আমি তপস্যায় নিরত হইয়াছি এবং তপস্যা করিয়াই আমি দেহত্যাগ করিব।১২

শেষনাগ এই কথা বলিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—শেষ! আমি তোমার সকল ভ্রাতার ব্যবহার জানি।১৩

মাতার নিকট অপরাধী হওয়ায় তোমার ভ্রাতাদের মহাবিপদই মহৎ ভয় ঘটিবে। এবিষয়ে আমি পূর্বেই প্রতিবিধানের উপায় করিয়া রাখিয়াছি।১৪

অতএব তোমার ভ্রাতাদের জন্য তুমি শোক করিও না। তোমার ইচ্ছানুসারে তুমি আমার নিকটে বর গ্রহণ কর।১৫

আমি আজ তোমাকে বরদান করিব, কারণ তোমার প্রতি আমি পরম প্রীত হইয়াছি। হে সর্পশ্রেষ্ঠ! সৌভাগ্যবশতঃ তোমার বুদ্ধি ধর্মে নিবিষ্ট হইয়াছে; অতএব তোমার বুদ্ধি সুস্থির ও স্থিরতর থাকুক।১৬

শেষনাগ বলিলেন—'হে পিতামহ দেব! হে ঈশ্বর! এই বরই আমি আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম। আপনার বরে আমার বুদ্ধি যেন ধর্মে, শমগুণে ও তপস্যায় নিরত থাকে'।১৭

ব্রহ্মা বলিলেন—শেষ! তোমার এই বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহে আমি প্রীত হইয়াছি; আমার আদেশে প্রজাদের জন্য তুমি আমার বাক্যানুসারে এই কার্য কর।১৮

অনন্ত! পর্বত, বন, সমুদ্র, গ্রাম, নগর ও লোকালয় প্রভৃতি সমেত এই পৃথিবী এখন চলিত হইয়া রহিয়াছে। তুমি ইহাকে যথানিয়মে ধারণ করিয়া অবস্থান কর, যাহাতে এই পৃথিবী নিশ্চল স্থির হইয়া থাকে।১৯

অনন্ত বলিলেন—'হে প্রজাপতি! আপনি দেবতা, বরদ, প্রজাপতি, পৃথিবীপতি, প্রাণিগণের পতি এবং জগতের পতি; অতএব আপনার

ব্রহ্মোবাচ।

অধো মহীং গচ্ছ ভুজঙ্গমোত্তম
স্বয়ং তবৈষা বিবরং প্রদাস্যতি।
ইমাং ধরাং ধারয়তা ত্বয়া হি মে
মহৎ প্রিয়ং শেষ কৃতং ভবিষ্যতি ॥২১

সৌতিরুবাচ।

তথৈব কৃত্বা বিবরং প্রবিশ্য স
প্রভুর্ভুবো ভুজগবরাগ্রজঃ স্থিতঃ।
বিভর্তি দেবীং শিরসা মহীমিমাং
সমুদ্রনেমিং পরিগৃহ্য সর্বতঃ ॥২২

ব্রহ্মোবাচ।

শেষোঽসি নাগোত্তম ধর্মদেবো
মহীমিমাং ধারয়সে যদেকঃ।
অনন্তভোগৈঃ পরিগৃহ্য সর্বাং
যথাহমেবং বলভিদ্ যথা বা ॥২৩

সৌতিরুবাচ।

অধো ভূমেবসত্যেবং নাগোঽনন্তঃ প্রতাপবান্।
ধারয়ন্ বসুধামেকঃ শাসনাদ্ ব্রহ্মণো বিভুঃ ॥২৪

সুপর্ণঞ্চ সখায়ং বৈ ভগবানমরোত্তমঃ।
প্রাদাদনন্তায় তদা বৈনতেয়ং পিতামহঃ ॥২৫

অনন্তে চ প্রযাতে তু বাসুকিঃ স মহাবলঃ।
অভ্যষিচ্যত নাগৈস্তু দৈবতৈরিব বাসবঃ ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি আস্তীকে শেষবৃত্তকথনে
ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৬

আদেশানুসারে আমি নিশ্চলভাবে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া থাকিব; এখন পৃথিবীর নিম্নে যাইবার জন্য আমাকে ছিদ্রপথ দিন’ ॥২০

ব্রহ্মা বলিলেন—‘সর্পশ্রেষ্ঠ শেষ! পৃথিবীর নিম্নে যাইবার জন্য তুমি উদ্যত হও, পৃথিবী নিজেই তোমাকে ছিদ্রপথ দিবেন। তুমি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া থাকিলে তাহাতে আমার অত্যন্ত প্রিয়কার্য্য করা হইবে’ ॥২১

সৌতি বলিলেন—তখন সর্পদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাবলশালী শেষনাগ ব্রহ্মার বাক্যানুসারে পৃথিবীর সেই ছিদ্রপথ দিয়া সেই পথে প্রবেশ করিলেন এবং পাতালে অবস্থান করিয়া সমুদ্রবেষ্টিত এই পৃথিবীকে নিজ মস্তকে সর্বতোভাবে ধারণ করিতে লাগিলেন ॥২২

ব্রহ্মা বলিলেন—‘নাগশ্রেষ্ঠ! যেমন আমি অথবা ইন্দ্র, তেমন তুমিও অনন্ত ফণা দ্বারা যখন একাকীই পৃথিবীর নীচে সমস্ত অবয়ব অবলম্বন করিয়া পৃথিবীকে ধারণ করিলে, তখন তুমি ধর্মদেব হইলে’ ॥২৩

সৌতি বলিলেন—মহাপ্রতাপশালী ও উদ্যোগী অনন্তনাগ ব্রহ্মার আদেশে একাকীই তখন এইভাবে পৃথিবী ধারণ করিয়া সেই অবস্থায় পাতালে বাস করিতে লাগিলেন ॥২৪

তখন সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ব্রহ্মা বিনতানন্দন গরুড়কে অনন্তনাগের সাহায্যকারী করিয়া দিলেন ॥২৫

পৃথিবীধারণের জন্য অনন্তনাগ পাতালে গমন করিলে, পূর্বে যেমন দেবগণ কর্তৃক ইন্দ্র স্বর্গরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তেমন নাগগণ কর্তৃক মহাবলশালী বাসুকি নাগরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন ॥২৬

শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত আস্তীকপর্বে
শেষবৃত্তবিষয়ক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

[মাতুঃ শাপবিষয়ে বাসুক্যাদিনাগানাং পারস্পরিক-পরামর্শঃ।]

সৌতিরুবাচ।

মাতুঃ সকাশাৎ তং শাপং শ্রুত্বা বৈ পন্নগোত্তমঃ।
বাসুকিশ্চিন্তয়ামাস শাপোঽয়ং ন ভবেৎ কথম্॥১
ততঃ স মন্ত্রয়ামাস ভ্রাতৃভিঃ সহ সর্বশঃ।
ঐরাবতপ্রভৃতিভিঃ সর্বধর্মপরায়ণৈঃ॥২

বাসুকিরুবাচ।

অয়ং শাপো যথোদ্দিষ্টো বিদিতং বস্তথানঘাঃ।
তস্য শাপস্য মোক্ষার্থং মন্ত্রয়িত্বা যতামহে॥৩
সর্বেষামেব শাপানাং প্রতিঘাতো হি বিদ্যতে।
ন তু মাত্রাভিশপ্তানাং মোক্ষঃ ক্বচন বিদ্যতে॥৪
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য সত্যস্য চ তথাগ্রতঃ।
শপ্তা ইত্যেব মে শ্রুত্বা জায়তে হৃদি বেপথুঃ॥৫

ধ্রুবং সর্ববিনাশোঽয়মস্মাকং সমুপাগতঃ।
ন হ্যেনাং সোঽব্যয়ো দেবঃ শপন্তীং প্রত্যষেধয়ৎ॥৬

তস্মাৎ সম্মন্ত্রয়ামোঽত্র ভুজগানামনাময়ম্।
যথা ভবেদ্ধি সর্বেষাং মা নঃ কালোঽত্যগাদয়ম্॥৭

সর্ব এব হি নস্তাবদ্বুদ্ধিমন্তো বিচক্ষণাঃ।
অপি মন্ত্রয়মাণা হি হেতুং পশ্যাম মোক্ষণে।
যথা নষ্টং পুরা দেব গূঢ়মগ্নিং গুহাগতম্॥৮

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

(মাতার শাপবিষয়ে বাসুক্যাদি সর্পগণের পরস্পরপরামর্শ।)

সৌতি বলিলেন—মাতার নিকট হইতে শাপ শুনিয়াছে বলিয়া সর্পশ্রেষ্ঠ বাসুকি চিন্তা করিলেন যে, এই শাপ কি প্রকার বিফল করা যায়।১

তাহার পর তিনি ঐরাবত প্রভৃতি ধর্মপরায়ণ সকল ভ্রাতার তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া সর্বপ্রকারে পরামর্শ করিলেন।২

বাসুকি বলিলেন,—হে নিষ্পাপ ভ্রাতৃগণ! মাতার শাপের বৃত্তান্ত তোমাদের জানা আছে। এখন আমরা পরামর্শ করিয়া সেই শাপ হইতে মুক্তিলাভের জন্য যত্নবান্ হইব।৩

অন্য সকল শাপের নিবৃত্তির উপায় আছে; কিন্তু যাহারা মাতৃশাপগ্রস্ত, তাহাদের শাপমুক্তির উপায় কখনও নাই।৪

অবিনাশী, অপ্রমেয় ও সত্যস্বরূপ ব্রহ্মার সম্মুখে মা আমাদিগকে অভিশাপ দিয়াছেন, ইহা শুনিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে।৫

আমাদের নিশ্চয়ই সর্বনাশ উপস্থিত। কারণ, মা যখন আমাদিগকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন সেই অবিনাশী দেবতা ব্রহ্মা মাকে নিষেধ করেন নাই।৬

যেরূপে যাহাতে সর্পগণের কুশল হয়, আসুন আমরা সেইরূপ পরামর্শ করিব, আমাদের পরামর্শ করায় সময় যেন অতিক্রান্ত না হয়।৭

আমাদের মধ্যে সকলেই বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ; অতএব পূর্বকালে অগ্নি লীন হইয়া গুহাতে অবস্থিত ও অদৃশ্য থাকিলে দেবতারা মন্ত্রণা করিয়া যেমন দেখিতে পাইয়াছিলেন, আমরাও মন্ত্রণা দ্বারা সেইরূপ মাতৃশাপ হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় দেখিতে পাইব।৮

যথা স যজ্ঞো ন ভবেদ্ যথা বাপি পরাভবঃ।
জনমেজয়স্য সর্পাণাং বিনাশকরণায় বৈ ॥৯

সৌতিরুবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা তু তে সর্বে কাদ্রবেয়াঃ সমাগতাঃ।
সময়ং চক্রিরে তত্র মন্ত্রবুদ্ধিবিশারদাঃ ॥১০

একে তত্রাব্রুবন্ নাগা বয়ং ভূত্বা দ্বিজর্ষভাঃ।
জনমেজয়ং তু ভিক্ষামো যজ্ঞস্তে ন ভবেদিতি ॥১১

অপরে ত্বব্রুবন্ নাগাস্তত্র পণ্ডিতমানিনঃ।
মন্ত্রিণোঽস্য বয়ং সর্বে ভবিষ্যামঃ সুসম্মতাঃ ॥১২

স নঃ প্রক্ষ্যতি সর্বেষু কার্য্যেষ্বর্থবিনিশ্চয়ম্।
তত্র বুদ্ধিং প্রদাস্যামো যথা যজ্ঞো নিবর্ত্স্যতি ॥১৩

স নো বহুমতান্ রাজা বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমতাং বরঃ।
যজ্ঞার্থং প্রক্ষ্যতি ধ্রুবং নেতি বক্ষ্যামহে বয়ম্ ॥১৪

দর্শয়ন্তো বহূন্ দোষান্ প্রেত্য চেহ চ দারুণান্।
হেতুভিঃ কারণৈশ্চৈব যথা যজ্ঞো ভবেন্ন সঃ ॥১৫

অথবা য উপাধ্যায়ঃ ক্রতৌ তস্মিন্ ভবিষ্যতি।
সর্পসত্রবিধানজ্ঞো রাজকার্য্যহিতে রতঃ ॥১৬

তং গত্বা দশতাং কশ্চিদ্ ভুজগঃ স মরিষ্যতি।
তস্মিন্ মৃতে যজ্ঞকারে ক্রতুঃ স ন ভবিষ্যতি ॥১৭

যে চান্যে সর্পসত্রজ্ঞা ভবিষ্যন্ত্যস্য ঋত্বিজঃ।
তাংশ্চ সর্বান্ দশিষ্যামঃ কৃতমেবং ভবিষ্যতি ॥১৮

অপরে ত্বব্রুবন্ নাগা ধর্ম্মাত্মানো দয়ালবঃ।
অবুদ্ধিরেষা ভবতাং ব্রহ্মহত্যা ন শোভনম্ ॥১৯

সর্পসমূহের বিনাশসাধনের জন্য জনমেজয়ের সেই যজ্ঞ যাহাতে না হয় অথবা সেই যজ্ঞ আরম্ভ হইলেও যাহাতে কোনও বিঘ্ন না হয়, আমরা সেইরূপ মন্ত্রণা করিব ॥৯

সৌতি বলিলেন—'তাহাই হউক' বলিয়া তদনন্তর সমবেত সকল মন্ত্রনিপুণ ও বুদ্ধিমান্ সর্পগণ সেই বিষয়ে একমত হইয়া শপথ করিল ॥১০

তাহাদের মধ্যে একদল সর্প বলিল—'আমরা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সাজিয়া, রাজা জনমেজয়ের নিকট গিয়া প্রার্থনা জানাইব, এই যজ্ঞ যেন অনুষ্ঠিত না হয়' ॥১১

পণ্ডিতাভিমানী অপর একদল বলিল—আমরা সকলে জনমেজয় রাজার অত্যন্ত প্রিয় মন্ত্রী হইব ॥১২

রাজা সমস্ত কার্য্যেই আমাদের নিকট প্রয়োজনমতে কর্ত্তব্যবিষয়ে সিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসা করিবেন; তখন আমরা যজ্ঞ না করার জন্যই পরামর্শ দিব ॥১৩

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠ জনমেজয়, তাঁহার অতিপ্রিয়তম মন্ত্রী আমাদিগকে অবশ্যই যজ্ঞের বিষয় প্রশ্ন করিবেন; তখন আমরা বলিব 'যজ্ঞ করা উচিত নহে' ॥১৪

সেই যজ্ঞ না করার উদ্দেশ্যে আমরা যুক্তি ও উদাহরণসমূহের দ্বারা পরলোকে ও ইহলোকে যজ্ঞের বহু দারুণ দোষ প্রদর্শন করিব ॥১৫

অথবা রাজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও সর্পযজ্ঞ-বিধানাভিজ্ঞ যে ব্যক্তি সেই সর্পযজ্ঞে আচার্য্য হইবেন, কোনও সাপ যাইয়া তাঁহাকে দংশন করিলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন এবং যজ্ঞকর্ত্তা আচার্য্যের মৃত্যু হইলে আর সেই যজ্ঞ হইবে না ॥১৬-১৭

জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে অভিজ্ঞ অন্য যাঁহারা পুরোহিত হইবেন, তাঁহাদের সকলকেই আমরা দংশন করিব; তাহাতেই আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে ॥১৮

ধার্ম্মিক ও দয়ালু সর্পগণ বলিল—তোমাদের ইহা দুর্বুদ্ধি। কারণ, ব্রহ্মহত্যা করা উচিত নয় ॥১৯

সম্যক্ সদ্ধর্মমূলা বৈ ব্যসনে শান্তিরুত্তমা ।
অধর্মোত্তরতা নাম কৃৎস্নং ব্যাপাদয়েজ্জগৎ ॥২০

অপরে ত্বব্রুবন্ নাগাঃ সমিদ্ধং জাতবেদসম্ ।
বর্ষৈর্নির্বাপয়িষ্যামো মেঘা ভূত্বা সবিদ্যুতঃ ॥২১

স্রুগ্‌ভাণ্ডং নিশি গত্বা চ অপরে ভুজগোত্তমাঃ ।
প্রমত্তানাং হরন্ত্বাশু বিঘ্ন এবং ভবিষ্যতি ॥২২

যজ্ঞে বা ভুজগাস্তস্মিঞ্ছতশোঽথ সহস্রশঃ ।
জনান্ দশন্তু বৈ সর্বে নৈবং ত্রাসো ভবিষ্যতি ॥২৩

অথবা সংস্কৃতং ভোজ্যং দূষয়ন্তু ভুজঙ্গমাঃ ।
স্বেন মূত্রপুরীষেণ সর্বভোজ্যবিনাশিনা ॥২৪

অপরে ত্বব্রুবংস্তত্র ঋত্বিজোঽস্য ভবামহে ।
যজ্ঞবিঘ্নং করিষ্যামো দীয়তাং দক্ষিণা ইতি ।
বশ্যতাং চ গতোঽসৌ নঃ করিষ্যতি যথেপ্সিতম্ ॥২৫

অপরে ত্বব্রুবংস্তত্র জলে প্রক্রীড়িতং নৃপম্ ।
গৃহমানীয় বধ্নীমঃ ক্রতুরেবং ভবেন্ন সঃ ॥২৬

অপরে ত্বব্রুবংস্তত্র নাগাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ।
দশামস্তং প্রগৃহ্যাশু কৃতমেবং ভবিষ্যতি ।
ছিন্নং মূলমনর্থানাং মৃতে তস্মিন্ ভবিষ্যতি ॥২৭

এষা নো নৈষ্ঠিকী বুদ্ধিঃ সর্বেষামেব সত্তম ।
যথা মন্যসে রাজন্ ক্ষিপ্রং তৎ সংবিধীয়তাম্ ॥২৮

ইত্যুক্ত্বা সমুদৈক্ষন্ত বাসুকিং পন্নগোত্তমম্ ।
বাসুকিশ্চাপি সঞ্চিন্ত্য তানুবাচ ভুজঙ্গমান্ ॥২৯

বিপদ উপস্থিত হইলে সদ্ধর্মমূলক আচরণের দ্বারা বিপদের শান্তি করাই উত্তম পন্থা। কিন্তু অধর্মের উপর নির্ভর করিয়া বিপদের নিবৃত্তি করিলে সমস্ত জগৎ উৎসন্ন হইয়া যাইবে ॥২০

আর একদল সর্প বলিল—আমরা বিদ্যুৎসমেত মেঘ হইয়া বারি বর্ষণ দ্বারা সেই যজ্ঞের প্রজ্বলিত অগ্নি নির্বাপিত করিব ॥২১

যজ্ঞকার্য্যনিরত পুরোহিতগণ যখন রাত্রিকালে প্রমত্ত থাকায় অসাবধান থাকিবেন, সেই সময়ে অপর প্রধান নাগ সেখানে যাইয়া সত্বর যজ্ঞীয় উপকরণ পাত্রসমূহ অপহরণ করিবে; তাহাতে যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটিবে ॥২২

অথবা সর্পগণ সেই যজ্ঞক্ষেত্রে যাইয়া শত শত সহস্র সহস্র লোককে দংশন করিবে; ইহাতে কি জনমেজয় রাজা ভীত হইবেন না? ॥২৩

অথবা সর্পগণ সেখানে যাইয়া সর্ববিধ খাদ্যনাশক আপনাদের নিজ নিজ মূত্র ও বিষ্ঠা দ্বারা খাদ্যাদি পাকদ্রব্যসমূহকে দূষিত করিবে ॥২৪

অপর সর্পগণ বলিল—"আমরা জনমেজয়ের যজ্ঞে পুরোহিত হইব এবং 'আমাদের দক্ষিণা দান করুন' বলিয়া যজ্ঞবিঘ্ন উৎপাদন করিব; তাহাতে জনমেজয় আমাদের বশ হইয়া আমাদের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবেন" ॥২৫

অন্য সর্পগণ বলিল—জনমেজয়ের জলক্রীড়ার সময়ে তাঁহাকে ধরিয়া আমাদের গৃহে আনিয়া বন্ধ করিব। এইরূপ হইলে আর যজ্ঞ হইবে না ॥২৬

পণ্ডিতাভিমানী সর্পগণ বলিল—সত্বর রাজাকে ধরিয়া আমরা দংশন করিব; তাহাতে আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে। কারণ, রাজা জনমেজয় মরণ প্রাপ্ত হইলেই আমাদের অনিষ্টের মূল ছিন্ন হইয়া যাইবে ॥২৭

সর্পরাজ! আমাদের সকলেরই এই স্থির সিদ্ধান্ত। এখন আপনার যাহা অভিমত, সত্বর সেইরূপ কার্য্য করুন ॥২৮

এই কথা বলিয়া সর্পগণ সর্পরাজ বাসুকির মুখের দিকে দৃষ্টি দিল; বাসুকিও চিন্তা করিয়া সর্পগণকে বলিলেন ॥২৯

নৈষা বো নৈষ্ঠিকী বুদ্ধির্মতা কর্তুং ভুজঙ্গমাঃ ।
সর্বেষামেব মে বুদ্ধিঃ পন্নগানাং ন রোচতে ।৩০

কিং ত্বত্র সংবিধাতব্যং ভবতাং যদ্ধিতং ভবেৎ ।
শ্রেয়ঃ প্রসাদনং মন্যে কশ্যপস্য মহাত্মনঃ ।৩১

জ্ঞাতিবর্গস্য সৌহার্দাদাত্মনশ্চ ভুজঙ্গমাঃ ।
ন চ জানাতি মে বুদ্ধিঃ কিঞ্চিৎ কর্তুং বচো হি বঃ ।৩২

সর্পগণ! তোমাদের এরূপ সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্য্য করা আমার অভিমত নয়। কারণ, সমস্ত সর্পগণের সকল যুক্তি আমার ভাল বোধ হইতেছে না ।৩০

সর্পগণ! এই বিষয়ে তোমাদের হিতার্থে কি করা কর্তব্য এই প্রশ্ন করিলে আমি মনে করি মহাত্মা কশ্যপকে প্রসন্ন করাই মঙ্গলজনক ।৩১

মযা হীদং বিধাতব্যং ভবতাং যদ্ধিতং ভবেৎ ।
অনেনাহং ভৃশং তপ্যে গুণদোষৌ মদাশ্রয়ৌ ।৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি আস্তীকে বাসুক্যাদিমন্ত্রণে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।৩৭

সর্পগণ! জ্ঞাতিবর্গের প্রতি ও নিজের প্রতি সৌহার্দ্যবশতঃ আমার বুদ্ধি তোমাদের কোন একটি কথানুসারে কার্য্য করিতে পারিবে না ।৩২

তোমাদের যাহা হিতকর আমার তাহাই কর্তব্য। আমি তোমাদের জ্যেষ্ঠ বলিয়া তোমাদের মঙ্গল ও অমঙ্গল আমার উপর নির্ভর করে; সেইজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত ।৩৩

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাসকৃত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত আস্তীকপর্বে বাসুক্যাদিমন্ত্রণাবিষয়ক সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

(জরৎকারুমুনিনা সহ বাসুকি-ভগিনী-জরৎকারুবিবাহনিশ্চয়ঃ ।)

সৌতিরুবাচ ।
সর্পাণাং তু বচঃ শ্রুত্বা সর্বেষামিতি চেতি চ ।
বাসুকেশ্চ বচঃ শ্রুত্বা এলাপত্রোঽব্রবীদিদম্ ।১

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

(জরৎকারুমুনির সহিত বাসুকির ভগিনী জরৎকারুর বিবাহনিশ্চয় ।)

সৌতি বলিলেন—সকল সর্পের সেই সেই বিভিন্ন উক্তি ও বাসুকির কথা শুনিয়া এলাপত্র-নামক এক সর্প এইরূপ বলিল— ।১

প্রাগেব কথিতা বুদ্ধির্ময়ৈষা ভুজগোত্তমাঃ ।
রোচতে যদি বো বুদ্ধিস্তথাপি চ তথা মতে ।২
অদ্য তাবৎ যথাপি বুদ্ধিঃ সমবস্থিতা ।
তাং শৃণুধ্বং প্রবক্ষ্যামি যথাতথ্যেন পন্নগাঃ ।৩

হে সর্পশ্রেষ্ঠগণ! আমি পূর্বেই আমার বুদ্ধির এই পরামর্শ দিয়াছিলাম, যদি তাহা তোমাদের মনে লাগে না; হে নাগগণ! যদি আপনার মনে তাহা বোধ হয়, তাহা হউক; কিন্তু বর্তমানে আমার সেই কথার ফল হইতেছে। হে সর্পগণ!

---

* কোন কোন পুস্তকে ২ এ * শ্লোক এইটি দেখা যায় না।

ন স যজ্ঞো ন ভবিতা ন স রাজা তথাবিধঃ।
জনমেজয়ঃ পাণ্ডবেয়ো যতোঽস্মাকং মহদ্ ভয়ম্ ॥৪

দৈবেনোপহতো রাজন্ যো ভবেদিহ পূরুষঃ।
স দৈবমেবাশ্রয়তে নান্যত্তত্র পরায়ণম্ ॥৫

তদিদং দৈবমস্মাকং ভয়ং পন্নগসত্তমাঃ।
দৈবমেবাশ্রয়ামোঽত্র শৃণুধ্বং চ বচো মম ॥৬

অহং শাপে সমুৎসৃষ্টে সমশ্রৌষং বচস্তদা।
মাতুরুৎসঙ্গমারূঢ়ো ভয়াৎ পন্নগসত্তমাঃ ॥৭

দেবানাং পন্নগশ্রেষ্ঠাস্তীক্ষ্ণাস্তীক্ষ্ণা ইতি প্রভো।
শাপশ্রুত্যাপি [illegible] পন্নগানাম[illegible] ॥৮
কৃপণাঃ পন্নগশ্রেষ্ঠাঃ প্রার্থয়ন্তো পিতামহম্।
পিতামহমুপাগম্য দেবা বচনমব্রুবন্ (১) ॥৯

দেবা ঊচুঃ।

কা হি লব্ধ্বা প্রিয়ান্ পুত্রাঞ্ছপেদেবং পিতামহ।
ঋতে কদ্রূং তীক্ষ্ণরূপাং দেবদেব তবাগ্রতঃ ॥১০
তথেতি চ বচস্তস্যাস্ত্বয়াপ্যুক্তং পিতামহ।
এতদিচ্ছামি বিজ্ঞাতুং (২) কারণং যন্ন বারিতা ॥১১

ব্রহ্মোবাচ।

বহবঃ পন্নগাস্তীক্ষ্ণা ঘোররূপা বিষোল্বণাঃ।
প্রজানাং হিতকামোঽহং ন চ বারিতবাংস্তদা ॥১২
যে দন্দশূকাঃ ক্ষুদ্রাশ্চ পাপাচারা বিষোল্বণাঃ।
তেষাং বিনাশো ভবিতা ন তু যে ধর্মচারিণঃ ॥১৩

আমি তাহা সত্যভাবেই বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর।২-৩

সর্পগণ! সে যজ্ঞটি হইবে না তাহা নয় এবং যাঁহার নিকট হইতে আমাদের জীবন ভয় সম্ভাবিত, সেই পাণ্ডববংশীয় রাজা জনমেজয়ও তেমন বিশেষ নয় যে প্রতারিত হইবেন।৪

মহারাজ! এই জগতে যে ব্যক্তি দৈবের প্রতিকূলতায় বিপন্ন হয়, সে প্রতীকারের জন্য দৈবকেই আশ্রয় করে। কারণ, দৈবকৃত বিপত্তির প্রতীকারের জন্য অন্য কোন উপায় নাই।৫

হে সর্পশ্রেষ্ঠগণ! আমাদের সেই এই দুর্দৈব দৈবকৃত বিপদ হইয়াছে; অতএব এই ব্যাপারে আমরা দৈবকেই আশ্রয় করিব। তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর।৬

হে সর্পশ্রেষ্ঠগণ! হে সর্পরাজ! যখন মা অভিশাপ দিলেন, তখন আমি তাঁহার ক্রোড়ে উঠিয়া ভয়ের সহিত দেবগণের এই কথা শুনিয়াছিলাম। তীক্ষ্ণের স্বভাব অত্যন্ত তীব্র, পুত্রগণকেও শাপ দিতে কুণ্ঠিত হইল না। তাই দেবগণ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া সাধারণভাবে দুঃখার্ত থাকিয়া সকল সর্পগণের হিতাহিত প্রার্থনা করিয়া ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া এই কথা বলিলেন—৭-৯

দেবগণ বলিলেন—"দেবদেব পিতামহ! উগ্রস্বভাবা কদ্রূ ভিন্ন অপর কোন্ স্ত্রী প্রিয় পুত্রগণকে পাইয়া, তাহাদিগকে আপনার সম্মুখে এইরূপ অভিশাপ দেয়।১০

পিতামহ! 'তাহাই হউক' বলিয়া আপনিও তখন সেই অভিশাপ অনুমোদন করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে নিবারণ করিলেন না; ইহার কারণ কি তাহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করি।১১

ব্রহ্মা বলিলেন—বহু সর্পই তীক্ষ্ণ, ঘোর এবং তাহারা সেই উৎকট বিষে উগ্র আকার প্রাণিপীড়ক; অতএব আমি লোকহিতের জন্যই অভিশাপের সময় কদ্রূকে নিবারণ করি নাই।১২

যে সকল সর্প দন্দশূক, ক্ষুদ্র, নীচাশয়, পাপাচারী ও বিষোল্বণ, তাহাদেরই বিনাশ হইবে; কিন্তু যাহারা ধার্মিক তাহাদের বিনাশ হইবে না।১৩

পাঠান্তরম্।—(১) দুঃখার্ত্তানাং মহাদ্যুতে।

(২) ইচ্ছাম এতদ্ বিজ্ঞাতুম্—।

ধর্মিষ্ঠানাঞ্চ ভবিতা মোক্ষস্তেষাং মহাভয়াৎ ।
পন্নগানাং নিবোধধ্বং তস্মিন্ কালে সমাগতে ॥১৪
যাযাবরকুলে ধীমান্ ভবিষ্যতি মহানৃষিঃ ।
জরৎকারুরিতি খ্যাতস্তপস্বী নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥১৫
তস্য পুত্রো জরৎকারোর্ভবিষ্যতি তপোধনঃ ।
আস্তীকো নাম যজ্ঞং স প্রতিষেৎস্যতি তং তদা ।
তত্র মোক্ষ্যন্তি ভুজগা যে ভবিষ্যন্তি ধার্মিকাঃ ॥১৬

দেবা ঊচুঃ ।

স মুনিপ্রবরো ব্রহ্মন্ জরৎকারুর্মহাতপাঃ ।
কস্যাং পুত্রং মহাত্মানং জনয়িষ্যতি বীর্যবান্ ॥১৭

ব্রহ্মোবাচ ।

সনামায়াং সনামা স কন্যায়াং দ্বিজসত্তমঃ ।
অপত্যং বীর্যসম্পন্নং বীর্যবান্ জনয়িষ্যতি ॥১৮
বাসুকেঃ সর্পরাজস্য জরৎকারুঃ স্বসা কিল ।
স তস্যাং ভবিতা পুত্রঃ শাপান্নাগাংশ্চ মোক্ষ্যতি ॥১৯

এলাপত্র উবাচ ।

এবমস্ত্বিতি তং দেবাঃ পিতামহমথাব্রুবন্ ।
উক্ত্বৈবং বচনং দেবান্ বিরিঞ্চিস্ত্রিদিবং যযৌ ॥২০
সোঽহমেবং প্রপশ্যামি বাসুকে ভগিনীং তব ।
জরৎকারুরিতি খ্যাতাং তাং তস্মৈ প্রতিপাদয় ॥২১
ভৈক্ষবদ্ ভিক্ষমাণায় নাগানাং ভয়শান্তয়ে ।
ঋষয়ে সুব্রতায়ৈনামেষ মোক্ষঃ শ্রুতো ময়া ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি আস্তীকে এলাপত্রবাক্যে অষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৮

সর্পবংশের নাশ সমাগত হইলে, সেই মহাভয় হইতে ধার্মিক সর্পগণের যেরূপ মুক্তি হইবে, তাহা তোমরা শ্রবণ কর ॥১৪

যাযাবরবংশে বিখ্যাত এক বিদ্বান্, তপস্বী ও জিতেন্দ্রিয় ঋষি জরৎকারুনামে জন্মগ্রহণ করিবেন ॥১৫

সেই জরৎকারু আস্তীকনামে একটি তপস্যা-পরায়ণ পুত্র জন্মাইবেন, তিনি তখন সেই সর্পযজ্ঞ নিবৃত্ত করিবেন। যে সকল সর্প ধার্মিক হইবে, তাহারাই মুক্ত হইবে ॥১৬

দেবগণ বলিলেন—'ব্রহ্মন্ ! বলশালী, মহাতপস্বী ও মুনিশ্রেষ্ঠ সেই জরৎকারু কোন্ রমণীর গর্ভে সেই মহাত্মা পুত্রকে উৎপাদন করিবেন' ॥১৭

ব্রহ্মা বলিলেন—শক্তিশালী দ্বিজশ্রেষ্ঠ সেই জরৎকারু নিজের সমান নামধারিণী সমান কন্যার গর্ভে শক্তিসম্পন্ন পুত্র উৎপাদন করিবেন ॥১৮

সর্পরাজ বাসুকির জরৎকারু নাম্নী একটি ভগিনী আছেন, তাঁহার গর্ভে আস্তীকনামে সেই পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্রই সর্পগণকে মাতৃশাপ হইতে মুক্তি দিবে ॥১৯

এলাপত্র বলিল—তখন দেবগণ ব্রহ্মাকে বলিলেন—'এইরূপ হউক'; ব্রহ্মাও দেবগণকে এই সকল কথা বলিয়া নিজলোকে গমন করিলেন ॥২০

সর্পরাজ ! আমার মতে জরৎকারুনাম্নী আপনার ভগিনী আছেন এবং ঋষি যদি জরৎকারু ভিক্ষার দ্রব্যের ন্যায় কন্যা ভিক্ষা করিবেন; তাহা হইলে সর্পগণের ভয়নিবৃত্তির জন্য আপনি আপনার ভগিনী জরৎকারুকে ঋষি জরৎকারুর হস্তে প্রদান করিবেন; আমি শুনিয়াছিলাম, ইহাই মাতৃশাপ হইতে সর্পগণের মুক্তিলাভের উপায় হইবে ॥২১-২২

---

* কোন কোন আদর্শপুস্তকে এই স্থলে নিম্নলিখিত পাঠ দেখা যায়,—

ব্রহ্মোবাচ ।

[illegible] ।
[illegible] ।

এলাপত্র উবাচ ।

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত আস্তীকপর্বে
এলাপত্রবাক্যবিষয়ক অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[ব্রহ্মণ আজ্ঞয়া জরৎকারুমুনিনা সহ বাসুকিভগিন্যা বিবাহায় বাসুকেরুদ্যোগঃ ।]

সৌতিরুবাচ ।

এলাপত্রবচঃ শ্রুত্বা তে নাগা দ্বিজসত্তম ।
সর্বে প্রহৃষ্টমনসঃ সাধু সাধ্বিত্যথাব্রুবন্ ॥১
ততঃ প্রভৃতি তাং কন্যাং বাসুকিঃ পর্যরক্ষত ।
জরৎকারুং স্বসারং বৈ পরং হর্ষমবাপ চ ॥২
ততো নাতিমহান্ কালঃ সমতীত ইবাভবৎ ।
অথ দেবাসুরাঃ সর্বে মমন্থুর্বরুণালয়ম্ ॥৩
তত্র নেত্রমভূন্নাগো বাসুকির্বলিনাং বরঃ ।
সমাপ্যৈব চ তৎ কর্ম পিতামহমুপাগমৎ (১) ॥৪
দেবা বাসুকিনা সার্ধং পিতামহমথাব্রুবন্ ।
ভগবন্ শাপভীতোঽয়ং বাসুকিস্তপ্যতে ভৃশম্ ॥৫
তস্যেদং মানসং শল্যং সমুদ্ধর্তুং ত্বমর্হসি ।
জনন্যাঃ শাপজং দেব জ্ঞাতীনাং হিতমিচ্ছতঃ ॥৬
হিতো হ্যয়ং সদাস্মাকং প্রিয়কারী চ নাগরাট্ ।
প্রসাদং কুরু দেবেশ শময়াস্য মনোজ্বরম্ ॥৭

ব্রহ্মোবাচ ।

ময়ৈব তদ্ বিতীর্ণং (১) বৈ বচনং মনসামরাঃ ।
এলাপত্রেণ নাগেন যদস্যাভিহিতং পুরা ॥৮
তৎ করোত্বেষ নাগেন্দ্রঃ প্রাপ্তকালং বচো মহৎ ।
বিনশিষ্যন্তি যে পাপা ন তু যে ধর্মচারিণঃ ॥৯
উৎপন্নঃ স চ বিপ্রোঽসৌ তপস্যুগ্রে রতঃ প্রভুঃ ।
তস্যৈষ ভগিনীং কালে জরৎকারুং প্রযচ্ছতু ॥১০

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়

[ব্রহ্মার আজ্ঞায় জরৎকারুমুনির সহিত স্বীয় ভগিনীর বিবাহের জন্য বাসুকির উদ্যোগ ।]

সৌতি বলিলেন—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! এলাপত্রের কথা শুনিয়া সকল সর্পই আনন্দ মনে 'সাধু সাধু' বলিয়া তাহাকে প্রশংসা করিল ॥১

সেই সময় হইতে বাসুকি নিজ ভগিনী কুমারী জরৎকারুকে সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং পরম আনন্দ লাভ করিলেন ॥২

অনন্তর কিছু দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইল। তখন দেবগণ ও অসুরগণ সমুদ্র মন্থন করিলেন ॥৩

সেই সমুদ্রমন্থনে মহাবলশালী বাসুকিনাগ মন্থনরজ্জু হইয়াছিলেন। অনন্তর বাসুকি সমুদ্রমন্থনকার্য সমাপ্ত করিয়াই ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৪

তখন দেবগণ বাসুকিনাগকে লইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন—ভগবন্! মাতৃশাপভীত এই বাসুকি অত্যন্ত দুঃখভোগ করিতেছেন ॥৫

হে দেব! নিজ জ্ঞাতি সর্পগণের হিতকামী এই বাসুকির মাতৃশাপজনিত এই মানসিক শল্য আপনি দূর করুন ॥৬

হে দেবেশ্বর! এই নাগরাজ বাসুকি আমাদের সর্বদা হিতকারী ও প্রিয়কারী; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহার মনের দুঃখ প্রশমন করুন ॥৭

ব্রহ্মা বলিলেন—দেবগণ! এলাপত্র নাগ বাসুকির নিকটে পূর্বে যাহা বলিয়াছিল, সেই সকল কথা আমিই এলাপত্রের মনে উদিত করাইয়াছিলাম ॥৮

অতএব সেই কথানুসারে কার্যের সময় এখন উপস্থিত হওয়ায়, নাগরাজ বাসুকি সেই কার্য করুন। তাহাতে সর্পমধ্যে পাপাচারী সর্পগণই বিনষ্ট হইবে, কিন্তু ধার্মিক সর্পগণ বিনষ্ট হইবে না ॥৯

সেই ব্রাহ্মণ জরৎকারু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি তিনি উগ্র তপস্যায় নিরত আছেন; সুতরাং

পাঠান্তর।— (১) পিতামহমুপাগমন্।

পাঠান্তর।— (১) ময়ৈবৈতদ্ বিতীর্ণং বৈ—।

এলাপত্রেণ যৎ প্রোক্তং বচনং ভুজগেন বঃ।
পন্নগানাং হিতং যেনোক্তং তথা ন তদন্যথা ॥১১

সৌতিরুবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু নাগেন্দ্রঃ পিতামহবচস্তদা।
সন্দিশ্য পন্নগান্ সর্বান্ বাসুকিঃ সুসমাহিতঃ ॥১২
স্বসারমুদ্যম্য তদা জরৎকারুমৃষিং প্রতি।
সর্পান্ বহূন্ জরৎকারৌ নিত্যযুক্তান্ সমাদধৎ ॥১৩

জরৎকারুর্যদা ভার্যামিচ্ছেদ্ বরয়িতুং প্রভুঃ।
শীঘ্রমেত্য তদাখ্যেয়ং তথা শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি আস্তীকপর্বণি জরৎকারু-অন্বেষণে একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৯॥

এই সময়ে বাসুকি নিজ ভগিনী জরৎকারুকে সেই জরৎকারু ঋষির হাতে প্রদান করুন।১০

দেবগণ! এলাপত্র সর্প আমার সমক্ষ সর্পগণের হিতকর যে কথা বলিয়াছিল, তাহা সত্য, মিথ্যা নহে।১১

সৌতি বলিলেন—ব্রাহ্মণগণ! তখন বুদ্ধিমান্ উচিত মহাবল বাসুকি ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া সকল সর্পকে তাহা জানাইলেন এবং সেই সময় হইতে জরৎকারুমুনিকে দান করার জন্য নিজ ভগিনীকে সুরক্ষিত রাখিয়া, জরৎকারুমুনির অন্বেষণে জন্য সর্বদা অবহিত বহু সর্পকে নিয়োজিত করিলেন।১২-১৩

বাসুকি সর্পগণকে বলিলেন—'তপস্যা-প্রভাবান্বিত জরৎকারু মুনি যখন ভার্যাগ্রহণে উন্মুখ হইবেন, তখনই তোমরা সত্বর আমার নিকট আসিয়া সেই সংবাদ বলিবে; তাহাতে আমাদের মঙ্গল হইবে'।১৪

শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় বৈয়াসিকী আদিপর্বের অন্তর্গত আস্তীকপর্বে জরৎকারুর অন্বেষণবিষয়ক একোনচত্বারিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

(জরৎকারুস্তপস্যা, রাজ্ঞঃ পরীক্ষিত উপাখ্যানম্।)

শৌনক উবাচ।

জরৎকারুরিতি খ্যাতো যস্ত্বয়া সূতনন্দন।
ইচ্ছামি তদহং শ্রোতুম্ ঋষেস্তস্য মহাত্মনঃ ॥১
কিং কারণং জরৎকারোর্নামৈতৎ প্রথিতং ভুবি।
জরৎকারুনিরুক্তিং ত্বং যথাবদ্ বক্তুমর্হসি ॥২

চত্বারিংশ অধ্যায়।

(জরৎকারুমুনির তপস্যা ও রাজা পরীক্ষিতের উপাখ্যান।)

শৌনক বলিলেন—হে সূতপুত্র! জরৎকারু নামে প্রসিদ্ধ যে ঋষির কথা তুমি বলিলে, সেই মহাত্মা ঋষির সেই নামের অর্থ শুনিতে ইচ্ছা করি।১

উঁহার জরৎকারু এই নাম কি কারণে জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল এবং জরৎকারু শব্দের যোগার্থ কি তাহা তুমি যথাবিধানে বল।২

সৌতিরুবাচ।

জরেতি ক্ষয়মাহুর্বৈ দারুণং কারুসংজ্ঞিতম্।
শরীরং কারু তস্যাসীৎ স ধীমান্ শনৈঃ শনৈঃ ॥৩

ক্ষপয়ামাস তীব্রেণ তপসেত্যত উচ্যতে।
জরৎকারুরিতি ব্রহ্মন্ বাসুকের্ভগিনী তথা ॥৪

এবমুক্তস্তু ধর্মাত্মা শৌনকঃ প্রাহসৎ তদা।
উগ্রশ্রবসমামন্ত্র্য উপপন্নমিতি ব্রুবন্ ॥৫

শৌনক উবাচ।

উক্তং নাম যথা পূর্বং সর্বং তৎ পৃষ্টবানহম্ (১)।
যথা তু জাতো হ্যাস্তীক এতদিচ্ছামি বেদিতুম্।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য সৌতিঃ প্রোবাচ শাস্ত্রতঃ ॥৬

সৌতিরুবাচ।

সন্দিশ্য পন্নগান্ সর্বান্ বাসুকিঃ সুসমাহিতঃ।
স্বসারমুদ্যম্য তদা জরৎকারুমৃষিং প্রতি ॥৭

অথ কালস্য মহতঃ স মুনিঃ সংশিতব্রতঃ।
তপস্যভিরতো ধীমান্ ন দারান্ অভ্যকাঙ্ক্ষত ॥৮

স তূর্ধ্বরেতাস্তপসি প্রসক্তঃ
স্বাধ্যায়বান্ বীতভয়ঃ কৃতাত্মা।
চচার সর্বাং পৃথিবীং মহাত্মা
ন চাপি দারান্ মনসাধ্যকাঙ্ক্ষৎ ॥৯

ততোঽপরস্মিন্ সম্প্রাপ্তে কালে কস্মিংশ্চিদেব তু।
পরীক্ষিন্নাম রাজাসীদ্ ব্রহ্মন্ কৌরববংশজঃ ॥১০

যথা পাণ্ডুর্মহাবাহুর্ধনুর্ধরবরো যুধি।
বভূব মৃগয়াশীলঃ পুরাস্য প্রপিতামহঃ ॥১১

মৃগান্ বিধ্যন্ বরাহাংশ্চ তরক্ষূন্ মহিষাংস্তথা।
অন্যাংশ্চ বিবিধান্ বন্যাংশ্চচার পৃথিবীপতিঃ ॥১২

স কদাচিন্মৃগং বিদ্ধ্বা বাণেন নতপর্বণা।
পৃষ্ঠতো ধনুরাদায় সসার গহনে বনে ॥১৩

সৌতি বলিলেন—'জরা' শব্দ ক্ষয়বাচক এবং 'কারু' শব্দ দারুণ বাচক। তাঁহার দেহ যৌবনে দারু অর্থাৎ দারুণ হইয়াছিল। হে ব্রহ্মন্! সেই বুদ্ধিমান্ ঋষি তীব্র তপস্যা দ্বারা ধীরে ধীরে সেই দেহের ক্ষয় করিয়াছিলেন; সেইজন্যই তাঁহার 'জরৎকারু' নাম হইয়াছিল এবং বাসুকির ভগিনীরও 'জরৎকারু' নামের ইহাই কারণ।৩-৪

সৌতি এইরূপ বলিলে, ধর্মাত্মা শৌনক তখন উগ্রশ্রবাকে সম্বোধন করিয়া 'তোমার জরৎকারু নামের অর্থনির্বাচন সঙ্গতই হইয়াছে' এই কথা বলিয়া হাস্য করিলেন।৫

শৌনক বলিলেন—'সৌতি! আমি তোমাকে যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলাম, জরৎকারু নামের অর্থ পূর্বেই সে সমস্তই তুমি যথাবিধানে বলিয়াছ। এখন আস্তীকের জন্মবৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করি।' শৌনকের এই কথা শুনিয়া, সৌতি শাস্ত্রানুসারে বলিলেন—।৬

সৌতি বলিলেন—বাসুকি সকল সর্পকে আদেশ করিয়া, জরৎকারুমুনির হস্তে নিজ ভগিনীকে সমর্পণ করিবার জন্য ভগিনীকে সুসজ্জিত রাখিয়া, অত্যন্ত সাবধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।৭

অনন্তর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইলেও, তথাপি সেই দৃঢ়ব্রত, তপস্যানিরত ও জ্ঞানী জরৎকারু মুনি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না।৮

ব্রহ্মচারী, তপস্যাসক্ত, বেদপাঠরত, নির্ভয়চিত্ত, শুদ্ধবুদ্ধি ও মহাত্মা সেই জরৎকারু মুনি সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মনেও পত্নীর জন্য আকাঙ্ক্ষা করিলেন না।৯

শৌনক! তাহার পর অন্য এক সময়ে কৌরববংশজাত পরীক্ষিৎ রাজা হইলেন।১০

যুদ্ধে ধনুর্ধরগণের শ্রেষ্ঠ মহাবাহু পরীক্ষিতের প্রপিতামহ পাণ্ডু যেমন পূর্বে মৃগয়াশীল ছিলেন,

---

পাঠান্তর:—(১) উক্তং নাম যথাপূর্বং সর্বং তচ্ছ্রুতবানহম্।

যথৈব ভগবান্ রুদ্রো বিদ্ধ্বা যজ্ঞমৃগং দিবি ।
অন্বগচ্ছদ্ ধনুষ্পাণিঃ পর্য্যন্বেষ্টুমিতস্ততঃ ॥১৪

ন হি তেন মৃগো বিদ্ধো জীবন্ গচ্ছতি বৈ বনে ।
পূর্ব্বরূপং তু তন্নূনং লোকানাং স্বর্গতিং প্রতি ॥১৫

পরীক্ষিতো নরেন্দ্রস্য বিদ্ধো যন্নষ্টবান্ মৃগঃ ।
দূরং চাপহৃতস্তেন মৃগেণ স মহীপতিঃ ॥১৬

পরিশ্রান্তঃ পিপাসার্ত্ত আসসাদ মুনিং বনে ।
গবাং প্রচারেষ্বাসীনং বৎসানাং মুখনিঃসৃতম্ ॥১৭

ভূয়িষ্ঠমুপযুঞ্জানং ফেনমাপিবতাং পয়ঃ ।
তমভিদ্রুত্য বেগেন স রাজা সংশিতব্রতম্ ॥১৮

অপৃচ্ছদ্ ধনুরুদ্যম্য তং মুনিং ক্ষুচ্ছ্রমান্বিতঃ ।
ভো ভো ব্রহ্মন্নহং রাজা পরীক্ষিদভিমন্যুজঃ ॥১৯

ময়া বিদ্ধো মৃগো নষ্টঃ কচ্চিৎ তং দৃষ্টবানসি ।
স মুনিস্তং তু নোবাচ কিঞ্চিন্মৌনব্রতে স্থিতঃ ॥২০

তস্য স্কন্ধে মৃতং সর্পং ক্রুদ্ধো রাজা সমাসজৎ ।
সমুৎক্ষিপ্য ধনুষ্কোট্যা স চৈনং সমুপৈক্ষত ॥২১

ন চ কিঞ্চিদুবাচৈনং শুভং বা যদি বাশুভম্ ।
স রাজা ক্রোধমুৎসৃজ্য ব্যথিতস্তং তথাগতম্ ।
দৃষ্ট্বা জগাম নগরমৃষিস্ত্বাস্তে তথৈব সঃ ॥২২

ন হি তং রাজশার্দ্দূলং ক্ষমাশীলো মহামুনিঃ ।
স্বধর্ম্মনিরতং ভূপং সমাক্ষিপ্তোঽপ্যধর্ষয়ৎ ॥২৩

সেইকালে পরীক্ষিত হরিণ, বরাহ, ব্যাঘ্র, মহিষ ও অন্যান্য বিবিধ পশু বিদ্ধ করিতে করিতে বনে বিচরণ করিতেন ॥১১-১২

একসময়ে তিনি গহন অরণ্যে বাণ দ্বারা বন্য হরিণ বিদ্ধ করিয়া, পৃষ্ঠে ধনু রাখিয়া বিভিন্ন স্থানে খুঁজিতে গিয়াছিলেন ॥১৩

যেমন পূর্ব্বকালে ভগবান্ রুদ্র স্বর্গে মৃগরূপধারী যজ্ঞকে বিদ্ধ করিয়া, তাহাকে অন্বেষণ করিবার জন্য হস্তে ধনু ধারণ করত চতুর্দ্দিকে গমন করিয়াছিলেন ॥১৪

পরীক্ষিতের শরে বিদ্ধ কোন হরিণ জীবিত অবস্থায় বনে থাকিত না; কিন্তু এইটি পরীক্ষিতের স্বর্গ গমনের পূর্ব্বসূচনাস্বরূপ একটি ঘটনা ঘটিল ॥১৫

তখন, রাজা পরীক্ষিতের শরবিদ্ধ একটি হরিণ অদৃশ্য হওয়ায় তাহার অন্বেষণের জন্য রাজা দূরস্থান পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইলেন ॥১৬

পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত রাজা পরীক্ষিৎ সেই বনের মধ্যে গোষ্ঠে উপবিষ্ট কোন মুনিকে দেখিতে পাইলেন; সেই মুনি দুগ্ধপানরত গোবৎসগণের মুখনিঃসৃত প্রচুর ফেন ভক্ষণ করিতেন।

ক্ষুধিত ও শ্রান্ত রাজা সেই সংশিত মুনির নিকট বেগে গমন করত ধনু উঠাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— ।

হে ব্রাহ্মণ ! আমি অভিমন্যুর পুত্র রাজা পরীক্ষিৎ ; আমার শরে বিদ্ধ একটি হরিণ পলাইয়াছে, আপনি সেই হরিণটিকে দেখিয়াছেন কি ?

মৌনব্রতধারী সেই মুনি পরীক্ষিৎকে কিছুই বলিলেন না ; তাহাতে পরীক্ষিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া একটি মৃত সর্প মুনির স্কন্ধে রাখিয়া দিলেন।

রাজা ধনুর অগ্রভাগ দিয়া মৃত সর্পটিকে মুনির স্কন্ধে উঠাইয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলেন; কিন্তু শুভ বা অশুভ কোনও কথাই মুনিকে বলিলেন না।

তখন মুনির মৌনব্রত বিষয় বুঝিতে পারিয়া ক্রোধত্যাগ করিয়া সেই অবস্থায় মুনিকে দেখিয়া নিজের আচরণে ব্যথিত হইলেন এবং নগরে গমন করিলেন; কিন্তু সেই মুনি সেই অবস্থায়ই থাকিলেন ॥১৭-২২

ন হি তং রাজশার্দূলস্তথা ধর্মপরায়ণম্ ।
জানাতি ভরতশ্রেষ্ঠস্তত এনমধর্ষয়ৎ ॥২৪

তরুণস্তস্য পুত্রোঽভূৎ তিগ্মতেজা মহাতপাঃ ।
শৃঙ্গী নাম মহাক্রোধো দুষ্প্রসাদো মহাব্রতঃ ॥২৫

স দেবং পরমাসীনং সর্বভূতহিতে রতম্ ।
ব্রহ্মাণমুপতস্থে বৈ কালে কালে সুসংযতঃ ॥২৬

স তেন সমনুজ্ঞাতো ব্রহ্মণা গৃহমেয়িবান্ ।
সখ্যোক্তঃ ক্রীড়মানেন স তত্র হসতা কিল ।
সংরম্ভাৎ কোপনোঽতীব বিষকল্পো মুনেঃ সুতঃ ॥২৭

উদ্দিশ্য পিতরং তস্য যচ্ছ্রুত্বা রোষমাহরৎ ।
ঋষিপুত্রেণ নর্মার্থং কৃশেন দ্বিজসত্তম ॥২৮

কৃশ উবাচ ।
তেজস্বিনস্তব পিতা তথৈব চ তপস্বিনঃ ।
শবং স্কন্ধেন বহতি মা শৃঙ্গিন্ গর্বিতো ভব ॥২৯
ব্যাহরৎস্বৃষিপুত্রেষু মা স্ম কিঞ্চিদ্ বচো বদ ।
অস্মদ্বিধেষু সিদ্ধেষু ব্রহ্মবিৎসু তপস্বিষু ॥৩০
ক্ব তে পুরুষমানিত্বং ক্ব তে বাচস্তথাবিধাঃ ।
দর্পজাঃ পিতরং দ্রষ্টা যস্ত্বং শবধরং তথা ॥৩১
পিত্রা চ তব তৎ কর্ম নানুরূপমিবাত্মনঃ ।
কৃতং মুনিজনশ্রেষ্ঠ যেনাহং ভৃশদুঃখিতঃ ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি আস্তীকে পারীক্ষিতোপাখ্যানে
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪০

ক্ষমাশীল সেই মহামুনি পরীক্ষিৎ কর্তৃক অপমানিত হইয়াও পরীক্ষিৎকে স্বধর্মনিরত রাজশ্রেষ্ঠ জানিয়া তাঁহার প্রতি অভিশাপ দিলেন না ॥২৩

ভরতবংশশ্রেষ্ঠ রাজশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎও সেই মুনিকে সেইরূপ ধর্মপরায়ণ বলিয়া জানিতেন না; সেই জন্য তিনি তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছিলেন ॥২৪

সেই মুনির শৃঙ্গী নামে এক যুবক পুত্র ছিলেন; তিনি মহাতেজস্বী, অত্যন্ত তপস্বী ও ক্রোধী ছিলেন; তাঁহার ক্রোধ ছিল প্রচণ্ড এবং তিনি ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহাকে প্রসন্ন করা দুঃসাধ্য হইত ॥২৫

সেই শৃঙ্গী সুসংযত হইয়া সকল সময়েই, সকল প্রাণীর হিত সাধনে রত ও কমলাসনে উপবিষ্ট সেই দেবতা ব্রহ্মার উপাসনা করিতেন ॥২৬

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মার অনুজ্ঞা পাইয়া শৃঙ্গী নিজগৃহে আগমন করিলেন; তাঁহার সখা ঋষিপুত্র কৃশ নামে তাঁহার এক সখা ক্রীড়া করিবার সময় হাসিতে হাসিতে পরিহাসের জন্য শৃঙ্গীকে কোন কথা বলিলেন ॥২৭

অত্যন্ত কোপনস্বভাব ও বিষতুল্য মুনিপুত্র শৃঙ্গী তাঁহার পিতাকে লক্ষ্য করিয়া কৃশকথিত যে কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন ॥২৮

কৃশ বলিলেন—শৃঙ্গী, তুমি তেজস্বী ও তপস্বী; তোমার পিতা শব স্কন্ধে বহন করিতেছেন; অতএব তুমি আর গর্ব করিও না ॥২৯

সিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞ ও তপস্বী আমাদের মতন ঋষিপুত্রগণ যখন কোনটি বলিয়া আলাপ করিবেন, তখন তুমি কোন কথা বলিও না ॥৩০

কোথায় তোমার পুরুষাভিমান এবং কোথায় সেই দর্পজনিত বাক্যসমূহ? তুমি তোমার সেইরূপ শবধারী পিতাকে দেখিয়াও বসিয়া রহিয়াছ ॥৩১

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তোমার পিতাও সেই শব ধারণ করিয়া নিজের অনুরূপ কার্য করেন নাই, যাহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি ॥৩২

মহর্ষিবেদব্যাসরচিত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত আস্তীকপর্বে
পরীক্ষিতের উপাখ্যান-বিষয়ক চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞে পরীক্ষিতে মুনেঃ শৃঙ্গিণঃ শাপদানম্, তদনুরূপ শৃঙ্গিণঃ শাপং কুর্ব্বতঃ
শমীকমুনেঃ শাপস্যানৌচিত্যকথনঞ্চ।]

সৌতিরুবাচ।

এবমুক্তঃ স তেজস্বী শৃঙ্গী কোপসমন্বিতঃ।
মৃতধারং গুরুং শ্রুত্বা পর্য্যতপ্যত মন্যুনা ॥১

স তং কৃশমভিপ্রেক্ষ্য সূনৃতাং বাচমুৎসৃজন্।
অপৃচ্ছৎ তং কথং তাতঃ স মেঽদ্য মৃতধারকঃ ॥২

কৃশ উবাচ।

রাজ্ঞা পরীক্ষিতা তাত মৃগয়াং পরিধাবতা।
অবসক্তঃ পিতুস্তুভ্যং মৃতঃ স্কন্ধে ভুজঙ্গমঃ ॥৩

শৃঙ্গ্যুবাচ।

কিং মে পিত্রা কৃতং তস্য রাজ্ঞোঽনিষ্টং দুরাত্মনঃ।
ব্রূহি তৎ কৃশ তত্ত্বেন পশ্য মে তপসো বলম্ ॥৪

কৃশ উবাচ।

স রাজা মৃগয়াং যাতঃ পরীক্ষিদভিমন্যুজঃ।
সসার মৃগমেকাকী বিদ্ধ্বা বাণেন শীঘ্রগম্ ॥৫

ন চাপশ্যন্মৃগং রাজা চরংস্তস্মিন্ মহাবনে।
পিতরং তে স দৃষ্ট্বৈব পপ্রচ্ছানভিভাষিণম্ ॥৬

তং স্থাণুভূতং তিষ্ঠন্তং ক্ষুৎপিপাসাশ্রমাতুরঃ।
পুনঃ পুনর্মৃগং নষ্টং পপ্রচ্ছ পিতরং তব ॥৭

স চ মৌনব্রতোপেতো নৈব তং প্রত্যভাষত।
তস্য রাজা ধনুষ্কোট্যা সর্পং স্কন্ধে সমাসৃজৎ ॥৮

শৃঙ্গিংস্তব পিতা সোঽপি তথৈবাস্তে যতব্রতঃ।
সোঽপি রাজা স্বনগরং প্রস্থিতো গজসাহ্বয়ম্ ॥৯

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

[রাজা পরীক্ষিতকে মুনি শৃঙ্গীর শাপদান এবং তদনুরূপ শৃঙ্গীকে শাপ করিতে দেখিয়া শমীকমুনির শাপের অনৌচিত্যকথন।]

সৌতি বলিলেন—কৃশ এই কথা বলিলে, পিতা মৃতসর্প ধারণ করিয়াছেন শুনিয়া তেজস্বী শৃঙ্গী কুপিত হইলেন এবং ক্রোধে অত্যন্ত তপ্ত হইয়া উঠিলেন।১

তিনি কৃশের দিকে অবলোকন করিয়া প্রিয়বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি কারণে আজ আমার পিতা মৃতসর্প ধারণ করিয়াছেন' ?২

কৃশ বলিলেন—'বৎস! রাজা পরীক্ষিৎ আজ মৃগয়া করিতে আসিয়া তোমার পিতার স্কন্ধে মৃতসর্প রাখিয়া দিয়াছেন' ।৩

শৃঙ্গী বলিলেন—'কৃশ! আমার পিতা সেই দুরাত্মা রাজার কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন তাহা তুমি সত্য বল; পরে আমার তপস্যার বল দেখিও' ।৪

কৃশ বলিলেন—অভিমন্যুর পুত্র রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়া করিতে আসিয়া একটি দ্রুতগামী মৃগকে বাণবিদ্ধ করত একাকী সেই মৃগের অনুসরণ করিয়াছিলেন।৫

রাজা সেই বিস্তৃত বনের মধ্যে বিচরণ করিয়াও সেই মৃগটিকে দেখিতে পাইলেন না, তাই তোমার মৌনী পিতাকে দেখিতে পাইয়া হরিণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।৬

ক্ষুধা, পিপাসা ও পরিশ্রমে অত্যন্ত পীড়িত রাজা স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিত তোমার পিতাকে সেই নষ্ট হরিণের কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।৭

কিন্তু মৌনব্রতাবলম্বী তোমার পিতা রাজার কথার প্রত্যুত্তর না দেওয়ায় তখন রাজা ধনুর অগ্রভাগ দিয়া একটি মৃত সর্প তাঁহার স্কন্ধে রাখিয়া দিলেন।৮

শৃঙ্গী! তোমার মৌনব্রতী পিতা এখনও সেই

সৌতিরুবাচ ।

শ্রুত্বৈবমৃষিপুত্রস্তু শবং স্কন্ধে প্রতিষ্ঠিতম্ ।
কোপসংরক্তনয়নঃ প্রজ্বলন্নিব মন্যুনা ॥১০

আবিষ্টঃ স হি কোপেন শশাপ নৃপতিং তদা ।
বার্য্যুপস্পৃশ্য তেজস্বী ক্রোধবেগবলাৎ কৃতঃ ॥১১

শৃঙ্গ্যুবাচ ।

যোঽসৌ বৃদ্ধস্য তাতস্য তথা কৃচ্ছ্রগতস্য হ ।
স্কন্ধে মৃতং সমস্রাক্ষীৎ পন্নগং রাজকিল্বিষী ॥১২

তং পাপমতিসংক্রুদ্ধস্তক্ষকঃ পন্নগেশ্বরঃ ।
আশীবিষস্তিগ্মতেজা মদ্বাক্যবলচোদিতঃ ॥১৩

সপ্তরাত্রাদিতো নেতা যমস্য সদনং প্রতি ।
দ্বিজানামবমন্তারং কুরূণাময়শস্করম্ ॥১৪

সৌতিরুবাচ ।

ইতি শপ্ত্বাতিসংক্রুদ্ধঃ শৃঙ্গী পিতরমভ্যগাৎ ।
আসীনং গোব্রজে তস্মিন্ বহন্তং শবপন্নগম্ ॥১৫

স তমালক্ষ্য পিতরং শৃঙ্গী স্কন্ধগতেন বৈ ।
শবেন ভুজগেনাসীদ্ ভূয়ঃ ক্রোধসমাকুলঃ ॥১৬

দুঃখাচ্চাশ্রূণি মুমুচে পিতরং চেদমব্রবীৎ ।
শ্রুত্বেমাং ধর্ষণাং তাত তব তেন দুরাত্মনা ॥
রাজ্ঞা পরীক্ষিতা কোপাদশপং তমহং নৃপম্ ॥১৭

যথার্হতি স এবোগ্রং শাপং কুরুকুলাধমঃ ।
সপ্তমেঽহনি তং পাপং তক্ষকঃ পন্নগোত্তমঃ ॥১৮

বৈবস্বতস্য সদনং নেতা পরমদারুণম্ ।
তমব্রবীৎ পিতা ব্রহ্মংস্তথা কোপসমন্বিতম্ ॥১৯

অবস্থায় টানিতে থাকেন; কিন্তু রাজা নিজের রাজধানী হস্তিনাপুরে গিয়াছেন ।৯

সৌতি বলিলেন—পিতার স্কন্ধে রাজা মৃত সর্প রাখিয়া দিয়াছেন শুনিয়া শৃঙ্গী ক্রোধে যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার চক্ষু দুইটি অত্যন্ত রক্তবর্ণ হইল ।১০

অত্যন্ত কুপিত ও তেজস্বী শৃঙ্গী ক্রোধবেগের বশে তৎক্ষণাৎ আচমন করিয়া রাজাকে অভিশাপ দিলেন ।১১

শৃঙ্গী বলিলেন—"যে মহাপাপী রাজা, আমার সেইরূপ কষ্টাপন্ন বৃদ্ধ পিতার স্কন্ধে মৃতসর্প দিয়াছে, অদ্য হইতে এক সপ্তাহের মধ্যে তীক্ষ্ণবিষধারী, মহাতেজস্বী ও অত্যন্ত ক্রোধী সর্পরাজ তক্ষক আমার বাক্যপ্রেরিত হইয়া, ব্রাহ্মণের অবমাননাকারী ও কুরুবংশের কলঙ্কজনক সেই মহাপাপী রাজাকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে।"১২-১৪

সৌতি বলিলেন—অত্যন্ত কুপিত শৃঙ্গী এইরূপ শাপ দিয়া, সেই গোষ্ঠে উপবিষ্ট ও মৃতসর্পধারী পিতার নিকট গমন করিলেন ।১৫

সেই শৃঙ্গী পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প রহিয়াছে দেখিয়া ক্রোধে আকুল হইলেন ।১৬

তিনি দুঃখে অশ্রুপাত করিলেন ও পিতাকে এই কথা বলিলেন,—পিতঃ! সেই দুরাত্মা রাজা পরীক্ষিৎ আপনার এই অপমান করিয়াছে শুনিয়া, আমি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাপ দিয়াছি ।১৭

তাত, সেই কুরুকুলাধম রাজাই উগ্র অভিশাপ পাইবার যোগ্য। সুতরাং অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে সর্পরাজ তক্ষক সেই পাপিষ্ঠ রাজাকে দংশন করিয়া অতি ভীষণ যমালয়ে প্রেরণ করিবে। হে শৌনক! তখন সেইরূপ কোপাকুল পুত্রকে তাঁহার পিতা বলিলেন—।১৮-১৯

শমীক উবাচ

ন মে প্রিয়ং কৃতং তাত নৈষ ধর্ম্মস্তপস্বিনাম্।
বয়ং তস্য নরেন্দ্রস্য বিষয়ে নিবসামহে ॥২০
ন্যায়তো রক্ষিতাস্তেন তস্য শাপং ন রোচয়ে।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানস্য রাজ্ঞো হ্যস্মদ্বিধৈঃ সদা ॥২১
ক্ষন্তব্যং পুত্র ধর্ম্মো হি হতো হন্তি ন সংশয়ঃ।
যদি রাজা ন সংরক্ষেৎ পীড়া নঃ পরমা ভবেৎ ॥২২
ন শক্নুয়াম চরিতুং ধর্ম্মং পুত্র যথাসুখম্।
রক্ষ্যমাণা বয়ং তাত রাজভির্ধর্ম্মদৃষ্টিভিঃ ॥২৩
চরামো বিপুলং ধর্ম্মং তেষাং ভাগোঽস্তি ধর্ম্মতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানস্য রাজ্ঞঃ ক্ষন্তব্যমেব হি ॥২৪
পরীক্ষিত্তু বিশেষেণ যথাস্য প্রপিতামহঃ।
রক্ষত্যস্মাংস্তথা রাজা রক্ষিতব্যাঃ প্রজা বিভো ॥২৫
তেনেহ ক্ষুধিতেনাদ্য শ্রান্তেন চ তপস্বিনা।
অজানতা কৃতং মন্যে ব্রতমেতদিদং মম * ॥২৬
অরাজকে জনপদে দোষা জায়ন্তি বৈ সদা।
উদ্বৃত্তং সততং লোকং রাজা দণ্ডেন শাস্তি বৈ ॥২৭
দণ্ডাৎ প্রতিভয়ং ভূয়ঃ শান্তিরুৎপদ্যতে তদা।
নোদ্বিগ্নশ্চরতে ধর্ম্মং নোদ্বিগ্নশ্চরতে ক্রিয়াম্ ॥২৮
রাজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতো ধর্ম্মো ধর্ম্মাৎ স্বর্গঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
রাজ্ঞো যজ্ঞক্রিয়াঃ সর্ব্বা যজ্ঞাদ্দেবাঃ
প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥২৯

শমীক বলিলেন—বৎস! তুমি আমার প্রিয় কার্য্য কর নাই; এইরূপ ক্রোধ ও তপস্বীদের ধর্ম্ম নহে; বিশেষতঃ, সেই রাজার দেশে আমরা বাস করি ।২০

সেই রাজা আমাদিগকে ন্যায়ানুসারে রক্ষা করিতেছেন এবং আমাদের ন্যায় তপস্বীদের সহিত তিনি সর্ব্বদাই সদ্ব্যবহার করেন; অতএব তাঁহার বিপদ আমার ভাল নহে ।২১

পুত্র! সকলেরই ক্ষমা করা উচিত; যে ধর্ম্ম নষ্ট করে, সে নিজেই নষ্ট হয়, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। যদি রাজা আমাদিগকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমাদের গুরুতর পীড়া উপস্থিত হয় ।২২

বৎস! রাজার দ্বারা রক্ষিত না হইলে আমরা যথাসুখে ধর্ম্মকার্য্য করিতে সমর্থ হইতাম না। ধর্ম্মপ্রাণ রাজারা আমাদিগকে রক্ষা করেন, সেই জন্যই আমরা বিপুল ধর্ম্ম আচরণ করিতে পারি। সুতরাং আমাদের ধর্ম্মে রাজাদেরও ভাগ আছে; অতএব যে রাজা যেরূপভাবেই ব্যবহার করেন, তাঁহাকে ক্ষমা করা উচিত ।২৩-২৪

হে তপঃপ্রভাবসম্পন্ন পুত্র! 'প্রজাপালন রাজার ধর্ম্ম' এই নিয়মানুসারে পরীক্ষিতের প্রপিতামহ পাণ্ডুর ন্যায় পরীক্ষিৎও আমাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছেন ।২৫

ক্ষুধিত ও শ্রান্ত সেই তপস্বী পরীক্ষিৎ আজ এই আশ্রমে আমার মৌনব্রত বিষয় না জানিয়াই এই অপকর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া আমার ধারণা ।২৬

যদি কোন রাজা না থাকেন, সর্ব্বদা দস্যু প্রভৃতির উপদ্রব সংঘটিত হয়। কিন্তু দেশে যদি রাজা থাকেন, তিনি অত্যাচারী লোকদের দণ্ডবিধান করিয়া শাসন করেন ।২৭

অত্যাচারী লোকেরা রাজদণ্ড হইতে অত্যন্ত ভীত থাকে এবং তাহাতেই দেশের শান্তি রক্ষা হয়; কিন্তু দস্যু প্রভৃতির ভয়ে লোক যদি উদ্বিগ্ন থাকে, সেই অবস্থায় ধর্ম্মকার্য্য অথবা কোন কার্য্যই করিতে পারে না ।২৮

রাজার দ্বারা ধর্ম্ম সুরক্ষিত হয় এবং সেই ধর্ম্মের

---

* কোন কোন পুস্তকে ২৬ শ্লোকের পরেই এই শ্লোক দেখা যায় না।

যেনাস্ম্ হ্রীঃ প্রবর্ত্তেত [illegible] পূর্ব্বা।
[illegible] দিবম্ ॥৪০
[illegible] পুত্রঃ।
[illegible] ॥৪১
[illegible]।
[illegible] ॥৪২
[illegible]।
ন [illegible] পুত্র [illegible] ॥৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি আস্তীকে
একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪১

থাকি। তোক কর্ত্তব্য হয়। অতএব, তাহা আবার [illegible] থাকে এবং [illegible] হইলেই [illegible] বর্গে [illegible] লাভ করে।২

[illegible] পৃথিবীতে [illegible] যে [illegible] সেই [illegible] কোন [illegible] সেই [illegible] এই কথা বলিয়া গিয়াছেন।৩০-৪১

[illegible] এই [illegible] না জানিয়াই এই দুর্গ [illegible] বলিয়া আমি মনে করি।৪২

পুত্র! তুমি [illegible] আমরা কেন এই দুর্গ (অভিশাপ) ভরিলে? [illegible] সেই [illegible] সর্ব্বপ্রকারেই আমাদের [illegible] যোগ্য হইবে।৪৩

* [illegible]

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য [illegible] মহাভারতের আদিপর্ব্বে আস্তীকপর্ব্বে
সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

(শিষ্যমুখে শমীকোপদেশঃ, রাজ্ঞঃ পরীক্ষিতঃ সমীপে গৌরমুখস্য প্রেষণং, রাজ্ঞ আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা, কশ্যপমুনিনা সহ তক্ষকালাপশ্চ।)

শৃঙ্গ্যুবাচ।
যদ্যেতৎ সাহসং তাত যদি বা দুষ্কৃতং কৃতম্।
প্রিয়ং বাপ্যপ্রিয়ং বা তে বাগুক্তা ন মৃষা ভবেৎ ॥১
নৈবান্যথেদং ভবিতা পিতরেষ ব্রবীমি তে।
নাহং মৃষা ব্রবীম্যেবং স্বৈরেষ্বপি কুতঃ শপন্ ॥২

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[শিষ্যমুখে শমীকমুনির উপদেশ, রাজা পরীক্ষিতের নিকট গৌরমুখকে প্রেরণ, রাজার আত্মরক্ষা ব্যবস্থা ও কাশ্যপমুনির সহিত তক্ষকের আলাপ।]

শৃঙ্গী বলিলেন—পিতঃ! আমি রাজাকে শাপ দিয়া অবিবেচনার কার্য্য বা সাহসের কার্য্য অথবা আপনার প্রিয় বা অপ্রিয় কার্য্য যাহাই করিয়া থাকি, তথাপি আমার কথা মিথ্যা হইবে না।১

পিতঃ! এই আমি আপনার নিকট বলিতেছি যে আমার অভিশাপ কখন মিথ্যা হইবে না। আমি

শমীক উবাচ।

জানাম্যুগ্রপ্রভাবং ত্বাং তাত সত্যগিরং তথা।
নানৃতং চোক্তপূর্ব্বং তে নৈতন্মিথ্যা ভবিষ্যতি ॥৩

পিত্রা পুত্রো বয়স্থোঽপি সততং বাচ্য এব তু।
যথা স্যাদ্ গুণসংযুক্তঃ প্রাপ্নুয়াচ্চ মহদ্ যশঃ ॥৪

কিং পুনর্বাল এব ত্বং তপসা ভাবিতঃ প্রভো।
বর্দ্ধতে চ প্রভবতাং কোপোঽতীব মহাত্মনাম্ ॥৫

সোঽহং পশ্যামি বক্তব্যং ত্বয়ি ধর্ম্মভৃতাং বর।
পুত্রত্বং বালতাঞ্চৈব তবাবেক্ষ্য চ সাহসম্ ॥৬

স ত্বং শমপরো ভূত্বা বন্যমাহারমাহরন্।
চর ক্রোধমিমং হত্বা নৈবং ধর্ম্মং প্রহাস্যসি ॥৭

ক্রোধো হি ধর্ম্মং হরতি যতীনাং দুঃখসঞ্চিতম্।
ততো ধর্ম্মবিহীনানাং গতিরিষ্টা ন বিদ্যতে ॥৮
শম এব যতীনাং হি ক্ষমিণাং সিদ্ধিকারকঃ।
ক্ষমাবতাময়ং লোকঃ পরশ্চৈব ক্ষমাবতাম্ ॥৯
তস্মাচ্চরেথাঃ সততং ক্ষমাশীলো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ক্ষময়া প্রাপ্স্যসে লোকান্ ব্রহ্মণঃ সমনন্তরান্ ॥১০
ময়া তু শমমাস্থায় যচ্ছক্যং কর্ত্তুমদ্য বৈ।
তৎ করিষ্যাম্যহং তাত প্রেষয়িষ্যে নৃপায় বৈ ॥১১

মম পুত্রেণ শপ্তোঽসি বালেন কৃশবুদ্ধিনা।
মমেমাং ধর্ষণাং ত্বত্তঃ প্রেক্ষ্য রাজন্নমর্ষিণা ॥১২

সৌতিরুবাচ।

এবমাদিশ্য শিষ্যং স প্রেষয়ামাস সুব্রতঃ।
পরীক্ষিতে নৃপতয়ে দয়াপন্নো মহাতপাঃ ॥১৩

পরিহাস কালেও মিথ্যা বলি না, অতএব শাপের সময় মিথ্যা কথা বলিব কেন?২

শমীক বলিলেন—বৎস! আমি জানি যে তোমার প্রভাব অতি তীব্র এবং তুমি সত্যবাদী ও পূর্ব্বে মিথ্যা কথা বল নাই, অতএব তোমার এই শাপবাক্য মিথ্যা হইবে না।৩

পুত্র বয়স্থ হইলেও পিতা তাহাকে সর্ব্বদাই শাসন করিবেন; কারণ, তাহাতে পুত্র গুণী হইয়া বিশেষভাবে যশস্বী হইবে।৪

তুমি বালক মাত্রই, তাহাতে তপঃপ্রভাবে শক্তিশালী হইয়াছ। তপঃশক্তিশালী মহাত্মাদেরও ক্রোধ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তোমাকে কি শাসন করিব না?৫

হে ধার্ম্মিকপ্রবর! তুমি আমার পুত্র এবং তোমার বালকস্বভাব চপলতা ও হঠকারিতা বর্দ্ধিত দেখিতেছি, অতএব তোমাকে উপদেশ দেওয়া উচিত হয়।৬

সেই তুমি শান্তিপরায়ণ হইয়া বন্য ফল আহার করিয়া, এই ক্রোধকে দমন করিয়া বিচরণ কর; তাহাতে ধর্ম্মহানি হইবে না।৭

ক্রোধই যতিগণের কষ্টসঞ্চিত ধর্ম্ম হরণ করিয়া থাকে। তাহার পর সেই ধর্ম্মহীন লোকদিগের অভীষ্ট গতিলাভ হয় না।৮

ক্ষমাশীল ও শমশীল যতিদিগের শমগুণই সিদ্ধিদায়ক হয়। ক্ষমাশীল ব্যক্তিদেরই ইহলোক ও পরলোক সুখকর হইয়া থাকে।৯

অতএব তুমি ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সর্ব্বদা বিচরণ কর। ক্ষমাগুণের প্রভাবেই ব্রহ্মার নিকটস্থ লোক লাভ করিতে সমর্থ হইবে।১০

বৎস! আমি আজ শমগুণ অবলম্বন করিয়া যাহা করিতে পারি তাহা করিব; আমি সেই রাজা পরীক্ষিতের নিকট এই শাপের সংবাদ প্রেরণ করিব—১১

"মহারাজ! আপনার নিকট হইতেই আমার

---

* কোন কোন মহাভারতে * সংকেত শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধটী অধিক দেখা যায়।—

[illegible]

সন্দিশ্য কুশলপ্রশ্নং কার্য্যবৃত্তান্তমেব চ ।
শিষ্যং গৌরমুখং নাম শীলবন্তং সমাহিতম্ ॥১৪
সোঽভিগম্য ততঃ শীঘ্রং নরেন্দ্রং কুরুবর্দ্ধনম্ ।
বিবেশ ভবনং রাজ্ঞঃ পূর্ব্বং দ্বাঃস্থৈর্নিবেদিতঃ ॥১৫
পূজিতস্তু নরেন্দ্রেণ দ্বিজো গৌরমুখস্তদা ।
আচখ্যৌ চ পরিশ্রান্তো রাজ্ঞঃ সর্ব্বমশেষতঃ ।
শমীকবচনং ঘোরং যথোক্তং মন্ত্রিসন্নিধৌ ॥১৬

গৌরমুখ উবাচ ।

শমীকো নাম রাজেন্দ্র বর্ত্ততে বিষয়ে তব ।
ঋষিঃ পরমধর্ম্মাত্মা দান্তঃ শান্তো মহাতপাঃ ॥ ১৭
তস্য ত্বয়া নরব্যাঘ্র সর্পঃ প্রাণৈর্বিয়োজিতঃ ।
অবসক্তো ধনুষ্কোট্যা স্কন্ধে মৌনান্বিতস্য চ ॥১৮
ক্ষান্তবাংস্তব তৎ কর্ম্ম পুত্ত্রস্তস্য ন চক্ষমে ।
তেন শপ্তোঽসি রাজেন্দ্র পিতুরজ্ঞাতমদ্য বৈ ॥১৯

তক্ষকঃ সপ্তরাত্রেণ মৃত্যুস্তে বৈ ভবিষ্যতি ।
তত্র রক্ষাং কুরুষ্বেতি পুনঃ পুনরথাব্রবীৎ ॥২০

তদন্যথা ন শক্যঞ্চ কর্ত্তুং কেনচিদপ্যুত ।
ন হি শক্নোতি তং যন্তুং পুত্ত্রং কোপসমন্বিতম্ ।
ততোঽহং প্রেষিতস্তেন তব রাজন্ হিতার্থিনা ॥২১

সৌতিরুবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা বচো ঘোরং স রাজা কুরুনন্দনঃ ।
পর্য্যতপ্যত তৎ পাপং কৃত্বা রাজা মহাতপাঃ ॥২২

এই কথাগুলি বলিবে জানিয়া, কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসার পর আমার বালকপুত্র আপনাকে অভিশাপ দিয়াছে ॥১২

সৌতি বলিলেন—তদনন্তর ও মহাতপস্বী শমীক কৃতার্থ হইয়া শিষ্যকে এইরূপ আদেশ দিয়া পরে রাজার কুশল ও কার্য্যবৃত্তান্তের বিষয় প্রশ্ন করিবার উপদেশ দিয়া, সুশীল ও সমাহিত গৌরমুখ নামে সেই শিষ্যকে রাজা পরীক্ষিতের নিকট পাঠাইলেন ॥১৩-১৪

তাহার পর গৌরমুখ সত্বর কুরুবংশবর্দ্ধন রাজা পরীক্ষিতের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার আগমন প্রথমে দ্বারপালগণ রাজাকে জানাইলে পর, তিনি রাজভবনে প্রবেশ করিলেন ॥১৫

তখন রাজা পাদ্যাদি দ্বারা পরিচর্য্যা দিয়া গৌরমুখকে সমাদৃত করিলে, তিনি পরিশ্রান্ত থাকিয়াও রাজার মন্ত্রিসমক্ষে শমীকমুনিনির্দিষ্ট সেই দারুণ বাক্যসমূহ আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই বলিলেন ॥১৬

গৌরমুখ বলিলেন—মহারাজ! আপনার রাজ্যে শমীকনামে এক ঋষি বাস করেন; তিনি পরম ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত ও মহাতপস্বী ॥১৭

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! মৌনব্রতাবলম্বী সেই ঋষির স্কন্ধে আপনি ধনুর অগ্রভাগ দিয়া একটী মৃতসর্প রাখিয়াছিলেন ॥১৮

আপনার সেই অন্যায় কার্য্য ঋষি সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র ক্ষমা করেন নাই; সেই পুত্র আজ পিতার অজ্ঞাতে আপনাকে অভিশাপ দিয়াছেন ॥১৯

"আজ হইতে সপ্তম দিবসে তক্ষকনাগ আপনার মৃত্যুর কারণ হইবে।" তাহার পর ঋষি পুনঃ পুনঃ আপনাকে বলিয়াছেন যে, আপনি যেন আত্মরক্ষা করেন ॥২০

মহারাজ! কোনও লোকই ঋষিপুত্রের সেই শাপবাক্যের অন্যথা করিতে পারে নাই। এমনকি তাঁহার পিতা ঋষিও কোপাকুল পুত্রকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হন নাই। তখন ঋষি আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন ॥২১

সৌতি বলিলেন—কুরুবংশের আনন্দজনক রাজা

তঞ্চ মৌনব্রতং শ্রুত্বা তথা মুনিবরং তদা ।
ভূয় এবাভবদ্ রাজা শোকসন্তপ্তমানসঃ ॥২৩
অনুক্রোশাত্মতাং তস্য শমীকস্যাবধার্য্য চ ।
পর্য্যতপ্যত ভূয়োঽপি কৃত্বা তৎ কিল্বিষং মুনেঃ ॥২৪
ন হি মৃত্যুং তথা রাজা শ্রুত্বা বৈ সোঽন্বতপ্যত ।
অশোচদমরপ্রখ্যো যথা কৃত্বেহ কর্ম্ম তৎ ॥২৫
ততস্তং প্রেষয়ামাস রাজা গৌরমুখং তদা ।
ভূয়ঃ প্রসাদং ভগবান্ করোত্বিতি মমেতি বৈ ॥২৬
[illegible]
[illegible] ॥২৭
তস্মিংশ্চ গতমাত্রেঽথ রাজা গৌরমুখে তদা ।
মন্ত্রিভির্মন্ত্রয়ামাস সহ সংবিগ্নমানসঃ ॥২৮
সম্মন্ত্র্য মন্ত্রিভিশ্চৈব স তথা মন্ত্রতত্ত্ববিৎ ।
প্রাসাদং কারয়ামাস একস্তম্ভং সুরক্ষিতম্ ॥২৯
রক্ষাঞ্চ বিদধে তত্র ভিষজশ্চৌষধানি চ ।
ব্রাহ্মণান্ মন্ত্রসিদ্ধাংশ্চ সর্ব্বতো বৈ ন্যবেশয়ৎ ॥৩০
রাজকার্য্যাণি তত্রস্থঃ সর্ব্বাণ্যেবাকরোচ্চ সঃ ।
মন্ত্রিভিঃ সহ ধর্ম্মজ্ঞঃ সমন্তাৎ পরিরক্ষিতঃ ॥৩১
ন চৈনং কশ্চিদারূঢ়ং লভতে রাজসত্তমম্ ।
বাতোঽপি নিশ্চরংস্তত্র প্রবেশে বিনিবার্য্যতে ॥৩২
প্রাপ্তে চ দিবসে তস্মিন্ সপ্তমে দ্বিজসত্তমঃ ।
কাশ্যপোঽভ্যাগমদ্ বিদ্বান্
তং রাজানং চিকিৎসিতুম্ ॥৩৩

পরীক্ষিৎ সেই বিষয়ক বাক্য শুনিয়া তাঁহার কৃত পাপকার্য্যের জন্যই অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন ।২২

তৎকালে মহর্ষি শমীক মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন এই কথা শুনিয়া তখন রাজার মন শোকে আরও সন্তপ্ত হইতে লাগিল ।২৩

রাজা মহর্ষির প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি মহর্ষি দয়ালুতার বশে রাজার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিয়া রাজা আরও অনুতপ্ত হইলেন ।২৪

দেবতুল্য রাজা মুনির অবমাননা করার জন্য যেরূপ অনুতপ্ত হইলেন, নিজের আসন্ন মৃত্যুর কথায় শুনিয়াও সেইরূপ অনুতপ্ত হইলেন না ।২৫

'ভগবান্ শমীক আমার প্রতি পুনরায় অনুগ্রহ করুন'—এই কথা বলিয়া রাজা তখনই গৌরমুখকে প্রেরণ করিলেন ।২৬

তখন গৌরমুখ মুনি রাজার সেই কথা শুনিয়া, রাজাকে সাবধানে থাকিতে বলিয়া তৎক্ষণাৎ আশ্রমে গমন করিলেন ।২৭

অনন্তর গৌরমুখ প্রস্থান করিলে, তখনই রাজা উদ্বিগ্নচিত্তে মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ।২৮

মন্ত্রজ্ঞ রাজা মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া একটিমাত্র স্তম্ভের উপরে সুরক্ষিত একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন ।২৯

সেই প্রাসাদে রক্ষী নিযুক্ত করিয়া রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন এবং প্রাসাদের চতুর্দিকে ঔষধির সহিত বৈদ্য এবং মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে নিযুক্ত করিলেন ।৩০

ধর্ম্মজ্ঞ রাজা চতুর্দিকে সুরক্ষিতভাবে সেই প্রাসাদে অবস্থান করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন ।৩১

সেই প্রাসাদে অবস্থিত রাজার নিকট কেহই যাইতে পারিত না, এমন কি সঞ্চরণশীল বায়ুও সেই প্রাসাদে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে রক্ষিগণ বাধা দিত ।৩২

সপ্তম দিন উপস্থিত হইলে, কাশ্যপনামে এক চিকিৎসাভিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সেই রাজাকে চিকিৎসা করিবার জন্য সেই প্রাসাদের দিকে আসিতে লাগিলেন ।৩৩

শ্রুতং হি তেন তদভূদদ্য তং রাজসত্তমম্।
তক্ষকঃ পন্নগশ্রেষ্ঠো নেষ্যতে যমসাদনম্ ॥৩৪
তং দষ্টং পন্নগেন্দ্রেণ করিষ্যেহহমপজ্বরম্।
তত্র মেহর্থশ্চ ধর্মশ্চ ভবিতেতি বিচিন্তয়ন্ ॥৩৫
তং দদর্শ স নাগেন্দ্রস্তক্ষকঃ কাশ্যপং পথি।
গচ্ছন্তমেকমনসং দ্বিজো ভূত্বা বয়োহতিগঃ ॥৩৬
তমব্রবীৎ পন্নগেন্দ্রঃ কাশ্যপং মুনিপুঙ্গবম্।
ক্ব ভবাংস্ত্বরিতো যাতি কিঞ্চ কার্য্যং চিকীর্ষতি ॥৩৭

কাশ্যপ উবাচ।

নৃপং কুরুকুলোৎপন্নং পরীক্ষিতমরিন্দমম্।
তক্ষকঃ পন্নগশ্রেষ্ঠস্তেজসাদ্য প্রধক্ষ্যতি ॥৩৮
তং দষ্টং পন্নগেন্দ্রেণ তেনাগ্নিসমতেজসা (১)।
পাণ্ডবানাং কুলকরং রাজানমমিতৌজসম্।
গচ্ছামি ত্বরিতং সৌম্য সদ্যঃ কর্তুমপজ্বরম্ ॥৩৯
বিজ্ঞার্কর্মিকস্যাহং তত্রাপি লোকপূজিতঃ।
মন্ত্রপ্রভাবকীর্তিনেন বংশ্যাহহং বিনাশনে ॥৪০

তক্ষক উবাচ।

অহং স তক্ষকো ব্রহ্মংস্তং ধক্ষ্যামি মহীপতিম্।
নিবর্তস্ব ন শক্তস্ত্বং ময়া দষ্টং চিকিৎসিতুম্ ॥৪১

কাশ্যপ উবাচ।

অহং তং নৃপতিং নাগ ত্বয়া দষ্টমপজ্বরম্।
করিষ্যামীতি মে বুদ্ধির্বিদ্যাবলসমন্বিতা ॥৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি আস্তীকে কাশ্যপাগমনে
দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪২

কারণ, ব্রাহ্মণ শুনিয়াছিলেন যে, সর্পশ্রেষ্ঠ তক্ষক সেই মহারাজ পরীক্ষিৎকে দংশন করিয়া যমালয়ে পাঠাইবে ॥৩৪

ব্রাহ্মণ পথে এই কথা চিন্তা করিতে করিতে যাইতেছিলেন যে—'সর্পরাজ তক্ষক পরীক্ষিৎকে দংশন করিলে আমি তাঁহাকে নীরোগ করিয়া দিব এবং তাহাতে আমার অর্থলাভ ও ধর্মলাভ দুইই হইবে' ॥৩৫

সর্পরাজ তক্ষক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হইয়া যাইতে যাইতে দেখিল যে, সেই ব্রাহ্মণ কাশ্যপ একাগ্রমনে পথে চলিয়াছেন ॥৩৬

সর্পরাজ তক্ষক মুনিশ্রেষ্ঠ সেই কাশ্যপকে বলিল—'ব্রাহ্মণ! আপনি এত ত্বরান্বিত হইয়া কোথায় যাইতেছেন? কি কার্যই বা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন' ॥৩৭

কাশ্যপ বলিলেন—আজ সর্পশ্রেষ্ঠ তক্ষক বিষের তেজের প্রভাবে শত্রুদমনকারী কুরুবংশীয় রাজা পরীক্ষিৎকে দগ্ধ করিবে ॥৩৮

হে সৌম্যমূর্তি ব্রাহ্মণ! অগ্নিতুল্য তেজস্বী সর্পরাজ তক্ষক সেই পাণ্ডববংশের বংশরক্ষক মহাবিক্রমশালী রাজাকে দংশন করিলে, আমি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বিষমুক্ত ও সুস্থ করিবার জন্য এই জন্য সেখানে যাইতেছি ॥৩৯

আমি ব্রাহ্মণ; বিষবিদ্যায় অভিজ্ঞ বলিয়া লোকে আমাকে সম্মান করে; আমাদের গুরুদেবের কৃপায় আমি চিকিৎসা করিয়া বিষনাশ করিতে সক্ষম ॥৪০

তক্ষক বলিল—'ব্রাহ্মণ! আমিই সেই তক্ষক, বিষের তেজে আমি সেই রাজাকে দগ্ধ করিব। আপনি ফিরিয়া যান; কারণ আমি দংশন করিলে আপনি তাহাকে চিকিৎসা করিতে সমর্থ হইবেন না' ॥৪১

কাশ্যপ বলিলেন—আপনার দ্বারা দষ্ট রাজাকে আমি যাইয়া নীরোগ করিতে পারিব। নিজের বিদ্যার বলে আমার এই বিশ্বাস আছে ॥৪২

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশপ্রণীত বঙ্গানুবাদ সহিত মহাভারতের আদিপর্বীয় আস্তীকপর্বে
কাশ্যপাগমনবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পাঠান্তর ১— (১) —তেজোগ্নিসমতেজসম্।

* কোন কোন মহাভারতে ৩০ সংখ্যক শ্লোকটী দেখা যায় না।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[তক্ষকাদ্ ধনং প্রাপ্য কাশ্যপস্য প্রত্যাবর্তনম্, [illegible] পরীক্ষিতঃ [illegible] ।]

তক্ষক উবাচ ।
যদি দষ্টং ময়েহ ত্বং শক্তঃ কিঞ্চিচ্চিকিৎসিতুম্ ।
ততো বৃক্ষং ময়া দষ্টমিমং জীবয় কাশ্যপ ৷১
পরং মন্ত্রবলং যৎ তে তদ্ দর্শয় যতস্ব চ ।
ন্যগ্রোধমেনং ধক্ষ্যামি পশ্যতস্তে দ্বিজোত্তম ৷২
কাশ্যপ উবাচ ।
দশ নাগেন্দ্র বৃক্ষং ত্বং যমেতমভিমন্যসে ।
অহমেনং ত্বয়া দষ্টং জীবয়িষ্যে ভুজঙ্গম ৷৩
সৌতিরুবাচ ।
এবমুক্তঃ স নাগেন্দ্রঃ কাশ্যপেন মহাত্মনা ।
অদশদ্ বৃক্ষমভ্যেত্য ন্যগ্রোধং পন্নগোত্তমঃ ৷৪
স বৃক্ষস্তেন দষ্টস্তু পন্নগেন মহাত্মনা ।
আশীবিষবিষোপেতঃ প্রজজ্বাল সমন্ততঃ ৷৫
তং দগ্ধ্বা স নগং নাগঃ কাশ্যপং পুনরব্রবীৎ ।
কুরু যত্নং দ্বিজশ্রেষ্ঠ জীবয়ৈনং বনস্পতিম্ ৷৬
সৌতিরুবাচ ।
ভস্মীভূতং ততো বৃক্ষং পন্নগেন্দ্রস্য তেজসা ।
ভস্ম সর্বং সমাহৃত্য কাশ্যপো বাক্যমব্রবীৎ ৷৭
বিদ্যাবলং পন্নগেন্দ্র পশ্য মেঽস্মিন্ বনস্পতৌ ।
অহং সঞ্জীবয়াম্যেনং পশ্যতস্তে ভুজঙ্গম ৷৮
ততঃ স ভগবান্ বিদ্বান্ কাশ্যপো দ্বিজসত্তমঃ ।
ভস্মরাশীকৃতং বৃক্ষং বিদ্যয়া সমজীবয়ৎ ৷৯

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[তক্ষকের নিকট [illegible] কাশ্যপের প্রত্যাবর্তন এবং ছলে তক্ষকের পরীক্ষিতের সমীপে যাত্রা
([illegible])]

তক্ষক বলিল—কাশ্যপ! আমার দ্বারা দষ্ট যে কোনও বস্তুকে যদি আপনি চিকিৎসা করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে আমি এই বৃক্ষটিকে দংশন করিতেছি, ইহাকে আপনি সঞ্জীবিত করুন ।১

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনার উৎকৃষ্ট মন্ত্রবল যাহা আছে, তাহা আপনি প্রদর্শন করুন, এ বিষয়ে চেষ্টা করুন; আপনার সমক্ষেই আমি এই বটবৃক্ষটিকে দগ্ধ করিব ।২

কাশ্যপ বলিলেন,—নাগরাজ! আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য তুমি যদি এইরূপ ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বৃক্ষটিকে দংশন কর; তোমার দ্বারা দষ্ট বৃক্ষটিকে আমি পুনর্জীবিত করিব ।৩

সৌতি বলিলেন—মহাত্মা কাশ্যপ এই কথা বলিলে, সর্পশ্রেষ্ঠ তক্ষক [illegible] নিকটে গিয়া বৃক্ষটিকে দংশন করিল ।৪

মহাত্মা সর্প তক্ষক কর্তৃক দষ্ট হইয়া সেই বটবৃক্ষটি সেই [illegible] বিষে [illegible] সকল অংশেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ।৫

তক্ষকনাগ সেই বৃক্ষটিকে দগ্ধ করিয়া পুনরায় কাশ্যপকে বলিল—'দ্বিজবর! আপনি যত্ন করিয়া বৃক্ষটিকে সঞ্জীবিত করুন' ।৬

সৌতি বলিলেন—সর্পরাজ তক্ষকের তেজে বৃক্ষটিকে ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া, কাশ্যপ সেই বৃক্ষের সমস্ত ভস্মরাশি একত্র করিয়া এই কথা বলিলেন— ।৭

'সর্পরাজ তক্ষক! আজ এই ভস্মীভূত বটবৃক্ষে আমার মন্ত্রবল দর্শন কর, তোমার সমক্ষেই আমি ইহাকে পুনর্জীবিত করিতেছি' ।৮

তদনন্তর মাহাত্ম্যশালী, [illegible] সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কাশ্যপ ভস্মরাশিতে পরিণত সেই বৃক্ষটিকে বিদ্যার দ্বারা [illegible] সঞ্জীবিত করিলেন ।৯

---

* কোন কোন পুস্তকে * [illegible] অতিরিক্ত পাঠ দৃষ্ট হয়,—

'[illegible]'

অঙ্কুরং কৃতবাংস্তত্র ততঃ পর্ণদ্বয়ান্বিতম্।
পলাশিনং শাখিনঞ্চ তথা বিটপিনং পুনঃ ॥১০

তং দৃষ্ট্বা জীবিতং বৃক্ষং কাশ্যপেন মহাত্মনা।
উবাচ তক্ষকো ব্রহ্মন্ নৈতদত্যদ্ভুতং ত্বয়ি ॥১১

দ্বিজেন্দ্র যদ্ বিষং হন্যা মম বা মদ্বিধস্য বা।
কং ত্বমর্থমভিপ্রেপ্সুর্যাসি তত্র তপোধন ॥১২

যৎ তেঽভিলষিতং প্রাপ্তুং ফলং তস্মান্নৃপোত্তমাৎ।
অহমেব প্রদাস্যামি তৎ তে যদ্যপি দুর্লভম্ ॥১৩

বিপ্রশাপাভিভূতে চ ক্ষীণায়ুষি নরাধিপে।
ঘটমানস্য তে বিপ্র সিদ্ধিঃ সংশয়িতা ভবেৎ ॥১৪

ততো যশঃ প্রদীপ্তং তে ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
নিরশ্মিরিব ঘর্ম্মাংশুরন্তর্হিতো ব্রজেৎ ॥১৫

কাশ্যপ উবাচ।

ধনার্থী যাম্যহং তত্র তন্মে দেহি ভুজঙ্গম।
ততোঽহং বিনিবর্ত্তিষ্যে স্বাপতেয়ং প্রগৃহ্য বৈ ॥১৬

তক্ষক উবাচ।

যাবদ্ধনং প্রার্থয়সে তস্মাদ্ রাজ্ঞস্ততোঽধিকম্।
অহমেব প্রদাস্যামি নিবর্ত্তস্ব দ্বিজোত্তম ॥১৭

সৌতিরুবাচ।

তক্ষকস্য বচঃ শ্রুত্বা কাশ্যপো দ্বিজসত্তমঃ।
প্রদধ্যৌ সুমহাতেজা রাজানং প্রতি বুদ্ধিমান্ ॥১৮

দিব্যজ্ঞানঃ স তেজস্বী জ্ঞাত্বা তং নৃপতিং তদা।
ক্ষীণায়ুষং পাণ্ডবেয়মপাবর্ত্তত কাশ্যপঃ।
লব্ধ্বা বিত্তং মুনিবরস্তক্ষকাদ্ যাবদীপ্সিতম্ ॥১৯

তখন সেই ভস্মে অঙ্কুর করিলেন, তাহার পর তাহাতে দুইটি পত্রোদ্গম করিলেন, তাহার পর তাহাকে বহুপত্রযুক্ত করিলেন, তাহার পর ক্রমে ক্রমে শাখাযুক্ত করিলেন, তৎপরে পুনঃ শাখাসমূহ দ্বারা একটি বৃক্ষ করিলেন ॥১০

মহাত্মা কাশ্যপ সেই বৃক্ষটিকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন দেখিয়া তক্ষক বলিল—ব্রাহ্মণ! মহাশক্তিশালী আপনার পক্ষে এই কার্য্যটি অতি আশ্চর্য্য নহে ॥১১

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি যে আমার বা আমার তুল্য অন্য সর্পের বিষ নষ্ট করিবেন, ইহা আপনার পক্ষে অতি অদ্ভুত ব্যাপার নহে। হে তপোধন! আপনি কোন্ বিষয় প্রাপ্তির ইচ্ছায় সেই স্থানে যাইতেছেন ॥১২

আপনি সেই নৃপশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিতের নিকট হইতে যে ফল পাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন, তাহা দুর্লভ হইলেও আমিই আপনাকে তাহা দিব ॥১৩

হে ব্রাহ্মণ! ব্রহ্মশাপগ্রস্ত রাজা পরীক্ষিতের আয়ু ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে; অতএব আপনি তাঁহার চিকিৎসার জন্য সেখানে উপস্থিত হইলে আপনার কার্য্যসিদ্ধি হইবে কিনা এ বিষয়ে সংশয় আছে ॥১৪

আপনার যত্ন বিফল হইলে, অস্তগমন সময়ে কিরণহীন সূর্য্যের ন্যায় আপনার ত্রিলোকবিখ্যাত উজ্জ্বল যশ এই জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইবে ॥১৫

কাশ্যপ বলিলেন—"সর্পরাজ! আমি ধনার্থী হইয়াই সেখানে যাইতেছি; তুমি আমাকে তাহা দান কর; তৎপরে আমি ধন লইয়া ফিরিয়া যাইব" ॥১৬

তক্ষক বলিল—'ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনি সেই রাজার নিকটে যত ধন প্রার্থনা করিবেন, আমি তদপেক্ষা অধিক ধন আপনাকে দান করিব। আপনি ফিরিয়া যান' ॥১৭

সৌতি বলিলেন—মহাতেজস্বী ও বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কাশ্যপ তক্ষকের কথা শুনিয়া পরীক্ষিতের আয়ুর অবস্থা জানিবার জন্য ধ্যানে বসিলেন ॥১৮

তখন দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন ও তেজস্বী মুনিবর পাণ্ডববংশীয় রাজা পরীক্ষিতের আয়ু ক্ষীণ হইয়াছে জানিয়া, তক্ষকের নিকট হইতে ইচ্ছানুসারে ধনলাভ করিয়া ফিরিয়া গেলেন ॥১৯

নিবৃত্তে কাশ্যপে তস্মিন্ সময়েন মহাত্মনি।
জগাম তক্ষকস্তূর্ণং নগরং নাগসাহ্বয়ম্ ॥২০

অথ শুশ্রাব গচ্ছন্ স তক্ষকো জগতীপতিম্।
মন্ত্রাগদৈর্বিষহরৈ রক্ষ্যমাণং প্রযত্নতঃ ॥২১

সৌতিরুবাচ।

স চিন্তয়ামাস তদা মায়াযোগেন পার্থিবঃ।
ময়া বঞ্চয়িতব্যোঽসৌ ক উপায়ো ভবেদিতি ॥২২

ততস্তাপসরূপেণ প্রাহিণোৎ স ভুজঙ্গমান্।
ফলদর্ভোদকং গৃহ্য রাজ্ঞে নাগোঽথ তক্ষকঃ ॥২৩

তক্ষক উবাচ।

গচ্ছধ্বং যূয়মব্যগ্রা রাজানং কার্য্যবত্তয়া।
ফলপুষ্পোদকং নাম প্রতিগ্রাহয়িতুং নৃপম্ ॥২৪

সৌতিরুবাচ।

তে তক্ষকসমাদিষ্টাস্তথা চক্রুর্ভুজঙ্গমাঃ।
উপনিন্যুস্তথা রাজ্ঞে দর্ভানাপঃ ফলানি চ (১) ॥২৫

তচ্চ সর্ব্বং স রাজেন্দ্রঃ প্রতিজগ্রাহ বীর্য্যবান্।
কৃত্বা তেষাঞ্চ কার্য্যাণি গম্যতামিত্যুবাচ তান্ ॥২৬

গতেষু তেষু নাগেষু তাপসচ্ছদ্মরূপিষু।
অমাত্যান্ সুহৃদশ্চৈব প্রোবাচ স নরাধিপঃ ॥২৭

ভক্ষয়ন্তু ভবন্তো বৈ স্বাদূনীমানি সর্ব্বশঃ।
তাপসৈরুপনীতানি ফলানি সহিতা ময়া ॥২৮

ততো রাজা সসচিবঃ ফলান্যাদাতুমৈচ্ছত।
বিধিনা সম্প্রযুক্তো বৈ ঋষিবাক্যেন তেন তু ॥২৯

যস্মিন্নেব ফলে নাগস্তমেবাভক্ষয়ৎ স্বয়ম্।
ততো ভক্ষয়তস্তস্য ফলাৎ কৃমিরভূদণুঃ ॥৩০

পরীক্ষিতের আয়ুঃক্ষয় সময়ে মহাত্মা দ্বিজ নিয়মের উপযোগী হইয়া কাশ্যপ ফিরিয়া গেলে, তক্ষক শীঘ্র হস্তিনাপুরের অভিমুখে গমন করিল ॥২০

অনন্তর তক্ষক পথে যাইতে যাইতে শুনিল যে বহুলোক বিষনাশক দিব্য ঔষধ দ্বারা রাজাকে সযত্নে রক্ষা করিতেছে ॥২১

সৌতি বলিলেন—তখন তক্ষক চিন্তা করিল 'আমাকে ছলনা দ্বারাই রাজাকে বঞ্চিত করিতে হইবে; এখন কি উপায় করি?' ॥২২

অনন্তর, তক্ষক কতকগুলি সর্পকে তপস্বী বেশে সজ্জিত করিয়া ও তাহাদের হস্তে—ফল, কুশ ও জল দিয়া তাহাদিগকে রাজার নিকট প্রেরণ করিল ॥২৩

তক্ষক বলিল—'হে সর্পগণ! তোমরা বিশেষ প্রয়োজনে রাজা পরীক্ষিৎকে ফল, পুষ্প ও জল দিবার জন্য ব্যস্ত না হইয়া স্থিরভাবে সেই রাজার নিকট যাও' ॥২৪

সৌতি বলিলেন—তক্ষকের আদেশে সর্পগণ তাহাই করিল; তাহারা তপস্বীর বেশে কুশ, জল ও ফল রাজার নিকট লইয়া গেল ॥২৫

শক্তিমান্ রাজা সেই সমস্ত গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগকে পারিতোষিকাদি করিয়া বলিলেন—'আপনারা এখন যান' ॥২৬

তাপসের বেশে আগত সর্পগণ চলিয়া গেলে, রাজা মন্ত্রিগণ ও সুহৃদ্গণকে বলিলেন ॥২৭

'আপনারা আমার সহিত তাপসগণের উপহৃত এই সকল সুস্বাদু ফল ভোজন করুন' ॥২৮

তাহার পর রাজা দৈবপ্রেরিত হইয়া সর্পঘাতের কথিত বাক্যকে অবিবাদ্য বলিয়া বিধান করিয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত সেই সকল ফল ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন ॥২৯

সৌরভ; যে ফলটির মধ্যে তক্ষকসর্প সূক্ষ্মভাবে

পাঠান্তর।—(১) দর্ভোদক ফলানি চ।

[illegible] গৌরব ।
ন মে ভয়ং [illegible] ৷৩১
সত্যবাক্যস্তু ভবিতা বিপ্রস্য ন মে ভয়ম্ ।
সত্যবাগস্তু স মুনিঃ কৃমিকো মাং দশত্বয়ম্ ৷৩২
তক্ষকো নাম ভূত্বা বৈ তথা পরিহৃতং ভবেৎ ।
তে চৈনমন্বমোদন্ত মন্ত্রিণঃ কালচোদিতাঃ ৷৩৩
এবমুক্ত্বা স রাজেন্দ্রো গ্রীবায়াং সন্নিবেশ্য হ ।
কৃমিকং প্রাহসৎ তূর্ণং মুমূর্ষুর্নষ্টচেতনঃ ৷৩৪
প্রহসন্নেব ভোগেন তক্ষকেণ তদা নৃপঃ ।
তস্মাৎ ফলাদ্ বিনিষ্ক্রম্য যৎ তৎ
রাজ্ঞে নিবেদিতম্ ৷৩৫
বেষ্টয়িত্বা চ বেগেন বিনদ্য চ মহাস্বনম্ ।
অদশৎ পৃথিবীপালং তক্ষকঃ পন্নগেশ্বরঃ ৷৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি আস্তীকে তক্ষকদংশে
ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ৷৪৩

ছিলেন, রাজা তখন সেই ফলটি ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার পর রাজা ভক্ষিত সেই ফলটির মধ্য হইতে ক্ষুদ্র, কৃষ্ণ, কৃষ্ণচক্ষু ও তাম্রবর্ণ একটি কৃমি বাহির হইল; রাজা পরীক্ষিৎ সেই কীট সহিত ফলটি হস্তে ধারণ করিয়া মন্ত্রিগণকে বলিলেন—।৩০-৩১

"সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন; সুতরাং অদ্য আমার বিষ হইতে কিছু ভয় নাই, তথাপি মুনির কথা সত্য হউক; এই কৃমিটাই তক্ষক হইয়া আমাকে দংশন করুক; তাহাতে ঋষির প্রতি অত্যাচার করিয়া আমি যে অপরাধ করিয়াছি সেই অপরাধের পরিহার হইবে; সেই মন্ত্রিগণও কালপ্রেরিত হইয়াই রাজার ঐ কথার অনুমোদন করিলেন।৩২-৩৩

আসন্নমৃত্যু জ্ঞানশূন্য রাজা এই কথা বলিয়া, সেই কীটটির ফলটিকে সত্বর নিজের কণ্ঠদেশে রাখিয়া হাসিতে লাগিলেন।৩৪

কীটরূপে আবদ্ধ তক্ষক সেই ফল হইতে নির্গত হইয়া, নিজমূর্ত্তি ধারণ করত বেগে জড়াইয়া বিকট গর্জন করিয়া, হাসিতে হাসিতে বিদ্যমান রাজা পরীক্ষিৎকে বেষ্টন করিল।৩৫

সর্পরাজ তক্ষক সবেগে রাজাকে বেষ্টন করিয়া ও ভীষণ শব্দ গর্জন করত রাজাকে দংশন করিল।৩৬

শ্রীমদ্বেদব্যাসপ্রণীত লক্ষশ্লোকী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত আস্তীকপর্ব্বে
তক্ষকদংশনবিষয়ক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

(জনমেজয়স্য রাজ্যাভিষেকো বিবাহশ্চ ।)

সৌতিরুবাচ ।

তে তথা মন্ত্রিণো দৃষ্ট্বা ভোগেন পরিবেষ্টিতম্ ।
বিষণ্ণবদনাঃ সর্বে রুরুদুর্ভৃশদুঃখিতাঃ ॥১
তং তু নাদং ততঃ শ্রুত্বা মন্ত্রিণস্তে প্রদুদ্রুবুঃ ।
অপশ্যংশ্চ তথা যান্তমাকাশে নাগমদ্ভুতম্ ॥২
সীমন্তমিব কুর্বাণং নভসঃ পদ্মবর্চসম্ ।
তক্ষকং পন্নগশ্রেষ্ঠং ভৃশং শোকপরায়ণাঃ ॥৩
ততস্তু তে তদ্ গৃহমগ্নিনাবৃতং
প্রদীপ্যমানং বিষজেন ভোগিনঃ ।
ভয়াৎ পরিত্যজ্য দিশঃ প্রপেদিরে
পপাত তচ্চাপি নিপাতিতং তথা ॥৪
ততো নৃপে তক্ষকতেজসা হতে
প্রযুজ্য সর্বাঃ পরলোকসৎক্রিয়াঃ ।
শুচির্দ্বিজো রাজপুরোহিতস্তদা
তথৈব তে তস্য নৃপস্য মন্ত্রিণঃ ॥৫
নৃপং শিশুং তস্য সুতং প্রচক্রিরে
সমেত্য সর্বে পুরবাসিনো জনাঃ ।
নৃপং যমাহুস্তমমিত্রঘাতিনং
কুরুপ্রবীরং জনমেজয়ং জনাঃ ॥৬
স বাল এবার্যমতির্নৃপোত্তমঃ
সহৈব তৈর্মন্ত্রিপুরোহিতৈস্তদা ।
শশাস রাজ্যং কুরুপুঙ্গবাগ্রজো
যথাস্য বীরঃ প্রপিতামহস্তথা ॥৭

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

(জনমেজয়ের রাজ্যাভিষেক ও বিবাহ ।)

সৌতি বলিলেন—রাজা পরীক্ষিৎ তক্ষকের শরীরদ্বারা সেইরূপ পরিবেষ্টিত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া মন্ত্রীরা সকলেই বিষণ্ণবদনে এবং অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে রোদন করিয়া উঠিলেন ।১

তাহার পর, সেই মন্ত্রীরা তক্ষকের সেই গর্জন শুনিয়া চারিদিকে পলায়ন করিলেন; পরে অত্যন্ত শোকার্ত হইয়া তাঁহারা আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন—পদ্মের ন্যায় রক্তবর্ণ অদ্ভুত তক্ষক নাগ আপন শরীর দ্বারা আকাশে সীমন্তবিন্যাস যেন করিতে করিতেই যেন গমন করিতেছে ।২-৩

তাহার পর, তক্ষকের বিষাগ্নির আলোকে সেই বাসগৃহ আলোকিত হইয়াছে ইহা দেখিয়া মন্ত্রীরা ভয়ে সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চারিদিকে পলায়ন করিলেন; আর রাজা বজ্রাহতের ন্যায় পড়িয়া গেলেন ।৪

তদনন্তর রাজা পরীক্ষিৎ তক্ষকের বিষের প্রভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তখন পবিত্র ব্রাহ্মণ রাজপুরোহিত পরীক্ষিতের সেই মন্ত্রিগণ এবং সমস্ত পুরবাসিগণ মিলিত হইয়া পরীক্ষিতের সমস্ত পারলৌকিক কার্য করিয়া, পরীক্ষিতেরই শিশুপুত্রকে রাজা করিলেন; শত্রুহন্তা ও কুরুবংশ-প্রধান যে বালককে সকলে 'জনমেজয়' বলিয়া থাকে ।৫-৬

বাল্যকালেই জনমেজয়ের বুদ্ধি সৎপথে চলিয়াছিল, তাই তিনি তৎকালেই রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন; এই অবস্থায় তিনি আপন প্রপিতামহ বীর প্রকৃতি [illegible] মহাবীর যুধিষ্ঠিরের ন্যায় পুরোহিত ও মন্ত্রিগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন ।৭

[illegible]
[illegible] সুখাত বর্ত্তিনঃ।
[illegible] কামিনা
শকুন্তলাং [illegible]॥৮

[illegible] রাজা [illegible] শকুন্তলাং
[illegible] পরীক্ষ্য [illegible]।
ন [illegible]
[illegible]॥৯

[illegible]
[illegible] বিজহার বীর্য্যবান্।
যথা [illegible] বিজহার
[illegible] পুরা পুরূরবাঃ॥১০

শকুন্তলা [illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible]॥১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি [illegible] দুষ্মন্ত-
শকুন্তলাবিবাহে চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥

তাহার পর, সেই রাজর্ষি দুষ্মন্ত [illegible] দেখিয়া, [illegible] নিকট [illegible] শকুন্তলাকে [illegible] প্রার্থনা করেন।৮

দুষ্মন্ত [illegible] পরীক্ষা করিয়া, তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া শকুন্তলাকে [illegible] লাভ করেন। দুষ্মন্ত [illegible] শকুন্তলাকে লাভ করিয়া [illegible] হন, তাই তিনি [illegible] প্রতি কোন সন্দেহ মনে রাখেন নাই।৯

[illegible] পূর্ব্বকালে পুরূরবা যেমন উর্ব্বশীকে পাইয়া বিহার করিয়াছিলেন, তেমন [illegible] দুষ্মন্তও শকুন্তলাকে পাইয়া বিহার করিয়াছিলেন।১০

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী [illegible] এবং [illegible] মধ্যে [illegible] শকুন্তলাও রাজা দুষ্মন্তকে লাভ করিয়া, বিবাহের পর [illegible] আনন্দিত হইলেন।১১

[illegible] ও নিশাকরের [illegible] শকুন্তলার

শ্রীমদ্ধরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ [illegible] মহাভারতের আদিপর্ব্বের সম্ভবপর্ব্বে
দুষ্মন্তশকুন্তলাবিবাহে চতুঃসপ্ততিতমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[জরৎকারুণা স্বপিতৄণাং দর্শনম্, তৈঃ সহ কথোপকথনঞ্চ।]

সৌতিরুবাচ।

এতস্মিন্নেব কালে তু জরৎকারুর্মহাতপাঃ।
চচার পৃথিবীং কৃৎস্নাং যত্রসায়ংগৃহো মুনিঃ॥১

চরন্ দীক্ষাং মহাতেজা দুশ্চরামকৃতাত্মভিঃ।
তীর্থেষ্বাপ্লবনং কুর্বন্ পুণ্যেষু বিচচার হ॥২

বায়ুভক্ষো নিরাহারঃ শুষ্যন্নহরহর্মুনিঃ।
স দদর্শ পিতৄন্ গর্তে লম্বমানানধোমুখান্॥৩

একতন্ত্ববশিষ্টং বৈ বীরণস্তম্বমাশ্রিতান্।
তং তন্তুং চ শনৈরাখুমাদদানং বিলাশয়ম্॥৪

নিরাহারান্ কৃশান্ দীনান্ গর্তে স্বত্রাণমিচ্ছতঃ।
উপসৃত্য স তান্ দীনান্ দীনরূপোঽভ্যভাষত॥৫

কে ভবন্তোঽবলম্বন্তে বীরণস্তম্বমাশ্রিতাঃ।
দুর্বলং খাদিতৈর্মূলৈরাখুনা বিলবাসিনা॥৬

বীরণস্তম্বকে মূলং যদপ্যেকমিহ স্থিতম্।
তদপ্যয়ং শনৈরাখুরাদত্তে দশনৈঃ শিতৈঃ॥৭

ছেৎস্যতেঽল্পাবশিষ্টত্বাদেতদপ্যচিরাদিব।
ততস্তু পতিতারোঽত্র গর্তে অস্মিন্নধোমুখাঃ॥৮

ততো মে দুঃখমুৎপন্নং দৃষ্ট্বা যুষ্মানধোমুখান্।
কৃচ্ছ্রমাপদমাপন্নান্ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ॥৯

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

[জরৎকারুমুনির পিতৃগণের দর্শন এবং তাঁহাদের সহিত বার্ত্তালাপ।]

এই সময়েই মহাতপস্বী জরৎকারুমুনি পরিব্রাজকভাবে পৃথিবীর সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিতে ছিলেন; যেখানে সন্ধ্যা হইত, তিনি সেইখানেই রাত্রিযাপন করিতেন।১

মহাতেজস্বী জরৎকারু অন্যের পক্ষে দুষ্কর তপস্যা করিতে থাকিয়া এবং পবিত্র তীর্থে স্নান করিয়া বিচরণ করিতেন॥২

তিনি অন্য কিছু আহার করিতেন না, কেবল বায়ুমাত্র আহার করিতেন; তাহাতে দিন দিন তাঁহার শরীর শুকাইয়া যাইতেছিল; এই অবস্থায় একদা তিনি দেখিলেন—একটা গর্ত্তের ভিতরে বীরণস্তম্ব (বেণার মোথা) ঝুলিতেছে, তাহার একটী মাত্র শিকড় আছে, তাহাও সেই গর্ত্তবাসী একটা ইন্দুর আস্তে আস্তে কাটিতেছে, আর কতকগুলি লোক সেই বেণার গোছাটিকে ধরিয়া অধোমুখ হইয়া ঝুলিতেছে।৩-৪

সেই লোকগুলি কিছু আহার পাইতে না পারিয়া কৃশ ও কাতর হইয়া গিয়াছিল এবং গর্ত্তের ভিতরে পড়িয়া যাইবার ভয়ে আত্মরক্ষার কামনা করিতেছিল; এই অবস্থায় জরৎকারু সেই গর্ত্তের নিকটে যাইয়া কাতর হইয়া সেই লোকগুলিকে বলিলেন—॥৫

আপনারা কেন এই বেণার গোছাটি ধরিয়া ঝুলিতেছেন? এই গর্ত্তবাসী ইন্দুর ইহার মূল খাইয়া ফেলায় ইহাও যে দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে॥৬

এই বেণার গোছার একটিমাত্র যে শিকড় আছে, তাহাও এই ইন্দুরটী ধারাল দাঁত দিয়া আস্তে আস্তে কাটিয়া দিতেছে।৭

অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকায় এই শিকড়টাকেও অচিরকালমধ্যেই এই ইন্দুর কাটিয়া ফেলিবে; তাহার পরে নিশ্চয়ই আপনারা অধোমুখ হইয়া এই গর্ত্তের ভিতরে পড়িয়া যাইবেন॥৮

তপসোঽস্য চতুর্থেন তুরীয়েণাথবা পুনঃ।
অর্ধেন বাপি নিস্তর্তুমাপদং ব্রূত মা চিরম্ ॥১০

অথবাপি সমগ্রেণ হরন্তু তপসা মম।
ভবন্তঃ সর্ব এবেহ কামমেবং বিধীয়তাম্ ॥১১

পিতর ঊচুঃ।

বৃদ্ধো ভবান্ ব্রহ্মচারী যো নস্ত্রাতুমিহেচ্ছসি।
ন তু বিপ্রাগ্র্য তপসা শক্যতে তদ্ ব্যপোহিতুম্ ॥১২

অস্তি নস্তাত তপসঃ ফলং প্রবদতাং বর।
সন্তানপ্রক্ষয়াদ্ ব্রহ্মন্ পতামো নিরয়েঽশুচৌ ॥১৩

সন্তানো হি পরো ধর্ম এবমাহ পিতামহঃ।
লম্বতামিহ নস্তাত ন জ্ঞানং প্রতিভাতি বৈ ॥১৪

যেন ত্বাং নাভিজানীমো লোকে বিখ্যাতপৌরুষম্।
বৃদ্ধো ভবান্ মহাভাগো যো নঃ শোচ্যান্ সুদুঃখিতান্।

শোচসে চৈব কারুণ্যাচ্ছৃণু যে বৈ বয়ং দ্বিজ।
যাযাবরা নাম বয়মৃষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥১৬

লোকাৎ পুণ্যাদিহ ভ্রষ্টাঃ সন্তানপ্রক্ষয়াদ্বিভো।
প্রণষ্টং নস্তপস্তীব্রং ন হি নস্তন্তুরস্তি বৈ ॥১৭

অস্তি ত্বেকোঽদ্য নস্তন্তুঃ সোঽপি নাস্তি যথা তথা।
মন্দভাগ্যোঽল্পভাগ্যানাং তপ একং সমাস্থিতঃ ॥১৮

জরৎকারুরিতি খ্যাতো বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
নিয়তাত্মা মহাত্মা চ সুব্রতঃ সুমহাতপাঃ ॥১৯

আপনারা অধোমুখে থাকায় এই কষ্ট পাইতেছেন; সুতরাং আপনারা অবশ্যই গুরুতর বিপদে পড়িয়াছেন। ইহা দেখিয়া আমার বড় দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব বলুন—আমি আপনাদের কি প্রীতিকর কার্য করিব ।৯

আমার এই তপস্যার চতুর্থাংশ, কিংবা তৃতীয়াংশ অথবা অর্দ্ধাংশ দ্বারা কি আপনারা এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন। কি করিবেন বলুন, বিলম্ব করিবেন না ।১০

অথবা, আমার সমস্ত তপস্যাই গ্রহণ করিয়া আপনারা সকলেই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করুন; ইচ্ছানুসারে যাহা ভাল বোধ করেন, তাহাই করুন ।১১

পিতৃলোকেরা বলিলেন—'হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! যে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, সে আপনি ও বৃদ্ধ হইয়াছেন, বিশেষতঃ আপনি ব্রহ্মচারী; আর, তপস্যা দ্বারা আপনি আমাদের এ কষ্ট দূর করিতে পারিবেন না ।১২

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! বৎস! আমাদেরও তপস্যার ফল আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ! আমাদের বংশলোপ হওয়ার সম্ভব হওয়ায় আমরা অপবিত্র নরকে পড়িয়া যাইতেছি ।১৩

কারণ, 'সন্তানই পরম ধর্ম' ইহা স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন। বৎস! আমরা এইভাবে ঝুলিতেছি বলিয়া আমাদের সম্যক্ জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে না ।১৪

যেহেতু তোমার পুরুষকার জগতে বিখ্যাত হইলেও তোমাকে আমরা চিনিতে পারিতেছি না। আমরা বড়ই দুঃখভোগ করিতেছি; তাই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছি; এই অবস্থায় যে তুমি বৃদ্ধ হইয়াও দয়াবশতঃ আমাদের জন্য শোক করিতেছ সেই তুমি কিন্তু মহাত্মা। ব্রাহ্মণ! আমরা যে, তাহা তুমি শোন; আমরা যথাবিহিত ব্রতচারী যাযাবরনামক ঋষি ।১৫-১৬

বিভো! সন্তানলোপ হওয়ার সম্ভব হওয়ায় আমরা পুণ্য লোক স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের তীব্র তপস্যাও যেন লুপ্ত হওয়ার মতই হইয়াছে। কারণ, আমাদের সে রকম সন্তান নাই ।১৭

কিন্তু যদিও আমাদের একটি সন্তান আছে বটে, সেও না থাকার মতই আছে। যেহেতু, সে

তেন স্ম তপসো লোভাৎ কৃচ্ছ্রমাপাদিতা বয়ম্ ।
ন তস্য ভার্য্যা পুত্রো বা বান্ধবো বাস্তি কশ্চন ॥২০
তস্মাল্লম্বামহে গর্ত্তে নষ্টসংজ্ঞা হ্যনাথবৎ ।
স বক্তব্যস্ত্বয়া দৃষ্টো হ্যস্মাকং নাথবত্তয়া ॥২১
পিতরস্তেঽবলম্বন্তে গর্ত্তে দীনা অধোমুখাঃ ।
সাধু দারান্ কুরুষ্বেতি প্রজায়স্বেতি চ প্রভো ॥২২
কুলতন্তুর্হি নঃ শিষ্টঃ স এবৈকস্তপোধন (১) ।
যস্তু পশ্যসি নো ব্রহ্মন্ বীরণস্তম্বমাশ্রিতম্ (২) ॥২৩
এষোঽস্মাকং কুলস্তম্ব আস্তে স্বকুলবর্দ্ধনঃ ।
যানি পশ্যসি বৈ ব্রহ্মন্ মূলানীহাস্য বীরণঃ ॥২৪
এতে নস্তন্তবস্তাত কালেন পরিভক্ষিতাঃ ।
যত্ত্বেতৎ পশ্যসি ব্রহ্মন্ মূলমস্যার্দ্ধভক্ষিতম্ ॥২৫
যত্র লম্বামহে গর্ত্তে সোঽপ্যেকস্তপ আস্থিতঃ ।
যমাখুং পশ্যসি ব্রহ্মন্ কাল এষ মহাবলঃ ॥২৬
স তং তপোরতং মন্দং শনৈঃ ক্ষপয়তে তুদন্ ।
জরৎকারুং তপোলুব্ধং মন্দাত্মানমচেতসম্ ॥২৭
ন হি নস্তৎ তপস্তস্য তারয়িষ্যতি সত্তম ।
ছিন্নমূলান্ পরিভ্রষ্টান্ কালোপহতচেতসঃ ॥২৮
অধঃপ্রবিষ্টান্ পশ্যাস্মান্ যথা দুষ্কৃতিনস্তথা ।
অস্মাসু পতিতেষ্বত্র সহ সর্ব্বৈঃ সবান্ধবৈঃ ॥২৯

অতি মন্দভাগ্য বলিয়াই একমাত্র তপস্যাই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে ॥১৮

সে জরৎকারু নামে প্রসিদ্ধ, বেদ ও বেদাঙ্গ শাস্ত্রে পারদর্শী, সংযতচিত্ত, উদারহৃদয়, সদাচারনিরত ব্রহ্মচারী এবং মহাতপস্বী ॥১৯

সেই জরৎকারুর তপস্যার লোভে আমাদিগকে এই কষ্ট ভোগ করাইতেছে। যেহেতু, তাহার স্ত্রী, পুত্র বা কোন বন্ধু (আত্মীয়) নাই ॥২০

সেই জন্যই আমরা অনাথের ন্যায় প্রায় সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় এই গর্ত্তে ঝুলিতেছি, আমরা পরাধীন হইয়া রহিয়াছি বলিয়া, আপনার সঙ্গে জরৎকারুর দেখা হইলে, আপনি তাহাকে বলিবেন— ॥২১

"জরৎকারু! তোমার পিতৃগণ কাতর অবস্থায় অধোমুখ হইয়া গর্ত্তে ঝুলিতেছেন। অতএব তুমি যথাবিধানে বিবাহ কর এবং পুত্র উৎপাদন কর ॥২২

হে তপোধন! একমাত্র সেই জরৎকারুই আমাদের কুলতন্তু অবশিষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ! আমাদের আশ্রয় যে বীরণস্তম্ব (বেণার মূল) দেখিতেছেন, উহাই আমাদের কুলস্তম্ব, উহা স্বকুলের বংশবৃদ্ধি করিবার জন্য আছে। আর এই বীরণের যে সকল মূল এখানে দেখিতেছেন, ঐগুলি আমাদের বংশের ধারা (বংশ পুরুষ) ছিল, কিন্তু কাল এখন তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। ব্রাহ্মণ! এই বীরণস্তম্বের অর্দ্ধভক্ষিত এই যে মূলটি দেখিতেছেন, যাহা ধরিয়া আমরা গর্ত্তে ঝুলিতেছি সে একটিমাত্র বংশ আছে, সেও কেবল তপস্যা অবলম্বন করিয়াই রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ! আপনি যে ইন্দুরটিকে দেখিতেছেন, এটি মহাবলবান্ কাল ॥২৩-২৬

জরৎকারু শারীরিক কার্য্যেও দুর্ব্বল, মানসিক কার্য্যেও দুর্ব্বল, সুতরাং তাহার জ্ঞান নাই; তাই সে তপস্যায় লুব্ধ হইয়া তপস্যাই করিতেছে; এদিকে কিন্তু কাল তাহাকে আস্তে আস্তে কাটিয়া কাটিয়া ক্ষীণ করিতেছে ॥২৭

হে সাধুশ্রেষ্ঠ! কাল আমাদের বুদ্ধি নষ্ট করিয়া দিয়াছে এবং বংশও প্রায় মূল কাটিয়া ফেলিয়াছে; তাই আমরা পতনোন্মুখ হইয়াছি। এ অবস্থায় জরৎকারুর সে তপস্যা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥২৮

---

*পাঠান্তরম্ ।— (১) —তাতৈব তপোধন ।
(২) —মবস্থিতম্ ।

ছিন্নঃ কালেন সোঽপ্যত্র গন্তা বৈ নরকং ততঃ।
ততঃ [illegible] পতিষ্যামো বয়ং ৩০

যচ্চ নঃ [illegible] ক্রতুম্(১)।
ন তাত দৃষ্টং [illegible] ৩১

তদ্ দৃষ্ট্বাসি [illegible] তপস্বিনম্।
[illegible] যথা ৩২

যথা ব্রহ্মংস্ত্বয়া দৃষ্টাঃ [illegible]।
বান্ধবানাং হিতস্যেহ যথা চাত্মকুলং তথা ৩৩
কস্ত্বং বন্ধুবদস্মাকমনুশোচসি সত্তম।
শ্রোতুমিচ্ছাম সর্বেষাং কো ভবানিহ তিষ্ঠসি ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি আস্তীকে জরৎকারু-
পিতৃদর্শনং নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

কালই সেই লোকের মত আমরা বীরণ লম্বমান হইয়াছি—বৎস! বহু যাগ ও [illegible] আমরা এই গর্ত্তে পড়িয়া গেলে, ধর্ম না থাকায় [illegible] তাহার প্রভাবে দুঃখ পরে আমরা যাইব [illegible] হইত, কিম্বা [illegible] হইত, অথবা বৈদিক [illegible] যে কিছু পরিত্রাণের [illegible] হইত, সে সমস্তই এক সন্তান উৎপাদনের তুল্য নহে; ইহা সাধুদিগের মত। অতএব বৎস! আপনি তপস্বী সেই জরৎকারুকে দেখিয়া বলিবেন। ২৯-৩১

আপনি এখানে আমাদের এই দুঃখ যে ভাবে দেখিলেন, সেই ভাবেই সে সমস্ত তাহার নিকট বলিবেন। সে যাহাতে বিবাহ করে এবং পুত্র উৎপাদন করে, ব্রাহ্মণ! আপনি সেইভাবে তাহাকে বলিবেন। কেননা, আপনি তাহার বন্ধু (কিংবা পিতৃতুল্য); আর, এখানে সেই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। অতএব লোক যেমন নিজ-বংশীয় লোকের নিকট বলে, আপনিও সেইরূপ তাহার নিকট বলিবেন। ৩২-৩৩

ব্রাহ্মণ! আমাদের সকলেরই বন্ধুর ন্যায় কে আপনি এইরূপ শোক করিতেছেন? এই স্থানে থাকিয়া আপনি কে তিষ্ঠিয়া আছেন? আমরা তা জানিতে ইচ্ছা করি। ৩৪

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বের আস্তীকপর্বে
জরৎকারুর পিতৃদর্শন নামক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পাঠান্তর :— (১) [illegible]।

ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[আস্তীক-কথা জরৎকারুর-বিবাহাঙ্গীকার, জরৎকারুনাম্নীর [illegible]।]

সৌতিরুবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা জরৎকারুর্ভৃশং শোকপরায়ণঃ।
উবাচ তান্ পিতৄন্ দুঃখাদ্ বাষ্পসন্দিগ্ধয়া গিরা ॥১

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[সম্মত হইয়া জরৎকারুমুনির বিবাহ করিতে স্বীকার এবং জরৎকারুনাম্নী কন্যাকে পাইবার ব্যাপারে বাসুকির আগ্রহ।]

সৌতি বলিলেন—জরৎকারু পিতৃপুরুষগণের এই কথা শুনিয়া, অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া দুঃখে অশ্রুপাত করিতে করিতে পিতৃগণকে বলিলেন—১

জরৎকারুরুবাচ।

মম পূর্ব্বে ভবন্তো বৈ পিতরঃ সপিতামহাঃ।
ব্রূত যন্ময়া কার্য্যং ভবতাং প্রিয়কাম্যয়া॥২
অহমেব জরৎকারুঃ কিল্বিষী ভবতাং সুতঃ।
তে দণ্ডং ধারয়ত মে দুষ্কৃতস্যাকৃতাত্মনঃ॥৩

পিতর ঊচুঃ।

পুত্র দিষ্ট্যাসি সম্প্রাপ্ত ইমং দেশং যদৃচ্ছয়া।
কিমর্থঞ্চ ত্বয়া ব্রহ্মন্ ন কৃতো দারসংগ্রহঃ॥৪

জরৎকারুরুবাচ।

মমায়ং পিতরো নিত্যং হৃদ্যর্থঃ পরিবর্ত্ততে।
ঊর্দ্ধরেতাঃ শরীরং বৈ প্রাপয়েয়মমুত্র বৈ॥৫
ন দারান্ বৈ করিষ্যেহমিতি মে ভাবিতং মনঃ।
এবং দৃষ্ট্বা তু ভবতঃ শকুন্তানিব লম্বতঃ।
ময়া নিবর্ত্তিতা বুদ্ধির্ব্রহ্মচর্য্যাৎ পিতামহাঃ॥৬
করিষ্যে বঃ প্রিয়ং কামং নিবেক্ষ্যেঽহমসংশয়ম্।
সনাম্নীং যদ্যহং কন্যামুপলপ্স্যে কদাচন॥৭

ভবিষ্যতি চ যা কাচিদ্ভৈক্ষবৎ স্বয়মুদ্যতা।
প্রতিগ্রহীতা তামস্মি ন ভরেয়ঞ্চ যামহম্॥৮

এবংবিধমহং কুর্য্যাং নিবেশং প্রাপ্নুয়াং যদি।
অন্যথা ন করিষ্যেঽহং সত্যমেতৎ পিতামহাঃ॥৯

তত্র চোৎপৎস্যতে জন্তুর্ভবতাং তারণায় বৈ।
শাশ্বতস্থানলাভায় তিষ্ঠন্তু পিতরো মম॥১০

সৌতিরুবাচ।

এবমুক্ত্বা তু স পিতৄংশ্চচার পৃথিবীং মুনিঃ।
ন চ স্ম লভতে ভার্য্যাং বৃদ্ধোঽয়মিতি শৌনক॥১১

জরৎকারু বলিলেন—আপনারা আমারই পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষ। সুতরাং আপনাদের প্রীতির জন্য আমার কি কর্ত্তব্য তাহা বলুন।২

আমিই আপনাদের বংশের পুত্র সেই পাপী জরৎকারু; আমার মত পাপীর পিতার পরলোক প্রবেশ করে নাই; আমার পাপের দণ্ড আপনারাই নির্দ্ধারণ করুন।৩

পিতৃগণ বলিলেন—'পুত্র! আমাদের সৌভাগ্য যে, তুমি স্বেচ্ছায় এই স্থানে আসিয়াছ। হে ব্রাহ্মণ! কি কারণে তুমি বিবাহ কর নাই'।৪

জরৎকারু বলিলেন—পিতৃগণ! এই বিষয়টি আমার হৃদয়ে চিরদিনই বিদ্যমান আছে যে, আমি ঊর্দ্ধরেতা থাকিয়াই আমার এই শরীরকে পরলোকে প্রেরণ করিব।৫

হে পিতৃগণ! 'আমি বিবাহ করিব না' এইরূপ ভাব আমার মনে ছিল; কিন্তু এখন আপনাদিগকে পক্ষীর ন্যায় লম্বমান দেখিয়া আমি আমার সেই মনকে ব্রহ্মচর্য্য হইতে নিবৃত্ত করিলাম।৬

আমি আপনাদের অভীষ্ট প্রিয়কার্য্য করিব; যদি কখনও আমার নামের তুল্য নামধারিণী কন্যা পাই তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই বিবাহ করিব।৭

যে কন্যা ভিক্ষাদ্রব্যের মত স্বয়ং উপস্থিত হইবে এবং যাহাকে আমার অন্নবস্ত্রাদির দ্বারা প্রতিপালন করিতে হইবে না, আমি সেই কন্যাকেই বিবাহ করিব।৮

পিতৃগণ! যদি এইরূপ কন্যা পাই, তাহা হইলে আমি তাহাকে বিবাহ করিব, না পাইলে বিবাহ করিব না; আমি সত্যই এই কথা বলিতেছি।৯

আপনাদের উদ্ধারের জন্য সেই কন্যার গর্ভে পুত্র জন্মিবে; তাহাতে আমার পিতৃপুরুষ আপনারা

যদা নিবেশ্যমানস্তু পিতৃভিশ্চোদিতস্তথা।
তদারণ্যং স গত্বোচ্চৈশ্চুক্রোশ ভৃশদুঃখিতঃ ॥১২

স বনঙ্গতবান্ প্রাজ্ঞঃ পিতৄণাং হিতকাম্যয়া।
উবাচ কন্যাং যাচামি তিস্রো বাচঃ শনৈরিব ॥১৩

যানি ভূতানি সন্তীহ স্থাবরাণি চরাণি চ।
অন্তর্হিতানি বা যানি তানি শৃণ্বন্তু মে বচঃ ॥১৪

উগ্রে তপসি বর্ত্তন্তং পিতরশ্চোদয়ন্তি মাম্।
নিবিশস্বেতি দুঃখার্ত্তাঃ সন্তানস্য চিকীর্ষয়া ॥১৫

নিবেশায়াখিলাং ভূমিং কন্যাভৈক্ষ্যং চরামি ভোঃ।
দরিদ্রো দুঃখশীলশ্চ পিতৃভিঃ সন্নিয়োজিতঃ ॥১৬

যস্য কন্যাস্তি ভূতস্য যে ময়েহ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তে মে কন্যাং প্রযচ্ছন্তু চরতঃ সর্ব্বতোদিশম্ ॥১৭

মম কন্যা সনাম্নী যা ভৈক্ষবচ্চোদিতা ভবেৎ।
ভরেয়ঞ্চৈব যাং নাহং তাং মে কন্যাং প্রযচ্ছত ॥১৮

ততস্তে পন্নগা যে বৈ জরৎকারৌ সমাহিতাঃ।
তামাদায় প্রবৃত্তিং তে বাসুকেঃ প্রত্যবেদয়ন্ ॥১৯

তেষাং শ্রুত্বা স নাগেন্দ্রস্তাং কন্যাং সমলঙ্কৃতাম্।
প্রগৃহ্যারণ্যমগমৎ সমীপং তস্য পন্নগঃ ॥২০

তত্র তাং ভৈক্ষবৎ কন্যাং প্রাদাত্তস্মৈ মহাত্মনে।
নাগেন্দ্রো বাসুকির্ব্রহ্মন্ ন স তাং প্রত্যগৃহ্ণত ॥২১

পিতৃলোকে গমন করিবেন এবং সেখান হইতে আর ঐ পতিত হইবেন না ॥১০

সৌতি বলিলেন—জরৎকারু পিতৃগণকে এই কথা বলিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে থাকিলেন; কিন্তু শৌনক! তিনি বৃদ্ধ এই কারণে কোথাও কন্যা পাইলেন না ॥১১

পিতৃগণকর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া বিবাহ করিবার জন্য প্রেরিত হইতেন এবং তাঁহাদের আক্ষেপের কথা মনে স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন, তখন তিনি অরণ্যে গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন— ॥১২

জ্ঞানী জরৎকারু বনে গমন করিয়া পিতৃগণের হিতকামনায়—'আমি কন্যা প্রার্থনা করিতেছি' এই কথাটি তিনবার ধীরে ধীরে বলিলেন ॥১৩

এই জগতে স্থাবর ও জঙ্গম যত প্রাণী আছে অথবা যে সকল প্রাণী অন্তর্হিত হইয়া অবস্থান করিতেছে, তাহারা সকলেই আমার কথা শ্রবণ করুক ॥১৪

আমার দুঃখার্ত্ত পিতৃগণ আমার সন্তান কামনায় আমি উগ্র তপস্যায় নিরত থাকিলেও আমাকে 'বিবাহ কর' এই কথা বলিয়া প্রণোদিত করিতেছেন ॥১৫

আমি দরিদ্র ও দুঃখী হইয়াও পিতৃগণ প্রেরিত হইয়া বিবাহযোগ্য কন্যা ভিক্ষা গ্রহণের জন্য সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছি ॥১৬

আমি এই বনে যে সকল প্রাণীর নাম করিলাম, তাহাদের মধ্যে যে প্রাণীর কন্যা আছে, সেই প্রাণী, কন্যালাভের জন্য সকল দিকে পর্য্যটনকারী আমাকে কন্যা দান করুক ॥১৭

যে কন্যার নাম আমার নামেরই সমান হইবে, যে কন্যা ভিক্ষাস্বরূপে আমার নিকটেই দান করিবার জন্য উদ্যত হইবে এবং যে কন্যার প্রতিপালনের ভার আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে না, সেই কন্যাই আমাকে অর্পণ কর ॥১৮

তাহার পর যে সকল সর্প জরৎকারুর অনুসন্ধানের জন্য মনোযোগী হইয়াছিল, তাহারা জরৎকারুর সেই কন্যাপ্রার্থনার সংবাদ লইয়া নাগরাজ বাসুকিকে জানাইল ॥১৯

সনামা সেতি বৈ মত্বা ভরণে চাবিনিশ্চিতঃ।
মোক্ষভাবে স্থিতশ্চাপি মন্দীভূতঃ পরিগ্রহে ॥১২
ততো নাম স কন্যায়াঃ পপ্রচ্ছ ভৃগুনন্দন।
বাসুকিং ভরণঞ্চাস্যা ন কুর্য্যামিত্যুবাচ হ ॥১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি আস্তীকে বাসুকি-জরৎকারুসংবাদে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৬

নাগরাজ বাসুকি সর্পগণের মুখে সেই কথা শুনিয়া, কন্যাটিকে অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া অরণ্যে জরৎকারুর নিকটে তাহাকে লইয়া গেলেন ॥১১

সৌতি। সেখানে নাগরাজ বাসুকি মহাত্মা জরৎকারুকে কন্যাটি দান করিবেন বলিয়া ভিক্ষা জানাইলেন, মোক্ষকামী জরৎকারু কন্যার নাম নিজের নামের সমান হইবে না মনে করিয়া এবং কন্যার ভরণপোষণের ভার কে লইবে নির্দিষ্ট না হওয়ায়, প্রথমে সেই কন্যাকে বিবাহ করিতে মন্দীভূত হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না ॥১১-১২

হে ভৃগুনন্দন! তাহার পর জরৎকারু বাসুকির কন্যার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বাসুকিকে আরও বলিলেন 'আমি এই কন্যার ভার বহিতে পারিব না' ॥১৩

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশকৃত ভারতকৌমুদী নামিকা মহাভারতের আদিপর্ব্বের আস্তীকপর্ব্বে
বাসুকি-জরৎকারুসংবাদবিষয়ক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

[নাগকন্যয়া সহ জরৎকারুমুনের্বিবাহঃ, তস্যাং গর্ভোৎপত্তিঃ, তাং পরিত্যজ্য তপসে মুনের্গমনঞ্চ ।]

সৌতিরুবাচ।
বাসুকিস্ত্বব্রবীদ্ বাক্যং জরৎকারুমৃষিং তদা।
সনাম্নী তব কন্যেয়ং স্বসা মে তপসান্বিতা ॥১
ভরিষ্যামি চ তে ভার্য্যাং প্রতীচ্ছেমাং দ্বিজোত্তম।
রক্ষণঞ্চ করিষ্যেঽস্যাঃ সর্ব্বশক্ত্যা তপোধন।
ত্বদর্থং রক্ষ্যতে চৈষা ময়া মুনিবরোত্তম ॥২

ঋষিরুবাচ।
ন ভরিষ্যেঽহমেতাং বৈ এষ মে সময়ঃ কৃতঃ।
অপ্রিয়ঞ্চ ন কর্ত্তব্যং কৃতে চৈনাং ত্যজাম্যহম্ ॥৩

সৌতিরুবাচ।
প্রতিশ্রুতে তু নাগেন ভরিষ্যে ভগিনীমিতি।
জরৎকারুস্তদা বেশ্ম ভুজগস্য জগাম হ ॥৪

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[নাগকন্যার সহিত জরৎকারু মুনির বিবাহ, তাঁহার গর্ভোৎপত্তি এবং নাগকন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা করিবার জন্য মুনির বন গমন।]

সৌতি বলিলেন—তখন বাসুকি জরৎকারু ঋষিকে এই কথা বলিলেন—এ কন্যাটির নাম আপনার নামের সমান, এই কন্যাটি আমার ভগিনী এবং এ তপস্বিনী ॥১

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ তপোধন। আমি আপনার পত্নীর ভরণপোষণ করিব; সুতরাং ইহাকে গ্রহণ করুন। আমি সর্ব্বশক্তি দিয়া ইহার রক্ষা করিব। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি আপনারই জন্য

তত্র মন্ত্রবিদাং (১) শ্রেষ্ঠস্তপোবৃদ্ধো মহাব্রতঃ।
জগ্রাহ পাণিং ধর্ম্মাত্মা বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতম্ ॥৫

ততো বাসগৃহং রম্যং পন্নগেন্দ্রস্য সম্মতম্।
জগাম ভার্য্যামাদায় স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ ॥৬

শয়নং তত্র সংক্লৃপ্তং স্পর্দ্ধ্যাস্তরণসংবৃতম্।
তত্র ভার্য্যাসহায়ো বৈ জরৎকারুরুবাস হ ॥৭

স তত্র সময়ং চক্রে ভার্য্যয়া সহ সত্তমঃ।
বিপ্রিয়ং মে ন কর্ত্তব্যং ন চ বাচ্যং কদাচন ॥৮

ত্যজেয়ং বিপ্রিয়ে চ ত্বাং কৃতে বাসঞ্চ তে গৃহে।
এতদ্ গৃহাণ বচনং ময়া যৎ সমুদীরিতম্ ॥৯

ততঃ পরমসংবিগ্না স্বসা নাগপতেস্তদা।
অতিদুঃখান্বিতা বাক্যং তমুবাচৈবমস্ত্বিতি ॥১০

তথৈব সা চ ভর্ত্তারং দুঃখশীলমুপাচরৎ।
উপায়ৈঃ শ্বেতকাকীয়ৈঃ প্রিয়কামা যশস্বিনী ॥১১

ঋতুকালে ততঃ স্নাতা কদাচিদ্ বাসুকেঃ স্বসা।
ভর্ত্তারং বৈ যথান্যায়মুপতস্থে মহামুনিম্ ॥১২

করিব বলিয়াই এ বিষয়ে নিয়ম করিয়াছি ॥২

জরৎকারু বলিলেন—আমি নিয়ম করিয়াছি যে, আমি আমার স্ত্রীর ভরণ করিব না এবং আমার স্ত্রী কখনও আমার অপ্রিয় কার্য্য করিতে পারিবে না, যদি করে আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিব ॥৩

সৌতি বলিলেন—বাসুকিনাগ যখন এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, আমি আমার ভগিনীর ভরণপোষণ করিব, তখন জরৎকারুঋষি বাসুকির গৃহে গমন করিলেন ॥৪

মন্ত্রজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ, তপোবৃদ্ধ, মহাব্রতধারী ও ধর্ম্মাত্মা জরৎকারু বাসুকির গৃহে যাইয়া শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে মন্ত্রপাঠ করিয়া বাসুকি-ভগিনীকে বিবাহ করিলেন ॥৫

তাহার পর জরৎকারু পত্নীকে সঙ্গে লইয়া বাসুকির প্রিয় ও অত্যন্ত সুন্দর বাসগৃহে গমন করিলেন, তৎকালে মহর্ষিগণ জরৎকারুর স্তুতি করিতেছিলেন ॥৬

সেই বাসগৃহে বহুমূল্য আস্তরণে আচ্ছাদিত একটী শয্যা বিন্যস্ত ছিল; জরৎকারু পত্নীর সহিত সেই শয্যায় অবস্থান করিলেন ॥৭

সাধুশ্রেষ্ঠ জরৎকারু সেই বাসগৃহে বাস করিয়া পত্নীর সহিত এই নিয়ম করিলেন যে—তুমি কখনও আমার অপ্রিয় কার্য্য করিতে পারিবে না বা অপ্রিয় কথা বলিতে পারিবে না ॥৮

তুমি আমার অপ্রিয় কার্য্য করিলে বা অপ্রিয় কথা বলিলে, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব এবং তোমার এই গৃহে বাস করাও ত্যাগ করিব। আমি এই যে নিয়মের কথা বলিলাম তাহা তুমি স্বীকার কর ॥৯

তাহার পর নাগরাজ বাসুকির ভগিনী অত্যন্ত ভীত ও দুঃখিত হইয়া জরৎকারুকে বলিলেন—'তাহাই হইবে' ॥১০

পতির প্রিয়কামা ও যশস্বিনী বাসুকিভগিনী, 'শ্বেতকাকীয় উপায়ে' অর্থাৎ বকী যেমন সাবধানে নীরবভাবে সেবা করে, (শ্বেতকাক=বক) তেমন ভাবে সেই দুঃশীলপ্রকৃতি জরৎকারুর সেবা করিতে থাকিলেন ॥১১

তদনন্তর কোন সময়ে বাসুকিভগিনী ঋতুস্নাতা হইয়া যথাবিধানে তাঁহার পতি সেই মহামুনির উপাসনা করিলেন ॥১২

পাঠান্তর :— (১) তত্র ব্রহ্মবিদাং

তত্র তস্যাং সমভবদ্ গর্ভো জ্বলনসন্নিভঃ।
অতীবতেজসা যুক্তো বৈশ্বানরসমদ্যুতিঃ ॥১৩

শুক্লপক্ষে যথা সোমো ব্যবর্দ্ধত তথৈব সঃ।
ততঃ কতিপয়াহস্য (১) জরৎকারুর্মহাযশাঃ ॥১৪

উৎসঙ্গেঽস্যাঃ শিরঃ কৃত্বা সুষ্বাপ পরিখিন্নবৎ।
তস্মিংশ্চ সুপ্তে বিপ্রেন্দ্রে সবিতাস্তমিয়াদ্ গিরিম্ ॥১৫

অহ্নঃ পরিক্ষয়ে ব্রহ্মংস্ততঃ সাচিন্তয়ৎ তদা।
বাসুকের্ভগিনী ভীতা ধর্ম্মলোপান্মনস্বিনী ॥১৬

কিং নু মে সুকৃতং ভূয়াদ্ ভর্ত্তুরুত্থাপনং ন বা।
দুঃখশীলো হি ধর্ম্মাত্মা কথং নাস্যাপরাধ্নুয়াম্ ॥১৭

কোপো বা ধর্ম্মশীলস্য ধর্ম্মলোপোঽথবা পুনঃ।
ধর্ম্মলোপো গরীয়ান্ বৈ স্যাদত্রেত্যকরোন্মতিম্ ॥১৮

উত্থাপয়িষ্যে যদ্যেনং ধ্রুবং কোপং করিষ্যতি।
ধর্ম্মলোপো ভবেদস্য সন্ধ্যাতিক্রমণে ধ্রুবম্ ॥১৯

ইতি নিশ্চিত্য মনসা জরৎকারুর্ভুজঙ্গমা।
তমৃষিং দীপ্ততপসং শয়ানমনলোপমম্ ॥২০

উবাচেদং বচঃ শ্লক্ষ্ণং ততো মধুরভাষিণী।
উত্তিষ্ঠ ত্বং মহাভাগ সূর্য্যোঽস্তমুপগচ্ছতি ॥২১

সন্ধ্যামুপাস্স্ব ভগবন্নপঃ স্পৃষ্ট্বা যতব্রতঃ।
প্রাদুষ্কৃতাগ্নিহোত্রোঽয়ং মুহূর্ত্তো রম্যদারুণঃ ॥২২

সেই ঋতুকালে বাসুকিভগিনীর গর্ভসঞ্চার হইল; উহা অতি তেজস্বী, অত্যন্ত অগ্নিতুল্য এবং বৈশ্বানরের সদৃশ হইয়াছিল ॥১৩

শুক্লপক্ষে চন্দ্রের ন্যায় সেই গর্ভ দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাহার পর কতিপয় দিবস গত হইলে, মহাযশা জরৎকারু বাসুকিভগিনীর ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া পরিশ্রান্তের মত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন; সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ জরৎকারু নিদ্রিত হইলে, সূর্য্য অস্তাচলে গমনোন্মুখ হইলেন ॥১৪-১৫

শৌনক! তাহার পর দিনের শেষ হইয়া আসিলে, তখন বুদ্ধিমতী সেই বাসুকিভগিনী পতির আহ্নিকক্রিয়ার কালাতিক্রমে ধর্ম্মলোপভয়ে ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥১৬

আমার ভর্ত্তাকে নিদ্রা হইতে জাগান আমার ন্যায্য কর্ম্ম হইবে কি না? কারণ এই ধর্ম্মাত্মা দুঃখশীলস্বভাব কাতর হইয়া নিদ্রিত আছেন। এই অবস্থায় ইঁহাকে জাগাইলে আমি অপরাধী হইব না কেন? ॥১৭

মুনির ক্রোধ এবং ধার্ম্মিকের ধর্ম্মলোপ—এই দুইটির মধ্যে ধার্ম্মিকের ধর্ম্মলোপই গুরুতর দোষ। এই জন্যই তিনি স্বামীকে জাগাইতে হয়, তাহাই করিবার জন্য মনে স্থির করিলেন ॥১৮

যদি ইঁহাকে নিদ্রা হইতে জাগাই, তবে নিশ্চয়ই ইনি কুপিত হইবেন, এদিকে যদি সায়ংসন্ধ্যার কাল অতীত হইয়া যায়, তাহা হইলে ইঁহার নিশ্চয়ই ধর্ম্মনাশ হইবে ॥১৯

ভুজঙ্গভগিনী জরৎকারু মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তখন মহাতাপস ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী সেই নিদ্রিত স্বামী জরৎকারুকে এই কোমল বাক্য বলিলেন—'হে মহাভাগ! আপনি নিদ্রা হইতে উঠুন, সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন ॥২০-২১

ভগবন্! আপনি জলস্পর্শ করিয়া একাগ্রচিত্তে সন্ধ্যার উপাসনা করুন। এই মুহূর্ত্তে অগ্নিহোত্রীরা অগ্নি আহ্বান করিয়াছেন এবং এই মুহূর্ত্তটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও সর্পভয়ের সংযোগে মনোহর, [illegible] দুষ্কৃতির নির্গমে ভয়ঙ্কর ॥২২

পাঠান্তর : (১) ততঃ কতিপয়াহস্য।

সন্ধ্যা প্রবর্ত্ততে চেয়ং পশ্চিমায়াং দিশি প্রভো।
এবমুক্তঃ স ভগবান্ জরৎকারুর্মহাতপাঃ ॥২৩
ভার্য্যাং প্রস্ফুরমাণৌষ্ঠ ইদং বচনমব্রবীৎ।
অবমানঃ প্রযুক্তোঽয়ং ত্বয়া মম ভুজঙ্গমে ॥২৪
সমীপে তে ন বৎস্যামি গমিষ্যামি যথাগতম্।
শক্তিরস্তি ন বামোরু ময়ি সুপ্তে বিভাবসোঃ ॥২৫
অস্তং গন্তুং যথাকালমিতি মে হৃদি বর্ত্ততে।
ন চাপ্যবমতস্যেহ বাসো রোচেত কস্যচিৎ ॥২৬
কিং পুনর্ধর্ম্মশীলস্য মম বা মদ্বিধস্য বা।
এবমুক্তা জরৎকারুর্ভর্ত্রা হৃদয়কম্পনম্ ॥২৭
অব্রবীদ্ ভগিনী তত্র বাসুকেঃ সন্নিবেশনে।
নাবমানাৎ কৃতবতী তবাহং বিপ্র বোধনম্ ॥২৮
ধর্ম্মলোপো ন তে বিপ্র স্যাদিত্যেতন্ময়া কৃতম্।
উবাচ ভার্য্যামিত্যুক্তো জরৎকারুর্মহাতপাঃ ॥২৯
ঋষিঃ কোপসমাবিষ্টস্ত্যক্তুকামো ভুজঙ্গমাম্।
ন মে বাগনৃতং প্রাহ গমিষ্যেঽহং ভুজঙ্গমে ॥৩০
সময়ো হ্যেষ মে পূর্ব্বং ত্বয়া সহ মিথঃ কৃতঃ।
সুখমস্ম্যুষিতো ভদ্রে ব্রূয়াস্ত্বং ভ্রাতরং শুভে ॥৩১
ইতো ময়ি গতে ভীরু গতঃ স ভগবানিতি।
ত্বং চাপি ময়ি নিষ্ক্রান্তে ন শোকং কর্ত্তুমর্হসি ॥৩২
ইত্যুক্তা সানবদ্যাঙ্গী প্রত্যুবাচ মুনিং তদা।
জরৎকারুং জরৎকারুশ্চিন্তাশোকপরায়ণা ॥৩৩
বাষ্পগদ্গদয়া বাচা মুখেন পরিশুষ্যতা।
কৃতাঞ্জলির্বরারোহা পর্য্যশ্রুনয়না ততঃ ॥৩৪
ধৈর্য্যমালম্ব্য বামোরুর্হৃদয়েন প্রবেপতা।
ন মামর্হসি ধর্ম্মজ্ঞ পরিত্যক্তুমনাগসম্ ॥৩৫
ধর্ম্মে স্থিতাং স্থিতো ধর্ম্মে সদা প্রিয়হিতে রতাম্।
প্রদানে কারণং যচ্চ মম তুভ্যং দ্বিজোত্তম ॥৩৬

প্রভু! পশ্চিমদিকে সন্ধ্যাকালীন ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইতেছে'।—পত্নী এইরূপ বলিলে মহাতপস্বী ও মহামুনি জরৎকারুর ওষ্ঠদ্বয় ক্রোধে কম্পিত হইতেছিল; তিনি পত্নীকে এই কথা বলিলেন—'নাগনন্দিনী! তুমি আমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া আমার প্রতি অবমাননা করিয়াছ ।২৩-২৪

সুন্দরি! আমি আর তোমার নিকটে বাস করিব না, আমি যেমন আসিয়াছিলাম তেমন যাইব। আমার নিদ্রিত অবস্থায় সূর্য্যের এমন শক্তি নাই যে, যথাকালে অস্ত যান,—এই বিশ্বাস আমার হৃদয়ে আছে। অতএব অপমানিত হইয়া কোন ব্যক্তিরই এই স্থানে বাস করার ইচ্ছা হইতে পারে না ।২৫-২৬

পরন্তু আমি ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি; অতএব আমার বা আমার মত অন্য কোন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির এই স্থানে বাস করার ইচ্ছা কোনও মতেই থাকিতে পারে না। ভর্ত্তা এই কথা বলিলে, তখন সেই স্থানে বাসুকিভগিনী কম্পিতান্তরে বলিলেন—ব্রাহ্মণ! আমি আপনার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া আপনাকে নিদ্রা হইতে জাগাই নাই ।২৭-২৮

হে ব্রাহ্মণ! আপনার ধর্ম্মনাশ যেন না হয়, সেই জন্যই আমি আপনাকে জাগাইয়াছি। পত্নী এই কথা বলিলে, মহাতপস্বী জরৎকারু ঋষি কুপিত হইয়া সেই সর্পজাতীয়া পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বলিলেন—'নাগনন্দিনী! আমার বাক্য কখনও অসত্য হয় না; অতএব আমি এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইব ।২৯-৩০

ভদ্রে! পূর্ব্বে আমি তোমার সহিত পরস্পর এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলাম। অতএব ভদ্রে! আমি তোমার সহিত আনন্দে বাস করিয়াছি; এখন আমি এই স্থান হইতে প্রস্থান করিলে, তুমি তোমার ভ্রাতা বাসুকিকে বলিও যে, সেই ঋষি চলিয়া গিয়াছেন। হে ভয়শীলে! আমি এইস্থান হইতে প্রস্থান করিলে তুমিও শোক করিও না ।৩১-৩২

[illegible] [illegible] কিং মাং [illegible] পার্ব্বতি ।
[illegible] [illegible] মম পুত্র ॥৩৭
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥৩৮
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥৩৯
[illegible] [illegible] মম [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥৪০
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥৪১
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥৪২
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥৪৩

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

[illegible] মুনি এই কথা বলিলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিতে গিয়া ও [illegible] [illegible] উপস্থিত হইল; তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, মুখ শুষ্ক হইয়া গেল এবং দেহ কম্পিত হইতে লাগিল; তখন তিনি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] মুনিকে বলিলেন—'হে [illegible]! আপনি [illegible] [illegible] হইয়া [illegible], [illegible] স্থির এবং আমার [illegible] ও [illegible] [illegible], কিন্তু আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। হে [illegible]! আপনার হস্তে আমাকে [illegible] করিবার যে প্রয়োজন ছিল তাহা এখনও আমি লাভ করি নাই; এইজন্য আমি [illegible], এখন আপনি আমাকে কি বলিবেন? [illegible] [illegible] আমার গর্ভে আপনার পুত্র [illegible] করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই পুত্র এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। আমার গর্ভে আপনার পুত্র হইলে তাহাকে আমার [illegible] [illegible] হইবে ॥৩৬-৩৮

হে [illegible]! আপনার সহিত আমার এই [illegible] [illegible] হইবে না ইহা আমি মনে করি। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াই আমি আপনার [illegible] [illegible] করিয়াছি ॥৩৯

হে [illegible]! আমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], তাহার [illegible] [illegible] [illegible]; এই অবস্থায় আপনি [illegible] হইয়া আপনার [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া কি প্রকারে [illegible] [illegible] হইবেন ॥৪০

সতী এই কথা বলিলে, তখন [illegible] মুনি তাঁহাকে [illegible] ও উপযুক্ত কথা বলিলেন ॥৪১

সৌভাগ্যশালিনি! [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তোমার এই গর্ভে অবস্থান করিতেছেন ॥৪২

এই কথা বলিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন ॥৪৩

শ্রী[illegible]প্রণীত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] নির্ণয়বিষয়ক সপ্তসপ্ততিতমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

(সর্পরাজ-সকাশে ভগিন্যা উক্ত বিবরণম্, আস্তীকস্য জন্ম বিদ্যালাভশ্চ।)

সৌতিরুবাচ।

গতমাত্রং তু ভর্ত্তারং জরৎকারুরবেদয়ৎ।
ভ্রাতুঃ সকাশমাগত্য যথাতথ্যং তপোধন ॥১
ততঃ স ভুজগশ্রেষ্ঠঃ শ্রুত্বা সুমহদপ্রিয়ম্।
উবাচ ভগিনীং দীনাং তদা দীনতরঃ স্বয়ম্ ॥২

বাসুকিরুবাচ।

জানাসি ভদ্রে যৎ কার্য্যং প্রদানে কারণঞ্চ যৎ।
পন্নগানাং হিতার্থায় পুত্রস্তে স্যাৎ ততো যদি ॥৩
স সর্পসত্রাৎ কিল নো মোক্ষয়িষ্যতি বীর্য্যবান্।
এবং পিতামহঃ পূর্ব্বমুক্তবাংস্তু সুরৈঃ সহ ॥৪
অপ্যস্তি গর্ভঃ সুভগে তস্মাৎ তে মুনিসত্তমাৎ।
ন চেচ্ছাম্যফলং তস্য দারকর্ম্ম মনীষিণঃ ॥৫

কার্য্যঞ্চ মম ন ন্যায্যং প্রষ্টুং ত্বাং কার্য্যমীদৃশম্।
কিন্তু কার্য্যগরীয়স্ত্বাৎ ততস্ত্বাহমচূচুদম্ ॥৬

দুর্ব্বার্য্যতাং বিদিত্বা চ ভর্ত্তুস্তেঽতিতপস্বিনঃ।
নৈনমন্বাগমিষ্যামি কদাচিদ্ধি শপেৎ স মাম্ ॥৭

আচক্ষ্ব ভদ্রে ভর্ত্তুস্ত্বং সর্ব্বমেব বিচেষ্টিতম্।
উদ্ধর চ শল্যং মে ঘোরং হৃদি চিরস্থিতম্ ॥৮

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

(সর্পরাজ বাসুকির নিকট ভগিনী কর্ত্তৃক উক্ত বিবরণ এবং আস্তীকের জন্ম ও বিদ্যালাভ।)

সৌতি বলিলেন—"হে তপোধন! স্বামী প্রস্থান করিলেই বাসুকিভগিনী তৎক্ষণাৎ ভ্রাতার নিকট যাইয়া সেই সংবাদ যথাযথভাবে জানাইলেন ॥১॥

তাহার পর সর্পশ্রেষ্ঠ বাসুকি সেই অত্যন্ত অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া সর্পকুলের অমঙ্গলের আশঙ্কায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পতিবিচ্ছেদকাতরা ভগিনীকে বলিলেন— ॥২॥

বাসুকি বলিলেন—"ভদ্রে! আমাদের উদ্দেশ্য এবং তদনুসারে তোমার সম্প্রদানের প্রয়োজন সমস্তই তুমি জান। সর্পগণের হিতের জন্য তোমার গর্ভে জরৎকারু হইতে যদি পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই শক্তিশালী পুত্র আমাদিগকে সর্পযজ্ঞ বিনাশ হইতে রক্ষা করিবে, এই কথা ব্রহ্মা দেবগণের সহ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন ॥৩-৪॥

হে সৌভাগ্যবতি! মুনিশ্রেষ্ঠ সেই জরৎকারু হইতে তোমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে কি? তাঁহার ন্যায় মনীষী ব্যক্তির বিবাহকার্য্য যে ব্যর্থ হইবে তাহা আমি সহ্য করিতে পারি না ॥৫॥

তোমাকে এইরূপ কার্য্যের বিষয়ে প্রশ্ন করা আমার পক্ষে অত্যন্ত অনুচিত। তথাপি কার্য্যের গুরুত্ববশতঃ এই প্রশ্ন উক্ত বিষয় জন্য আমি তোমাকে বলিতে বাধ্য হইয়াছি ॥৬॥

তোমার পতি অসাধারণ তপস্বী; সুতরাং তাঁহাকে বাধা দিলেও কোনও প্রকারেই প্রস্থান হইতে বিরত হইবেন না ইহা আমি বুঝি এবং সেইজন্য আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব না। কারণ, যদি পশ্চাৎ যাই, তাহা হইলে কখনও হয়ত তিনি আমাকে শাপ দিবেন ॥৭॥

ভদ্রে! তুমি তোমার পতির সমস্ত ব্যাপারই আমাকে বল; আমার হৃদয়ে দীর্ঘকাল অবস্থিত পীড়াদায়ক যে শল্য বিদ্ধ আছে, তাহা নিবৃত্ত কর ॥৮॥

জরৎকারুস্ততো বাক্যমিত্যুক্তা প্রত্যভাষত ।
আশ্বাসয়ন্তী সন্তপ্তং বাসুকিং পন্নগেশ্বরম্ ॥৯

জরৎকারুরুবাচ ।

পৃষ্টো ময়াপত্যহেতোঃ স মহাত্মা মহাতপাঃ ।
অস্তীত্যুদরমুদ্দিশ্য মমেদং গতবাংশ্চ সঃ ॥১০

স্বৈরেষ্বপি ন তেনাহং স্মরামি বিতথং বচঃ ।
উক্তপূর্বং কুতো রাজন্ সাম্পরায়ে স বক্ষ্যতি ॥১১

ন সন্তাপস্ত্বয়া কার্য্যঃ কার্য্যং প্রতি ভুজঙ্গম ।
উৎপৎস্যতি চ তে পুত্রো জ্বলনার্কসমপ্রভঃ ॥১২

ইত্যুক্ত্বা স হি মাং ভ্রাতর্গতো ভর্ত্তা তপোবনম্ ।
তস্মাদ্ব্যেতু পরং দুঃখং তবেদং মনসি স্থিতম্ ॥১৩

সৌতিরুবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা স নাগেন্দ্রো বাসুকিঃ পরয়া মুদা ।
এবমস্ত্বিতি তদ্বাক্যং ভগিন্যাঃ প্রত্যগৃহ্নত ॥১৪

সান্ত্বমানার্থদানৈশ্চ পূজয়া চানুরূপয়া ।
সোদর্য্যাং পূজয়ামাস স্বসারং পন্নগোত্তমঃ ॥১৫

ততঃ প্রববৃধে গর্ভো মহাতেজা মহাপ্রভঃ ।
যথা সোমো দ্বিজশ্রেষ্ঠ শুক্লপক্ষোদিতো দিবি ॥১৬

অথ কালে তু সা ব্রহ্মন্ প্রজজ্ঞে ভুজগস্বসা ।
কুমারং দেবগর্ভাভং পিতৃমাতৃভয়াপহম্ ॥১৭

ববৃধে স তু তত্রৈব নাগরাজনিবেশনে ।
বেদাংশ্চাধিজগে সাঙ্গান্ ভার্গবাচ্চ্যবনাত্মজাৎ (১) ॥

বাসুকি এইরূপ বলিলে পর, তাঁহার ভগিনী জরৎকারু দুঃখার্ত্ত বাসুকিকে আশ্বাস দিয়া এই কথা বলিলেন ॥৯

জরৎকারু বলিলেন—'আমি আমার পুত্রোৎপত্তির জন্য সেই মহাত্মা ও মহাতপস্বী ঋষিকে প্রশ্ন করায় তিনি 'তোমার গর্ভে পুত্র আছে' এই কথা আমাকে বলিয়া গমন করিলেন ॥১০

সেই মুনি আমার সহিত স্বেচ্ছালাপের সময়েও পূর্বে কখনও মিথ্যা বলিয়াছেন, ইহা আমার মনে হয় না। সুতরাং হে রাজন্! পরলোকের বিষয়ে তিনি মিথ্যা কথা বলিবেন কেন ॥১১

হে ভুজঙ্গশিরোমণি! তুমি সর্পগণের কার্য্যের বিষয়ে দুঃখ করিও না। কারণ তোমার অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে ॥১২

হে ভ্রাতঃ! আমার সেই স্বামী ভর্ত্তা আমাকে এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য আপনার মনের এই গভীর দুঃখ দূর হউক ॥১৩

সৌতি বলিলেন—সর্পরাজ বাসুকি এই কথা শুনিয়া পরম আনন্দে 'তাহাই হউক' বলিয়া ভগিনীর সেই কথা স্বীকার করিলেন ॥১৪

তদনন্তর সর্পশ্রেষ্ঠ বাসুকি মধুরবাক্য প্রয়োগ, সম্মানপ্রদর্শন ও ধনদান করিয়া যথোচিতভাবে সেই সহোদরা ভগিনীর প্রীতিসম্পাদন করিলেন ॥১৫

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! তাহার পর আকাশে উদিত শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় মহাতেজস্বী ও মহাপ্রভাশালী সেই গর্ভ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥১৬

হে শৌনক! অনন্তর সেই বাসুকিভগিনী যথাকালে দেবকুমারতুল্য একটি পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃকুলের এবং সর্পজাতিরূপ মাতৃকুলের ভয় নাশ করিয়াছিলেন ॥১৭

সেই কুমার বাসুকির গৃহেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং ভৃগুবংশীয় চ্যবনের পুত্র প্রমতির নিকট হইতে অঙ্গ সহ বেদসমূহ অধ্যয়ন করিলেন ॥১৮

পাঠান্তরঃ—(১) ভার্গবচ্যবনাত্মজাৎ।

চৌর্জ্জন্যস্য বাল এব বুদ্ধি-সত্ত্বগুণান্বিতঃ।
নাম চাস্তাকরং খ্যাতং লোকেষ্বাস্তীক ইত্যুত ॥১৯

অস্তীত্যুক্ত্বা গতো যস্মাৎ পিতা গর্ভস্থমেব তম্।
বনং তস্মাদিদং তস্য নামাস্তীকেতি বিশ্রুতম্ ॥২০

স বাল এব তত্রস্থশ্চরমাণোঽমিতদ্যুতিঃ।
গৃহে পন্নগরাজস্য প্রযত্নাৎ পরিরক্ষিতঃ ॥২১

ভগবানিব দেবেশঃ শূলপাণির্হিরণ্যদঃ।
বিবর্দ্ধমানঃ সর্ব্বাংস্তান্ পন্নগানভ্যহর্ষয়ৎ ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি আস্তীকে আস্তীকোৎপত্তৌ
অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৮

এই কুমার দৈবযোগে জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সাধন করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধিমান্ ও ধর্ম্মাত্মা হইয়াছিলেন। তখন লোকে তাঁহার আস্তীক নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছিল ॥১৯

যেহেতু এই কুমারের পিতা জরৎকারু ঋষি গর্ভস্থ এই কুমারটিকে লক্ষ্য করিয়া 'অস্তি' এই কথা বলিয়া বনে গিয়াছিলেন, সেই হেতু কুমারটির 'আস্তীক' এই নাম বিখ্যাত হইয়াছিল ॥২০

আস্তীক বাল্যকালেই অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিলেন এবং বাসুকির গৃহেই অবস্থান করিতেছিলেন; তখন সকলেই যত্নে তাঁহাকে রক্ষা করিত ॥২১

দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শিবের ন্যায় দীপ্তিমান্ আস্তীক ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকিয়া সেই সকল সর্পগণকে আনন্দিত করিয়াছিলেন ॥২২

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-কৃত বঙ্গানুবাদে আদিপর্ব্বের আস্তীকপর্ব্বে
আস্তীকোৎপত্তিবিষয়ক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

[রাজ্ঞঃ পরীক্ষিতো ধর্ম্মাচরণাদ্ উত্তরকালাবধি বর্ণনম্, মন্ত্রিভিঃ কর্তৃকং পরীক্ষিতো বর্ণনম্, তত্র শমীকমুনেরবমাননঞ্চ।]

শৌনক উবাচ।
যদপৃচ্ছৎ তদা রাজা মন্ত্রিণো জনমেজয়ঃ।
পিতুঃ স্বর্গগতিং তন্মে বিস্তরেণ পুনর্ব্বদ ॥১

সৌতিরুবাচ।
শৃণু ব্রহ্মন্ যথাপৃষ্টমন্ত্রিণো নৃপতিস্তদা।
যথা চাখ্যাতবন্তস্তে নিধনং তৎ পরীক্ষিতঃ ॥২

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[রাজা পরীক্ষিতের ধর্ম্মাচরণাদি ও উত্তরকালাবধি বর্ণন, মন্ত্রিগণ কর্তৃক পরীক্ষিতের বর্ণন এবং সেখানে শমীকমুনির অবমাননা।]

শৌনক বলিলেন—রাজা জনমেজয় মন্ত্রিগণের নিকটে পিতার মৃত্যুর বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা আবার বিস্তারক্রমে পুনরায় বলুন ॥১

জনমেজয় উবাচ।

জানীথ যদ্ ভবন্তস্তদ্ যথা বৃত্তঃ পিতুর্মম।
আসীদ্ যথা স নিধনং গতঃ কালে মহাযশাঃ ॥৩॥

শ্রুত্বা ভবৎসকাশাদ্ধি পিতুর্বৃত্তমশেষতঃ।
কল্যাণং প্রতিপৎস্যামি বিপরীতং ন জাতুচিৎ ॥৪॥

সৌতিরুবাচ।

মন্ত্রিণোঽব্রুবন্ বাক্যং পৃষ্টাস্তেন মহাত্মনা।
সর্ব্বে ধর্ম্মবিদঃ প্রাজ্ঞা রাজানং জনমেজয়ম্ ॥৫॥

মন্ত্রিণ ঊচুঃ।

শৃণু পার্থিব যদ্ ব্রূষে পিতুস্তব মহাত্মনঃ।
চরিতং পার্থিবেন্দ্রস্য যথা নিষ্ঠাং গতশ্চ সঃ ॥৬॥

ধর্ম্মাত্মা চ মহাত্মা চ প্রজাপালঃ পিতা তব।
আসীদিহ যথাবৃত্তঃ স মহাত্মা শৃণুষ্ব তৎ ॥৭॥

চাতুর্ব্বর্ণ্যং স্বধর্ম্মস্থং স কৃত্বা পর্য্যরক্ষত।
ধর্ম্মতো ধর্ম্মবিদ্ রাজা ধর্ম্মো বিগ্রহবানিব ॥৮॥

ররক্ষ পৃথিবীং দেবীং শ্রীমানতুলবিক্রমঃ।
দ্বেষ্টারস্তস্য নৈবাসন্ স চ দ্বেষ্টি ন কঞ্চন ॥৯॥

সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু প্রজাপতিরিবাভবৎ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব স্বকর্ম্মসু ॥১০॥

স্থিতাঃ সুমনসো রাজংস্তেন রাজ্ঞা স্বধিষ্ঠিতাঃ।
বিধবানাথ-বিকলান্ কৃপণাংশ্চ বভার সঃ ॥১১॥

সৌতি বলিলেন—মহর্ষি শৌনক! রাজা জনমেজয় তখন মন্ত্রীদের নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং মন্ত্রীরাও যাহা বলিয়াছিলেন, পরীক্ষিতের সেই মৃত্যুবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন ॥২॥

জনমেজয় বলিলেন—মন্ত্রিগণ! আমার পিতার যাহা ঘটিয়াছিল এবং মহাযশস্বী আমার পিতৃদেব সময়ে যেভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, সে সমস্তই আপনারা জানিতেন ॥৩॥

অতএব আপনাদের নিকট পিতৃদেবের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া যাহাতে মঙ্গল হয়, সেইরূপ প্রতিবিধানই আমি করিব, কখনও তাহার বিপরীত করিব না ॥৪॥

সৌতি বলিলেন—মহাত্মা জনমেজয় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ধর্ম্মজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ মন্ত্রিগণ রাজা জনমেজয়কে এই কথা বলিলেন ॥৫॥

মন্ত্রিগণ বলিলেন—মহারাজ! আপনার পিতা রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মহাত্মা ছিলেন; তাঁহার চরিত্রের বিষয়ে আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং তিনি যেভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, তৎসমস্তই আপনি শ্রবণ করুন ॥৬॥

আপনার পিতা এই জগতে ধার্ম্মিক ও মহাত্মা ও প্রজাপালক ছিলেন; সেই মহাত্মার যেভাবে মৃত্যু হইয়াছে, তাহা শুনুন ॥৭॥

ধর্ম্মজ্ঞ রাজা পরীক্ষিৎ মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিটি বর্ণকে আপন আপন ধর্ম্মে স্থাপিত রাখিয়া ধর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগকে পরিপালন করিতেন ॥৮॥

তিনি শ্রীমান্ ও সৌন্দর্য্যবান্ ছিলেন, তাঁহার বিক্রম অতুলনীয় ছিল; তাহাতে তিনি আপন মহিষীর ন্যায় পৃথিবীকে রক্ষা করিতেন। তাঁহার বিদ্বেষী লোক ছিল না, তিনিও কোন ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ করিতেন না ॥৯॥

তিনি প্রজাপতির ন্যায় সর্ব্বভূতে সমদর্শী ছিলেন। মহারাজ! সেই রাজা পরীক্ষিৎ স্বাধিষ্ঠিত এবং সন্তুষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণকে যথাবিধানে পরিপালন করিতেন, আর বিধবা, অনাথ, বিকলাঙ্গ ও দরিদ্রদিগের ভরণপোষণ করিতেন ॥১০-১১॥

সুদর্শঃ সর্ব্বভূতানামাসীৎ সোম ইবাপরঃ ।
তুষ্টপুষ্টজনঃ শ্রীমান্ সত্যবাগ্ দৃঢ়বিক্রমঃ ॥১২
ধনুর্ব্বেদে তু শিষ্যোঽভূন্নৃপঃ শারদ্বতস্য সঃ ।
গোবিন্দস্য প্রিয়শ্চাসীৎ পিতা তে জনমেজয় ॥১৩
লোকস্য চৈব সর্ব্বস্য প্রিয় আসীন্মহাযশাঃ ।
পরিক্ষীণেষু কুরুষু সোত্তরায়ামজায়ত ॥১৪
পরীক্ষিদভবৎ তেন সৌভদ্রস্যাত্মজো বলী ।
রাজধর্ম্মার্থকুশলো যুক্তঃ সর্ব্বগুণৈর্নৃপঃ ॥১৫
জিতেন্দ্রিয়শ্চাত্মবাংশ্চ মেধাবী ধর্ম্মসেবিতা ।
ষড়্বর্গজিন্মহাবুদ্ধির্নীতিশাস্ত্রবিদুত্তমঃ ॥১৬
প্রজা ইমাস্তব পিতা ষষ্টিবর্ষাণ্যপালয়ৎ ।
ততো দিষ্টান্তমাপন্নঃ সর্ব্বেষাং দুঃখমাবহন্ ॥১৭

ততস্ত্বং পুরুষব্যাঘ্র ধর্ম্মেণ প্রতিপেদিবান্ ।
ইদং বর্ষসহস্রাণি রাজ্যং কুরুকুলাগতম্ ।
বাল এবাভিষিক্তস্ত্বং সর্ব্বভূতানুপালকঃ ॥১৮

জনমেজয় উবাচ ।

নাস্মিন্ কুলে জাতু বভূব রাজা
যো ন প্রজানাং প্রিয়কৃৎ প্রিয়শ্চ ।
বিশেষতঃ প্রেক্ষ্য পিতামহানাং
বৃত্তং মহদ্ বৃত্তপরায়ণানাম্ ॥১৯

কথং নিধনমাপন্নঃ পিতা মম তথাবিধঃ ।
আচক্ষধ্বং যথাবচ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥২০

আপনার পিতা দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় সকলেরই প্রিয়দর্শন ছিলেন; সকল লোকই তাঁহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইত এবং তাঁহার সাহায্যে উন্নতি লাভ করিত; আর তিনি রাজলক্ষ্মীশালী, সত্যবাদী ও দৃঢ়বিক্রমী ছিলেন ॥১২

জনমেজয়! আপনার পিতা ধনুর্ব্বেদে কৃপাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন ॥১৩

সেই মহাযশস্বী রাজা সমস্ত লোকেরই প্রিয় ছিলেন; আর তিনি কুরুবংশ ক্ষয় হইয়া গেলে উত্তরার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন ॥১৪

সেই জন্যই বলবান্ সেই অভিমন্যুপুত্রের নাম হইয়াছিল—'পরীক্ষিৎ'। তিনি রাজধর্ম্মে ও অর্থনীতিতে নিপুণ ছিলেন, মনোযোগের সহিত রাজ্য শাসন করিতেন এবং সমস্ত গুণে ভূষিত ছিলেন ॥১৫

আর, তিনি জিতেন্দ্রিয়, মনস্বী, মেধাবী, ধর্ম্মসেবক, কামক্রোধাদিজয়ী, মহাবুদ্ধিমান্, এবং উৎকৃষ্ট নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন ॥১৬

আপনার পিতা জন্ম হইতে ষাট বৎসর পর্য্যন্ত এই সকল প্রজা পালন করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর সকলের দুঃখ জন্মাইয়া নিয়তিবশতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন ॥১৭

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তাহার পর আপনি কুলক্রমাগত—এই কুরুরাজ্যে এই সহস্র বৎসর ধর্ম্মতঃ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। আপনি সমস্ত লোকের প্রতিপালকভাবে বাল্যকালেই এই রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন ॥১৮

জনমেজয় বলিলেন—এই কুরুবংশে এমন কোন রাজা কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি প্রজাবর্গের অভ্যুদয় কার্য্য করেন নাই বা প্রীতিভাজন ছিলেন না। কিন্তু তাহার মধ্যে আমার পিতৃদেব, সদ্বৃত্তিশালী নিজ পিতামহ পাণ্ডবগণের উন্নত চরিত্র দেখিয়া বিশেষভাবেই প্রজাবর্গের অভ্যুদয়ের কার্য্য করিতেন এবং প্রীতির পাত্র ছিলেন ॥১৯

আমার তেমন পিতা কি প্রকারে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, তাহা আপনারা আমার নিকট

সৌতিরুবাচ ।
এবং সংচোদিতা রাজ্ঞা মন্ত্রিণস্তে নরাধিপম্ ।
ঊচুঃ সর্ব্বে যথাবৃত্তং রাজ্ঞঃ প্রিয়-হিতৈষিণঃ ॥২১

মন্ত্রিণ ঊচুঃ ।
স রাজা পৃথিবীপালঃ সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ ।
বভূব মৃগয়াশীলস্তব রাজন্ পিতা সদা ॥২২

যথা পাণ্ডুর্মহাবাহুর্ধনুর্দ্ধরো যুধি ।
অস্মাস্বাসজ্য সর্ব্বাণি রাজকার্য্যাণ্যশেষতঃ ॥২৩

স কদাচিদ্ বনগতো মৃগং বিব্যাধ পত্রিণা ।
বিদ্ধ্বা চান্বসরৎ তূর্ণং তং মৃগং গহনে বনে ॥২৪

পদাতির্বদ্ধনিস্ত্রিংশস্ততায়ুধকলাপবান্ ।
ন চাসসাদ গহনে মৃগং নষ্টং পিতা তব ॥২৫

পরিশ্রান্তো বয়ঃস্থশ্চ ষষ্টিবর্ষো জরান্বিতঃ ।
ক্ষুধিতঃ স মহারণ্যে দদর্শ মুনিসত্তমম্ ॥২৬

স তং পপ্রচ্ছ রাজেন্দ্রো মুনিং মৌনব্রতে স্থিতম্ ।
ন চ কিঞ্চিদুবাচৈনং পৃষ্টোঽপি স মুনিস্তদা ॥২৭

ততো রাজা ক্ষুচ্ছ্রমার্ত্তস্তং মুনিং স্থাণুবৎ স্থিতম্ ।
মৌনব্রতধরং শান্তং সদ্যো মন্যুবশং গতঃ ॥২৮

ন বুবোধ চ তং রাজা মৌনব্রতধরং মুনিম্ ।
স তং ক্রোধসমাবিষ্টো ধর্ষয়ামাস তে পিতা ॥২৯

মৃতং সর্পং ধনুষ্কোট্যা সমুৎক্ষিপ্য ধরাতলাৎ ।
তস্য শুদ্ধাত্মনঃ প্রাদাৎ স্কন্ধে ভরতসত্তম ॥৩০

যথাযথভাবে বলুন; আমিও যথার্থরূপে তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি ॥২০

সৌতি বলিলেন—রাজা এইরূপ আদেশ করিলে, রাজার হিতকারক ও প্রিয়কারী সেই সকল মন্ত্রী রাজার নিকট যথাযথভাবে বলিতে লাগিলেন ॥২১

মন্ত্রিগণ বলিলেন,—মহারাজ! সকল অস্ত্রধারীদিগের মধ্যে প্রধান এবং পৃথিবীপালক আপনার পিতা রাজা পরীক্ষিৎ সর্ব্বদাই মৃগয়াপরায়ণ ছিলেন ॥২২

মহাবাহু পাণ্ডু যেমন যুদ্ধে ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ ছিলেন, আপনার পিতাও তেমনই ছিলেন। তিনি কোন সময়ে আমাদের উপরে সর্ব্বপ্রকারে সমস্ত রাজকার্য্যের ভার দিয়া বনে গমনপূর্ব্বক বাণদ্বারা একটী হরিণকে বিদ্ধ করেন এবং নিবিড় বনমধ্যে সেই হরিণের পিছনে পিছনে ধাবিত হন ॥২৩-২৪

তখন তিনি পাদচারী ছিলেন, তাঁহার খড়্গ বদ্ধ ছিল এবং তূণীরের ভিতরে বাণসমূহও আবদ্ধ ছিল; অথচ হরিণটী নিবিড় বনমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল; তাই আপনার পিতা সে হরিণটিকে পাইতেছিলেন না ॥২৫

তখন তাঁহার বয়স ছিল ষাট বৎসর; সুতরাং তিনি বৃদ্ধই ছিলেন; তথাপি তিনি ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়াছিলেন; এই অবস্থায় তিনি সেই মহারণ্যমধ্যে কোন এক মুনিশ্রেষ্ঠকে দর্শন করেন ॥২৬

মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই মুনির নিকট যাইয়া মৃগের জিজ্ঞাসা করেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলেও সে মুনি তখন মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া রাজার নিকট কোন কথাই বলিলেন না ॥২৭

তাহার পর ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত রাজা শান্ত-প্রকৃতি সেই মুনিকে স্থাণুর ন্যায় (শুষ্ক কাষ্ঠের মত) নিশ্চলভাবে অবস্থিত ও মৌনী দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইলেন ॥২৮

কিন্তু আপনার পিতা সেই রাজা ইহা বুঝিলেন না যে, সেই মুনি ব্রতবশেই সেই মৌন অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন; তাহাতেই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া মুনির অপমান করিলেন ॥২৯

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার পিতা ধনুর অগ্রভাগদ্বারা ভূতল হইতে একটা মৃত সর্প উত্তোলন

ন চোবাচ স কোপেন বচনং সাধ্বসাধু বা।
তস্থৌ তথৈব চাক্রুদ্ধঃ সর্পং স্কন্ধেন ধারয়ন্ ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি আস্তীকে পারীক্ষিতীয়ে একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৪৯

করিয়া, তাহা সেই নির্ব্বাকচিত্ত মুনির স্কন্ধে ঝুলাইয়া দিলেন ॥৩০

কিন্তু সেই তেজস্বী মুনি তাহাকে ভাল বা মন্দ কোন কথাই রাজাকে বলিলেন না। পরীক্ষিৎ স্কন্ধে সাপ রাখার পর, ক্রুদ্ধ না হইয়া সেই সাপটী স্কন্ধে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত আস্তীকপর্ব্বে পারীক্ষিতবিবরণ ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

[শৃঙ্গিনঃ পরীক্ষিতে শাপদানম্, কাশ্যপং নিবর্ত্ত্য ছলেন তক্ষকেণ পরীক্ষিতো দংশনম্, পিতৃমরণশ্রবণাৎ তস্য তৎপ্রতিবিধানায় জনমেজয়স্য নিশ্চয়ঃ ।]

মন্ত্রিণ ঊচুঃ

ততঃ স রাজা রাজেন্দ্র স্কন্ধে তস্য ভুজঙ্গমম্ ।
মুনেঃ ক্ষুৎক্ষাম আসজ্য স্বপুরং পুনরায়যৌ ॥১

ঋষেস্তস্য তু পুত্রোঽভূদ্ গবি জাতো মহাযশাঃ ।
শৃঙ্গী নাম মহাতেজাস্তিগ্মবীর্য্যোঽতিকোপনঃ ॥২

ব্রহ্মাণং সমুপাগম্য মুনিঃ পূজাং চকার হ ।
সোঽভ্যনুজ্ঞাতস্তত্র শৃঙ্গী শুশ্রাব তং তদা ॥৩

সখ্যুঃ সকাশাৎ পিতরং পিত্রা তে ধর্ষিতং পুরা ।
মৃতং সর্পং সমাসক্তং স্থাণুভূতস্য তস্য তম্ ॥৪

বহন্তং রাজশার্দূল স্কন্ধেনানপকারিণম্ ।
তপস্বিনমতীবাথ তং মুনিপ্রবরং নৃপ ॥৫

জিতেন্দ্রিয়ং বিশুদ্ধঞ্চ স্থিতং কর্ম্মণ্যথাদ্ভুতে ।
তপসা দ্যোতিতাত্মানং স্বেষ্বঙ্গেষু যতং তথা ॥৬

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[শৃঙ্গীর পরীক্ষিতের শাপদান, কাশ্যপকে ফিরাইয়া দিয়া ছলে তক্ষককর্ত্তৃক পরীক্ষিতের দংশন এবং পিতার মৃত্যুবৃত্তান্ত শুনিয়া তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য জনমেজয়ের নিশ্চয়।]

মন্ত্রিগণ বলিলেন—মহারাজ! ক্ষুধার্ত্ত রাজা পরীক্ষিৎ সেই শমীকমুনির স্কন্ধদেশে একটা মরা সাপ ঝুলাইয়া দিয়া পুনরায় নিজ রাজধানীতে চলিয়া গেলেন ॥১

সেই শমীকমুনির গাভীর গর্ভে একটী পুত্র ছিলেন, তাহার যশ জগতে বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিল। আর, তিনি মহাতেজস্বী, তীক্ষ্ণপ্রভাবসম্পন্ন এবং অতিশয় কোপনস্বভাব ছিলেন ॥২

শৃঙ্গীমুনি ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, তাহার পর ব্রহ্মাও তাঁহাকে বাড়ী যাইবার জন্য অনুমতি দিলেন, তিনি বাড়ী আসিবার সময়ে কোন বন্ধুর নিকটে শুনিলেন যে, তাঁহার পিতা মুনিশ্রেষ্ঠ শমীক স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করায় এবং তিনি জিতেন্দ্রিয়, নির্ম্মলচিত্ত, অদ্ভুত কর্ম্মা, তপস্যার তেজে আলোকিত দেহ, সংযতেন্দ্রিয়, জিতকর্ম্মেন্দ্রিয়, শুভাচারী, শুভবাদী, অমানী, উদারচেতা, অনসূয়া-

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] মৌনব্রতে স্থিতম্ ।
যতিং সর্বভূতানাং (১) পিতা বিভর্তি তং তব ।৭

শশাপ স মহাতেজাঃ পিতরং তে রুষান্বিতঃ ।
ঋষেঃ পুত্রো মহাতেজা বালোঽপি স্থবিরদ্যুতিঃ ।৮

স দিব্যরূপো শৃঙ্গী রোষাদিবাজ্বলন্ বা ।
পিতরং তেঽভিসন্ধায় তেজসা প্রজ্বলন্নিব ।৯

অনাগসি গুরৌ যো মে মৃতং সর্পমবাসৃজৎ ।
তং নাগস্তক্ষকঃ ক্রুদ্ধস্তেজসা প্রধক্ষ্যতি ।১০

আশীবিষস্তিগ্মতেজা মদ্বাক্যবলচোদিতঃ ।
সপ্তরাত্রাদিতঃ পাপং পশ্য মে তপসো বলম্ ।১১

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ তত্র পিতা যত্রাস্য সোঽভবৎ ।
দৃষ্ট্বা চ পিতরং তস্মৈ তং শাপং প্রত্যবেদয়ৎ ।১২

স চাপি মুনিশার্দূলঃ প্রেষয়ামাস তে পিতুঃ ।
শিষ্যং গৌরমুখং নাম শীলবন্তং গুণান্বিতম্ ।১৩

আচখ্যৌ স চ বিশ্রান্তো রাজ্ঞে সর্বমশেষতঃ ।
শপ্তোঽসি মম পুত্রেণ যত্তো ভব মহীপতে ।১৪

তক্ষকস্ত্বাং মহারাজ তেজসাসৌ দহিষ্যতি ।
শ্রুত্বা চ তদ্বচো ঘোরং পিতা তে জনমেজয় ।১৫

যত্তোঽভবৎ পরিত্রস্তস্তক্ষকাৎ পন্নগোত্তমাৎ ।
ততস্তস্মিংস্তু দিবসে সপ্তমে সমুপস্থিতে ।১৬

রাজ্ঞঃ সমীপং ব্রহ্মর্ষিঃ কাশ্যপো গন্তুমৈচ্ছত ।
তং দদর্শাথ নাগেন্দ্রস্তক্ষকঃ কাশ্যপং তদা ।১৭

তমব্রবীৎ পন্নগেশঃ কাশ্যপং ত্বরিতং দ্বিজম্ ।
ক্ব ভবাংস্ত্বরিতো যাতি কিঞ্চ কার্যং চিকীর্ষতি ।১৮

মুনি, যতি, মৌনব্রতী এবং সমস্ত প্রাণীর হিতৈষী—তিনি কোন অপকার করিয়াছিলেন না, তথাপি রাজা পরীক্ষিৎ তাঁহার স্কন্ধদেশে একটা মরা সাপ ঝুলাইয়া দিয়াছেন এবং তিনি সেই ভাবেই তাহা বহন করিতেছেন ।৩-৭

তাহার পর, অত্যন্ত [illegible] মহাতেজস্বী এবং বালক হইলেও বৃদ্ধের ন্যায় [illegible] ঋষিপুত্র শৃঙ্গী ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার পিতাকে অভিসম্পাত করিলেন ।৮

শৃঙ্গী ক্রোধবশতঃ যেন আগুনের মত, তেজে যেন জ্বলিত থাকিয়া আপনার পিতাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিলেন—৯

যে ব্যক্তি আমার নিরপরাধ পিতৃদেবের স্কন্ধদেশে মৃত সর্প সমর্পণ করিয়াছে, তীক্ষ্ণবিষ ও তীব্রতেজা ক্রুদ্ধ তক্ষকনাগ আমার বাক্যের প্রভাবে প্রেরিত হইয়া, আজ হইতে সপ্তম দিনে [illegible] তেজে সেই পাপাত্মাকে দগ্ধ করিবে। সকলে আমার তপস্যার ক্ষমতা দেখ ।১০-১১

শৃঙ্গী এই কথা বলিয়া যেখানে তাঁহার পিতা ছিলেন, সেইখানে গেলেন। তিনি সেখানে যাইয়া পিতাকে সর্পযুক্ত সেই অভিসম্পাতের বিষয় নিবেদন করিলেন ।১২

তৎপর শমীক আপনার পিতার (পরীক্ষিতের) নিকটে সুশীল ও [illegible] গৌরমুখনামে কোন শিষ্যকে পাঠাইয়া দিলেন ।১৩

গৌরমুখ বিশ্রাম করিয়া রাজার নিকট শমীক ঋষির নির্দেশানুসারে সমস্ত কথা বলিলেন এবং [illegible] বলিলেন—আমার গুরুদেব বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে—'মহারাজ! আমার পুত্র আপনাকে শাপ দিয়াছে; অতএব আপনি আত্মরক্ষায় সাবধান হইবে' ।১৪

মহারাজ! তক্ষকনাগ তাহার বিষানলে আপনাকে দগ্ধ করিবে। রাজন্! আপনার পিতা সেই বাক্য শুনিয়া এবং তাহার নাগরাজ তক্ষক হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য

পাঠান্তর ।—(১) পন্নগ সর্বভূতানাং— ।

কাশ্যপ উবাচ ।

যত্র রাজা কুরুশ্রেষ্ঠঃ পরীক্ষিন্নাম বৈ দ্বিজ ।
তক্ষকেণ ভুজগেন ধক্ষ্যতে কিল সোঽদ্য বৈ ॥১৯

গচ্ছাম্যহং তং ত্বরিতঃ সদ্যঃ কর্তুমপন্নগম্ ।
মমাভিপন্নং তং চাপি ন সর্পো ধর্ষয়িষ্যতি ॥২০

তক্ষক উবাচ ।

কিমর্থং তং ময়া দষ্টং সঞ্জীবয়িতুমিচ্ছসি ।
অহং স তক্ষকো ব্রহ্মন্ পশ্য মে বীর্যমদ্ভুতম্ ॥২১

ন শক্তস্ত্বং ময়া দষ্টং তং সঞ্জীবয়িতুং নৃপম্ ।
ইত্যুক্ত্বা তক্ষকস্তত্র সোঽদশদ্ বৈ বনস্পতিম্ ॥২২

স দষ্টমাত্রো নাগেন ভস্মীভূতোঽভবন্নগঃ ।
কাশ্যপশ্চ ততো রাজন্নজীবয়ত তং নগম্ ॥২৩

ততস্তং লোভয়ামাস কামং ব্রূহীতি তক্ষকঃ ।
স এবমুক্তস্তং প্রাহ কাশ্যপস্তক্ষকং পুনঃ ॥২৪

ধনলিপ্সুরহং তত্র যামীত্যুক্তস্তু তেন সঃ ।
তমুবাচ মহাত্মানং তক্ষকঃ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥২৫

যাবদ্ধনং প্রার্থয়সে রাজ্ঞস্তস্মাৎ ততোঽধিকম্ ।
গৃহাণ মত্ত এব ত্বং সন্নিবর্তস্ব চানঘ ॥২৬

সাবধান হইলেন। তৎপরে সেই সপ্তম দিন উপস্থিত হইলে, কাশ্যপ নামে এক ব্রহ্মর্ষি রাজা পরীক্ষিতের নিকট যাইতে চেষ্টা করিলেন; তখন সর্পরাজ তক্ষক সেই ব্রাহ্মণ কাশ্যপকে দেখিতে পাইল ॥১৪-১৭

তখন তক্ষক ব্রাহ্মণবেশধারী সেই ব্রাহ্মণ কাশ্যপকে বলিল—'ব্রাহ্মণ! আপনি সত্বরগতিতে কোথায় যাইতেছেন? আপনি কোন্ কার্য্য বা করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন?' ॥১৮

কাশ্যপ ব্রাহ্মণবেশধারী তক্ষককে বলিলেন—'ব্রাহ্মণ! কুরুবংশশ্রেষ্ঠ রাজা পরীক্ষিৎ যে স্থানে আছেন, আমি সেই স্থানে যাইতেছি। আজ তক্ষকনাগের বিষানলে তিনি দগ্ধ হইবেন ॥১৯

আমি সেখানে উপস্থিত হইবার পূর্বে যদি রাজা তক্ষকদষ্ট হন, আমি যাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বিষমুক্ত করিয়া সুস্থ করিব; এইজন্যই আমি সত্বরগতিতে যাইতেছি। আর আমি সেখানে উপস্থিত হইবার পর তক্ষক তাঁহাকে দংশন করিতে সমর্থ হইবে না ॥২০

তক্ষক বলিল—'আমি রাজাকে দংশন করিলে আপনি কি কারণে তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন? ব্রাহ্মণ! সেই তক্ষক আমিই; আমার অদ্ভুত শক্তি দেখুন ॥২১

আমার দংশনকৃত রাজাকে আপনি সঞ্জীবিত করিতে পারিবেন না।' এই কথা বলিয়া তক্ষক তখনই একটি বটবৃক্ষকে দংশন করিল ॥২২

রাজন্! তক্ষকদষ্ট হওয়া মাত্রই বটবৃক্ষটী ভস্মীভূত হইয়া গেল। তৎপরে কাশ্যপ সেই বটবৃক্ষকে পুনর্জীবিত করিলেন ॥২৩

তাহার পর 'আপনার অভিলাষ কি বলুন' এই কথা বলিয়া তক্ষক কাশ্যপকে প্রলোভিত করিল। তখন কাশ্যপ পুনরায় তক্ষককে বলিলেন— ॥২৪

'আমি ধনলাভার্থী হইয়া সেইখানে যাইতেছি' এই কথা কাশ্যপ বলিলে, তক্ষক কোমলবাক্যে মহাত্মা কাশ্যপকে বলিল— ॥২৫

'হে নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ! আপনি সেই রাজার নিকট হইতে যে পরিমাণ ধন প্রার্থনা করিবেন, তদপেক্ষা অধিক ধন আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া এখান হইতে ফিরিয়া যান' ॥২৬

প্রণাম নিয়ম—

[illegible]—

একোঽপি কৃষ্ণস্য সকৃৎ প্রণামো
দশাশ্বমেধী ন চ যাতি তুল্যাম্।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম
কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥৮২

পাদ্মে—

জন্মনা যে ন গৃহ্ণন্তি কৃষ্ণদীক্ষাং নরো ভুবি।
তেষাং ন দর্শনং কার্যং দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥৮৩

[illegible]—

বিপক্ষীভূতে কালেষু পরিপক্ষীভূতে বন্ধুষু।
ত্রাহি মাং কৃপয়া কৃষ্ণ শরণাগতবৎসল ॥৮৪

[illegible]—

হে বামনাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব।
কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশ বাসুদেব নমোঽস্তু তে ॥৮৫

যেমন একবারমাত্র কৃষ্ণকে প্রণাম করার সহিত দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের তুলনা হয় না। কেন না, দশাশ্বমেধী পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু কৃষ্ণপ্রণামকারী আর সংসারে পুনরাগমন করেন না ॥৮২

যাহারা মানবজন্ম লাভ করিয়াও সংসারে বিষ্ণু কৃষ্ণদীক্ষা গ্রহণ করে না, তাহাদের দর্শন করা কর্তব্য নয়, দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে ॥৮৩

কাল প্রতিকূল ও অনুকূল কাহারাও হইলে হে শরণাগতবৎসল কৃষ্ণ! আমাকে কৃপাপূর্বক ত্রাণ কর ॥৮৪

হে বামন! অচ্যুত! গোবিন্দ! মাধব! অনন্ত! কেশব! কৃষ্ণ! বিষ্ণো! হৃষীকেশ! বাসুদেব! তোমাকে নমস্কার ॥৮৫

14 MAR 1969

[illegible] উবাচ—

নমঃ কৃষ্ণায় দেবায় ব্রহ্মণেঽনন্তমূর্ত্তয়ে।
যোগেশ্বরায় যোগায় ত্বামহং শরণং গতঃ ৷৷৮৬

[illegible] উবাচ—

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপ-কুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ৷৷৮৭

[illegible] উবাচ—

নমঃ পঙ্কজনাভ নমস্তে বিশ্বভাবন।
বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ ৷৷৮৮

[illegible] উবাচ—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ৷৷৮৯

[illegible] উবাচ—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃপালুস্ত্বমগতীনাং গতির্ভব।
সংসারার্ণবমগ্নানাং প্রসীদ পুরুষোত্তম ৷৷৯০

অনন্তমূর্ত্তি কৃষ্ণ, দেব, ব্রহ্মমূর্ত্তি, যোগেশ্বর, যোগস্বরূপ আমি তোমার শরণ গ্রহণ করি ৷৷৮৬

কৃষ্ণ! বাসুদেব! দেবকীনন্দন! নন্দগোপকুমার! গোবিন্দ! তোমায় নমস্কার নমস্কার ৷৷৮৭

হে পদ্মনাভ! তোমায় নমস্কার, হে বিশ্ব (বিরাট) স্রষ্টা! বাসুদেব! শান্ত! যদুপতি! তোমায় নমস্কার ৷৷৮৮

হে ব্রহ্মণ্যদেব! গোব্রাহ্মণের হিতকারী জগতের হিতকারক কৃষ্ণ! গোবিন্দ! তোমায় নমস্কার নমস্কার ৷৷৮৯

হে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! তুমি কৃপালু, অগতিজনের গতি হও। হে পুরুষোত্তম! সংসারসাগরে নিমজ্জমানের প্রতি প্রসন্ন হও ৷৷৯০

CAL UNIVERSITY

৬৪৭৫

৭/১

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামমহিমা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

নারদ উবাচ—

জন্মান্তরসহস্রেষু তপোধ্যানসমাধিভিঃ।
নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥১॥

আঙ্গিরসঃ—

কৃষ্ণ ত্বদীয়পদপঙ্কজপিঞ্জরান্তে—
অদ্যৈব মে বিশতু মানসরাজহংসঃ।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে ॥২॥

বশিষ্ঠ উবাচ—

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি সদ্যস্তু মহাপাতককোটয়ঃ ॥৩॥

সহস্র সহস্র জন্মান্তর তপস্যা, ধ্যান, সমাধির দ্বারা ক্ষীণপাপ মানবগণের কৃষ্ণে ভক্তি স্ফুরণ হয় ॥১॥

হে কৃষ্ণ! তোমার পাদপদ্মপিঞ্জরের মধ্যে আমার মানসহংস আজই প্রবিষ্ট হউক। প্রাণপ্রয়াণকালে কফ, বাত, পিত্তের দ্বারা কণ্ঠ রোধ হইলে কি প্রকারে তোমার স্মরণ হইবে? ॥২॥

'কৃষ্ণ' এই মঙ্গলময় নাম যাহার বাক্য উচ্চারণ করে, তাহার কোটি মহাপাতক অতি সত্বর ভস্মীভূত হইয়া যায় ॥৩॥

[সপ্তমবর্ষ, মাঘ, ১৩৭৫]   [তৃতীয় সংখ্যা—দক্ষিণপান্থীয় যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীজ্যোতির্ময়নন্দবেদান্ততীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঞ্চ।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সংস্কৃতির [illegible] ভারতসরকারের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

মুখ্য-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১২'০০ টাকা]   [প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসীতারাম-প্রকাশন
([illegible] সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকগণ

শ্রীপ্রাণানন্দ বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য
শ্রীযদুনাথ ন্যায়-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামচন্দ্র ন্যায়-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় এম্, এ

মুদ্রণ-পরিচালক :—
বিমল বিদ্যালয়।
ডাঃ শ্রীবিমলেন্দ্র নাথ দে, এম্, বি., বি. এ. এম্, এস্,
ডি. পি. এইচ., ডি. টি. এম্, এন্ড
এইচ্ (লণ্ডন)।

শ্রীরামচন্দ্র ন্যায়-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭২, পি. চৌধুরী, রোড, কলিকাতা—১৪ হইতে প্রকাশিত ও ১৯, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আনন্দধারা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত।
১৫ই মাঘ, ১৩৭২।

কার্যালয়সমূহ :—
৮/সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৬৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রীয় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে উহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে উহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে সম্পূর্ণ [illegible], [illegible] সহ [illegible], বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। অতঃপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। উহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নয়া পয়সা মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে উহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে অভিযোগ কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, [illegible], বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র লিখিবার নিয়ম অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা [illegible] করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না হলে অথবা পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর পাইতে চাহিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নিয়ম থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগে ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ১-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্রিকাকর্তৃপক্ষের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭২, পি. [illegible] রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

[illegible]

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

[illegible]
অক্ষয়-তৃতীয়া
বৈশাখ
[illegible]

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্যশাস্ত্র প'ড়বে ও প্রাণপণে আর্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'রবে। আর্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততপক্ষে একটী করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পাদক—আর্যশাস্ত্র

আর্যশাস্ত্রে পূর্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা	৩'০০ টাকা
২। বিংশসংহিতা ও স্মৃতি	২২'৫০ ,,

(সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, দেবল, বৃহদ্যম, লঘুযম, [illegible], অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘুআশ্বলায়ন, [illegible], বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দাল্ভ্য, কণ্ব, বৃদ্ধশাতাতপ, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ	৩০'০০ টাকা
৪। শ্রীবিষ্ণু পুরাণ	৯'০০ ,,
৫। শ্রীমদ্ভাগবত	৪২'০০ ,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

স এবমুক্তো নাগেন কাশ্যপো দ্বিজসত্তমঃ।
লব্ধ্বা বিত্তং নিবৃত্তশ্চ তক্ষকাদ্ যাবদীপ্সিতম্ ॥২৭

তস্মিন্ প্রতিগতে বিপ্রে ছদ্মনোপেত্য তক্ষকঃ।
তং নৃপং নৃপতিশ্রেষ্ঠং পিতরং ধার্মিকং তব ॥২৮

প্রাসাদস্থং যত্তমপি দগ্ধবান্ বিষবহ্নিনা।
ততস্ত্বং পুরুষব্যাঘ্র বিজয়ায়াভিষেচিতঃ ॥২৯

এতদ্ দৃষ্টং শ্রুতং চাপি যথাবন্নৃপসত্তম।
অস্মাভির্নিখিলং সর্বং কথিতং তেঽতিদারুণম্ ॥৩০

শ্রুত্বা চৈনং নরশ্রেষ্ঠ পার্থিবস্য পরাভবম্।
অস্য চর্ষেরুত্তঙ্কস্য বিধৎস্ব যদনন্তরম্ ॥৩১

সৌতিরুবাচ।

এতস্মিন্নেব কালে তু স রাজা জনমেজয়ঃ।
উবাচ মন্ত্রিণঃ সর্বান্ [illegible] ॥৩২

জনমেজয় উবাচ।

অথ তৎ কথিতং কেন যদ্ বৃত্তং তদ্ বনস্পতৌ।
আশ্চর্যভূতং লোকস্য ভস্মরাশীকৃতং তদা ॥৩৩

যদ্ বৃক্ষং জীবয়ামাস কাশ্যপস্তক্ষকেণ বৈ।
নূনং মন্ত্রৈর্হতবিষো ন প্রণশ্যেত কাশ্যপাৎ ॥৩৪

চিন্তয়ামাস পাপাত্মা মনসা পন্নগাধমঃ।
দষ্টং যদি ময়া বিপ্রঃ পার্থিবং জীবয়িষ্যতি ॥৩৫

তক্ষকঃ সংহতবিষো লোকে যাস্যতি হাস্যতাম্।
বিচিন্ত্যৈবং কৃতা তেন ধ্রুবং তুষ্টির্দ্বিজস্য বৈ ॥৩৬

ভবিষ্যতি হ্যুপায়েন যস্য দাস্যামি যাতনাম্।
এবং তু জ্ঞাতুমিচ্ছামি যদ্ বৃত্তং বিজনে বনে ॥৩৭

সংবাদং পন্নগেন্দ্রস্য কাশ্যপস্য চ কস্তদা (১)।
শ্রুতবান্ দৃষ্টবাংশ্চাপি ভবৎসু প্রথমাগতঃ (২)।
শ্রুত্বা তস্য বিধাস্যেঽহং পন্নগান্তকরীং মতিম্ ॥৩৮

তক্ষক এই কথা বলিলে, মন্ত্রজ্ঞের কাশ্যপ তক্ষকের নিকট হইতে যথেষ্ট ধন লাভ করিয়া ফিরিয়া গেলেন।২৭

সেই ব্রাহ্মণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে, তক্ষক আপনার সেই ধার্মিক ও রাজশ্রেষ্ঠ পিতা প্রাসাদমধ্যে থাকিয়া সাবধানে থাকিলেও, ছদ্মবেশে সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিষানলে দগ্ধ করিল। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তাহার পর বিজয়লাভের জন্য আপনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।২৮-২৯

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আমরা যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম বা শুনিয়াছিলাম, সেই সমস্ত অত্যন্ত ভয়ানক বৃত্তান্তই এই আপনার নিকট যথাযথভাবে বলিলাম।৩০

নরশ্রেষ্ঠ! রাজা পরীক্ষিতের ও উত্তঙ্ক ঋষির এই পরাভব শুনিয়া পরে যাহা কর্তব্য হয় অবশ্য তাহাই করুন।৩১

সৌতি বলিলেন—এই সময়ে যজ্ঞকারী রাজা জনমেজয় সকল মন্ত্রীকে এই কথা বলিলেন।৩২

জনমেজয় বলিলেন—সেই বটবৃক্ষে লোকের বিস্ময়কর যে তক্ষকের দংশন হইল এবং তক্ষকের দংশনে ভস্মীভূত সেই বৃক্ষটিকে কাশ্যপ যে পুনর্জীবিত করিলেন, এই সকল বৃত্তান্ত আপনাদিগকে কে বলিয়াছিল? আমার মনে হয় কাশ্যপের মন্ত্রবলেই বিষ নষ্ট হওয়ায় মৃত্যু হইত না।৩৩-৩৪

পাপাত্মা সর্পাধম তক্ষক মনে মনে চিন্তা করিয়াছিল যে, আমার দ্বারা দষ্ট রাজাকে যদি ব্রাহ্মণ পুনর্জীবিত করে, তাহা হইলে বিষ সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া তক্ষক জগতে উপহাসাস্পদ

পাঠান্তর :— (১) কাশ্যপস্য তথা।
(২) ভবতাং যথাগতম্।

মন্ত্রিণ ঊচুঃ।

শৃণু রাজন্ যথাস্মাকং যেন তৎ কথিতং পুরা।
সমাগমং দ্বিজেন্দ্রস্য পন্নগেন্দ্রস্য চাধ্বনি ॥৩৯
তস্মিন্ বৃক্ষে নরঃ কশ্চিদিন্ধনার্থায় পার্থিব।
বিচিন্বন্ পূর্ব্বমারূঢ়ঃ শুষ্কশাখাং বনস্পতৌ ॥৪০
ন বুধ্যেতামুভৌ তৌ চ নগস্থং পন্নগদ্বিজৌ।
সহ তেনৈব বৃক্ষেণ ভস্মীভূতোঽভবন্নৃপ ॥৪১
দ্বিজপ্রভাবাদ্ রাজেন্দ্র ব্যজীবৎ সবনস্পতিঃ।
তেনাগম্য নরশ্রেষ্ঠ পুরেঽস্মাকং নিবেদিতম্।
যথাবৃত্তং তু তৎ সর্ব্বং তক্ষকস্য দ্বিজস্য চ ॥৪২
এতৎ তে কথিতং রাজন্ যথা দৃষ্টং শ্রুতঞ্চ নঃ।
শ্রুত্বা চ নৃপশার্দ্দূল বিধৎস্ব যদনন্তরম্ ॥৪৩

সৌতিরুবাচ।

মন্ত্রিণাং তু বচঃ শ্রুত্বা স রাজা জনমেজয়ঃ।
পর্য্যতপ্যত দুঃখার্ত্তঃ প্রত্যপিংষৎ করং করে ॥৪৪
নিঃশ্বাসমুষ্ণমসকৃদ্ দীর্ঘং রাজীবলোচনঃ।
মুমোচাশ্রূণি চ তদা নেত্রাভ্যাং প্ররুদন্ নৃপঃ ॥৪৫
উবাচ চ মহীপালো দুঃখশোকসমন্বিতঃ।
দুর্ব্বিষহং বাষ্পদুঃখং স্পৃষ্ট্বা চাপো যথাবিধি ॥৪৬

হইবে। এই প্রকার চিন্তা করিয়াই তক্ষক সেই ব্রাহ্মণকে বহুধন দান করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছিল, ইহা নিশ্চয় ।৩৫-৩৬

আমি পিতৃহত্যা তক্ষকের কার্য্যের যে প্রতিশোধ দিব, যে কোন উপায়ে সেই প্রতিশোধ দেওয়া যাইবেই। কিন্তু একটি কথা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, সেই ঘটনাটি কি নির্জ্জন বনের মধ্যেই ঘটিয়াছিল ।৩৭

সেই সময়ে কোন্ লোক তক্ষক ও কাশ্যপের পরস্পর আলাপ শুনিয়াছিল এবং তাঁহাদের কার্য্য দেখিয়াছিল? আপনারাও বা সেই বৃত্তান্ত কি প্রকারে শুনিতে পাইলেন? আমি সেই সকল শুনিয়া তক্ষকের দোষে সমস্ত সর্পকুলের ধ্বংসের জন্য বুদ্ধি করিব ।৩৮

মন্ত্রিগণ বলিলেন—রাজন্! পথিমধ্যে ব্রাহ্মণ ও তক্ষকের এইরূপ সংবাদ প্রভৃতি বৃত্তান্ত আমাদের নিকট যে ব্যক্তি যেভাবে বলিয়াছিল, তাহা আপনি শ্রবণ করুন ।৩৯

রাজন্! ইন্ধনার্থী সেই বটবৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ আহরণের জন্য কোন লোক পূর্ব্বেই সেই বৃক্ষে উঠিয়া শুষ্ক শাখা সংগ্রহ করিতেছিল ।৪০

কিন্তু হে রাজন্! ব্রাহ্মণ ও তক্ষক এই দুই জনের কেহই বৃক্ষস্থ সেই ব্যক্তিকে দেখেন নাই; সেইজন্য তক্ষকের দংশনে সেই বৃক্ষ এবং সেই ব্যক্তিও ভস্মীভূত হইল ।৪১

হে নরনাথ! তাহার পর ব্রাহ্মণের প্রভাবে সেই বটবৃক্ষটি সজীব হইল এবং তখন সেই লোকটিও পুনর্জীবন লাভ করিল। পরে সেই লোকটি আসিয়া আমাদের নিকট ব্রাহ্মণ ও তক্ষকের সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথভাবে জানাইয়াছিল ।৪২

নৃপশ্রেষ্ঠ! আমরা যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম বা শুনিয়াছিলাম তাহা সমস্তই এই আপনাকে বলিলাম; ইহা শুনিয়া পরে যাহা কর্ত্তব্য মনে করেন তাহা করুন ।৪৩

সৌতি বলিলেন—রাজা জনমেজয় মন্ত্রিগণের কথা শুনিয়া দুঃখার্ত্ত হইলেন এবং তাঁহার দুঃখ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ও তিনি ক্রোধে এক হস্তের উপর অপর হস্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন ।৪৪

পদ্মলোচন রাজা তখন পুনঃ পুনঃ উষ্ণ ও দীর্ঘ

মুহূর্ত্তমিব চ ধ্যাত্বা নিশ্চিত্য মনসা নৃপঃ ।
অমর্ষী মন্ত্রিণঃ সর্ব্বানিদং বাক্যমথাব্রবীৎ ।৩৭

জনমেজয় উবাচ ।

শ্রুত্বৈতদ্ ভবতাং বাক্যং পিতুর্মে স্বর্গতিং প্রতি ।
নিশ্চিতেয়ং মম মতির্যা চ তন্মে নিবোধত ।৩৮
অনন্তরং চ মন্যেঽহং তক্ষকায় দুরাত্মনে ।
প্রতিকর্ত্তব্যমিত্যেবং যেন মে হিংসিতঃ পিতা ।৩৯
শৃঙ্গিণং হেতুমাত্রং যঃ কৃত্বা দগ্ধ্বা চ পার্থিবম্ ।
ইয়ং দুরাত্মতা তস্য কাশ্যপং যো ন্যবর্ত্তয়ৎ ।৪০
যদ্যাগচ্ছেৎ স বৈ বিপ্রো ননু জীবেৎ পিতা মম ।
পরিহীয়েত কিং তস্য যদি জীবেৎ স পার্থিবঃ ।
কাশ্যপস্য প্রসাদেন মন্ত্রিণাং বিনয়েন চ ।৪১
স তু বারিতবান্ মোহাৎ কাশ্যপং দ্বিজসত্তমম্ ।
সঞ্জিজীবয়িষুং প্রাপ্তং রাজানমপরাজিতম্ ।৪২
মহানতিক্রমো হ্যেষ তক্ষকস্য দুরাত্মনঃ ।
দ্বিজস্য যোঽদদদ্ দ্রব্যং মা নৃপং জীবয়েদিতি ।৪৩
উত্তঙ্কস্য প্রিয়ং কর্ত্তুমাত্মনশ্চ মহৎ প্রিয়ম্ ।
ভবতাং চৈব সর্ব্বেষাং যাস্যাম্যপচিতিং পিতুঃ ।৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি আস্তীকে পারীক্ষিন্মন্ত্রি-সংবাদে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ৫০ ॥

নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং রোদন করিতে করিতে দুই চক্ষু হইতে অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন ।৩৫

দুঃখশোকার্ত্ত রাজা ক্রন্দন অশ্রুপাত করিয়া এবং যথাবিধি জলস্পর্শ করিয়া বসিলেন ।৩৬

মুহূর্ত্ত রাজা মনে মনে চিন্তা করিয়া মনে মনে কর্ত্তব্য বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া সকল মন্ত্রিগণকে এই কথা বলিলেন— ।৩৭

জনমেজয় বলিলেন—মন্ত্রিগণ ! আমার পিতার মৃত্যুসম্বন্ধে আপনাদের এই সমস্ত কথা শুনিয়া, আমি যাহা স্থির করিয়াছি, আমার নিকট আপনারা তাহা শুনুন ।৩৮

আমি মনে স্থির করিয়াছি যে, অবিলম্বেই আমার পিতৃঘাতী দুরাত্মা তক্ষকের প্রতিশোধ দিতে হইবে ।৩৯

যে তক্ষক ঋষিকুমার শৃঙ্গীকে আপাততঃ কেবল হেতুমাত্র করিয়া দিয়াছেন আমার পিতা রাজাকে দগ্ধ করিয়াছিল এবং যে তক্ষক কাশ্যপকে ধন দিয়া ফিরাইয়া দিয়াছিল, সেই তক্ষকের কাশ্যপ ব্রাহ্মণকে ফিরাইবার গোপনীয় এই দুরভিসন্ধি ।৪০

সেই ব্রাহ্মণ যদি আসিতেন, তবে আমার পিতা নিশ্চয়ই পুনর্জীবন লাভ করিতেন। মন্ত্রিগণের অনুরোধে কাশ্যপ পিতার চিকিৎসা করিয়া অনুগ্রহ করিলে যদি পিতা পুনর্জীবিত হইতেন, তাহাতে তক্ষকের কি হানি হইত ?৪১

সর্ব্বত্র বিজয়ী রাজাকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কাশ্যপ আসিয়াছিলেন, কিন্তু তক্ষক দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিল ।৪২

রাজাকে যেন পুনর্জীবিত না করেন—এই দুষ্ট অভিসন্ধিতে তক্ষক সেই ব্রাহ্মণকে ধন দান করিয়াছিল ; অতএব এই কার্য্যটি দুরাত্মা তক্ষকের গুরুতর অপরাধ হইয়াছে ।৪৩

সুতরাং উত্তঙ্কের প্রীতি এবং আমার নিজের ও আপনাদের সকলের বড়ই প্রীতির জন্য তক্ষককৃত পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব ।৪৪

শ্রীব্যাসদেবপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত আস্তীকপর্ব্বে
জনমেজয়-মন্ত্রিসংবাদবিষয়ক পঞ্চাশত্তমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

[জনমেজয়েন সর্পসত্রোপক্রমঃ।]

সৌতিরুবাচ।

এবমুক্ত্বা ততঃ শ্রীমান্ মন্ত্রিভিশ্চানুমোদিতঃ।
আরুরোহ প্রতিজ্ঞাং স সর্পসত্রায় পার্থিবঃ ॥১

ব্রহ্মন্ ভরতশার্দূলো রাজা পারীক্ষিতস্তদা।
পুরোহিতমথাহূয় ঋত্বিজো বসুধাধিপঃ ॥২

অব্রবীদ্ বাক্যসম্পন্নঃ কার্য্যসম্পৎকরং বচঃ।
যো মে হিংসিতবাংস্তাতং তক্ষকঃ স দুরাত্মবান্ ॥৩

প্রতিকুর্য্যাং যথা তস্য তদ্ ভবন্তো ব্রুবন্তু মে।
অপি তৎ কর্ম্ম বিদিতং ভবতাং যেন পন্নগম্।
তক্ষকং সম্প্রদীপ্তেঽগ্নৌ প্রক্ষিপেয়ং সবান্ধবম্ ॥৪

যথা তেন পিতা মহ্যং পূর্ব্বং দগ্ধো বিষাগ্নিনা।
তথাহমপি তং পাপং দগ্ধুমিচ্ছামি পন্নগম্ ॥৫

ঋত্বিজ ঊচুঃ।

অস্তি রাজন্ মহৎ সত্রং ত্বদর্থং দেবনির্ম্মিতম্।
সর্পসত্রমিতি খ্যাতং পুরাণে পরিপঠ্যতে ॥৬

আহর্ত্তা তস্য সত্রস্য ত্বন্নান্যোঽস্তি নরাধিপ।
ইতি পৌরাণিকাঃ প্রাহুরস্মাকং চাস্তি স ক্রতুঃ ॥৭

এবমুক্তঃ স রাজর্ষির্মেনে দগ্ধং হি তক্ষকম্।
হুতাশনমুখং দীপ্তং প্রবিষ্টমিতি সত্তম ॥৮

ততোঽব্রবীন্মন্ত্রবিদস্তান্ রাজা ব্রাহ্মণাংস্তদা।
আহরিষ্যামি তৎ সত্রং সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তু মে ॥৯

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[জনমেজয় কর্ত্তৃক সর্পযজ্ঞের উপক্রম।]

সৌতি বলিলেন—উদারমনা রাজা জনমেজয় এইরূপ বলিবামাত্র সমস্ত মন্ত্রিবর্গ সে বিষয়ে অনুমোদন করিলেন; তাহার পর তিনি সর্পযজ্ঞ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন ॥১

ব্রহ্মর্ষি শৌনক! তাহার পর ভরতশ্রেষ্ঠ, বসুন্ধরাপতি এবং পরীক্ষিতের পুত্র রাজা জনমেজয় কুলপুরোহিত ও অপরাপর পুরোহিতগণকে ডাকিয়া, এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির কথা বলিলেন—যে আমার পিতাকে নষ্ট করিয়াছে, সে তক্ষক নিতান্ত দুরাত্মা ছিল ॥২-৩

আমি যে প্রকারে সেই তক্ষকের প্রতিশোধ করিতে পারি, আপনারা আমার নিকট তাহা বলুন। আমি যাহাতে প্রজ্বলিত অগ্নিতে বন্ধু-বান্ধবের সহিত তক্ষককে দগ্ধ করিতে পারি, আপনাদের সে কার্য্য জানা আছে ত ॥৪

তক্ষক যেমন আমার পিতাকে বিষাগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়াছে, আমিও তেমনই সেই পাপাত্মা তক্ষককে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করি ॥৫

পুরোহিতগণ বলিলেন—মহারাজ! আপনার জন্যই দেবগণের নির্ম্মিত 'সর্পসত্র' নামে বিখ্যাত প্রধান একটি যজ্ঞ আছে, পুরাণশাস্ত্রে তাহার উল্লেখ রহিয়াছে ॥৬

মহারাজ! আপনি ভিন্ন অপর কেহই সে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ নহে, এ কথা পৌরাণিকেরা বলিয়া থাকেন। কিন্তু সে যজ্ঞ আমাদের জানা আছে ॥৭

ব্রহ্মর্ষি শৌনক! পুরোহিতগণ এই কথা বলিলে, রাজর্ষি জনমেজয় তখনই মনে করিলেন যে, তক্ষক প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া দগ্ধই হইয়া গিয়াছে ॥৮

তাহার পর রাজা জনমেজয় তখন সেই মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন 'আমি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, আপনারা তাহার উপকরণ সকল আয়োজন করুন' ॥৯

ততস্তে ঋত্বিজস্তস্য শাস্ত্রতো দ্বিজসত্তম ।
তং দেশং মাপয়ামাসুর্যজ্ঞায়তনকারণাৎ ॥১০

যথাবদ্ বেদবিদ্বাংসঃ সর্বে বুদ্ধেঃ পারং গতাঃ ।
ঋদ্ধ্যা পরময়া যুক্তমিষ্টং দ্বিজগণৈর্যুতম্ ॥১১

প্রভূতধনধান্যাঢ্যমৃত্বিগ্‌ভিঃ সুনিষেবিতম্ ।
নির্মায় চাপি বিধিবদ্ যজ্ঞায়তনমীপ্সিতম্ ॥১২

রাজানং দীক্ষয়ামাসুঃ সর্পসত্রাপ্তয়ে তদা ।
ইদং চাসীৎ তত্র পূর্বং সর্পসত্রে ভবিষ্যতি ॥১৩

নিমিত্তং মহদুৎপন্নং যজ্ঞবিঘ্নকরং তদা ।
যজ্ঞস্যায়তনে তস্মিন্ ক্রিয়মাণে বচোঽব্রবীৎ ॥১৪

স্থপতির্বুদ্ধিসম্পন্নো বাস্তুবিদ্যাবিশারদঃ ।
ইত্যব্রবীৎ সূত্রধারঃ সূতঃ পৌরাণিকস্তদা ॥১৫

যস্মিন্ দেশে চ কালে চ মাপনেয়ং প্রবর্তিতা ।
ব্রাহ্মণং কারণং কৃত্বা নায়ং সংস্থাস্যতে ক্রতুঃ ॥১৬

এতচ্ছ্রুত্বা তু রাজাসৌ প্রাগ্‌দীক্ষাকালমব্রবীৎ ।
ক্ষত্তারং ন হি মে কশ্চিদজ্ঞাতঃ প্রবিশেদিতি ॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি আস্তীকে সর্পসত্রো-
পক্রমে একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

সৌতি বলিলেন—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! শৌনক! তাহার পর বেদজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ সেই সকল পুরোহিতেরা রাজার যজ্ঞস্থান নির্মাণ করিবার জন্য শাস্ত্রানুসারে সেই স্থানটা মাপিলেন; যে স্থানে বহুল ঋদ্ধি শোভা পাইল; ব্রাহ্মণগণ সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন; পুরোহিতেরাও তথায় উপস্থিত রহিলেন এবং প্রচুর ধন ও ধান্য সেখানে রাখা হইল। তাহার পর পুরোহিতেরা যথাবিধানে যজ্ঞবেদি নির্মাণ করিয়া, সর্পসত্রের ফল লাভ করিবার জন্য রাজা জনমেজয়কে দীক্ষিত করিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু যে সর্পসত্র হইবে, তাহার পূর্বেই তথায় যজ্ঞের বিঘ্নসূচক এই একটী অশুভ লক্ষণ উদয় হইল; সেই যজ্ঞের স্থানটা তৈয়ারী করা হইতেছিল, এমন সময় কেহ এই কথা বলিল— ॥১০-১৪

পুরাণশাস্ত্রবেত্তা, সূত্রধারী, স্থাপত্যবিদ্যায় বিশারদ এবং বুদ্ধিমান্ শিল্পী এই কথা বলিল— ॥১৫

যে স্থানে এবং যে সময়ে এই মাপা আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহাতে কোন ব্রাহ্মণকে নিমিত্ত করিয়া এই যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে না ॥১৬

এই কথা শুনিয়া রাজা জনমেজয় দীক্ষিত হইবার পূর্বে দ্বারপালকে বলিলেন যে, আমার অজ্ঞাতসারে কোন লোক যেন এখানে প্রবেশ না করে ॥১৭

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বের আস্তীকপর্বে
সর্পসত্রোপক্রমবিষয়ক একপঞ্চাশত্তমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

[সর্পসত্রারম্ভঃ, তত্র সর্পাণাং বিনাশশ্চ ।]

সৌতিরুবাচ ।

ততঃ কর্ম প্রববৃতে সর্পসত্রবিধানতঃ ।
পর্য্যক্রামংশ্চ বিধিবৎ স্বে স্বে কর্মণি যাজকাঃ ॥১

প্রাবৃত্য কৃষ্ণবাসাংসি ধূম্রসংরক্তলোচনাঃ ।
জুহুবুর্মন্ত্রবচ্চৈব সমিদ্ধং জাতবেদসম্ ॥২

কম্পয়ন্তশ্চ সর্বেষামুরগাণাং মনাংসি চ ।
সর্পানাজুহুবুস্তত্র সর্বানগ্নিমুখে তদা ॥৩

ততঃ সর্পাঃ সমাপেতুঃ প্রদীপ্তে হব্যবাহনে ।
বিচেষ্টমানাঃ কৃপণমাহ্বয়ন্তঃ পরস্পরম্ ॥৪

বিস্ফুরন্তঃ শ্বসন্তশ্চ বেষ্টয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।
পুচ্ছৈঃ শিরোভিশ্চ ভৃশং চিত্রভানুং প্রপেদিরে ॥৫

শ্বেতাঃ কৃষ্ণাশ্চ নীলাশ্চ স্থবিরাঃ শিশবস্তথা ।
নদন্তো বিবিধান্ নাদান্ পেতুর্দীপ্তে বিভাবসৌ ॥৬

ক্রোশযোজনমাত্রা হি গোকর্ণস্য প্রমাণতঃ ।
পতন্ত্যজস্রং বেগেন বহ্নাবগ্নিমতাং বর ॥৭

এবং শতসহস্রাণি প্রযুতান্যর্বুদানি চ ।
অবশানি বিনষ্টানি পন্নগানাং তু তত্র বৈ ॥৮

তুরগা ইব তত্রান্যে হস্তিহস্তা ইবাপরে ।
মত্তা ইব চ মাতঙ্গা মহাকায়া মহাবলাঃ ॥৯

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[সর্পযজ্ঞের আরম্ভ এবং তাহাতে সর্পগণের বিনাশ।]

সৌতি বলিলেন—তাহার পর সর্পযজ্ঞের বিধান অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইয়া গেল; যাজকেরা যথাবিধানে আপন আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন ॥১

তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করত ধূমে আরক্তনয়ন হইয়া, প্রজ্বলিত অগ্নিতে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক আহুতি দিতে লাগিলেন ॥২

আর, সমস্ত সর্পের মন কাঁপাইয়া, তখন সেই অগ্নির মধ্যে পড়িবার জন্য সমস্ত সর্পকে আহ্বান করিতে থাকিলেন ॥৩

তাহার পর, সর্পগণ কাতরভাবে পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করত কম্পিতকলেবরে আসিয়া সেই প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে পড়িতে লাগিল ॥৪

অপর কতকগুলি সাপ ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে থাকিয়া লাঙ্গুল ও মাথা দিয়া পরস্পর পরস্পরকে বেষ্টন করত ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া সেই আগুনের ভিতরে পড়িতে থাকিল ॥৫

শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও নীলবর্ণ এবং বৃদ্ধ, যুবক ও বালক সর্পগণ নানাবিধ শব্দ করিতে থাকিয়া সেই প্রজ্বলিত অগ্নির ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল ॥৬

হে যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ ! শৌনক ! কতকগুলি ক্রোশপ্রমাণদীর্ঘ, কতকগুলি যোজনপ্রমাণদীর্ঘ, আবার কতকগুলি গরুর কাণের ন্যায় ক্ষুদ্রদীর্ঘ সর্পসকল বেগে আসিয়া অনবরত অগ্নিতে পতিত হইতে লাগিল ॥৭

এইভাবে সেই সর্পযজ্ঞে লক্ষ লক্ষ, সহস্র সহস্র, নিযুত নিযুত এবং অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সর্প অবশভাবে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইতে লাগিল ॥৮

মহাকায়াশ্চ অল্পকায়া নানাবর্ণা বিষোল্বণাঃ।
ঘোরাশ্চ পরিঘপ্রখ্যা দন্দশূকা মহাবলাঃ।
প্রপেতুরগ্নাবুরগা মাতৃবাগ্‌দণ্ডপীড়িতাঃ॥১০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আদিপর্ব্বণি আস্তীকে সর্পনামকথনে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥৫২

কতকগুলি অল্পকায়, কতকগুলি বিস্তৃতকায়, কতকগুলি বহু বলীর ন্যায় বিষাক্তদর ও মহাবলবান্ সর্প আবার অনেকগুলি নানাবিধাকৃতি, নানাবর্ণ, ভিন্ন প্রকারে ভীষণ, পরিঘের তুল্য আকার, অত্যন্ত দংশনকারী ও মহাবলবান্ সর্প মাতা কদ্রুর অভিসম্পাতে পীড়িত হইয়া অগ্নিতে পতিত হইতে লাগিল॥৮-১০

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসকৃত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বের অন্তর্গত আস্তীকপর্ব্বে সর্পসত্রাহুতনাগবিবরণ দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

[সর্পসত্রে বৃতানাম্ ঋত্বিজাং নামাবলিঃ, সর্পাণাম্ অতীব বিনাশঃ, তক্ষকস্য ইন্দ্রং শরণগমনম্, আস্তীকং সর্পসত্রে প্রেরয়িতুং বাসুকির্ভগিনীমনুরোধশ্চ।]

শৌনক উবাচ।
সর্পসত্রে তদা রাজ্ঞঃ পাণ্ডবেয়স্য ধীমতঃ।
জনমেজয়স্য কে ত্বাসন্নৃত্বিজঃ পরমর্ষয়ঃ॥১
কে সদস্যা বভূবুশ্চ সর্পসত্রে সুদারুণে।
বিষাদজননেঽত্যর্থং পন্নগানাং মহাভয়ে॥২
সর্ব্বং বিস্তরতস্তাত ভবান্ শংসিতুমর্হতি।
সর্পসত্রবিধানজ্ঞবিজ্ঞেয়াঃ কে চ সূতজ॥৩

সৌতিরুবাচ।
হন্ত তে কথয়িষ্যামি নামানীহ মনীষিণাম্।
যে ঋত্বিজঃ সদস্যাশ্চ তস্যাসন্ নৃপতেস্তদা॥৪
তত্র হোতা বভূবাথ ব্রাহ্মণশ্চণ্ডভার্গবঃ।
চ্যবনস্যান্বয়ে খ্যাতো জাতো বেদবিদাং বরঃ॥৫
উদ্গাতা ব্রাহ্মণো বৃদ্ধো বিদ্বান্ কৌৎসোঽথ জৈমিনিঃ।
ব্রহ্মাভবচ্ছার্ঙ্গরবো অধ্বর্যুশ্চাপি পিঙ্গলঃ॥৬

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

[সর্পসত্রে বৃত ঋত্বিক্‌গণের নামাবলী, সর্পগণের অতীব বিনাশ, তক্ষক কর্তৃক ইন্দ্রের শরণগ্রহণ এবং সর্পসত্রে আস্তীককে পাঠাইবার জন্য নিজভগিনীর নিকট বাসুকির অনুরোধ।]

শৌনক বলিলেন—পাণ্ডবংশের বুদ্ধিমান্ রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে তখন কোন্ কোন্ মহর্ষি ঋত্বিক্ (পুরোহিত) হইয়াছিলেন॥১

সেই অতীব দারুণ সর্পযজ্ঞে—যাহা সর্পগণের অতীব ভয়ংকর ও বিষাদজনক হইয়াছিল, কে কে সদস্য ছিলেন॥২

বৎস! সৌতি! যাঁহারা সর্পযজ্ঞ বিধিবিধান জানিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কে কে প্রধান ছিলেন? সেই সমস্ত তুমি আমাদের নিকট বিস্তারক্রমে বল॥৩

সৌতি বলিলেন—তখন সেই রাজার সর্পযজ্ঞে যাঁহারা পুরোহিত ও সদস্য ছিলেন,

সদস্যশ্চাভবদ্ ব্যাসঃ পুত্রশিষ্যসহায়বান্ ।
উদ্দালকঃ প্রমতকঃ শ্বেতকেতুশ্চ পিঙ্গলঃ ॥৭

অসিতো দেবলশ্চৈব নারদঃ পর্বতস্তথা ।
আত্রেয়ঃ কুণ্ডজঠরৌ দ্বিজঃ কালঘটস্তথা ॥৮

বাৎস্যঃ শ্রুতশ্রবা বৃদ্ধো জপস্বাধ্যায়শীলবান্ ।
কোহলো দেবশর্মা চ মৌদ্গল্যঃ সমসৌরভঃ ॥৯

এতে চান্যে চ বহবো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ।
সদস্যাশ্চাভবংস্তত্র সত্রে পারীক্ষিতস্য হ ॥১০

জুহ্বৎস্বৃত্বিক্ষু তদা সর্পসত্রে মহাক্রতৌ ।
অহয়ঃ প্রাপতংস্তত্র ঘোরাঃ প্রাণিভয়াবহাঃ ॥১১

বসা-মেদোবহাঃ কুল্যা নাগানাং সম্প্রবর্তিতাঃ ।
ববৌ গন্ধশ্চ তুমুলো দহ্যতামনিশং তদা ॥১২

পততাঞ্চৈব নাগানাং ধিষ্ঠিতানাং তথাম্বরে (১)।
অশ্রূয়তানিশং শব্দঃ পচ্যতাং চাগ্নিনা ভৃশম্ ॥১৩

তক্ষকস্তু স নাগেন্দ্রঃ পুরন্দরনিবেশনম্ ।
গতঃ শ্রুত্বৈব রাজানং দীক্ষিতং জনমেজয়ম্ ॥১৪

ততঃ সর্বং যথাবৃত্তমাখ্যায় ভুজগোত্তমঃ ।
অগচ্ছচ্ছরণং ভীত আগঃ কৃত্বা পুরন্দরম্ ॥১৫

তমিন্দ্রঃ প্রাহ সুপ্রীতো ন তবাস্তীহ তক্ষক ।
ভয়ং নাগেন্দ্র তস্মাদ্ বৈ সর্পসত্রাৎ কদাচন ॥১৬

আমি এখন সেই মুনিগণের নাম আপনার নিকট বলিব ॥৪

চ্যবনের বংশে উৎপন্ন এবং বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত চণ্ডভার্গব নামে ব্রাহ্মণ সেই যজ্ঞে হোতা ছিলেন ॥৫

আর বৃদ্ধ ও বিদ্বান্ কৌৎস ছিলেন উদ্গাতা, জৈমিনি ব্রহ্মা ছিলেন এবং পিঙ্গল ও শার্ঙ্গরব ছিলেন অধ্বর্যু ॥৬

পুত্র ও শিষ্যগণের সহিত বেদব্যাস, উদ্দালক, প্রমতক এবং অপর একপিঙ্গল ইঁহারা সদস্য হইয়াছিলেন ॥৭

অসিত, দেবল, নারদ, পর্বত, আত্রেয়, কুণ্ডজঠর, কালঘট, বাৎস্য, জপ ও বেদাধ্যায়ী বৃদ্ধ শ্রুতশ্রবা, কোহল, দেবশর্মা, মৌদ্গল্য, সমসৌরভ ইঁহারা এবং অপরাপর বহুতর বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণেরা জনমেজয়ের সেই সর্পযজ্ঞে সদস্য হইয়াছিলেন ॥৮-১০

তাহার পর, ঋত্বিকেরা আহুতি দিতে থাকিলে, ভয়ঙ্করাকৃতি ভয়ঙ্করস্বভাব ও প্রাণিগণের ভয়জনক সর্প সকল আসিয়া, সেই মহাযজ্ঞ সর্পসত্রে আগুনে পড়িতে লাগিল ॥১১

তখন সর্পগণ অনবরত দগ্ধ হইতে থাকিলে, তাহাদের বসা ও মেদের (শরীরের ধাতুবিশেষ) ছোট ছোট বহুতর নদী প্রবাহিত হইতে থাকিল এবং তুমুল গন্ধ বাহির হইতে লাগিল ॥১২

কতকগুলি সর্প আসিয়া আকাশে উপস্থিত হইতে লাগিল, কতকগুলি আগুনে পড়িতে থাকিল, আর, কতকগুলি দগ্ধ হইতে লাগিল, তাহাতে অনবরত তাহাদের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল ॥১৩

কিন্তু নাগরাজ সেই তক্ষক রাজা জনমেজয়কে সর্পযজ্ঞে প্রবৃত্ত শুনিয়াই আত্মরক্ষার জন্য ইন্দ্রের ভবনে চলিয়া গিয়াছিল ॥১৪

তাহার পর নাগশ্রেষ্ঠ তক্ষক সর্পযজ্ঞের সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বলিয়া পূর্বে অপরাধ করায় ভীত হইয়া ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইল ॥১৫

ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন—নাগরাজ তক্ষক ! তুমি এইখানেই থাক ; সে সর্পযজ্ঞ হইতে তোমার কখনও ভয় নাই ॥১৬

পাঠান্তর :— (১) বিচিত্রানাং তথাম্বরে ।

প্রসাদিতো ময়া পূর্বং ত্বদর্থায় পিতামহঃ।
তস্মাৎ তব ভয়ং নাস্তি ব্যেতু তে মানসো জ্বরঃ ॥১৭

সৌতিরুবাচ।

এবমাশ্বাসিতা তেন ততঃ সা ভুজগোত্তমা।
উবাস ভবনে ভ্রাতুঃ [illegible] মুদিতা সুখী ॥১৮

[illegible] বাসুকিঃ [illegible] ॥১৯

[illegible] বাসুকিঃ পন্নগোত্তমম্।
ন [illegible] ॥২০

[illegible] মে [illegible] প্রতিভাতি চ।
দীর্ঘায়ুশ্চ [illegible] চ মে মতঃ ॥২১

[illegible] চ।
[illegible] ॥২২

[illegible]।
[illegible] ॥২৩

[illegible] মে [illegible]।
[illegible] ॥২৪

আস্তীকঃ [illegible] ভুজগোত্তম।
[illegible] পূর্বং [illegible] পিতামহঃ ॥২৫

[illegible] কুমারং [illegible]।
[illegible] ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি আস্তীকে [illegible]
ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৩

আমি পূর্বে তোমার জন্যই ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়াছিলাম; সুতরাং তোমার ভয় নাই; তোমার মনের সন্তাপ দূর হউক।১৭

সৌতি বলিলেন—ইনি এইরূপ আশ্বাস দিলে, তাহার পর হইতে জরৎকারু আনন্দিত এবং সুখী হইয়া সেই ভ্রাতার ভবনেই বাস করিতে লাগিল।১৮

এদিকে [illegible] বাড়িতে থাকিলে, বাসুকির পরিজনবর্গের [illegible] অবশিষ্ট রহিল; তাই তিনি [illegible] পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।১৯

নাগরাজ বাসুকি [illegible] আনন্দিত এবং তাঁহার [illegible] লাগিল; তাই তিনি ভগিনী জরৎকারুকে বলিলেন—।২০

ভদ্রে! আমার ভয় যেন দূর হইতেছে, কিন্তু সকল দুঃখনাশ হইতেছে না; আমি যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি; আর [illegible] আমার মন যেন ঘুরিতেছে।২১

[illegible] আমার [illegible] ঘুরিতেছে এবং [illegible] যাইতেছে। আর [illegible] পণ্ডিত হইবে।২২

[illegible] আমাদের বিনাশের জন্যই হইয়াছে। অতএব আমাদেরও [illegible] হইবে।২৩

ভগিনি! আমি তোমাকে যে জন্য জরৎকারু-মুনির হস্তে দান করিয়াছিলাম এই তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তুমি [illegible] আমাদিগকে রক্ষা কর।২৪

হে মহাভাগে! [illegible] থাকিলে আস্তীক [illegible] দিবে; এই কথা ব্রহ্মা নিজেই আমাকে পূর্বে বলিয়াছেন।২৫

অতএব ভদ্রে! আজ পরিজনবর্গের সহিত আমাকে রক্ষা করিবার জন্য তুমি তোমার পুত্রটিকে দাও; যেমন, সে বালক হইলেও [illegible] বলিয়া [illegible]।২৬

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত আস্তীকপর্বে
জরৎকারুর [illegible] অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

(মাতুরাজ্ঞয়া মাতুলস্য সাহায্যায় আস্তীকস্য প্রতিজ্ঞানম্ ।

সৌতিরুবাচ।

তত আহূয় পুত্রং স্বং জরৎকারুর্ভুজঙ্গমা।
বাসুকের্নাগরাজস্য বচনাদিদমব্রবীৎ ॥১

অহং তব পিতুঃ পুত্র ভ্রাত্রা দত্তা নিমিত্ততঃ।
কালঃ স চায়ং সম্প্রাপ্তস্তৎ কুরুষ্ব যথাতথম্ ॥২

আস্তীক উবাচ।

কিং নিমিত্তং মম পিতুর্দত্তা ত্বং মাতুলেন মে।
তন্মমাচক্ষ্ব তত্ত্বেন শ্রুত্বা কর্ত্তাস্মি তত্তথা ॥৩

সৌতিরুবাচ।

তত আচষ্ট সা তস্মৈ বান্ধবানাং হিতৈষিণী।
ভগিনী নাগরাজস্য জরৎকারুরবিক্লবা ॥৪

জরৎকারুরুবাচ।

পন্নগানামশেষাণাং মাতা কদ্রূরিতি শ্রুতা।
তয়া শপ্তা রুষিতয়া সুতা যস্মান্নিবোধ তৎ ॥৫

উচ্চৈঃশ্রবাঃ সোঽশ্বরাজো যন্মিথ্যা ন কৃতো মম।
বিনতার্থায় পণিতে দাসভাবায় পুত্রকাঃ ॥৬

জনমেজয়স্য বো যজ্ঞে ধক্ষ্যত্যনিলসারথিঃ।
তত্র পঞ্চত্বমাপন্নাঃ প্রেতলোকং গমিষ্যথ ॥৭

তাঞ্চ শপ্তবতীং দেবঃ সাক্ষাল্লোকপিতামহঃ।
এবমস্ত্বিতি তদ্বাক্যং প্রোবাচানুমুমোদ চ ॥৮

বাসুকিশ্চাপি তচ্ছ্রুত্বা পিতামহবচস্তদা।
অমৃতে মথিতে তাত দেবান্ শরণমীয়িবান্ ॥৯

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[মাতার আদেশে মাতুলের সাহায্য করিতে আস্তীকের প্রতিজ্ঞাকরণ ।]

সৌতি বলিলেন—তাহার পর নাগকন্যা জরৎকারু আপন পুত্র আস্তীককে ডাকিয়া নাগরাজ বাসুকির অনুরোধে এই কথা বলিলেন—॥১

আস্তীক! আমার ভ্রাতা বাসুকি কোন কারণবশতঃ আমাকে তোমার পিতার হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন; এই তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি যথাযথভাবে সেই কার্য্য সম্পাদন কর ॥২

আস্তীক বলিলেন—মা! আমার মাতুল কি কারণে আপনাকে আমার পিতার হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আপনি আমার নিকটে যথাযথরূপে বলুন; আমি তাহা শুনিয়া পরে সেইরূপ করিব ॥৩

সৌতি বলিলেন—তখন বন্ধুবর্গের হিতৈষিণী বাসুকিভগিনী জরৎকারু ধীর স্থির থাকিয়া আস্তীকের নিকট বলিতে লাগিলেন—॥৪

জরৎকারু বলিলেন—কদ্রুনামে প্রসিদ্ধ যে স্ত্রী সমস্ত সর্পের মাতা; তিনি যে কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রগণকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, তাহা শোন ॥৫

হে পুত্রগণ! বিনতাকে দাসী করিবার জন্য আমি যে পণ করিয়াছিলাম, সে বিষয়ে তোমরা যেহেতু উচ্চৈঃশ্রবার লোম কৃষ্ণ করিয়া আমার পণকে মিথ্যা করিয়া দাও নাই; সেই হেতু জনমেজয় রাজার যজ্ঞে অগ্নি তোমাদিগকে দগ্ধ করিবেন, তখন তোমরা মরিয়া প্রেতলোকে যাইবে ॥৬-৭

কদ্রু যখন সেই অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, 'এবমস্তু' এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা তাঁহার কথা সমর্থন করিয়াছিলেন এবং অনুমোদন করিয়াছিলেন ॥৮

বৎস! অমৃতমন্থন হইয়া গেলে পর, বাসুকি

সিদ্ধার্থাশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে প্রাপ্যামৃতমনুত্তমম্ ।
ভ্রাতরং মে পুরস্কৃত্য পিতামহমুপাগমন্ ॥১০
তে তং প্রসাদয়ামাসুঃ সুরাঃ সর্ব্বেঽব্জসম্ভবম্ ।
রাজ্ঞা বাসুকিনা সার্দ্ধং শাপোঽসৌ ন ভবেদিতি ॥১১

দেবা ঊচুঃ ।

বাসুকির্নাগরাজোঽয়ং দুঃখিতো জ্ঞাতিকারণাৎ ।
অভিশাপঃ স মাতুস্তু ভগবন্ন ভবেৎ কথম্ ॥১২

ব্রহ্মোবাচ ।

জরৎকারুর্জরৎকারুং যাং ভার্য্যাং সমবাপ্স্যতি ।
তত্র জাতো দ্বিজঃ শাপান্মোক্ষয়িষ্যতি পন্নগান্ ॥১৩
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং বাসুকিঃ পন্নগোত্তমঃ ।
প্রাদান্মামমরপ্রখ্য তব পিত্রে মহাত্মনে ॥১৪

প্রাগেবানাগতে কালে তস্মাত্ত্বং ময্যজায়থাঃ ।
অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তো ভয়ান্নস্ত্রাতুমর্হসি ।
ভ্রাতরং চাপি মে তস্মাৎ ত্রাতুমর্হসি পাবকাৎ ॥১৫
ন মোঘং তু কৃতং তৎ স্যাৎ যদহং তব ধীমতে ।
পিত্রে দত্তা বিমোক্ষার্থং কথং বা পুত্র মন্যসে ॥১৬

সৌতিরুবাচ ।

এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা সাস্তীকো মাতরং তদা ।
অব্রবীদ্দুঃখসন্তপ্তং বাসুকিং জীবয়ন্নিব ॥১৭
অহং ত্বাং মোক্ষয়িষ্যামি বাসুকে পন্নগোত্তম ।
তস্মাচ্ছাপান্মহাসত্ত্ব সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥১৮
ভব স্বস্থমনা নাগ ন হি তে বিদ্যতে ভয়ম্ ।
প্রযতিষ্যে তথা রাজন্ যথা শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥১৯

[illegible] দেবগণের শরণাপন্ন হন ॥৯

দেবতারা (আমার ভ্রাতার সাহায্যে) সেই উৎকৃষ্ট অমৃত লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন; তাই তাহারা আমার ভ্রাতা বাসুকিকে নিয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করেন ॥১০

ঐ শাপ সফল না হউক এই জন্য দেবতারা রাজা বাসুকির সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করেন ॥১১

দেবতারা বলিলেন—এই নাগরাজ বাসুকি জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুসম্ভাবনাবশতঃ দুঃখিত হইয়াছেন। অতএব ভগবন্! কি প্রকারে মাতার সেই অভিসম্পাত সফল হইতে পারিবে না ॥১২

ব্রহ্মা বলিলেন—জরৎকারুমুনি জরৎকারুনাম্নী যে ভার্য্যা লাভ করিবেন, তাঁহার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সেই সর্পগণকে মাতৃশাপ হইতে মুক্ত করিবে ॥১৩

হে দেবতুল্য পুত্র! নাগরাজ বাসুকি এই কথা শুনিয়া তোমার পিতৃদেবের হস্তে আমাকে দান করিয়াছিলেন ॥১৪

সে কারণেই সময় আসিবার পূর্ব্বেই তুমি আমা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; এখন সে সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তুমি ভাবিকালের ভয় হইতে আমাদিগকে এবং সেই অগ্নি হইতে আমার ভ্রাতা বাসুকিকে রক্ষা কর ॥১৫

পুত্র! সর্পদের উদ্ধারের জন্য বাসুকি তোমার পিতার হস্তে আমাকে যে দান করিয়াছিলেন, তুমি চেষ্টা করিলে সে দান ব্যর্থ হইবে না, এ বিষয়ে তুমি কি মনে কর ? ॥১৬

সৌতি বলিলেন—মাতা এইরূপ বলিলে আস্তীক বলিলেন 'মা! তাহাই হইবে'। আস্তীক তখন মাতাকে ঐ কথা বলিয়া দুঃখসন্তপ্ত বাসুকিকে জীবিত করিয়াই যেন বলিতে লাগিলেন ॥১৭

হে মহাবল! নাগরাজ বাসুকি! ইহা আমি আপনার নিকট সত্যই বলিতেছি যে, সেই মাতৃশাপ হইতে আপনাকে মুক্ত করিব ॥১৮

ন মে বাগনৃতং প্রাহ স্বৈরেষ্বপি কুতোঽন্যথা ।
তং বৈ নৃপবরং গত্বা দীক্ষিতং জনমেজয়ম্ ।২০

বাগ্ভির্মঙ্গলযুক্তাভিস্তোষয়িষ্যেঽদ্য মাতুল ।
যথা স যজ্ঞো নৃপতের্নিবর্তিষ্যতি সত্তম ।২১

স সম্ভাবয় নাগেন্দ্র ময়ি সর্বং মহামতে ।
ন তে ময়ি মনো জাতু মিথ্যা ভবিতুমর্হতি ।২২

বাসুকিরুবাচ ।

আস্তীক পরিঘূর্ণামি হৃদয়ং মে বিদীর্যতে ।
দিশো ন প্রতিজানামি ব্রহ্মদণ্ডভয়ার্দিতঃ ।২৩

আস্তীক উবাচ ।

ন সন্তাপস্ত্বয়া কার্যঃ কথঞ্চিৎ পন্নগোত্তম ।
প্রদীপ্তাগ্নেঃ সমুৎপন্নং নাশয়িষ্যামি তে ভয়ম্ ।২৪

ব্রহ্মদণ্ডং মহাঘোরং কালাগ্নিসমতেজসম্ ।
নাশয়িষ্যামি মাত্র ত্বং ভয়ং কার্ষীঃ কথঞ্চন ।২৫

সৌতিরুবাচ ।

ততঃ স বাসুকের্ঘোরমপনীয় মনোজ্বরম্ ।
আধায় চাত্মনোঽঙ্গেষু জগাম ত্বরিতো ভৃশম্ ।২৬

জনমেজয়স্য তং যজ্ঞং সর্বৈঃ সমুদিতং গুণৈঃ ।
মোক্ষায় ভুজগেন্দ্রাণামাস্তীকো দ্বিজসত্তমঃ ।২৭

স গত্বাপশ্যদাস্তীকো যজ্ঞায়তনমুত্তমম্ ।
বৃতং সদস্যৈর্বহুভিঃ সূর্যবহ্নিসমপ্রভৈঃ ।২৮

স তত্র বারিতো দ্বাঃস্থৈঃ প্রবিশন্ দ্বিজসত্তমঃ ।
অভিতুষ্টাব তং যজ্ঞং প্রবেশার্থী পরন্তপঃ ।২৯

নাগরাজ, আপনি সুস্থ হউন, আপনার ভয় নাই। আমি সেইরূপ চেষ্টা করিব, যাহাতে আপনাদের মঙ্গল হইবে ।১৯

বিহারস্থলে আমোদের সময়েও আমার বাক্য মিথ্যা হয় না; সুতরাং এই গুরুতর বিষয়ে মিথ্যা বলিব কেন? অতএব মাতুল! আমি যাইয়া সর্পসত্রে দীক্ষিত রাজশ্রেষ্ঠ সেই জনমেজয়কে মাঙ্গলিক বাক্যে সন্তুষ্ট করিব; যাহাতে রাজার সেই যজ্ঞ নিবৃত্তি পায় ।২০-২১

নাগরাজ! আপনি আমার উপরে সমস্ত বিষয়েই বিশ্বাস করিতে পারেন; আপনার মন কখনও যেন আমার উপর অবিশ্বাসী হয় না ।২২

বাসুকি বলিলেন—আস্তীক! আমি মাতৃশাপের উদ্বেগে ব্যথিত হইয়া ঘুরিতেছি, আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে এবং দিক্ও নির্ণয় হইতেছে না ।২৩

আস্তীক বলিলেন—নাগরাজ! আপনি কোন প্রকারেই দুঃখ করিবেন না। সর্পযজ্ঞের প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে আপনার যে ভয় জন্মিয়াছে, আমি তাহা নষ্ট করিব ।২৪

প্রলয়াগ্নির ন্যায় তেজস্বী, ভয়ঙ্কর ব্রহ্মশাপকে আমি নিরস্ত করিয়া দিব, আপনি এ বিষয়ে কোন ভয় করিবেন না ।২৫

সৌতি বলিলেন—তাহার পর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আস্তীক বাসুকির মনের ভয়ানক চিন্তাজ্বর দূর করিয়া নিজের অঙ্গে ধারণ করিয়া, সর্পশ্রেষ্ঠগণের মুক্তির জন্য সত্বর ধাবিত হইয়া জনমেজয়ের সর্বগুণসম্পন্ন যজ্ঞে গমন করিলেন ।২৬-২৭

আস্তীক যজ্ঞস্থানের উদ্দেশে যাইয়া উৎকৃষ্ট যজ্ঞস্থান দর্শন করিলেন; তখন সূর্য ও অগ্নির তুল্য তেজস্বী বহুতর সদস্য সেই যজ্ঞস্থানটিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছিলেন ।২৮

বিপক্ষদমনকারী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আস্তীক সেই যজ্ঞে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে, দ্বারপালেরা নিষেধ করিল; তখন তিনি প্রবেশ করিবার জন্য সেই যজ্ঞের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ।২৯

স প্রাপ্য যজ্ঞায়তনং বরিষ্ঠং
দ্বিজোত্তমঃ পুণ্যকৃতাং বরিষ্ঠঃ ।
তুষ্টাব রাজানমনন্তকীর্ত্তি-
মৃত্বিক্‌-সদস্যাংশ্চ তথৈব চাগ্নিম্ ॥৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি আস্তীকে আস্তীকপ্রবেশে
চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৪

ধার্মিক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আস্তীক সর্বোত্তম যজ্ঞস্থানে প্রবেশ করিয়া অনন্তকীর্তি রাজার, পুরোহিত ও সদস্যগণের এবং অগ্নির স্তব করিতে লাগিলেন ।৫০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আদিপর্বের আস্তীকপর্বে
আস্তীকযজ্ঞপ্রবেশনামক চতুঃপঞ্চাশত্তমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

[আস্তীকের জনমেজয়, ঋত্বিক্‌, সদস্য, অগ্ন্যাদি স্তুতিঃ ।]

আস্তীক উবাচ ।

সোমস্য যজ্ঞো বরুণস্য যজ্ঞঃ
প্রজাপতের্যজ্ঞ আসীৎ প্রয়াগে ।
তথা যজ্ঞোঽয়ং তব ভারতাগ্র্য
পারীক্ষিত স্বস্তি নোঽস্তু প্রিয়েভ্যঃ ॥১

শক্রস্য যজ্ঞঃ শতসংখ্য উক্ত-
স্তথাপরস্তুল্যসংখ্যঃ শতং বৈ ।
তথা যজ্ঞোঽয়ং তব ভারতাগ্র্য
পারীক্ষিত স্বস্তি নোঽস্তু প্রিয়েভ্যঃ ॥২

যমস্য যজ্ঞো হরিমেধসশ্চ
যথা যজ্ঞো রন্তিদেবস্য রাজ্ঞঃ ।
তথা যজ্ঞোঽয়ং তব ভারতাগ্র্য
পারীক্ষিত স্বস্তি নোঽস্তু প্রিয়েভ্যঃ ॥৩

গয়স্য যজ্ঞঃ শশবিন্দোশ্চ রাজ্ঞো
যজ্ঞস্তথা বৈশ্রবণস্য রাজ্ঞঃ ।
তথা যজ্ঞোঽয়ং তব ভারতাগ্র্য
পারীক্ষিত স্বস্তি নোঽস্তু প্রিয়েভ্যঃ ॥৪

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[আস্তীক কর্তৃক জনমেজয়, যজ্ঞ, ঋত্বিক্‌ ও সদস্যগণের স্তুতি ।]

আস্তীক বলিলেন—হে ভরতবংশপ্রধান ! পরীক্ষিতনন্দন ! প্রয়াগে চন্দ্র, বরুণ ও প্রজাপতির যে যে যজ্ঞ হইয়াছিল, আপনার এই যজ্ঞ সেই সকল যজ্ঞেরই তুল্য । অতএব আমাদের প্রিয় লোকদিগের মঙ্গল হউক ।১

হে ভরতবংশপ্রধান ! পরীক্ষিতনন্দন ! পুরাকালে ইন্দ্র একশত যজ্ঞ করিয়াছেন, তাহার তুল্য অন্য শত যজ্ঞ হইলেও আপনার এই যজ্ঞ তাহারই তুল্য । অতএব আমাদের প্রিয় লোকদিগের মঙ্গল হউক ।২

হে ভরতবংশপ্রধান ! পরীক্ষিতনন্দন ! যম, হরিমেধা ও রন্তিদেবের যে যে যজ্ঞ হইয়াছিল, আপনার এই যজ্ঞ সেই সকল যজ্ঞেরই তুল্য । অতএব আমাদের প্রিয় লোকদিগের মঙ্গল হউক ।৩

নৃগস্য যজ্ঞস্ত্বজমীঢস্য চাসীদ্
যথা যজ্ঞো দাশরথেশ্চ রাজ্ঞঃ।
তথা যজ্ঞোঽয়ং তব ভারতাগ্র্য
পারীক্ষিত স্বস্তি নোঽস্তু প্রিয়েভ্যঃ ॥১৫

যজ্ঞঃ শ্রুতো নো দিবি দেবসূনো-
র্যুধিষ্ঠিরস্যাজমীঢস্য রাজ্ঞঃ।
তথা যজ্ঞোঽয়ং তব ভারতাগ্র্য
পারীক্ষিত স্বস্তি নোঽস্তু প্রিয়েভ্যঃ ॥১৬

কৃষ্ণস্য যজ্ঞঃ সত্যবত্যাঃ সুতস্য
স্বয়ঞ্চ কর্ম্ম প্রচকার যত্র।
তথা যজ্ঞোঽয়ং তব ভারতাগ্র্য
পারীক্ষিত স্বস্তি নোঽস্তু প্রিয়েভ্যঃ ॥১৭

ইমে চ তে সূর্য্যসমানবর্চসঃ
সমাসতে বৃত্রহণঃ ক্রতুং যথা।
নৈষাং জ্ঞাতুং বিদ্যতে জ্ঞানমদ্য
দত্তং যেভ্যো ন প্রণশ্যেৎ কদাচিৎ ॥১৮

ঋত্বিক্ সমো নাস্তি লোকেষু চৈব
দ্বৈপায়নেনেতি বিনিশ্চিতং মে।
এতস্য শিষ্যাঃ ক্ষিতিং সঞ্চরন্তি
সর্ব্বর্ত্বিজঃ কর্ম্মসু স্বেষু দক্ষাঃ ॥১৯

বিভাবসুশ্চিত্রভানুর্মহাত্মা
হিরণ্যরেতা হুতভুক্ কৃষ্ণবর্ত্মা।
প্রদক্ষিণাবর্ত্তশিখঃ প্রদীপ্তো
হব্যং তবেদং হুতভুগ্ বষ্টি দেবঃ ॥২০

হে ভরতবংশপ্রধান! মহারাজ জনমেজয়! গয়, শশবিন্দু ও কুবেরের যে যে যজ্ঞ হইয়াছিল, আপনার এই যজ্ঞ সেই সকলেরই তুল্য। সুতরাং আমাদিগের প্রিয় লোকদিগের মঙ্গল হউক ॥১৪

হে ভরতবংশপ্রধান! মহারাজ জনমেজয়! নৃগ, অজমীঢ় ও দশরথের যে যে যজ্ঞ হইয়াছিল, আপনার এই যজ্ঞ সেই সকল যজ্ঞের তুল্য। অতএব আমাদের প্রিয় লোকদিগের মঙ্গল হউক ॥১৫

হে ভরতবংশপ্রধান! মহারাজ জনমেজয়! স্বর্গে দেবতাদের পুত্র যুধিষ্ঠির ও অজমীঢ় রাজার যজ্ঞের কথা শুনিয়াছি, আপনার এই যজ্ঞ সেই সকলেরই তুল্য। অতএব আমাদের প্রিয় লোকদিগের মঙ্গল হউক ॥১৬

হে ভরতবংশপ্রধান! মহারাজ জনমেজয়! সত্যবতীর পুত্র বেদব্যাসের যে যজ্ঞ হইয়াছিল; যাহাতে তিনি নিজেই পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছিলেন; আপনার এই যজ্ঞও সেই যজ্ঞেরই তুল্য। সুতরাং আমাদের প্রিয় লোকদিগের মঙ্গল হউক ॥১৭

পূর্ব্বকালে ইন্দ্রের যজ্ঞে যেমন সূর্য্যসদৃশকান্তি অবস্থান করিয়াছিলেন, আপনার এই যজ্ঞেও সেইরূপ সূর্য্যতুল্য তেজস্বী এই সকল পুরোহিত অবস্থান করিতেছেন। ইঁহাদের জ্ঞানের ইয়ত্তা বুঝিবার ক্ষমতা কাহার নাই; ইঁহাদিগকে দান করিলে তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে ॥১৮

বেদব্যাসের তুল্য পুরোহিত ত্রিভুবনেই নাই ইহাই আমার ধারণা। কেন না, ইঁহার কার্য্যদক্ষ শিষ্যগণ সকল যজ্ঞের পুরোহিত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন ॥১৯

এই অগ্নি দেবই হব্য, বিভাবসু-চিত্রভানু, হুতভুক্, রক্তবর্ণ, হিরণ্যরেতা ও কৃষ্ণবর্ত্মা এবং শিখাগুলি প্রদক্ষিণভাবে চালাইতেছেন এবং আপনার হবি উৎকৃষ্ট ও প্রচুর বলিয়া তাহা এই অগ্নিদেব কামনা করিতেছেন ॥২০

নেহ ত্বদন্যো বিদ্যতে জীবলোকে
সমঃ পুনঃ পার্থিব পালয়িতা প্রজানাম্।
ধৃত্যা চ তে প্রীতমনাঃ সদাহং
ত্বং বা বরুণো ধর্মরাজো যমো বা ॥১১

শক্রঃ সাক্ষাদ্ বজ্রপাণির্যথেহ
ত্রাতা লোকেঽস্মিংস্ত্বং তথেহ প্রজানাম্।
মতস্ত্বং নঃ পুরুষেন্দ্রেহ লোকে
ন চ ত্বদন্যো গৃহপতিরস্তি যজ্ঞে ॥১২

খট্বাঙ্গ-নাভাগ-দিলীপকল্প
যযাতিমান্ধাতৃসমপ্রভাব
আদিত্যতেজঃপ্রতিমানতেজা
ভীষ্মো যথা রাজসি সুব্রতস্ত্বম্ ॥১৩

বাল্মীকিবৎ তে নিভৃতং স্ববীর্যং
বশিষ্ঠবৎ তে নিয়তশ্চ কোপঃ।
প্রভুত্বমিন্দ্রত্বসমং মতং মে
দ্যুতিশ্চ নারায়ণবদ্ বিভাতি ॥১৪

যমো যথা ধর্মবিনিশ্চয়জ্ঞঃ
কৃষ্ণো যথা সর্বগুণোপপন্নঃ।
শ্রিয়াং নিবাসোঽসি যথা বসূনাং
নিধানভূতোঽসি তথা ক্রতূনাম্ ॥১৫

দম্ভোদ্ভবেনাসি সমো বলেন
রামো যথা শাস্ত্রবিদস্ত্রবিচ্চ।
ঔর্বত্রিতাভ্যামসি তুল্যতেজা
দুষ্প্রেক্ষণীয়োঽসি ভগীরথেন ॥১৬

সৌতিরুবাচ।

এবং স্তুতাঃ সর্ব এব প্রসন্না
রাজা সদস্যা ঋত্বিজো হব্যবাহঃ।
তেষাং দৃষ্ট্বা ভাবিতানীঙ্গিতানি
প্রোবাচ রাজা জনমেজয়োঽথ ॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সর্পসত্রে আস্তীককৃত-
রাজস্তবে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৫

এই জগতে আপনার মত অন্য প্রজাপালক রাজা নাই, আপনার চরিত্রে আমার মন সর্বদাই প্রীত থাকে; সুতরাং আপনি বরুণ ও ধর্মরাজের তুল্য ॥১১

ইন্দ্র যেমন স্বর্গলোকে প্রজাদের রক্ষাকর্তা, আপনিও তেমনই এই মর্ত্যলোকে প্রজাদের রক্ষাকর্তা। আমরা আপনাকে এই জগতে পুরুষশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি; আপনার তুল্য অন্য রাজা যজ্ঞস্থানে নাই, এবং পূর্বেও জন্মে নাই ॥১২

আপনার প্রভাব খট্বাঙ্গ, নাভাগ, দিলীপ, যযাতি এবং মান্ধাতার তুল্য এবং আপনার তেজ সূর্যের তেজের তুল্য; আর, আপনি ভীষ্মের ন্যায় ব্রত রক্ষা করেন ॥১৩

আপনি বাল্মীকির ন্যায় আপন বীর্যকে গোপন রাখেন এবং বশিষ্ঠের ন্যায় ক্রোধের নিয়মন করেন। হয়, আমি মনে করি আপনার প্রভুত্ব ইন্দ্রের তুল্য এবং আপনার শরীরের জ্যোতি নারায়ণের ন্যায়ই প্রকাশ পাইতেছে ॥১৪

আপনি যমের ন্যায় ধর্মজ্ঞ, কৃষ্ণের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন, আর বসুগণের স্থান যেমন সম্পদের আধার, আপনিও তেমনই যজ্ঞের আধার ॥১৫

আপনি বলে দম্ভোদ্ভবের তুল্য, শাস্ত্রজ্ঞানে ও অস্ত্রজ্ঞানে পরশুরামের সমান, তেজে ঔর্ব ও ত্রিতমুনির তুল্য—এবং দুষ্প্রেক্ষ্যতায় ভগীরথের সমান ॥১৬

সৌতি বলিলেন—আস্তীক এইরূপ স্তব করিলে, রাজা, সদস্যগণ, পুরোহিতগণ এবং অগ্নি ইঁহারা সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার পর, রাজা জনমেজয় তাঁহাদের ইঙ্গিত পাইয়া বলিতে লাগিলেন ॥১৭

১ শ্রীমদ্বিজয়ধ্বজতীর্থকৃত পদরত্নাবলী সহিত মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত আস্তীকপর্বের
সর্পসত্রে আস্তীককৃত-রাজস্তববিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

[আস্তীকায় বরং দাতুং রাজ্ঞো জনমেজয়স্য ইচ্ছা, তক্ষকস্য ব্যাকুলতা, আস্তীকস্য বরপ্রার্থনা চ ।]

জনমেজয় উবাচ ।

বালোঽপ্যয়ং স্থবির ইবাবভাষতে
নায়ং বালঃ স্থবিরোঽয়ং মতো মে ।
ইচ্ছাম্যহং বরমস্মৈ প্রদাতুং
তন্মে বিপ্রাঃ সংবিদধ্বং যথাবৎ ॥১॥

সদস্যা ঊচুঃ ।

বালোঽপি বিপ্রো মান্য এবেহ রাজ্ঞা
সংস্কারবান্ যশ্চ বিদ্বান্ যথাবৎ ।
সর্বান্ কামাংস্ত্বত্ত এষোঽর্হতেঽদ্য
যথা চ নস্তক্ষক এতি শীঘ্রম্ ॥২॥

সৌতিরুবাচ ।

ব্যাহর্তুকামে বরদে নৃপে দ্বিজং
বরং বৃণীষ্বেতি ততোঽভ্যুবাচ ।
হোতা বাক্যং নাতিহৃষ্টান্তরাত্মা
কর্মণ্যস্মিংস্তক্ষকো নৈতি তাবৎ ॥৩॥

জনমেজয় উবাচ ।

যথা চেদং কর্ম সমাপ্যতে মে
যথা চ বৈ তক্ষক এতি শীঘ্রম্ ।
তথা ভবন্তঃ প্রযতন্তু সর্বে
পরং শক্ত্যা স হি মে বিদ্বিষাণঃ ॥৪॥

ঋত্বিজ ঊচুঃ ।

যথা শাস্ত্রাণি নঃ প্রাহুর্যথা শংসতি পাবকঃ ।
ইন্দ্রস্য ভবনে রাজংস্তক্ষকো ভয়পীড়িতঃ ॥৫॥

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[আস্তীককে বর দিবার জন্য রাজা জনমেজয়ের ইচ্ছা, তক্ষকের ব্যাকুলতা এবং আস্তীকের বর প্রার্থনা।]

জনমেজয় বলিলেন—ইনি বালক হইয়াও বৃদ্ধের ন্যায় কথা বলিতেছেন; সুতরাং আমার মতে ইনি বালক নহেন, ইনি বৃদ্ধ। তাই আমি ইঁহাকে বর দান করিতে ইচ্ছা করি। অতএব ব্রাহ্মণগণ! আপনারা অনুমতি করুন ॥১॥

সদস্যগণ বলিলেন—এই জগতে ব্রাহ্মণ বালকই হউন, বৃদ্ধই হউন, অথবা বিদ্বান্ই হউন, তিনি রাজার নিকটে মাননীয়। অতএব ইনি আপনার নিকট হইতে সমস্ত অভীষ্টই লাভ করিবার যোগ্য বটেন, কিন্তু তথাপি যাহাতে তক্ষক আমাদের নিকট শীঘ্র আসে, প্রথমে তাহারই চেষ্টা করুন ॥২॥

সৌতি বলিলেন—'আস্তিক বর নিন্' এই কথা রাজা বলিতে ইচ্ছা করিলে, হোতা চণ্ডভার্গব অনতিহৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিলেন—মহারাজ। এই কার্য্যে তক্ষক যে এখনও আসে নাই ॥৩॥

জনমেজয় বলিলেন—যাহাতে আমার এই কার্য্য সমাপ্ত হয় এবং যাহাতে তক্ষক শীঘ্র আসে, আপনারা সকলেই শক্তি অনুসারে সেইরূপ বিশেষ চেষ্টা করুন। কেন না; তক্ষকই আমার শত্রু ॥৪॥

ঋত্বিক্গণ বলিলেন—পূর্ব্বকালে শাস্ত্রসকল আমাদিগকে যাহা বলিয়া দিয়াছে এবং অগ্নিদেবও যাহা সূচনা করিতেছেন; মহারাজ! তাহাতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, তক্ষক ভীত হইয়া ইন্দ্রের ভবনে অবস্থান করিতেছে ॥৫॥

যথা সূতো লোহিতাক্ষো মহাত্মা
পৌরাণিকো বেদিতবান্ পুরস্তাৎ।
স রাজানং প্রাহ পৃষ্টস্তদানীং
যথাহুর্বিপ্রাস্তদ্বদেতন্নৃদেব ॥৬

পুরাণমাগম্য ততো ব্রবীম্যহং
দত্তং তস্মৈ বরমিন্দ্রেণ রাজন্।
বসেহ ত্বং মৎসকাশে সুগুপ্তো
ন পাবকস্ত্বাং প্রদহিষ্যতীতি ॥৭

এতচ্ছ্রুত্বা দীক্ষিতস্তপ্যমান
আস্তে হোতারং চোদয়ন্ কর্ম্মকালে।
হোতা চ যত্তোহস্যাজুহাবাথ মন্ত্রৈ-
রথো মহেন্দ্রঃ স্বয়মাজগাম ॥৮

বিমানমারুহ্য মহানুভাবঃ
সর্ব্বৈর্দেবৈঃ পরিসংস্তূয়মানঃ।
বলাহকৈশ্চাপ্যনুগম্যমানো
বিদ্যাধরৈরপ্সরসাং গণৈশ্চ ॥৯

তস্যোত্তরীয়ে নিহিতঃ স নাগো
ভয়োদ্বিগ্নঃ শর্ম্ম নৈবাভ্যগচ্ছৎ।
ততো রাজা মন্ত্রবিদোহব্রবীৎ পুনঃ
ক্রুদ্ধো বাক্যং তক্ষকস্যান্তমিচ্ছন্ ॥১০

জনমেজয় উবাচ।

ইন্দ্রস্য ভবনে বিপ্রা যদি নাগঃ স তক্ষকঃ।
তমিন্দ্রেণৈব সহিতং পাতয়ধ্বং বিভাবসৌ ॥১১

সৌতিরুবাচ।

জনমেজয়েন রাজ্ঞা তু নোদিতস্তক্ষকং প্রতি।
হোতা জুহাব তত্রস্থং তক্ষকং পন্নগং তথা ॥১২

পুরাণশাস্ত্রবেত্তা লোহিতাক্ষনামক মহাত্মা সূত পূর্ব্বেই যাহা জানিতেন, রাজা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তখন রাজাকে বলিলেন—মহারাজ! ব্রাহ্মণেরা যেমন বলিয়াছেন, এ ঘটনা সেইরূপই ঘটে।৬

মহারাজ! আমি পুরাণশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া তাহার পর বলিতেছি যে, ইন্দ্র তক্ষককে এই বর দিয়াছেন—তক্ষক! তুমি এখন সুরক্ষিত হইয়া আমার নিকটে থাক, সর্পসত্রের অগ্নি তোমাকে দগ্ধ করিতে পারিবে না।৭

এই কথা শুনিয়া যজ্ঞদীক্ষিত রাজা আহুতি দিবার সময়ে তক্ষককে আনিবার জন্য হোতাকে বিশেষ অনুরোধ করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। হোতাও রাজার অনুরোধে বিশেষ যত্নবান্ হইয়া মন্ত্রদ্বারা ইন্দ্রকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাহার পর মহানুভাব ইন্দ্র বিমানে আরোহণ করিয়া নিজেই আগমন করিতে লাগিলেন; তখন সমস্ত দেবতারা তাঁহার স্তব করিতেছিলেন এবং মেঘসমূহ, বিদ্যাধরগণ ও অপ্সরোগণ তাঁহার পিছনে পিছনে আসিতেছিলেন।৮-৯

ইন্দ্র নিজের উত্তরীয় বস্ত্রে তক্ষককে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তক্ষক সেখানে থাকিয়াও ভয়ে অস্থির হইয়া শান্তিলাভ করিতে পারিতেছিল না। তাহার পর রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তক্ষকের বিনাশ ইচ্ছা করত মন্ত্রবিদ্গণকে পুনরায় এই কথা বলিলেন।১০

জনমেজয় বলিলেন—ব্রাহ্মণগণ! তক্ষকনাগ যদি ইন্দ্রের ভবনেই থাকে, তবে আপনারা ইন্দ্রের সহিতই তাহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করুন।১১

সৌতি বলিলেন—রাজা জনমেজয় তক্ষকনাগকে বিনাশিত করিবার জন্য হোতাকে অনুরোধ করিলে, হোতা ইন্দ্রভবনস্থ তক্ষকনাগকে উদ্দেশ করিয়াই হোম করিতে লাগিলেন।১২

পীড্যমানো যথা চৈব তক্ষকঃ সমুপস্থিতঃ ।
আকাশে দদৃশে চৈব ক্রোশন্‌ পরিবিহ্বলঃ ॥১৩
পুরন্দরস্তু তং যজ্ঞং দৃষ্ট্বোরুভয়পীড়িতঃ ।
বিসৃজ্য তক্ষকং ত্রস্তঃ স্বমেব ভবনং যযৌ ॥১৪
ইন্দ্রে গতে তু নাগেন্দ্রস্তক্ষকো ভয়মোহিতঃ ।
মন্ত্রশক্ত্যা পাবকার্চিঃ সমীপমবশো গতঃ ॥১৫

ঋত্বিজ ঊচুঃ ।

অয়মায়াতি তূর্ণং ন তক্ষকস্তে বশং নৃপ ।
শ্রূয়তেঽস্য মহানাদো নদতো ভৈরবং স্বনম্‌ ॥১৬

নূনং মুক্তো বজ্রভৃতা স নাগো
ভ্রষ্টো নাকান্মন্ত্রবিস্রস্তকায়ঃ ।
ঘূর্ণন্নাকাশে নষ্টসংজ্ঞোঽভ্যুপৈতি
তীব্রান্‌ নিঃশ্বাসান্‌ নিঃশ্বসন্‌ পন্নগেন্দ্রঃ ॥১৭

বর্ত্ততে তব রাজেন্দ্র কর্ম্মৈতদ্‌ বিধিবৎ প্রভো ।
অস্মৈ তু দ্বিজমুখ্যায় বরং ত্বং দাতুমর্হসি ॥১৮

জনমেজয় উবাচ ।

বালাভিরূপস্য তবাপ্রমেয়-
বরং প্রযচ্ছামি যথানুরূপম্‌ ।
বৃণীষ্ব যৎ তেঽভিমতং হৃদি স্থিতং
তৎ তে প্রদাস্যাম্যপি চেদদেয়ম্‌ ॥১৯

সৌতিরুবাচ ।

পতিষ্যমাণে নাগেন্দ্রে তক্ষকে জাতবেদসি ।
ইদমন্তরমিত্যেবং তদাস্তীকোঽভ্যচোদয়ৎ ॥২০

আস্তীক উবাচ ।

বরং দদাসি চেন্মহ্যং বৃণোমি জনমেজয় ।
সত্রং তে বিরমত্বেতন্ন পতেয়ুরিহোরগাঃ ॥২১

সেইভাবে হোম করিতে লাগিলেন, তখন সত্বরই উৎপীড়িত তক্ষকনাগকে ইন্দ্রের সহিত আকাশে দেখা যাইতে লাগিল ॥১৩

কিন্তু ইন্দ্র সেই যজ্ঞ দেখিয়া অত্যন্ত ভয় পাইলেন, পরে তিনি তক্ষকনাগকে পরিত্যাগ করিয়া আপন ভবনে চলিয়া গেলেন ॥১৪

মহর্ষি শৌনক! ইন্দ্র চলিয়া গেলে, ভয়মোহিত তক্ষক মন্ত্রের প্রভাবে অবশ হইয়া অগ্নির শিখার নিকটে আসিতে লাগিল ॥১৫

তখন পুরোহিতগণ বলিলেন—মহারাজ! এই সেই তক্ষক শীঘ্রই আপনার আয়ত্ত হইতেছে; ঐ তক্ষক যে ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে—তাহাই শুনা যাইতেছে ॥১৬

নিশ্চয়ই ইন্দ্র ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; তাই সে স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, মন্ত্রের প্রভাবে ইহার শরীর শিথিল এবং চৈতন্য লোপ পাইয়াছে; ঐ নাগরাজ তক্ষক তীব্র নিঃশ্বাস ত্যাগ করত আকাশে ঘুরিতে ঘুরিতে আসিতেছে ॥১৭

অতএব মহারাজ! আপনার এই কার্য্য যথাবিধানে সম্পন্ন হইয়াছে, এখন আপনি এই ব্রাহ্মণটিকে বর দিতে পারেন ॥১৮

জনমেজয় বলিলেন—বালক! তুমি বিশেষ পণ্ডিত, সুতরাং তোমাকে যথাযোগ্য বর দিতেছি তুমি বর প্রার্থনা কর; তোমার মনে যাহা অভিলাষ আছে, তাহা অদেয় হইলেও তোমাকে দান করিব ॥১৯

সৌতি বলিলেন—নাগরাজ তক্ষক অগ্নিতে পতিত হইতে থাকিলে, আস্তীক ভাবিলেন ইহাই বর প্রার্থনা করিবার অবসর; ইহা ভাবিয়া তখনই তিনি বর দিবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিলেন ॥২০

এবমুক্তস্ততস্তেন রাজা পারীক্ষিতস্তু সঃ।
নাতিহৃষ্টমনাশ্চেদমাস্তীকং বাক্যমব্রবীৎ ॥২২

সুবর্ণং রজতং গাশ্চ যচ্চান্যন্মন্যসে দ্বিজ।
তৎ তে দদ্যাং বরং বিপ্র ন নিবর্ত্তেৎ ক্রতুর্মম ॥২৩

আস্তীক উবাচ।

সুবর্ণং রজতং গাশ্চ ন ত্বাং রাজন্ বৃণোম্যহম্।
সত্রং তে বিরমত্বেতৎ স্বস্তি মাতৃকুলস্য নঃ ॥২৪

সৌতিরুবাচ।

আস্তীকেনৈবমুক্তস্তু রাজা পারীক্ষিতস্তদা।
পুনঃ পুনরুবাচেদমাস্তীকং বদতাং বরঃ ॥২৫

অন্যং বরয় ভদ্রং তে বরং দ্বিজবরোত্তম।
অযাচত ন চাপ্যন্যং বরং স ভৃগুনন্দন ॥২৬

ততো বেদবিদস্তাত সদস্যাঃ সর্ব এব তম্।
রাজানমূচুঃ সহিতা লভতাং ব্রাহ্মণো বরম্ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি আস্তীকবরপ্রদানং নাম
ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥৫৬

আস্তীক বলিলেন—মহারাজ! আপনি যদি আমাকে বর দেন, তবে আমি প্রার্থনা করি যে, আপনার এই যজ্ঞ এইখানেই নিবৃত্ত হউক; এই অগ্নিতে যেন আর সর্প পতিত না হয়॥২১

মহর্ষি শৌনক! তখন আস্তীক এইরূপ বলিলে, জনমেজয় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আস্তীককে এই কথা বলিলেন—॥২২

ব্রাহ্মণ! সোনা, রূপা, গরু অথবা অন্য যাহা কিছু আপনি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, আমি তাহাই আপনাকে দিতে পারি; কিন্তু আমার যজ্ঞ যেন এইখানে নিবৃত্ত না হয়॥২৩

আস্তীক বলিলেন—মহারাজ! আমি আপনার নিকট সোনা, রূপা, গরু প্রার্থনা করিতেছি না, আপনার এই যজ্ঞ এইখানেই নিবৃত্ত হউক; আমার মাতৃকুলের মঙ্গল হউক॥২৪

সৌতি বলিলেন—আস্তীক এইরূপ বলিলে, পরীক্ষিতের পুত্র রাজা জনমেজয় তখন বারংবার আস্তীককে এই কথা বলিলেন॥২৫

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনার মঙ্গল হউক, অন্য বর প্রার্থনা করুন। কিন্তু মহর্ষি শৌনক! আস্তীক অন্য বর প্রার্থনা করিলেন না॥২৬

মহর্ষি শৌনক! তাহার পর বেদবিৎ সদস্য সকলেই মিলিত হইয়া রাজাকে এই কথা বলিলেন—'এই ব্রাহ্মণ বর লাভ করুন'॥২৭

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশকৃত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বের আস্তীকপর্বে
আস্তীকবরপ্রদাননামক ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

সর্পসত্রে দগ্ধীভূত-প্রধান-প্রধানসর্পাণাং নাম।]

শৌনক উবাচ।

যে সর্পাঃ সর্পসত্রেঽস্মিন্ পতিতা হব্যবাহনে।
তেষাং নামানি সর্বেষাং শ্রোতুমিচ্ছামি সূতজ ॥১

সৌতিরুবাচ।

সহস্রাণি বহূন্যস্মিন্ প্রযুতান্যর্বুদানি চ।
ন শক্যং পরিসংখ্যাতুং বহুত্বাদ্ বেদবিত্তম ॥২

যথাস্মৃতি তু নামানি পন্নগানাং নিবোধ মে।
উচ্যমানানি মুখ্যানাং হুতানাং জাতবেদসি ॥৩

বাসুকেঃ কুলজাতাংস্তু প্রাধান্যেন নিবোধ মে
নীলরক্তান্ সিতান্ ঘোরান্ মহাকায়ান্ বিষোল্বণান্।
অবশান্ মাতৃবাগ্দণ্ডপীড়িতান্ কৃপণান্ হুতান্।
কোটিশো মানসঃ পূর্ণঃ শলঃ পালো হলীমকঃ ॥৫

পিচ্ছলঃ কৌণপশ্চক্রঃ কালবেগঃ প্রকালনঃ।
হিরণ্যবাহুঃ শরণঃ কক্ষকঃ কালদন্তকঃ ॥৬

এতে বাসুকিজা নাগাঃ প্রবিষ্টা হব্যবাহনে।
অন্যে চ বহবো বিপ্র তথা বৈ কুলসম্ভবাঃ ॥৭

প্রদীপ্তাগ্নৌ হুতাঃ সর্বে ঘোররূপা মহাবলাঃ।
তক্ষকস্য কুলে জাতান্ প্রবক্ষ্যামি নিবোধ তান্ ॥৮

পুচ্ছাণ্ডকো মণ্ডলকঃ পিণ্ডসেক্তা রভেণকঃ।
উচ্ছিখঃ শরভো ভঙ্গো বিল্বতেজা বিরোহণঃ ॥৯

শিলী শলী করো মূকঃ সুকুমারঃ প্রবেপনঃ।
মুদ্গরঃ শিশুরোমা চ সুরোমা চ মহাহনুঃ ॥১০

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[সর্পসত্রে দগ্ধীভূত প্রধান প্রধান সর্পগণের নাম]

শৌনক বলিলেন—সৌতি! যে সকল সর্প এই সর্পসত্রে অগ্নিতে পতিত হইয়াছিল, তাহাদের সকলের নাম শুনিতে ইচ্ছা করি ॥১

সৌতি বলিলেন—হে বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ! বহু সহস্র, বহু নিযুত এবং বহু অর্বুদ সর্প এই সর্পসত্রের অগ্নিতে পতিত হইয়াছিল; অতি বাহুল্য বলিয়া তাহাদের সকলের সংখ্যা করা অসম্ভব ॥২

কিন্তু সেই অগ্নিতে পড়িয়া যাহারা দগ্ধ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান সর্পের নাম আমি স্মৃতি অনুসারে বলিতেছি—আপনি শুনুন ॥৩

প্রথমতঃ বাসুকির বংশজাত সর্পগণের নামই আমার নিকট প্রথমে শ্রবণ করুন; তাহারা কতকগুলি নীলবর্ণ কতকগুলি রক্তবর্ণ, কতকগুলি শুক্লবর্ণ, কতকগুলি ভয়ঙ্কর, কতকগুলি বিশালদেহ এবং কতকগুলি বিষের প্রভাবে উৎকট ছিল; তাহারা সকলেই মাতার অভিশাপে দুর্বল হইয়া গিয়াছিল এবং কাতরভাবে অবশ হইয়া আসিয়া অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিল। তাহাদের নাম—মানস, পূর্ণ, শল, পাল, হলীমক ॥৪-৫

পিচ্ছল, কৌণপ, চক্র, কালবেগ, প্রকালন, হিরণ্যবাহু, শরণ, কক্ষক ও কালদন্তক ॥৬

এই সকল বাসুকিবংশজাত সর্প সর্পসত্রের অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। মহর্ষি শৌনক! অন্য বহুতর সর্প বাসুকির বংশে জন্মিয়াছিল ॥৭

ভয়ঙ্কর ও মহাবলশালী সেই সকল সর্পও প্রজ্বলিত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে তক্ষকের বংশজাত সর্পদিগের নাম বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥৮

পুচ্ছাণ্ডক, মণ্ডলক, পিণ্ডসেক্তা, রভেণক, উচ্ছিখ, শরভ, ভঙ্গ, বিল্বতেজা, বিরোহণ, শিলী, শলী,

এতে তক্ষকজা নাগাঃ প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্।
পারাবতঃ পারিজাতঃ পাণ্ডরো হরিণঃ কৃশঃ ॥১১

বিহঙ্গঃ শরভো মেদঃ প্রমোদঃ সংহতাপনঃ।
ঐরাবতকুলাদেতে প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্ ॥১২

কৌরব্যকুলজান্ নাগান্ শৃণু মে ত্বং দ্বিজোত্তম।
এরকঃ কুণ্ডলো বেণী বেণীস্কন্ধঃ কুমারকঃ ॥১৩

বাহুকঃ শৃঙ্গবেরশ্চ ধূর্তকঃ প্রাত-আতকৌ।
কৌরব্যকুলজাস্ত্বেতে প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্ ॥১৪

ধৃতরাষ্ট্রকুলে জাতান্ শৃণু নাগান্ যথাতথম্।
কীর্ত্যমানান্ ময়া ব্রহ্মন্ বাতবেগান্ বিষোল্বণান্।

শঙ্কুকর্ণঃ পিঠরকঃ কুঠারমুখ-সেচকৌ।
পূর্ণাঙ্গদঃ পূর্ণমুখঃ প্রহাসঃ শকুনির্দরিঃ ॥১৬

অমাহঠঃ কামঠকঃ সুষেণো মানসোঽব্যয়ঃ।
অষ্টাবক্রঃ কোমলকঃ শ্বসনো মৌনবেপনঃ ॥১৭

ভৈরবো মুণ্ডবেদাঙ্গঃ পিশঙ্গশ্চোদ্রপারকঃ।
ঋষভো বেগবান্ নাগঃ পিণ্ডারক-মহাহনু ॥১৮

রক্তাঙ্গ-সর্বসারঙ্গঃ সমৃদ্ধঃ পটবাসকৌ।
বরাহকো বীরণকঃ সুচিত্রশ্চিত্রবেগিকঃ ॥১৯

পরাশরস্তরুণকো মণিঃ স্কন্ধস্তথারুণিঃ।
ইতি নাগা ময়া ব্রহ্মন্ কীর্তিতাঃ কীর্তিবর্ধনাঃ ॥

প্রাধান্যেন বহুত্বাৎ তু ন সর্বে পরিকীর্তিতাঃ।
এতেষাং প্রসবো যশ্চ প্রসবস্য চ সন্ততিঃ ॥২১

ন শক্যঃ পরিসংখ্যাতুং যে দীপ্তং পাবকং গতাঃ।
ত্রিশীর্ষাঃ পঞ্চশীর্ষাশ্চ সপ্তশীর্ষাস্তথাপরে ॥২২

দশশীর্ষাঃ শতশীর্ষাশ্চান্যে বহুশীর্ষকাঃ।
কালানলবিষা ঘোরা হুতাঃ শতসহস্রশঃ ॥২৩

কর, মূক, সুকুমার, প্রবেপন, মুদ্গর, শিশুরোমা সুরোমা এবং মহাহনু ॥৯-১০

এই সকল তক্ষকবংশের নাগ সর্পসত্রের অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিল। পারাবত, পারিজাত, পাণ্ডর, হরিণ, কৃশ, বিহঙ্গ, শরভ, মেদ, প্রমোদ এবং সংহতাপন, এই সকল নাগ ঐরাবত বংশের মধ্য হইতে যাইয়া সর্পসত্রের অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিল ॥১১-১২

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! শৌনক! আপনি কৌরব্য-বংশের মধ্যে জাত নাগগণের নাম আমার নিকট শুনুন। এরক, কুণ্ডল, বেণী, বেণীস্কন্ধ, কুমারক, বাহুক, শৃঙ্গবের, ধূর্তক, প্রাত ও আতক—কৌরব্য-কুলজাত এই সকল নাগ সর্পসত্রের অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিল ॥১৩-১৪

ব্রহ্মর্ষি শৌনক! যে সকল নাগ ধৃতরাষ্ট্রবংশের মধ্যে জন্মিয়াছিল, তাহারা বায়ুর ন্যায় বেগবান্ এবং বিষের প্রভাবে উগ্র ছিল; আমি তাহাদের নাম বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন ॥১৫

শঙ্কুকর্ণ, পিঠরক, কুঠারমুখ, সেচক, পূর্ণাঙ্গদ, পূর্ণমুখ, প্রহাস, শকুনি, দরি, অমাহঠ, কামঠক, সুষেণ, মানস, অব্যয়, অষ্টাবক্র, কোমলক, শ্বসন, মৌনবেপন, ভৈরব, মুণ্ডবেদাঙ্গ, পিশঙ্গ, উদ্রপারক, বেগবান্ ঋষভ, পিণ্ডারক, মহাহনু, রক্তাঙ্গ, সর্ব-সারঙ্গ, সমৃদ্ধ, পটবাসক, বরাহক, বীরণক, সুচিত্র, চিত্রবেগিক, পরাশর, তরুণক, মণি, স্কন্ধ এবং আরুণি। শৌনক! আমি আপনার নিকট এই কীর্তিশালী নাগগণের নাম কীর্তন করিলাম ॥১৬-২০

অত্যন্ত বহুল বলিয়া প্রধান প্রধান সকল সর্পের নামও বলিতে পারিলাম না। উহাদের যাহারা সন্তান আবার সেই সন্তানের যাহারা সন্তান এবং যাহারা প্রদীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের সকলের নাম গণনা করা যায় না। যাহারা

মহাকায়া মহাবেগাঃ শৈলশৃঙ্গসমুচ্ছ্রয়াঃ ।
যোজনায়ামবিস্তারা দ্বিযোজনসমায়তাঃ ॥২৪
কামরূপাঃ কামবলা দীপ্তানলবিষোল্বণাঃ ।
দগ্ধাস্তত্র মহাসত্রে ব্রহ্মদণ্ডনিপীড়িতাঃ ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সর্পনামকথনে
সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৭॥

ত্রিমস্তক, পঞ্চমস্তক, সপ্তমস্তক, দশমস্তক, শতমস্তক এবং সহস্রমস্তক, আবার যাহারা প্রলয়াগ্নিতুল্য তীব্রবিষধারী বলিয়া অতিভয়ঙ্কর ছিল, সেই সকল শত শত সহস্র সহস্র নাগ দগ্ধ হইয়াছিল ॥২১-২৩

আবার যাহারা বিশালদেহ, মহাবেগশালী, পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ, এক যোজন দীর্ঘ, দুই যোজন দীর্ঘ, কামরূপী, কামবলী এবং প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তীব্র বিষে উৎকট ছিল, তাহারা মন্ত্রবলে অভিভূত হইয়া সেই মহাযজ্ঞে দগ্ধ হইয়াছিল ॥২৪-২৫

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যকৃত সরলাখ্যা নামিকা মহাভারতের আদিপর্বানুবাদে আস্তীকপর্বে
সর্পনামকথনবিষয়ক সপ্তপঞ্চাশত্তমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

[সর্পসত্রস্য সমাপ্তিঃ, সর্পেভ্য আস্তীকস্য বরপ্রার্থনা চ ।]

সৌতিরুবাচ ।
ইদমত্যদ্ভুতং চান্যদাস্তীকস্যানুশুশ্রুম ।
তথা বরৈশ্ছন্দ্যমানে রাজ্ঞা পারীক্ষিতেন হি ॥১
ইন্দ্রহস্তাচ্চ্যুতো নাগঃ খ এব যদতিষ্ঠত ।
ততশ্চিন্তাপরো রাজা বভূব জনমেজয়ঃ ॥২
হূয়মানে ভৃশং দীপ্তে বিধিবৎ পাবকে তদা ।
ন স্ম স প্রাপতদ্ বহ্নৌ তক্ষকো ভয়পীড়িতঃ ॥৩

কিং সূত তেষাং বিপ্রাণাং মন্ত্রগ্রামো মনীষিণাম্ ।
ন প্রত্যভাৎ তদাগ্নৌ যৎ স পপাত ন তক্ষকঃ ॥৪

সৌতিরুবাচ ।
তমিন্দ্রহস্তাদ্ বিস্রস্তং বিসংজ্ঞং পন্নগোত্তমম্ ।
আস্তীকস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি বাচস্তিস্রোঽভ্যুদৈরয়ৎ ॥৫
বিতস্থে সোঽন্তরিক্ষে চ হৃদয়েন বিদূয়তা ।
যথা তিষ্ঠতি বৈ কশ্চিৎ খং চ গাং চান্তরা নরঃ ॥৬

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[সর্পসত্রের সমাপ্তি এবং সর্পগণের নিকট হইতে আস্তীকের বর প্রার্থনা ।]

সৌতি বলিলেন—আস্তীকের এই আর একটী অত্যাশ্চর্য্য লীলা আমরা পরে শুনিয়াছিলাম যে, রাজা জনমেজয় বর দিবার জন্য সেইরূপ অনুরোধ করিতে লাগিলে, ইন্দ্রের হস্ত হইতে বিচ্যুত তক্ষক নাগ আকাশেই থাকিয়া গিয়াছিল, তাহাতে রাজা জনমেজয় চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন ॥১-২

তখন, প্রজ্বলিত অগ্নিতে যথাবিধানে নিরন্তর হোম করিতে থাকিলেও, ভয়ার্ত সে তক্ষক অগ্নিতে পড়িল না ॥৩

শৌনক বলিলেন—সৌতি ! সেই জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণের মন্ত্রসমূহ কি তখন প্রকাশ পাইয়াছিল না যে, সে তক্ষক অগ্নিতে পড়িল না ? ॥৪

ততো রাজাব্রবীদ্ বাক্যং সদস্যৈশ্চোদিতো ভৃশম্।
কামমেতদ্ ভবত্বেবং যথাস্তীকস্য ভাষিতম্ ॥৭

সমাপ্যতামিদং কর্ম্ম পন্নগাঃ সন্ত্বনাময়াঃ।
প্রীয়তাময়মাস্তীকঃ সত্যং সূতবচোঽস্তু তৎ ॥৮

ততো হলহলাশব্দঃ প্রীতিজঃ সমবর্ত্তত।
আস্তীকস্য বরে দত্তে তথৈবোপররাম চ ॥৯

স যজ্ঞঃ পাণ্ডবেয়স্য রাজ্ঞঃ পারিক্ষিতস্য হ।
প্রীতিমাংশ্চাভবদ্ রাজা ভারতো জনমেজয়ঃ ॥১০

ঋত্বিগ্ভ্যঃ সসদস্যেভ্যো যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ।
তেভ্যশ্চ প্রদদৌ বিত্তং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১১

লোহিতাক্ষায় সূতায় তথা স্থপতয়ে বিভুঃ।
যেনোক্তং তত্র সত্রাগ্রে সর্পসত্রনিবর্ত্তনম্ ॥১২

সৌতি বলিলেন—নাগরাজ তক্ষক ইন্দ্রের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া চৈতন্যবিহীন হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আস্তীক তিনবার এই কথা বলিয়াছিলেন যে, 'থাক, থাক, থাক' ॥৫

ত্রিশঙ্কু রাজা যেমন স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যস্থানে ছিলেন, তেমন সে তক্ষকও মধ্যস্থিত আকাশেই থাকিয়া গেল ॥৬

তাহার পর সদস্যগণের বিশেষ অনুরোধে রাজা এই কথা বলিলেন—আস্তীকের কথানুসারে আপনাদেরও কথানুসারে এই যজ্ঞ এইখানেই বিরত হউক ॥৭

আপনারা যজ্ঞ সমাপ্ত করুন, সর্পগণ নিরাপদ হউক, এই আস্তীক সন্তুষ্ট হউন এবং সূতের সেই কথাও সত্য হউক ॥৮

তাহার পর আনন্দজনক কোলাহল উঠিল এবং আস্তীককে সেই বর দান করা হইল, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সে যজ্ঞও সমাপ্ত হইল, রাজাও আনন্দিত হইলেন ॥৯-১০

নিমিত্তং ব্রাহ্মণ ইতি তস্মৈ বিত্তং দদৌ বহু।
দত্ত্বা দ্রব্যং যথান্যায়ং ভোজনাচ্ছাদনান্বিতম্ ॥১৩

প্রীতস্তস্মৈ নরপতিরপ্রমেয়পরাক্রমঃ।
ততশ্চকারাবভৃথং বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥১৪

আস্তীকং প্রেষয়ামাস গৃহানেব সুসংস্কৃতম্।
রাজা প্রীতমনাঃ প্রীতং কৃতকৃত্যং মনীষিণম্ ॥১৫

পুনরাগমনং কার্য্যমিতি চৈনং বচোঽব্রবীৎ।
ভবিষ্যসি সদস্যো মে বাজিমেধে মহাক্রতৌ ॥১৬

তথেত্যুক্ত্বা প্রদুদ্রাব তদাস্তীকো মুদা যুতঃ।
কৃত্বা স্বকার্য্যমতুলং তোষয়িত্বা চ পার্থিবম্ ॥১৭

তদনন্তর রাজা পুরোহিতদিগকে, সদস্যদিগকে এবং যে সকল ব্রাহ্মণ সেই যজ্ঞে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে শত শত এবং সহস্র সহস্র ধন দান করিলেন ॥১১

অতুলপরাক্রম রাজা জনমেজয় সন্তুষ্ট হইয়া লোহিতাক্ষকে ধন দান করিলেন এবং যে শিল্পী পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে, আপনার এই যজ্ঞের বিঘ্ন কারণ হইবেন একজন ব্রাহ্মণ, সেই শিল্পীকে প্রচুর ধন দান করিলেন, তৎপরে যথাবিধানে তিনি যজ্ঞাবসান করিলেন ॥১২-১৪

আস্তীক কৃতকার্য্য হইয়া পূর্ব্বেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার পর আবার রাজা দান ও সমাদরদ্বারা সৎকার করায় তিনি আরও আনন্দিত হইলেন; এ হেন জ্ঞানী আস্তীককে রাজা সন্তুষ্টচিত্তে গৃহগমনার্থেই প্রেরণ করিলেন ॥১৫

প্রেরণ করিবার সময়ে রাজা আস্তীককে এই কথা বলিলেন যে, আপনি আবারও আসিবেন এবং আমার অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে আপনি সদস্য হইবেন ॥১৬

স গত্বা পরমপ্রীতো মাতুলং মাতরং তথা।
অভিবাদ্যোপসংগৃহ্য যথাবৃত্তং ন্যবেদয়ৎ ॥১৮

সৌতিরুবাচ।
অত্যদ্ভুতা শ্রীরাপাঃ সমেতা
যে তত্রাসন্ পন্নগা বীতমোহাঃ।
আস্তীকে তে প্রীতিমন্তো বভূবু—
রিত্যূচুস্তং বরমিষ্টং বৃণীষ্ব ॥১৯

ভূয়ো ভূয়ঃ সর্বশশ্চাব্রুবংস্তে
কিং তে প্রিয়ং করবামাদ্য বিদ্বন্।
প্রীতা বয়ং মোক্ষিতাশ্চৈব সর্বে
কামং কিং তে করবামেহ বৎস ॥২০

আস্তীক উবাচ।
সায়ং প্রাতঃ প্রসন্নাত্মরূপা
লোকে বিপ্রা মানবা যে পরেঽপি।
ধর্মাখ্যানং যে পঠেয়ুর্মমেদং
তেষাং যুষ্মভ্যো নৈব কিঞ্চিদ্ভয়ং স্যাৎ ॥২১

তৈশ্চাপ্যুক্তো ভাগিনেয়ঃ প্রসন্নৈ-
রেতৎ সত্যং কামমেবং বরং তে।
প্রীত্যা যুক্তাঃ কামিতং সর্বশস্তে
কর্তারঃ স্ম প্রবণা ভাগিনেয় ॥২২

অসিতং চার্তিমন্তং চ সুনীথং চাপি যঃ স্মরেৎ।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ নাস্য সর্পভয়ং ভবেৎ ॥২৩

যো জরৎকারুণা জাতো জরৎকারৌ মহাযশাঃ।
আস্তীকঃ সর্পসত্রে বঃ পন্নগান্ যোঽভ্যরক্ষত।
তং স্মরন্তং মহাভাগা ন মাং হিংসিতুমর্হথ ॥২৪

'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া আস্তীক আপন কার্য সম্পূর্ণ মনে করিয়া এবং রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া আনন্দিত চিত্তে তখনই প্রস্থান করিলেন।১৭

আস্তীক অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া মাতুলালয়ে গমন করত মাতুল ও মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম পূর্বক সমস্ত ঘটনা বলিলেন।১৮

সৌতি বলিলেন—তখন সেখানে যে সকল সর্প আস্তীকের আশ্রয়ে সমবেত ছিল, তাহারা সেই দুঃখজনিত ভয় পরিত্যাগ করত আস্তীকের প্রতি সন্তুষ্ট হইল এবং আস্তীককে বলিল যে, আস্তীক! তুমি অভীষ্ট বর গ্রহণ কর।১৯

তাহারা সকলেই আস্তীককে বার বার বলিতে লাগিল যে—আস্তীক! আমরা আজ তোমার কি প্রিয় কার্য করিব (বল)। বৎস! তুমি আমাদের সকলকেই ভয় হইতে মুক্ত করিয়াছ; তাহাতে আমরাও আনন্দিত হইয়াছি, অতএব বল আমরা আজ তোমার কোন্ অভিলাষ পূর্ণ করিব ?২০

আস্তীক বলিলেন—জগতে বিশেষতঃ যে সকল ব্রাহ্মণ অথবা অপর যে যে মনুষ্য দিনে ও রাত্রিতে আমার এই ধর্মোপাখ্যান পাঠ করিবে; তাহাদের তোমাদের নিকট হইতে কোন ভয় হইবে না।২১

তখন সর্পগণও প্রসন্ন হইয়া ভাগিনেয় আস্তীককে এই কথা বলিল—ভাগিনেয়! আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি; অতএব আমরা বিনম্র হইয়া চিরদিন তোমার এই কামনা পূর্ণ করিব।২২

যে ব্যক্তি দিনে কিংবা রাত্রিতে অসিত, আর্তিমান্ ও সুনীথমুনিকে স্মরণ করে, তাহার সর্পভয় হয় না।২৩

মহাযশস্বী যে আস্তীক জরৎকারুমুনির ঔরসে সমনাম্নীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন এবং যিনি সর্পযজ্ঞে সর্পগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, আমি সেই আস্তীককে স্মরণ করিতেছি, অতএব সর্পগণ! তোমরা হিংসা করিও না।২৪

সর্পাপসর্প ভদ্রং তে গচ্ছ সর্প মহাবিষ।
জনমেজয়স্য যজ্ঞান্তে আস্তীকবচনং স্মর ॥২৫

আস্তীকস্য বচঃ শ্রুত্বা যঃ সর্পো ন নিবর্ত্ততে।
শতধা ভিদ্যতে মূর্দ্ধা (১) শিংশবৃক্ষফলং যথা ॥২৬

সৌতিরুবাচ।

স এবমুক্তস্তু তদা দ্বিজেন্দ্রঃ
সমাগতৈস্তৈর্ভুজগেন্দ্রমুখ্যৈঃ।
সম্প্রাপ্য প্রীতিং বিপুলাং মহাত্মা
ততো মনো বৈ গমনায় দধ্রে ॥২৭

ইত্যেবং নাগরাজানং নাগানাং মধ্যগং তদা।
উক্ত্বা সহৈব তৈঃ সর্পৈঃ স্বকং ভবনং যযৌ ॥২৮

মোক্ষয়িত্বা তু ভুজগান্ সর্পসত্রাদ্ দ্বিজোত্তমঃ।
জগাম কালে ধর্ম্মাত্মা দিষ্টান্তং পুত্রপৌত্রবান্ ॥২৯

ইত্যাখ্যানং ময়াস্তীকং যথাবৎ তব কীর্ত্তিতম্।
যৎ কীর্ত্তয়িত্বা সর্পেভ্যো ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥৩০

সৌতিরুবাচ।

যথা কথিতবান্ ব্রহ্মন্ প্রমতিঃ পূর্ব্বজস্তব।
পুত্রায় রুরবে প্রীতঃ পৃচ্ছতে ভার্গবোত্তম ॥৩১
যদ্ বাক্যং শ্রুতবাংশ্চাহং তথা চ কথিতং ময়া।
আস্তীকস্য কবের্বিপ্র শ্রীমচ্চরিতমাদিতঃ ॥৩২
যন্মাং ত্বং পৃষ্টবান্ ব্রহ্মন্ শ্রুত্বা ডুণ্ডুভভাষিতম্।
ব্যেতু তে সুমহদ্ ব্রহ্মন্ কৌতূহলমরিন্দম ॥৩৩
শ্রুত্বা ধর্ম্মিষ্ঠমাখ্যানমাস্তীকং পুণ্যবর্দ্ধনম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ ॥৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি আস্তীকে সর্পসত্র-
সমাপ্তির্নামাষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৮

হে সাপ! তুমি সরিয়া যাও, হে মহাবিষ সাপ! তুমি চলিয়া যাও, তোমাদের মঙ্গল হউক; জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞান্তে আস্তীকের বাক্য স্মরণ কর ॥২৫

আস্তীকের বাক্য শুনিয়া যে সাপ নিবৃত্ত না হয়, শিংশবৃক্ষের ফলের ন্যায় সে সাপের মাথা শতভাগে ফাটিয়া যায় ॥২৬

সৌতি বলিলেন—সমাগত উৎকৃষ্ট সেই সকল সর্প এইরূপ বলিলে, মহাত্মা আস্তীক অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়া নিজগৃহে যাইবার ইচ্ছা করিলেন ॥২৭

তাহার পর সাপদের মধ্যবর্ত্তী নাগরাজ বাসুকিকে এইরূপ বলিয়া সেই সর্পগণের মধ্য হইতে আপন ভবনে চলিয়া গেলেন ॥২৮

ধর্ম্মাত্মা আস্তীক সর্পযজ্ঞ হইতে সর্পগণকে মুক্ত করিয়া যথাসময়ে পুত্র ও পৌত্র লাভ করিয়াছিলেন এবং অন্তরে তিনি যথাসময়ে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥২৯

মহর্ষি শৌনক! আমি আপনার নিকট এই আস্তীকের উপাখ্যান বলিলাম, যাহা কীর্ত্তন করিলে পর মানুষের কখনও সর্পভয় থাকে না ॥৩০

সৌতি বলিলেন—হে ভৃগুবংশশ্রেষ্ঠ শৌনক! আপনার পূর্ব্বপুরুষ প্রমতি সন্তুষ্ট হইয়া প্রশ্নকারী পুত্র রুরুর নিকট যেমন বলিয়াছিলেন এবং আমিও তাহা শুনিয়াছিলাম, এই সেই জ্ঞানী আস্তীকের শুভ চরিত্র প্রথম হইতে তেমন ভাবেই আমি বলিলাম ॥৩১-৩২

হে রিপুদমন মহর্ষি শৌনক! আপনি ডুণ্ডুভের উক্তি শুনিয়া আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া এখন আপনার গুরুতর কৌতুক নিবৃত্ত হউক ॥৩৩

ধর্ম্মসঙ্গত এবং পুণ্যবর্দ্ধক আস্তীকের উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া, মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দীর্ঘ আয়ু লাভ করে ॥৩৪

পাঠান্তর।— (১) শতধা ভিদ্যতে মূর্দ্ধা—।

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশকৃত ভারতকৌমুদী সহিত মহাভারতের আদিপর্ব্বের আস্তীকপর্ব্বে
সর্পসত্রসমাপ্তিবিষয়ক অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

(অংশাবতরণপর্ব্ব)

[মহাভারতোপক্রমঃ।]

শৌনক উবাচ।

ভৃগুবংশাৎ প্রভৃত্যেব ত্বয়া মে কীর্ত্তিতং মহৎ।
আখ্যানমখিলং তাত সৌতে প্রীতোঽস্মি তেন তে ॥১॥

প্রক্ষ্যামি চৈব ভূয়স্ত্বাং যথাবৎ সূতনন্দন।
যাং কথাং ব্যাসসম্পন্নাং তাঞ্চ ভূয়ো বিচক্ষ্ব মে ॥২॥

তস্মিন্ পরমদুষ্পারে সর্পসত্রে মহাত্মনাম্।
কর্ম্মান্তরেষু যজ্ঞস্য সদস্যানাং তথাধ্বরে ॥৩॥

যা বভূবুঃ কথাশ্চিত্রা যেষ্বর্থেষু যথাতথম্।
ত্বত্ত ইচ্ছামহে শ্রোতুং সৌতে ত্বং বৈ বিচক্ষ্ব নঃ ॥৪॥

সৌতিরুবাচ।

কর্ম্মান্তরেষ্বকথয়ন্ দ্বিজা বেদাশ্রয়াঃ কথাঃ।
ব্যাসস্ত্বকথয়ন্নিত্যমাখ্যানং ভারতং মহৎ ॥৫॥

শৌনক উবাচ।

মহাভারতমাখ্যানং পাণ্ডবানাং যশস্করম্।
জনমেজয়েন পৃষ্টঃ সন্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তদা ॥৬॥

শ্রাবয়ামাস বিধিবৎ তদা কর্ম্মান্তরেষু সঃ।
তামহং বিধিবৎ পুণ্যাং শ্রোতুমিচ্ছামি বৈ কথাম্ ॥৭॥

মনঃসাগরসম্ভূতাং মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
কথয়স্ব সতাং শ্রেষ্ঠ নহি তৃপ্যামি সূতজ (১) ॥৮॥

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

(অংশাবতরণ পর্ব্ব।)

[মহাভারতের উপক্রম]

শৌনক বলিলেন—বৎস সৌতি! তুমি আমার নিকটে ভৃগুবংশ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বৃহৎ উপাখ্যানগুলি বলিয়াছ; তাহাতে আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥১॥

সৌতি! পুনরায় তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি; মহর্ষি বেদব্যাস যে উপাখ্যানগুলি বলিয়াছিলেন, তুমি তাহা আমার নিকট পুনর্ব্বার বল ॥২॥

সেই দুস্তর সর্পসত্রে বৈদিক কার্য্য শেষ করিয়া পরে বাদানুবাদকালে এবং যত যত স্থানে যে যে বিষয়ে মহাত্মা সদস্যগণের যে সকল আশ্চর্য্য কথা হইয়াছিল, আমরা তোমার নিকট সেই সকল কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। সৌতি! তুমি তাহা আমার নিকট বল ॥৩-৪॥

সৌতি বলিলেন—বৈদিক কার্য্য শেষ করিয়া পরে ব্রাহ্মণ সদস্যেরা বেদের উপাখ্যান বলিতেন; আর বেদব্যাস বিশাল ও আশ্চর্য্য মহাভারতের উপাখ্যান বলিতেন ॥৫॥

শৌনক বলিলেন—প্রতিদিন কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষ হইয়া গেলে পর, মহারাজ জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলে পর বেদব্যাস পাণ্ডবগণের কীর্ত্তিকাহিনী মহাভারতের উপাখ্যান যথাবিধানে তখনই তাঁহাকে শুনাইতেন (ইহা আমি লোকপরম্পরায় শুনিয়াছি)। অতএব বিশুদ্ধচিত্ত বেদব্যাসের মনঃসমুদ্র হইতে উৎপন্ন পবিত্র সেই মহাভারতের উপাখ্যান আমিও যথাবিধানে শুনিতে ইচ্ছা করি। সাধুশ্রেষ্ঠ সৌতি! তুমি তাহা বল; কারণ, এ যাবৎ তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাতে আমার তৃপ্তি হয় নাই ॥৬-৮॥

পাঠান্তর:— (১) [illegible]।

সৌতিরুবাচ।

অত্র তে কথয়িষ্যামি মহাখ্যানমুত্তমম্।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নমতং মহাভারতমাদিতঃ ॥৯॥

শৃণু সর্বমশেষেণ কথ্যমানং ময়া দ্বিজ।
শংসিতুং তন্মহান্ হর্ষো মমাপীহ প্রবর্ত্ততে ॥১০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি অংশাবতরণপর্বণি
কথানুবন্ধে একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৯॥

সৌতি বলিলেন—আমি উৎকৃষ্ট ও মূল সেই মহাভারত প্রথম হইতেই আপনার নিকট বলিব—যাহা মহর্ষি বেদব্যাসের অভিমত ॥৯॥

মহর্ষি শৌনক! আমি আলোচনায় বলিতেছি, আপনি সমস্তই শ্রবণ করুন। কেন না, সেই মহাভারত বলিবার জন্য আমারও এখন গুরুতর আনন্দ উপস্থিত হইতেছে ॥১০॥

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত অংশাবতরণপর্বে কথানুবন্ধবিষয়ক একোনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

[রাজ্ঞো জনমেজয়স্য যজ্ঞে বেদব্যাসাগমনম্, রাজ্ঞা তস্য সৎকারঃ, রাজপ্রার্থনয়া মহাভারতং বক্তুং বৈশম্পায়নায় বেদব্যাসাদেশশ্চ।]

সৌতিরুবাচ।

শ্রুত্বা তু সর্পসত্রায় দীক্ষিতং জনমেজয়ম্।
অভ্যগচ্ছদৃষির্বিদ্বান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তদা ॥১॥

জনয়ামাস যং কালী শক্তেঃ পুত্রাৎ পরাশরাৎ।
কন্যৈব যমুনাদ্বীপে পাণ্ডবানাং পিতামহম্ ॥২॥

জাতমাত্রশ্চ যঃ সদ্য ইষ্ট্যা দেহমবীবৃধৎ।
বেদাংশ্চাধিজগে সাঙ্গান্ সেতিহাসান্ মহাযশাঃ ॥৩॥

যং নৈতি (১) তপসা কশ্চিন্ন বেদাধ্যয়নেন চ।
ন ব্রতৈর্নোপবাসৈশ্চ ন প্রসূত্যা ন মন্যুনা ॥৪॥

বিব্যাসৈকং চতুর্ধা যো বেদং বেদবিদাং বরঃ।
পরাবরজ্ঞো ব্রহ্মর্ষিঃ কবিঃ সত্যব্রতঃ শুচিঃ ॥৫॥

ষষ্টিতম অধ্যায়।

[রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে বেদব্যাসের আগমন, রাজা কর্তৃক তাঁহার সৎকার এবং রাজার প্রার্থনায় মহাভারত বলিতে বৈশম্পায়নের প্রতি বেদব্যাসের আদেশ।]

সৌতি বলিলেন—জ্ঞানী ও মহর্ষি বেদব্যাস জনমেজয় রাজাকে সর্পযজ্ঞে দীক্ষিত শুনিয়া তখনই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥১॥

সত্যবতী কন্যাবস্থাতেই যমুনানদীর একটী দ্বীপে পাণ্ডবগণের পিতামহ যে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে শক্তিপুত্র পরাশর হইতে জন্মাইয়াছিলেন ॥২॥

যিনি জন্মিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আপন ইচ্ছামাত্রে আপন শরীরটিকে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং অঙ্গ ও ইতিহাসের সহিত সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া মহাযশস্বী হইয়াছিলেন ॥৩॥

তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ব্রত, উপবাস, সন্তানোৎপাদন এবং যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা যাঁহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারেন নাই ॥৪॥

পাঠান্তরঃ—(১) নাতি— :

যঃ পাণ্ডুং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ বিদুরং চাপ্যজীজনৎ।
শান্তনোঃ সন্ততিং তন্বন্ পুণ্যকীর্ত্তির্মহাযশাঃ ॥৬

জনমেজয়স্য রাজর্ষেঃ স তদ্যজ্ঞসদস্তদা।
বিবেশ সহিতঃ শিষ্যৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ ॥৭

তত্র রাজানমাসীনং দদর্শ জনমেজয়ম্।
বৃতং সদস্যৈর্বহুভির্দেবৈরিব পুরন্দরম্ ॥৮

তথা মূর্দ্ধাভিষিক্তৈশ্চ নানাজনপদেশ্বরৈঃ।
ঋত্বিগ্ভির্ব্রহ্মকল্পৈশ্চ কুশলৈর্যজ্ঞসংস্তরে ॥৯

জনমেজয়স্তু রাজর্ষির্দৃষ্ট্বা তমৃষিমাগতম্।
সগণোঽভ্যুদ্যযৌ তূর্ণং প্রীত্যা ভরতসত্তমঃ ॥১০

কাঞ্চনং বিষ্টরং তস্মৈ সদস্যানুমতে প্রভুঃ।
আসনং কল্পয়ামাস যথা শক্রো বৃহস্পতেঃ ॥১১

তত্রোপবিষ্টং বরদং দেবর্ষিগণপূজিতম্।
পূজয়ামাস রাজেন্দ্রঃ শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥১২

পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ অর্ঘ্যং গাঞ্চ বিধানতঃ।
পিতামহায় কৃষ্ণায় তদর্হায় ন্যবেদয়ৎ ॥১৩

প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং পাণ্ডবাজ্জনমেজয়াৎ।
গাঞ্চৈব সমনুজ্ঞাপ্য (১) ব্যাসঃ প্রীতোঽভবত্তদা ॥

তথা চ পূজয়িত্বা তং প্রণয়াৎ প্রপিতামহম্।
উপোপবিশ্য প্রীতাত্মা পর্য্যপৃচ্ছদনাময়ম্ ॥১৫

ভগবানপি তং দৃষ্ট্বা কুশলং প্রতিবেদ্য চ।
সদস্যৈঃ পূজিতঃ সর্ব্বৈঃ সদস্যান্ প্রত্যপূজয়ৎ ॥১৬

ততস্তং সহিতঃ সর্ব্বৈঃ সদস্যৈর্জনমেজয়ঃ।
ইদং পশ্চাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠং পর্য্যপৃচ্ছৎ কৃতাঞ্জলিঃ ॥১৭

পরাবরজ্ঞ, ব্রহ্মর্ষি, কবি, সত্যব্রত, পবিত্র ও বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এক বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।৫

পবিত্রকীর্ত্তি ও মহাযশা যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শান্তনু রাজার বংশবৃদ্ধির জন্য ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরকে উৎপাদন করিয়াছিলেন।৬

বেদব্যাস বেদ ও বেদাঙ্গশাস্ত্রের পারদর্শী শিষ্যগণের সহিত তখন রাজর্ষি জনমেজয়ের যজ্ঞস্থানে প্রবেশ করিলেন।৭

তিনি প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—রাজা জনমেজয় সভায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন; আর দেবগণ যেমন ইন্দ্রকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করেন, তেমন সদস্য সকল, নানা দেশের অধীশ্বর রাজগণ এবং যজ্ঞকার্যে নিপুণ ব্রহ্মার তুল্য পুরোহিতগণ রাজাকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছেন।৮-৯

ভরতবংশশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি জনমেজয় মহর্ষি বেদব্যাসকে উপস্থিত দেখিয়া প্রীতিবশতঃ পুত্র ও সভাসদগণের সহিত সত্বর গাত্রোত্থান করিলেন।১০

তাহার পর ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির আসন কল্পনা করেন, তেমন সদস্যগণের অনুমতিক্রমে রাজা জনমেজয় বেদব্যাসের জন্য স্বর্ণময় একখানি পীঠের আসন কল্পনা করিলেন।১১

দেবগণ ও ঋষিগণের পূজিত এবং বরদাতা সেই বেদব্যাস সেই আসনে উপবেশন করিলেন, তখন রাজা শাস্ত্রানুসারে তাঁহার পূজা করিলেন।১২

রাজা পূজার যোগ্য প্রপিতামহ বেদব্যাসকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় এবং বিধি অনুসারে একটি গো নিবেদন করিলেন।১৩

বেদব্যাস জনমেজয়ের নিকট হইতে সেই পূজা গ্রহণ করিয়া এবং গাভী পাইয়াছি বলিয়া জানাইয়া তখন আনন্দ প্রকাশ করিলেন।১৪

জনমেজয় ভক্তিসহকারে সেইরূপে প্রপিতামহ বেদব্যাসের পূজা করিয়া আনন্দিতচিত্তে তাঁহার নিকটে বসিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।১৫

পাঠান্তর:— (১) গাঞ্চৈব সমনুজ্ঞায়—।

জনমেজয় উবাচ ।

কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ ভবান্ প্রত্যক্ষদর্শিবান্ ।
তেষাং চরিতমিচ্ছামি কথ্যমানং ত্বয়া দ্বিজ ॥১৮
কথং সমভবদ্ভেদস্তেষামক্লিষ্টকর্ম্মণাম্ ।
তচ্চ যুদ্ধং কথং বৃত্তং ভূতান্তকরণং মহৎ ॥১৯
পিতামহানাং সর্বেষাং দৈবেনাবিষ্টচেতসাম্ ।
কার্ৎস্ন্যেনৈতৎ সমাচক্ষ্ব ভগবন্ কুশলো হ্যসি ॥২০

সৌতিরুবাচ ।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তদা ।
শশাস শিষ্যমাসীনং বৈশম্পায়নমন্তিকে ॥২১

ব্যাস উবাচ ।

কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ যথা ভেদোহভবৎ পুরা ।
তদস্মৈ সর্বমাচক্ষ্ব যন্মত্তঃ শ্রুতবানসি ॥২২
গুরোর্বচনমাজ্ঞায় স তু বিপ্রর্ষভস্তদা ।
আচচক্ষে ততঃ সর্বমিতিহাসং পুরাতনম্ ॥২৩
তস্মৈ রাজ্ঞে সদস্যেভ্যঃ পার্থিবেভ্যশ্চ সর্বশঃ ।
ভেদং সর্ববিনাশঞ্চ কুরুপাণ্ডবয়োস্তদা ॥২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি অংশাবতরণপর্বণি
কথানুবন্ধে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬০

বেদব্যাসও জনমেজয়ের প্রতি সমান বুদ্ধিতে ধরিয়া যখন জানাইলেন, পরে সমস্ত সদস্যগণ তাঁহার সম্মান করিলে, তিনিও তাঁহাদের প্রতি সম্মান জানাইলেন ।১৬

তাহার পর সদস্যগণের সহিত জনমেজয় কৃতাঞ্জলি হইয়া বেদব্যাসকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ।১৭

জনমেজয় বলিলেন—মহর্ষি ! আপনি পাণ্ডবগণ ও কৌরবগণের সমস্ত ঘটনাই প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন ; অতএব আমার ইচ্ছা যে, আপনি তাঁহাদের সকল চরিত্র বলুন ।

পাণ্ডবগণ ও কৌরবগণ সমস্ত কার্য্যই অনায়াসে সিদ্ধ করিতে পারিত ; এ অবস্থায় তাঁহাদের কি করিয়া বিরোধ ঘটিল ? এবং কি করিয়াই বা প্রাণিনাশক সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটিল ?১৯

হে তাপসশ্রেষ্ঠ ! আমার পূর্ব্বপুরুষগণ দৈবের প্রেরণায় যাহা কিছু করিয়াছিলেন, আপনি সেই সকল বৃত্তান্ত যথাযথভাবে আমার নিকট বলুন ।২০

সৌতি বলিলেন—তখন বেদব্যাস জনমেজয় রাজার সেই কথা শুনিয়া, নিকটে উপবিষ্ট বৈশম্পায়ননামক শিষ্যকে সেই সমস্ত বলিবার জন্য আদেশ করিলেন ।২১

বেদব্যাস বলিলেন—বৈশম্পায়ন পূর্ব্বে কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণের যেভাবে বিরোধ ঘটিয়াছিল, তাহা তুমি আমার নিকট শুনিয়াছ, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত জনমেজয়ের নিকট বল ।২২

তখন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বৈশম্পায়ন গুরুদেবের আদেশ পাইয়া রাজা জনমেজয়, সদস্যগণ ও সমস্ত রাজার নিকট তৎকালীন কুরু-পাণ্ডবের বিরোধ ও সর্বনাশের সমস্ত বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন ।২৩-২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত অংশাবতরণপর্বে
কথানুবন্ধ-বিষয়ক ষষ্টিতম অধ্যায়। শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ-কৃত অনুবাদ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ*

[কৌরব-পাণ্ডবানাং বৈরস্য যুদ্ধস্য চ কারণবর্ণনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

গুরবে প্রাঙ্নমস্কৃত্য মনোবুদ্ধিসমাধিভিঃ ।
সম্পূজ্য চ দ্বিজান্ সর্বাংস্তথান্যান্ বিদুষো জনান্ ॥১

মহর্ষেঃ সর্বলোকেষু বিশ্রুতস্যেহ ধীমতঃ ।
প্রবক্ষ্যামি মতং কৃৎস্নং ব্যাসস্যামিততেজসঃ ॥২

শ্রোতুং পাত্রঞ্চ রাজংস্ত্বং প্রাপ্যেমাং ভারতীং কথাম্ ।
গুরোর্বক্ত্রপরিস্পন্দো মনঃ প্রোৎসাহতীব মে ॥৩

শৃণু রাজন্ যথা ভেদঃ কুরু-পাণ্ডবয়োরভূৎ ।
রাজ্যার্থে দ্যূতসম্ভূতো বনবাসস্তথৈব চ ॥৪

যথা চ যুদ্ধমভবৎ পৃথিবীক্ষয়কারকম্ ।
তৎ তেঽহং কথয়িষ্যামি পৃচ্ছতে ভরতর্ষভ ॥৫

মৃতে পিতরি তে বীরা বনাদেত্য স্বমন্দিরম্ ।
অচিরাদেব বিদ্বাংসো বেদে ধনুষি চাভবন্ ॥৬

তাংস্তথা সত্ত্ববীর্য্যৌজঃসম্পন্নান্ পৌরসম্মতান্ ।
নাসহন্ কুরবো দৃষ্ট্বা পাণ্ডবান্ শ্রীযশোভৃতঃ ॥৭

ততো দুর্য্যোধনঃ ক্রূরঃ কর্ণশ্চ সহসৌবলঃ ।
তেষাং নিগ্রহ-নির্বাসান্ বিবিধাংস্তে সমাচরন্ ॥৮

ততো দুর্য্যোধনো নীচঃ শকুনেস্তু মতে স্থিতঃ ।
পাণ্ডবান্ বিবিধোপায়ৈ রাজ্যহেতোরপীড়য়ৎ ॥৯

দদাবথ বিষং পাপো ভীমায় ধৃতরাষ্ট্রজঃ ।
জরয়ামাস তদ্ বীরঃ সহান্নেন বৃকোদরঃ ॥১০

একষষ্টিতম অধ্যায় ।

[কৌরব ও পাণ্ডবগণের পরস্পর বৈর
ও যুদ্ধের কারণবর্ণন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—প্রথমে মন, বুদ্ধি ও একাগ্রতা দ্বারা গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য বিদ্বজ্জনকে পূজা করিয়া সর্বলোকবিখ্যাত মহর্ষি মহামতি বেদব্যাসের সম্পূর্ণ মত আমি সমগ্র প্রকারে বর্ণনা করিব ।১-২

হে রাজন্ ! আপনি মহাভারত শ্রবণের উপযুক্ত পাত্র ; আপনাকে ইহা শ্রবণ করাইবার সুযোগ লাভ করিয়া আমার গুরু ব্যাসদেব প্রত্যক্ষে আমার মনকে যেন উৎসাহিত করিতেছেন ।৩

হে রাজন্ ! যেরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে রাজ্যের নিমিত্ত দ্যূতক্রীড়া হইতে উদ্ভূত বিবাদ হইয়াছিল এবং যেরূপে তাঁহাদের বনবাস হইয়াছিল, তাহা আপনি শ্রবণ করুন ।৪

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! আপনার জিজ্ঞাসার উত্তরে যেরূপে সমস্ত পৃথিবীর লোকক্ষয়কারী যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আমি আপনাকে বলিব ।৫

পিতা পাণ্ডুর মৃত্যুর পর বীর পাণ্ডবগণ বন হইতে নিজেদের হস্তিনাপুরে অচিরেই আগমন করিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে বেদবিদ্যা ও ধনুর্বিদ্যা উভয়েই পারদর্শিতা লাভ করিলেন ।৬

তাঁহাদিগকে বল উৎসাহ, পরাক্রম ও তেজঃশক্তিসম্পন্ন, ঐশ্বর্য্যশালী এবং যশস্বী হইতে দেখিয়া এবং প্রজাবৃন্দকে তাঁহাদের প্রতি অনুরক্ত দেখিয়া কৌরবগণ তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না ।৭

ক্রূরপ্রকৃতি দুর্য্যোধন কর্ণ ও শকুনির সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের নিগ্রহ ও নির্বাসনের বিবিধ প্রকার উপায় প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ।৮

অনন্তর নীচ দুর্য্যোধন শকুনির পরামর্শ অনুসারে রাজ্যের জন্য বিবিধ উপায়ে পাণ্ডবগণকে পীড়ন করিতে লাগিলেন ।৯

ধৃতরাষ্ট্রনন্দন ভীমের অন্নে আবার বিষ মিশাইয়া দিল, কিন্তু বৃকোদর বিষের সহিত সেই

---

* [illegible]

প্রমাণকোট্যাং সংসুপ্তং পুনর্বদ্ধা বৃকোদরম্ ।
তোয়েষু ভীমং গঙ্গায়াঃ প্রক্ষিপ্য পুরমাব্রজৎ ॥১১
যদা বিবুদ্ধঃ কৌন্তেয়স্তদা সংছিদ্য বন্ধনম্ ।
উদতিষ্ঠন্মহাবাহুর্ভীমসেনো গতব্যথঃ ॥১২
আশীবিষৈঃ কৃষ্ণসর্পৈঃ সুপ্তং চৈনমদংশয়ৎ ।
সর্বেষ্বেবাঙ্গদেশেষু ন মমার চ শত্রুহা ॥১৩
তেষাং তু বিপ্রকারেষু তেষু তেষু মহামতিঃ ।
মোক্ষণে প্রতিঘাতে চ বিদুরোঽবহিতোঽভবৎ ॥১৪
স্বর্গস্থো জীবলোকস্য যথা শক্রঃ সুখাবহঃ ।
পাণ্ডবানাং তথা নিত্যং বিদুরোঽপি সুখাবহঃ ॥১৫
যদা তু বিবিধোপায়ৈঃ সংবৃতৈর্বিবৃতৈরপি ।
নাশক্নোদ্ বিনিহন্তুং তান্ দৈবভাব্যর্থরক্ষিতান্ ॥১৬
ততঃ সংমন্ত্র্য সচিবৈর্বৃষদুঃশাসনাদিভিঃ ।
ধৃতরাষ্ট্রমনুজ্ঞাপ্য জাতুষং গৃহমাদিশৎ ॥১৭
সুতপ্রিয়ৈষী তান্ রাজা পাণ্ডবানম্বিকাসুতঃ ।
ততো বিবাসয়ামাস রাজ্যভোগবুভুক্ষয়া ॥১৮
তে প্রাতিষ্ঠন্ত সহিতা নগরান্নাগসাহ্বয়াৎ ।
প্রস্থানে চাভবন্মন্ত্রী ক্ষত্তা তেষাং মহাত্মনাম্ ॥১৯
তেন মুক্তা জতুগৃহান্নিশীথে প্রাদ্রবন্ বনম্ ।
ততঃ সম্প্রাপ্য কৌন্তেয়া নগরং বারণাবতম্ ॥২০
ন্যবসন্ত মহাত্মানো মাত্রা সহ পরন্তপাঃ ।
ধৃতরাষ্ট্রেণ চাজ্ঞপ্তা উষিতা জাতুষে গৃহে ॥২১
পুরোচনাদ্ রক্ষমাণাঃ সংবৎসরমতন্দ্রিতাঃ ।
সুরুঙ্গাং কারয়িত্বা তু বিদুরেণ প্রচোদিতাঃ ॥২২

আহারে পরিপাক করিয়া ফেলিলেন ।১০

দুর্যোধন প্রমাণকোটিনামক স্থানে পুন ভীমকে বিষমিশ্রিত অন্ন ভক্ষণ করাইয়া সে বিষে অচেতন হইলে তাহাকে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপপূর্বক হস্তিনাপুরে চলিয়া আসিল ।১১

যখন ভীমসেনের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন মহাবাহু ভীমসেন বন্ধন ছেদন করিয়া গতব্যথ হইয়া উত্থিত হইলেন ।১২

ঐরূপ নিদ্রিত অবস্থায় বিষধর কৃষ্ণসর্পসমূহ তাঁহাকে সর্বাঙ্গে দংশন করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সেই শত্রুঘাতী মরেন নাই, বরং বিষমুক্ত হইয়াছেন ।১৩

কৌরবগণ যখন ঐরূপ বিবিধ উপায়ে তাঁহাদের প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল, তখন বিদুর তাঁহাদের বিপন্মুক্তি ও প্রতীকার করিতে যত্নবান্ হইলেন ।১৪

স্বর্গস্থিত শক্র (ইন্দ্র) যেমন জীবলোকের মঙ্গল করিয়া থাকেন, বিদুরও সেইরূপ পাণ্ডবগণের সর্বদা মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন ।১৫

যখন দুর্যোধন গোপনীয় ও প্রকাশ্য সর্বপ্রকার উপায়ের প্রয়োগ করিয়াও দৈব ও ভাবী ঘটনাবলে রক্ষিত পাণ্ডবগণকে বধ করিতে পারিল না, তখন সে পাণ্ডবগণের বধের নিমিত্ত বৃষ (কর্ণ) ও দুঃশাসন প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করত ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া জতুগৃহ নির্মাণের আদেশ দিল ।১৬-১৭

রাজ্যভোগে অভিলাষবশত ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের প্রিয়কামনার বশবর্তী হইয়া তাঁহাদিগকে বারণাবতে নির্বাসিত করিলেন ।১৮

পাণ্ডবগণ তখন ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে হস্তিনাপুর হইতে বারণাবতের দিকে প্রস্থান করিলেন। তখন বিদুরই তাঁহাদের প্রস্থানে মন্ত্রণা দিয়াছিলেন, তাহার ফলেই তাঁহারা নিশীথে জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিদুরের পরামর্শ অনুসারে তাঁহারা বারণাবতে জননীর সহিত বাস করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের ঐ আদেশই তাঁহাদের জতুগৃহ বাসের কারণ ।১৯-২১

পুরোচনের সন্নিধানে তাঁহারা এক বৎসর

আদীপ্য জাতুষং বেশ্ম দগ্ধ্বা চৈব পুরোচনম্।
প্রাদ্রবন্ ভয়সংবিগ্না মাত্রা সহ পরন্তপাঃ ॥২৩
দদৃশুর্ব্বিপিনে ঘোরে হিড়িম্বং ধর্ম্মবর্জ্জিতে।
হত্বা চ তং রাক্ষসেন্দ্রং ভীতাঃ [illegible] ॥২৪
নিশি সম্প্রাদ্রবন্ পার্থা ধার্ত্তরাষ্ট্রভয়ার্দ্দিতাঃ।
প্রাপ্তা হিড়িম্বা ভীমেন যত্র জাতো ঘটোৎকচঃ ॥২৫
একচক্রাং ততো গত্বা পাণ্ডবাঃ সংশিতব্রতাঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নাস্তেঽবসন্ ব্রহ্মচারিণঃ ॥২৬
তে তত্র নিয়তাঃ কালং কঞ্চিদূষুর্নরর্ষভাঃ।
মাত্রা সহৈকচক্রায়াং ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে ॥২৭
তত্রাসসাদ ক্ষুধিতং পুরুষাদং বৃকোদরঃ।
ভীমসেনো মহাবাহুর্বকং নাম মহাবলম্ ॥২৮

জঘান চাপি পুরুষব্যাঘ্রো বাহুবীর্য্যেণ পাণ্ডবঃ।
নিহত্য তরসা বীরো নাগরান্ পর্য্যসান্ত্বয়ৎ ॥২৯
ততস্তে শুশ্রুবুঃ কৃষ্ণাং পঞ্চালেষু স্বয়ংবরাম্।
শ্রুত্বা চৈবাভ্যগচ্ছন্ত গত্বা চৈবালভন্ত তাম্ ॥৩০
তে তত্র দ্রৌপদীং লব্ধ্বা পরিসংবৎসরোষিতাঃ।
বিদিতা হাস্তিনপুরং প্রত্যাজগ্মুররিন্দমাঃ ॥৩১
তে উক্তা ধৃতরাষ্ট্রেণ রাজ্ঞা শান্তনবেন চ।
ভ্রাতৃভির্বিগ্রহস্তাত কথং বো ন ভবেদিতি ॥৩২
অস্মাভিঃ খাণ্ডবপ্রস্থে যুষ্মদ্বাসোঽনুচিন্তিতঃ।
তস্মাজ্জনপদোপেতং সুবিভক্তমহাপথম্ ॥৩৩
বাসায় খাণ্ডবপ্রস্থং ব্রজধ্বং গতমন্যবঃ।
তয়োস্তে বচনাজ্জগ্মুঃ সহ সর্ব্বৈঃ সুহৃজ্জনৈঃ ॥৩৪

স্থানে বাস করিলেন। সেই নগরের মধ্যে বিদুরের প্রেরিত লোকের দ্বারা সুরঙ্গ নির্মাণ করিয়া একদিন রাত্রিতে জতুগৃহে আগুন লাগাইয়া পুরোচনকে দগ্ধ করত শত্রুনিসূদন পাণ্ডবগণ দুর্যোধনের ভয়ে সুরঙ্গপথে জননীর সহিত পলায়ন করিলেন ॥২২-২৩

অনন্তর তাঁহারা ঘোর বনমধ্যে হিড়িম্বনামক রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। তাহাকে বধ করিয়া সেই পার্থেরাই দুর্যোধনের ভয়ে মাতার সহিত সেই বন হইতে প্রস্থান করিলেন। সেই সময়ে হিড়িম্বার সহিত ভীম গান্ধর্ববিবাহে আবদ্ধ হন এবং তাহার ফলে ঘটোৎকচের উৎপত্তি হয় ॥২৪-২৫

পাণ্ডবগণ অনন্তর (ব্রাহ্মণবেশে) একচক্রা নগরে গমন করত অধ্যয়ন অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যে নিরত হন ॥২৬

সেই মহাত্মগণ জননীর সহিত একচক্রানগরে কোন ব্রাহ্মণের গৃহে কিছুদিন বাস করেন ॥২৭

সেইস্থানে বৃকোদর মহাবাহু ভীমসেন (মাতার আদেশে) এক ক্ষুধার্ত নরমাংসাশী মহাবলী রাক্ষসের নিকট গমন করেন ॥২৮

সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন নিজ বাহুবলে সেই রাক্ষসকে বধ করিয়া নাগরিকগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন ॥২৯

তাহার পর তাঁহারা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের কথা শুনিয়া পাঞ্চালদেশে (পাঞ্চালে) গমন করিলেন এবং স্বয়ংবরসভায় পণ পূর্ণ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিলেন। তাঁহারা দ্রৌপদীকে লাভ করিয়া দ্রুপদ রাজার নিকট এক বৎসর বাস করিলে তাঁহাদের কথা সকলে জানিতে পারিল এবং (বৃদ্ধদিগের আহ্বানে) তাঁহারা পুনরায় হস্তিনাপুর ফিরিয়া আসিলেন ॥৩০-৩১

তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—তোমাদের ভ্রাতৃগণের সহিত যাহাতে কলহ না হয়, তাহার জন্য আমরা খাণ্ডবপ্রস্থে তোমাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়াছি; জনপদযুক্ত ও বিশাল বিশাল অনেক মার্গবিশিষ্ট খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়া পরস্পর

নৈষাং [illegible] সর্বশঃ।
অথ তে তুমুলং পার্থাঃ সংবৎসরগণান্ বহূন্ ॥৩৪
বনে [illegible] দুর্যোধনেন মহাত্মনা।
এবং [illegible] ॥৩৬
অথ [illegible] বিশাং পুরম্।
অজয়দ্ ভীমসেনস্তু দিশং প্রাচীং মহাবলঃ ॥৩৭
উদীচীমর্জুনো বীরঃ প্রতীচীং নকুলস্তথা।
দক্ষিণাং সহদেবস্তু বিজিগ্যে পরবীরহা ॥৩৮
এবং চক্রুরিমাং সর্বে বশে কৃৎস্নাং বসুন্ধরাম্।
পঞ্চভিঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈঃ সূর্য্যেণ চ বিরাজতা।
ষট্‌সূর্য্যেবাবভৌ পৃথ্বী পাণ্ডবৈঃ সত্যবিক্রমৈঃ ॥৩৯
ততো নিমিত্তে কস্মিংশ্চিদ্ ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
বনং প্রস্থাপয়ামাস তেজস্বী সত্যবিক্রমঃ ॥৪০
প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তরং ভ্রাতরং সব্যসাচিনম্।
অর্জুনং পুরুষব্যাঘ্রং স্থিরাত্মানং গুণৈর্যুতম্ ॥৪১
স বৈ সংবৎসরং পূর্ণং মাসং চৈকং বনে বসন্।
ততোঽগচ্ছদ্ধৃষীকেশং দ্বারবত্যাং কদাচন ॥৪২
লব্ধবাংস্তত্র বীভৎসুর্ভার্য্যাং রাজীবলোচনাম্।
অনুজাং বাসুদেবস্য সুভদ্রাং ভদ্রভাষিণীম্ ॥৪৩
সা শচীব মহেন্দ্রেণ শ্রীঃ কৃষ্ণেনেব সঙ্গতা।
সুভদ্রা যুযুজে প্রীতা পাণ্ডবেনার্জুনেন হ ॥৪৪
অতর্পয়চ্চ কৌন্তেয়ঃ খাণ্ডবে হব্যবাহনম্।
বীভৎসুর্বাসুদেবেন সহিতো নৃপসত্তম ॥৪৫
নাতিভারো হি পার্থস্য কেশবেন সহাভবৎ।
ব্যবসায়সহায়স্য বিষ্ণোঃ শত্রুবধেষ্বিব ॥৪৬

[illegible] হইল না। তখন তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে [illegible] সহিত বহু বৎসর পর্যন্ত [illegible] বাস করিতে লাগিলেন এবং সেইখানে [illegible] অনুসারে [illegible] ও [illegible] হইয়া [illegible] সহিত [illegible] করিতে লাগিলেন। মহাবলশালী ভীমসেন পূর্ব্বদিক্, বীর অর্জুন উত্তরদিক্, নকুল পশ্চিমদিক্ এবং শক্তিশালী সহদেব দক্ষিণদিক্ জয় করিলেন।৩৬-৩৮

এইরূপে সকল পাণ্ডবগণ সমস্ত পৃথিবী নিজ বশীভূত করিলেন। সূর্য্যতুল্য তেজস্বী পঞ্চপাণ্ডবের সহিত মিলিয়া আকাশে সূর্য্যের দীপ্তি পাইতে লাগিল। এইরূপে পাণ্ডবগণ মহাতেজা ও পরাক্রমী হইলে, তাহাতে মনে হইতে লাগিল পৃথিবীতে ছয় সূর্য্যের যেন একত্র উদয় হইয়াছে। অনন্তর কোন কারণবশতঃ রাজা তেজস্বী, মহাবিক্রম যুধিষ্ঠির নিজ প্রাণ হইতে প্রিয়তম, স্থিরবুদ্ধি, সত্যপরায়ণ, পুরুষশ্রেষ্ঠ, গুণী ভ্রাতা অর্জুনকে বনে বাস করাইতে বাধ্য হইলেন। তিনি বারো বৎসর ও একমাস কাল বনে বাস করিলেন।

অনন্তর তিনি কোনও সময়ে ঘুরিতে ঘুরিতে দ্বারকায় কৃষ্ণের নিকট গমন করেন। তথায় বীভৎসু (অর্জুন) শ্রীকৃষ্ণের অনুজা রাজীবলোচনা মধুরভাষিণী সুভদ্রার সহিত মিলিত হন। তাঁহাদের মিলন ইন্দ্রের সহিত শচীর মিলনের ন্যায় হইয়াছিল। সুভদ্রাও পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের সহিত আনন্দে মিলিতা হইলেন।৪৩-৪৪

হে রাজন্! অনন্তর বাসুদেবের সহিত মিলিত হইয়া হৃষ্টচিত্ত অর্জুন খাণ্ডবদাহনের দ্বারা অগ্নিকে তৃপ্ত করেন। উভয়ের মাহাত্ম্যে দেবশত্রুদের বধে বিষ্ণুর যেমন কোন কষ্ট হয় না, তেমন কৃষ্ণের সাহায্যে

এখান হইতে [illegible] ৩১ ও ৩২ [illegible] শ্লোকের পর অন্য নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি অধিক দেখা যায়,—
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

পার্থো [illegible]।
[illegible] খাণ্ডবং বনম্ ॥৪৭

মোক্ষয়ামাস বীভৎসুর্ময়ং যত্র মহাসুরম্।
স চকার সভাং দিব্যাং সর্ব্বরত্নসমাচিতাম্ ॥৪৮

তস্যাং দুর্য্যোধনো মন্দো লোভং চক্রে সুদুর্ম্মতিঃ।
ততোঽক্ষৈর্বঞ্চয়িত্বা চ সৌবলেন যুধিষ্ঠিরম্ ॥৪৯

বনং প্রব্রাজিতস্তত্র সপ্ত বর্ষাণি পঞ্চ চ।
অজ্ঞাতমেকং রাষ্ট্রে চ ততো বর্ষং ত্রয়োদশম্ ॥৫০

ততশ্চতুর্দ্দশে বর্ষে যাচমানাঃ স্বকং বসু।
নালভন্ত মহারাজ ততো যুদ্ধমবর্ত্তত ॥৫১

ততস্তে ক্ষত্রমুৎসাদ্য হত্বা দুর্য্যোধনং নৃপম্।
রাজ্যং বিহতভূয়িষ্ঠং প্রত্যপদ্যন্ত পাণ্ডবাঃ ॥৫২

ধৃতরাষ্ট্রে গতে স্বর্গং বিদুরে পঞ্চতাং গতে।
সর্ব্বেষাং বিধিবৎ কৃত্বা রাজ্ঞামৌর্দ্ধদেহিকম্ ॥৫৩

[illegible] কৃষ্ণ [illegible] চ।
মহাপ্রস্থানিকং কৃত্বা গতাঃ স্বর্গমনুত্তমম্ ॥৫৪

এবমেতৎ পুরা বৃত্তং তেষামক্লিষ্টকর্ম্মণাম্।
ভেদো রাজ্যবিনাশশ্চ জয়শ্চ জয়তাং বর ॥৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি আস্তীকপর্ব্বণি ভারতসূত্রং নামৈকষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬১

পাণ্ডবগণের [illegible] অভ্যুদয় [illegible] নাই। [illegible] অর্জ্জুন [illegible] এবং অগ্নিকে বন ভোজন করাইয়াছিলেন ॥৪২-৪৭

সেই খাণ্ডবদাহের সময় অর্জ্জুন ময়দানবকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই ময়দানব প্রত্যুপকারে এক দিব্য সর্ব্বরত্নময়ী সভা নির্ম্মাণ করিল ॥৪৮

কিন্তু দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের তাহাতে অতি লোভ হইল। তখন দুর্য্যোধন শকুনির দ্বারা কপট দ্যূতে যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া বার বৎসর বনবাসে এবং একবৎসর অজ্ঞাতবাসে প্রেরণ করিলেন। তাহার পর চতুর্দ্দশ বর্ষে পাণ্ডবগণ বন হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন চাহিলেন তখন রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন না, হে মহারাজ! তখন উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল ॥৪৯-৫১

সেই যুদ্ধে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সংহার করত পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া পুনরায় নিজ রাজ্য অধিকার করিলেন কিন্তু তখন সেই রাজ্য নষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র স্বর্গে গমন করিলে এবং বিদুরের মৃত্যু হইলে, যুদ্ধে অভিমন্যু প্রভৃতি যে সকল রাজার মৃত্যু হইয়াছিল, পাণ্ডবগণ তাঁহাদের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করত শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে গমন করিলে যদুবংশকে [illegible] মহাপ্রস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বোচ্চ স্বর্গে গমন করিলেন ॥৫৩-৫৪

এই প্রকারে সেই পুণ্যকর্ম্মা পাণ্ডবগণের রাজ্যচ্যুতি বিপদ কৌরবদের সহিত ভেদ এবং পরিশেষে জয়লাভের কথা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম ॥৫৫

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ [illegible] সহিত মহাভারতের আদিপর্ব্বীয় আস্তীকপর্ব্ব-ভারতসূত্রনামক একষষ্টিতমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

[মহাভারতস্য মহত্ত্বম্ ।]

জনমেজয় উবাচ ।

কথিতং বৈ সমাসেন ত্বয়া সর্বং দ্বিজোত্তম ।
মহাভারতমাখ্যানং কুরূণাং চরিতং মহৎ ॥১॥

কথাং ত্বনঘ চিত্রার্থামিমাং কথয়তা ত্বয়া ।
বিস্তরশ্রবণে জাতং কৌতূহলমতীব মে ॥২॥

স ভবান্ বিস্তরেণেমাং পুনরাখ্যাতুমর্হতি ।
ন হি তৃপ্যামি পূর্বেষাং শৃণ্বানশ্চরিতং মহৎ ॥৩॥

ন তৎ কারণমল্পং বৈ ধর্মজ্ঞা যত্র পাণ্ডবাঃ ।
অবধ্যান্ সর্বশো জঘ্নুঃ প্রশস্যন্তে চ মানবৈঃ ॥৪॥

কিমর্থং তে নরব্যাঘ্রাঃ শক্তাঃ সন্তো হ্যনাগসঃ ।
প্রযুজ্যমানান্ সংক্লেশান্ ক্ষান্তবন্তো দুরাত্মনাম্ ॥৫॥

কথং নাগাযুতপ্রাণো বাহুশালী বৃকোদরঃ ।
পরিক্লিশ্যন্নপি ক্রোধং ধৃতবান্ বৈ দ্বিজোত্তম ॥৬॥

কথং সা দ্রৌপদী কৃষ্ণা ক্লিশ্যমানা দুরাত্মভিঃ ।
শক্তা সতী ধার্তরাষ্ট্রান্ নাদহদ্ ঘোরচক্ষুষা ॥৭॥

কথং ভীমার্জুনৌ শূরৌ পার্থৌ মাদ্রীসুতৌ তথা ।
অন্বযুস্তে নরব্যাঘ্রা বাধ্যমানা দুরাত্মভিঃ ॥৮॥

কথং ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠঃ সুতো ধর্মস্য ধর্মবিৎ ।
অনর্হঃ পরমং ক্লেশং সোঢ়বান্ স যুধিষ্ঠিরঃ ॥৯॥

কথঞ্চ বহুলাঃ সেনাঃ পাণ্ডবঃ কৃষ্ণসারথিঃ ।
অস্যন্নেকোঽনয়ৎ সর্বাঃ পিতৃলোকং ধনঞ্জয়ঃ ॥১০॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

(মহাভারতের মহত্ত্ব ।)

জনমেজয় বলিলেন—হে দ্বিজোত্তম ! আপনি কুরুবংশীয়গণের পবিত্র চরিত্রময় এই মহাভারতরূপ ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন ॥১॥

হে অনঘ ! এই বিচিত্র কাহিনীতে পরিপূর্ণ এই মহাভারতের কথা বিস্তৃতরূপে বলুন ; বিস্তারিত শ্রবণে আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে ॥২॥

আপনি এই মহাভারতকথা পুনরায় বিস্তৃতভাবে বলুন ; আমার পূর্বপুরুষগণের এই চরিত্র শুনিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না ॥৩॥

ধার্মিক পাণ্ডবগণ যে অবধ্য সমস্ত কৌরবপক্ষীয়গণকে বধ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে মানবের নিকটে তাঁহারা প্রশংসনীয় হইয়াছেন ইহা অল্পকারণে হইতে পারে না ॥৪॥

সেই সব পুরুষশ্রেষ্ঠ নিরপরাধ পাণ্ডবগণ কেন দুরাত্মাগণ কর্তৃক প্রযুক্ত ক্লেশসমূহ ক্ষমা করিয়াছিলেন,—তাহাও আপনি আমাকে বলুন ॥৫॥

হে দ্বিজোত্তম ! দশ সহস্র হস্তীর বল বাহুশালী মহাবীর বৃকোদর ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াও ক্রোধকে কেমন করিয়া সংবরণ করিয়াছিলেন ॥৬॥

কৃষ্ণা দ্রৌপদীই বা দুরাত্মগণ কর্তৃক উৎপীড়িতা হইয়াও সামর্থ্যসত্ত্বেও কেন ক্রুর চক্ষুদ্বারা ধার্তরাষ্ট্রগণকে দগ্ধ করেন নাই ॥৭॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবই বা কেন দুর্জনগণ দ্বারা নিপীড়িত হইয়াও দ্যূতব্যসনী রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুসরণ করিয়াছিলেন ? ॥৮॥

ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ধর্মবিৎ, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরই বা কেন ক্লেশ প্রাপ্তির অযোগ্য হইয়াও তাদৃশ ক্লেশ সমূহকে সহ্য করিয়াছিলেন ? ॥৯॥

শ্রীকৃষ্ণ সারথি থাকিয়া পাণ্ডুনন্দন অর্জুনই বা কেমন করিয়া একাকী বাণ বর্ষণ করত বহুতর কৌরবসেনাকে যমলোকে প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥১০॥

এতদাচক্ষ্ব মে সর্বং যথাবৃত্তং তপোধন।
যদ্ যচ্চ কৃতবন্তস্তে তত্র তত্র মহারথাঃ ॥১১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ক্ষণং কুরু মহারাজ বিপুলোঽয়মনুক্রমঃ।
পুণ্যাখ্যানস্য বক্তব্যঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নেরিতঃ ॥১২
মহর্ষেঃ সর্বলোকেষু পূজিতস্য মহাত্মনঃ।
প্রবক্ষ্যামি মতং কৃৎস্নং ব্যাসস্যামিততেজসঃ ॥১৩
ইদং শতসহস্রং হি শ্লোকানাং পুণ্যকর্মণাম্।
সত্যবত্যাত্মজেনেহ ব্যাখ্যাতমমিতৌজসা * ॥১৪
য ইদং শ্রাবয়েদ্ বিদ্বান্ যে চেদং শৃণুয়ুর্নরাঃ।
তে ব্রহ্মণঃ স্থানমেত্য প্রাপ্নুয়ুর্দেবতুল্যতাম্ ॥১৫
ইদং হি বেদৈঃ সমিতং পবিত্রমপি চোত্তমম্।
শ্রব্যাণামুত্তমং চেদং পুরাণমৃষিসংস্তুতম্ ॥১৬

অস্মিন্নর্থশ্চ ধর্মশ্চ নিখিলেনোপদিশ্যতে।
ইতিহাসে মহাপুণ্যে বুদ্ধিশ্চ পরিনৈষ্ঠিকী ॥১৭
অক্ষুদ্রান্ দানশীলাংশ্চ সত্যশীলাননাস্তিকান্।
কার্ষ্ণং বেদমিমং বিদ্বান্ শ্রাবয়িত্বার্থমশ্নুতে ॥১৮
ভ্রূণহত্যাকৃতং চাপি পাপং জহ্যাদসংশয়ম্।
ইতিহাসমিমং শ্রুত্বা পুরুষোঽপি সুদারুণঃ ॥১৯
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো রাহুণা চন্দ্রমা যথা।
জয়ো নামেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা ॥২০
মহীং বিজয়তে রাজা শত্রূংশ্চাপি পরাজয়েৎ।
ইদং পুংসবনং শ্রেষ্ঠমিদং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥২১
মহিষী-যুবরাজাভ্যাং শ্রোতব্যং বহুশস্তথা।
বীরং জনয়তে পুত্রং কন্যাং বা রাজ্যভাগিনীম্ ॥২২

হে তপোধন! সেই মহারথগণ যেখানে যেখানে যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই যথাযথ আমার নিকট বর্ণনা করুন ॥১১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে মহারাজ! আপনি একটু বিলম্ব সহ্য করুন, যে সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আমি আপনাকে মহাভারতের কথা শুনাইব; কারণ ব্যাসদেবের এই মহাভারতের কথা অত্যন্ত বিস্তৃত হইবে ॥১২

সর্বলোকে পূজিত, অমিততেজা, মহর্ষি বেদব্যাসের মত এবং বিস্তৃত মহাভারত আমি আপনাকে শুনাইব ॥১৩

সত্যবতীপুত্র অমিততেজা বেদব্যাসের ব্যাখ্যাত এই মহাভারত আখ্যান একলক্ষ শ্লোকে রচিত ॥১৪

যে এই মহাভারতের কাহিনী শ্রবণ করান এবং যে তাহা শ্রবণ করে, উভয়েই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া দেবতুল্য হন ॥১৫

ইহা বেদতুল্য পবিত্র ও উত্তম এবং ইহা শ্রবণ করানো শ্রেষ্ঠ, ঋষিগণপ্রশংসনীয় পুরাণ ইতিবৃত্ত ॥১৬

এই মহাপুণ্যময় ইতিহাসে অর্থ ও ধর্ম উভয়ই বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে এবং ইহা শ্রবণে বুদ্ধি পরিনিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। নাস্তিক নহে এমন মহাশয়, দানশীল ও সত্যনিষ্ঠ পুরুষগণকে বেদতুল্য এই গ্রন্থ শ্রবণ করাইলে বিদ্বান্ পুরুষ সকল অভীষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হন ॥১৭-১৮

এই ইতিহাস শ্রবণে ভ্রূণ হত্যা পাপ নষ্ট হয়, ইহার শ্রবণে অতি দারুণ পাপিষ্ঠ মানুষও রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়; জয়নামক এই ইতিহাস শ্রবণে বিজিগীষু পুরুষ বিজয় প্রাপ্ত হয় ॥১৯-২০

ইহার শ্রবণে রাজা পৃথিবীকে জয় করিতে

---

* কোন কোন মহাভারতে ১৪ শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি অধিক দেখা যায়।—
[illegible] ॥
[illegible] ॥
[illegible] ॥

ধর্মশাস্ত্রমিদং পুণ্যমর্থশাস্ত্রমিদং পরম্।
মোক্ষশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা ॥২৩
ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ ॥২৪
শৃণ্বন্ত্যাখ্যানমেতদ্ যে তথা শ্রোষ্যন্তি চাপরে।
পুত্রাঃ শুশ্রূষবঃ সন্তি প্রেষ্যাশ্চ প্রিয়কারিণঃ ॥২৫
শারীরেণ কৃতং পাপং বাচা চ মনসৈব চ।
সর্বং সন্ত্যজতি ক্ষিপ্রং য ইদং শৃণুয়ান্নরঃ ॥২৬
ভারতানাং মহজ্জন্ম শৃণ্বতামনসূয়তাম্।
নাস্তি ব্যাধিভয়ং তেষাং পরলোকভয়ং কুতঃ ॥২৭
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং স্বর্গ্যং তথৈব চ।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নেনেদং কৃতং পুণ্যচিকীর্ষুণা ॥২৮

কীর্তিং প্রথয়তা লোকে পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
অন্যেষাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ ভূরিদ্রবিণতেজসাম্।
সর্ববিদ্যাবদাতানাং লোকে প্রথিতকর্মণাম্ ॥২৯
য ইদং মানবো লোকে পুণ্যার্থে ব্রাহ্মণান্ শুচীন্।
শ্রাবয়েত মহাপুণ্যং তস্য ধর্মঃ সনাতনঃ ॥৩০
কুরূণাং প্রথিতং বংশং কীর্তয়ন্ সততং শুচিঃ।
বংশমাপ্নোতি বিপুলং লোকে পূজ্যতমো ভবেৎ ॥৩১
যোঽধীতে ভারতং পুণ্যং ব্রাহ্মণো নিয়তব্রতঃ।
চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩২
বিজ্ঞেয়ঃ স চ বেদানাং পারগো ভারতং পঠন্।
দেবা রাজর্ষয়ো হ্যত্র পুণ্যা ব্রহ্মর্ষয়স্তথা ॥৩৩
কীর্ত্যন্তে ধূতপাপ্মানঃ কীর্ত্যতে কেশবস্তথা।
ভগবাংশ্চাপি দেবেশো যত্র দেবী চ কীর্ত্যতে ॥৩৪

এবং [illegible] পাতক বর্জিত সকল হয়। ইহা শ্রেষ্ঠ পুণ্যজনক এবং শ্রেষ্ঠ আখ্যান ॥২১

গর্ভিণী ও যুবতী যদি ইহা অনেকবার শ্রবণ করে, তবে উৎকৃষ্ট পুত্র ও ভাগ্যশালিনী কন্যা লাভ করে ॥২২

অমিতবুদ্ধিশালী ব্যাসদেব রচিত এই ইতিহাসকে যেমন ধর্মশাস্ত্র বলা চলে, তেমনই অর্থশাস্ত্র বা মোক্ষশাস্ত্রও বলা চলে ॥২৩

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারি পুরুষার্থ বিষয়ে এই মহাভারতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অন্য শাস্ত্রেও আছে; কিন্তু যাহা এখানে বলা হয় নাই, তাহা অন্যত্রও নাই ॥২৪

যাঁহারা বর্তমানে এই আখ্যান শ্রবণ করেন, এবং ভবিষ্যতে শ্রবণ করিবেন, তাঁহাদের পুত্রগণ বশীভূত এবং ভৃত্যগণ বিশ্বাসী হয় ॥২৫

যে এই মহাভারতের কথা শ্রবণ করে, সে শারীরিক, বাচিক ও মানসিক পাপের হাত হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত হয় ॥২৬

অসূয়াশূন্য হইয়া ভরতবংশীয়গণের মহৎ জন্মকথা শ্রবণ করিলে ব্যাধির ভয় থাকে না, সুতরাং পরলোকের ভয় কিরূপে থাকিবে ॥২৭

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন লোকের পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে এই মহাভারত রচনা করিয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া ইহলোকে ধন, যশ ও আয়ু এবং পরলোকে পুণ্য ও স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়। মহর্ষি এই গ্রন্থে মহাত্মা পাণ্ডবগণের এবং অন্যান্য সর্ববিদ্যাবিশারদ, জগতে যাহারা খ্যাতিমান্ বলশালী, তেজস্বী ও ধনী ক্ষত্রিয়গণের কীর্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যে মানুষ এই মর্ত্যলোকে সতত শুচি থাকিয়া পুণ্যলাভের জন্য এই পুণ্যগাথা ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করান, তাঁহার শাশ্বত ধর্ম প্রাপ্তি হয়।

যে ব্রাহ্মণ নিয়মিত ব্রত অবলম্বনপূর্বক চারি বর্ষার মাস এই মহাভারত পাঠ করে, সে লোকে পূজনীয় হয় এবং তাহার বংশ বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে। যে এইভাবে মহাভারত পাঠ করে, তাহাকে সকল বেদে পারদর্শী বিদ্বান্ বলিয়া জানিবে।

এই গ্রন্থে নিষ্পাপ দেবগণ, রাজর্ষিগণ এবং

অনেকজননো যত্র কার্ত্তিকেয়স্য সম্ভবঃ।
ব্রাহ্মণানাং গবাং চৈব মাহাত্ম্যং যত্র কীর্ত্যতে ॥৩৪
সর্ব্বশ্রুতিসমূহোঽয়ং শ্রোতব্যো ধর্ম্মবুদ্ধিভিঃ।
য ইদং শ্রাবয়েদ্ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণানিহ পর্ব্বসু।
ধূতপাপ্মা জিতস্বর্গো ব্রহ্ম গচ্ছতি শাশ্বতম্ ॥৩৫
(যশ্চ রাজা [illegible] মহীম্ ।
[illegible] গর্ভিণী পুত্রং কন্যা চাপি প্রসূয়তে ॥
দরিদ্রো [illegible] [illegible] ।
সত্যব্রতান্ ধার্ম্মিকাংশ্চ ব্রাহ্মণাননসূয়কান্ ॥
বেদবিদ্যাব্রতস্নাতান্ ক্ষত্রিয়ান্ [illegible] ।
সর্ব্ববিদ্যান্ বৈশ্যাংশ্চ শ্রাবয়েৎ ক্ষত্রসংশ্রিতান্ ॥
এষ সর্ব্বঃ পুণ্যপুষ্টিঃ [illegible] ভারত ।
[illegible] বিশেষেণ বিশেষতঃ ॥
শুদ্ধো যো বা পঠেদ্বিদ্বান্ স প্রাপ্নোতি পরাং গতিম্ ।
শ্লোকং বাপ্যর্দ্ধশ্লোকঞ্চ [illegible] বা ॥
যদি পাদং পঠেদ্বিপ্রঃ ন চ নিষ্ফলতা ভবেৎ ।
ইহ দেবাশ্চ [illegible] রাজর্ষীণাং মহাত্মনাম্ ॥
ইহ [illegible] ।
ইহ [illegible] ॥

[illegible] ইহ [illegible] ।
ইহ [illegible] ॥

কীর্ত্তনাৎ নাম পুণ্যানাং দেবানাং চৈব কীর্ত্তনম্ ।
[illegible] ॥

দেবানাং চৈব পুণ্যানাং পুরাণাং চৈব কীর্ত্তনম্ ।
[illegible] ॥

ইহ [illegible] পর্ব্বণি ।
[illegible] ॥
[illegible] সমর্পিতম্ ॥)

ঋষিদিগের কীর্ত্তিগাথা কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং ভগবান্ কেশবও এখানে বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

দেবেশ ভগবান্ শঙ্কর এবং দেবী পার্ব্বতীও ইহাতে বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছেন এবং অনেক জননীবিশিষ্ট কার্ত্তিকেয়ের জন্মও এখানে বর্ণিত হইয়াছে।

যে মহাভারতে গো ও ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বেদসমূহতুল্য, সুতরাং ধার্ম্মিক পুরুষগণের ইহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি পর্ব্বদিনে অর্থাৎ পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় ব্রাহ্মণকে এই মহাভারত শ্রবণ করায়, সে পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গ জয় করত নিত্য ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।৩০—৩৫

(যে রাজা এই মহাভারত শ্রবণ করে, সে সমস্ত পৃথিবীকে বাহুবলে প্রাপ্ত হয়। গর্ভিণী [illegible] শুনিলে পুত্র প্রসব করে এবং [illegible] একটী পুণ্যবতী কন্যাও প্রসব করে।

দরিদ্রগণের [illegible] হয়, পীড়িত [illegible] লাভ করে। সত্যনিষ্ঠ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণকে, বেদবিদ্যাব্রত হইতে বিরত স্নাতক ও কুলীন ক্ষত্রিয়গণকে এবং ক্ষত্রিয়াদির অনুগত বৈশ্যগণকে ইহা শ্রবণ করান উচিত।

যে জ্ঞানী সর্ব্বসমূহের ন্যায় মহাভারত অবগত আছেন; [illegible]। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা শূদ্রকেও ইহা শ্রবণ করিবেন। যে শুদ্ধ পুরুষ ইহা পাঠ করে, সে নিশ্চয়ই পরম প্রীতি প্রাপ্ত হয়। প্রতিদিন মহাভারতের এক শ্লোক, অর্দ্ধশ্লোক অথবা এক পাদও পাঠ করিবে, তথাপি মহাভারত পাঠ শূন্য হইবে না। এই মহাভারতে দেবতা, রাজর্ষিগণ বিবিধ প্রকার ধন-রত্নাদ

শ্রাবয়েদ্ ব্রাহ্মণান্ শ্রাদ্ধে যশ্চেমং পাদমন্ততঃ।
অক্ষয্যং তস্য তচ্ছ্রাদ্ধং পিতৄনুপতিষ্ঠতে ॥৩৭
অহ্না যদেনঃ ক্রিয়তে ইন্দ্রিয়ৈর্মনসাপি বা।
জ্ঞানাদজ্ঞানতো বাপি প্রকরোতি নরশ্চ যৎ ॥৩৮
তন্মহাভারতাখ্যানং শ্রুত্বৈব প্রবিলীয়তে।
ভরতানাং মহজ্জন্ম মহাভারতমুচ্যতে ॥৩৯
নিরুক্তমস্য যো বেদ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
ভরতানাং যতশ্চায়মিতিহাসো মহাদ্ভুতঃ ॥৪০
মহতো হ্যেনসো মর্ত্যান্ মোচয়েদনুকীর্তিতঃ।
ত্রিভির্বর্ষৈর্লব্ধকামঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ ॥৪১
নিত্যোত্থিতঃ শুচিঃ শক্তঃ মহাভারতমাদিতঃ।
তপো নিয়মমাস্থায় কৃতমেতন্মহর্ষিণা ॥৪২

তস্মান্নিয়মসংযুক্তৈঃ শ্রোতব্যং ব্রাহ্মণৈরিদম্।
কৃষ্ণপ্রোক্তামিমাং পুণ্যাং ভারতীমুত্তমাং কথাম্ ॥৪৩

শ্রাবয়িষ্যন্তি যে বিপ্রা যে চ শ্রোষ্যন্তি মানবাঃ।
সর্বথা বর্তমানা বৈ ন তে শোচ্যাঃ কৃতাকৃতৈঃ ॥৪৪

নরেণ ধর্মকামেন সর্বঃ শ্রোতব্য ইত্যপি।
নিখিলেনেতিহাসোঽয়ং ততঃ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥৪৫

ন তাং স্বর্গগতিং প্রাপ্য তুষ্টিং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
যাং শ্রুত্বৈব মহাপুণ্যমিতিহাসমুপাশ্নুতে ॥৪৬

শৃণ্বন্ শ্রাদ্ধঃ পুণ্যশীলঃ শ্রাবয়ংশ্চেদমদ্ভুতম্।
নরঃ ফলমবাপ্নোতি রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ ॥৪৭

বর্ণিত আছে, মানবসমূহের অনেক আছে, বহু অভিজাতজনের এবং বিবিধ দেশ, কাল ও অবস্থার বৃত্তিতে অনেক প্রকার ধর্মের উপদেশ আছে। বিভিন্ন যুগ, রাজবংশের সম্পদ, ঐশ্বর্য, মহর্ষি ও রাজর্ষিগণের কথা ইহাতে বর্ণিত আছে। বিভিন্ন প্রকার আখ্যানে বিভিন্ন পক্ষসমূহের বিবরণ আছে, পুণ্য তীর্থ ও দেবালয়ের বর্ণনা, এবং বন, নদী, পর্ব্বত ও আশ্রমসমূহের মাহাত্ম্য বর্ণন করা হইয়াছে।

এই মহাভারতে ঋষি পুণ্য দেশ ও নগরসমূহের বর্ণন, শ্রেষ্ঠ উদারতা, অলৌকিক বীরত্বের কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্যূহ ও সংগ্রাম করিবার নানা প্রকার বিধি, রথ, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতির অপূর্ব্ব যুদ্ধকৌশল তিনি ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এবং অনেকপ্রকার বাক্যরচনার কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন।)

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণগণকে মহাভারতের শেষপাদও শ্রবণ করান, তাঁহার শ্রাদ্ধ অক্ষয় হইয়া পিতৃপুরুষগণের নিকট উপস্থিত হয় ॥৩৭

সমস্ত দিনে মানুষ, ইন্দ্রিয়সমূহ ও মনের দ্বারা জ্ঞানে অজ্ঞানে যে সকল পাপ করিয়া থাকে, মহাভারত শ্রবণমাত্রই সে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। যেহেতু ভরতবংশীয়দিগের মহৎ জন্মবৃত্তান্ত ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, সেই হেতু ইহাকে 'মহাভারত' বলে ॥৩৮-৩৯

মহাভারত শব্দের এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যে জানে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ভরতবংশীয়দের মহান্ অদ্ভুত ইতিহাসরূপ এই যে মহাভারত, ইহার কীর্ত্তনে মানুষ মহাপাপ হইতে মুক্ত হয়। মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাভারতের রচনায় মনস্থ করিয়া তিন বৎসর কাল সর্ব্বদা, নিয়ম ও শুচিতা অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রথম এই মহাভারত রচনা করিয়াছেন ॥৪০-৪২

এইজন্য ব্রাহ্মণগণও নিয়মযুক্ত হইয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রচিত এই মহাভারত কথা শ্রবণ করিবেন ॥৪৩

যে ব্রাহ্মণেরা ইহা শ্রবণ করান এবং যে সকল মানুষ ইহা শ্রবণ করে, তাঁহাদের কর্ম্মসমূহের মধ্যে ত্রুটি ঘটে না; সুতরাং তাঁহাদের এরূপভাবে শোক করা উচিত নহে যে 'আমি অমুক দুষ্কর্ম্মটি করিয়াছি, অমুক কর্ম্মটি করিতে পারি নাই' ॥৪৪

যথা সমুদ্রো ভগবান্ যথা মেরুর্ম্মহাগিরিঃ।
উভৌ খ্যাতৌ রত্ননিধী তথা ভারতমুচ্যতে ॥৪৮
ইদং হি বেদৈঃ সমিতং পবিত্রমপি চোত্তমম্।
শ্রাব্যং শ্রুতিসুখং চৈব পাবনং শীলবর্দ্ধনম্ ॥৪৯
য ইদং ভারতং রাজন্ বাচকায় প্রযচ্ছতি।
তেন সর্ব্বা মহী দত্তা ভবেৎ সাগরমেখলা ॥৫০
পারীক্ষিত কথাং দিব্যাং পুণ্যায় বিজয়ায় চ।
কথ্যমানাং ময়া কৃৎস্নাং শৃণু হর্ষমুদীরয় ॥৫১
ত্রিভির্বর্ষৈঃ সদোত্থায়ী কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
মহাভারতমাখ্যানং কৃতবানিদমুত্তমম্ ॥৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি মহাভারতপ্রশংসায়াং দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬২

[illegible] মহৎ মহাভারতই ধারণ করিবে, তাহাতে তাহার নিশ্চিতই সিদ্ধি হইবে ॥৪৫

এই মহাভারত [illegible] অধ্যয়নে মানুষের যে আনন্দলাভ হয়, স্বর্গেও [illegible] মানুষের সেরূপ আনন্দ লাভ হয় না ॥৪৬

মানব পবিত্র পুণ্যাত্মা [illegible] ইহা শ্রবণ করাইলে [illegible] ও [illegible] ফল লাভ করে ॥৪৭

যেমন ভগবান্ সমুদ্র এবং মহাগিরি মেরু রত্ননিধি বলিয়া বিখ্যাত, তেমনই এই মহাভারতও রত্নের আকর বলা হয় ॥৪৮

এই মহাভারত বেদের ন্যায় পবিত্র ও উত্তম, ইহা শ্রবণের যোগ্য এবং শ্রবণকালে সুখ জন্মায় এবং মানুষকে পবিত্র ও চরিত্রের উৎকর্ষ সম্পাদন করে ॥৪৯

হে রাজন্! পাঠককে যে এই মহাভারত দান করে, সে সসাগরা পৃথিবীদানের ফল লাভ করে ॥৫০

হে পরীক্ষিতনন্দন! পুণ্য ও বিজয়প্রাপ্তির জন্য আমি এই দিব্য আখ্যানময়ী কথা কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি হর্ষিত হইয়া শ্রবণ করুন ॥৫১

প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তিন বৎসরে এই অদ্ভুত মহাভারতরূপ আখ্যান রচনা করিয়াছেন ॥৫২

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত [illegible] মহাভারতপ্রশংসানামক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

[রাজ্ঞঃ উপরিচরস্য চরিত্রম্, সত্যবতী-ব্যাসাদিজন্মনাং সংক্ষেপেণ কথন কথা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
রাজোপরিচরো নাম ধর্ম্মনিত্যো মহীপতিঃ।
বভূব মৃগয়াং গন্তুং সদা কিল ধৃতব্রতঃ ॥(১) ১
স চেদিবিষয়ং রম্যং বসুঃ পৌরবনন্দনঃ।
ইন্দ্রোপদেশাজ্জগ্রাহ রমণীয়ং মহীপতিঃ ॥২

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

[রাজা উপরিচরবসুর চরিত্র এবং সত্যবতী ও ব্যাসাদি [illegible] জন্ম কথা]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সর্ব্বদা ধর্ম্মনিরত ব্রতধারী উপরিচর নামক রাজা নিয়তই মৃগয়া করিতে

পাঠান্তর।— (১) মৃগয়াং গন্তুং স কদাচিদ্ধৃতঃ।

অমাত্যৈর্ভ্রাতৃভিঃ [illegible] সর্ব্ববিদ্।
যেষাং প্রজানুরাগো বৈ রাজাসমৃদ্ধিরে ॥৩
ইন্দ্রপ্রমুখা দেবাস্তং তপস্যাপ্রতিষ্ঠিতং বৈ।
তং মহান্তং নৃপং সাক্ষাৎ তপসঃ সংন্যবর্ত্তয়ন্ ॥৪

দেবা ঊচুঃ।

ন স্বর্গধৈর্য্যত বর্ত্তেথাঃ পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে।
যথা হি অর্থে স্থিতঃ [illegible] ভবান্ ॥৫

ইন্দ্র উবাচ।

লোকে ধর্ম্মং পালয় ত্বং নিত্যযুক্তঃ সমাহিতঃ।
ধর্ম্মযুক্তস্ততো লোকান্ পুণ্যান্ প্রাপ্স্যসি
শাশ্বতান্(১) ॥৬
দিবিষ্ঠস্য ভুবিষ্ঠস্য মম ভূতো যথা বিভো।
যথা পৃথিব্যাং যো [illegible] নরাধিপ ॥৭

পশবশ্চৈব পুত্রাশ্চ ধনধান্যবাহনম্।
স্বজনাশ্চৈব লোকাশ্চ [illegible]
সর্ব্বানেব লোকা হি ধনধান্যাদিভির্বৃতাঃ।
বসুন্ধরা চ বহুধা [illegible] ॥৯
ধর্ম্মশীলা জনপদাঃ সুসমৃদ্ধাশ্চ সাধবঃ।
ন চ বিদ্যাপ্রদানেষু [illegible] ॥১০
ন চ পিত্রা বিবদতে পুত্রা ধর্ম্মবিদো নরাঃ।
[illegible] ॥১১
সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সর্ব্বথা [illegible] মানব।
ন [illegible] কিঞ্চিৎ [illegible]
ভবেৎ ॥১২

ছাড়িলেন ।১

লোমশমুনি উপবিষ্ট সেই ইন্দ্র উপদেশানুসারে স্বকীয় তেজোবলকে নিজ রাজ্যলাভে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন ।২

রাজা যখন আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ আশ্রমে তপস্যা করিতেছিলেন, তখন ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন এবং তিনি ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ তপস্যা করিতেছেন—এইরূপ আলোচনা করিয়া তাঁহাকে সাধনাপ্রয়াসপূর্ব্বক তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিলেন ।৩-৪

দেবগণ বলিলেন—হে রাজন্! (তুমি যদি তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইয়া কেবল রাজ্যই কর, তবে) পৃথিবীতে আকাশচারীরা সর্ব্বদাই স্বর্গী হইয়া সম্ভাবনা দেখা দিবে। তোমার এই পৃথিবীর সর্ব্বই অবনতে শাসন করিয়া থাকে ।৫

ইন্দ্র বলিলেন—তুমি একাগ্রচিত্তে ধর্ম্ম উপার্জ্জন-ব্যাপারে ইহলোকে স্বর্গকে শাসন কর। এইরূপ দুর্ল্লভতর ধর্ম্মা নিজ পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইবে ।৬

তুমি স্বর্গলোকের সেই সম্পদ লাভ করিয়া আমার পরমপ্রিয় সখা হইয়াছিলে। পৃথিবীতে ধর্ম্মালোচনা করিয়া যে যেন, তাঁহাকে তুমি সঙ্গী করিয়া স্বর্গে বাস কর ।৭

তোমারা সকলেই হইয়া তুমি, পুত্রগণ, অমাত্য ও বন্ধুবান্ধব, নিজ প্রাকৃতিক পরিজনের সহিত নিজেদের রক্ষা করিতে সমর্থ, যোগ্য, উত্তম প্রভৃতি ভূমিভাগসমূহের দ্বারা মুক্ত, ধন, ধর্ম্ম ও অর্থ—এক কথায় এই রাজ্যই সকলের অভিলাষপূর্ণ বসুমতী বলা যাইতে পারে; হে রাজন্! তুমি তাহাতেও যেন বাস কর ।৮-৯

জনসমাজে যাহারা অতিশয় ধার্ম্মিক, সাধুদের সংসর্গে রত এবং বেদ-বেদাঙ্গে পারদর্শী হইয়া প্রজা বিদ্যানুরাগী বলে না, তবে এখানে কি করিয়া থাকিবে ।১০

পিতার সহিত পুত্রের কখনও বিবাদ হয় না, অতএব পুত্রগণ পিতা, মাতা ও আচার্য্যের হিতকারী হইয়া থাকে। হে রাজন্! তোমার রাজ্যের প্রজা ভাবুকেরা কখনও রাজার বিরোধ করে না, তাঁর ও

পাঠান্তরম্—(১)—[illegible]।

দেবোপভোগ্যং দিব্যং ত্বামাকাশে স্ফাটিকং মহৎ ।
আকাশগং ত্বাং মদ্দত্তং বিমানমুপপৎস্যতে ।১৩
ত্বমেকঃ সর্বমর্ত্ত্যেষু বিমানবরমাস্থিতঃ ।
চরিষ্যস্যুপরিস্থো হি দেবো বিগ্রহবানিব ।১৪
দদামি তে বৈজয়ন্তীং মালামম্লানপঙ্কজাম্ ।
ধারয়িষ্যতি সংগ্রামে যা ত্বাং শস্ত্রৈরবিক্ষতম্ ।১৫
লক্ষণং চৈতদেবেহ ভবিতা তে নরাধিপ ।
ইন্দ্রমালেতি বিখ্যাতং ধন্যমপ্রতিমং মহৎ ।১৬
যষ্টিঞ্চ বৈণবীং তস্মৈ দদৌ বৃত্রনিষূদনঃ ।
ইষ্টপ্রদানমুদ্দিশ্য শিষ্টানাং প্রতিপালিনীম্ ।১৭
তস্যাঃ শক্রস্য পূজার্থং ভূমৌ ভূমিপতিস্তদা ।
প্রবেশং কারয়ামাস গতে সংবৎসরে [illegible] (১)।১৮
ততঃ প্রভৃতি চাদ্যাপি যষ্ট্যাঃ ক্ষিতিপসত্তমৈঃ ।
প্রবেশঃ ক্রিয়তে রাজন্ যথা তেন প্রবর্তিতঃ * ।১৯
অপরেদ্যুস্তথা চাস্যাঃ ক্রিয়তে উচ্ছ্রয়ো নৃপৈঃ ।
অলঙ্কৃতায়াঃ পিটকৈর্গন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ ভূষণৈঃ ।২০
মাল্যদামপরিক্ষিপ্তা বিধিবৎ ক্রিয়তেঽপি চ ।
ভগবান্ পূজ্যতে চাত্র হাস্যরূপেণ শঙ্করঃ ।২১
স্বয়মেব গৃহীতেন বসোঃ প্রীত্যা মহাত্মনঃ ।
স তাং পূজাং মহেন্দ্রস্তু দৃষ্ট্বা দেবঃ কৃতাং
শুভাম্ ।২২
বসুনা রাজমুখ্যেন প্রীতিমানব্রবীৎ প্রভুঃ ।
যে পূজয়িষ্যন্তি নরা রাজানশ্চ মহং মম ।২৩
কারয়িষ্যন্তি চ মুদা যথা চেদিপতির্নৃপঃ ।
তেষাং শ্রীর্বিজয়শ্চৈব সরাষ্ট্রাণাং ভবিষ্যতি ।২৪

অন্যান্যের পোষণ করে এবং সকল ধর্ম্ম বহন করিতেছে, —এ সকল কথা তোমার কিছুই অবিদিত নাই ।১১-১২

দেবতার উপভোগ্য স্ফটিকনির্মিত আকাশগামী এক দিব্য বিমান আমি তোমাকে দিব; উহা আকাশে তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে ।১৩

মনুষ্যগণের মধ্যে তুমি একমাত্র রাজা হইবে, যে বিগ্রহধারী দেবতার ন্যায় বিমানে চড়িয়া আকাশে বিচরণ করিবে ।১৪

তোমাকে অম্লান পদ্মযুক্ত এই বৈজয়ন্তী মালা দিতেছি; উহা যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাকে অস্ত্র দ্বারা অক্ষত অবস্থায় রক্ষা করিবে ।১৫

হে নরপতে ! এই মালা ইন্দ্রমালানামে খ্যাত হইয়া জগতে তোমার পরিচায়ক ধন্য ও অনুপম চিহ্ন-স্বরূপ হইবে ।১৬

এই কথা বলিয়া বৃত্রনিসূদন দেবরাজ রাজাকে একটি বংশনির্মিত যষ্টি দিলেন, যাহা অভীষ্ট দান করিবার উদ্দেশ্যে শিষ্ট-জন প্রতিপালনের সমর্থ হইবে ।১৭

রাজা উপরিচরবসু একবৎসর পরে বৎসরের শেষ দিনে ইন্দ্রের পূজার জন্য ঐ যষ্টি (লাঠী) মাটিতে গাড়িয়া দিলেন ।১৮

হে রাজন্ ! তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল রাজাই মাটিতে যষ্টি গাড়িয়া থাকেন। এ প্রথা তিনিই প্রথম চালু করেন ।১৯

তার পর দিন অর্থাৎ অপর বৎসরের প্রথম দিন ঐ যষ্টিটিকে গন্ধ, মাল্য ও অলঙ্কার পেটীর দ্বারা সাজাইয়া বিধানে ফুলের মালা পরাইয়া তোলা হয় এবং ঐ স্থলে হাস্যরূপে দেবতা শিবের পূজা করা হয় ।২০—২১

পাঠান্তর ১—(১) —[illegible] তদা ।

* কোন কোন পুস্তকে ১৮ ও ১৯ শ্লোকের মধ্যে শ্লোকদ্বয় অধিক পাঠ দেখা যায়—
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

তথা স্ফীতো জনপদো মুদিতশ্চ ভবিষ্যতি।
এবং মহাত্মনা তেন মহেন্দ্রেণ নরাধিপ ॥২৫
বসুঃ প্রীত্যা মঘবতা মহারাজোঽভিসৎকৃতঃ।
উৎসবং কারয়িষ্যন্তি সদা শক্রস্য যে নরাঃ ॥২৬
ভূমিরত্নাদিভির্দানৈস্তথা পূজ্যা ভবন্তি তে।
বরদানমহাযজ্ঞৈস্তথা শক্রোৎসবেন চ ॥২৭
সম্পূজিতো মঘবতা বসুশ্চেদিপতিস্তদা।
পালয়ামাস ধর্ম্মেণ চেদিস্থঃ পৃথিবীমিমাম্ ॥২৮
ইন্দ্রপ্রীত্যা ভূমিপতিশ্চকারেন্দ্রমহং বসুঃ।
পুত্রাশ্চাস্য মহাবীর্য্যাঃ পঞ্চাসন্নমিতৌজসঃ ॥২৯
নানারাজ্যেষু চ সুতান্ স সম্রাডভ্যষেচয়ৎ।
মহারথো মাগধানাং বিশ্রুতো যো বৃহদ্রথঃ ॥৩০
প্রত্যগ্রহঃ কুশাম্বশ্চ যমাহুর্মণিবাহনম্।
মাবেল্লশ্চ যদুশ্চৈব রাজন্যশ্চাপরাজিতঃ ॥৩১
এতে তস্য সুতা রাজন্ রাজর্ষের্ভূরিতেজসঃ।
ন্যবেশয়ন্নামভিঃ স্বৈস্তে দেশাংশ্চ পুরাণি চ ॥৩২
বাসবাঃ পঞ্চ রাজানঃ পৃথগ্বংশাশ্চ শাশ্বতাঃ।
বসন্তমিন্দ্রপ্রাসাদে আকাশে স্ফাটিকে চ তম্ ॥৩৩
উপতস্থুর্মহাত্মানং গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নৃপ।
রাজোপরিচরেত্যেবং নাম তস্যাথ বিশ্রুতম্ ॥৩৪

রাজা উপরিচরবসু সেই অভিপূর্ব্ব পূজা ইন্দ্রদেব স্বয়ংই গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবরাজও সেই পূজা গ্রহণ করিয়া দেখিয়া তাঁহাকে প্রসন্নমনে বলিলেন—আজ চেদিরাজ বসু আমার যেভাবে পূজা করিলেন, পরবর্ত্তী কালেও যে সকল রাজা এইরূপে আমার পূজা করিবে, তাহারা শ্রীযুক্ত ও বিজয়লাভ করিবে এবং তাহাদের রাজ্যও বৃদ্ধি পাইবে।২২-২৪

শুধু ইহাই নয়, সেই রাজাদের সমস্ত জনপদ সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উন্নত হইবে এবং প্রজাগণ সর্ব্বদাই হৃষ্ট থাকিবে।

ইন্দ্র এইরূপ বর দিলে রাজা বসু পরম প্রীত হইয়া বিশেষভাবে ইন্দ্রের সৎকার করিলেন। তদবধি যেসকল মনুষ্য বা রাজারা ইন্দ্রের ঐরূপ উৎসব অনুষ্ঠান করিবে এবং ঐ উৎসবে রত্ন, ভূমি, বা ধেনু দান করিবে, তাহারা মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের ফলের ন্যায় উৎসবের ও পূজার ফলে পরলোকেও বিশেষভাবে পূজিত হইবে।২৫-২৭

তখন ইন্দ্র কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া রাজা উপরিচর বসু চেদিরাজ্যে থাকিয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন।২৮

ইন্দ্রের প্রীতির জন্য চেদিপতি বসু ইন্দ্রের উৎসব বিশেষভাবে প্রতিবৎসর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এইভাবে রাজ্য করিতে করিতে তাঁহার অমিততেজস্বী মহাবীর্য্যশালী পাঁচটি পুত্র জন্মিল।২৯

পৃথিবীর সম্রাট্ বসু সেই চেদিরাজ তাঁহার পাঁচটি পুত্রকে বিভিন্ন রাজ্যে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম পুত্র বৃহদ্রথ মগধ রাজ্যে অভিষিক্ত হইল।৩০

তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের নাম প্রত্যগ্রহ, তৃতীয় পুত্রের নাম কুশাম্ব, যাহার অপর নাম ছিল মণিবাহন, চতুর্থ পুত্রের নাম মাবেল্ল এবং পঞ্চম পুত্রের নাম যদু, যিনি যুদ্ধে কখনও পরাজিত হইতেন না।৩১

হে রাজন্! অতিতেজস্বী রাজর্ষি উপরিচরের ঐ পাঁচটি পুত্র নিজ নিজ নামে রাজ্যস্থাপন করিয়া দেশ ও নগর বসাইলেন।৩২

---

* কোন কোন আদর্শপুস্তকে ২২ শ্লোকের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি অধিক দেখা যায়,—
অলঙ্কৃতা পিটকৈর্গন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ ভূষণৈঃ। মাল্যদামপরিক্ষিপ্তা বিধিবৎ ক্রিয়তেঽপি চ ॥১॥
ভগবান্ পূজ্যতে চাত্র হংসরূপেণ শঙ্করঃ। স্বয়মেব গৃহীতেন বসোঃ প্রীত্যা মহাত্মনঃ ॥২॥
[illegible] ॥৩॥
[illegible] ॥৪॥

পুরোপবাহিনীং তস্য নদীং শুক্তিমতীং গিরিঃ ।
অরৌৎসীচ্চেতনাযুক্তঃ কামাৎ কোলাহলঃ কিল ॥৩৫
গিরিং কোলাহলং তং তু পদা বসুরতাড়য়ৎ ।
নিশ্চক্রাম ততস্তেন প্রহারবিবরেণ সা ॥৩৬
তস্যাং নদ্যামজনয়ন্মিথুনং পর্ব্বতঃ স্বয়ম্ ।
তস্মাদ্ বিমোক্ষণাৎ প্রীতা নদী রাজ্ঞে ন্যবেদয়ৎ ॥৩৭
যঃ পুমানভবৎ তত্র তং স রাজর্ষিসত্তমঃ ।
বসুর্বসুপ্রদশ্চক্রে সেনাপতিমরিন্দমঃ ॥৩৮
চকার পত্নীং কন্যাং তু তথা তাং গিরিকাং নৃপঃ ।
বসোঃ পত্নী তু গিরিকা কামকালং ন্যবেদয়ৎ ॥৩৯
ঋতুকালমনুপ্রাপ্তা স্নাতা পুংসবনে শুচিঃ ।
তদহঃ পিতরশ্চৈনমূচুর্জহি মৃগানিতি ॥৪০
তং রাজসত্তমং প্রীতাস্তদা মতিমতাং বর ।
স পিতৄণাং নিয়োগং তমব্যতিক্রম্য পার্থিবঃ ॥৪১
চচার মৃগয়াং কামী গিরিকামেব সংস্মরন্ ।
অতীবরূপসম্পন্নাং সাক্ষাচ্ছ্রিয়মিবাপরাম্ ॥৪২
অশোকৈশ্চম্পকৈশ্চূতৈরনেকৈরতিমুক্তকৈঃ ।
পুন্নাগৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ বকুলৈর্দিব্যপাটলৈঃ ॥৪৩
পাটলৈর্নারিকেলৈশ্চ চন্দনৈশ্চার্জ্জুনৈস্তথা ।
এতৈ রম্যৈর্মহাবৃক্ষৈঃ পুণ্যৈঃ স্বাদুফলৈর্যুতম্ ॥৪৪

বসু এই [illegible] বিভিন্ন দেশে স্থাপন করিয়া নিজ নিজ [illegible] প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেইখানে বসু ইন্দ্রপ্রদত্ত সেই বিমানে আকাশেই বিচরণ করিতেন। ঐ সময় তাঁহার নিকট গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ উপস্থিত হইতেন। তিনি সর্ব্বদা বিমানে আকাশেই বিচরণ করিতেন বলিয়া তিনি উপরিচর নামে বিখ্যাত হইলেন।৩৪-৩৫

রাজা বসুর রাজধানীর নিকটে শুক্তিমতীনামে এক নদী প্রবাহিত ছিল। কোলাহলনামক এক সচেতন পর্ব্বত কামবশে বিহারশালিনী ঐ নদীর অবরোধ করিল।৩৫

তখন রাজা বসু সেই পর্ব্বতকে পদাঘাত করিলেন, তাহাতে পর্ব্বতের মধ্যে ছিদ্র হইল এবং সেই ছিদ্র দিয়া ঐ নদী বহিতে লাগিল।৩৬

ঐ পর্ব্বত স্বয়ং ঐ নদীর গর্ভে একটী পুত্র ও একটী কন্যা উৎপাদন করিল। রাজা বসু তাহাকে পর্ব্বতের অবরোধ হইতে মুক্ত করায় নদী প্রীত হইয়া রাজাকে সেই পুত্র ও কন্যা সমর্পণ করিল।৩৭

অরাতিনাশক রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ বসু উহাদের যেটী পুত্র ছিল, তাহাকে নিজ সেনাপতি করিলেন।৩৮

কন্যাটিকে বসু নিজ পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন, তাহার নাম গিরিকা। একদিন বসুপত্নী গিরিকা ঋতুস্নাতা হইয়া পুত্রোৎপাদনার্থ নির্জনে থাকিয়া অবনতমস্তকে রাজা বসুকে ঋতুকালের কথা জ্ঞাপন করত সমাগমের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সে ঋতুটিও ছিল বসন্তকাল। সেই দিনই রাজার পিতৃপুরুষগণ রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মৃগ বধ করিতে আদেশ করিলেন। রাজা পিতৃগণের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সাক্ষাৎ অপরা লক্ষ্মীর ন্যায় অতীব রূপবতী গিরিকাকে স্মরণ করিতে করিতে মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলেন।৩৯-৪২

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

কোকিলাকুলসন্নাদং [illegible] ।
[illegible] [illegible] মনঃ [illegible] ॥৪৫

[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥৪৬

[illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥৪৭

[illegible] তত্র [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥৪৮

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
তত্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥৪৯

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] বিনা যে ন [illegible] [illegible] ॥৫০

ইদং [illegible] [illegible] [illegible] যে ন [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥

[illegible] [illegible] [illegible] চ পুনঃ পুনঃ ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥৫২

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥৫৩

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥৫৪

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥৫৫

রাজা যখন [illegible] [illegible] হইলেন, তখন [illegible] ছিল; যে বনে দুষ্মন্ত [illegible], ঐ বনটি [illegible] [illegible] বলিয়া [illegible]; এবং উহা অশোক, চম্পক, আম্র, মাধবীলতা ([illegible]), [illegible] ([illegible]) [illegible], বকুল, পাটল, [illegible], [illegible], [illegible] এবং [illegible] প্রভৃতি অনেক [illegible] [illegible] পুষ্প [illegible] পরিপূর্ণ ছিল এবং সেখানে কোকিল, ময়ূর [illegible] [illegible] করিতেছিল।৪০-৪৪

ঐরূপ [illegible] [illegible] রাজা [illegible] [illegible] হইয়া পড়িলেন; কিন্তু সেখানে [illegible] [illegible] হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। ঐরূপে [illegible] হইয়া তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বনের ও পুষ্পে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন এবং উহার পুষ্প ও [illegible] [illegible] হইয়া উহার [illegible] ফুল উপভোগ করিলেন।৪৫-৫০

[illegible] বায়ু দ্বারা সেবিত হইয়া রাজার মনে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জন্মিল এবং সেই সময়েই [illegible] [illegible] রাজার দৃষ্টি পতিত হইল।৫১

[illegible] [illegible] [illegible] রাজা দুষ্মন্ত সেই বীথি [illegible] করিলেন; [illegible] [illegible] [illegible] বীথি [illegible] [illegible] না [illegible]—ঐরূপ অভিপ্রায় রাজার মনে ছিল।৫৩

আশ্রম [illegible] এই বীথি [illegible] না হইল এবং [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] ঐরূপ [illegible] করিয়া এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে পারে উহা পুনঃ পুনঃ বিচার করত রাজর্ষি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিবার উদ্দেশ্যে [illegible] ঐরূপ [illegible] করিলেন এবং [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] রাজা সেই বীথিতে [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] ॥১॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] ॥২॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] ॥৩॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] ॥৪॥

ততঃ শ্যেনস্তদাদায় উৎপপাত বিহঙ্গমঃ।
তমপশ্যদথায়ান্তং শ্যেনং শ্যেনস্তথাপরঃ ॥৪৬
অভ্যদ্রবচ্চ তং সদ্যো দৃষ্ট্বৈবামিষশঙ্কয়া।
তুণ্ডযুদ্ধমথাকাশে তাবুভৌ সম্প্রচক্রতুঃ ॥৪৭
যুধ্যতোরপতদ্ রেতস্তচ্চাপি যমুনাম্ভসি।
তত্রাদ্রিকেতি বিখ্যাতা ব্রহ্মশাপাদ্ বরাপ্সরাঃ ॥৪৮
মীনভাবমনুপ্রাপ্তা বভূব যমুনাচরী।
শ্যেনপাদপরিভ্রষ্টং তদ্ বীর্য্যমথ বাসবম্ ॥৪৯
জগ্রাহ তরসোপেত্য সাদ্রিকা মৎস্যরূপিণী।
কদাচিদথ মৎসীং তাং ববন্ধুর্মৎস্যজীবিনঃ ॥৫০
মাসে চ দশমে প্রাপ্তে তদা ভরতসত্তম।
উজ্জহ্রুরুদরাৎ তস্যাঃ স্ত্রীপুমাংসঞ্চ মানুষম্ ॥৫১
আশ্চর্য্যভূতং তদ্ গত্বা রাজ্ঞেঽথ প্রত্যবেদয়ন্।
কায়ে মৎস্যা ইমৌ রাজন্ সম্ভূতৌ মানুষাবিতি ॥৫২
তয়োঃ পুমাংসং জগ্রাহ রাজোপরিচরস্তদা।
স মৎস্যো নাম রাজাসীদ্ ধার্ম্মিকঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥৫৩
সাপ্সরা মুক্তশাপা চ ক্ষণেন সমপদ্যত।
যা পুরোক্তা ভগবতা তির্য্যগ্যোনিগতা শুভে ॥৫৪
মানুষৌ জনয়িত্বা ত্বং শাপমোক্ষমবাপ্স্যসি।
ততঃ সা জনয়িত্বা তৌ বিশস্তা মৎস্যঘাতিনা ॥৫৫
সন্ত্যজ্য মৎস্যরূপং সা দিব্যং রূপমবাপ্য চ।
সিদ্ধর্ষিচারণপথং জগামাথ বরাপ্সরাঃ ॥৫৬
সা কন্যা দুহিতা তস্যা মৎস্যা মৎস্যসগন্ধিনী।
রাজ্ঞা দত্তা চ দাশায় কন্যেয়ং তে ভবত্বিতি ॥৫৭

ছিল। আকাশচারী সম্মুখে অবস্থিত শ্যেনপক্ষীকে বলিলেন—"হে শ্যেন! হে সৌম্য! তুমি আমার প্রিয় কার্য্যসাধন করিবার জন্য এই বীর্য্যকে লইয়া আমার পত্নীকে অর্পণ কর; আমার পত্নীর আজ ঋতুকাল।" রাজার কথা শুনিয়া শ্যেন তৎক্ষণাৎ সেই রাজবীর্য্য লইয়া আকাশে উঠিল এবং বেগে গমন করিতে লাগিল ॥৩১-৪৫

তীর বেগে যখন সেই শ্যেন দূরে উড়িয়া যাইতেছিল, তখন অপর এক শ্যেন পাখী তাহাকে আসিতে দেখিল ॥৪৬

তাহার মুখে আমিষ আছে মনে করিয়া অপর শ্যেনটী তাহার দিকে ধাবিত হইল; উভয়ের মধ্যে তুণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥৪৭

তাহারা যখন যুদ্ধ করিতেছিল, তখন শ্যেনের পা হইতে রাজবীর্য্য যমুনাজলে পতিত হইল, সেই যমুনাজলে অদ্রিকা নাম্নী এক সুন্দরী অপ্সরা ব্রহ্মশাপে মীনত্ব প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। মৎস্যরূপিণী সেই অদ্রিকা শ্যেনপাদচ্যুত সেই বসুর বীর্য্য সহসা আসিয়া মুখে করিয়া গ্রহণ করিল। অনন্তর কোন সময়ে সেই মৎসীটিকে ধীবরগণ আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। দশম মাসে ধৃত সে মৎসীর পেট হইতে একটী স্ত্রী ও একটী পুরুষ উদ্ধার করিল ॥৪৮-৫১

এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইয়া ধীবরগণ ঐ স্ত্রী-পুরুষ দুইটিকেই রাজার নিকটে সমর্পণ করিয়া বলিল—হে রাজন্! এই মৎসীর পেটে ইহারা উৎপন্ন হইয়াছে ॥৫২

রাজা উপরিচর তাহাদের মধ্যে পুরুষ সন্তানটী গ্রহণ করিলেন। তিনি পরবর্তী কালে সত্যপ্রতিজ্ঞ ধার্ম্মিক মৎস্যরাজ নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ॥৫৩

সেই অপ্সরাও সেই মুহূর্ত্তেই শাপমুক্ত হইল। শাপদাতা ব্রাহ্মণ শাপ দিবার সময়েই তাহাকে শাপমুক্তির উপায় বলিয়া দিয়াছিলেন—"তুমি দুইটী মানুষ সন্তান প্রসব করিবামাত্রই তোমার শাপমুক্তি হইবে।" সেই সন্তানদ্বয় প্রসব করিবার পর

সিদ্ধর্ষিচারণপথম্ [illegible]। [illegible] ॥৫৬

[illegible] ।
[illegible] ।১৮
[illegible] ।
[illegible] ।১৯

[illegible] যখন [illegible] বিসর্জিত করিল, তখন [illegible] সেই [illegible] বিদুরের [illegible] প্রদান করিল ।১৮-১৯

[illegible] পরিপূর্ণা [illegible] রাজা [illegible] দিয়া [illegible]—[illegible] ।২০

[illegible] হইলেন বটে, কিন্তু [illegible] ।

তীর্থযাত্রায়াং [illegible] ।
[illegible] ।২০
[illegible] ।
[illegible] ।২১

এই [illegible] পরিচিত হইয়া তিনি বিদুরকে [illegible] করিয়া [illegible] হইলেন এবং [illegible] করিয়া [illegible] তিনি [illegible] লাগিলেন ।২২-২৩

এই সময়ে [illegible] তীর্থযাত্রা [illegible] হইতে [illegible] হইয়া [illegible] সেই [illegible] ।২৪

[illegible] হইয়া [illegible] দিয়া [illegible] ।২৫

[illegible]

[illegible] ।
[illegible] ॥

[illegible] ।

[illegible] ।
[illegible] ॥

[illegible] ।

[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ॥

[illegible] ।

[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥

[illegible] ।

[illegible] ।
[illegible] ॥

[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥১০
[illegible] ।
[illegible] ॥১১
[illegible] ।
[illegible] ॥১২
[illegible] ।
[illegible] ॥১৩
[illegible] ।
[illegible] ॥১৪
[illegible] ।
[illegible] ॥১৫
[illegible] ।
[illegible] ॥১৬

সঙ্গমং মম কল্যাণি [illegible]।
[illegible] ভগবন্ [illegible] [illegible]॥৭২
[illegible] [illegible] কথং তু তাং [illegible]।
এবং [illegible] ভগবান্ [illegible] প্রভুঃ॥৭৩
[illegible] [illegible] ন [illegible] [illegible]।
[illegible] তু [illegible] [illegible] [illegible]॥৭৪

মদয়ন্ত্যুবাচ।

[illegible] নামতঃ কন্যা [illegible] চ তপস্বিনী।
[illegible] ভগবন্ [illegible] [illegible]॥৭৫

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] কথং [illegible] [illegible]॥৭৬
[illegible] [illegible] [illegible] ন [illegible]।
এবং [illegible] ভগবন্ [illegible] [illegible]॥৭৭

[illegible] তু [illegible]।
[illegible] [illegible] কৃত্বা [illegible] [illegible]॥৭৮

[illegible] চ [illegible] [illegible] [illegible]।
কৃত্বা হি ন [illegible] [illegible] [illegible]॥৭৯

তিনি বলিলেন—"হে কল্যাণি! তুমি আমার সহিত সঙ্গম কর।" [illegible] সেই কথা বলিল—হে ভগবন্! এই শরীর [illegible] [illegible] যদি [illegible] আছেন। [illegible] আমাকে [illegible] দেখিয়াছেন। এখন আমার কি করিয়া [illegible] [illegible]? এই কথা শুনিয়া সেই [illegible] [illegible] [illegible] সৃষ্টি করিলেন॥৭২-৭৪

[illegible] [illegible] সেই [illegible] [illegible] হইল। যদি [illegible] সেই [illegible] [illegible] সেই কথা বিস্মৃত হইল এবং [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] হইল॥৭৫

মদয়ন্তী বলিল—হে ভগবন্! আপনি আমাকে [illegible] [illegible] থাকিবেন। আপনার প্রভাবে আমার [illegible] না হইবে। আমার [illegible] না হইলে হে ভগবন্! আমি এখন কেমন করিয়া গমন করিব এবং [illegible] কিরূপে অবস্থান করিব? ইহা চিন্তা করিয়া আপনি আমার [illegible] বিধান করুন॥৭৬-৭৭

মদয়ন্তী এইরূপ বলিলে [illegible] [illegible] হইয়া বলিলেন—আমার [illegible] সন্তান [illegible] তোমার [illegible] [illegible] থাকিবে। হে ভাবিনি! তুমি যথাভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আমার [illegible] [illegible] [illegible] নাই॥৭৮-৭৯

[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥৮০
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] তু [illegible] [illegible] [illegible]॥৮১
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]॥৮২
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]॥৮৩
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]॥৮৪

একদা [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥৮৫
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]॥৮৬
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]॥৮৭
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]॥৮৮
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]॥৮৯

এবমুক্তা বরং বব্রে গাত্রসৌগন্ধ্যমুত্তমম্ ।
স চাস্যৈ ভগবান্ প্রাদান্মনসঃ কাঙ্ক্ষিতং প্রভুঃ ॥৮০

ততো লব্ধবরা প্রীতা স্ত্রীভাবগুণভূষিতা ।
জগাম সহ সংসর্গমৃষিণাদ্ভুতকর্মণা ॥৮১

তেন গন্ধবতীত্যেবং নামাস্যাঃ প্রথিতং ভুবি ।
তস্যাস্তু যোজনাদ্ গন্ধমাজিঘ্রন্ত নরা ভুবি ॥৮২
তথা যোজনগন্ধেতি ততো নামাপরং স্মৃতম্ ।
ইতি সত্যবতী হৃষ্টা লব্ধ্বা বরমনুত্তমম্ ॥৮৩
পরাশরেণ সংযুক্তা সদ্যো গর্ভং সুষাব সা ।
জজ্ঞে চ যমুনাদ্বীপে পারাশর্য্যঃ স বীর্য্যবান্ ॥৮৪
স মাতরমনুজ্ঞাপ্য তপস্যেব মনো দধে ।
স্মৃতোঽহং দর্শয়িষ্যামি কৃত্যেষ্বিতি চ সোঽব্রবীৎ ॥৮৫

এবং দ্বৈপায়নো জজ্ঞে সত্যবত্যাং পরাশরাৎ ।
ন্যস্তো দ্বীপে স যদ্ বালস্তস্মাদ্ দ্বৈপায়নঃ স্মৃতঃ ॥৮৬
(ততঃ সত্যবতী হৃষ্টা জগাম স্বং নিবেশনম্ ।
তস্যাস্তু যোজনাদ্ গন্ধমাজিঘ্রন্তি নরা ভুবি ।
দাশরাজস্তু তদ্গন্ধমাজিঘ্রন্ প্রীতিমাপ্তবান্ ।

দাশ উবাচ ।

দাশাধিপতিকন্যেতি কথং বালে সুগন্ধতা ।
অপাস্য মৎস্যগন্ধত্বং কেন দত্তা সুগন্ধতা ॥

সত্যবত্যুবাচ ।

শক্তেঃ পুত্রো মহাপ্রাজ্ঞঃ পরাশর ইতি স্মৃতঃ ।
নাবং বাহয়মানায়া মম দৃষ্ট্বা স্মরার্দিতঃ ।
অপাস্য মৎস্যগন্ধত্বং যোজনাদ্ গন্ধতাং দদৌ ।
ঋষেঃ প্রসাদং দৃষ্ট্বা তু জনাঃ প্রীতিমুপাগমন্ ॥)

পরাশর এই কথা বলিলে, সেই কন্যা নিজ শরীরে সৌরভের বর প্রার্থনা করিল। তখন ভগবান্ পরাশর তাহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন ॥৮০

ঋষির নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া সত্যবতী সন্তোষিত স্ত্রীভাবে বিভূষিত হইয়া সেই অদ্ভুতকর্ম্মা ঋষির সঙ্গতা হইল ॥৮১

ঋষির বরে সেই সময় হইতে তাহার নাম 'গন্ধবতী' হইল। এক যোজন দূর হইতে মনুষ্যগণ তাহার শরীরের গন্ধ আঘ্রাণ করিতে লাগিল। এজন্য তাহার অপর নাম হইল 'যোজনগন্ধা'। পরাশরমুনির নিকট এইরূপ বর লাভ করিয়া সত্যবতী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সদ্যই গর্ভধারণ করত সন্তান প্রসব করিলেন। সেই যমুনাদ্বীপমধ্যে এইরূপে পরাশরনন্দন বীর্য্যবান্ দ্বৈপায়নের জন্ম হইল ॥৮২-৮৪

দ্বৈপায়ন জননীর অনুমতি গ্রহণ করত তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। যাইতে বলিয়া গেলেন—'বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে স্মরণ করিলে আমি আসিব' ॥৮৫

এইরূপে পরাশরমুনির ঔরসে ও সত্যবতীর গর্ভে দ্বৈপায়নের জন্ম হইল। যেহেতু তিনি দ্বীপমধ্যে প্রসূত হইয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি 'দ্বৈপায়ন' নামে খ্যাত হইলেন ॥৮৬

(অনন্তর সত্যবতী আনন্দিতচিত্তে নিজ গৃহে গমন করিলেন। তাঁহার শরীর হইতে এমন সৌরভ নির্গত হইতেছিল যে, এক যোজন (৪ ক্রোশ) দূর হইতেও লোকে সে গন্ধ আঘ্রাণ করিতেছিল। দাশরাজও তাহার শরীরের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া পরম প্রীত হইলেন।

দাশ বলিল—তোমাকে দাশ-কন্যা বলে, কিন্তু তোমার শরীরে এই সুগন্ধ কোথা হইতে আসিল? মৎস্যগন্ধ দূর করিয়া তোমার শরীরে এই সুগন্ধ কে সম্পাদন করিল?

পাদাপসারিণং ধর্মং স তু বিদ্বান্ যুগে যুগে।
আয়ুঃ শক্তিঞ্চ মর্ত্যানাং যুগাবস্থামবেক্ষ্য চ(১)॥৮৭
ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণানাঞ্চ তথানুগ্রহকাম্যয়া।
বিব্যাস বেদান্ যস্মাৎ স তস্মাদ্ ব্যাস ইতি স্মৃতঃ॥৮৮
বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্।
সুমন্তুং জৈমিনিং পৈলং শুকং চৈব স্বমাত্মজম্॥৮৯
প্রভুর্বরিষ্ঠো বরদো বৈশম্পায়নমেব চ।
সংহিতাস্তৈঃ পৃথক্ত্বেন ভারতস্য প্রকাশিতাঃ॥৯০
তথা ভীষ্মঃ শান্তনবো গঙ্গায়ামমিতদ্যুতিঃ।
বসুবীর্যাৎ সমভবন্মহাবীর্যো মহাযশাঃ॥৯১

সত্যবতী বলিলেন—মহর্ষি পূর্বে [illegible] আমাকে বর দান [illegible] প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তখন তিনি আমার এই শরীর [illegible] দূর করিয়া আমার শরীরে এই সৌরভ প্রদান করিয়াছেন। অতএব এই প্রকার বর [illegible] সকল [illegible] প্রাপ্ত করিলেন।)

[illegible] এক পরম ধার্মিক [illegible] এবং [illegible] ক্রমশঃ [illegible] পিতা ও মাতার অনুমতি লইয়া [illegible] করিলেন। এইজন্য তাঁহার নাম হইল 'ব্যাস'॥৮৭-৮৮

মহাত্মা ব্যাসদেব সকল বেদ পৃথক্ করিয়াছেন, সেই চারিবেদকে (ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব) তিনি ক্রমশঃ সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল ও শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইলেন এবং বৈশম্পায়নকে এই মহাভারত পড়াইলেন। তাহাদিগের দ্বারা এই ভারতের পৃথক্ পৃথক্ সংহিতা প্রকাশিত হইয়াছিল॥৮৯-৯০

এইরূপ মহাবীর্যশালী ও মহাযশস্বী শান্তনুনন্দন ভীষ্ম বসুর অংশে গঙ্গার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন॥৯১

বেদার্থবিচ্চ ভগবানৃষির্বিপ্রো মহাযশাঃ।
শূলে প্রোতঃ পুরাণর্ষিরচোরশ্চোরশঙ্কয়া॥৯২
অণীমাণ্ডব্য ইতি বৈ বিখ্যাতঃ স মহাযশাঃ।
স ধর্মমাহূয় পুরা মহর্ষিরিদমুক্তবান্॥৯৩
ইষীকয়া ময়া বাল্যাদেকা বিদ্ধা শকুন্তিকা।
তৎ কিল্বিষং স্মরে ধর্ম নান্যৎ পাপমহং স্মরে॥৯৪
তন্মে সহস্রসমিতং কস্মান্নেহাজয়ৎ তপঃ।
গরীয়ান্ ব্রাহ্মণবধঃ সর্বভূতবধাদ্ যতঃ॥৯৫
তস্মাৎ ত্বং কিল্বিষী ধর্ম (২) শূদ্রযোনৌ জনিষ্যসি।
তেন শাপেন ধর্মোঽপি শূদ্রযোনাবজায়ত॥৯৬

প্রাচীন কালের কথা এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়,—মহাযশস্বী বেদার্থবিৎ ব্রাহ্মণ পুরাতন ঋষি মাণ্ডব্য চোরশঙ্কায় দণ্ডিত হইয়া শূলে আরোপিত হইয়াছিলেন। অণীমাণ্ডব্য নামে পরিচিত হইয়া তিনি জগতে মহাযশ অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি ধর্মকে আহ্বান করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন—"হে ধর্ম! আমি বাল্যকালে একটি পক্ষিকে শরকাঠির দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলাম। এই একটি মাত্র পাপের কথাই আমার স্মরণ আছে, অন্য কোন পাপের কথা তো আমার স্মরণ হয় না। কিন্তু তাহার সহস্রগুণ তপস্যা করিয়াছি। আমার সেই তপস্যা [illegible] এই ক্ষুদ্র পাপটী [illegible] হয় নাই ইহা বড়ই আশ্চর্যের কথা। সমস্ত প্রাণিবধের চেয়ে ব্রাহ্মণবধ গুরুতর। (অথচ তাহাই আমার [illegible] হইয়াছে) অতএব তুমি (আমাকে [illegible]) পাপকারী হইয়াছ। হে ধর্ম! অতএব [illegible] শূদ্রযোনিতে জন্মিতে হইবে।" সেই [illegible]

পাঠান্তর।—(১) যুগাবস্থাং সমীক্ষ্য চ।

পাঠান্তর।—(২) তস্মাৎ ত্বং কিল্বিষাদ্ধর্ম—।

বিবান্ বিদ্যাবলেন ধাতা [illegible] (১)।
[illegible] পূর্বিকায় [illegible] [illegible] ।৯৭
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মহাত্মনঃ ।
[illegible] [illegible] বিষ্ণু [illegible] ।৯৮
[illegible] লোকানাং বিষ্ণুর্লোক[illegible] ।
[illegible] তু [illegible] [illegible] ।৯৯
[illegible] [illegible] ন কর্তা [illegible] প্রভুঃ ।
[illegible] [illegible] [illegible] ত্রিগুণাত্মকম্ ।১০০
[illegible] চৈব [illegible] [illegible] প্রভুম্ ।
পুরুষং বিশ্বকর্মাণং [illegible] [illegible] ।১০১
[illegible] [illegible] [illegible] প্রভুম্ ।
[illegible] [illegible] [illegible] ।১০২
কেবলাঃ বিশ্বদেব [illegible] ।
পুরুষঃ স বিভুঃ কর্তা সর্বভূতপিতামহঃ ।১০৩
[illegible] (২) [illegible] ।
[illegible] তু [illegible] [illegible] ।১০৪
[illegible] ৮ [illegible] ।
[illegible] [illegible] ।১০৫
[illegible] ৯ [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ।১০৬
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ।১০৭
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] ।১০৮

[illegible] [illegible] পূর্ব্বোল্লিখিত [illegible] [illegible] ।৯২-৯৬

তিনি বিষ্ণু নামে পরিচিত এবং বিষ্ণু ও [illegible] [illegible] শরীর [illegible] অবস্থান করিয়াছেন। ঐ সমস্ত [illegible] [illegible] [illegible] ভূমিকা [illegible] হয় ।৯৭

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, সে সকলের [illegible] [illegible] করিয়া ও সকলের [illegible] [illegible] [illegible] আবির্ভূত হইয়াছিলেন ।৯৮

[illegible] [illegible] ভগবান্ বিষ্ণু ঐ সময়ে [illegible] [illegible] [illegible] ও দেবতার [illegible] আবির্ভূত হইয়াছিলেন ।৯৯

[illegible] ও [illegible] ভগবান্ বিষ্ণুই [illegible] কর্তা ও প্রভু। তিনিই [illegible], [illegible] এবং [illegible] (প্রকৃতি) [illegible] ।১০০

[illegible] [illegible] [illegible], প্রকৃতি [illegible] [illegible], [illegible], প্রভু, পুরুষ, বিশ্বকর্মা, [illegible], অজ, অক্ষর, [illegible], [illegible], [illegible], প্রভু নারায়ণ, ব্রহ্মা, যম, [illegible], [illegible], [illegible], বিষ্ণু, [illegible], [illegible] আদি [illegible] করা হয়। [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] ।১০১-১০৩

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আবির্ভূত হইয়াছেন। [illegible] [illegible] (কৃষ্ণ ও বলরাম)। [illegible] এবং [illegible] ।১০৪

[illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছেন ।১০৫

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়েন [illegible] [illegible] [illegible] ।১০৬

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও পুরুষ [illegible] [illegible] উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের মধ্যে পুরুষের নাম [illegible] এবং [illegible] নাম [illegible] ।১০৭

পাঠান্তর :—(১) [illegible] বিবিধ [illegible] ।

পাঠান্তর :—(২) [illegible]

বৈতানে কর্মণি ততঃ পাবকাৎ সমজায়ত।
বীরো দ্রোণবিনাশায় ধনুষা সহ বীর্যবান্ ॥১০৯

বেদ্যাশ্চ(১) তথা কৃষ্ণাপি জজ্ঞে তেজস্বিনী শুভা।
বিভ্রাজমানা বপুষা বিভ্রতী রূপমুত্তমম্ ॥১১০

প্রহ্লাদশিষ্যো নগ্নজিৎ সুবলশ্চাভবৎ ততঃ।
তস্য প্রজা ধর্মহন্ত্রী জজ্ঞে দেবপ্রকোপনাৎ ॥১১১

গান্ধাররাজপুত্রোঽভূচ্ছকুনিঃ সৌবলস্তথা।
দুর্যোধনস্য জননী জজ্ঞাতেঽর্থবিশারদৌ ॥১১২

কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদেব ধৃতরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ।
ক্ষেত্রে বিচিত্রবীর্যস্য পাণ্ডুশ্চৈব মহাবলঃ ॥১১৩

ধর্মার্থকুশলো ধীমান্ মেধাবী ধূতকল্মষঃ।
বিদুরঃ শূদ্রযোনৌ তু জজ্ঞে দ্বৈপায়নাদপি ॥১১৪

পাণ্ডোস্তু জজ্ঞিরে পঞ্চ পুত্রা দেবসমাঃ পৃথক্।
বয়োজ্যেষ্ঠো গুণজ্যেষ্ঠস্তেষামাসীদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ॥১১৫

ধর্মাদ্ যুধিষ্ঠিরো জজ্ঞে মারুতাচ্চ বৃকোদরঃ।
ইন্দ্রাদ্ ধনঞ্জয়ঃ শ্রীমান্ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥১১৬

জজ্ঞাতে রূপসম্পন্নাবশ্বিভ্যাং তু যমাবপি।
নকুলঃ সহদেবশ্চ গুরুশুশ্রূষণে রতৌ ॥১১৭

তথা পুত্রশতং জজ্ঞে ধৃতরাষ্ট্রস্য ধীমতঃ।
দুর্যোধনপ্রভৃতয়ো যুযুৎসুঃ করণস্তথা ॥১১৮

ততো দুঃশাসনশ্চৈব দুঃসহশ্চাপি ভারত।
দুর্মর্ষণো বিকর্ণশ্চ চিত্রসেনো বিবিংশতিঃ ॥১১৯

জয়ঃ সত্যব্রতশ্চৈব পুরুমিত্রশ্চ ভারত।
বৈশ্যাপুত্রো যুযুৎসুশ্চ একাদশ মহারথাঃ ॥১২০

দ্রোণের ঔরসেই মহাবলশালী অশ্বত্থামার জন্ম হয়। এইরূপ যজ্ঞের নিমিত্ত প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে অগ্নিতুল্য তেজস্বী ধৃষ্টদ্যুম্ন জন্ম লন। সেই বীর দ্রোণবিনাশের নিমিত্ত ধনুর সহিত আবির্ভূত হন ॥১০৮-১০৯

সেই এই যজ্ঞবেদী হইতে মনোহরাঙ্গী তেজস্বিনী কৃষ্ণা অনুপম রূপে চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়াই আবির্ভূতা হইলেন ॥১১০

প্রহ্লাদের শিষ্য নগ্নজিৎ গান্ধাররাজ সুবলরূপে জন্মগ্রহণ করেন। দেবতার কোপে তাঁহার সন্তানেরা ধর্মনাশের কারণ হইয়াছিল। গান্ধাররাজ সুবলের পুত্ররূপে হইয়াছেন শকুনি এবং কন্যারূপিণী হইয়াছেন দুর্যোধনের জননী গান্ধারী। উভয় ভ্রাতা ভগিনীই অর্থশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন ॥১১১-১১২

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি বেদব্যাসের ঔরসে এবং বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে (পত্নী গর্ভে) রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও মহাবলশালী পাণ্ডু জন্ম লন ॥১১৩

ধর্ম ও অর্থশাস্ত্রে নিপুণ বুদ্ধিমান্ মেধাবী, নিষ্পাপ বিদুর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঔরসে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন ॥১১৪

পাণ্ডুর দেবতুল্য পাঁচটি পুত্র হয়, তাঁহাদের সকলের মধ্যে যুধিষ্ঠির গুণে ও জন্মে জ্যেষ্ঠ ছিলেন ॥১১৫

ধর্মের (যমের) ঔরসে যুধিষ্ঠির, বায়ুর ঔরসে বৃকোদর (ভীম) এবং ইন্দ্রের ঔরসে সর্বধনুর্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয়ের জন্ম হয়। এইরূপ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে গুরুশুশ্রূষানিরত নকুল ও সহদেবের উৎপত্তি হয় ॥১১৬-১১৭

ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে এবং গান্ধারীর গর্ভে দুর্যোধন, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুর্মর্ষণ, বিকর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি, জয়, সত্যব্রত, পুরুমিত্র প্রভৃতি শতপুত্রের উদ্ভব হয়। বৈশ্যার গর্ভে যুযুৎসুর জন্ম হয়, উহারই অপর নাম করণ। ঐ একাদশ পুত্রই মহারথ ছিলেন ॥১১৮-১২০

পাঠান্তর ১—(১) —বেদ্যাঞ্চ—।

অভিমন্যুঃ সুভদ্রায়ামর্জ্জুনাদভ্যজায়ত।
স্বস্রীয়ো বাসুদেবস্য পৌত্রঃ পাণ্ডোর্মহাত্মনঃ ॥১২১
পাণ্ডবেভ্যো হি পাঞ্চাল্যাং দ্রৌপদ্যাং পঞ্চ জজ্ঞিরে।
কুমারা রূপসম্পন্নাঃ সর্ব্বশস্ত্রবিশারদাঃ ॥১২২
প্রতিবিন্ধ্যো যুধিষ্ঠিরাৎ সুতসোমো বৃকোদরাৎ।
অর্জ্জুনাচ্ছ্রুতকীর্ত্তিস্তু শতানীকস্তু নাকুলিঃ ॥১২৩
তথৈব সহদেবাচ্চ শ্রুতসেনঃ প্রতাপবান্।
হিড়িম্বায়াঞ্চ ভীমেন বনে জজ্ঞে ঘটোৎকচঃ ॥১২৪
শিখণ্ডী দ্রুপদাজ্জজ্ঞে কন্যা পুত্রত্বমাগতা।
যাং যক্ষঃ পুরুষং চক্রে স্থূণঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥১২৫
কুরূণাং বিগ্রহে তস্মিন্ সমাগচ্ছন্ বহূন্যথ (১)।
রাজ্ঞাং শতসহস্রাণি যোৎস্যমানানি সংযুগে ॥১২৬
তেষামপরিমেয়ানাং নামধেয়ানি সর্ব্বশঃ।
ন শক্যানি সমাখ্যাতুং বর্ষাণামযুতৈরপি।
এতে তু কীর্ত্তিতা মুখ্যা যৈরাখ্যানমিদং ততম্ ॥১২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি আস্তীকপর্ব্বণি ব্যাসাদ্যুৎপত্তৌ
ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৩

অর্জ্জুনের ঔরসে ও সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম। অভিমন্যু বাসুদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয় এবং মহারাজ পাণ্ডুর পৌত্র ॥১২১

যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব হইতে দ্রৌপদীর গর্ভে ক্রমান্বয়ে পাঁচটি রূপবান্ সর্ব্বশস্ত্রবিশারদ কুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ॥১২২

উহাদের মধ্যে প্রতিবিন্ধ্য যুধিষ্ঠির হইতে, সুতসোম বৃকোদর হইতে, শ্রুতকীর্ত্তি অর্জ্জুন হইতে, শতানীক নকুল হইতে এবং শ্রুতসেন সহদেব হইতে উৎপন্ন হন। বনমধ্যে হিড়িম্বার গর্ভে ভীমসেন হইতে যে পুত্রের উৎপত্তি হয়, তাহারই নাম ঘটোৎকচ ॥১২৪

দ্রুপদ রাজার ঔরসে যে কন্যা উৎপত্তি হয়, সেই কন্যাই পরে পুরুষ লাভ করিয়া শিখণ্ডী নামে পরিচিত হয়। স্থূণাকর্ণনামক যক্ষ তাহার প্রিয় করিবার ইচ্ছা করিয়া সেই কন্যাকে পুরুষত্ব প্রদান করেন ॥১২৫

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে যে সকল ক্ষত্রিয় যোদ্ধৃগণ যুদ্ধে সমাগত হইয়াছিলেন, সেই অসংখ্য বীরগণের নামের নির্দ্দেশ করা অযুত বৎসরেও সম্ভব নয়, এজন্য মুখ্য পুরুষ ও কীর্ত্তিশালী এই আখ্যানের সারাংশরূপে নামতঃ নির্দ্দেশ করা হইল ॥১২৬-১২৭

পাঠান্তর। – (১) – বহবঃ।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত আস্তীকপর্ব্বে
ব্যাসাদ্যুৎপত্তিবিবরণ ত্রিষষ্টিতমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

[ক্ষত্রশূন্যতায়াং পৃথিব্যাং ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রোৎপাদনম্, অংশাবতরণায়
দেবেভ্যো ব্রহ্মণ আদেশদানঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।
য এতে কীর্তিতা ব্রহ্মন্ যে চান্যে নানুকীর্তিতাঃ।
সম্যক্ তান্ শ্রোতুমিচ্ছামি রাজ্ঞশ্চান্যান্ সহস্রশঃ ॥১
যদর্থমিহ সম্ভূতা দেবকল্পা মহারথাঃ।
ভুবি তন্মে মহাভাগ সম্যগাখ্যাতুমর্হসি ॥২
বৈশম্পায়ন উবাচ
রহস্যং খল্বিদং রাজন্ দেবানামিতি নঃ শ্রুতম্।
তত্তু তে কথয়িষ্যামি নমস্কৃত্বা স্বয়ম্ভুবে ॥৩
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং পুরা।
জামদগ্ন্যস্তপস্তেপে মহেন্দ্রে পর্বতোত্তমে ॥৪
তদা নিঃক্ষত্রিয়ে লোকে ভার্গবেণ কৃতে সতি।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়া রাজন্ সুতার্থিন্যোঽভিচক্রমুঃ ॥৫

তাভিঃ সহ সমাপেতুর্ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ।
ঋতাবৃতৌ নরব্যাঘ্র ন কামান্নানৃতৌ তথা ॥৬

তেভ্যশ্চ লেভিরে গর্ভং ক্ষত্রিয়াস্তাঃ সহস্রশঃ।
ততঃ সুষুবিরে রাজন্ ক্ষত্রিয়ান্ বীর্য্যবত্তরান্ ॥৭

কুমারাংশ্চ কুমারীশ্চ পুনঃ ক্ষত্রাভিবৃদ্ধয়ে।
এবং তদ্ ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়াসু তপস্বিভিঃ ॥৮

জাতং বৃদ্ধঞ্চ ধর্ম্মেণ সুদীর্ঘেণায়ুষান্বিতম্।
চত্বারোঽপি ততো বর্ণা বভূবুর্ব্রাহ্মণোত্তরাঃ ॥৯

অভ্যগচ্ছন্নৃতৌ নারীং ন কামান্নানৃতৌ তথা।
তথৈবান্যানি ভূতানি তির্য্যগ্যোনিগতান্যপি ॥১০

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

[পরশুরাম দ্বারা পৃথিবী ক্ষত্রশূন্য হওয়ায় ক্ষত্রজন্ম
এবং ব্রহ্মাকর্তৃক দেবগণকে নিজ নিজ
অংশে জন্ম লইবার জন্য আদেশদান।]

জনমেজয় বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! যে সকল নৃপ ঋষিগণের এখানে নামতঃ উল্লেখ করিয়াছেন এবং যাহাদের উল্লেখ করেন নাই; আমি সমস্ত রাজগণের সম্যক্‌রূপেই কথা শুনিতে চাই ॥১

(দেবতুল্য) মহারথগণ এখানে যে উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, আপনি তাহা আমার নিকট বর্ণনা করুন ॥২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ইহা দেবগণের গুহ্য (গোপনীয়) কথা। আমি যেরূপ শুনিয়াছি, ভগবান্ স্বয়ম্ভূকে নমস্কার করিয়া আপনার নিকট তাহাই বর্ণনা করিব ॥৩

জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম এই পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া মহেন্দ্রপর্বতে তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥৪

এইভাবে ভৃগুনন্দন কর্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিলে, ক্ষত্রিয়েরা পুত্রার্থিনী হইয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট গেলেন ॥৫

তখন ব্রতনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ [illegible] হইয়া কামবশে না হইয়া ঋতুকালেই সেই ক্ষত্রিয় রমণীতে উপগত হইলেন, অনৃতুকালে নহে ॥৬

তাঁহাদের নিকট হইতে ক্ষত্রিয় রমণীগণ গর্ভ ধারণ করত পূর্ণ হইলে বীর্য্যবান্ পুত্রসমূহ প্রসব করিলেন। এইভাবে ক্ষত্রিয়কুলের বৃদ্ধি নিমিত্ত যেমন তাঁহারা পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন, তেমন অনেক কন্যাসন্তানও প্রসব করিলেন। এইভাবে তপস্বী ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন করিয়া ক্ষত্রিয়দের উৎপত্তি ও সংবৃদ্ধি হইল এবং তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মে আচার করিয়া থাকায় দীর্ঘায়ু লাভ করিলেন। এইভাবে ব্রাহ্মণপ্রমুখ চারিবর্ণই পুনরায় বিস্তার হইল ॥৭-৯

ততো [illegible] বহু তথা [illegible] ।
[illegible] সর্ব্বে [illegible] ॥১১
[illegible] পৃথিবীমাম [illegible] ।
[illegible] নিযুক্তা [illegible] ॥১২
[illegible] ।
[illegible] পুনঃ [illegible] ॥১৩
[illegible] পুনঃ [illegible] ।
[illegible] ॥১৪
কামক্রোধোদ্ভবান্ [illegible] চ [illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] (১) ॥

সেই সময় পৃথিবী [illegible] উৎপন্ন [illegible] এবং [illegible] উৎপন্ন হয়। এইরূপে [illegible] উৎপত্তি হইল ॥১০-১১

হে রাজন্! সেই [illegible] ব্রাহ্মণ সকলেই ঋষি ([illegible]) ও [illegible] ধর্ম্মোপদেশে যুক্ত হইবেন ॥১২

হে ভরতনন্দন! এই [illegible] পৃথিবীতে পুনরায় [illegible] ॥১৩

[illegible] অনুসারে ক্ষত্রিয়গণ এই পৃথিবীকে শাসন করায়, [illegible] চারিবর্ণ প্রজা আপন নিজ নিজ ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন ॥১৪

কাম-ক্রোধাদিযুক্ত লোকসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া [illegible] ধর্ম্মানুসারে [illegible] তাহা পালন করিতে লাগিলেন ॥১৫

ন [illegible] তদা [illegible] ।
ন চ দ্বিজা [illegible] (২)॥১৭
[illegible] ।
ইহ [illegible] মেদিনী ॥১৮
[illegible] ।
[illegible] ॥১৯
ন চ দ্বিজাতয়ো [illegible] তদা নৃপ ।
ন চ [illegible] ॥২০
[illegible] ।
[illegible] ॥২১
[illegible] ।
ন [illegible] তদা ॥২২

[illegible] যথাস্থানে [illegible] করিতে লাগিলেন ॥১৬

হে নরনাথ! তখন [illegible] এবং [illegible] কোন পুরুষ [illegible] না ॥১৭

ভারতবর্ষ! এইরূপ [illegible] দ্বারা সমস্ত পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল ॥১৮

ক্ষত্রিয়গণ তখন প্রচুর দক্ষিণা দিয়া মহাযজ্ঞ সকল অনুষ্ঠান করিবেন এবং ব্রাহ্মণগণ সকলেই সাঙ্গ ও উপনিষদের সহিত বেদসমূহ অধ্যয়ন করিবেন ॥১৯

ব্রাহ্মণগণ তখন অর্থের নিমিত্ত বেদবিক্রয় করিবেন না এবং শূদ্রদিগের নিকটেও বেদ উচ্চারণ করিবেন না ॥২০

বৈশ্যগণ লোকসমূহের দ্বারা কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিবেন [illegible] এবং [illegible] ॥২১

পাঠান্তর:—(১) —[illegible]।

পাঠান্তর:—(২) —[illegible]।

কর্মাণি চ নরব্যাঘ্র ধর্মোপেতানি মানবাঃ।
ধর্মমেবানুপশ্যন্তশ্চক্রুর্ধর্মপরায়ণাঃ ।২৩
স্বধর্মনিরতাশ্চাসন্ সর্বে বর্ণা নরাধিপ।
এবং তদা নরব্যাঘ্র ধর্মো ন হ্রসতে ক্বচিৎ ।২৪
কালে গাবঃ প্রসূয়ন্তে নার্যশ্চ ভরতর্ষভ।
ভবন্ত্যৃতুষু বৃক্ষাণাং পুষ্পাণি চ ফলানি চ ।২৫
এবং কৃতযুগে সম্যগ্ বর্তমানে তদা নৃপ।
আপূর্যত মহী কৃৎস্না প্রাণিভির্বহুভির্ভৃশম্ ।২৬
এবং সমুদিতে লোকে মানুষে ভরতর্ষভ।
অসুরা জজ্ঞিরে ক্ষেত্রে রাজ্ঞাং তু মনুজেশ্বর ।২৭
আদিত্যৈর্হি তদা দৈত্যা বহুশো নির্জিতা যুধি।
ঐশ্বর্যাদ্ ভ্রংশিতাঃ স্বর্গাৎ সম্বভূবুঃ ক্ষিতাবিহ ।২৮

(ফেনপায়ী বৎসগণের যাবৎ অর্থাৎ যতদিন দুগ্ধপানে তৃপ্ত না হইত পর্যন্ত কেহ গাভী দোহন করিত না এবং বণিকগণ কখনও কূট-তুলাদণ্ড দ্বারা পণ্য বিক্রয় করিত না।২২

হে নরাধিপ! তখন মনুষ্যগণ ধর্মানুসারেই কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করিতেন।২৩

হে নরাধিপ! তখন সমস্ত বর্ণই স্বধর্মনিষ্ঠ ছিল; সুতরাং ধর্মের হ্রাস হয় নাই।২৪

যথাকালে গাভী ও নারীগণ প্রসব করিত এবং বৃক্ষসমূহ ঋতুকালানুসারে ফল ও পুষ্প প্রদান করিত।২৫

হে রাজন্! এইরূপে সত্যযুগে পৃথিবী প্রাণিসমূহে পরিপূর্ণা ছিল।২৬

যখন সমস্ত মানবসমাজ আনন্দে অবস্থান করিতেছিল, তখন অসুরগণ রাজপত্নীগণের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল।২৭

অদিতিপুত্র দেবগণ কর্তৃক অনেক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অসুরগণ স্বর্গচ্যুত হইয়া পৃথিবীতে

ইহ দেবত্বমিচ্ছন্তো মানুষেষু মহৌজসঃ।
জজ্ঞিরে ভুবি ভূতেষু তেষু তেষ্বসুরা বিভো ।২৯
গোষ্বশ্বেষু চ রাজেন্দ্র খরোষ্ট্রমহিষেষু চ।
ক্রব্যাদেষু চ ভূতেষু গজেষু চ মৃগেষু চ ।৩০
জাতৈরিহ মহীপাল জায়মানৈশ্চ তৈর্মহী।
ন শশাকাত্মনাত্মানমিয়ং ধারয়িতুং ধরা ।৩১
অথ জাতা মহীপালাঃ কেচিদ্ বহুবলান্বিতাঃ।
দিতেঃ পুত্রা দনোশ্চৈব তস্মাল্লোক ইহ চ্যুতাঃ ।৩২
বীর্যবন্তোঽবলিপ্তাস্তে নানারূপধরা মহীম্।
ইমাং সাগরপর্যন্তাং পরীয়ুররিমর্দনাঃ ।৩৩
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চৈবাপ্যপীড়য়ন্।
অন্যানি চৈব সত্ত্বানি পীড়য়ামাসুরোজসা ।৩৪

আসিয়া জন্মিতে লাগিল।২৮

এই মনুষ্যলোকে আসিয়া দেবত্ব লাভ করিবার ইচ্ছায় অসুরগণ মনুষ্য ও অপরাপর-যোনি-সমূহে পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল।২৯

গো, অশ্ব, গর্দভ, মহিষ, উষ্ট্র, মাংসাশী প্রাণী, হস্তী, মৃগ প্রভৃতি পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহারা পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলিল; ফলে পৃথিবী নিজ দ্বারা নিজকে ধারণ করিতে অসমর্থা হইলেন।৩০—৩১

অনন্তর স্বর্গ হইতে পতিত দৈত্য ও দানবগণ মহীপালরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অত্যন্ত বীর্যবান্, বহুরূপ ও অহঙ্কারে উন্মত্ত হইতে লাগিল এবং শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া সমস্ত পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিল।৩২-৩৩

তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণকে এবং অন্যান্য পশুসমূহ (হস্ত্যাদি) প্রাণিগণকে পীড়ন করিতে লাগিল।৩৪

ত্রাসয়ন্তোঽভিনিঘ্নন্তঃ সর্বভূতগণাংশ্চ তে ।
বিচেরুঃ সর্বশো রাজন্ মহীং শতসহস্রশঃ ৩৫
আশ্রমস্থান্ মহর্ষীংশ্চ ধর্ষয়ন্তস্ততস্ততঃ ।
অব্রহ্মণ্যা বীর্যমত্তা মত্তা মদবলেন চ ৩৬
এবং বীর্যবলোৎসিক্তৈর্ভূরিয়ং তৈর্মহাসুরৈঃ (১) ।
পীড্যমানা মহী রাজন্ ব্রহ্মাণমুপচক্রমে ৩৭
ন হ্যুর্বী [illegible] শেষঃ [illegible] মহীম্ ।
তথা বাসুকিঃ [illegible] ৩৮
ততো মহী মহীপাল ভারার্তা ভয়পীড়িতা ।
জগাম শরণং দেবং সর্বভূতপিতামহম্ ৩৯
সা সংবৃতং মহাভাগৈর্দেবদ্বিজমহর্ষিভিঃ ।
দদর্শ দেবং ব্রহ্মাণং লোককর্তারমব্যয়ম্ ৪০
গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ দেবকর্মসু নিষ্ঠিতৈঃ (২) ।
বন্দ্যমানং মুদোপেতৈর্ববন্দে চৈনমেত্য সা ৪১
অথ বিজ্ঞাপয়ামাস ভূমিস্তং শরণার্থিনী ।
সন্নিধৌ লোকপালানাং সর্বেষামেব ভারত ৪২
তৎ প্রধানাত্মনস্তস্য ভূমেঃ কৃত্যং স্বয়ম্ভুবঃ ।
পূর্বমেবাভবদ্ রাজন্ বিদিতং পরমেষ্ঠিনঃ ৪৩
স্রষ্টা হি জগতঃ কস্মান্ন সম্বুধ্যেত ভারত ।
সুরাসুরাণাং লোকানামশেষেণ মনোগতম্ ৪৪
তামুবাচ মহারাজ ভূমিং ভূমিপতিঃ প্রভুঃ ।
প্রভবঃ সর্বভূতানামীশঃ শম্ভুঃ প্রজাপতিঃ ৪৫

ব্রহ্মোবাচ ।

যদর্থমসি সম্প্রাপ্তা মৎসকাশং বসুন্ধরে ।
তদর্থং সন্নিযোক্ষ্যামি সর্বানেব দিবৌকসঃ * ৪৬

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা স মহীং দেবো ব্রহ্মা রাজন্ বিসৃজ্য চ ।
আদিদেশ তদা সর্বান্ বিবুধান্ ভূতকৃৎ স্বয়ম্ ৪৭

হে রাজন্! এইরূপে মহাবল অসুরগণ সকল প্রকার প্রাণিগণকে হিংসা করত সকলকে ত্রাস উৎপাদন করিয়া সমস্ত পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিল ৩৫

ব্রাহ্মণদ্বেষী সেই অসুরগণ আশ্রমস্থ মহর্ষিগণকেও মদমত্ত হইয়া বলপূর্বক ধর্ষণ করিতে লাগিল ৩৬

এইরূপে বীর্য ও বলে উন্মত্ত মহাসুরগণ কর্তৃক নিরন্তরভাবে পীড়িত হইয়া বসুমতী ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন ৩৭

রাজন্! এইরূপ দানবগণপ্রপীড়িতা পর্বতাদিপূর্ণা বসুন্ধরাকে শেষনাগ ও দিগ্‌গজগণও ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না ৩৮

মহারাজ! সেই সমস্ত দানবভারাক্রান্ত ও ভয়ার্তা পৃথিবী সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্না হইলেন। তখন বসুমতী মহাভাগ দেব, দ্বিজ ও মহর্ষিগণে পরিবৃত অথচ লোককর্তা অব্যয় ব্রহ্মাকে দর্শন করিলেন ৩৯-৪০

দেবকার্যরত আনন্দিত গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ কর্তৃক বন্দিত ব্রহ্মার নিকটে গিয়া বসুমতী তাঁহাকে বন্দনা করিলেন ৪১

তদনন্তর শরণার্থিনী পৃথিবী সমস্ত লোকপালগণের সমক্ষেই নিজ দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন ৪২

হে রাজন্! সর্বকারণের কারণস্বরূপ স্বয়ম্ভূ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা পূর্বেই পৃথিবীর এই দুঃখের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন ৪৩

হে ভারত! যিনি সকল জগতের স্রষ্টা, তিনি সুরাসুর সমস্ত লোকের মনোগত কথা সম্পূর্ণরূপে কেন জানিবেন না ৪৪

পাঠান্তরঃ—(১) —ভূমিঃ উত্তমাসুরৈঃ ।
(২) —দেবকার্যেষু নিষ্ঠিতৈঃ ।

* কোন কোন পুস্তকে ৪৬ শ্লোকের পর একটি অর্ধ শ্লোক দেখা যায়,—
'[illegible] ।'

অস্যা ভূমের্নিরসিতুং ভারং ভাগৈঃ পৃথক্ পৃথক্।
অস্যামেব প্রসূয়ধ্বং বিরোধায়েতি চাব্রবীৎ (১) ॥৪৮
তথৈব চ সমানীয় গন্ধর্বাপ্সরসাং গণান্।
উবাচ ভগবান্ সর্বানিদং বচনমর্থবৎ ॥৪৯

ব্রহ্মোবাচ।

স্বৈরংশৈঃ সম্প্রসূয়ধ্বং যথেষ্টং মানুষেষু চ।
অথ শক্রাদয়ঃ সর্বে শ্রুত্বা সুরগুরোর্বচঃ
তথ্যমর্থ্যঞ্চ পথ্যঞ্চ তস্য তে জগৃহুস্তদা ॥৫০

অথ তে সর্বশোঽংশৈঃ স্বৈর্গন্তুং ভূমিং কৃতক্ষণাঃ।
নারায়ণমমিত্রঘ্নং বৈকুণ্ঠমুপচক্রমুঃ ॥৫১

যঃ স চক্রগদাপাণিঃ পীতবাসাঃ শিতিপ্রভঃ।
পদ্মনাভঃ সুরারিঘ্নঃ পৃথুচার্বঞ্চিতেক্ষণঃ ॥৫২
প্রজাপতিপতির্দেবঃ সুরনাথো মহাবলঃ।
শ্রীবৎসাঙ্কো হৃষীকেশঃ সর্বদৈবতপূজিতঃ ॥৫৩
তং ভুবঃ শোধনায়েন্দ্র উবাচ পুরুষোত্তমম্।
অংশেনাবতরস্বেতি তথেত্যাহ চ তং হরিঃ ॥৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি অংশাবতরণে নাম
চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৪

হে মহারাজ! সকল প্রাণীর নির্মাতা, জগৎপতি, সর্বভূতের প্রভু প্রভু প্রজাপতি বসুন্ধরাকে বলিলেন ॥৪৫

ব্রহ্মা বলিলেন—হে বসুন্ধরে! যে জন্য তুমি আমার নিকট আসিয়াছ, আমি সেই কার্য্যসাধনের জন্য সমস্ত দেবগণকে নিয়োগ করিব ॥৪৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই কথা বলিয়া দেবদেব ব্রহ্মা পৃথিবীকে বিদায় দিয়া স্বয়ং সকল দেবতাকে আদেশ করিলেন—এই পৃথিবীর ভারক্ষয় করিবার জন্য এবং অসুরগণের বিরোধের নিমিত্ত এই পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ কর ॥৪৭-৪৮

সেইরূপ গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণকে আনাইয়া ভগবান্ ব্রহ্মা অর্থপূর্ণ কথা বলিলেন ॥৪৯

ব্রহ্মা বলিলেন—তোমরা সকলে নিজ নিজ অংশে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ কর। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ দেবগুরু ব্রহ্মার হিতকারী তথ্য ও অর্থপূর্ণ উপদেশ গ্রহণ করিলেন ॥৫০

অনন্তর দেবগণ নিজ নিজ অংশে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া শত্রুনিসূদন বৈকুণ্ঠবাসী নারায়ণের নিকট গমন করিলেন ॥৫১

যিনি চক্রগদাধারী, পীতাম্বর, শ্যামকান্তি পদ্মনাভ, অসুরহন্তা ও বিশালনয়ন, যিনি প্রজাপতিগণের পতি, দেবশ্রেষ্ঠ, মহাবল, শ্রীবৎসচিহ্নধারী, সর্বদেব-পূজিত হৃষীকেশ, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন—"আপনি অংশে অবতীর্ণ হউন"। তখন শ্রীহরি তাঁহাকে বলিলেন—"তাহাই হউক" ॥৫৪

পাঠান্তর:—(১) নিরোধায়েতি চাব্রবীৎ।

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত অংশাবতরণপর্বে
চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

(সম্ভবপর্ব)

[মরীচ্যাদিবংশবর্ণনম্ অদিত্যাদিদক্ষকন্যাবংশবিবরণম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ নারায়ণেনেন্দ্রশ্চকার সহ সংবিদম্।
অবতর্তুং মহীং স্বর্গাদংশতঃ সহিতঃ সুরৈঃ ॥১
আদিশ্য চ স্বয়ং শক্রঃ সর্বানেব দিবৌকসঃ।
নির্জগাম পুনস্তস্মাৎ ক্ষয়ান্নারায়ণস্য হ ॥২
তেঽমরারিবিনাশায় সর্বলোকহিতায় চ।
অবতেরুঃ ক্রমেণেমে মহীং স্বর্গাদ্ দিবৌকসঃ ॥৩
ততো ব্রহ্মর্ষিবংশেষু পার্থিবর্ষিকুলেষু চ।
জজ্ঞিরে রাজশার্দূল যথাকামং দিবৌকসঃ ॥৪
দানবান্ রাক্ষসাংশ্চৈব গন্ধর্বান্ পন্নগাংস্তথা।
পুরুষাদানি চান্যানি জঘ্নুঃ সত্ত্বান্যনেকশঃ ॥৫
দানবা রাক্ষসাশ্চৈব গন্ধর্বাঃ পন্নগাস্তথা।
ন তান্ বলস্থান্ বাল্যেঽপি জঘ্নুর্ভরতসত্তম ॥৬

জনমেজয় উবাচ।

দেবদানবসঙ্ঘানাং গন্ধর্বাপ্সরসাং তথা।
মানবানাঞ্চ সর্বেষাং তথা বৈ যক্ষরক্ষসাম্ ॥৭
শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বেন সম্ভবং কৃৎস্নমাদিতঃ।
প্রাণিনাং চৈব সর্বেষাং সম্ভবং বক্তুমর্হসি ॥৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি নমস্কৃত্য স্বয়ম্ভুবে।
সুরাদীনামহং সম্যগ্ লোকানাং প্রভবাপ্যয়ম্ ॥৯
ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রা বিদিতাঃ ষণ্মহর্ষয়ঃ।
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ॥১০
মরীচেঃ কশ্যপঃ পুত্রঃ কশ্যপাত্তু ইমাঃ প্রজাঃ।
প্রজজ্ঞিরে মহাভাগা দক্ষকন্যাস্ত্রয়োদশ ॥১১

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

(সম্ভবপর্ব)

(মরীচি প্রভৃতি ঋষি এবং অদিতি প্রভৃতি দক্ষ কন্যাগণের বংশবিবরণ।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তদনন্তর ইন্দ্র নারায়ণের সহিত আলোচনা করিলেন, কিভাবে দেবগণের সহিত তাঁহারা অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন।১

ইন্দ্র স্বয়ং সমস্ত দেবগণকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়া নারায়ণের বৈকুণ্ঠধাম হইতে নির্গত হইলেন।২

অসুরধ্বংসের এবং সকল লোকের হিতের নিমিত্ত দেবগণ স্বর্গ হইতে ক্রমশঃ ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন।৩

হে রাজশ্রেষ্ঠ। তাহার পর দেবগণ নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিকুলে জন্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন।৪

হে ভারতশ্রেষ্ঠ। দেবগণ পূর্ব্বে (ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিকুলে উৎপন্ন হইয়া) অনেকবার দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব, পন্নগ এবং মনুষ্যভোজী প্রাণিগণকে বধ করিয়াছেন। কিন্তু দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব পন্নগ ও পন্নগগণ দেবগণের বাল্যকালেও তাঁহাদিগকে বধ করিতে পারেন নাই।৫-৬

জনমেজয় বলিলেন—দেব, দানব, গন্ধর্ব, অপ্সরা, মানব, যক্ষ, রাক্ষস, প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীরই সৃষ্টির আদিতে কিভাবে উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা যথাযথ শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন।৭-৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভগবান্ ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া দেবাদি সমস্ত লোকের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর।৯

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ও ক্রতু—এই ছয়জন মহর্ষি ব্রহ্মার মানসপুত্র বলিয়া সুবিদিত।১০

মরীচির পুত্র কশ্যপ; এই কশ্যপমুনি হইতেই এই সকল প্রজা জন্মিয়াছে। প্রজাপতি দক্ষের তেরটি কন্যা ছিল।১১

অদিতির্দিতির্দনুঃ কালা অনায়ুঃ সিংহিকা তথা।
ক্রোধা প্রাধা চ বিশ্বা চ বিনতা কপিলা মুনিঃ ॥১২
কদ্রূশ্চ মনুজব্যাঘ্র দক্ষকন্যৈব ভারত।
এতাসাং বীর্যসম্পন্নং পুত্রপৌত্রমনন্তকম্ ॥১৩
অদিত্যাং দ্বাদশাদিত্যাঃ সম্ভূতা ভুবনেশ্বরাঃ।
যে রাজন্ নামতস্তাংস্তে কীর্তয়িষ্যামি ভারত ॥১৪
ধাতা মিত্রোঽর্যমা শক্রো বরুণস্ত্বংশ এব চ।
ভগো বিবস্বান্ পূষা চ সবিতা দশমস্তথা ॥১৫
একাদশস্তথা ত্বষ্টা বিষ্ণুর্দ্বাদশ উচ্যতে।
জঘন্যজস্তু সর্বেষামাদিত্যানাং গুণাধিকঃ ॥১৬
এক এব দিতেঃ পুত্রো হিরণ্যকশিপুঃ স্মৃতঃ।
নাম্না খ্যাতাস্তু তস্যেমে পঞ্চ পুত্রা মহাত্মনঃ ॥১৭
প্রহ্লাদঃ পূর্বজস্তেষাং সংহ্লাদস্তদনন্তরম্।
অনুহ্লাদস্তৃতীয়োঽভূৎ তস্মাচ্চ শিবিবাস্কলৌ ॥১৮
প্রহ্লাদস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ খ্যাতাঃ সর্বত্র ভারত।
বিরোচনশ্চ কুম্ভশ্চ নিকুম্ভশ্চেতি ভারত ॥১৯
বিরোচনস্য পুত্রোঽভূদ্ বলিরেকঃ প্রতাপবান্।
বলেশ্চ প্রথিতঃ পুত্রো বাণো নাম মহাসুরঃ ॥২০
রুদ্রস্যানুচরঃ শ্রীমান্ মহাকালেতি যং বিদুঃ।
চত্বারিংশদ্ দনোঃ পুত্রাঃ খ্যাতাঃ সর্বত্র ভারত ॥২১
তেষাং প্রথমজো রাজা বিপ্রচিত্তির্মহাযশাঃ।
শম্বরো নমুচিশ্চৈব পুলোমা চেতি বিশ্রুতঃ ॥২২
অসিলোমা চ কেশী চ দুর্জয়শ্চৈব দানবঃ।
অয়ঃশিরা অশ্বশিরা অশ্বশঙ্কুশ্চ বীর্যবান্ ॥২৩
তথা গগনমূর্দ্ধা চ বেগবান্ কেতুমাংশ্চ যঃ।
স্বর্ভানুরশ্বোঽশ্বপতির্বৃষপর্বাজকস্তথা ॥২৪
অশ্বগ্রীবশ্চ সূক্ষ্মশ্চ তুহুণ্ডশ্চ মহাবলঃ।
ইষুপাদেকচক্রশ্চ বিরূপাক্ষো হরাহরৌ ॥২৫
নিচন্দ্রশ্চ নিকুম্ভশ্চ কুপটঃ কপটস্তথা।
শরভঃ শলভশ্চৈব সূর্যাচন্দ্রমসৌ তথা।
এতে খ্যাতা দনোর্বংশে দানবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥২৬

হে ভারত! মনুজব্যাঘ্র! অদিতি, দিতি, দনু, কালা, অনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রাধা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মুনি এবং কদ্রূ—দক্ষের এই তেরটি কন্যা হইতেই বীর্যশালী অনন্ত পুত্র পৌত্র উৎপন্ন হইয়াছে। ১২-১৩

হে রাজন্! অদিতির গর্ভে জগতের ঈশ্বর বারজন আদিত্য উৎপন্ন হন। হে ভারত! আমি তাঁহাদিগকে নামত নির্দেশ করিতেছি। ১৪

ধাতা, মিত্র, অর্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু—এই বারজন আদিত্য। তাঁহাদের মধ্যে বিষ্ণু সর্বকনিষ্ঠ হইলেও গুণে তিনি সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ১৫-১৬

দিতির একটি পুত্র হিরণ্যকশিপুনামে জগতে বিখ্যাত হইয়াছিল। তাহার পাঁচটি পুত্র জন্মিয়াছিল। ১৭

তাঁহাদের মধ্যে প্রহ্লাদ জ্যেষ্ঠ, দ্বিতীয় সংহ্লাদ, তৃতীয় অনুহ্লাদ, চতুর্থ শিবি এবং পঞ্চম বাস্কল। ১৮

হে ভারত! প্রহ্লাদের তিনটি পুত্র বিরোচন, কুম্ভ ও নিকুম্ভনামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯

বিরোচনের একমাত্র পুত্র প্রতাপশালী বলি এবং বলির একমাত্র পুত্র মহাসুর বাণ। ২০

যাঁহাকে সকলেই মহাকাল বলিয়া জানে, সেই রুদ্রের অনুচর হন। দনুর চল্লিশটি পুত্র ছিল। ২১

তাহাদের জ্যেষ্ঠটির নাম বিপ্রচিত্তি, তাহার মহাযশা, শম্বর, নমুচি, পুলোমা, অসিলোমা, কেশী, দুর্জয়, দানব, অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা, অশ্বশঙ্কু, বীর্যবান্ গগনমূর্দ্ধা, বেগবান্, কেতুমান্, স্বর্ভানু, অশ্ব, অশ্বপতি, বৃষপর্বা, অজক, অশ্বগ্রীব, সূক্ষ্ম, তুহুণ্ড, মহাবল, ইষুপাদ, একচক্র, বিরূপ, অক্ষ, হর, অহর,

অন্যৌ তু খলু দেবানাং সূর্যাচন্দ্রমসৌ স্মৃতৌ ।
অন্যৌ দানবমুখ্যানাং সূর্যাচন্দ্রমসৌ তথা ॥২৭
ইমে চ বংশাঃ প্রথিতাঃ সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ ।
দনুপুত্রা মহারাজ দশ দানববংশজাঃ ॥২৮
একাক্ষো মৃতপো বীরঃ প্রলম্ব-নরকাবপি ।
বাতাপিঃ শত্রুতপনঃ শঠশ্চৈব মহাসুরঃ ॥২৯
গবিষ্ঠশ্চ বনায়ুশ্চ দীর্ঘজিহ্বশ্চ দানবঃ ।
অসংখ্যেয়াঃ স্মৃতাস্তেষাং পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ ভারত ।
সিংহিকা সুষুবে পুত্রং রাহুং চন্দ্রার্কমর্দনম্ ।
সুচন্দ্রং চন্দ্রহর্তারং তথা চন্দ্রপ্রমর্দনম্ ॥৩১
ক্রূরস্বভাবং ক্রূরায়াঃ পুত্রপৌত্রমনন্তকম্ ।
গণঃ ক্রোধবশো নাম ক্রূরকর্মারিমর্দনঃ ॥৩২

নিকুম্ভ, কুপট, কপট, শরভ, শলভ, সূর্য ও চন্দ্রমা—এই চল্লিশজন দনুপুত্র দানবদের মধ্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ।২২-২৬

দেবগণের মধ্যে যে সূর্য ও চন্দ্র, দৈত্যগণের মধ্যে সূর্য ও চন্দ্র হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ।২৭

দশটি দানববংশ হইতে উৎপন্ন দনুপুত্রগণ মহাবলশালী ও তেজস্বী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর ।২৮

একাক্ষ, বীর মৃতপা, প্রলম্ব, নরক, বাতাপি, শত্রুতপন, মহাসুর শঠ, গবিষ্ঠ, বনায়ু এবং দীর্ঘজিহ্ব—এই দশজন দানব হইতে পুত্র ও পৌত্রক্রমে অসংখ্য দানব উৎপন্ন হইয়াছিল ।২৯-৩০

সিংহিকা চন্দ্র ও সূর্যের বিমর্দনকারী রাহুকে প্রসব করিল। ইহা ছাড়া সে সুচন্দ্র, চন্দ্রহর্তা ও চন্দ্রপ্রমর্দন নামে আরও তিনটি পুত্র প্রসব করিল ।৩১

ক্রূরার ক্রূরস্বভাববিশিষ্ট অনন্ত পুত্র ও পৌত্র উৎপন্ন হইল। ক্রূরকর্মা শত্রুমর্দন যে ক্রোধবশ নামকগণ, তাহারা ক্রূরারই সন্তান ।৩২

দনায়ুষঃ পুনঃ পুত্রাশ্চত্বারোঽসুরপুঙ্গবাঃ ।
বিক্ষরো বল-বীরৌ চ বৃত্রশ্চৈব মহাসুরঃ ॥৩৩
কালায়াঃ প্রথিতাঃ পুত্রাঃ কালকল্পাঃ প্রহারিণঃ ।
প্রতিখ্যাতা মহাবীর্যা দানবেষু পরন্তপাঃ ॥৩৪
বিনাশনশ্চ ক্রোধশ্চ ক্রোধহন্তা তথৈব চ ।
ক্রোধশত্রুস্তথৈবান্যে কালকেয়া ইতি শ্রুতাঃ ॥৩৫
অসুরাণামুপাধ্যায়ঃ শুক্রস্ত্বৃষিসুতোঽভবৎ ।
খ্যাতাশ্চোশনসঃ পুত্রাশ্চত্বারোঽসুরযাজকাঃ ॥৩৬
ত্বষ্টাধরস্তথাত্রিশ্চ দ্বাবন্যৌ রৌদ্রকর্মিণৌ ।
তেজসা সূর্যসঙ্কাশা ব্রহ্মলোকপরায়ণাঃ ॥৩৭
ইত্যেষ বংশপ্রভবঃ কথিতস্তে তরস্বিনাম্ ।
অসুরাণাং সুরাণাঞ্চ পুরাণে সংশ্রুতো ময়া ॥৩৮

বিক্ষর, বল, বীর, এবং মহাসুর বৃত্র—দনায়ুর চারিপুত্র অসুরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল ।৩৩

কালের ন্যায় ভয়ঙ্কর ও মহাপ্রহারে কুশল কালার পুত্রগণ দানবগণের মধ্যে শত্রুতাপন ও মহাবীর্যশালী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল ।৩৪

তাঁহাদের নাম বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা ও ক্রোধশত্রু। ইহারা সকলেই কালকেয় অসুরনামে খ্যাত ।৩৫

ঋষিপুত্র মহর্ষি শুক্রাচার্য অসুরগণের অধ্যাপক ও পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার অপর নাম উশনা। উশনার চারি পুত্রও অসুরগণের যাজকরূপে খ্যাত ।৩৬

ত্বষ্টাধর ও অত্রি নামে উশনার আরও দুইটি পুত্র হইয়াছিল। তাহারা উভয়েই রৌদ্র কর্মকারী ছিল। উশনার সকল পুত্রই সূর্যতুল্য তেজস্বী ও ব্রহ্মলোকপরায়ণ ছিল ।৩৭

আমি পুরাণে যেরূপ শুনিয়াছি, সেইরূপই সুর ও অসুরগণের বংশবিস্তার কথা এই তোমাকে বলিলাম ।৩৮

এতেষাং গণনা তু ন শক্যা তৎপ্রসূতয়ঃ।
অসংখ্যাস্তু মহীপাল তৎপুত্রপৌত্রকম্ ॥৩৯

তার্ক্ষ্যশ্চারিষ্টনেমিশ্চ তথৈব গরুড়ারুণৌ।
আরুণির্বারুণিশ্চৈব বৈনতেয়াঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥৪০

শেষোঽনন্তো বাসুকিশ্চ তক্ষকশ্চ ভুজঙ্গমঃ।
কূর্মশ্চ কুলিকশ্চৈব কাদ্রবেয়াঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥৪১

ভীমসেনোগ্রসেনৌ চ সুপর্ণো বরুণস্তথা।
গোপতির্ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সূর্যবর্চাশ্চ সপ্তমঃ ॥৪২

সত্যবাগর্কপর্ণশ্চ প্রযুতশ্চাপি বিশ্রুতঃ।
ভীমশ্চিত্ররথশ্চৈব বিখ্যাতঃ সর্ববিদ্ বশী ॥৪৩

তথা শালিশিরা রাজন্ পর্জন্যশ্চ চতুর্দশঃ।
কলিঃ পঞ্চদশশ্চৈব নারদশ্চৈব ষোড়শঃ।
ইত্যেতে দেবগন্ধর্বা মৌনেয়াঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥৪৪

অতঃ প্রভূতান্যন্যানি কীর্তয়িষ্যামি ভারত।
অনবদ্যাং মনুং বংশামসুরাং মার্গণপ্রিয়াম্ ॥৪৫

অরূপাং সুভগাং ভাসীমিতি প্রাধা ব্যজায়ত।
সিদ্ধঃ পূর্ণশ্চ বর্হী চ পূর্ণায়ুশ্চ মহাযশাঃ ॥৪৬

ব্রহ্মচারী রতিগুণঃ সুপর্ণশ্চৈব সপ্তমঃ।
বিশ্বাবসুশ্চ ভানুশ্চ সুচন্দ্রো দশমস্তথা ॥৪৭

ইত্যেতে দেবগন্ধর্বাঃ প্রাধেয়াঃ পরিকীর্তিতাঃ।
ইমং ত্বপ্সরসাং বংশং বিদিতং পুণ্যলক্ষণম্ ॥৪৮

প্রাধাসূত মহাভাগা দেবী দেবর্ষিতঃ পুরা।
অলম্বুষা মিশ্রকেশী বিদ্যুৎপর্ণা তিলোত্তমা ॥৪৯

অরুণা রক্ষিতা চৈব রম্ভা তদ্বন্মনোরমা।
কেশিনী চ সুবাহুশ্চ সুরতা সুরজা তথা ॥৫০

সুপ্রিয়া চাতিবাহুশ্চ বিখ্যাতৌ চ হাহা হুহুঃ।
তুম্বুরুশ্চেতি চত্বারঃ স্মৃতা গন্ধর্বসত্তমাঃ ॥৫১

অমৃতং ব্রাহ্মণা গাবো গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা।
অপত্যং কপিলায়াস্তু পুরাণে পরিকীর্তিতম্ ॥৫২

ইতি তে সর্বভূতানাং সম্ভবঃ কথিতো ময়া।
যথাবৎ পরিসংখ্যাতো গন্ধর্বাপ্সরসাং তথা ॥৫৩

ইহাদের যে অসংখ্য সন্তান সন্ততি উৎপন্ন হইয়াছে, হে মহীপাল! তাহার গণনা করা সম্ভব নয় ॥৩৯

তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, গরুড়, অরুণ, আরুণি ও বারুণি ইহারা বিনতার সন্তান বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥৪০

শেষ, অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, কূর্ম ও কুলিক প্রভৃতি নাগগণ কদ্রুর তনয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥৪১

হে রাজন্! ভীমসেন, উগ্রসেন, সুপর্ণ, বরুণ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্যবর্চা, সত্যবাক্, অর্কপর্ণ, প্রযুত ভীম, সর্বজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয়রূপে বিখ্যাত চিত্ররথ, শালিশিরা, পর্জন্য, কলি ও নারদ—এই ষোড়শ দেবগন্ধর্ব জাতীয় পুত্র মুনির গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে ॥৪৪

আরও অপর বংশের বর্ণনা করিতেছি—প্রাধানাম্নী দক্ষকন্যা অনবদ্যা, মনু, বংশা, অসুরা, মার্গণপ্রিয়া, অরূপা, সুভগা, ভাসী প্রভৃতি কন্যাগণকে প্রসব করিয়াছিলেন। সিদ্ধ, পূর্ণ, বর্হি, পূর্ণায়ু, ব্রহ্মচারী, রতিগুণ, সুপর্ণ, বিশ্বাবসু, ভানু ও সুচন্দ্র—এই দশ দেবগন্ধর্ব প্রাধারই পুত্র। ইহা ছাড়া প্রাধা দেবর্ষি কশ্যপের সমাগমের দ্বারা পূর্বে অপ্সরাগণকে জন্ম দিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম—অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অরুণা, রক্ষিতা, রম্ভা, মনোরমা, কেশিনী, সুবাহু, সুরতা, সুরজা ও সুপ্রিয়া। অতিবাহু, হাহা, হুহু, এবং তুম্বুরু—এই চারিজন বিখ্যাত গন্ধর্বও প্রাধারই পুত্র বলিয়া খ্যাত ॥৪৫-৫১

অমৃত, ব্রাহ্মণ, গোসমূহ, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ—

ভূতানাং চর্ম্মিণাং ক্রুদ্ধানাং মহতাং তথা ।
বয়সাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ শ্রীমতাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥৩৪
আয়ুশ্চৈব পুত্রাংশ্চ ধনং শ্রিয়মনুত্তমাম্ ।
লোকাংশ্চৈব মহতঃ আয়ুশ্চৈবানুত্তমম্ ॥৩৫
ইদং তু বংশং নিয়তঃ পঠেত
মহাত্মনাং আত্মসমৃদ্ধিভাজাম্ ।
অপত্যলাভং লভতে স পুষ্কলং
শ্রিয়ং যশঃ প্রেত্য চ শোভনাং গতিম্ ॥৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি অংশাবতরণে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৫

বিষয়, উহারা সকলে বলিবার জন্য বলিয়া পুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥৩২

হে রাজন্! তোমার নিকট দেবতা, অপ্সরা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, সর্প, পক্ষী ও মনুষ্যদিগের জন্মবৃত্তান্ত—এই সকল প্রাণীর উৎপত্তির কথা বর্ণনা করিলাম ॥৩৩-৩৪

এই আখ্যানটি সংযত হইয়া শ্রবণ করিলে ও শ্রবণ করাইলে দীর্ঘায়ু, পুত্র ও লোকে পূজনীয় হইয়া থাকে ॥৩৫

মহাত্মাদের এই পুণ্যবংশবিবরণ যে ব্যক্তি সংযত হইয়া পাঠ করে, সে প্রচুর সন্তান লাভ করে এবং ঐশ্বর্য্য, যশ ও পরলোকে শুভগতি প্রাপ্ত হয় ॥৩৬

শ্রীমদ্বৈপায়নব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে অংশাবতরণনামক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

[মহর্ষীণাং রুদ্রাণাঞ্চ বংশপরম্পরাবর্ণনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রা বিদিতাঃ ষণ্মহর্ষয়ঃ ।
একাদশ সুতাঃ স্থাণোঃ খ্যাতাঃ পরমমানসাঃ ॥১
মৃগব্যাধশ্চ সর্পশ্চ নির্ঋতিশ্চ মহাযশাঃ ।
অজৈকপাদহির্ব্বুধ্ন্যঃ পিনাকী চ পরন্তপঃ ॥২
দহনোঽথেশ্বরশ্চৈব কপালী চ মহাদ্যুতিঃ ।
স্থাণুর্ভবশ্চ ভগবান্ রুদ্রা একাদশ স্মৃতাঃ ॥৩
মরীচিরঙ্গিরা অত্রিঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।
ষড়েতে ব্রহ্মণঃ পুত্রা বীর্য্যবন্তো মহর্ষয়ঃ ॥৪

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ।

[মহর্ষিগণ এবং রুদ্রগণের বংশ বর্ণনা ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ব্রহ্মার মানসপুত্র ছয়জন মহর্ষি ছিলেন—ইহা তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ব্রহ্মার মহান মানস পুত্র স্থাণু। তাঁহার একাদশটি পরমমানসী পুত্র ছিল ॥১

মৃগব্যাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাৎ, অহির্ব্বুধ্ন্য, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, মহাতেজস্বী কপালী, স্থাণু ও ভগবান্ ভব—এই একাদশ জন একাদশটি রুদ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥২-৩

ত্রয়স্ত্বঙ্গিরসঃ পুত্রা লোকে সর্ব্বত্র বিশ্রুতাঃ।
বৃহস্পতিরুতথ্যশ্চ সংবর্ত্তশ্চ ধৃতব্রতাঃ ॥৫

অত্রেস্তু বহবঃ পুত্রাঃ শ্রূয়ন্তে মনুজাধিপ।
সর্ব্বে বেদবিদঃ সিদ্ধাঃ শান্তাত্মানো মহর্ষয়ঃ ॥৬

রাক্ষসাশ্চ পুলস্ত্যস্য বানরাঃ কিন্নরাস্তথা।
যক্ষাশ্চ মনুজব্যাঘ্র পুত্রাস্তস্য চ ধীমতঃ ॥৭

পুলহস্য সুতা রাজন্ শরভাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সিংহাঃ কিম্পুরুষা ব্যাঘ্রা ঋক্ষা ঈহামৃগাস্তথা ॥৮

ক্রতোঃ ক্রতুসমাঃ পুত্রাঃ পতঙ্গসহচারিণঃ।
বিশ্রুতাস্ত্রিষু লোকেষু সত্যব্রতপরায়ণাঃ ॥৯

দক্ষস্ত্বজায়তাঙ্গুষ্ঠাদ্ দক্ষিণাদ্ ভগবানৃষিঃ।
ব্রহ্মণঃ পৃথিবীপাল শান্তাত্মা সুমহাতপাঃ ॥১০

বামাদজায়তাঙ্গুষ্ঠাদ্ ভার্য্যা তস্য মহাত্মনঃ।
তস্যাং পঞ্চাশতং কন্যাঃ স এবাজনয়ন্মুনিঃ ॥১১

তাঃ সর্ব্বাস্ত্বনবদ্যাঙ্গ্যঃ কন্যাঃ কমললোচনাঃ।
পুত্রিকাঃ স্থাপয়ামাস নষ্টপুত্রঃ প্রজাপতিঃ ॥১২

দদৌ স দশ ধর্ম্মায় সপ্তবিংশতিমিন্দবে।
দিব্যেন বিধিনা রাজন্ কশ্যপায় ত্রয়োদশ ॥১৩

নামতো ধর্ম্মপত্ন্যস্তাঃ কীর্ত্ত্যমানা নিবোধ মে।
কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্রিয়া তথা ॥১৪

বুদ্ধির্লজ্জা মতিশ্চৈব পত্ন্যো ধর্ম্মস্য তা দশ।
দ্বারাণ্যেতানি ধর্ম্মস্য বিহিতানি স্বয়ম্ভুবা ॥১৫

সপ্তবিংশতিঃ সোমস্য পত্ন্যো লোকস্য বিশ্রুতাঃ।
কালস্য নয়নে যুক্তাঃ সোমপত্ন্যঃ শুচিব্রতাঃ ॥১৬

ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু—এই ছয়জন মহর্ষি বীর্য্যবান্ ছিলেন ॥৪

অঙ্গিরার তিন পুত্র বৃহস্পতি, উতথ্য ও সংবর্ত্ত—ইঁহারা ব্রতধারী ও সর্ব্ববিখ্যাত ॥৫

অত্রিমুনির বহু পুত্রের কথা শুনা যায়; তাঁহারা সকলেই বেদবিদ্, শান্তচিত্ত ও সিদ্ধ মহর্ষি ছিলেন ॥৬

পুলস্ত্যমুনি হইতে রাক্ষস, বানর, কিন্নর, যক্ষ প্রভৃতি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে ॥৭

হে রাজন্! শরভ, সিংহ, কিম্পুরুষ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক (ঋক্ষ) এবং ঈহামৃগ (নেকড়ে)—ইঁহারা পুলহমুনির সন্তান বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ॥৮

মহর্ষি ক্রতু হইতে তাঁহার তুল্য পবিত্র, সূর্য্য-সহচারী, সত্যব্রতপরায়ণ বালখিল্য মুনিগণ পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া ত্রিলোকবিখ্যাত হইয়াছেন ॥৯

ভগবান্ মহর্ষি দক্ষ ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। হে রাজন্! তিনি শান্তচিত্ত ও মহাতপস্বী ছিলেন ॥১০

ব্রহ্মার বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের পত্নী উৎপন্ন হয় এবং তাঁহার গর্ভে দক্ষ পঞ্চাশ কন্যা উৎপাদন করেন ॥১১

প্রজাপতি দক্ষের সমস্ত পুত্র যখন ব্রহ্মচারী হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিলেন, তখন দক্ষ তাঁহার কন্যাগণকে পুত্রিকারূপে স্থির করিলেন এবং সেই মহর্ষি তাহাদের বিবাহও দিলেন ॥১২

তিনি দিব্য বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মকে দশটি, চন্দ্রকে সাতাশটি এবং কশ্যপমুনিকে তেরটি কন্যা প্রদান করিলেন ॥১৩

ধর্ম্মপত্নীদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি—কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি—এই দশ জন ধর্ম্মের পত্নী বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ ॥১৪-১৫

চন্দ্রের সাতাশ পত্নী জগতে বিখ্যাত; ইঁহারা শুচিব্রতা হইয়া কালনিরূপণকার্য্যে সাহায্য করেন অর্থাৎ কালের জ্ঞাপকরূপে উপযোগিনী ॥১৬

সর্ব্বা নক্ষত্রযোগিন্যো লোকযাত্রাবিধানতঃ ।
পৈতামহো মুনির্দেব (১) স্তস্য পুত্রঃ প্রজাপতিঃ ।
তস্যাষ্টৌ বসবঃ পুত্রাস্তেষাং বক্ষ্যামি বিস্তরম্ ॥১৭
ধরো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ অহশ্চৈবানিলোঽনলঃ (২) ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥১৮
ধূম্রায়াস্তু ধরঃ পুত্রো ব্রহ্মবিদো ধ্রুবস্তথা ।
চন্দ্রমাস্তু মনস্বিন্যাঃ শ্বসায়াঃ শ্বসনস্তথা ॥১৯
রতায়াশ্চাপ্যহঃ পুত্রঃ শাণ্ডিল্যাশ্চ হুতাশনঃ ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ প্রভাতায়াঃ সুতৌ স্মৃতৌ ॥২০
ধরস্য পুত্রো দ্রবিণো হুতহব্যবহস্তথা ।
ধ্রুবস্য পুত্রো ভগবান্ কালো লোকপ্রকালনঃ ॥২১
সোমস্য তু সুতো বর্চ্চা বর্চ্চস্বী যেন জায়তে ।
মনোহরায়াঃ শিশিরঃ প্রাণোঽথ রমণস্তথা ॥২২
অহ্নঃ সুতস্তথা জ্যোতিঃ শমঃ শান্তস্তথা মুনিঃ ।
অগ্নেঃ পুত্রঃ কুমারস্তু শ্রীমান্ শরবণালয়ঃ ॥২৩
তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠজঃ ।
কৃত্তিকাভ্যুপপত্তেশ্চ কার্ত্তিকেয় ইতি স্মৃতঃ ॥২৪
অনিলস্য শিবা ভার্য্যা তস্যাঃ পুত্রো মনোজবঃ ।
অবিজ্ঞাতগতিশ্চৈব দ্বৌ পুত্রাবনিলস্য তু ॥২৫
প্রত্যূষস্য বিদুঃ পুত্রমৃষিং নাম্নাথ দেবলম্ ।
দ্বৌ পুত্রৌ দেবলস্যাপি ক্ষমাবন্তৌ মনীষিণৌ ।
বৃহস্পতেস্তু ভগিনী বরস্ত্রী ব্রহ্মচারিণী ॥২৬
যোগসিদ্ধা জগৎ কৃৎস্নমসক্তা বিচচার হ ।
প্রভাসস্য তু ভার্য্যা সা বসূনামষ্টমস্য হ ॥২৭
বিশ্বকর্ম্মা মহাভাগো জজ্ঞে শিল্পপ্রজাপতিঃ ।
কর্ত্তা শিল্পসহস্রাণাং ত্রিদশানাঞ্চ বর্দ্ধকিঃ ॥২৮

তাঁহারা সকলে নক্ষত্রভাবে থাকিয়া কাল গণনার সাহায্য করিয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। প্রজাপতি ব্রহ্মার পৌত্র মুনিবর ধর্ম্ম প্রজাপতি পুত্র ছিলেন। তাঁহার ঔরসে ও [illegible] গর্ভে ধর, ধ্রুব, সোম, অহঃ, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাসনামক আটটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছেন। অষ্টবসুর বংশবিস্তারের কথা পরে বলিব ॥১৭-১৮

ধূম্রার গর্ভে ধর ও ব্রহ্মবিৎ ধ্রুব নামক দুই পুত্র, মনস্বিনী হইতে চন্দ্রমা, শ্বাসা হইতে শ্বসন (বায়ু), রতা হইতে অহঃ, শাণ্ডিল্যা হইতে হুতাশন এবং প্রভাতা হইতে প্রত্যূষ ও প্রভাস নামে দুই পুত্র জন্মিয়াছেন ॥১৯-২০

ধরের দুই পুত্র দ্রবিণ ও হুতহব্যবাহ; লোক-বিনাশী ভগবান্ কাল ধ্রুবের পুত্র ॥২১

সোমের বর্চ্চোনামক পুত্র [illegible] ও বর্চ্চস্বীনামক দুই পুত্র এবং শিশির, প্রাণ ও রমণ নামে আরও তিন পুত্র জন্মে ॥২২

অহের জ্যোতি, শম, শান্ত ও মুনি নামে চারি পুত্র এবং অগ্নির পুত্র কুমার (স্কন্দ), তিনি শরবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥২৩

কুমারের শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় নামে তিন ভাই ছিল। কৃত্তিকাগণের মাতৃত্ব স্বীকার করায় তাঁহার নাম কার্ত্তিকেয় হইয়াছিল ॥২৪

অনিলের পত্নী শিবা; তাঁহার গর্ভে মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি নামে দুই পুত্র হইয়াছিল ॥২৫

প্রত্যূষের পুত্র ঋষি দেবল এবং দেবলের দুইটি ক্ষমাবান্ ও মনীষী পুত্র জন্মিয়াছিল। বৃহস্পতির ভগিনী বরস্ত্রী ব্রহ্মচারিণী ছিলেন। তিনি যোগসিদ্ধা হইয়া অনাসক্তভাবে জগতে বিচরণ করিতেন। তিনিই অষ্টম বসু প্রভাসের পত্নী ছিলেন ॥২৬-২৭

শিল্প প্রজাপতিস্বরূপ বিশ্বকর্ম্মা প্রজাপতি প্রভাসেরই পুত্র ছিলেন এবং তিনি দেবগণের অনেক

পাঠান্তর :—(১) পৈতামহ মহর্ষি—।
(২) —বাহোঽনিলোঽনলস্তথা।

ভূষণানাঞ্চ সর্বেষাং কর্তা শিল্পবতাং বরঃ।
যো দিব্যানি বিমানানি ত্রিদশানাং চকার হ ॥২৯
মনুষ্যাশ্চোপজীবন্তি যস্য শিল্পং মহাত্মনঃ।
পূজয়ন্তি চ যং নিত্যং বিশ্বকর্মাণমব্যয়ম্ ॥৩০
স্তনং তু দক্ষিণং ভিত্ত্বা ব্রহ্মণো নরবিগ্রহঃ।
নিঃসৃতো ভগবান্ ধর্মঃ সর্বলোকসুখাবহঃ ॥৩১
ত্রয়স্তস্য বরাঃ পুত্রাঃ সর্বভূতমনোহরাঃ।
শমঃ কামশ্চ হর্ষশ্চ তেজসা লোকধারিণঃ ॥৩২
কামস্য তু রতির্ভার্যা শমস্য প্রাপ্তিরঙ্গনা।
নন্দা তু ভার্যা হর্ষস্য যত্র লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৩৩
মরীচেঃ কশ্যপঃ পুত্রঃ কশ্যপস্য সুরাসুরাঃ।
জজ্ঞিরে নৃপশার্দূল লোকানাং প্রভবস্তু সঃ ॥৩৪

ত্বাষ্ট্রী তু সবিতুর্ভার্য্যা বড়বারূপধারিণী।
অসূয়ত মহাভাগা সান্তরিক্ষেঽশ্বিনাবুভৌ ॥৩৫
দ্বাদশৈবাদিতেঃ পুত্রাঃ শক্রমুখ্যা নরাধিপ।
তেষামবরজো বিষ্ণুর্যত্র লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৩৬
ত্রয়স্ত্রিংশত ইত্যেতে দেবাস্তেষামহং তব।
অন্বয়ং সম্প্রবক্ষ্যামি পক্ষৈশ্চ কুলতো গণান্ ॥৩৭
রুদ্রাণামপরঃ পক্ষঃ সাধ্যানাং মরুতাং তথা।
বসূনাং ভার্গবং বিদ্যাদ্ বিশ্বেদেবাংস্তথৈব চ ॥৩৮
বৈনতেয়স্তু গরুড়ো বলবানরুণস্তথা।
বৃহস্পতিশ্চ ভগবানাদিত্যেষ্বেব গণ্যতে ॥৩৯
অশ্বিভ্যাং গুহ্যকান্ বিদ্ধি সর্বৌষধ্যস্তথা পশূন্।
এষ দেবগণো রাজন্ কীর্তিতস্তেঽনুপূর্বশঃ ॥৪০

শিল্পকর্ম সম্পাদন করিয়া বর্দ্ধকি (সূত্রধর) নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ।২৮

যে বিশ্বকর্মা সর্বপ্রকার অলঙ্কারের স্রষ্টা এবং যিনি দেবগণের বহু বিমান নির্মাণ করিয়াছেন ।২৯

মনুষ্যগণ এই বিশ্বকর্মার শিল্পসমূহেরই অনুকরণ করে এবং সর্বদা ভক্তিপূর্বক তাঁহার পূজা (ভাদ্র সংক্রান্তিতে) করিয়া থাকে ।৩০

ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তন হইতে নরবিগ্রহধারী সর্বলোকসুখাবহকারী ভগবান্ ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছেন ।৩১

তাঁহার শম, কাম ও হর্ষ নামে তিন শ্রেষ্ঠ পুত্র সর্বপ্রাণিমনোহর ও রূপ ধারণ করত নিজ তেজের দ্বারা সকল লোক ধারণ করিয়া আছেন ।৩২

কামের পত্নী রতি, শমের পত্নী প্রাপ্তি এবং হর্ষের পত্নী হইয়াছেন নন্দা ; তাঁহাদের এই তিন ভার্য্যার উপর সকল লোক প্রতিষ্ঠিত আছে ।৩৩

হে রাজন্ ! মরীচির পুত্র কশ্যপেরই সন্তান হইয়াছেন সুরাসুর সকল প্রাণী ; সুতরাং কশ্যপই জগতেরই উৎপত্তি হেতু ।৩৪

সূর্য্যের পত্নী ত্বষ্টার কন্যা বাড়বারূপ (অশ্বীরূপ) ধারণ করত অন্তরীক্ষে দুইটী সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন—তাঁহারাই অশ্বিনীকুমারদ্বয় ।৩৫

অদিতির শক্র (ইন্দ্র) প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র । তাঁহাদের মধ্যে বিষ্ণু সকলের কনিষ্ঠ ; যে বিষ্ণুতে এই সমস্ত লোক প্রতিষ্ঠিত আছে ।৩৬

এই অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি ও বষট্কার—এই তেত্রিশজন দেবতার পক্ষ কুল বিভাগপূর্বক আমি তাঁহাদের বংশবিস্তার তোমাকে বলিব ।৩৭

রুদ্রগণের পৃথক্ পক্ষ, সাধ্যগণ ও মরুদ্গণেরও ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ এবং বসুগণেরও পক্ষ ভিন্ন ; এইরূপ ভার্গব ও বিশ্বেদেবগণেরও পক্ষ ভিন্ন বলিয়া জানিবে ।৩৮

বিনতানন্দন গরুড়, অরুণ এবং ভগবান্

যস্য কীর্ত্তিমতঃ পুত্রঃ সর্ব্বপার্থিবঃ প্রবর্ততে।
উগ্রেণ তপসা [illegible] নিহতো [illegible] ৪১
কৃতস্য পুত্রঃ কবির্বিদ্বান্ উগ্রঃ কবিস্ততোঽপরঃ।
ত্রৈলোক্যপ্রাণরক্ষার্থং [illegible] [illegible]।
[illegible] নিযুক্তঃ [illegible] পরিরক্ষতি ৪২
যোগাচার্য্যো মহাবুদ্ধির্জৈগীষব্যস্তথা গুরুঃ।
[illegible] চাপি [illegible] [illegible] [illegible] ৪৩
[illegible] বিমুক্তে [illegible] লোককর্ম্মাণি [illegible]।
[illegible] পুত্রঃ [illegible] ৪৪
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৪৫

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া থাকেন ৪১

কৃতের পুত্র বিদ্বান্ কবি, এবং [illegible] একজন [illegible]; হে রাজন্! এই সকল [illegible] কথা তোমাকে আনুপূর্ব্বিক বলিলাম। [illegible] [illegible] [illegible] হইতে যুক্ত হন। [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] ৪০-৪১

কৃতের পুত্র বিদ্বান্ কবি, তাঁহার অপর নাম উগ্র। ত্রৈলোক্যের প্রাণরক্ষার্থ তিনি [illegible] ধারণ করিয়া [illegible] ধৃতি, অনাবৃষ্টি, ক্ষয় ও [illegible] উৎপাদন করেন। ব্রহ্মাই তাঁহাকে এই পৃথিবীমধ্যে [illegible] নিযুক্ত করিয়াছেন ৪২

মহাবুদ্ধিমান্ [illegible] যোগাচার্য এবং [illegible]। তিনিই পুনরাবৃত্তিকালে বেদ ও [illegible] যত্নে প্রবর্তন করত [illegible] [illegible] সম্পাদন করেন ৪৩

[illegible] [illegible] [illegible] যোগ-যোগধর্মে নিরত [illegible] তাঁহাকে [illegible] [illegible] বিমুক্ত করিলে [illegible] অপর একজন [illegible] পুত্র উৎপাদন করিলেন ৪৪

অজমীঢ়ে তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] ৪৫
[illegible] [illegible] [illegible] এব [illegible]।
[illegible] পুত্রস্ত [illegible] ৪৭
[illegible] [illegible] [illegible] পুত্র [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] ৪৮
[illegible] পুত্রশতঃ [illegible]।
[illegible] পুত্রশতান্যপি [illegible] ৪৯
তৌ পুত্রৌ [illegible] [illegible] নন্দনৌ।
[illegible] [illegible] [illegible] ৫০

যে [illegible]। [illegible] [illegible] পুত্র নাম [illegible] [illegible]; যে তাহাকে [illegible] হইতে [illegible] করিবার জন্য [illegible] [illegible] [illegible] বাঁধিয়াছিলেন ৪৫

[illegible] তখন [illegible] [illegible] পত্নী ছিলেন। তাঁহার উগ্র তেজ [illegible] [illegible] তাঁহার সেই পুত্রের নাম হয় [illegible] ৪৬

এই [illegible] বাল্যকাল হইতেই [illegible] [illegible] বিশুদ্ধিত থাকায় মহাবীর ও মহাতেজস্বী ছিলেন। তাহারই পুত্র মহর্ষি [illegible] এবং [illegible] পুত্র মহর্ষি [illegible] ৪৭

[illegible] চারিজন মহাত্মা পুত্র ছিল; তাহাদের মধ্যে পাঞ্চালাধিপই ছিলেন কনিষ্ঠ। তিনি জিতেন্দ্রিয়, সর্বশাস্ত্রদর্শী এবং অগ্নিহোত্রকারী ছিলেন ৪৮

[illegible] [illegible] প্রভৃতি একশত পুত্র ছিল একশতেই সব পুত্রেরও আবার শত শত পুত্র জন্মিয়াছিল; এইরূপে কুরুবংশ বিস্তার লাভ করিয়াছিল ৪৯

[illegible] নীলা ও [illegible] নামে আরও দুই (ভার্যা) পুত্র ছিল, তাহাদের নাম, [illegible] ও [illegible] [illegible]

তয়োরেব স্বসা দেবী লক্ষ্মীঃ পদ্মগৃহা শুভা।
তস্যাস্তু মানসাঃ পুত্রাস্তুরগা ব্যোমচারিণঃ ॥৪১
বরুণস্য ভার্যা যা জ্যেষ্ঠা শুক্রাদ্ দেবী ব্যজায়ত।
তস্যাঃ পুত্রং বলং বিদ্ধি সুরাং চ সুরনন্দিনীম্ ॥৪২
প্রজানামন্নকামানামন্যোন্যপরিভক্ষণাৎ।
অধর্মস্তত্র সঞ্জাতঃ সর্বভূতবিনাশকঃ ॥৪৩
তস্যাপি নিঋতির্ভার্যা নৈঋতা যেন রাক্ষসাঃ।
ঘোরাস্তস্যাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ পাপকর্মরতাঃ সদা ॥৪৪
ভয়ো মহাভয়শ্চৈব মৃত্যুর্ভূতান্তকস্তথা।
ন তস্য ভার্যা পুত্রো বা কশ্চিদস্ত্যন্তকো হি সঃ ॥৪৫
কাকীং শ্যেনীং চ ভাসীং চ ধৃতরাষ্ট্রীং তথা শুকীম্।
তাম্রা তু সুষুবে দেবী পঞ্চৈতা লোকবিশ্রুতাঃ ॥৪৬
উলূকান্ সুষুবে কাকী শ্যেনী শ্যেনান্ ব্যজায়ত।
ভাসী ভাসানজনয়দ্ গৃধ্রাংশ্চৈব জনাধিপ ॥৪৭
ধৃতরাষ্ট্রী তু হংসাংশ্চ কলহংসাংশ্চ সর্বশঃ।
চক্রবাকাংশ্চ ভদ্রা তু জনয়ামাস সৈব তু ॥৪৮
শুকী চ জনয়ামাস শুকানেব যশস্বিনী।
কল্যাণগুণসম্পন্না সর্বলক্ষণপূজিতা ॥৪৯
নব ক্রোধবশা নারীঃ প্রজজ্ঞে ক্রোধবশাত্মজাঃ (১)।
মৃগী চ মৃগমন্দা চ হরী ভদ্রমনা অপি ॥৫০
মাতঙ্গী ত্বথ শার্দূলী শ্বেতা সুরভিরেব চ।
সর্বলক্ষণসম্পন্না সুরসা চৈব কামিনী (২) ॥৫১
অপত্যং তু মৃগাঃ সর্বে মৃগ্যা নরবরোত্তম।
ঋক্ষাশ্চ মৃগমন্দায়াঃ সৃমরাশ্চমরা অপি ॥৫২
ততস্ত্বৈরাবতং নাগং জজ্ঞে ভদ্রমনাঃ সুতম্।
ঐরাবতঃ সুতস্তস্যা দেবনাগো মহাগজঃ ॥৫৩
হর্যাশ্চ হরয়োঽপত্যং বানরাশ্চ তরস্বিনঃ।
গোলাঙ্গূলাংশ্চ ভদ্রং তে হর্যাঃ পুত্রান্ প্রচক্ষতে ॥৫৪

লোকে প্রতীত হইবেন। উঁহারা মনুর সহিত অবস্থান করিবেন।৪০

পদ্মবাসিনী কল্যাণী লক্ষ্মীদেবী ধাতা ও বিধাতার ভগিনী ছিলেন। আকাশে বিচরণশীল অশ্বসমূহ লক্ষ্মীদেবীর মানসপুত্র।৪১

বরুণের ঔরসে ও তাহার জ্যেষ্ঠা পত্নী দেবীর গর্ভে এক পুত্র ও একটি কন্যা হয়। ঐ পুত্রের নাম বল ও কন্যার নাম সুরনন্দিনী সুরা।৪২

অন্নের নিমিত্ত প্রজাগণ পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে থাকিলে সর্বভূতবিনাশক অধর্মের উৎপত্তি হয়।৪৩

অধর্মের পত্নী নিঋতি; তাহারই গর্ভে নৈর্ঋত তিনজন ভয়ঙ্কর পাপকার্যরত রাক্ষস উৎপন্ন হয়।৪৪

ঐ তিন পুত্রের নাম ভয়, মহাভয় ও মৃত্যু। উহাদের মৃত্যু সকল প্রাণীর বিনাশকারী। ঐ মৃত্যুর কোন ভার্যা নাই, পুত্রও নাই, কারণ সে সকলের সংহারকারী।৪৫

দেবী তাম্রা কাকী, শ্যেনী, ভাসী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী নামে পাঁচটি কন্যা প্রসব করেন। ইঁহারা সকলেই লোকবিখ্যাতা।৪৬

হে মহারাজ! কাকী উলূকগণকে (পেঁচা), শ্যেনী শ্যেনপক্ষীগণকে, ভাসী ভাস ও গৃধ্রগণকে (শকুনি) প্রসব করেন।৪৭

ধৃতরাষ্ট্রী হাঁস ও কলহংসগণকে এবং ভদ্রা চক্রবাকগণকে প্রসব করেন। কল্যাণগুণসম্পন্না সর্বলক্ষণপূজিতা শুকী শুকপক্ষিগণকে প্রসব করেন।৪৮—৪৯

ক্রোধবশা ক্রোধজাত নয়টি কন্যাকে প্রসব করেন। তাহাদের নাম মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমনা, মাতঙ্গী, শার্দূলী, শ্বেতা, সুরভি এবং সর্বলক্ষণসম্পন্না সুরসা।৫০—৫১

হে রাজন্! সমস্ত মৃগজাতি মৃগীর সন্তান এবং সমস্ত ঋক্ষ ও সৃমর জাতি (মৃগ) মৃগমন্দার

পাঠান্তর :—(১) নব ক্রোধবশান্নারী প্রজজ্ঞে ক্রোধসম্ভবাঃ।
(২) সুরসা চৈব ভামিনী।

প্রজজ্ঞে ত্বথ শার্দূলী সিংহান্ ব্যাঘ্রাংশ্চ ভারত।
দ্বীপিনশ্চ মহাসত্ত্বান্ সর্বানেব ন সংশয়ঃ ॥৬৫
মাতঙ্গ্যাস্ত্বপি মাতঙ্গা অপত্যানি নরাধিপ।
দিশাং গজং তু শ্বেতাখ্যং শ্বেতাজনয়দাশুগম্ ॥৬৬
তথা দুহিতরৌ রাজন্ সুরভির্বৈ ব্যজায়ত (১)।
রোহিণীং চৈব ভদ্রং তে গন্ধর্বীং তু যশস্বিনীম্ ॥৬৭
বিমলামপি ভদ্রং তে অনলামপি ভারত (২)।
রোহিণ্যাং জজ্ঞিরে গাবো গন্ধর্ব্যাং বাজিনঃ সুতাঃ।
সপ্ত পিণ্ডফলান্ বৃক্ষাননলাপি ব্যজায়ত ॥৬৮
অনলায়াঃ শুকী পুত্রী কঙ্কস্তু সুরসাসুতঃ।
অরুণস্য ভার্যা শ্যেনী তু বীর্যবন্তৌ মহাবলৌ ॥৬৯
সম্পাতিং জনয়ামাস বীর্যবন্তং জটায়ুষম্।
সুরসাজনয়ন্নাগান্ কদ্রূঃ পুত্রাংস্তু পন্নগান্ ॥৭০

সন্তান। তেজস্বী, মহাবল ও উৎকট [illegible] শার্দূলীর পুত্র ।৬৪-৬৫

হে রাজন্! মাতঙ্গীর সন্তান হস্তী; শ্বেতার [illegible] দিগ্‌গজ [illegible] হইল সন্তান। সুরভি রোহিণী, বিমলা এবং অনলাকে জন্ম দিলেন ।৬৬-৬৭

হে ভারত! সুরভী রোহিণীকে এবং যশস্বিনী [illegible] ও [illegible] করিয়াছিলেন। সুরভি রোহিণী ও গন্ধর্বী সন্তান—এই কথা সকলে প্রকাশ করিয়াছেন ।৬৬-৬৭

হে রাজন্! সুরভি রোহিণী গন্ধর্বী ও অনলা নামে দুই কন্যা প্রসব করিলেন এবং রোহিণীতে সমস্ত গোজাতি এবং গন্ধর্বীতে সমস্ত অশ্বজাতি পুত্ররূপে উৎপন্ন হইল। অনলা সাতপ্রকার পিণ্ডাকার ফলশালী বৃক্ষ উৎপাদন করিয়াছিলেন ।৬৮

দ্বৌ পুত্রৌ বিনতায়াস্তু বিখ্যাতৌ গরুড়ারুণৌ।
(সুরসাজনয়ৎ সর্বান্ [illegible]।
সুরসায়াঃ সুতা জাতাস্তিস্রঃ কমললোচনাঃ ॥
বনস্পতীনাং বৃক্ষাণাং বীরুধাং চৈব মাতরঃ।
অনলা রুহা চ যে প্রোক্তে বীরুধা চৈব তাঃ
স্মৃতাঃ।
ফলন্তি যে বিনা পুষ্পং বনস্পতিস্ততঃ স্মৃতম্।
অনলায়াশ্চ বিজ্ঞেয়াস্তানেবাহুর্বনস্পতীন্ ॥
পুষ্পৈঃ ফলগ্রহান্ বৃক্ষান্ রুহাঃ প্রসবান্ বিদুঃ।
লতাগুল্মানি বল্লীশ্চ ত্বক্সারতৃণজাতয়ঃ ॥
বীরুধায়াঃ প্রজাস্তাস্তু অত্র বংশঃ সমাপ্যতে।)
ইত্যেষ সর্বভূতানাং মহতাং মনুজাধিপ।
প্রভবঃ কীর্তিতঃ সম্যঙ্ময়া মতিমতাং বর ॥৭১

অনলার শুকী নামে এক কন্যা হইল। কঙ্কপক্ষী সুরসার পুত্র। অরুণের পত্নী শ্যেনী সম্পাতি ও জটায়ু নামে দুইটি বলবান ও বিক্রমশালী পক্ষিপুত্র প্রসব করিলেন। সুরসা নাগগণকে এবং কদ্রূ পন্নগগণকে জন্ম দিয়াছিলেন। বিনতার পুত্র গরুড় ও অরুণ জগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ।৬৯-৭০

(সুরসা এবং অনলা সকলপ্রকার বৃক্ষাদিকে জন্ম দিয়াছিলেন। তাঁহার তিনটি কমললোচনা কন্যা হইয়াছিল; তাহারাই বনস্পতি, বৃক্ষ ও বীরুৎসমূহের জননী। উহাদের নাম অনলা, রুহা ও বীরুধা। যে সকল বৃক্ষে পুষ্প না হইয়াই ফল উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকেই বনস্পতি বলে। এই সকল বনস্পতি অনলার সন্তান। যে সকল বৃক্ষে পুষ্প হইয়াই ফল হয়, সেই সকল বৃক্ষ রুহার সন্তান। লতা, গুল্ম, বাঁশ, বনজাত তৃণজাতীয় উদ্ভিদসমূহ বীরুধার সন্তান। এখানে বংশবর্ণন সমাপ্ত হইল।)

হে বুদ্ধিমান্ নরাধিপ! সকল প্রাণীর

পাঠান্তর:—(১) রোহিণী চৈব ভদ্রং তে গন্ধর্বী তু যশস্বিনী।
(২) —অনলামপি ভারত।

য ইমাং পুণ্যাং সম্ভূতিং শৃণ্বন্ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
সর্বজ্ঞতাঞ্চ লভতে গতিমগ্র্যাঞ্চ বিন্দতি ॥৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবে আদ্যবংশপরিকীর্তনে ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৬

বংশানুকীর্তন আমি তোমার নিকট কহিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে মানুষ পাপ হইতে মুক্ত হয়, সর্বজ্ঞতা লাভ করে এবং শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে ॥৭১-৭২

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত সম্ভবপর্বে
আদ্যাদি উৎপত্তিবিবরণ ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

[দেবাসুরাণাং মনুষ্যলোকেঽংশাবতারবিবরণম্]

জনমেজয় উবাচ।

দেবানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্বোরগরক্ষসাম্।
সিংহব্যাঘ্রমৃগাণাঞ্চ পন্নগানাং পতত্রিণাম্ ॥১

সর্বেষাঞ্চৈব ভূতানাং সম্ভবং ভগবন্নহম্।
শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বেন মানুষেষু মহাত্মনাম্।
জন্ম কর্ম চ ভূতানামেতেষামনুপূর্বশঃ ॥২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

মানুষেষু মনুষ্যেন্দ্র সম্ভূতা যে দিবৌকসঃ।
প্রথমং দানবাংশ্চৈব তাংস্তে বক্ষ্যামি সর্বশঃ ॥৩

বিপ্রচিত্তিরিতি খ্যাতো য আসীদ্দানবর্ষভঃ।
জরাসন্ধ ইতি খ্যাতঃ স আসীন্মনুজর্ষভঃ ॥৪

দিতেঃ পুত্রস্তু যো রাজন্ হিরণ্যকশিপুঃ স্মৃতঃ।
স জজ্ঞে মানুষে লোকে শিশুপালো নরর্ষভঃ ॥৫

সংহ্লাদ ইতি বিখ্যাতঃ প্রহ্লাদস্যানুজস্তু যঃ।
স শল্য ইতি বিখ্যাতো জজ্ঞে বাহ্লীকপুঙ্গবঃ ॥৬

অনুহ্লাদস্তু তেজস্বী যোঽভূৎ খ্যাতো জঘন্যজঃ।
ধৃষ্টকেতুরিতি খ্যাতঃ স বভূব নরেশ্বরঃ ॥৭

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

[দেবতা ও অসুরগণের অংশাবতারের বিবরণ]

জনমেজয় বলিলেন—দেব, দানব, গন্ধর্ব, উরগ, পন্নগ, রাক্ষস, সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতি সকল মহাত্মারা মনুষ্যলোকে কিভাবে অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি এবং ইঁহারা যে যে কর্ম করিয়াছিলেন, তাহা শুনিতে চাই ॥১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যে সকল দেবতা ও দানব মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দানবগণের কথাই প্রথমে বলিতেছি। বিপ্রচিত্তি যে দানবরাজ ছিলেন, তিনিই জরাসন্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দিতির যে পুত্র হিরণ্যকশিপু নামে খ্যাত ছিল, সেই শিশুপালরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ॥৩-৫

যস্তু রাজন্ শিবির্নাম দৈতেয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
দ্রুম ইত্যভিবিখ্যাতঃ স আসীদ্ ভুবি পার্থিবঃ ॥৮

বাস্কলো নাম যস্তেষামাসীদসুরসত্তমঃ।
ভগদত্ত ইতি খ্যাতঃ স জজ্ঞে পুরুষর্ষভঃ ॥৯

অয়ঃশিরা অশ্বশিরা অয়ঃশঙ্কুশ্চ বীর্য্যবান্।
তথা গগনমূর্দ্ধা চ বেগবাংশ্চাত্র পঞ্চমঃ ॥১০

পঞ্চৈতে জজ্ঞিরে রাজন্ বীর্য্যবন্তো মহাসুরাঃ।

কেকয়েষু মহাত্মানঃ পার্থিবর্ষভসত্তমাঃ।
কেতুমানিতি বিখ্যাতো যস্ততোঽন্যঃ প্রতাপবান্ ॥১১

অমিতৌজা ইতি খ্যাতঃ সোঽগ্রকর্ম্মা নরাধিপঃ।
স্বর্ভানুরিতি বিখ্যাতঃ শ্রীমান্ যস্তু মহাসুরঃ ॥১২

উগ্রসেন ইতি খ্যাত উগ্রকর্ম্মা নরাধিপঃ।
অশ্ব ইতি বিখ্যাতঃ শ্রীমানাসীন্মহাসুরঃ ॥১৩

অশোকো নাম রাজাসীন্মহাবীর্য্যপরাক্রমঃ।
তস্মাদবরজো যস্তু রাজন্নশ্বপতিঃ স্মৃতঃ ॥১৪

দৈতেয়ঃ সোঽভবদ্ রাজা হার্দিক্যো মনুজর্ষভঃ।
বৃষপর্ব্বেতি বিখ্যাতঃ শ্রীমান্ যস্তু মহাসুরঃ ॥১৫

দীর্ঘপ্রজ্ঞ ইতি খ্যাতঃ পৃথিব্যাং সোঽভবন্নৃপঃ।
অজকস্ত্বনুজো রাজন্ য আসীদ্ বৃষপর্ব্বণঃ ॥১৬

স শাল্ব ইতি বিখ্যাতঃ পৃথিব্যামভবন্নৃপঃ।
অশ্বগ্রীব ইতি খ্যাতঃ সত্ত্ববান্ যো মহাসুরঃ ॥১৭

রোচমান ইতি খ্যাতঃ পৃথিব্যাং সোঽভবন্নৃপঃ।
সূক্ষ্মস্তু মতিমান্ রাজন্ কীর্ত্তিমান্ যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

বৃহন্ত ইতি খ্যাতঃ ক্ষিতাবাসীৎ স পার্থিবঃ।
তুহুণ্ড ইতি বিখ্যাতো য আসীদসুরোত্তমঃ ॥১৯

সেনাবিন্দুরিতি খ্যাতঃ স বভূব নরাধিপঃ।
ইষুপান্নাম দনুজানাং বরো বলাধিকঃ ॥২০

নগ্নজিন্নাম রাজাসীদ্ ভুবি বিখ্যাতবিক্রমঃ।
একচক্র ইতি খ্যাত আসীদ্ যস্তু মহাসুরঃ ॥২১

প্রতিবিন্ধ্য ইতি খ্যাতো বভূব প্রথিতঃ ক্ষিতৌ।
বিরূপাক্ষস্তু দৈতেয়শ্চিত্রযোধী মহাসুরঃ ॥২২

চিত্রবর্ম্মেতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতাবাসীৎ স পার্থিবঃ।
হরস্ত্বরিহরো বীর আসীদ্ যো দানবোত্তমঃ ॥২৩

সুবাহুরিতি বিখ্যাতঃ শ্রীমানাসীৎ স পার্থিবঃ।
অহরস্তু মহাতেজাঃ শত্রুপক্ষক্ষয়ঙ্করঃ ॥২৪

সংহ্রাদনামে প্রহ্লাদের যে অনুজ ভ্রাতা ছিল, সেই বাহ্লীকরাজ শল্যনামে জন্মিয়াছিল। অনুহ্রাদ নামে প্রহ্লাদের অপর অনুজ ভ্রাতা রাজা ধৃষ্টকেতুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ॥৬-৭

হে রাজন্! শিবি নামে এক দৈত্য ছিল, সেই রাজা দ্রুমনামে পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল ॥৮

বাস্কলনামক অসুরশ্রেষ্ঠ ভগদত্ত নামে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ॥৯

অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা, অয়ঃশঙ্কু, গগনমূর্দ্ধা ও বেগবান্—এই পাঁচজন অসুর কেকয়দেশে বীর্য্যশালী প্রধান প্রধান রাজারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কেতুমান্ নামে যে বিখ্যাত অসুর ছিল, সেই উগ্রকর্ম্মা অমিতৌজা রাজারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। রাহু (স্বর্ভানু) উগ্রসেনরূপে, অশ্বনামা মহাসুর মহাবীর্য্যশালী পরাক্রান্ত অশোকরাজরূপে, অশ্বাসুরের অনুজ ভ্রাতা অশ্বপতি হার্দিক্যনামক রাজারূপে, মহাসুর বৃষপর্ব্বা দীর্ঘপ্রজ্ঞনামক রাজারূপে, বৃষপর্ব্বার অনুজ ভাই অজক শাল্বরাজরূপে এবং বীর্য্যশালী মহাসুর রোচমান নৃপতিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। হে রাজন্! বুদ্ধিমান্ সূক্ষ্মাসুরই ছিল রাজা বৃহন্ত, মহাসুর তুহুণ্ডই ছিল রাজা সেনাবিন্দু, অসুরদের মধ্যে বলাধিক ইষুপাই ছিল রাজা নগ্নজিৎ, একচক্রনামক অসুরই ছিল

বাহ্লীকো নাম রাজা স বভূব প্রথিতঃ ক্ষিতৌ।
নিচন্দ্রশ্চন্দ্রবক্ত্রস্তু য আসীদসুরোত্তমঃ ।১২৫
(মুঞ্জকেশ ইতি খ্যাতঃ পৃথিব্যাং সোহভবন্নৃপঃ।
অজকস্ত্ববরো রাজন্ য আসীদ্ বৃষপর্বণঃ ।১২৬
স শাল্ব ইতি বিখ্যাতঃ পৃথিব্যামভবন্নৃপঃ।
অশ্বগ্রীব ইতি খ্যাতঃ সত্ত্ববান্ যো মহাসুরঃ ।১২৭
রোচমান ইতি খ্যাতঃ পৃথিব্যাং সোহভবন্নৃপঃ।
সূক্ষ্মস্তু মতিমান্ রাজন্ কীর্তিমান্ যঃ প্রকীর্তিতঃ ।১২৮
বৃহদ্রথ ইতি খ্যাতঃ ক্ষিতাবাসীৎ স পার্থিবঃ।
তুহুণ্ড ইতি বিখ্যাতো য আসীদসুরোত্তমঃ ।১২৯)
মুঞ্জকেশ ইতি খ্যাতঃ শ্রীমানাসীৎ স পার্থিবঃ।
নিকুম্ভস্ত্বজিতঃ সংখ্যে মহামতিরজায়ত ।১২৬
ভূমৌ ভূমিপতিঃ শ্রেষ্ঠো দেবাধিপ ইতি স্মৃতঃ।
শরভো নাম যস্তেষাং দৈতেয়ানাং মহাসুরঃ ।১২৭
পৌরবো নাম রাজর্ষিঃ স বভূব নরেষ্বিহ।
কুপটস্তু মহাবীর্যঃ শ্রীমান্ রাজন্ মহাসুরঃ ।১২৮
সুপার্শ্ব ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ জজ্ঞে মহীপতিঃ।
ক্রথস্তু রাজন্ রাজর্ষিঃ ক্ষিতৌ জজ্ঞে মহাসুরঃ ।১২৯)
পার্বতেয় ইতি খ্যাতঃ কাঞ্চনাচলসন্নিভঃ।
দ্বিতীয়ঃ শলভস্তেষামসুরাণাং বভূব যঃ ।১৩০
প্রহ্লাদো নাম বাহ্লীকঃ স বভূব নরাধিপঃ।
চন্দ্রস্তু দিতিজশ্রেষ্ঠো লোকে তারাধিপোপমঃ ।১৩১
চন্দ্রবর্মেতি বিখ্যাতঃ কাম্বোজানাং নরাধিপঃ।
অর্ক ইত্যভিবিখ্যাতো যস্তু দানবপুঙ্গবঃ ।১৩২
ঋষিকো নাম রাজর্ষির্বভূব নৃপসত্তম।
মৃতপা ইতি বিখ্যাতো য আসীদসুরোত্তমঃ ।১৩৩
পশ্চিমানূপকং বিদ্ধি তং নৃপং নৃপসত্তম।
গবিষ্ঠস্তু মহাতেজা যঃ প্রখ্যাতো মহাসুরঃ ।১৩৪
দ্রুমসেন ইতি খ্যাতঃ পৃথিব্যাং সোহভবন্নৃপঃ।
ময়ূর ইতি বিখ্যাতঃ শ্রীমান্ যস্তু মহাসুরঃ ।১৩৫
স বিশ্ব ইতি বিখ্যাতো বভূব পৃথিবীপতিঃ।
সুপর্ণ ইতি বিখ্যাতস্তস্মাদবরজস্তু যঃ ।১৩৬
কালকীর্তিরিতি খ্যাতঃ পৃথিব্যাং সোহভবন্নৃপঃ।
চন্দ্রহন্তেতি যস্তেষাং কীর্তিতঃ প্রবরোহসুরঃ ।১৩৭
শুনকো নাম রাজর্ষিঃ স বভূব নরাধিপঃ।
বিনাশনস্তু চন্দ্রস্য য আখ্যাতো মহাসুরঃ ।১৩৮
জানকির্নাম বিখ্যাতঃ সোহভবন্মনুজাধিপঃ।
দীর্ঘজিহ্বস্তু কৌরব্য য উক্তো দানবর্ষভঃ ।১৩৯
কাশিরাজ ইতি খ্যাতঃ পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে।
গ্রহং তু সুষুবে যং তং সিংহিকার্কেন্দুমর্দনম্।
স ক্রাথ ইতি বিখ্যাতো বভূব মনুজাধিপঃ ।১৪০

বিখ্যাত রাজা হইয়াছিল, বিচিত্র যোদ্ধা মহাসুর বিরূপাক্ষ হইল রাজা চিত্রধর্মা, অরিহন্তা হরাসুর হইল রাজা সুবাহু, শত্রুপক্ষ ক্ষয়কারী মহাতেজস্বী অহরাসুর হইল রাজা বাহ্লীক, চন্দ্রমুখ অসুরশ্রেষ্ঠ নিচন্দ্রনামক অসুর হইল রাজা মুঞ্জকেশ এবং অজেয় নিকুম্ভাসুর হইল রাজা দেবাধিপ। দৈত্য শরভাসুর রাজা পৌরব হইলেন, মহাবীর্যশালী কুপটাসুর রাজা সুপার্শ্ব হইলেন, ক্রথনামক অসুর রাজা পার্বতেয় হইলেন, দ্বিতীয় শলভাসুর প্রহ্লাদনামক বাহ্লীক নৃপতি হইলেন, দিতিজশ্রেষ্ঠ চন্দ্রনামক অসুর কাম্বোজদিগের চন্দ্রবর্মা হইলেন, অর্কাসুর রাজর্ষি ঋষিক হইলেন, অসুরশ্রেষ্ঠ মৃতপা রাজা পশ্চিমানূপক হইলেন, গবিষ্ঠাসুর দ্রুমসেন রাজা হইয়াছিলেন, ময়ূরাসুর রাজা বিশ্ব হইলেন, অনুজ সুপর্ণাসুর রাজা কালকীর্তি হইলেন, মহাসুর চন্দ্রহন্তা শুনক হইলেন, মহাসুর বিনাশন রাজা জানকি হইলেন, দানবশ্রেষ্ঠ দীর্ঘজিহ্ব কাশিরাজ হইলেন, এবং সিংহিকা চন্দ্র ও সূর্য্যের মর্দনকারী যে রাহুনামক অসুরকে প্রসব করিয়াছিল, সেই রাহু বিখ্যাত রাজা ক্রাথরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।১২৫-১৪০

---

* [illegible] শ্লোক বঙ্গবাসীতে [illegible] [illegible] পুস্তকে এ প্রক্ষিপ্ত পাঠান্তর রূপে দেখা যায়।

বলাহুরস্য পুত্রাণাং চতুর্ণাং প্রথমো নৃপঃ ।
বিন্দসো নাম তেজস্বী বহুবিদ্যো নৃপঃ স্মৃতঃ ॥৩১
দ্বিতীয়ো বিক্রমান্ যস্তু নবাব্দানি মহাযশাঃ ।
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতো লোহ[illegible] ॥৩২
ততো বীর ইতি খ্যাতো (১) মহাবীর্য্য[illegible] ।
গৌড়[illegible] ইত্যেবং বহুধা নবাব্দিনঃ ॥৩৩
তৃতীয় ইত্যভিবিখ্যাতো বসু রাজ্যং মহাযশাঃ ।
[illegible] নবাব্দিনঃ ॥৩৪
জ্যোৎস্নেতি [illegible] ।
ষষ্ঠ ইত্যভিবিখ্যাতঃ [illegible] ॥৩৫
ক্ষেমবর্দ্ধন ইত্যেবং [illegible] পরিকীর্ত্তিতঃ ।
[illegible] ইতি খ্যাতঃ [illegible] ॥৩৬
কালেনাথ তু যে পুত্রাঃ [illegible] নবাব্দিনাঃ ।
[illegible] ॥৩৭
[illegible] ।
[illegible] কালেনাথ মহাযশাঃ ॥৩৮
দ্বিতীয়স্তু [illegible] ।
[illegible] ইত্যেবং [illegible] নবাব্দিনঃ ॥৩৯
তৃতীয়স্তু [illegible] মহাযশাঃ ।
[illegible] ॥৪০

[illegible] বহু চতুর্থঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।
[illegible] বিখ্যাতঃ ষষ্ঠো [illegible] ॥৪১
[illegible] মহাযশাঃ ।
[illegible] ইতি বিখ্যাতো বহুধা [illegible] ॥৪২
[illegible] ।
[illegible] বিখ্যাতঃ ষষ্ঠো [illegible] ॥৪৩
[illegible] ।
বিক্রম[illegible] ষষ্ঠো [illegible] ॥৪৪
[illegible] নবাব্দিন ।
বহুধা [illegible] ॥৪৫
[illegible] বিখ্যাতো [illegible] মহাযশাঃ ।
[illegible] ইতি খ্যাতঃ [illegible] ॥৪৬
[illegible] মহাবীর্য্যঃ [illegible] মহাযশাঃ ।
[illegible] ইতি বিখ্যাতঃ ষষ্ঠো [illegible] ॥৪৭
[illegible] মহাযশাঃ ।
[illegible] ॥৪৮
[illegible] প্রকীর্ত্তিতঃ ।
[illegible] নবাব্দিনাঃ ॥৪৯
[illegible] ।
[illegible] ॥৫০

হে মুনিবর্গ! বলাহুর চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিন্দসারাখ্য [illegible] রাজা হয়েন, বিক্রমে দ্বিতীয় রাজা শাকম্ভরাখ্য হয়েন, তদনন্তর বীরনামক [illegible] গৌড়[illegible] হয়েন, তদনন্তর [illegible] রাজা হয়েন, তাহার [illegible] ক্ষেমবর্দ্ধন রাজা হয়েন এবং [illegible] পূর্ব [illegible] বিক্রমবিশিষ্ট রাজা হয়েন [illegible]

[illegible] ॥৩১-৩৭

সেই আট পুত্রের জ্যেষ্ঠ রাজা [illegible] হয়েন, দ্বিতীয় রাজা [illegible] হয়েন, [illegible] তৃতীয় রাজা [illegible] হয়েন, চতুর্থ রাজা [illegible] হয়েন, পঞ্চম রাজা [illegible] হয়েন, ষষ্ঠ রাজা [illegible] হয়েন, সপ্তম রাজা [illegible] হয়েন, এবং অষ্টম রাজা [illegible] রাজারা পৃথিবীতে [illegible] হইয়াছিলেন ॥৩৮-৪৪

[illegible] রাজা হয়েন, [illegible] প্রথম রাজা [illegible] হয়েন, [illegible]

পাঠান্তর ।—(১) [illegible] ইতি বিখ্যাতঃ— ।

ক্রোধো বিচিত্যঃ সুরসঃ শ্রীমান্ নীলশ্চ ভূমিপঃ।
বীরধামা চ কৌরব্য ভূমিপালশ্চ নামতঃ ॥৬১
দন্তবক্রশ্চ নামাসীদ্ দুর্জয়শ্চৈব নামতঃ (১)।
রুক্মী চ নৃপশার্দ্দূলো রাজা চ জনমেজয়ঃ ॥৬২
আষাঢ়ো বায়ুবেগশ্চ ভূরিতেজাস্তথৈব চ।
একলব্যঃ সুমিত্রশ্চ বাটধানোঽথ গোমুখঃ ॥৬৩
কারূষকাশ্চ রাজানঃ ক্ষেমধূর্ত্তিস্তথৈব চ।
শ্রুতায়ুরুদ্বহশ্চৈব বৃহৎসেনস্তথৈব চ ॥৬৪
ক্ষেমোগ্রতীর্থঃ কুহরঃ কলিঙ্গেষু নরাধিপঃ।
মতিমাংশ্চ মনুষ্যেন্দ্র ঈশ্বরশ্চেতি বিশ্রুতঃ ॥৬৫
গণাৎ ক্রোধবশাদেবং রাজপূগোঽভবদ্ ভুবি।
জাতঃ পুরা মহাভাগো মহাকীর্ত্তির্মহাবলঃ ॥৬৬
কালনেমিরিতি খ্যাতো দানবানাং মহাবলঃ।
স কংস ইতি বিখ্যাত উগ্রসেনসুতো বলী ॥৬৭
যস্ত্বাসীদ্ দেবকো নাম দেবরাজসমদ্যুতিঃ।
স গন্ধর্ব্বপতির্মুখ্যঃ ক্ষিতৌ জজ্ঞে নরাধিপঃ ॥৬৮
বৃহস্পতের্বৃহৎকীর্ত্তের্দেবর্ষের্বিদ্ধি ভারত।
অংশাদ্ দ্রোণং সমুৎপন্নং ভারদ্বাজমযোনিজম্ ॥৬৯
ধন্বিনাং নৃপশার্দ্দূল যঃ স সর্ব্বাস্ত্রবিত্তমঃ।
বৃহৎকীর্ত্তির্মহাতেজাঃ সংজজ্ঞে মনুজেশ্বর ॥৭০
ধনুর্ব্বেদে চ বেদে চ যং তং বেদবিদো বিদুঃ।
বরিষ্ঠমিন্দ্রকর্ম্মাণং দ্রোণং স্বকুলবর্দ্ধনম্ ॥৭১
মহাদেবান্তকাভ্যাঞ্চ কামাৎ ক্রোধাচ্চ ভারত।
একত্বমুপপন্নানাং জজ্ঞে শূরঃ পরন্তপঃ ॥৭২
অশ্বত্থামা মহাবীর্য্যঃ শত্রুপক্ষক্ষয়ঙ্করঃ।
বীরঃ কমলপত্রাক্ষঃ ক্ষিতাবাসীন্নরাধিপ ॥৭৩
জজ্ঞিরে বসবস্ত্বষ্টৌ গঙ্গায়াং শান্তনোঃ সুতাঃ।
বশিষ্ঠস্য চ শাপেন নিয়োগাদ্ বাসবস্য চ ॥৭৪

বাহ্লীকরাজ [illegible] এবং ক্রোধবশের গণ হইতে [illegible] নিম্নলিখিত রাজারূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥৫৬-৫৯

নন্দক, কর্ণবেষ্ট, সিদ্ধার্থ, কীটক, সুবীর, সুবাহু, মহাবীর, বাহ্লীক, ক্রোধ, বিচিত্য, সুরস, শ্রীমান্ কৌরব্য, নীল, নরেশ, বীরধামা, ভূমিপাল, দন্তবক্র, দুর্জয় নামক, রুক্মী, রাজা জনমেজয়, আষাঢ়, বায়ুবেগ, ভূরিতেজা, একলব্য, সুমিত্র, বাটধান, গোমুখ, কারূষ রাজগণ, ক্ষেমধূর্ত্তি, শ্রুতায়ু, উদ্বহ, বৃহৎসেন, ক্ষেম, উগ্রতীর্থ, কলিঙ্গরাজ কুহর, মতিমান্ রাজা ঈশ্বর—এই সকল কীর্ত্তিমান্ মহাবলী নরপতিগণ ক্রোধবশগণ হইতে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥৬০-৬৬

দানবগণের মধ্যে বিখ্যাত মহাবলশালী কালনেমি উগ্রসেনপুত্র কংসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৬৭

দেবরাজতুল্য দ্যুতিমান্ রাজা দেবকই মুখ্য গন্ধর্ব্বপতি হইয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন ॥৬৮

দেবর্ষি মহাকীর্ত্তি বৃহস্পতির অংশ হইতেই ভরদ্বাজের অযোনিজ পুত্র দ্রোণাচার্য্য উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥৬৯

হে মনুজেশ্বর ! দ্রোণ মহাতেজস্বী এবং ধনুর্দ্ধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সর্ব্বাস্ত্রবিৎ হইয়া মহাকীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন ॥৭০

ধনুর্ব্বেদ ও বেদশাস্ত্রে উৎকৃষ্টই তিনি পারদর্শী হইয়া কুলমর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং তিনি ইন্দ্রতুল্যকর্ম্মা ছিলেন ॥৭১

হে রাজন্ ! মহাদেব, যম, কাম ও ক্রোধ—ইহারা চারি জনে মিলিত হইয়া অশ্বত্থামারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি মহাবীর্য্যশালী, বীর, পদ্মলোচন

পাঠান্তর।—(১) দন্তবক্রশ্চ নামাসীদ্ দুর্জয়শ্চৈব মানবঃ।

[illegible]।
[illegible] ৭৫
[illegible]।
[illegible] ৭৬
[illegible]।
[illegible] ৭৭
[illegible]।
[illegible] ৭৮
[illegible] বৃষ্ণিকুলোদ্বহঃ।
[illegible] ৭৯
[illegible]।
[illegible] ৮০
[illegible]।
[illegible] ৮১

[illegible] ৭২-৭৪

বশিষ্ঠের শাপে এবং [illegible] এই বহু [illegible] করিয়াছিলেন ৭৫

তাঁহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ যিনি ছিলেন, তিনিই [illegible] ৭৬

যিনি [illegible] সহিত যুদ্ধ করিয়া [illegible] হইয়াছিলেন ৭৭

হে রাজন্! যিনি [illegible] পৃথিবীতে ব্যাপ্তি [illegible] করিয়াছিলেন, তিনি [illegible] বলিয়া জানিবে ৭৮

হে রাজন্! [illegible] বলিয়া জানিবে ৭৯

বৃষ্ণিকুলোৎপন্ন [illegible] হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে ৮০

[illegible]।
[illegible] ৮২
[illegible]।
[illegible] ৮৩
[illegible] (১)।
[illegible] ৮৪
[illegible]।
[illegible] ৮৫
[illegible]।
[illegible] (২)।
[illegible] ৮৬
[illegible]।
[illegible] ৮৭

[illegible] পৃথিবীতে [illegible] হইয়াছিলেন ৮০

হে রাজন্! [illegible] রাজা [illegible] এবং [illegible] ও সত্যবাদী রাজা [illegible]—উভয়ে [illegible] হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ৮১-৮২

[illegible] পুত্র [illegible]। তিনি বীর্য্যবান্, [illegible] ও [illegible] ছিলেন। [illegible] তিনি [illegible] হইয়াছিলেন।

[illegible] আবির্ভূত হইয়াছিলেন। [illegible] ও মহাযশাঃ পুত্র [illegible] (স্বাহি) বিখ্যাত আবির্ভূত হইয়া-

---

পাঠান্তর—(১) —[illegible]।

* কোন কোন মাতৃকায় ৮০ শ্লোকের শেষ অর্দ্ধের স্থলে নিম্ন পাঠ দেখা যায়,—

"[illegible]"

(২) [illegible]

[illegible]

[illegible] সর্বেষাং বিবিধৈঃ [illegible] ।
[illegible] পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে ।১৮
[illegible] ।
[illegible] ।১৯
শতং দুঃশলয়া সার্দ্ধং [illegible] ।
[illegible] ।২০
দুর্যোধনপ্রধানাস্তে সোদর্যা [illegible] ।
বৈশ্যাপুত্রো যুযুৎসুশ্চ ধার্তরাষ্ট্রঃ শতাধিকঃ ।২১

জনমেজয় উবাচ।

জ্যেষ্ঠানুজ্যেষ্ঠতাং তেষাং নামধেয়ানি বা দ্বিজ।
ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাণামানুপূর্ব্যেণ কীর্তয় ।২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দুর্যোধনো যুযুৎসুশ্চ রাজন্ দুঃশাসনস্তথা।
দুঃসহো দুঃশলশ্চৈব দুর্মুখশ্চ তথাপরঃ ।২৩
বিবিংশতির্বিকর্ণশ্চ জলসন্ধঃ সুলোচনঃ ।
বিন্দানুবিন্দৌ দুর্ধর্ষঃ সুবাহুর্দুষ্প্রধর্ষণঃ ।২৪
দুর্মর্ষণো দুর্মুখশ্চ দুষ্কর্ণঃ কর্ণ এব চ ।
চিত্রোপচিত্রৌ চিত্রাক্ষশ্চারুচিত্রাঙ্গদস্তথা ।২৫
দুর্মদো দুষ্প্রধর্ষশ্চ বিবিৎসুর্বিকটঃ সমঃ ।
ঊর্ণনাভঃ পদ্মনাভশ্চ তথা নন্দোপনন্দকৌ ।২৬
সেনাপতিঃ সুষেণশ্চ কুণ্ডোদর-মহোদরৌ ।
চিত্রবাহুশ্চিত্রবর্মা সুবর্মা দুর্বিরোচনঃ ।২৭
অয়োবাহুর্মহাবাহুশ্চিত্রচাপ-সুকুণ্ডলৌ ।
ভীমবেগো ভীমবলো বলাকী বলবর্দ্ধনঃ ।২৮
উগ্রায়ুধো ভীমকর্মা কনকায়ুর্দৃঢ়ায়ুধঃ ।
দৃঢ়বর্মা দৃঢ়ক্ষত্রঃ সোমকীর্ত্তিরনূদরঃ ।২৯
জরাসন্ধো দৃঢ়সন্ধঃ সত্যসন্ধঃ সহস্রবাক্ ।
উগ্রশ্রবা উগ্রসেনঃ ক্ষেমমূর্ত্তিস্তথৈব চ ।৩০
অপরাজিতঃ পণ্ডিতকো বিশালাক্ষো দুরাধরঃ ।৩১
দৃঢ়হস্তঃ সুহস্তশ্চ বাতবেগ-সুবর্চসৌ ।
আদিত্যকেতুর্বহ্বাশী নাগদত্তাগ্রযায়িনৌ ।৩২

ছিলেন ১৮-২০

বৃকোদরের জন্ম দিনেই দুর্যোধনের জন্ম [illegible] বলিয়া জানিবেন ।২১

এই অতিবল ধৃতরাষ্ট্রের শতসংখ্যক পুত্র ছিল; [illegible] । সে সমস্ত পুত্রই [illegible] একজনও [illegible] বিবাহ করিয়াছে। সে [illegible] এমন [illegible] সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহার দ্বারা সমস্ত [illegible] বিনাশ হইয়াছে। [illegible] দুর্যোধনের [illegible] হইয়াছিল ১৮-২১

কুরুবংশীয় দুঃশাসন, দুর্মুখ, দুঃসহ প্রভৃতি দুর্যোধনের একশত ভাই সকলেই [illegible] ছিল; তাহারা দুর্যোধনের [illegible] করিতেই আসিয়াছেন। [illegible] । তাহাদের মধ্যে যুযুৎসু বৈশ্যাগর্ভে জাত এবং সকলের [illegible] পৃথক্ ।২০-২১

জনমেজয় বলিলেন—হে বিপ্র! আপনি জ্যেষ্ঠানুক্রমে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের নাম নির্দেশ করুন ।২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—উহাদের নাম জ্যেষ্ঠানুক্রমে বলিতেছি, শুন—১। দুর্যোধন, ২। যুযুৎসু, ৩। দুঃশাসন, ৪। দুঃসহ, ৫। দুঃশল, ৬। দুর্মুখ, ৭। বিবিংশতি, ৮। বিকর্ণ, ৯। জলসন্ধ, ১০। সুলোচন, ১১। বিন্দ, ১২। অনুবিন্দ, ১৩। দুর্ধর্ষ, ১৪। সুবাহু, ১৫। দুষ্প্রধর্ষণ, ১৬। দুর্মর্ষণ, ১৭। দুর্মুখ, ১৮। দুষ্কর্ণ, ১৯। কর্ণ, ২০। চিত্র, ২১। উপচিত্র, ২২। চিত্রাক্ষ, ২৩। চারু, ২৪। চিত্রাঙ্গদ, ২৫। দুর্মদ, ২৬। দুষ্প্রধর্ষ, ২৭। বিবিৎসু, ২৮। বিকট, ২৯। সম, ৩০। ঊর্ণনাভ, ৩১। পদ্মনাভ, ৩২। নন্দ, ৩৩। উপনন্দ, ৩৪। সেনাপতি, ৩৫। সুষেণ, ৩৬। কুণ্ডোদর, ৩৭। মহোদর, ৩৮। চিত্রবাহু, ৩৯। চিত্রবর্মা, ৪০। সুবর্মা, ৪১। দুর্বিরোচন, ৪২। অয়োবাহু, ৪৩। মহাবাহু, ৪৪। চিত্রচাপ, ৪৫। সুকুণ্ডল,

কবচী নিষঙ্গী পাশী দণ্ডধারো ধনুর্গ্রহঃ ।
উগ্রো ভীমরথো বীরো বীরবাহুরলোলুপঃ ॥১০৩
অভয়ো রৌদ্রকর্ম্মা চ তথা দৃঢ়রথস্তথা ।
অনাধৃষ্যঃ কুণ্ডভেদী বিরাবী দীর্ঘলোচনঃ ॥১০৪
দীর্ঘবাহুর্ম্মহাবাহুর্ব্যূঢ়োরুঃ কনকধ্বজঃ ।
কুণ্ডাশী বিরজাশ্চৈব দুঃশলা চ শতাধিকা ॥১০৫
বৈশ্যাপুত্রো যুযুৎসুশ্চ ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ শতাধিকঃ ।
এতদেকশতং রাজন্ কন্যা চৈকা প্রকীর্ত্তিতা ॥১০৬
নামধেয়ানুপূর্ব্ব্যা চ জ্যেষ্ঠানুজ্যেষ্ঠতাং বিদুঃ ।
সর্ব্বে ত্বতিরথাঃ শূরাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥১০৭
সর্ব্বে বেদবিদশ্চৈব রাজন্ শাস্ত্রে চ পারগাঃ ।
সর্ব্বে সংগ্রামবিদ্যাসু বিদ্যাভিজনশোভিনঃ ॥১০৮
সর্ব্বেষামনুরূপাশ্চ কৃতা দারা মহীপতে ।
দুঃশলাং সময়ে রাজন্ সিন্ধুরাজায় কৌরবঃ ॥১০৯
জয়দ্রথায় প্রদদৌ সৌবলানুমতে তদা ।
ধর্ম্মস্যাংশং তু রাজানং বিদ্ধি রাজন্ যুধিষ্ঠিরম্ ॥১১০
ভীমসেনং তু বাতস্য দেবরাজস্য চার্জ্জুনম্ ।
অশ্বিনোস্তু তথৈবাংশৌ রূপেণাপ্রতিমৌ ভুবি ॥১১১
নকুলঃ সহদেবশ্চ সর্ব্বভূতমনোহরৌ ।
যস্তু বর্চ্চা ইতি খ্যাতঃ সোমপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥১১২
সোঽভিমন্যুর্বৃহৎকীর্ত্তিরর্জ্জুনস্য সুতোঽভবৎ ।
অস্যাবতরণে রাজন্ সুরান্ সোমোঽব্রবীদিদম্ ॥১১৩
নাহং দদ্যাং প্রিয়ং পুত্রং মম প্রাণৈর্গরীয়সম্ ।
সময়ঃ ক্রিয়তামেষ ন শক্যমতিবর্ত্তিতুম্ ॥১১৪

৪৬। ভীমবেগ, ৪৭। ভীমবল, ৪৮। বলাকী, ৪৯। ভীম, ৫০। বিক্রম, ৫১। উগ্রায়ুধ, ৫২। ভীমশর, ৫৩। কনকায়ু, ৫৪। দৃঢ়ায়ুধ, ৫৫। দৃঢ়বর্ম্মা, ৫৬। দৃঢ়ক্ষত্র, ৫৭। সোমকীর্ত্তি, ৫৮। অনূদর, ৫৯। জরাসন্ধ, ৬০। দৃঢ়সন্ধ, ৬১। সত্যসন্ধ, ৬২। সহস্রবাক্, ৬৩। উগ্রশ্রবা, ৬৪। উগ্রসেন, ৬৫। ক্ষেমমূর্ত্তি, ৬৬। অপরাজিত, ৬৭। পণ্ডিতক, ৬৮। বিশালাক্ষ, ৬৯। দুরাধন, ৭০। দৃঢ়হস্ত, ৭১। সুহস্ত, ৭২। বাতবেগ, ৭৩। সুবর্চ্চা, ৭৪। আদিত্যকেতু, ৭৫। বহ্বাশী, ৭৬। নাগদত্ত, ৭৭। অনুযায়ী, ৭৮। কবচী, ৭৯। নিষঙ্গী, ৮০। দণ্ডী, ৮১। দণ্ডধার, ৮২। ধনুর্গ্রহ, ৮৩। উগ্র, ৮৪। ভীমরথ, ৮৫। বীর, ৮৬। বীরবাহু, ৮৭। অলোলুপ, ৮৮। অভয়, ৮৯। রৌদ্রকর্ম্মা, ৯০। দৃঢ়রথ, ৯১। অনাধৃষ্য, ৯২। কুণ্ডভেদী, ৯৩। বিরাবী, ৯৪। দীর্ঘলোচন, ৯৫। দীর্ঘবাহু, ৯৬। মহাবাহু, ৯৭। ব্যূঢ়োরু, ৯৮। কনকধ্বজ, ৯৯। কুণ্ডাশী এবং ১০০। বিরজ।

ধৃতরাষ্ট্রের এই শত পুত্র এবং দুঃশলানাম্নী এক দুহিতা ছিল।১০৩-১০৬

বৈশ্যার গর্ভে উৎপন্ন যুযুৎসু একশতের অধিক ছিল। অতএব ধৃতরাষ্ট্রের একশত একটী পুত্র এবং একটী কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠক্রমে ইহাদের নাম বলা হইয়াছে। এই সকল পুত্রই অতিরথ, যুদ্ধবিশারদ ও অত্যন্ত যোদ্ধা ছিল।১০৬-১০৭

ইহারা সকলেই বেদবিৎ, শাস্ত্রজ্ঞ, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী এবং উচ্চ বিদ্যাকুলের দ্বারা সুশোভিত ছিল।১০৮

অনুরূপা কন্যা দেখিয়া ইহাদের সকলের বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। দুর্য্যোধনের দুঃশলা ভগিনীকে শকুনির সম্মতি অনুসারে জয়দ্রথের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। হে রাজন্! যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মাংশ (জাত) বলিয়া জানিবে।১০৯-১১০

ভীমসেনকে বায়ু দেবতার, অর্জ্জুনকে দেবরাজ ইন্দ্রের এবং সহদেব ও নকুলকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অংশ বলিয়া জানিবে। নকুল ও সহদেবের রূপ সর্ব্বভূতমনোহর ছিল। বর্চ্চা নামে চন্দ্রের যে প্রতাপশালী পুত্র ছিল, সেই অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার অবতরণের

[illegible] হি নঃ [illegible] [illegible] ভব।
[illegible] [illegible] [illegible] ন চ [illegible] বৈ [illegible] ॥১১৬

[illegible] [illegible] [illegible] সদা।
[illegible] [illegible] পুরুঃ [illegible] ॥১১৭

[illegible] ভবিতা পুত্রো [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥১১৭

[illegible] [illegible] ন [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥১১৮

[illegible] [illegible] ন [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] বা [illegible] ॥১১৯

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible]।
[illegible] [illegible] চ [illegible] [illegible] ॥১২০

[illegible] [illegible] [illegible] এইরূপ বলিয়াছিলেন—"আমার [illegible] হইতে [illegible] এই পুত্রকে দীর্ঘকালের জন্য [illegible] দিতে পারি না; তোমরা ইহার [illegible] আমার একটা কথা ঠিক নয়, যাহার অতিক্রম না হয়। ১১১-১১৪

পৃথিবীতে যদুবংশের [illegible] [illegible] [illegible] সকল [illegible]। তাহার বংশ আমার পুত্রের মতই থাকিবে, কিন্তু কোনদিন রাজা থাকিবে না। ভগবান্ [illegible] [illegible] [illegible] পাণ্ডুপুত্র [illegible] অর্জ্জুন নামে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিবেন। হে জনমেজয়! আমার এই পুত্র [illegible] [illegible] অবতীর্ণ করিয়া পৃথিবীতে মহাবলী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবে এবং [illegible] কোন বংশের জন্য যে [illegible] যাইবে। ইহার কোন বংশে যে [illegible] [illegible] যুদ্ধ হইবে, সেই যুদ্ধে পাণ্ডবদের [illegible] বীরপুরুষগণের ন্যায় পরাক্রম দেখাইবে। ১১৫-১১৮

হে জনমেজয়! [illegible] ও [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥১২১
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥১২২
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
এবং [illegible] পুত্রঃ [illegible] বৈ [illegible] ॥১২৩
[illegible] [illegible] [illegible] ন [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥১২৪
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
এবং যে [illegible] [illegible] [illegible] পিতুঃ পিতা ॥১২৫
[illegible] তু [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥১২৬
[illegible] যে [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥১২৭

[illegible] [illegible] [illegible] করিয়া আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিবে। সেই যুদ্ধে এই বংশের অনেক [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিনাশ করিবে। সে [illegible] [illegible] বিনাশ [illegible] এবং [illegible] জয় করিবে। [illegible] [illegible] [illegible] (পত্নী) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে [illegible] যুদ্ধ বধ করিবে। তখন সে আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। সে একটী [illegible] [illegible] পুত্র উৎপাদন করিবে। তাহাতে [illegible] [illegible] [illegible] হইবে।" [illegible] [illegible] এই কথা বলিয়া "[illegible]" বলিয়া তাঁহার [illegible] [illegible] করিতে লাগিলেন। হে রাজন্ জনমেজয়! এই তোমার [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] তোমাকে বলিলাম। ১১৯-১২৫

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়া আসিবে। ১২৬-১২৭

প্রতিবিন্ধ্যঃ সুতসোমঃ শ্রুতকীর্ত্তিস্তথাপরঃ।
নাকুলিশ্চ শতানীকঃ শ্রুতসেনশ্চ বীর্য্যবান্ ॥১২৮
শূরো নাম যদুশ্রেষ্ঠো বসুদেবপিতাভবৎ।
তস্য কন্যা পৃথা নাম রূপেণাসদৃশী ভুবি ॥১২৯
পিতুঃ স্বস্রীয়পুত্রায় সোহনপত্যায় বীর্য্যবান্।
অগ্রমগ্রে প্রতিজ্ঞায় স্বস্যাপত্যস্য বৈ তদা ॥১৩০
অগ্রজাতেতি তাং কন্যাং শূরোঽনুগ্রহকাঙ্ক্ষিণে।
প্রাদাৎ কুন্তিভোজায় স তাং দুহিতরং তদা ॥১৩১
সা নিযুক্তা পিতুর্গেহে ব্রাহ্মণাতিথিপূজনে।
উগ্রং পর্য্যচরদ্ ঘোরং ব্রাহ্মণং সংশিতব্রতম্ ॥১৩২
নিগূঢ়নিশ্চয়ং ধর্ম্মে যং তং দুর্ব্বাসসং বিদুঃ।
তমুগ্রং সংশিতাত্মানং সর্ব্বযত্নৈরতোষয়ৎ ॥১৩৩

তুষ্টোঽভিচারসংযুক্তমাচচক্ষে যথাবিধি।
উবাচ চৈনাং ভগবান্ প্রীতোঽস্মি সুভগে তব ॥১৩৪
যং যং দেবং ত্বমেতেন মন্ত্রেণাবাহয়িষ্যসি।
তস্য তস্য প্রসাদাৎ ত্বং দেবি পুত্রান্ জনিষ্যসি ॥১৩৫
এবমুক্তা চ সা বালা তদা কৌতূহলান্বিতা।
কন্যা সতী দেবমর্কমাজুহাব যশস্বিনী ॥১৩৬
প্রকাশকর্ত্তা ভগবাংস্তস্যাং গর্ভং দধৌ তদা।
অজীজনৎ সুতং চাস্যাং সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরম্ ॥১৩৭
সকুণ্ডলং সকবচং দেবগর্ভশ্রিয়াবৃতম্।
দিবাকরসমং দীপ্ত্যা চারুসর্ব্বাঙ্গভূষিতম্ ॥১৩৮
নিগূহমানা জাতং বৈ বন্ধুপক্ষভয়াৎ তদা।
উৎসসর্জ্জ জলে কুন্তী তং কুমারং যশস্বিনম্ ॥১৩৯

দ্রৌপদীর পুত্রগণের যুধিষ্ঠিরাদি ক্রমে নাম হইতেছে প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকীর্ত্তি, শতানীক এবং শ্রুতসেন ॥১২৮

যদুবংশের শ্রেষ্ঠ নাম শূরসেন ছিল। তিনি বসুদেবের জনক ছিলেন। তাঁহার পৃথা নামে এক কন্যা ছিল, যাহার সদৃশ রূপবতী স্ত্রী পৃথিবীতে ছিল না ॥১২৯

শূরসেন তাঁহার সন্তানহীন পিতৃষ্বস্রীয় (পিসতুত ভাই) রাজার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, "আমার প্রথম সন্তান তোমাকে দিব।" এজন্য শূরসেন প্রথম সন্তান কন্যারূপিণী পৃথাকে (কুন্তীকে) কুন্তিভোজ রাজাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক দান করিয়াছিলেন ॥১৩০-১৩১

সেই কুন্তী পিতা কুন্তিভোজের গৃহে ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণের সেবায় পিতাকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এক সময় মহর্ষি দুর্ব্বাসা অতিথিরূপে আগমন করিলে তিনি সংযত থাকিয়া সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন ॥১৩২-১৩৩

মহর্ষি দুর্ব্বাসা তাঁহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"হে সৌভাগ্যশালিনী! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি তোমাকে একটি মন্ত্র উপদেশ করিতেছি; তুমি এই মন্ত্র দ্বারা যে যে দেবতার আহ্বান করিবে, তাঁহাদের প্রসাদে তুমি সেইরূপ পুত্র লাভ করিবে ॥১৩৪-১৩৫

ঋষির নিকট মন্ত্র ও বর প্রাপ্ত হইয়া সেই সতী বালিকা কন্যা কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া সূর্য্যদেবকে সেই মন্ত্র দ্বারা আহ্বান করিলেন। তখন জগতের প্রকাশকারী সূর্য্যদেব তাঁহার নিকট আগমন করত তাঁহাতে গর্ভাধান করিলেন এবং সর্ব্বশস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একটি পুত্র উৎপাদন করিলেন। সেই পুত্রশরীরে কবচ, কুণ্ডল, দেবশিশুর ন্যায় কান্তি, সূর্য্যতুল্য দীপ্তি, সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব প্রকাশ পাইল। কুন্তী তখন আত্মীয়গণের ভয়ে এই সন্তান প্রসবের কথা গোপন করিবার জন্য জলে সেই সন্তানকে একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখিয়া বিসর্জ্জন করিলেন ॥১৩৬-১৩৯

তমুৎসৃষ্টং জলে গর্ভং রাধাভর্ত্তা মহাযশাঃ।
রাধায়াঃ কল্পয়ামাস পুত্রং সোহধিরথস্তদা ॥১৪০

চক্রতুর্নামধেয়ঞ্চ তস্য বালস্য তাবুভৌ।
দম্পতী বসুষেণেতি দিক্ষু সর্ব্বাসু বিশ্রুতম্ ॥১৪১

সংবর্দ্ধমানো বলবান্ সর্ব্বাস্ত্রেষূদ্যতোহভবৎ।
বেদাঙ্গানি চ সর্ব্বাণি জজাপ জয়তাং বরঃ ॥১৪২

যস্মিন্ কালে জপন্নাস্তে ধীমান্ সত্যপরাক্রমঃ।
নাদেয়ং ব্রাহ্মণেষ্বাসীৎ তস্মিন্ কালে মহাত্মনঃ ॥১৪৩

তমিন্দ্রো ব্রাহ্মণো ভূত্বা পুত্রার্থে ভূতভাবনঃ।
যযাচে কুণ্ডলে বীরং কবচঞ্চ সহাঙ্গজম্ ॥১৪৪

উৎকৃত্য কর্ণো হ্যদদাৎ কবচং কুণ্ডলে তথা।
শক্তিং শক্রো দদৌ তস্মৈ বিস্মিতশ্চেদমব্রবীৎ ॥১৪৫

দেবাসুর-মনুষ্যাণাং গন্ধর্ব্বোরগ-রক্ষসাম্।
যস্মিন্ ক্ষেপ্স্যসি দুর্দ্ধর্ষ স একো ন ভবিষ্যতি ॥১৪৬

পুরা নাম চ তস্যাসীদ্ বসুষেণ ইতি ক্ষিতৌ।
ততো বৈকর্ত্তনঃ কর্ণঃ কর্ম্মণা তেন সোহভবৎ ॥১৪৭

আমুক্তকবচো বীরো যস্তু জজ্ঞে মহাযশাঃ।
স কর্ণ ইতি বিখ্যাতঃ পৃথায়াঃ প্রথমঃ সুতঃ ॥১৪৮

স তু সূতকুলে বীরো ব্যবর্দ্ধত নরোত্তম।
কর্ণং নরবরশ্রেষ্ঠং সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরম্ ॥১৪৯
দুর্য্যোধনস্য সচিবং মিত্রং শত্রুবিনাশনম্।
দিবাকরস্য তং বিদ্ধি রাজন্নংশমনুত্তমম্ ॥১৫০

রাধার স্বামী সুযশা অধিরথ জলে সেই সন্তানকে পাইয়া তখনই রাধাকে অর্পণ করিলেন ॥১৪০

তখন সেই দম্পতি তাহার নাম রাখিলেন বসুষেণ। তখন হইতে সে সেই নামে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিল ॥১৪১

সেই বলবান্ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত সর্ব্বাস্ত্রবিদ্যায় উদ্যত হইল এবং বেদ-বেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন করত বিদ্বান্ হইল। প্রাতঃকালে সূর্য্যের উপাসনায় ও সূর্য্যাস্ত-কালে তাহার ভক্তি ছিল ॥১৪২

যখন সেই সত্য পরাক্রম বুদ্ধিমান্ বসুষেণ (কর্ণ) (সূর্য্যমন্ত্র) জপ করিতেন, সেই সময় প্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মণকে অদেয় তাঁহার কিছুই ছিল না ॥১৪৩

একদিন সূর্য্যোপাসনার সময় ইন্দ্র পুত্র অর্জ্জুনের হিতের জন্য ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সহজাত কবচ ও কুণ্ডল প্রার্থনা করিলেন ॥১৪৪

তখন তিনি তাঁহার শরীর হইতে কাটিয়া সেই সহজাত কবচ ও কুণ্ডল ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে ইন্দ্রও তাঁহাকে একটী শক্তিপ্রদান করত তাঁহার বদান্যতা দর্শনে বিস্মিত হইয়া বলিলেন—দেব, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসগণের মধ্যে যাহারই উপর এই শক্তি নিক্ষেপ করিবে, সেই এক ব্যক্তি অবশ্যই বিনষ্ট হইবে এবং (তাঁহার পর ঐ শক্তি আবার ফিরিয়া আসিবে) ॥১৪৫।১৪৬

পূর্ব্বে তাঁহার নাম ছিল বসুষেণ, কবচ কুণ্ডল কাটিয়া দেওয়ার পর হইতে তাঁহার নাম হইল বৈকর্ত্তন ॥১৪৭

যেহেতু সেই মহাযশস্বী পুরুষ কবচ ও কুণ্ডলের সহিতই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি "কর্ণ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন ॥১৪৮

হে নরশ্রেষ্ঠ! তিনি এইভাবে সূতকুলে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। এই শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ কর্ণই দুর্য্যোধনের সচিব ও মন্ত্রী ছিলেন। হে রাজন্! তিনি সূর্য্যদেবের অংশ হইতে উৎপন্ন জানিবে ॥১৪৯-১৫০

যস্তু নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।
তস্যাংশো মানুষেষ্বাসীদ্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ॥১৩১॥
শেষস্যাংশশ্চ নাগস্য বলদেবো মহাবলঃ।
সনৎকুমারং প্রদ্যুম্নং বিদ্ধি রাজন্ মহৌজসম্ ॥১৩২॥
এবমন্যে মনুষ্যেন্দ্রা বহবোংশা দিবৌকসাম্।
জজ্ঞিরে বসুদেবস্য কুলে কুলবিবর্দ্ধনাঃ ॥১৩৩॥
গণস্ত্বপ্সরসাং যো বৈ ময়া রাজন্ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্য ভাগঃ ক্ষিতৌ জজ্ঞে নিয়োগাদ্ বাসবস্য চ ॥১৩৪॥
তানি ষোড়শ দেবীনাং সহস্রাণি নরাধিপ।
বভূবুর্মানুষে লোকে নারায়ণপরিগ্রহঃ ॥১৩৫॥
শ্রিয়স্তু ভাগঃ সংজজ্ঞে রত্যর্থং পৃথিবীতলে।
ভীষ্মকস্য কুলে সাধ্বী রুক্মিণী নাম নামতঃ ॥১৩৬॥
দ্রৌপদী ত্বথ সংজজ্ঞে শচীভাগাদনিন্দিতা।
দ্রুপদস্য কুলে কন্যা বেদিমধ্যাদনিন্দিতা ॥১৩৭॥
নাতিহ্রস্বা ন মহতী নীলোৎপলসুগন্ধিনী।
পদ্মায়তাক্ষী সুশ্রোণী অসিতায়তমূর্দ্ধজা ॥১৩৮॥
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না বৈদূর্য্যমণিসন্নিভা।
পঞ্চানাং পুরুষেন্দ্রাণাং চিত্তপ্রমথিনী রহঃ ॥১৩৯॥
সিদ্ধির্ধৃতিশ্চ যে দেব্যৌ পঞ্চানাং মাতরৌ তু তে।
কুন্তী মাদ্রী চ জজ্ঞাতে মতিস্তু সুবলাত্মজা ॥১৪০॥
ইতি দেবাসুরাণাং তে গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং তথা।
অংশাবতরণং রাজন্ রাক্ষসানাঞ্চ কীর্ত্তিতম্ ॥১৪১॥
যে পৃথিব্যাং সমুদ্ভূতা রাজানো যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ।
মহাত্মানো যদূনাঞ্চ যে জাতা বিপুলে কুলে ॥১৪২॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ময়া তে পরিকীর্ত্তিতাঃ।
ধন্যং যশস্যং পুত্রীয়মায়ুষ্যং বিজয়াবহম্।
ইদমংশাবতরণং শ্রোতব্যমনসূয়তা ॥১৪৩॥

যিনি দেবদেব নারায়ণ এবং যিনি সনাতন, তিনিই অংশে বসুদেবের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥১৩১॥

হে রাজন্! মহাবলবান্ বলদেবকে শেষনাগের এবং সনৎকুমারকে মহাতেজা প্রদ্যুম্নরূপে অংশে জানিবে ॥১৩২॥

এইরূপে বসুদেবের বংশে অন্যান্য কুলবর্দ্ধন বহুসংখ্যক দেবগণের অংশ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥১৩৩॥

হে রাজন্! অপ্সরাদিগের যে গণের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা ইন্দ্রের আদেশে পৃথিবীতে অংশে ষোল হাজার বাসুদেবের পত্নীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥১৩৪-১৩৫॥

লক্ষ্মী আপনই শ্রীকৃষ্ণের রতির জন্য ভীষ্মকরাজার কুলে রুক্মিণীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥১৩৬॥

শচী আবার অংশে দ্রৌপদী নামে অনিন্দিতারূপে দ্রুপদরাজার কুলে যজ্ঞবেদি হইতে উৎপন্না হইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত খর্ব্বা ছিলেন না, অত্যন্ত দীর্ঘও ছিলেন না, তাঁহার শরীর হইতে নীলপদ্মের গন্ধ বাহির হইত, নয়ন কর্ণপর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তিনি সুন্দর নিতম্ববিশিষ্ট ও সুকেশী ছিলেন এবং তাঁহার কেশরাশি অসিত ও কুঞ্চিত ছিল। তিনি সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না ও বৈদূর্য্যমণিসদৃশী ছিলেন। তিনি নির্জনে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবপঞ্চকেরই মন হরণ করিতেন ॥১৩৭-১৩৯॥

সিদ্ধিদেবী কুন্তীরূপে এবং ধৃতিদেবী মাদ্রীরূপে পঞ্চপাণ্ডবের জননী ছিলেন, সুবলরাজার কন্যা গান্ধারীরূপে আবার মতিদেবী আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥১৪০॥

হে রাজন্! এই আমি তোমার নিকট দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও রাক্ষসগণের পৃথিবীতে অংশাবতরণের কথা কীর্ত্তন করিলাম। আমি পৃথিবীতে যে সকল দুর্দ্দান্ত ক্ষত্রিয়গণের এবং যদুকুলে জাত মহাত্মা রাজগণের এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণেরও জন্মবৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণন করিলাম।

অংশাবতরণং শ্রুত্বা দেব-গন্ধর্ব-রক্ষসাম্।
প্রভবাপ্যয়বিৎ প্রাজ্ঞো ন কৃচ্ছ্রেষ্ববসীদতি ॥১৬৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি আদিবংশা-
বতরণে সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৭

অংশানুরূপ যাঁহারা উৎপন্ন হইয়াছেন তাঁহাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে মানুষ শ্রীমান্ হয় এবং ধন, আয়ু, পুত্র ও বিজয় লাভ করে।১৬১-১৬৩

দেবতা, গন্ধর্ব ও রাক্ষসগণের অংশাবতরণের কথা শ্রবণ করিলে, মানুষ জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের তত্ত্ব জানিতে পারে এবং কখনও বিপদ্‌কালে অবসাদ প্রাপ্ত হয় না।১৬৪

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসকৃত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত সম্ভবপর্বে আদিবংশাবতরণে সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

[ততো দুষ্মন্তবৃত্তান্তকে রাজ্যশাসনপ্রকারস্য চ বর্ণনম্ ।]

জনমেজয় উবাচ।
ত্বত্তঃ শ্রুতমিদং ব্রহ্মন্ দেব-দানব-রক্ষসাম্।
অংশাবতরণং সম্যগ্ গন্ধর্বাপ্সরসাং তথা ॥১
ইমং তু ভূয় ইচ্ছামি কুরূণাং বংশমাদিতঃ।
কথ্যমানং ত্বয়া বিপ্র বিপ্রর্ষিগণসন্নিধৌ ॥২
বৈশম্পায়ন উবাচ।
পৌরবাণাং বংশকরো দুষ্মন্তো নাম বীর্যবান্।
পৃথিব্যাশ্চতুরন্তায়া গোপ্তা ভরতসত্তম ॥৩
চতুর্ভাগং ভুবঃ কৃৎস্নং যো ভুঙ্‌ক্তে মনুজেশ্বরঃ।
সমুদ্রাবরণাংশ্চাপি দেশান্ স সমিতিঞ্জয়ঃ ॥৪
আম্লেচ্ছাবধিকান্ সর্বান্ স ভুঙ্‌ক্তে রিপুমর্দনঃ।
রত্নাকরসমুদ্রান্তাংশ্চাতুর্বর্ণ্যজনাবৃতান্ ॥৫
ন বর্ণসঙ্করকরো ন কৃষ্যাকরকৃজ্জনঃ।
ন পাপকৃৎ কশ্চিদাসীৎ তস্মিন্ রাজনি শাসতি ॥৬

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

[রাজা দুষ্মন্তের বহুশক্তি এবং রাজ্যশাসন-প্রকারের বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! দেব, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব ও অপ্সরাদিগের অংশাবতরণের কথা আপনার নিকট শ্রবণ করিলাম। হে বিপ্রবর! আপনার মুখ হইতে এই ব্রাহ্মণগণের নিকট পুনরায় কৌরবগণের আদি হইতে বংশবিবরণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে ভরতসত্তম! পৌরব-বংশের বংশবিস্তারক আদি কর্তা মহারাজ দুষ্মন্ত, তিনি চতুঃসমুদ্রসীমিত পৃথিবীর রক্ষক ছিলেন।৩

মহারাজ দুষ্মন্ত সাগরচতুষ্টয়বেষ্টিত সমস্ত পৃথিবীকেই পালন করিতেন। তাঁহার প্রভাব ম্লেচ্ছদেশপর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং চাতুর্বর্ণ্য জন

---

* কোন কোন মহাভারতে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের ৩ শ্লোক হইতে ১১ শ্লোক পর্যন্ত দেখা যায় না। [illegible] ও [illegible] বৈশম্পায়ন উবাচ।—"[illegible]"। [illegible] "[illegible]" এই শ্লোক [illegible] এই [illegible] [illegible]। [illegible]

ধর্ম্মে রতিং সেবমানা ধর্ম্মার্থাবভিপেদিরে।
তদা নরা নরব্যাঘ্র তস্মিন্ জনপদেশ্বরে ॥৭॥
নাসীচ্চৌরভয়ং তাত ন ক্ষুধাভয়মণ্বপি।
নাসীদ্ব্যাধিভয়ঞ্চাপি তস্মিন্ জনপদেশ্বরে ॥৮॥
স্বধর্ম্মে রেমিরে বর্ণা দৈবে কর্ম্মণি নিঃস্পৃহাঃ।
তমাশ্রিত্য মহীপালমাসংশ্চৈবাকুতোভয়াঃ ॥৯॥
কালবর্ষী চ পর্জ্জন্যঃ শস্যানি ফলবন্তি চ।
সর্ব্বরত্নসমৃদ্ধা চ মহী পশুমতী তথা ॥১০॥
স্বকর্ম্মনিরতা বিপ্রা নানৃতং তেষু বিদ্যতে।
স চাদ্ভুতমহাবীর্য্যো বজ্রসংহননো যুবা ॥১১॥
উদ্যম্য মন্দরং দোর্ভ্যাং বহেৎ সবন-কাননম্।
চতুষ্পথগদাযুদ্ধে সর্ব্বপ্রহরণেষু চ ॥১২॥
নাগপৃষ্ঠেঽশ্বপৃষ্ঠে চ বভূব পরিনিষ্ঠিতঃ।
বলে বিষ্ণুসমশ্চাসীত্তেজসা ভাস্করোপমঃ ॥১৩॥
অক্ষুব্ধত্বেঽর্ণবসমঃ সহিষ্ণুত্বে ধরাসমঃ।
সম্মতঃ স মহীপালঃ প্রসন্নপুররাষ্ট্রবান্ ॥১৪॥
ভূয়ো ধর্ম্মপরৈর্ভাবৈর্মুদিতং জনমাদিশৎ ॥১৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
আদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি দুষ্মন্তোপাখ্যানে
অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৮॥

বশীভূত ছিল ॥৪-৫॥

তাঁহার রাজ্যে বর্ণসঙ্করকারী কোন পুরুষ ছিল না, কোন প্রজাকে আকরের জন্য কৃষিকার্য্য করিতে হইত না, রত্নসমূহ এত সুলভ ছিল যে, রত্ন খনিসমূহকে খনন করিয়া তা পাইতে হইত না এবং তাঁহার রাজ্যে পাপানুষ্ঠানকারী কোন পুরুষ ছিল না ॥৬॥

দুষ্মন্তের শাসনে জনপদবাসিগণ সকলেই ধর্ম্মনিরত থাকিয়াই ধর্ম্ম ও অর্থের অর্জ্জন করিতেন এবং চোরের ভয়, ক্ষুধার ভয়, অথবা ব্যাধির ভয় বিন্দুমাত্রও তাঁহার রাজ্যে ছিল না ॥৭-৮॥

সকল বর্ণই স্ব স্ব ধর্ম্মে নিরত ছিল এবং তাহারা নিষ্কামভাবেই দেবতার আরাধনা করিত। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া প্রজাগণ নির্ভয়ে বাস করিত ॥৯॥

মেঘ যথাকালে বর্ষণ করিত, শস্যসমূহ ফলবান্ ছিল এবং পৃথিবী সর্ব্বরত্নে ও সর্ব্বপ্রকার পশুতে পরিপূর্ণ ছিল ॥১০॥

ব্রাহ্মণগণ স্বকর্ম্মনিরত ছিল, অথচ তাঁহারা কখনও মিথ্যা বলিতেন না। রাজা দুষ্মন্ত অদ্ভুত মহাবীর যুবপুরুষ ছিলেন। তাঁহার শরীর বজ্রের ন্যায় কঠিন ছিল ॥১১॥

তিনি ইচ্ছা করিলে বন ও কাননের সহিত মন্দর পর্ব্বতকেও বাহু দ্বারা উত্তোলন করিয়া লইয়া যাইতে পারিতেন। প্রক্ষেপ, বিক্ষেপ, পরিক্ষেপ ও অভিক্ষেপ* —এই চারিপ্রকার গদাযুদ্ধে, সর্ব্বাস্ত্রযুদ্ধে, অশ্বারোহণে ও গজারোহণে নিপুণ ছিলেন। তিনি বলে বিষ্ণুর ও তেজে সূর্য্যতুল্য ছিলেন ॥১২-১৩॥

তিনি অক্ষোভ্যতায় সমুদ্রতুল্য এবং সহনশীলতায় পৃথিবীতুল্য ছিলেন; সকল লোক তাঁহার প্রভুত্ব মানিত এবং প্রজাগণ তাঁহার রাজ্যে অত্যন্ত প্রসন্নতার সহিত বাস করিত। এইরূপ সর্ব্বপ্রকারে ধর্ম্মক্রিয়া-প্রবৃত্ত পুর ও জনপদবাসিগণকে তিনি শাসন করিতেন ॥১৪-১৫॥

---

* দুইদিকে সমান ভাবে ঘুরাইয়া নিক্ষেপকে 'প্রক্ষেপ' বলে, এইরূপ বিপরীত ভাবে ঘুরাইয়া নিক্ষেপকে 'বিক্ষেপ', অনবরত পরিভ্রমণ করিয়া চতুর্দ্দিকে বা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া শত্রুর উপরে নিক্ষেপকে 'পরিক্ষেপ' এবং অতি সন্নিকটে গদা দ্বারা আঘাত করাকে 'অভিক্ষেপ' বলে।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে
দুষ্মন্তোপাখ্যানে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

[দুষ্মন্তস্য মৃগয়ার্থং বনগমনং, তত্র বহু-হিংস্রজন্তুপ্রাণিনাং বধশ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

সম্ভবং ভরতস্যাহং চরিতঞ্চ মহাত্মনঃ।
শকুন্তলায়াশ্চোৎপত্তিং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥১

দুষ্মন্তেন চ বীরেণ যথা প্রাপ্তা শকুন্তলা।
তং বৈ পুরুষসিংহস্য ভগবন্ বিস্তরং বদ ॥২

শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বজ্ঞ সর্ব্বং মতিমতাং বর।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স কদাচিন্মহাবাহুঃ প্রভূতবলবাহনঃ ॥৩

বনং জগাম গহনং হয়নাগশতৈর্বৃতঃ।
বলেন চতুরঙ্গেণ বৃতঃ পরমবল্গুনা ॥৪

খড়্গশক্তিধরৈর্বীরৈর্গদামুষলপাণিভিঃ।
প্রাস-তোমরহস্তৈশ্চ যযৌ যোধশতৈর্বৃতঃ ॥৫

সিংহনাদৈশ্চ যোধানাং শঙ্খ-দুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ।
রথনেমিস্বনৈশ্চৈব সনাগবরবৃংহিতৈঃ ॥৬
নানায়ুধধরৈশ্চাপি নানাবেশধরৈস্তথা।
হ্রেষিতস্বনমিশ্রৈশ্চ ক্ষ্বেড়িতাস্ফোটিতস্বনৈঃ ॥৭
আসীৎ কিলকিলাশব্দস্তস্মিন্ গচ্ছতি পার্থিবে।
প্রাসাদবরশৃঙ্গস্থাঃ পরয়া নৃপশোভয়া ॥৮
দদৃশুস্তং স্ত্রিয়স্তত্র শূরমাত্মযশস্করম্।
শক্রোপমমমিত্রঘ্নং পরবারণবারণম্ ॥৯
পশ্যন্তঃ স্ত্রীগণাস্তত্র বজ্রপাণিং স্ম মেনিরে।
অয়ং স পুরুষব্যাঘ্রো রণে বসুপরাক্রমঃ ॥১০
যস্য বাহুবলং প্রাপ্য ন ভবন্ত্যসুহৃদ্গণাঃ।
ইতি বাচো ব্রুবন্ত্যস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রেম্ণা নরাধিপম্ ॥১১
তুষ্টুবুঃ পুষ্পবৃষ্টীশ্চ সসৃজুস্তস্য মূর্দ্ধনি।
তত্র তত্র চ বিপ্রেন্দ্রৈঃ স্তূয়মানঃ সমন্ততঃ ॥১২

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

[মৃগয়া করিবার জন্য দুষ্মন্তের বনগমন এবং সেখানে নানাবিধ হিংস্র জন্তুর বধ হয়।]

জনমেজয় বলিলেন—মহাত্মা ভরত ও শকুন্তলার যথাযথ চরিত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। যেরূপে পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, হে বুদ্ধিমান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞ মুনে! সে সকল কথা আপনি বিস্তার করিয়া বলুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে রাজন্! মহাবাহু দুষ্মন্ত কোন সময় প্রচুর সৈন্যবাহন এবং হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি যান বাহনে চতুরঙ্গিণী সেনা পরিবৃত হইয়া গভীর বনে শিকার করিতে বাহির হইয়াছিলেন ॥১-৪

খড়্গ, শক্তি, গদা, মুষল, প্রাস, তোমর প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বহু যোদ্ধা তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল ॥৫

যোদ্ধগণের সিংহনাদ, শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনি, রথের নেমিনির্ঘোষ, মহাহস্তীসমূহের বৃংহিতরব, নানা অস্ত্র ও বেশসমূহের সম্মিলন রব, অশ্বসমূহের হ্রেষারব এবং ক্ষ্বেড়িতকোলাহল প্রভৃতি শব্দে কিলকিল ধ্বনি করিয়া রাজা দুষ্মন্ত যাইতেছিলেন। তখন প্রাসাদসমূহের অগ্রভাগে থাকিয়া রমণীগণ রাজশোভায় শোভিত বীর, যশস্বী, শত্রুঘ্ন, পরহস্তিবারণকারী ইন্দ্রতুল্য রাজাকে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥৬-৯

রমণীগণ তাঁহাকে দেখিয়া বজ্রপাণি ইন্দ্র আসিয়াছেন বলিয়া মনে করিলেন। তাঁহারা পরস্পর আলাপ করিতে লাগিলেন—"এই সেই

নির্যযৌ পরমশ্রীমান্ ধর্মঃ মূর্তিমানিব ।
সহ দেবর্ষিভির্মুখ্যৈঃ মহাপর্বতসন্নিভম্ ।১৩
দিব্য-কল্পিত-দিব্য-পুষ্পা বিধিবৎ সমলঙ্কৃতে ।
নৃপতের্মৌলিনাবদ্ধে অভিষিক্তঃ কলশৈশ্চ ।১৪
মণিমণ্ডিতমুক্তং চ সৌবর্ণকলসাকুলম্ ।
কর্ণিকারবনৈঃ পাণ্ডুপুষ্পজালৈঃ সুশোভনঃ ।১৫
স্বর্ণপ্রতিমমালাভিঃ প্রবরৈঃ মহাবাহিনঃ ।
মৃদঙ্গপণবাদ্যানাং ঘোষেণ ত্রিবিধং তথা ।১৬
স যজ্ঞং বহুনা শ্রীমান্ যজ্ঞপ্রতিমঃ ক্রতুম্ ।
বিমান-বনিতাকীর্ণং কাঞ্চন-রত্নভূষিতম্ ।১৭
বিবভৌ পর্বতশ্রেষ্ঠস্তত্র বিচিত্র মহাদ্রুমঃ ।
নির্মলৈর্নির্ঝরৈর্যুক্তঃ বহুধাতুময়স্তথা ।১৮
কুসুম-কিরীটৈশ্চ সৌবর্ণৈশ্চাপি মণ্ডলৈঃ ।
তথা ধনঃ মধুমত্তাঃ মধুপা-বন-বাহনাঃ ।১৯

সোপানমার্গ রম্যেণ মণ্ডপং বিবিধাং শুভাম্ ।
বাসগৃহাণ্যপ্যত্র মাংসপানান্ বহূন্ ।২০
নানারত্নানি রম্যাণি বিভিন্নে চ নানাভৈঃ ।
ভূষণান্ নানাকৈঃ কাঞ্চনৈর্বিবিধৈর্ন বর্ণানি ।২১
অত্যন্তমাধ্যসোপানাৎ বহুরূপেণ নিরন্তরম্ ।
কাঞ্চনৈস্তোরণৈর্নিত্যং শোভিতং পরিমণ্ডলং তথা ।২২
নানাবর্ণরত্নমণ্ডলাভিবিভূষিতাঃ ।
সোমবৈতসবিস্তীর্ণানি দশসুবর্ণাভিঃ ।২৩
ভক্ষ্যং ন বিস্ময়ং দৈবং দেবতাদিভিরর্চিতাৎ ।
বাজা চ দ্রুমকাদিপ্য [illegible] ।২৪
গোধনানি বহুধা [illegible] ।
তত্র বিচিত্রাণি [illegible] ।২৫
কুসুমা [illegible] ।
[illegible] ।২৬

পুষ্পকের ন্যায় রাজা যুধিষ্ঠির, 'অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যাঁহার বাহন মকরাদি বিশেষ নহে।' এইরূপ বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণগণ প্রেমাকুল হইয়া তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং আকাশে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন ।১০-১২

রাজা বাল্মীকির সহিত যজ্ঞস্থানে বহির্গত হইলেন। দেবরাজপ্রতিম মহারাজের ন্যায় দক্ষিণ দেশী রাজারা সকলকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চাতুর্বর্ণ্য প্রজা পরিবার ও রাজাদের অভিনন্দিত করিয়া (অনেক দূর পর্যন্ত) গমন করিলেন ।১৩-১৪

অনেক দূর গমন করিলে রাজা তাঁহাদিগকে বিদায়ের জন্য অনুরোধ করায় তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেন ।১৫

সূর্যপ্রতিম রথে আরোহণ করিয়া রাজর্ষিপ্রবর পৃথিবী ও স্বর্গ বিখ্যাত করত গৌরবান্বিত রাজা চলিতে চলিতে একটি মনোরম অনুপম দেব, খদির, কদম্ব, বকুল প্রভৃতি ফুলে পরিপূর্ণ বন দর্শন করিলেন ।১৬-১৭

পর্বত হইতে নির্গত মহানদীর জলরাশি পতিত হইতেছিল এবং তাহাতে পাথর বিষম ছিল এবং কোন কোন স্থানে মৎস্য ও মকরের বাস ছিল না। হংস, সারস এবং অন্যান্য জলচর পক্ষিসমূহে পরিপূর্ণ সেই বন প্রাপ্ত হইয়া রাজা মৃগ প্রভৃতি পশুগণকে বধ করিতে করিতে মনকে আমোদিত করিলেন। তিনি ধনু ও অস্ত্রাদি লইয়া বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, ও তীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা কাটিতে লাগিলেন এবং বলপূর্বক মুদ্গর দ্বারা বধ করিলেন ।১৮-২২

যজ্ঞমণ্ডপে বিপুল অমিতবিক্রম রাজা সোনা, মণি, রত্ন ও মুক্তার কলসে যোদ্ধাদিগকে ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া বিতরণ করিতে লাগিলেন। রাজা বাল্মীকি এবং মহর্ষিগণ বোধহয় সহস্র সূর্যের ন্যায় এমন আলোকিত হইল যে, দিবারাত্রি সমানরূপে বন আলোকিত করিয়া

[illegible] পতন্তি স্ম বিচেতসঃ।
ক্ষুৎ-পিপাসাপরীতাশ্চ শ্রান্তাশ্চ পতিতা ভুবি ॥২৭
কেচিৎ তত্র নরব্যাঘ্রৈরভক্ষ্যন্ত বুভুক্ষিতৈঃ।
কেচিদগ্নিমথোৎপাদ্য সমিধ্য চ বনেচরাঃ ॥২৮
ভক্ষয়ন্তি স্ম মাংসানি প্রকুট্য বিধিবৎ তদা।
তত্র কেচিদ্ গজা মত্তা বলিনঃ শস্ত্রবিক্ষতাঃ ॥২৯
সঙ্কোচ্যাগ্রকরান্ ভীতাঃ প্রদ্রবন্তি স্ম বেগিতাঃ।
শকৃন্মূত্রং সৃজন্তশ্চ ক্ষরন্তঃ শোণিতং বহু ॥৩০
বন্যা গজবরাস্তত্র মমৃদুর্মনুজান্ বহূন্।
তদ্ বনং বলমেঘেন শরধারেণ সংবৃতম্।
ব্যরোচত মৃগাকীর্ণং রাজ্ঞা হতমৃগাধিপম্ ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
আদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি শকুন্তলোপাখ্যানে
একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৯

পলায়ন করিল। ক্ষুধার্ত্ত পশুসমূহ দুর্ব্বল হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, তৃষ্ণার্ত্ত পক্ষিসমূহ নদীতে গিয়া জল না পাইয়া ব্যায়াম ও পিপাসায় আর্ত্ত হৃদয়ে ইতস্ততঃ মাটিতে অচেতন হইয়া পড়িতে লাগিল ॥২৩-২৭

তখন কেহ নরব্যাঘ্র ব্যাঘ্রগণেরই ভক্ষক হইল, আবার কেহ কেহ অগ্নি জ্বালিয়া মৃগাদি-পশুর মাংস পোড়াইয়া খাইতে লাগিল। কতকগুলি হাতী অস্ত্রের আঘাতে ভয়ে মূত্র, পুরীষ ও শোণিত বিকিরণ করিতে করিতে পলায়ন করিতে লাগিল ॥২৮-৩০

অনেক বন্য হস্তী পলায়ন করিবার সময় বহু মানুষকে পদদলিত করিল। এইরূপে রাজারূপ বল মেঘ শরধারা বর্ষণ করায়, মৃগসমূহ এবং সৈন্যগণে ব্যাপ্ত আচ্ছাদিত বনটী অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিল ॥৩১

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে শকুন্তলোপাখ্যানে একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

(তপোবনস্য কণ্বমুনেরাশ্রমস্য চ বর্ণনম্, রাজ্ঞো দুষ্মন্তস্য তদাশ্রমে প্রবেশশ্চ ।)

ততো মৃগসহস্রাণি হত্বা সবলবাহনঃ।
রাজা মৃগপ্রসঙ্গেন বনমন্যদ্ বিবেশ হ ॥১
এক এবোত্তমবলঃ ক্ষুৎ-পিপাসাসমন্বিতঃ।
স বনস্যান্তমাসাদ্য মহদূষরমাসদৎ ॥২

সপ্ততিতম অধ্যায়।

[তপোবন ও কণ্বমুনির আশ্রম বর্ণন এবং রাজা দুষ্মন্তের ঐ আশ্রমে প্রবেশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অনন্তর সেই বলবান রাজা সহস্র মৃগ বধ করিয়া রাজা সৈন্য ও বাহনগণের সহিত অন্য বনে প্রবেশ করিলেন ॥১

উত্তম সৈন্যগণ সঙ্গে থাকিলেও তখন রাজা অগ্রবর্ত্তী হইয়া একাকীই ছিলেন এবং ক্ষুধা, পিপাসা ও পরিশ্রমে কাতর হইয়া একটী মরুপ্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥২

তচ্চাপ্যতীত্য নৃপতিরুত্তমাশ্রমসংযুতম্ ।
মনঃপ্রহ্লাদজননং দৃষ্টিকান্তমতীব চ ॥৩
শীতমারুতসংযুক্তং জগামান্যন্মহদ্বনম্ ।
পুষ্পিতৈঃ পাদপৈঃ কীর্ণমতীব সুখশাদ্বলম্ ॥৪
বিপুলং মধুরারাবৈর্নাদিতং বিহগৈস্তথা ।
পুংস্কোকিলনিনাদৈশ্চ ঝিল্লীকগণনাদিতম্ ॥৫
প্রবৃদ্ধবিটপৈর্বৃক্ষৈঃ সুখচ্ছায়ৈঃ সমাবৃতম্ ।
ষট্পদাঘূর্ণিতলতং লক্ষ্ম্যা পরময়া যুতম্ ॥৬
নাপুষ্পঃ পাদপঃ কশ্চিন্নাফলো নাপি কণ্টকী ।
ষট্পদৈর্নাপ্যনাকীর্ণস্তস্মিন্ বৈ কাননেऽভবৎ ॥৭
বিহগৈর্নাদিতং পুষ্পৈরলঙ্কৃতমতীব চ ।
সর্বর্তুকুসুমৈর্বৃক্ষৈঃ সুখচ্ছায়ৈঃ সমাবৃতম্ ॥৮
মনোরমং মহেষ্বাসো বিবেশ বনমুত্তমম্ ।
মারুতাগলিতাস্তত্র দ্রুমাঃ কুসুমশাখিনঃ ॥৯
পুষ্পবৃষ্টিং বিচিত্রাং তু ব্যসৃজংস্তে পুনঃ পুনঃ ।
দিবস্পৃশোऽথ সংঘুষ্টাঃ পক্ষিভির্মধুরস্বরৈঃ ॥১০
বিরেজুঃ পাদপাস্তত্র বিচিত্রকুসুমাম্বরাঃ ।
তেষাং তত্র প্রবালেষু পুষ্পভারাবনামিষু ॥১১
রুবন্তি রাবং মধুরং ষট্পদা মধুলিপ্সবঃ ।
তত্র প্রদেশাংশ্চ বহূন্ কুসুমোৎকরমণ্ডিতান্ ॥১২
লতাগৃহপরিক্ষিপ্তান্ মনসঃ প্রীতিবর্ধনান্ ।
সম্পশ্যন্ স মহাতেজা বভূব মুদিতস্তদা ॥১৩
পরস্পরাশ্লিষ্টশাখৈঃ পাদপৈঃ কুসুমাচিতৈঃ ।
অশোভত বনং তত্তু মহেন্দ্রধ্বজসন্নিভৈঃ ॥১৪
সিদ্ধচারণসংঘৈশ্চ গন্ধর্বাপ্সরসাং গণৈঃ ।
সেবিতং বনমত্যর্থং মত্তবানরকিন্নরম্ ॥১৫
সুখঃ শীতঃ সুগন্ধী চ পুষ্পরেণুবহোऽনিলঃ ।
পরিক্রামন্ বনে বৃক্ষানুপৈতীব রিরংসয়া ॥১৬

তাহা অতিক্রম করিয়া উত্তম আশ্রমবিশিষ্ট বনান্তরে উপস্থিত হইলেন। সেই বন মনের আনন্দজনক ও দেখিতে সুন্দর। সেখানে মন্দ মন্দ শীতল সমীরণ বহিতেছিল এবং পুষ্পিত বৃক্ষসমূহ ও কোমল মসৃণ ঘাসে পরিপূর্ণ ছিল ॥৩-৪

সেখানে পক্ষিগণ মধুর ধ্বনি করিতেছিল এবং উহা পুরুষ কোকিলসমূহের ও ঝিল্লীগণের শব্দে নিনাদে মুখরিত ছিল। বিস্তৃত শাখাবিশিষ্ট বড় বড় বৃক্ষসকল বিরাজমান ছিল। উহাদের ছায়াতে সুখ উৎপাদন করিতেছিল। ইহাতে বনের বড়ই শোভা হইয়াছিল ॥৫-৬

সেই বনে পুষ্পহীন ও ফলহীন এবং কণ্টকযুক্ত কোন বৃক্ষ ছিল না। এমন কোন বৃক্ষ ছিল না, যাহার উপরে ভ্রমর ভ্রমণ না করিতেছিল ॥৭

পক্ষিসমূহের দ্বারা নিনাদিত, পুষ্পসমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত, সকল ঋতুর পুষ্পবিশিষ্ট সুখচ্ছায় বৃক্ষের দ্বারা সেই বন আবৃত হইয়াছিল ॥৮

মহাধনুর্ধর রাজা সেই মনোহর বনে প্রবেশ করিলেন। তখন গগনস্পর্শী বায়ুচালিত পুষ্পবৃক্ষসমূহ পক্ষিসমূহের মধুর ধ্বনিতে যেন আনন্দিত হইয়া রাজার উপর পুনঃ পুনঃ বিচিত্র পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল ॥৯-১০

বিচিত্র কুসুমের বস্ত্র পরিধান করিয়া যেন বৃক্ষসমূহ বিরাজ করিতেছিল; পুষ্পভারাবনত উহাদের প্রবালে মধুলিপ্সু ভ্রমরসমূহ গুঞ্জন করিতেছিল, সেখানে এমন বহু স্থান ছিল, যেখানে লতাগৃহে পরিবেষ্টিত বহু পুষ্পসমূহের [illegible]ভাবে শোভিত ছিল। মহারাজ দুষ্মন্ত এইরূপ বন দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন ॥১১-১৩

পরস্পরাশ্লিষ্টশাখাবিশিষ্ট কুসুমাবৃত বৃক্ষসমূহে বনটি মহেন্দ্রধ্বজের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল ॥১৪

সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব ও অপ্সরোগণ, মত্ত বানর

এবং [illegible] পুনঃ ।
[illegible] ।১৭

[illegible] ।
[illegible] ।১৮

[illegible] ।
[illegible] ।১৯

[illegible] ।
[illegible] ।২০

[illegible] ।
[illegible] ।২১

[illegible] ।
[illegible] ।২২

[illegible] ।
[illegible] ।২৩

[illegible] ।
[illegible] ।২৪

[illegible] ।
[illegible] ।২৫

[illegible] ।
[illegible] ।২৬

[illegible] ।
[illegible] ।২৭

[illegible] ।
[illegible] ।২৮

[illegible] ।
[illegible] ।২৯

এবং [illegible] বিহার করিতেন ।১৮

[illegible] বায়ু যেন [illegible] করিবার [illegible] নিকট গিয়া [illegible] হইতেছিল ।১৯

[illegible] সেই [illegible] রাজা [illegible] করিলেন এবং [illegible] ([illegible]) [illegible] একটি [illegible] দেখিলেন ।১৬-১৮

[illegible] পরিপূর্ণ, [illegible] সেই [illegible] আশ্রমকে শ্রীমান্ রাজা পূজা করিলেন ।১৯

[illegible] পুলিন, [illegible] এবং [illegible] সেই [illegible] মালিনী নদী প্রবাহিত হইতেছিল। [illegible] রাজা [illegible] সেই [illegible] দর্শন করত [illegible] করিলেন। তিনি আরও দেখিলেন যে, আশ্রমের মধ্যস্থলে পুণ্যসলিলা নদী [illegible] করিতেছে। ঐ নদীর [illegible] এবং [illegible] বিরাজ করিতেছিল। [illegible] বিহার করিতেছিল, [illegible] ও [illegible] করিতেছিল, [illegible] শোভা [illegible] এবং [illegible] নদী, [illegible] প্রভৃতি [illegible] করিতেছিল। [illegible] ঐ নদীর [illegible] শোভা পাইতেছিল। [illegible] ও ঐ [illegible] দেখিয়া রাজা তাঁহার [illegible] করিতে [illegible] করিলেন ।২০-২৮

[illegible] মালিনী নদীর [illegible] ঐ আশ্রমটী [illegible] (মহর্ষিকাশ্যপের) [illegible] ।২৯

মত্তবর্হিণসংঘুষ্টং প্রবিবেশ মহদ্ বনম্।
তৎ স চৈত্ররথপ্রখ্যং সমুপেত্য নরর্ষভঃ ॥৩০
অতীব গুণসম্পন্নমনির্দেশ্যঞ্চ বর্চসা।
মহর্ষিং কাশ্যপং দ্রষ্টুমথ কণ্বং তপোধনম্ ॥৩১
ধ্বজিনীমশ্বসম্বাধাং পদাতি-গজসঙ্কুলাম্।
অবস্থাপ্য বনদ্বারি সেনামিদমুবাচ সঃ ॥৩২
মুনিং বিরজসং দ্রষ্টুং গমিষ্যামি তপোধনম্।
কাশ্যপং স্থীয়তামত্র যাবদাগমনং মম ॥৩৩

তদ্ বনং নন্দনপ্রখ্যমাসাদ্য মনুজেশ্বরঃ।
ক্ষুৎপিপাসে জহৌ রাজা মুদঞ্চৈবাপ পুষ্কলাম্ ॥৩৪

সামাত্যো রাজলিঙ্গানি সোঽপনীয় নরাধিপঃ।
পুরোহিতসহায়শ্চ জগামাশ্রমমুত্তমম্ ॥৩৫
দিদৃক্ষুস্তত্র তমৃষিং তপোরাশিমথাব্যয়ম্।
ব্রহ্মলোকপ্রতীকাশমাশ্রমং সোঽভিবীক্ষ্য চ।
ষট্পদোদ্গীতসংঘুষ্টং নানাদ্বিজগণাযুতম্ ॥৩৬
ঋচো বহ্বৃচমুখ্যৈশ্চ প্রের্য্যমাণাঃ পদক্রমৈঃ।
শুশ্রাব মনুজব্যাঘ্রো বিততেষ্বিহ কর্ম্মসু ॥৩৭
যজ্ঞবিদ্যাঙ্গবিদ্ভিশ্চ যজুর্ব্বিদ্ভিশ্চ শোভিতম্।
মধুরৈঃ সামগীতৈশ্চ ঋষিভির্নিয়তব্রতৈঃ ॥৩৮
ভারুণ্ডসামগীতাভিরথর্ব্বশিরসোদ্গতৈঃ।
যতাত্মভিঃ সুনিয়তৈঃ শুশুভে স তদাশ্রমঃ ॥৩৯
অথর্ব্ববেদপ্রবরাঃ পূগযাজ্ঞিকসম্মতাঃ।
সংহিতামীরয়ন্তি স্ম পদক্রমযুতাং তু তে ॥৪০
শব্দসংস্কারসংযুক্তৈর্ব্রুবদ্ভিশ্চাপরৈর্দ্বিজৈঃ।
নাদিতঃ স বভৌ শ্রীমান্ ব্রহ্মলোক ইবাপরঃ ॥৪১

মত্ত ময়ূরনিনাদিত চৈত্ররথতুল্য (কুবেরের উদ্যানতুল্য) ঐ আশ্রমে রাজা প্রবেশ করিতে এবং কাশ্যপগোত্রীয় মহর্ষি কণ্বকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া রাজা হস্তী-অশ্ব-পদাতিসমন্বিতা তাহার চতুরঙ্গিণী সেনাবাহিনীকে তিনি এই কথা বলিলেন—'আমি রজোগুণশূন্য তপোধন মহর্ষি কণ্বকে দর্শন করিতে যাইতেছি। আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত এই আশ্রমের দ্বারেই অবস্থান কর' ॥৩০-৩৩

সেই নন্দনকাননতুল্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া রাজা ক্ষুধা ও পিপাসার কথা ভুলিয়া গেলেন এবং পরম আনন্দ লাভ করিলেন ॥৩৪

তিনি রাজচিহ্নসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অমাত্য ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে সেই উত্তম আশ্রমে গিয়া প্রবেশ করিলেন ॥৩৫

তিনি তপস্যার রাশিস্বরূপ মহর্ষি কণ্বকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া ভ্রমরগুঞ্জিত ও নানাপক্ষিসমূহের কলিত কূজিত সেই ব্রহ্মলোকতুল্য আশ্রমে প্রবেশ করিতে করিতে নরশ্রেষ্ঠ রাজা পদ ও ক্রমানুসারে পঠিত বৈদিক ঋগ্বেদিগণের প্রধান প্রধান বহ্বৃচের ঋক্সমূহ শুনিতে পাইলেন ॥৩৬-৩৭

যজ্ঞবিদ্যা ও উহার অঙ্গবিৎ যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণ যজুর্ম্মন্ত্রসমূহ, সামবেদী একান্তনিয়মব্রতধারী ঋষিগণ সামগানসমূহ এবং সংযত ও নিয়মিত চিত্ত সামবেদী ঋষিগণ অথর্ব্বশিরোগত ভারুণ্ডসামসমূহের উদ্গান করিতেছিলেন। তাহাতে ঐ আশ্রম অতীবশোভা বিস্তার করিতেছিল ॥৩৮-৩৯

অথর্ব্ববেদীয় বিদ্বান্ ও পূগযাজ্ঞিকসম্মত ব্রাহ্মণেরা পাঠক সাধকবেদী মহর্ষিগণ পদ ও ক্রমসহিত ভিন্ন ভিন্ন সংহিতাসমূহ সমস্ত পাঠ করিতেছিলেন ॥৪০

স্বর, ব্যঞ্জন, বর্ণাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া

যজ্ঞসংস্কারবিদ্ভিশ্চ ক্রমশিক্ষাবিশারদৈঃ।
ন্যায়তত্ত্ববিজ্ঞানসম্পন্নৈর্বেদপারগৈঃ ॥৪২

নানাবাক্যসমাহারসমবায়বিশারদৈঃ।
বিশেষকার্য্যবিদ্ভিশ্চ মোক্ষধর্ম্মপরায়ণৈঃ ॥৪৩

স্থাপনাক্ষেপসিদ্ধান্তপরমার্থজ্ঞতাং গতৈঃ।
শব্দচ্ছন্দোনিরুক্তজ্ঞৈঃ কালজ্ঞানবিশারদৈঃ ॥৪৪

দ্রব্যকর্ম্মগুণজ্ঞৈশ্চ কার্য্যকারণবেদিভিঃ।
পক্ষিবানরশব্দজ্ঞৈর্ব্যাসগ্রন্থসমাশ্রিতৈঃ ॥৪৫

নানাশাস্ত্রেষু মুখ্যৈশ্চ শুশ্রাব স্বনমীরিতম্।
লোকায়তিকমুখ্যৈশ্চ সমন্তাদনুনাদিতম্ ॥৪৬

তত্র তত্র চ বিপ্রেন্দ্রান্ নিয়তান্ সংশিতব্রতান্।
জপহোমপরান্ বিপ্রান্ দদর্শ পরবীরহা ॥৪৭

উদাত্তাদি স্বরে সংস্কৃত শব্দ দ্বারা অপর দ্বিজাতিগণ বেদপাঠ করিতেছিলেন। এইরূপে সকল বেদধ্বনি একত্র হইয়া সেই আশ্রমে ব্রহ্মলোকের মত শোভা বিস্তার করিয়াছিল ॥৪১

যজ্ঞবিধিজ্ঞ নিপুণ, ক্রম ও শিক্ষাশাস্ত্রে বিশারদ, ন্যায় ও তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন, বেদপারগ, বেদের নানা বাক্যবিরুদ্ধ সমাহারপূর্ব্বক একবাক্যতায় বিশেষজ্ঞ, কার্য্যবিশেষজ্ঞ, মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ, স্থাপন-খণ্ডন, সমস্ত আক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত-সমর্থনের পরমার্থবেত্তা, শব্দ, ছন্দ ও নিরুক্তশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, কালজ্ঞানবিশারদ, দ্রব্যকর্ম্মগুণের স্বরূপে বিশেষজ্ঞ, কার্য্য ও কারণবেত্তা, পক্ষী ও বানরদের ভাষায় অভিজ্ঞ এবং ব্যাসের গ্রন্থসমূহের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যাতা—এই সকল পণ্ডিতগণের উচ্চারিত নানাশাস্ত্রের ধ্বনির সহিত লোকায়ত মুখ্যদের শব্দ মিশ্রিত হইয়া যেই অপূর্ব্ব কোলাহল রাজা চারিদিকে শুনিতে পাইলেন ॥৪২-৪৬

আসনানি বিচিত্রাণি রুচিরাণি মহীপতিঃ।
প্রযত্নোপহিতানি স্ম দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাগমৎ ॥৪৮

দেবতায়তনানাঞ্চ প্রেক্ষ্য পূজাং কৃতাং দ্বিজৈঃ।
ব্রহ্মলোকস্থমাত্মানং মেনে স নৃপসত্তমঃ ॥৪৯

স কাশ্যপতপোগুপ্তমাশ্রমপ্রবরং শুভম্।
নাতৃপ্যৎ প্রেক্ষমাণো বৈ তপোবনগুণৈর্যুতম্ ॥৫০

স কাশ্যপস্যায়তনং মহাব্রতৈ-
র্বৃতং সমন্তাদৃষিভিস্তপোধনৈঃ।
বিবেশ সামাত্যপুরোহিতোঽরিহা
বিবিক্তমত্যর্থমনোহরং শুভম্ ॥৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি শকুন্তলোপাখ্যানে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭০

শত্রুবীরঘাতী রাজা দেখিলেন,—নিয়ম ও ব্রতাচারবিশিষ্ট ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠেরা কেহ কেহ স্থির হইয়া জপ করিতেছেন, কেহ কেহ বা হোম করিতেছেন ॥৪৭

প্রযত্নপূর্ব্বক রচিত বিচিত্র সুন্দর সুন্দর আসনসমূহ দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন ॥৪৮

রাজশ্রেষ্ঠ দুষ্মন্ত ব্রাহ্মণগণকর্তৃক সম্পাদিত দেবমন্দিরসমূহে পূজা দর্শন করিয়া নিজেকে ব্রহ্মলোকস্থিত বলিয়া মনে করিলেন ॥৪৯

তপোবনের গুণসম্পন্ন অত্যন্ত কাশ্যপতপোরক্ষিত ঘুরিয়া আবার কাশ্যপের সেই আশ্রমশ্রেষ্ঠটিকে রাজা তৃপ্তিলাভ করিলেন না ॥৫০

তিনি মহাব্রতধারী তপোধন ঋষিগণে চতুর্দ্দিকে পরিবৃত সেই কাশ্যপনন্দনের অত্যুৎকৃষ্ট নির্জ্জন আশ্রমে অমাত্য ও পুরোহিতগণের সহিত প্রবেশ করিলেন ॥৫১

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশপ্রণীত শতসাহস্রী অন্বিত মহাভারতের আদিপর্ব্বীয় সম্ভবপর্ব্বে
শকুন্তলোপাখ্যানে সপ্ততিতমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

[রাজ্ঞা দুষ্মন্তেন সহ শকুন্তলায়া বার্তালাপঃ, শকুন্তলায়াঃ স্বীয়-জন্মবৃত্তান্তকথনম্, বিশ্বামিত্রস্য তপোভঙ্গায় দেবৈস্তৈর্মেনকায়াঃ প্রেষণম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততোঽগচ্ছন্মহাবাহুরেকোঽমাত্যান্ বিসৃজ্য তান্।
নাপশ্যচ্চাশ্রমে তস্মিংস্তমৃষিং সংশিতব্রতম্॥১
সোঽপশ্যমানস্তমৃষিং শূন্যং দৃষ্ট্বা তথাশ্রমম্।
উবাচ ক ইহেত্যুচ্চৈর্বনং সংনাদয়ন্নিব॥২
শ্রুত্বাথ তস্য তং শব্দং কন্যা শ্রীরিব রূপিণী।
নিশ্চক্রামাশ্রমাৎ তস্মাৎ তাপসীবেশধারিণী॥৩
সা তং দৃষ্ট্বৈব রাজানং দুষ্মন্তমসিতেক্ষণা।
([illegible] তং তু পূজ্যং [illegible]।
রূপযৌবনসম্পন্না শীলাচারবতী শুভা।
সা তমায়তপদ্মাক্ষং ব্যূঢ়োরস্কং সুসংহতম্।
সিংহস্কন্ধং দীর্ঘবাহুং সর্বলক্ষণপূজিতম্।
বিস্পষ্টং মধুরাং বাচং সাগরৌঘস্বনোপমাম্।)
স্বাগতং ত ইতি ক্ষিপ্রমুবাচ প্রতিপূজ্য চ॥৪
আসনেনার্চয়িত্বা চ পাদ্যেনার্ঘ্যেণ চৈব হি।
পপ্রচ্ছানাময়ং রাজন্ কুশলঞ্চ নরাধিপম্॥৫
যথাবদর্চয়িত্বাথ পৃষ্ট্বা চানাময়ং তদা।
উবাচ স্ময়মানেব কিং কার্য্যং ক্রিয়তামিতি॥৬
(আশ্রমস্যাভিগমনে কিং বা কার্য্যং চিকীর্ষসি।
কস্ত্বমস্য সম্প্রাপ্তো মহর্ষেরাশ্রমং শুভম্।)
তামব্রবীৎ ততো রাজা কন্যাং মধুরভাষিণীম্।
দৃষ্ট্বা চৈবানবদ্যাঙ্গীং যথাবৎ প্রতিপূজিতঃ॥৭

একসপ্ততিতম অধ্যায়

[রাজা দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার বার্তালাপ, শকুন্তলার নিজ জন্মবৃত্তান্তকথন ও বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের জন্য দেবগণের মেনকাকে প্রেরণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তদনন্তর রাজা দুষ্মন্ত কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অমাত্যগণকে পরিত্যাগপূর্বক একাকী আশ্রম দর্শন করিতে গিয়া দেখিলেন সেই দৃঢ়ব্রত মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে নাই ॥১

তিনি আশ্রমকে জনশূন্য দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বনকে নিনাদিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখানে কে আছেন?"২

রাজার সেই জিজ্ঞাসাশব্দশ্রবণে তাপসীবেশধারিণী লক্ষ্মীর মত রূপবতী একটি কন্যা আশ্রমের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন ॥৩

আয়তলোচনা রূপযৌবনসম্পন্না (শীল ও সদাচারবতী) কল্যাণী আশ্রমবাসিনী সেই কন্যা সিংহস্কন্ধ, দীর্ঘবাহু, বিশালবক্ষ, সুগঠিত [illegible] সর্বসুলক্ষণসম্পন্ন, [illegible],) পুরুবংশীয় মহারাজ দুষ্মন্তকে অভ্যাগতরূপে উপস্থিত দেখিয়াই তাঁহাকে [illegible], অর্থাৎ অভ্যুত্থান দ্বারা পূজা করিয়া মধুর স্বরে বলিলেন—"আপনার স্বাগত হউক" ॥৪

আসন, পাদ্য ও অর্ঘ্য দ্বারা রাজাকে অর্চনা করিয়া সেই কন্যা রাজার আরোগ্য ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৫

হে রাজন্! অর্চনা পূর্বক অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া কন্যা ঈষৎ হাস্যে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার কি সেবা করিব, বলুন" ॥৬

(এই আশ্রমে আপনি কি প্রয়োজনে আসিয়াছেন? আর, এই শুভ আশ্রমে আসিয়াছেন আপনি কে?) রাজা যথোচিত পূজিত হইয়া সেই মধুরভাষিণী অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৭

(দুষ্মন্ত উবাচ ।
রাজর্ষেরপি পুত্রোঽহমিলিলস্য মহাত্মনঃ ।
দুষ্মন্ত ইতি মে নাম সত্যং পুষ্করলোচনে ॥)

আগতোঽহং মহাভাগমৃষিং কণ্বমুপাসিতুম্ ।
ক্ব গতো ভগবান্ ভদ্রে তন্মমাচক্ষ্ব শোভনে ॥৮

শকুন্তলোবাচ ।
গতঃ পিতা মে ভগবান্ ফলান্যাহর্ত্তুমাশ্রমাৎ ।
মুহূর্ত্তং সম্প্রতীক্ষস্ব দ্রষ্টাস্যেনমুপাগতম্ ॥৯

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
অপশ্যমানস্তমৃষিং তথা চোক্তস্তয়া চ সঃ ।
তাং দৃষ্ট্বা চ বরারোহাং শ্রীমতীং চারুহাসিনীম্ ॥১০

বিভ্রাজমানাং বপুষা তপসা চ দমেন চ ।
রূপযৌবনসম্পন্নামিত্যুবাচ মহীপতিঃ ॥১১

কা ত্বং কস্যাসি সুশ্রোণি কিমর্থং চাগতা বনম্ ।
এবং রূপগুণোপেতা কুতস্ত্বমসি শোভনে ॥১২

দর্শনাদেব হি শুভে ত্বয়া মেঽপহৃতং মনঃ ।
ইচ্ছামি ত্বামহং জ্ঞাতুং তন্মমাচক্ষ্ব শোভনে ॥১৩

(শৃণু মে নাগনাসোরু বচনং মত্তকাশিনি ।
রাজর্ষীণাং কুলে জাতঃ পূরোরস্মি বিশেষতঃ ।
বৃণে ত্বামদ্য সুশ্রোণি দুষ্মন্তো বরবর্ণিনি ।

ন মেঽন্যত্র ক্ষত্রিয়ায়া মনো জাতু প্রবর্ত্ততে ।
ঋষিপুত্রীষু চান্যাসু নাবর্ণাসু পরাসু বা ।
তস্মাৎ প্রণিহিতাত্মানং বিদ্ধি মাং কমলাক্ষিণি ।
ত্বয়ি মে যদি ভাবোঽস্তি ক্ষত্রিয়া ত্বমসি ধ্রুবম্ ।
ন হি মে ভীরু বিভ্রান্তং মনঃ প্রসরতেঽশুভে ।
অতো ভজস্ব মামদ্য কল্যাণি ক্ষত্রিয়াসি চেৎ ।
বুদ্ধ্যস্ব বাচঃ বিশালাক্ষি বুদ্ধিঃ মা স্ম কথা বৃথা)

(দুষ্মন্ত বলিলেন ;—হে কমললোচনে ! আমি রাজর্ষি ইলিলের পুত্র, আমার নাম দুষ্মন্ত—ইহা সত্য বলিতেছি ।) আমি মহাভাগ মহর্ষি কণ্বের উপাসনা (পূজা) করিতে আসিয়াছি ; হে কল্যাণি ! হে সুন্দরি ! তিনি কোথায় গিয়াছেন, তাহা আমাকে বল ॥৮

শকুন্তলা বলিল— আমার পিতা ভগবান্ মহর্ষি ফল আহরণ করিবার জন্য আশ্রম হইতে নির্গত হইয়াছেন। আপনি মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন। তাঁহাকে এখানে উপস্থিত দেখিতে পাইবেন ॥৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দুষ্মন্ত সেই কথা শুনিয়া এবং মহর্ষিকে না দেখিয়া, সেই বরাঙ্গী, সুন্দরহাসিনী, শোভাময়ী এবং দেহসৌন্দর্য্য, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়সংযমদ্বারা দীপ্যমানা, রূপযৌবনসম্পন্না সেই কন্যাকে এই কথা বলিলেন—হে সুশ্রোণি ! তুমি কে ? কাহার কন্যা ? এইরূপ রূপ ও গুণবতী হইয়াও, হে সুন্দরি ! তুমি কেন বনে আসিয়াছ ? তোমাকে দর্শন করিয়া মাত্র এখনই তুমি আমার মনকে হরণ করিয়াছ। সুতরাং তোমার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি, তোমার পরিচয় আমাকে বল ॥১০-১৩

(হে হস্তিশুণ্ডের ন্যায় ঊরুবিশিষ্টে ; হে মত্তকাশিনি ; আমি পুরুবংশে জন্মিয়াছি ; আমার কথা শুন, হে বরবর্ণিনি ; আমি তোমাকে পত্নীত্বে বরণ করিতেছি। আমার মন ক্ষত্রিয়কন্যা ভিন্ন অন্যত্র গমন করে না ; ঋষিকন্যা বা হীনবর্ণা কোন কন্যাতে আমার মন আসক্ত হয় না, আমাকে মনঃস্থির বলিয়া জানিবে। তোমাতে যেহেতু আমার মন আসক্ত হইয়াছে, সেই হেতু তুমি ক্ষত্রিয়কন্যা বলিয়া আমার বিশ্বাস। হে ভীরু ! আমার মন কখনও অন্যায়কার্য্যে লিপ্ত হয় না। হে আয়তলোচনে ! আমি তোমাকে আত্মসমর্পণ করিতেছি, তুমি তোমার কথা আমাকে জানাইয়া দাও। আমার এই বিশ্বাস যদি তুমি ভঙ্গ কর, তুমি অন্যায় বুদ্ধি করিও না।)

এবমুক্তা তু সা কন্যা তেন রাজ্ঞা তদাদরে।
উবাচ প্রাঞ্জলী বাক্যমিদং মধুরভাষয়া ॥১৪
তপস্বিনো ব্রহ্মচারী ব্রহ্মবাদিনো দ্বিজাঃ।
পণ্ডিতা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে কুর্ব্বন্তু মম মঙ্গলম্ ॥১৫
(কন্যকাপি গুরুন্মত্বা ভগবান্ মে গুরুঃ পিতা।
তস্মাৎ প্রার্থয় স্বার্থং মামুক্তং কর্ত্তুমর্হসি ॥)

দ্বিজ উবাচ।

ঊর্দ্ধরেতা মহাভাগে অনধোলোকপূর্ব্বকঃ।
পতেদপি কুতাৎ স্বর্গোঽপি ন চলেৎ কদাচন ॥১৬
কথং ত্বং তস্য দুহিতা শক্তা ভবিতুমর্হসি।
সংশয়ো মে মহানত্র তথৈব ছেত্তুমিহার্হসি ॥১৭

সুবর্চলোবাচ।

যথা মাহাত্ম্যং মহৎ তথা চেতঃকৃতং পুরা।
পূর্ব্বং [illegible] যথা তস্য কর্ত্তুমর্হসি তত্ত্বতঃ ॥১৮

(অন্যো মহাত্মা [illegible] যৎ হৃদি শাম্যতে।
ন পাপেনাপ্যতে দৃষ্টঃ যেন মাত্মাপ্যপাবকঃ ॥)
যদি কর্ম্মণিহিতাস্য মম কন্যাপ্রদানকং।
(ঊর্দ্ধরেতা যথাশক্তি যঃ সূর্য্যস্যাপি সপ্তকম্।
পূর্ব্বং দত্তং কথং তাভ্যাং যে তস্মৈ স্বাত্মানং ॥)
ততো মোহাৎ তদ্বান্ মম ত্বমসি পার্থিব ॥১৯

দ্বিজ উবাচ।

অন্যাধীনং কিম পুত্রা বিবাহিতা: ধনং তপঃ।
দুহিতুঃ তাপনাপ্যান্ পত্নীং দুঃখপ্রদম্ ॥২০
তপসা শীতবীর্য্যাদ্যং পাবনাদ্যং চ্যাবয়ন্তি।
তৌ চ পুত্রমবাপ্যান্যেকাদশবর্ষবীং ॥২১
তথৈবানন্দমাত্রং ইদৈবাগ্রেদিকং বং বৈশব্যবে।
যেন যে তেন ক্রমাপ্যবে বাং ব্যক্তি ত্বমূ ॥২২

রাজা এইরূপ বলিলে, তখন সেই ব্রাহ্মণের সেই কন্যা দুই হাত জোড় করিয়া মধুর ভাষায় বলিল—হে দ্বিজ! তপস্বী, ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ সকলে মিলিয়া আমাকে মঙ্গল করুন ॥১৪-১৫

(হে ব্রাহ্মণ! আমি কন্যা (অবিবাহিতা), যদিও তুমি আমার পিতা ও গুরু। আপনি আমার নিকট আমাকে প্রার্থনা করুন। অতএব কার্য্য করা আপনার পক্ষে উচিত হয়।)

দ্বিজ বলিলেন,—হে মহাভাগে! যদিও তিনি ঊর্দ্ধরেতা, ঊর্দ্ধলোক পুরুষ। স্বর্গ কখনও বিচ্যুত হইতে পারে, কিন্তু যদি কখনও বিচ্যুত হইতে পারেন না ॥১৬

কুমারি! তুমি তাঁহার কন্যা হইবে কিরূপে? আমার মনে এখনও উৎকণ্ঠা রহিয়াছে। তুমি তাহা বলো ॥১৭

সুবর্চলা বলিল—হে ব্রহ্মন্! আমার মনবিষয়ে মহৎ এবং আমার কাছে আসিয়াছে এবং আমি যেভাবে বলিব তাহা শুনিবেন, তাহা আপনাকে যথাবৎ বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥১৮

(যে ব্যক্তি মহাত্মগণের নিকট প্রকৃত বাক্যের বিপরীত পরিচয় প্রদান করে, সে পাপিষ্ঠ, মূর্খ, চোর এবং আত্মাপহারক।) কোন ঋষি এখানে আসিয়া আমার জন্য সত্বরে যাহা করতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"হে ব্রাহ্মণ! আপনি উর্দ্ধরেতা পুরুষ। এই সুবর্চলা কন্যা আপনার নিকটে থাকুক? অথবা কোথা হইতে এই কন্যা আপনার নিকটে আসিয়াছে? আপনি তাহা সত্য করিয়া বলুন"।) এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে তখন যাহা বলিয়াছিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি তাহা শুনুন ॥১৯

তখন বলিলেন—পূর্ব্বে একটি বিবাহিত উদ্

অনলাদিত্যসঙ্কাশো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
তপ্যমানস্তপো ঘোরং মম কম্পয়তে মনঃ ॥২৩
মেনকে তব ভারোহয়ং বিশ্বামিত্রঃ সুমধ্যমে।
শংসিতাত্মা সুদুর্দ্ধর্ষ উগ্রে তপসি বর্ত্ততে ॥২৪
স মাং ন চ্যাবয়েৎ স্থানাৎ তং বৈ গত্বা প্রলোভয়।
চর তস্য তপোবিঘ্নং কুরু মে প্রিয়মুত্তমম্ ॥২৫
রূপ-যৌবন-মাধুর্য্য-চেষ্টিত-স্মিত-ভাষণৈঃ।
লোভয়িত্বা বরারোহে তপসস্তং নিবর্ত্তয় ॥২৬

মেনকোবাচ।

মহাতেজাঃ স ভগবাংস্তথৈব চ মহাতপাঃ।
কোপনশ্চ তথা হ্যেনং জানাতি ভগবানপি ॥২৭
তেজসস্তপসশ্চৈব কোপস্য চ মহাত্মনঃ।
ত্বমপ্যুদ্বিজসে যস্য নোদ্বিজেয়মহং কথম্ ॥২৮
মহাভাগং বশিষ্ঠং যঃ পুত্রৈরিষ্টৈর্ব্যয়োজয়ৎ।
ক্ষত্ত্রজাতশ্চ যঃ পূর্ব্বমভবদ্ ব্রাহ্মণো বলাৎ ॥২৯
শৌচার্থং যো নদীং চক্রে দুর্গমাং বহুভির্জলৈঃ।
যাং তাং পুণ্যতমাং লোকে কৌশিকীতি
বিদুর্জনাঃ ॥৩০
বভার যত্রাস্য পুরা কালে দুর্গে মহাত্মনঃ।
দারান্ মতঙ্গো ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষির্ব্যাধতাং গতঃ ॥৩১
অতীতকালে দুর্ভিক্ষে অভ্যেত্য পুনরাশ্রমম্।
মুনিঃ পারেতি নদ্যা বৈ নাম চক্রে তদা প্রভুঃ ॥৩২
মতঙ্গং যাজয়াঞ্চক্রে যত্র প্রীতমনাঃ স্বয়ম্।
ত্বঞ্চ সোমং ভয়াদ্ যস্য গতঃ পাতুং সুরেশ্বর ॥৩৩
চকারান্যঞ্চ লোকং বৈ ক্রুদ্ধো নক্ষত্রসম্পদা।
প্রতিশ্রবণপূর্ব্বাণি নক্ষত্রাণি চকার যঃ।
গুরুশাপহতস্যাপি ত্রিশঙ্কোঃ শরণং দদৌ ॥৩৪

তপস্যা করিয়া ঋষির ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ॥২০

"অনলতুল্য তীব্রতেজা হইয়া এই বিশ্বামিত্র আমাকে স্থানচ্যুত করিতে পারে" এইরূপ আশঙ্কা করত পুরন্দর (ইন্দ্র) ভীত হইয়া মেনকাকে এইরূপ বলিলেন,—"হে মেনকে! তুমি অপ্সরাগণের মধ্যে বিশেষণ শ্রেষ্ঠা। হে কল্যাণি! তুমি আমার একটি প্রিয়কার্য্য কর; আমি তাহা বলিতেছি,—শুন; ঐ সূর্য্যতুল্য তেজস্বী মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র ঘোর তপস্যা করিতেছেন, তাহাতে আমার মন কম্পিত হইতেছে। হে সুন্দরি! হে মেনকে! ঐ দুর্দ্ধর্ষ সংযতাত্মা বিশ্বামিত্র উগ্র তপস্যায় নিরত রহিয়াছেন; তাঁহার তপোভঙ্গের এই ভারটা তোমাতেই অর্পণ করিলাম। সে যাহাতে আমাকে স্থানচ্যুত করিতে না পারে, সেইরূপ তাঁহাকে প্রলোভিত করিয়া তপোবিঘ্ন সম্পাদন কর; তাহাতে আমার প্রিয় কৃত হইবে। তোমার রূপ, যৌবন, মাধুর্য্যপূর্ণ হাবভাব, বিলাস এবং মধুরবাক্য—এই সকল উপায়ে তাঁহাকে প্রলোভিত করিয়া তপস্যা হইতে নিবৃত্ত কর ॥২৩-২৬

মেনকা বলিলেন—তিনি মহাতেজস্বী, মহাতপস্বী ও অনলতুল্য পুরুষ এবং তিনি যে কোপনস্বভাব তাহা আপনিও জানেন। যাঁহার তেজ, তপস্যা ও ক্রোধ দেখিয়া স্বয়ং আপনিও উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, তখন আমিও উদ্বিগ্ন হইব না কেন? যিনি মহাভাগ বশিষ্ঠের সহিত তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় (এক শত) পুত্রগণের বিয়োগ ঘটাইয়াছেন, যিনি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় হইয়াও পরে বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, যিনি আপনার স্নান কর্ম্মাদি শৌচসম্পাদনের নিমিত্ত বহুজলে পরিপূর্ণা দুর্গম নদী সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা পুণ্যতমা (কৌশিকী) নামে বিখ্যাত হইয়াছে; পূর্ব্বে তাঁহার পত্নী সঙ্কটকালে রাজর্ষি ব্যাধতা মতঙ্গ

(ব্রহ্মবিনাশঃ কৃতবান্ যঃ সোমকার্থে কৌশিকঃ।
অযাজয়দ্ যথা ত্রৈবেদিকানাং তম্ বিনাশিতম্।
অন্যানি চ ব্যোমকেশা যজ্ঞাদক্ষিণাঃ প্রভুঃ।
বিনাশ চ কৃতা সর্ব্বং ত্রিশঙ্কুং ন মহাত্মনাঃ॥)
এতানি যস্য কর্মাণি তস্যাহং ভৃশমুদ্বিজে।
যথাসৌ ন দহেৎ ক্রুদ্ধস্তথাজ্ঞাপয় মাং বিভো ॥৩৫

তেজসা নির্দহেল্লোকান্ কম্পয়েদ্ ধরণীং পদা।
সংক্ষিপেচ্চ মহামেরুং তূর্ণমাবর্তয়েদ্ দিশঃ ॥৩৬

তাদৃশং তপসা যুক্তং প্রদীপ্তমিব পাবকম্।
কথমস্মদ্বিধা নারী জিতেন্দ্রিয়মভিস্পৃশেৎ ॥৩৭

হুতাশনমুখং দীপ্তং সূর্য্যচন্দ্রাক্ষিতারকম্।
কালজিহ্বং সুরশ্রেষ্ঠ কথমস্মদ্বিধা স্পৃশেৎ ॥৩৮

যমশ্চ সোমশ্চ মহর্ষয়শ্চ
সাধ্যা বিশ্বে বালখিল্যাশ্চ সর্ব্বে।
এতেঽপি যস্যোদ্বিজন্তে প্রভাবাৎ
তস্মাৎ কস্মান্মাদৃশী নোদ্বিজেত ॥৩৯

ত্বয়ৈবমুক্তা চ কথং সমীপ-
মৃষের্ন গচ্ছেয়মহং সুরেন্দ্র।
রক্ষাং তু মে চিন্তয় দেবরাজ
যথা ত্বদর্থং রক্ষিতাহং চরেয়ম্ ॥৪০

কামং তু মে মারুতস্তত্র বাসঃ
প্রক্রীড়িতায়া বিবৃণোতু দেব।
ভবেচ্চ মে মন্মথস্তত্র কার্য্যে
সহায়ভূতস্তব দেব প্রসাদাৎ ॥৪১

ব্যাধ হইয়া তাহার ভরণপোষণ করিয়াছে; দুর্ভিক্ষ বাধিয়া গেলে যে ঋষি পুত্রের গলদেশে বাঁধিয়া আনিয়া সেই অর্থে নাম রাখেন 'গালব'; যিনি ঐরূপ হইয়া মতঙ্গের যাজন করিয়াছিলেন এবং হে সুরপতে! আপনিও তাঁহার আপদে তাঁহার সেই যজ্ঞে সোমপান করিয়াছিলেন। যিনি প্রতিশ্রবণাদি নূতন নক্ষত্রসমূহে পরিপূর্ণ লোকান্তর সৃষ্টি করিলেন এবং গুরুশাপগ্রস্ত ত্রিশঙ্কুকেও আশ্রয় দিলেন।২৭-৩৪

(রাজর্ষি "কৌশিক [বিশ্বামিত্র] ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের শাপ গ্রহণ করিয়া শূদ্র হইবেন"—দেবগণ ভাবিয়া কেবল ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞানুষ্ঠান বিনাশ করিলেন। কিন্তু সেই মহাতেজা ঋষি অন্য যজ্ঞানুষ্ঠান সৃষ্টি করিয়া ত্রিশঙ্কুর যাজন করত তাঁহাকে স্বর্গে পৌঁছাইয়া দিলেন।)

এই সকল অদ্ভুত কার্য্য যিনি করিয়াছেন; তাঁহাকে দেখিয়া আমিও ভয়ানক উদ্বিগ্ন হইতেছি দেবরাজ। যেমন তিনি আমার উপর ক্রুদ্ধ না হন, আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন। তিনি তপস্যাতে তেজোমণ্ডলকে দগ্ধ করিতে পারেন, পৃথিবীকে কম্পিত করিতে পারেন, মহামেরু পর্ব্বতকে ক্ষুদ্র করিতে পারেন এবং তিনি শীঘ্র সকল দিক্‌সমূহকে পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। সেই তপস্বী প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় দীপ্যমান জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষকে আমার ন্যায় সামান্য নারী কেমন করিয়া স্পর্শ করিতে পারে? হে সুরশ্রেষ্ঠ! অগ্নি যাঁহার মুখ, চন্দ্র ও সূর্য্য যাঁহার চক্ষুতারকা এবং কাল যাঁহার জিহ্বা, এমন তেজস্বী ঋষিকে আমার ন্যায় নারী কেমন করিয়া স্পর্শ করিবে। যম, চন্দ্র, মহর্ষিগণ, সাধ্য ও বিশ্বদেবগণ এবং সকল বালখিল্য ঋষিগণও যাঁহাকে দেখিয়া ভীত হন, আমার ন্যায় নারী তাঁহাকে দেখিয়া কেন ভীত হইবে না। আপনার আদেশ পাইয়া আমি সেই ঋষির নিকট যাইতে অনিচ্ছুক হইতেছি না। হে দেবরাজ! যাহাতে আমি রক্ষিতা হইয়া নির্ভয়ে ঋষির নিকট বিচরণ করিতে পারি, আপনি আমার জন্য সেইরূপ রক্ষার বিধান করুন। হে দেব! আমি যখন

স্যাচ্চ বায়ুঃ সুরভিঃ প্রবাতঃ
তস্মিন্ কালে তমৃষিং লোভয়ন্ত্যাঃ।
তথেত্যুক্তে বিহিতে চৈব তস্মিং-
স্ততো যযৌ সাশ্রমং কৌশিকস্য ॥৪২॥

ইতি মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি শকুন্তলোপাখ্যানে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭১॥

সেখানে ক্রীড়া করিতে থাকিব, তখন যেন বায়ু আমার বসন উড়াইয়া লয় এবং আপনার আদেশে মন্মথও যেন আমার সাহায্যকারী হন এবং আমি যখন ঋষিকে প্রলোভিত করিতে প্রবৃত্ত হইব, তখন যেন সুরভি বায়ু বহিতে থাকে। মেনকার কথা শুনিয়া দেবরাজ 'তথাস্তু' বলিলেন; মেনকা সেই কৌশিকের (বিশ্বামিত্রের) আশ্রমে গমন করিলেন ॥৪০-৪২॥

দ্বৈপায়নব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত সম্ভবপর্বে শকুন্তলোপাখ্যানে একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

[মেনকা-বিশ্বামিত্রসম্মিলনম্, কন্যায়া উৎপত্তিঃ, শকুন্তপক্ষিভিস্তস্যা রক্ষা, শকুন্তরক্ষণাৎ তস্যাঃ শকুন্তলেতি নাম তথা কণ্বমুনিনা তস্যাঃ পালনঞ্চ।]

কণ্ব উবাচ।
এবমুক্তস্তয়া শক্রঃ সন্দিদেশ সদাগতিম্।
প্রাতিষ্ঠত তদা কালে মেনকা বায়ুনা সহ ॥১॥
অথাপশ্যদ্ বরারোহা তপসা দগ্ধকিল্বিষম্।
বিশ্বামিত্রং তপ্যমানং মেনকা ভীরুরাশ্রমে ॥২॥
অভিবাদ্য ততঃ সা তং প্রাক্রীড়দৃষিসন্নিধৌ।
অপোবাহ চ বাসোঽস্যা মারুতঃ শশিসন্নিভম্ ॥৩॥
সাগচ্ছৎ ত্বরিতা ভূমিং বাসস্তদভিলিঙ্গতী।
স্ময়মানেব সব্রীড়ং মারুতং বরবর্ণিনী ॥৪॥
[illegible]।
বিশ্বামিত্রস্ততস্তাং তু বিষমস্থামনিন্দিতাম্ ॥৫॥
গৃধ্রাং বাসসি সম্ভ্রান্তাং মেনকাং মুনিসত্তমঃ।
অনির্দেশ্যবয়োরূপামপশ্যদ্ বিবৃতাং তদা ॥৬॥

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[মেনকা-বিশ্বামিত্রের মিলন, কন্যার উৎপত্তি, শকুন্তপক্ষী কর্তৃক তাহার রক্ষা, কিন্তু আশ্রমে তাহাকে আনিয়া 'শকুন্তলা' এই নাম রাখিয়া কণ্বমুনিকর্তৃক তাহার পালন।]

কণ্ব বলিলেন,—মেনকার কথা শুনিয়া শক্র (ইন্দ্র) বায়ুকে আদেশ করিলেন, মেনকা বায়ুকে সঙ্গে করিয়া কৌশিকের আশ্রমের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥১॥

অনন্তর ভীরুস্বভাবা বিশ্বামিত্রের আশ্রমে তপস্যায় নিষ্পাপ বিশ্বামিত্রকে তপস্যা করিতে দেখিলেন ॥২॥

মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া মেনকা ঋষির নিকটেই (অদূরে থাকিয়া) খেলা করিতে থাকিলেন; এমন সময় বায়ু চন্দ্রতুল্য শুভ্র বস্ত্র তাহার শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিল ॥৩॥

তখন মেনকা বায়ুর দিকে যেন ঈষৎ হাসিয়া ভূমি হইতে কাপড় ধরিতে গেলেন ॥৪॥

অতিবৃদ্ধ তেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র সম্মুখেই ঐ স্ত্রীকে দেখিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র সেই অনিন্দ্যসুন্দরী ব্যস্তভাবে পতিত বস্ত্রের জন্য বিষমস্থ অবস্থায় উঁহার প্রতি আসক্ত মেনকাকে উলঙ্গ-অবস্থায় দর্শন করিলেন ॥৫-৬॥

তস্যা রূপগুণান্ দৃষ্ট্বা স তু বিপ্রর্ষভস্তদা।
চকার ভাবং সংসর্গে তয়া কামবশং গতঃ ॥৭
ন্যমন্ত্রয়ত চাপ্যেনাং সা চাপ্যৈচ্ছদনিন্দিতা।
তৌ তত্র সুচিরং কালমুভৌ ব্যহরতাং তদা ॥৮
রমমাণৌ যথাকামং যথৈকদিবসং তথা।
(সমজ্ঞায়াবধিকস্থান্ মুনির্নিত্যঃ কদাচিৎ।
নিরাধিকস্য তপসঃ ক্ষয়ঃ ন কৃতবানৃষিঃ।
তপসঃ সংক্ষয়াদেব মুনির্মোহং সমাবিশৎ।
কামরাগাভিভূতস্য মুনেঃ পাপং ক্ষয়ং ন চ ॥)
জনয়ামাস স মুনির্মেনকায়াং শকুন্তলাম্ ॥৯

প্রস্থে হিমবতো রম্যে মালিনীমভিতো নদীম্।
জাতমুৎসৃজ্য তং গর্ভং মেনকা মালিনীমনু ॥১০

কৃতকার্যা ততস্তূর্ণমগচ্ছচ্ছক্রসংসদম্।
তং বনে বিজনে গর্ভং সিংহব্যাঘ্রসমাকুলে ॥১১

দৃষ্ট্বা শয়ানং শকুনাঃ সমন্তাৎ পর্যবারয়ন্।
নেমাং হিংস্যুর্বনে বালাং ক্রব্যাদা মাংসগৃদ্ধিনঃ ॥১২
পর্যরক্ষন্ত তাং তত্র শকুন্তা মেনকাত্মজাম্।
উপস্প্রষ্টুং গতশ্চাহমপশ্যং শয়িতামিমাম্ ॥১৩
নির্জনে বিপিনেঽরণ্যে শকুন্তৈঃ পরিবারিতাম্।
(তাং দৃষ্ট্বা বনজন্তুশ্চ শাবকৈঃ পরিতঃ স্থিতা।
আনয়ন্ শকুনাঃ সর্বে তদা মদুপকারিণা।

শিষ্যা ঊচুঃ।

নিরাশ্রয়ামিমাং ব্রহ্মন্ কারুণ্যাদ্ রক্ষ বৈ।
কাং মজ্জনার্থমিহ দৃষ্টা মম যে কৌশিকীং গতাঃ।
তস্মাৎ লোকস্য ভূপুত্রঃ স্বার্থমিতি তেজস্বিনম্।

কণ্ব উবাচ।

সর্বভূতদয়ালোহহং স্বাত্মবৎ সর্বজন্তুষু।
নির্জনেঽপি বনেঽনেন শকুন্তৈঃ পরিরক্ষিতাম্ ॥)
আনয়িত্বা ততশ্চৈনাং দুহিতৃত্বে ন্যযোজয়ম্ ॥১৪

সেই মহর্ষি তাঁহার রূপ ও গুণদর্শনে কামের বশীভূত হইলেন এবং নিকটে পাইয়া তাঁহার প্রতি ভাব করিলেন ॥৭

তিনি তাঁহাকে সঙ্গের জন্য আহ্বান করিলেন; অনিন্দ্যসুন্দরী মেনকাও তাহাই চাহিতেছিলেন। সুতরাং উভয়ে দীর্ঘকাল সেখানে বিহার করিতে লাগিলেন ॥৮

(কাম ও ক্রোধকে জয় করিয়া মুনি কর্শিত হইয়া যত্নে তপস্যা করিয়াছিলেন। মেনকার সংসর্গে তাঁহার সেই চিরসঞ্চিত তপস্যা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে মুনি মোহযুক্ত হইলেন, তখন মেনকাও তাঁহার নিকটে থাকিতে আরম্ভ করিলেন)। ফলে তাঁহাদের দীর্ঘবিহার কাল একদিনের ন্যায় মনে হইল। এইভাবে বিশ্বামিত্র মেনকার গর্ভে শকুন্তলাকে উৎপাদন করিলেন ॥৯

তাহার কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে মনে করিয়া মেনকা হিমালয়ের প্রস্থদেশে মালিনীনদীর তীরে সেই শিশু কন্যাকে ফেলিয়া শীঘ্র ইন্দ্রের নিকট প্রস্থান করিলেন। সেই নির্জন সিংহ-ব্যাঘ্রসমাকুল বনে সেই শিশুকন্যাকে পক্ষিগণ রক্ষা করিতে লাগিল। মাংসলোভী বিষম মাংসাশী হিংস্র প্রাণিগণও সেই বালিকাকে ভক্ষণ করিল না ॥১০—১২

আমি মালিনীনদীতে আচমন করিতে গিয়া দেখিলাম পক্ষিগণ বালিকা শকুন্তলাকে রক্ষা করিতেছে ॥১৩

(আমাকে দেখিয়া পক্ষিগণ আমার পায়ে পড়িল এবং অস্ফুট মুখে আমাকে বলিল—"বিশ্বামিত্রের এই কন্যাকে আপনার নিকট রাখিয়া যাইতেছি, আপনি ইহাকে রক্ষা করুন। আপনার ন্যায় বিশ্বামিত্র মনে ক্রোধ জয় করিবার জন্য পূর্বে কৌশিকীতীরে থাকিতেন। আপনি দয়া করিয়া ইহাকে

শরীরকৃৎ প্রাণদাতা যস্য চান্নানি ভুঞ্জতে।
ক্রমেণৈতে ত্রয়োঽপ্যুক্তাঃ পিতরো ধর্মশাসনে ॥১৫

নির্জনে তু বনে যস্মাচ্ছকুন্তৈঃ পরিবারিতা।
শকুন্তলেতি নামাস্যাঃ কৃতঞ্চাপি ততো ময়া ॥১৬

এবং দুহিতরং বিদ্ধি মম বিপ্র শকুন্তলাম্।
শকুন্তলা চ পিতরং মন্যতে মামনিন্দিতা ॥১৭

শকুন্তলোবাচ।
এতদাচষ্ট পৃষ্টঃ সন্ মম জন্ম মহর্ষয়ে।
সুতাং কণ্বস্য মামেবং বিদ্ধি ত্বং মনুজাধিপ ॥১৮
কণ্বং হি পিতরং মন্যে পিতরং স্বমজানতী।
ইতি তে কথিতং রাজন্ যথাবৃত্তং শ্রুতং ময়া ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি শকুন্তলোপাখ্যানে দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭২

এই পিতৃত্রয়ের কথা বলেন।

কণ্ব বলিলেন—আমি সমস্ত প্রাণীর তাহাই জানিতাম এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতিই আমার দয়া ছিল। সেই নির্জন বনেও পক্ষিগণ তাহাকে রক্ষা করিতেছে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।)

তখন আমিও দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে আশ্রমে আনিলাম এবং আমার কন্যারূপে পালন করিতে লাগিলাম ।১৪

যিনি শরীরের জনক, যিনি প্রাণদাতা এবং যাঁহার অন্নভোজনে শরীর পুষ্ট হয়—এই তিন জনকেই ধর্মশাস্ত্রে পিতা বলা হইয়াছে ।১৫

যেহেতু নির্জন বনে শকুন্তগণ ইহাকে রক্ষা করিয়াছে, সেই হেতু ইহার নাম রাখিয়াছি শকুন্তলা ।১৬

হে বিপ্র! এইরূপে শকুন্তলাকে আমার কন্যা বলিয়া জানিবে। অনিন্দিতা শকুন্তলাও আমাকে পিতা বলিয়াই মনে করে ।১৭

শকুন্তলা বলিলেন—ঋষিকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহর্ষি কণ্ব তাঁহাকে এই কাহিনী বলিয়াছিলেন। হে রাজন্! আপনি আমাকে কণ্বের এইরূপ (পালিতা) কন্যা বলিয়া জানুন। আমি আমার নিজের পিতাকে পিতা বলিয়া জানিনা, অতএব কণ্বকেই পিতা বলিয়া মানি। আমি যাহা শুনিয়াছি আপনার নিকটে তাহাই যথাযথ বলিলাম ।১৮-১৯

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে
শকুন্তলোপাখ্যানে দ্বিসপ্ততিতমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

(দুষ্মন্ত-শকুন্তলাগান্ধর্ববিবাহঃ, ঋষি-কৃতং তদনুমোদনঞ্চ।)

দুষ্মন্ত উবাচ।

সুব্যক্তং রাজপুত্রী ত্বং যথা কল্যাণি ভাষসে।
ভার্যা মে ভব সুশ্রোণি ব্রূহি কিং করবাণি তে ॥১

সুবর্ণমালা বাসাংসি কুণ্ডলে পরিহাটকে।
নানাপত্তনজে শুভ্রে মণিরত্নে চ শোভনে ॥২

আহরামি তবাদ্যাহং নিষ্কাদীন্যজিনানি চ।
সর্বং রাজ্যং তবাদ্যাস্তু ভার্যা মে ভব শোভনে ॥৩

গান্ধর্বেণ চ মাং ভীরু বিবাহেনৈহি সুন্দরি।
বিবাহানাং হি রম্ভোরু গান্ধর্বঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥৪

শকুন্তলোবাচ।

ফলাহারো গতো রাজন্ পিতা মে ইত আশ্রমাৎ।
মুহূর্তং সম্প্রতীক্ষস্ব স মাং তুভ্যং প্রদাস্যতি ॥৫

(পিতা হি মে প্রভুর্নিত্যং দৈবতং পরমং মম।
যস্য মাং দাস্যতি পিতা স মে ভর্তা ভবিষ্যতি ॥
পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রস্তু স্থবিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥
অমন্যমানা রাজেন্দ্র পিতরং মে তপস্বিনম্।
অধর্মেণ হি ধর্মিষ্ঠ কথং বরমুপাস্মহে ॥)

দুষ্মন্ত উবাচ।

মা মৈবং বদ সুশ্রোণি তপোরাশিং মহাব্রতম্।

শকুন্তলোবাচ।

মৎপ্রদাতা পিতা ন পিতুঃ প্রভবাম্যহম্।
অনির্দিষ্টা দেবর্ষিঃ সুভ্রু ভবিত্রী বর্জিতা।
যাজ্ঞা ভক্তি হৃদেন আত্মনো দত্তা ভবেৎ।
কোবিদো মন্যসে যদি ধর্মার্থবিনিশ্চয়ম্।)

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

(শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের বাক্যবিন্যাস এবং মহর্ষি কণ্বের বাক্য দ্বারা তাহার অনুমোদন।)

দুষ্মন্ত বলিলেন—হে কল্যাণি! তুমি যাহা বলিলে তাহাতে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইল যে, আমার বাক্য সত্য, তুমি ক্ষত্রিয়কন্যা। সুতরাং হে সুশ্রোণি! তুমি আমার পত্নী হও, বল, আমি তোমার কি করিতে পারি ॥১

হে শোভনে! সুবর্ণমাল্য, স্বর্ণকুণ্ডল, মণিরত্নখচিত উত্তম বস্ত্রযুগল এবং বিভিন্ন নগরে নির্মিত স্বর্ণাদিময় প্রভৃতি সকল বস্তুই তোমার জন্য আমি আহরণ করিতে পারি। অদ্য হইতে সমস্ত রাজ্য তোমারই হউক এবং তুমি আমার ভার্য্যা হও। হে ভীরু! তুমি গান্ধর্ববিবাহে আমার সহিত বিবাহে আবদ্ধা হও। হে সুন্দরি! হে রম্ভোরু! আটপ্রকার বিবাহের মধ্যে (ক্ষত্রিয়ের পক্ষে) গান্ধর্ব বিবাহকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে ॥২-৪

শকুন্তলা বলিলেন—মহারাজ! পিতা এই আশ্রম হইতে ফল আহরণ করিতে গিয়াছেন। হে রাজন্! আপনি মুহূর্তকাল প্রতীক্ষা করুন। তিনি আসিয়াই আপনার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিবেন ॥৫

(পিতাই আমার সর্বদা প্রভু, তিনিই আমার পরম দেবতা। তিনি আমাকে যাহার হাতে দিবেন, তিনিই আমার স্বামী হইবেন।

কৌমার সময়ে কন্যাকে পিতা রক্ষা করেন, যৌবনে স্বামী এবং বার্দ্ধক্যে পুত্র তাহাকে রক্ষা করে, স্ত্রীলোকের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। হে রাজেন্দ্র! তপস্বী পিতাকে অবজ্ঞা করিয়া আপনাকে কেমন করিয়া বরণ করিব, ইহাতে আমার অধর্ম হইবে।

দুষ্মন্ত বলিলেন—হে সুশ্রোণি! তুমি এরূপ বলিও না। মহর্ষি পুঞ্জীভূত তপস্যাশালী ও দয়ালু। তিনি তোমার উপর কখনও অসন্তুষ্ট হইবেন না।

দুষ্মন্ত উবাচ।

ইচ্ছামি ত্বাং বরারোহে ভজমানামনিন্দিতে।
ত্বদর্থং মাং স্থিতং বিদ্ধি ত্বদ্গতং হি মনো মম ॥৫

আত্মনো বন্ধুরাত্মৈব গতিরাত্মৈব চাত্মনঃ।
আত্মনো মিত্রমাত্মৈব তথাত্মা চাত্মনঃ পিতা ॥৬
আত্মনৈবাত্মনো দানং কর্তুমর্হসি ধর্মতঃ ॥৭

অষ্টাবেব সমাসেন বিবাহা ধর্মতঃ স্মৃতাঃ।
ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ ॥৮
গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমঃ স্মৃতঃ।
তেষাং ধর্ম্যান্ যথাপূর্বং মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ ॥৯
প্রশস্তাংশ্চতুরঃ পূর্বান্ ব্রাহ্মণস্যোপধারয়।
ষড়ানুপূর্ব্যা ক্ষত্রস্য বিদ্ধি ধর্ম্যাননিন্দিতে ॥১০
রাজ্ঞাং তু রাক্ষসোঽপ্যুক্তো বিট্‌শূদ্রেষ্বাসুরঃ স্মৃতঃ।
পঞ্চানাং তু ত্রয়ো ধর্ম্যা দ্বাবধর্ম্যৌ স্মৃতাবিহ ॥১১
পৈশাচ আসুরশ্চৈব ন কর্তব্যৌ কদাচন।
অনেন বিধিনা কার্য্যো ধর্মস্যৈষা গতিঃ স্মৃতা ॥১২
গান্ধর্বরাক্ষসৌ ক্ষত্রে ধর্ম্যৌ তৌ মা বিশঙ্কিথাঃ।
পৃথগ্‌ বা যদি বা মিশ্রৌ কর্তব্যৌ নাত্র সংশয়ঃ ॥১৩

শকুন্তলা বলিলেন—রাজশ্রেষ্ঠ! স্ত্রী হইতেছে লোক, আমাদের কোনদিনই স্বতন্ত্র থাকে না। পিতা কৌমারে রক্ষা, যৌবনে ভর্তা, তাহার পরে বার্দ্ধক্যে পুত্রেরা রক্ষা করেন। কিন্তু তোমার [illegible] অনুসারে [illegible], আমাকে তোমারই [illegible] দান করিতে পারেন।)

দুষ্মন্ত বলিলেন—হে বরারোহে! আমি চাই তুমি আমাকে পতিভাবে ভজনা কর। হে অনিন্দ্যসুন্দরি! আমি তোমার জন্যই এখানে এখন আছি। আমার মন তোমার অধীন হইয়াছে ॥৫

আত্মাই আত্মার উৎকৃষ্ট বন্ধু, আত্মাই আত্মার গতি, আত্মাই আত্মার মিত্র এবং আত্মাই আত্মার পিতা। তুমি ধর্মানুসারে নিজেই নিজেকে দান করিতে পার ॥৭

আটটি প্রকার বিবাহের কথা শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। যেমন—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন যে, উহাদের পূর্ব পূর্ব বিবাহ পর পর বিবাহ হইতে উৎকৃষ্ট। (কন্যাকে অলঙ্কৃত করিয়া বরকে ডাকিয়া আনিয়া দান করা 'ব্রাহ্ম' বিবাহ। যজ্ঞে দৈবকর্ম করিতে ঋত্বিক্‌কে কন্যাদান 'দৈব' বিবাহ। বরের নিকট গোমিথুন লইয়া কন্যাদান 'আর্ষ' বিবাহ। 'উভয়ে একত্র ধর্মাচরণ কর' এই বলিয়া কন্যাদান 'প্রাজাপত্য' বিবাহ। বরের নিকট হইতে প্রচুর ধনগ্রহণ করিয়া কন্যাদান 'আসুর' বিবাহ। বর ও কন্যা পরস্পর অনুরাগী হইয়া উভয়ের সম্মতি অনুসারে বিবাহ 'গান্ধর্ব'। কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহের নাম 'রাক্ষস' এবং সুপ্ত করিয়া বলপূর্বক কন্যা হরণ করায় বিবাহের নাম 'পৈশাচ' বিবাহ।) ৮-৯

প্রথম চারিটি বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত এবং প্রথম হইতে ছয়টি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত ॥১০

রাজাদের পক্ষে রাক্ষস বিবাহও অনুমোদিত, বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে আসুর বিবাহ অনুমোদিত। শেষের পাঁচটি বিবাহের মধ্যে প্রথম তিনটি ধর্মসঙ্গত, শেষের দুইটি অধর্মযুক্ত বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ॥১১

পৈশাচ ও আসুর কাহারও পক্ষে কর্তব্য নহে; ধর্মের এই গতি। এতদনুসারে বিবাহ করা কর্তব্য ॥১২

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গান্ধর্ব ও রাক্ষস বিবাহ ধর্মসঙ্গত —ইহাতে তুমি আশঙ্কা করিও না। পৃথক্‌ভাবে

---

* কোন কোন সংস্করণে এ শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তি দেখা যায় না।

স ত্বং মম সকামস্য সকামা বরবর্ণিনি (১)।
গান্ধর্বেণ বিবাহেন ভার্য্যা ভবিতুমর্হসি ॥১৪

শকুন্তলোবাচ।

যদি ধর্মপথস্ত্বেষ যদি চাত্মা প্রভুর্মম
প্রদানে পৌরবশ্রেষ্ঠ শৃণু মে সময়ং প্রভো ॥১৫
সত্যং মে প্রতিজানীহি যথা বক্ষ্যাম্যহং রহঃ।
ময়ি জায়েত যঃ পুত্রঃ (২) স ভবেৎ ত্বদনন্তরঃ ॥১৬
যুবরাজো মহারাজ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।
যদ্যেতদেবং দুষ্মন্ত অস্তু মে সঙ্গমস্ত্বয়া ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমস্ত্বিতি তাং রাজা প্রত্যুবাচাবিচারয়ন্।
অপি চ ত্বাং হি নেষ্যামি নগরং স্বং শুচিস্মিতে ॥১৮
যথা ত্বমর্হা সুশ্রোণি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।
এবমুক্ত্বা স রাজর্ষিস্তামনিন্দিতগামিনীম্ ॥১৯
জগ্রাহ বিধিবৎ পাণাবুবাস চ তয়া সহ।
বিশ্বাস্য চৈনাং স প্রায়াদব্রবীচ্চ পুনঃ পুনঃ ॥২০
প্রেষয়িষ্যে তবার্থায় বাহিনীং চতুরঙ্গিণীম্।
তয়া ত্বাং নায়য়িষ্যামি নিবাসং স্বং শুচিস্মিতে ॥২১
(এবমুক্ত্বা স রাজর্ষিস্তামনিন্দিতগামিনীম্।
সম্পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং স্মিতপূর্বমুদৈক্ষত ॥
প্রদক্ষিণীকৃতাং দেবীং রাজা সম্পরিষস্বজে।
শকুন্তলা প্রস্রুতাক্ষী পপাত নৃপপাদয়োঃ ॥
তাং দেবীং পুনরুত্থাপ্য মা শুচেতি পুনঃ পুনঃ।
শপেহহং সুকৃতেনৈব প্রাপয়িষ্যে নৃপাত্মজে ॥)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইতি তস্যাঃ প্রতিশ্রুত্য স নৃপো জনমেজয়।
মনসা চিন্তয়ন্ প্রায়াৎ কাশ্যপং প্রতি পার্থিবঃ ॥২২

প্রত্যেকটিই ধর্ম্ম সাধক ও রাজার উচিত বিহিত বলিয়াও বিবাহ করা যাইতে পারে—ইহাতে সন্দেহ নাই ।১৩

হে বরবর্ণিনি ! আমিও যেমন তোমার প্রতি আসক্ত, তুমিও তেমনই আমার প্রতি আসক্ত। অবস্থাবশতঃ তুমি গান্ধর্ব্বমতে আমার পত্নী হইতে পার ।১৪

শকুন্তলা বলিলেন—যদি ইহাই ধর্ম্মপথ হয় এবং আমি যদি নিজকে প্রদান করিতে আত্মাধীনা হই, তবে হে প্রভো পৌরবশ্রেষ্ঠ ! আপনার নিকটে আমার একটি প্রার্থনা আছে, তাহা শুনুন ।১৫

আমি যাহা বলিব, আপনি তাহা সত্য বলিয়া প্রতিজ্ঞা করুন। আমার যে পুত্র হইবে, সেই আপনার পরে রাজা হইবে এবং আপনার জীবিত অবস্থায় সেই যুবরাজ হইবে। হে মহারাজ ! আমি ইহা সত্য করিয়া বলিতেছি যে, যদি আপনি ইহা প্রতিজ্ঞা করেন, তবে আপনার সহিত আমার [illegible] মিলন হউক ।১৬-১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা শকুন্তলার কথার কিছু বিচার না করিয়াই বলিলেন—"তাহাই হইবে" এবং আরও বলিলেন—হে শুচিস্মিতে ! আমি তোমাকে নিজ নগরে লইয়া যাইব ।১৮

হে সুশ্রোণি ! তুমি রাজভবনে থাকিবার যোগ্য—ইহা আমি সত্য বলিতেছি। এই বলিয়া রাজর্ষি দুষ্মন্ত সেই অনিন্দ্যগামিনী শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিয়া তাহার সহিত সহবাস করিলেন। তাহার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন—"হে শুচিস্মিতে ! আমি চতুরঙ্গিণী সেনা পাঠাইয়া তোমাকে নগরে লইয়া যাইব" ।১৯-২১

(রাজা এই কথা বলিয়া অনিন্দিতগামিনী শকুন্তলাকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া হাস্যপূর্ব্বক তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেব

পাঠান্তর—(১) —বরবর্ণিনী।
(২) মম জাতো যঃ পুত্রঃ ।

ভগবাংস্তপসা যুক্তঃ শ্রুত্বা কিং নু করিষ্যতি।
এবং স চিন্তয়ন্নেব (১) প্রবিবেশ স্বকং পুরম্॥২৩

মুহূর্ত্তযাতে তস্মিংস্তু (২) কণ্বোঽপ্যাশ্রমমাগমৎ।
শকুন্তলা চ পিতরং হ্রিয়া নোপজগাম তম্॥২৪

(শঙ্কিতেব চ বিপ্রর্ষিং লজ্জমানা ন পশ্যতি।
[illegible] বাক্যম্ [illegible] আশ্রমং চাপ্যবৈক্ষত॥

শকুন্তলা চ ব্রীড়িতা [illegible]।
তস্মাৎ মহর্ষিং পশ্যন্তী ভীতা না ভাষতে॥

আদ্যম্ লোকপিতাম্ [illegible]।
ন তথা ব্রীড়িতা দৃষ্ট্বা [illegible] প্রত্যভাষত॥

কণ্ব উবাচ।
শকুন্তলৈব চ [illegible] পূর্ব্বং [illegible] ন চ।
দৃষ্টঃ কস্য প্রভাবেণ [illegible]॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ লজ্জাবিনতা শকুন্তলা শ্রীমতী তদা।
গদ্গদস্বরয়া বাচা তাতং সা অভ্যভাষত॥

শকুন্তলোবাচ।
রাজা তাতাজগামেহ দুষ্মন্ত ইলিলাত্মজঃ।
ময়া পতির্বৃতো যোঽসৌ দৈবযোগাদিহাগতঃ॥

তস্য তাত প্রসীদস্ব ভর্ত্তা মে পুরুষোত্তমঃ।
অতঃ পরং তু যদ্বৃত্তং দিব্যজ্ঞানেন পশ্যসি॥
অভয়ং ক্ষত্রিয়কুলে প্রদানং কর্ত্তুমর্হসি॥)

শকুন্তলা তাঁহাকে অর্পণ করিলে রাজা পুত্রটি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। শকুন্তলা ভক্তিপূর্ব্বক রাজার পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলেন। তিনি তাঁহাকে পুনরায় উঠাইয়া পুনঃপুনঃ বলিলেন—"হে শুচিস্মিতে! আমার পুত্রের দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে নগরে লইয়া যাইব।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! রাজা তাহার নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়া মনে মনে আশ্রমলোকের অনুমতির কথা চিন্তা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। "এই ঘটনা জানিয়া ভগবান্ কণ্বমুনি কি করিবেন?"—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজা নিজ নগরে প্রবেশ করিলেন।২২-২৩

রাজার গমনের এক মুহূর্ত্ত পরেই কণ্বমুনি আশ্রমে আসিলেন। কিন্তু শকুন্তলা লজ্জায় তাঁহার নিকটে গেলেন না।২৪

(হে রাজন্! কিছুক্ষণ পর শকুন্তলা অতি সঙ্কোচের সহিত নিকটে গিয়া তাঁহাকে পাদ্য, অর্ঘ্য প্রভৃতি প্রদান করিলেন। কিন্তু লজ্জায় তাঁহার নিকটে কোন কথাই বলিলেন না। নিজ ধর্ম্ম হইতে পতিত হওয়ায় তিনি ভীতা হইয়া পড়িলেন। অমনি পূর্ব্বেও যে ব্রহ্মচারিণী ছিলেন, তিনি এখন নিজ দোষবশতঃ ভীতা ও লজ্জিতা হইলেন। মহর্ষি তাঁহার এই দশা দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন—

কণ্ব বলিলেন—হে ধীমতি! তোমাকে লজ্জিত দেখিতেছি, পূর্ব্বে তো এরূপ ছিলে না। হে কল্যাণি! আমাকে খুলিয়া বল, ভয় করিও না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন লজ্জাবিনতমুখে অবস্থিতা শ্রীমতী শকুন্তলা গদ্গদস্বরে কণ্বকে বলিলেন—

শকুন্তলা বলিলেন—ইলিলপুত্র রাজা দুষ্মন্ত দৈবযোগে এখানে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি। তিনি আমার স্বামী। হে পিতঃ! আপনি তাঁহার উপর প্রসন্ন হউন। আপনি দিব্যজ্ঞানে সবই জানিতে পারিবেন, এই ক্ষত্রিয়কুলে অভয় ও কৃপা দান করুন।)

পাঠান্তর।—(১) এবং সঞ্চিন্তয়ন্—।
(২) কণ্ব মুহূর্ত্তে গতে তু—।

বিজ্ঞাপ্য চ তাং কন্যাং [illegible]।
উবাচ ভগবান্ প্রীতঃ পশ্যন্ দিব্যেন চক্ষুষা ॥২৫
ত্বয়াদ্য ভদ্রে রহসি মামনাদৃত্য যঃ কৃতঃ।
পুংসা সহ সমাযোগো ন স ধর্মোপঘাতকঃ ॥২৬

ক্ষত্রিয়স্য হি গান্ধর্বো বিবাহঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
সকামায়াঃ সকামেন নির্মন্ত্রো রহসি স্মৃতঃ ॥২৭

ধর্মাত্মা চ মহাত্মা চ দুষ্মন্তঃ পুরুষোত্তমঃ।
অভ্যগচ্ছঃ পতিং যং ত্বং ভজমানং শকুন্তলে ॥২৮
মহাত্মা জনিতা লোকে পুত্রস্তব মহাবলঃ।
য ইমাং সাগরাপাঙ্গীং কৃৎস্নাং ভোক্ষ্যতি মেদিনীম্ ॥

পরং চাভিপ্রয়াতস্য চক্রং তস্য মহাত্মনঃ।
ভবিষ্যত্যপ্রতিহতং সততং চক্রবর্তিনঃ ॥৩০

ততঃ প্রক্ষাল্য পাদৌ সা বিশ্রান্তং মুনিমব্রবীৎ।
বিনিধায় ততো ভারং সন্নিধায় ফলানি চ ॥৩১

দিব্যজ্ঞানবান্ মহাতপস্বী কণ্বমুনি দিব্য চক্ষুতে সব জানিতে পারিয়া আনন্দিত শকুন্তলাকে বলিলেন—হে ভদ্রে ! তুমি আমাকে অনাদর করত গোপনে যাহা করিয়াছ, পুরুষের সহিত এইরূপ সমাগম (দুষ্মন্ত ক্ষত্রিয়জাতীয় বলে) ধর্মবিরুদ্ধ নয়।২৫-২৬

সকামা স্ত্রীর সহিত সকাম পুরুষের গোপনে মন্ত্রহীন গান্ধর্ব বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।২৭

রাজা দুষ্মন্ত পুরুশ্রেষ্ঠ, ধর্মাত্মা ও মহাত্মা। হে শকুন্তলে ! তুমি অনুরক্ত পতির সহিত মিলিত হইয়াছ, তাহাতে তোমার পুত্র মহাবলশালী মহাত্মা হইবে এবং সমুদ্রবেষ্টিত এই সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করিবে।২৮-২৯

শত্রুকে আক্রমণ করিবার সময় রাজচক্রবর্তী মহাত্মা পুত্রের রথচক্র অপ্রতিহত হইবে।৩০

শকুন্তলোবাচ

ময়া পতির্বৃতো যোঽসৌ দুষ্মন্তঃ পুরুষোত্তমঃ।
তস্মৈ সসচিবায় ত্বং প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥৩২

কণ্ব উবাচ।

প্রসন্ন এব তস্যাহং ত্বৎকৃতে বরবর্ণিনি।
(অমতো মমতো বৈ [illegible] ধর্মঃ প্রবর্তিতঃ।
সার্থকং সাম্প্রতং জন্ম চ শাস্ত্রাণি চ তেঽভবৎ।)
গৃহাণ চ বরং মত্তস্তৎকৃতে যদভীপ্সিতম্ ॥৩৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো ধর্মিষ্ঠতাং বব্রে রাজ্যাচ্চাস্খলনং তথা।
শকুন্তলা পৌরবাণাং দুষ্মন্তহিতকাম্যয়া ॥৩৪

(এবমুক্তস্তু তাং প্রাহ [illegible]।
[illegible] এব ভবিষ্যতি ॥)

এই কথা শ্রবণ হইলে শকুন্তলা তাঁহার পাদ-প্রক্ষালন করত তাঁহার ভার ও হাতের ফল সব নামাইয়া রাখিলেন এবং তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিলেন।৩১

শকুন্তলা বলিলেন—পুরুশ্রেষ্ঠ রাজা দুষ্মন্তকে আমি পতিত্বে বরণ করিয়াছি; আপনি মন্ত্রিগণের সহিত তাঁহার উপর প্রসন্ন হউন।৩২

কণ্ব বলিলেন—(হে শুচিস্মিতে ! তোমার অজ্ঞাতসারেও অনুচিত কার্য হইয়াছে। সুতরাং রাজার সহিত তোমার অনুষ্ঠান সার্থক হইয়াছে। ইহাতে তোমার কোন দোষ হয় নাই।) হে বরবর্ণিনি ! আমি তোমার জন্য রাজার উপর প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি আমার নিকট হইতে তোমার অভীপ্সিত বর গ্রহণ কর।৩৩

কণ্ব উবাচ।

অদ্যপ্রভৃতি দেবী ত্বং দুষ্মন্তস্য মহাত্মনঃ।
পতিব্রতানাং যা বৃত্তিস্তাং বৃত্তিমনুপালয় ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি শকুন্তলোপাখ্যানে ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন শকুন্তলা দুষ্মন্তের হিতকামনা করিয়া রাজার ধার্মিকতা ও রাজ্য হইতে অচ্যুতি প্রার্থনা করিলেন ॥৩৩॥

(তখন মহর্ষিও সন্তুষ্ট শকুন্তলার মস্তক হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিলেন—"তাহাই হইবে"। বৎসে! আজ হইতে তুমি দুষ্মন্তের প্রতি পতিব্রতা নারীর যাহা আচরণ তাহাই পালন করিতে থাক।)

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বের অন্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে শকুন্তলোপাখ্যানে ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

[শকুন্তলায়াঃ পুত্রস্য জন্ম, পুত্রসহিতায়াঃ শকুন্তলায়াঃ দুষ্মন্তসমীপে গমনম্, দুষ্মন্ত-শকুন্তলয়োঃ কলহঃ, আকাশবাণ্যা শকুন্তলায়াঃ শুদ্ধেঃ সমর্থনম্, ভরতস্য রাজ্যাভিষেকশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রতিজ্ঞায় তু দুষ্মন্তে প্রতিযাতে শকুন্তলাম্।
(গর্ভশ্চ ববৃধে তস্যাং রাজপুত্র্যাং মহাত্মনঃ।
শকুন্তলা চিন্তয়ন্তী রাজানং কার্য্যগৌরবাৎ।
দিবারাত্রমনিদ্রৈব স্নানভোজনবর্জ্জিতা।
রাজপ্রেষিতবিপ্রাশ্চ চতুরঙ্গবলৈঃ সহ।
অদ্য শ্বো বা পরশ্বো বা সমায়াতীতি নিশ্চিতা।
দিবসান্ পক্ষমৃতূন্ মাসানয়নানি চ সর্ব্বশঃ।
গণয়ন্ত্যেব সর্ব্বং ব্যতীতানীতি ভারত ॥)
গর্ভং সুষাব বামোরুঃ কুমারমমিতৌজসম্ ॥১॥

ত্রিষু বর্ষেষু পূর্ণেষু দীপ্তানলসমদ্যুতিম্।
রূপৌদার্য্যগুণোপেতং দৌষ্মন্তিং জনমেজয় ॥২॥

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

[শকুন্তলার পুত্রের জন্ম, পুত্রসহিত শকুন্তলার দুষ্মন্তের নিকট গমন, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কলহ, আকাশবাণীর শকুন্তলার শুদ্ধির সমর্থন এবং ভরতের রাজ্যাভিষেক।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—শকুন্তলার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া দুষ্মন্ত চলিয়া গেলে, তাঁহার গর্ভ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অবশেষে তিনি অমিততেজা একটি পুত্র প্রসব করিলেন ॥১॥

(শকুন্তলা দিবারাত্রি কার্য্যগৌরববশতঃ "আজ আসিবে" "কাল আসিবে" করিয়া প্রতিদিনই দুষ্মন্তের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। স্নান, ভোজন, নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তিনি দিবারাত্রি রাজার চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইভাবে দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন প্রভৃতি সকল সময় ব্যতীত হইল।)

তিন বৎসর পূর্ণ হইলে শকুন্তলা রূপ, ঔদার্য্য প্রভৃতি গুণশালী প্রদীপ্ত অনল-তুল্য দুষ্মন্ত-বীর্য্যজাত সন্তান প্রসব করিলেন ॥২॥

(তদৈব জাতমাত্রে তু পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত হ ।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ।
গায়ন্তো মধুরং তত্র দেবৈঃ শক্রোঽভ্যভাষত ॥

শক্র উবাচ ।

দুষ্মন্ত তব পুত্রোঽয়ং চক্রবর্ত্তী ভবিষ্যতি ।
বলং তেজশ্চ রূপং চ ন সমং ভুবি কেনচিৎ ।
আহর্ত্তা বাজিমেধস্য শতসংখ্যস্য পৌরবঃ ।
অনেকানি সহস্রাণি রাজসূয়াদিভির্মখৈঃ ।
অর্থং ব্রাহ্মণসাৎ কৃত্বা দক্ষিণার্থমিতো দদৎ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা কণ্বাশ্রমনিবাসিনঃ ।
সভাজয়ন্ত বহুধা শকুন্তলাং মুনেঃ সুতাম্ ॥
শকুন্তলা চ তচ্ছ্রুত্বা পরং হর্ষমবাপ সা ।
বিজ্ঞাতা মুনিভিঃ সৎকৃতা চ মহাযশাঃ ॥)

(তখন আকাশ হইতে সেই পুত্রের উপর পুষ্পবৃষ্টি হইল। দেবদুন্দুভিসমূহ বাজিয়া উঠিল। অপ্সরাগণ মধুর সঙ্গীতের সহিত নৃত্য করিতে লাগিল। দেবগণের মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া ইন্দ্র তখন এই কথা বলিলেন।

ইন্দ্র বলিলেন—হে দুষ্মন্ত! তোমার পুত্র চক্রবর্ত্তী রাজা হইবে। বল ও রূপে ইহার সমান জগতে কেহ থাকিবে না। এই পুরুবংশোদ্ভব পুত্র শতসংখ্য অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। অনেক হাজার রাজসূয়াদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া প্রচুর অর্থ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাস্বরূপ দিবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দেবগণের কথা শুনিয়া কণ্বমুনির আশ্রমবাসী সকলেই শকুন্তলার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। শকুন্তলাও ইহা শুনিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন।)

জাতকর্ম্মাদিসংস্কারং কণ্বঃ পুণ্যকৃতাং বরঃ ।
বিধিবৎ কারয়ামাস বর্দ্ধমানস্য ধীমতঃ ॥৩
দন্তৈঃ শুক্লৈঃ শিখরিভিঃ সিংহসংহননো যুবা ।
চক্রাঙ্কিতকরঃ শ্রীমান্ মহামূর্দ্ধা মহাবলঃ ॥৪
কুমারো দেবগর্ভাভঃ স তত্রাশু ব্যবর্দ্ধত ।
ষড়্বর্ষ এব বালঃ স কণ্বাশ্রমপদং প্রতি ॥৫
সিংহ-ব্যাঘ্রান্ বরাহাংশ্চ মহিষাংশ্চ গজাংস্তথা ।
বদ্ধ্বা বৃক্ষেষু বলবানাশ্রমস্য সমন্ততঃ ॥৬
আরোহন্ দময়ংশ্চৈব ক্রীড়ংশ্চ পরিধাবতি ।
(তেজসা বালকঃ সর্ব্বান্ শিশূংস্তান্ বিপুলান্ বলে ।
মুষ্টিযুদ্ধেন তান্ জিত্বা ক্রীড়মানোঽবসৎ তদা ।
কাংশ্চিদ্ বিভিন্নহৃদয়াংস্তু হস্তকাণ্ডে মহাবলঃ ।
ধনুর্বাণাস্ত্র দৈত্যেয়া বধ্যমানাঃ সমভ্যযুঃ ॥

মহাত্মা কণ্ব আশ্রমপদে আনয়ন করিয়া শকুন্তলার পিতা বলিয়া ক্রমবর্দ্ধিত বালকের বিধিপূর্ব্বক জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করাইলেন ॥৩॥

বালকের দন্তসমূহ শুভ্র ছিল, সিংহের ন্যায় শরীরের গঠন ছিল, হাতে চক্রচিহ্ন ছিল এবং সে মহামস্তকবিশিষ্ট ও মহাবলশালী ছিল ॥৪॥

দেবশিশুর ন্যায় সেই কুমার শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়া ছয় বৎসর বয়সে পদার্পণ করিল। সে এত বলবান্ ছিল যে, আশ্রমের নিকটবর্ত্তী বহু সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ ও হস্তিগণকে বলপূর্ব্বক বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিত ॥৫-৬॥

(সেই বালক সমস্ত শিষ্যের প্রকৃতি দেখিয়া শিশুগণকে মুষ্টিযুদ্ধে জয় করিয়া বশীভূত করিত। কোন দৈত্যদিগের সন্তান দৈত্যগণের হৃদয় অস্থির হইয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইল।

তথাগতম্ এবৈনং বাহুভ্যাং পরিগৃহ্য চ ।
মুহুঃ চকর্ষ বাহুভ্যাং পীড়য়ামাস চ তদা ।
পীড়িতো ন শশাকাসৌ মোক্তুং বলবত্তরাৎ ।
আক্রোশন্ ভৈরবং তত্র [illegible] ।
তেন নাদেন বিত্রস্তা মৃগাঃ [illegible] বলাৎ ।
[illegible] প্রদুদ্রুবুঃ ।
নিষ্পিষ্য বাহুভিঃ কৃত্বা [illegible] ।
তং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং চক্রুঃ কুমারস্য বিচেষ্টিতম্ ।
নিহতাস্তু ক্রমেণৈব [illegible] ।
কুমারেণ আশ্রমে নৈব চক্রুরুপদ্রবম্ ।)
ততোঽস্য নাম চক্রুস্তে কণ্বাশ্রমনিবাসিনঃ ।৭
অস্ত্বয়ং সর্বদমনঃ সর্বং হি দময়ত্যসৌ (১)।
স সর্বদমনো নাম কুমারঃ সমপদ্যত ॥৮
বিক্রমেণৌজসা চৈব বলেন চ সমন্বিতঃ ।
(অত্যেতি হৃদয়ে [illegible] চ ।
[illegible] চিন্তয়া কর্শিতা তদা ।
[illegible] তথা মলিনবাসসম্ ।
[illegible] মুনিসত্তমঃ ।
শাস্ত্রাণি [illegible] চাভবৎ ।)
তং কুমারমৃষির্দৃষ্ট্বা কর্ম চাস্যাতিমানুষম্ ॥৯
সময়ো যৌবরাজ্যায়েত্যব্রবীচ্চ শকুন্তলাম্ ।
(পুত্র অদ্য [illegible] বালকঃ [illegible] ।
পতিব্রতানাং নারীণাং বিশিষ্টেতি চ শোভনে ॥

অকস্মাৎ তপোবনেই বালক দৈত্যকে দুই বাহু দ্বারা ধরিয়া টানিয়া আনিয়া তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। বালকের দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া দৈত্য তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে না পারিয়া ভয়ানক চীৎকার করত মাটীর মধ্যে [illegible] দিয়া ছটফট করিতে লাগিল। তৎপরে সেই ভয়ানক চীৎকারে বনস্থ ও আশ্রমস্থ সকল পশুই ভীত হইয়া দূর [illegible] পরিত্যাগ করিতে লাগিল। বালক তাহা আপনার দৈত্যকে নিষ্পেষণ করিয়া মারিয়া ফেলিয়া দিল। কুমারের সেই অদ্ভুত কার্য্যদর্শনে সকলেই বিস্মিত হইল। রাক্ষস ও দৈত্যগণ এইরূপে কুমার কর্তৃক ক্রমশঃ নিহত হইতে থাকায় আর কোন রাক্ষস ও দৈত্য সেই আশ্রমে বিঘ্ন করিত না।

এইরূপে ঐ বালক বৃক্ষাদিতে আরোহণ ও দৈত্যাদিকে দমন এবং আশ্রমে খেলা করত আশ্রমে কাল কাটাইতে লাগিল। তখন কণ্বাশ্রমবাসী ঋষিগণ তাহার নামকরণ করিলেন।৭

যেহেতু এই বালক সকলকেই দমন করিয়া থাকে, সেই হেতু ইহার নাম 'সর্বদমন' হউক। তাহার বিক্রম ও তেজস্বিতা বল অলৌকিক কার্য্যসমূহ করিতে দেখিয়া ঋষিগণ তাহার এই নাম রাখিলেন।৮—৯

(রাজা দুষ্মন্ত যখন কিছু বলিলেন ও পুত্রকে আনাইবার জন্য কোন লোক পাঠাইলেন না, তখন শকুন্তলা চিন্তায় আকুল হইয়া দিন দিন কৃশা ও বিবর্ণা হইতে লাগিলেন এবং সংস্কারের অভাবে তাঁহার বস্ত্র মলিন হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ঋষি ধ্যানস্থ হইলেন। তাহার ফলে সেই বালকের [illegible] ও সর্বশাস্ত্রে এবং ধনুর্বেদে অধিকার হইল।

কুমারের অতিমানুষ কর্মসমূহের কথা চিন্তা করিয়া ঋষি শকুন্তলাকে বলিলেন যে, কুমারের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার সময় হইয়াছে।৯—১০

হে কল্যাণি! আমার কথা শুন। হে শুচিস্মিতে! পতিব্রতা নারীগণের বৈশিষ্ট্যের কথা

পাঠান্তর—(১) —দমনম্।

পতিশুশ্রূষণং পূর্বং মনো-বাক্-কায়চেষ্টিতৈঃ।
অনুজ্ঞাতা ময়া পূর্বং পূজয়েস্তমতন্দ্রিতা ॥
এতদেব চ বৃত্তং হি [illegible] হিতম্ ।
তস্মাদ্ ভদ্রে [illegible] লভন্তে পৌরব ॥
যচ্চ [illegible] ময়া তে [illegible] ।
[illegible] রাজানং [illegible] ॥
[illegible] পুত্র [illegible] ।
[illegible] ভাবিনি ॥
ভর্তৃশ্চ [illegible] ।
তস্মাৎ [illegible] ।
[illegible] পাণ্ডবঃ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্ত্বা ততঃ পৌত্রং [illegible] ।
পরিষ্বজ্য চ বাহুভ্যাং মূর্ধ্ন্যাঘ্রায় চ পৌরবম্ ॥

কণ্ব উবাচ ।

সোমবংশোদ্ভবো রাজা দুষ্মন্তো নাম বিশ্রুতঃ ।
তস্যাগ্রমহিষী ভার্য্যা তব মাতা শকুন্তলা ॥
মদ্বাক্যাদ্ ভর্তৃবশং যাতা সহ ত্বয়াধুনা ।
নত্বাভিবাদ্য রাজানং যৌবরাজ্যমবাপ্স্যসি ॥
স পিতা তব রাজেন্দ্রস্তস্য ত্বং বশগো ভব ।
পিতৃপৈতামহং রাজ্যমনুযুঙ্ক্ষ্বৈব তাবকম্ ॥
[illegible] হিতং পথ্যঞ্চ ভাবিনি ।
পতিব্রতাবলম্বনাদ্ বিনা নারী ন কিঞ্চন ॥
পতিব্রতানাং দেবা বৈ তুষ্টাঃ সর্ববরপ্রদাঃ ।
প্রসাদং করিষ্যন্তি হ্যাপৎসু চ ভাবিনি ॥
পতিপ্রসাদাৎ পুণ্যানি প্রাপ্নুবন্তি ন চাশুভম্ ।
তস্মাৎ সদা তু রাজানমারাধয় শুচিস্মিতে ॥)
[illegible] ॥ ১১০

বলিয়াছেন। আমি পূর্ব্বে যে তোমাকে বলিয়াছিলাম ধন, রাজ্য, পত্নী ও তোমার ন্যায় পতি ভাগ্যবানেরাই পাইয়া থাকে, এবং তাহাই চিরকালের অবলম্বন কর। এইরূপ আচরণ দ্বারা উৎকৃষ্ট গতি ও ঐশ্বর্য্য হইবে। সুতরাং এখন তোমার হৃদয়ের বিকার যাওয়া উচিত। রাজা আর আসিতেছেন না কেন,—ইহা চিন্তা করিয়া অনেক দিন তো কাটিয়া গেল। আর অধিককাল বিলম্ব না করিয়া তোমার পক্ষে যাইয়া তাহার আরাধনা করা কর্তব্য। পুত্রের এই সুন্দর যৌবরাজ্যে অভিষেক দেখিলে তোমার আনন্দ হইবে। হে ভাবিনি! দেবতা, গুরু, ঋষি ও স্বামী—ইহাদের [illegible]। অতএব হে পুত্রি! আমার প্রিয়কারিণীরূপে তুমি স্বামী দুষ্মন্তের নিকট চলিয়া যাও। আমার মস্তকে অঞ্জলি করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার কথায় কোন অনাদর করিও না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহর্ষি এই কথা বলিয়া সেই পৌত্রকে বাহু দ্বারা আলিঙ্গন এবং মস্তক আঘ্রাণ করিলেন।

সোমবংশে উদ্ভূত দুষ্মন্ত নামে যে বিখ্যাত রাজা আছেন, তোমার মাতা তাঁহারই জ্যেষ্ঠা মহিষী। তোমার মা তোমাকে সঙ্গে লইয়া স্বামীর নিকট যাইতেছে; তুমি পিতা রাজাকে প্রণাম করিবে, তাহা হইলে যৌবরাজ্য লাভ করিবে। এইরূপে পিতা-পিতামহের রাজ্যে তুমি শাসন কর। হে মঙ্গলে! হে ভাবিনি! তোমার হিত ও পথ্যের কথা শুন। পতিব্রতার ধর্ম্ম ও আচার ছাড়া অন্য কিছু তোমার অভীষ্ট নাই; পতিব্রতা নারীদের প্রতি দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া সকল প্রকার বরপ্রদান করেন। হে ভাবিনি! তোমার বিপৎকালে যেমন তোমাকে কৃপা

শকুন্তলামিমাং শীঘ্রং সহপুত্রামিতো গৃহাৎ ।
ভর্তুঃ প্রাপয়তাগারং সর্বলক্ষণপূজিতাম্ ॥১১
নারীণাং চিরবাসো হি বান্ধবেষু ন রোচতে ।
কীর্তিচারিত্রধর্মঘ্নস্তস্মান্নয়ত মা চিরম্ ॥১২

(বৈশম্পায়ন উবাচ ।
[illegible] পুত্রঃ কাশ্যপেন বিশাম্পতে ।
[illegible] চতুরঃ পুত্রে চ শকুন্তলা ॥
[illegible] প্রতিষ্ঠাপি চাপলম্ ।
অনেকশঃ স তং [illegible] ॥
কিং চিরাদ্যপি [illegible] ।
এবমুক্তা তু তাং [illegible] ॥
[illegible] ন শোভতে ।
শকুন্তলা চ [illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] পিতা চেতি [illegible] ॥
[illegible] ।
এবমুক্তা [illegible] ॥
শকুন্তলায়াং [illegible] ।
[illegible] মুনীন্ ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ।
যা তু [illegible] পুত্রী সর্বদমী ॥
[illegible] ॥
[illegible] ॥)
অবেক্ষ্যাকৃ তু যে সর্বে [illegible] ।
শকুন্তলাং পুত্রকাং [illegible] পুরং প্রতি ॥১৩
[illegible] পুরং [illegible] ।
[illegible] ॥১৪
[illegible] ।
[illegible] ॥১৫
[illegible] পুনরাগতাঃ ।
পুত্রিণঃ [illegible] শকুন্তলা ॥১৬

করিবেন। অতএব দেরী করিও না। তুমি তাহার নিকট গিয়া তাঁহার সেবা কর।)

কণ্বমুনি কুমারের [illegible] বলিলেন—তোমরা এই গৃহ হইতে পুত্রের সহিত সত্বর সুলক্ষণা মনস্বিনী শকুন্তলাকে লইয়া তাঁহার স্বামীর গৃহে পৌঁছাইয়া দাও ।১০-১১

নারীর বন্ধুজনের নিকট স্ত্রীলোকের দীর্ঘকাল বাস উচিত নহে। তাহাতে কীর্তি, চরিত্র ও ধর্ম নষ্ট হয়। সুতরাং শীঘ্র ইহাকে লইয়া যাও ।১২

(বৈশম্পায়ন বলিলেন—[illegible] পুত্রকে [illegible] বলিয়া [illegible] ইহা জানিতে পারিয়া এবং [illegible] শকুন্তলা মনে মনে পুত্রে আনন্দিতা হইলেন। 'মাতঃ' 'মাতঃ' বলিয়া সে বার বার বলাতে পুত্রবৎসল সেই কুমার 'অভয়' বলিয়া তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং মাতাকে বলিলেন—মা! তুমি বিলম্ব করিতেছ কেন? চল রাজধানীতে যাই। মাতে এই কথা বলিয়া দুষ্মন্তনন্দন মহর্ষি কণ্বকে প্রণাম করিলেন এবং গমনের জন্য উদ্যত হইলেন। শকুন্তলা কৃতাঞ্জলি হইয়া পিতাকে অভিবাদন করিলেন এবং তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বলিলেন—হে পিতঃ! হে তপোধন! আমি অজ্ঞানতাবশতঃ যদি [illegible] কর্কশ বাক্য বা মিথ্যাবাক্য বলিয়া থাকি, অথবা যদি কোন অকার্য করি বা অহিত কিছু করিয়া থাকি, আপনি আমার সে সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন। শকুন্তলা এই কথা বলিলে, মহর্ষি

(অভিবাদয় রাজানং পিতরং তে দৃঢ়ব্রতম্।
এবমুক্ত্বা তু পুত্রং সা [illegible]॥
স্তম্ভমাশ্রিত্য রাজানং প্রসীদস্বেত্যুবাচ সা।
শকুন্তলাপি রাজানমভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ॥
হর্ষেণোৎফুল্লনয়না রাজানং চাবৈক্ষত।
দুষ্মন্তো ধর্মবুদ্ধ্যা তু চিন্তয়ন্নেব সোঽব্রবীৎ॥

দুষ্মন্ত উবাচ।

কিমাগমনকার্যং তে ব্রূহি ত্বং বরবর্ণিনি।
করিষ্যামি ন সন্দেহঃ সপুত্রায়া বিশেষতঃ॥

শকুন্তলোবাচ।

প্রসীদ [illegible] বক্ষ্যামি পুরুষোত্তম॥)
অয়ং পুত্রস্ত্বয়া রাজন্ যৌবরাজ্যেঽভিষিচ্যতাম্।

ত্বয়া হ্যয়ং সুতো রাজন্ মধ্যেব জনিতঃ প্রভো (১)।
যথাসময়মেতস্মিন্ বর্তস্ব পুরুষোত্তম (২)॥১৭॥

যথা সমাগমে পূর্বং কৃতঃ স সময়স্ত্বয়া।
তং স্মরস্ব মহাভাগ কণ্বাশ্রমপদং প্রতি॥১৮॥

কম্পিত হইলেন, কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। কারণ, মনুষ্যভাব অনুসারে তখন তাঁহার অবসাদ হইয়াছিল। [illegible], বায়ুভক্ষ-যোগী, তপঃপরায়ণ এবং অগ্নিতুল্য, [illegible], [illegible], ব্রতী, জটাধারী, মুণ্ডিত, বল্কল ও অজিনধারী মুনিগণকে ডাকিয়া যদি তখন বলিতেন—আমার এই [illegible] প্রিয়া পুত্রী [illegible] করিয়াছে এবং ইহাই [illegible] হইয়াছে, এ কথা যাহারা [illegible] জানে না। তাহাতে পরে যাহার প্রাপ্তি না হয় এইভাবে সেই ঋষিদের পূর্ব বিষয়ে তোমরা সাক্ষী থাকিবে।)

তখন আকাশে [illegible] 'তাহাই হইবে' এই বলিয়া শকুন্তলাকে [illegible] করিয়া রাজধানীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর শকুন্তলা [illegible], দেবশিশুতুল্য পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বন হইতে দুষ্মন্তের নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাজার আসনের [illegible] [illegible] জানাইয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া তখন পুত্রের সহিত রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন। পূজিত রাজার নিকট যথোচিত [illegible] নিবেদন করিয়া আসনে বসিয়া থাকিলেন। তখন রাজাকে প্রণাম করত তাহাই বলিতে লাগিলেন॥১৫-১৬॥

(হে পুত্র! তুমি তোমার পূজনীয় রাজা-পিতাকে প্রণাম কর"—এই বলিয়া শকুন্তলা পুত্রকে [illegible] করিয়া রহিলেন। পার্শ্বে পুত্রকে রাখিয়া তখন রাজাকে বলিলেন—"আপনি আপনার এই পুত্রের প্রতি প্রসন্ন হউন"। শকুন্তলাও তখন রাজাকে প্রণাম করত অনিমেষ নয়নে রাজাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন দুষ্মন্ত রাজা চিন্তা করত বলিলেন—হে বরবর্ণিনি! কি প্রয়োজনে এখানে আসিয়াছ তাহা বল, পুত্রের সহিত তোমার সে কার্য আমি সম্পাদন করিব সন্দেহ নাই।

শকুন্তলা বলিলেন—হে পুরুষোত্তম! আপনি প্রসন্নচিত্তে আমাকে অভয় দান করুন, তাহা হইলে আমি আমার কথা বলিতে পারি।

হে রাজন্! এই আপনার পুত্রকে আপনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। যেহেতু এই পুত্রকে আমার গর্ভে উৎপাদন করিয়াছেন। হে পুরুষোত্তম! আপনার পূর্ব অঙ্গীকারানুসারে ইহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন॥১৭॥

কণ্বমুনির আশ্রমে আমার সহিত মিলন করিবার সময় আপনি আমার নিকট যে শপথ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করুন॥১৮॥

পাঠান্তর।—(১) [illegible]।
(২) পুরুষর্ষভ।

সোহথ শ্রুত্বৈব তদ্ বাক্যং তস্যা রাজা স্মরন্নপি।
অব্রবীন্ন স্মরামীতি কস্য ত্বং দুষ্টতাপসি ॥১৯

ধর্মকামার্থসম্বন্ধং ন স্মরামি ত্বয়া সহ।
গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা কামং যদ্বাপীচ্ছসি তৎ কুরু ॥২০

সৈবমুক্তা বরারোহা ব্রীড়িতেব তপস্বিনী।
বিসংজ্ঞেব চ দুঃখেন তস্থৌ স্থূণেব নিশ্চলা ॥২১

সংরম্ভামর্ষতাম্রাক্ষী স্ফুরমাণৌষ্ঠসম্পুটা।
কটাক্ষৈর্নির্দহন্তীব তির্যগ্ রাজানমৈক্ষত ॥২২

আকারং গূহমানা চ মন্যুনা চ সমীরিতা।
তপসা সম্ভৃতং তেজো ধারয়ামাস বৈ তদা ॥২৩

সা মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা দুঃখামর্ষসমন্বিতা।
ভর্ত্তারমভিসম্প্রেক্ষ্য ক্রুদ্ধা বচনমব্রবীৎ ॥২৪

জানন্নপি মহারাজ কস্মাদেবং প্রভাষসে।
ন জানামীতি নিঃশঙ্কং যথান্যঃ প্রাকৃতো জনঃ ॥২৫

অত্র তে হৃদয়ং বেদ সত্যস্যৈবানৃতস্য চ।
কল্যাণ বদ সাক্ষ্যেণ মাত্মানমবমন্যথাঃ ॥২৬

যোহন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে।
কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা ॥২৭

একোহহমস্মীতি চ মন্যসে ত্বং
ন হৃচ্ছয়ং বেৎসি মুনিং পুরাণম্।
যো বেদিতা কর্মণঃ পাপকস্য
তস্যান্তিকে ত্বং বৃজিনং করোষি ॥২৮

শকুন্তলার কথা শুনিয়া রাজা তাহা স্মরণ করিতে না পারিয়া বলিলেন—আমার তো একথা কিছু স্মরণ হইতেছে না—হে দুষ্টতাপসি! তুমি কাহার স্ত্রী? আমাকে এরূপ বলিতেছ ?॥১৯

ধর্ম, কাম বা অর্থসম্বন্ধে তোমার সহিত আমি কোন সঙ্গম করিয়াছি বলিয়া আমার মনে হইতেছে না। সুতরাং যাও, অথবা থাক অথবা যাহা ইচ্ছা করিতে পার, তোমার সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার নাই॥২০

দুষ্মন্ত এই কথা বলিলে তপস্বিনী শকুন্তলা লজ্জিতা হইলেন এবং দুঃখে অচেতনপ্রায় হইয়া স্তম্ভের ন্যায় নিশ্চলা হইয়া রহিলেন॥২১

কিছুক্ষণ সেই ঐরূপ থাকার পর ক্রোধ ও অমর্ষবশতঃ শকুন্তলার নয়নযুগল আরক্ত হইল, ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল এবং তিনি যেন কটাক্ষ দ্বারা রাজাকে যেন দগ্ধ করিবার জন্যই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন॥২২

ক্রোধে তিনি উত্তেজিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিজ মনোভাব গোপন করত তপস্যা দ্বারা সঞ্চিত তেজকে তিনি ধারণ করিলেন॥২৩

দুঃখ ও অমর্ষে অভিভূত শকুন্তলা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ক্রোধে স্বামী দুষ্মন্তকে বিলোকন করত বলিতে লাগিলেন—"হে মহারাজ! আপনি সমস্ত জানিয়াও সাধারণ মানুষের ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে কেমন করিয়া বলিতেছেন যে "আমি জানি না"॥২৪-২৫

সত্য কি মিথ্যা ইহাতে আপনার হৃদয়ই জানে। আপনার হৃদয়কে সাক্ষী করিয়া আপনি সত্য কথা বলুন; নিজ আত্মাকে অবমাননা করিবেন না॥২৬

যে নিজের প্রকৃত স্বরূপকে গোপন করিয়া বিপরীত কথা বলে, সে আত্মাপহারী, সুতরাং চোরের ন্যায় সে পাপ আচরণ করিতেছে না কি ?॥২৭

আপনি একথা ভাবিবেন না যে, আমি একাকিনী, আমার কোন সাক্ষী নাই। আপনি হৃদয়ের অন্তর্যামী সেই পুরাতন মুনিকে জানেন না; যিনি সমস্ত পাপ ও পুণ্যের সাক্ষী, আপনি তাঁহারই নিকট পাপাচরণ করিতেছেন—একথা মনে রাখিবেন॥২৮

(ধর্ম্ম এব হি মানুষাণাং সুহৃদেকো বিজানতাম্ ।
নিত্যং মিথ্যাবিহীনানাং ন চ ত্যাজ্যো ভবেৎ ক্বচিৎ ॥)
মন্যতে পাপকং কৃত্বা ন কশ্চিদ্ বেত্তি মামিতি ।
বিদন্তি চৈনং দেবাশ্চ যশ্চৈবান্তরপূরুষঃ ॥২৯
আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ
দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে
ধর্ম্মশ্চ জানাতি নরস্য বৃত্তম্ ॥৩০
যমো বৈবস্বতস্তস্য নির্য্যাতয়তি দুষ্কৃতম্ ।
হৃদি স্থিতঃ কর্ম্মসাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞো যস্য তুষ্যতি ॥৩১
ন তু তুষ্যতি যস্যৈষ পুরুষস্য দুরাত্মনঃ ।
তং যমঃ পাপকর্ম্মাণং নির্য্যাতয়তি দুষ্কৃতম্ ॥৩২
যোঽবমন্যাত্মনাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে ।
ন তস্য দেবাঃ শ্রেয়াংসো যস্যাত্মাপি ন কারণম্ ॥৩৩
স্বয়ং প্রাপ্তেতি মামেবং মাবমংস্থাঃ পতিব্রতাম্ ।
অর্ঘ্যার্হাং নার্চয়সি মাং স্বয়ং ভার্য্যামুপস্থিতাম্ ॥৩৪
কিমর্থং মাং প্রাকৃতবদুপপ্রেক্ষসি সংসদি ।
ন খল্বহমিদং শূন্যে রৌমি কিং ন শৃণোষি মে ॥৩৫
যদি মে যাচমানায়া বচনং ন করিষ্যসি ।
দুষ্মন্ত শতধা মূর্দ্ধা ততস্তেঽদ্য স্ফুটিষ্যতি ॥৩৬
ভার্য্যাং পতিঃ সম্প্রবিশ্য স যস্মাজ্জায়তে পুনঃ ।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং পৌরাণাঃ কবয়ো বিদুঃ ॥৩৭
যদাগমবতঃ পুংসস্তদপত্যং প্রজায়তে ।
তত্তারয়তি সন্তত্যা পূর্ব্বপ্রেতান্ পিতামহান্ ॥৩৮

(সকল মানুষের ধর্ম্মই একমাত্র হিতকারী বন্ধু। সুতরাং যাহারা কখনও মিথ্যা আচরণ করে না, ধর্ম্ম তাহাদিগকে কখনও ত্যাগ করে না।)

মানুষ পাপ করিয়া মনে করে 'আমাকে কেহ জানিতে পারিল না'; কিন্তু এরূপ মনে করা ভুল, কারণ সকল দেবতা ও অন্তর্যামী পরমাত্মা সেই পাপীকে জানেন ॥২৯

আদিত্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, স্বর্গ ও পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা, হৃদয়, যম, দিন, রাত্রি ও উভয় সন্ধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং ধর্ম্ম—ইঁহারা সকলেই মানুষের ব্যবহারের সাক্ষী ॥৩০

যাহার উপর হৃদয়স্থিত ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা সন্তুষ্ট থাকেন, সূর্য্যপুত্র যম তাহার সকল পাপ নাশ করেন ॥৩১

যে দুরাত্মার প্রতি হৃদয়স্থ ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা তুষ্ট হন না, সেইরূপ পাপিষ্ঠের যমরাজ দোষ ফলাইয়া থাকেন ॥৩২

যে নিজে আত্মাকে অবমাননা করিয়া বিপরীত ব্যবহার করে, দেবগণও তাহার হিতকর হন না, আত্মাও তাহার কল্যাণ করেন না ॥৩৩

আমি আপনার পতিব্রতা পত্নী, স্বয়ং আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, তথাপি আপনি আমাকে সমাদর না করিয়া অপমানিত করিতেছেন ॥৩৪

আপনি আজ সভামধ্যে সাধারণ লোকের মত আমাকে কেন উপেক্ষা করিতেছেন? আমি কি শূন্যে রোদন করিতেছি? আপনি আমার কথা শুনিতেছেন না কেন ॥৩৫

হে দুষ্মন্ত! যদি আপনি আমার প্রার্থনা সত্ত্বেও আমার কথা না শুনেন, তবে আপনার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে ॥৩৬

পুরাতন কবিগণ বলিয়া থাকেন, যেহেতু ভার্য্যাতে প্রবিষ্ট হইয়া পতি জন্মগ্রহণ করে, সেই হেতু পত্নীকে জায়া বলা হয় ॥৩৭

বৈদিক আচারসম্পন্ন পুরুষের যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সে তাহার মৃত পিতামহগণকে উদ্ধার করে ॥৩৮

পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ॥৩৮

(পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে।
অথ পৌত্রস্য পুত্রেণ মোদন্তে প্রপিতামহাঃ ॥)

সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা ॥৪০

অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ ॥৪১

ভার্য্যাবন্তঃ ক্রিয়াবন্তঃ সভার্য্যা গৃহমেধিনঃ।
ভার্য্যাবন্তঃ প্রমোদন্তে ভার্য্যাবন্তঃ শ্রিয়ান্বিতাঃ ॥৪২

সখায়ঃ প্রবিবিক্তেষু ভবন্ত্যেতাঃ প্রিয়ংবদাঃ।
পিতরো ধর্ম্মকার্য্যেষু ভবন্ত্যার্ত্তস্য মাতরঃ ॥৪৩

কান্তারেষ্বপি বিশ্রামো নরস্যাধ্বনিকস্য বৈ।
যঃ সদারঃ স বিশ্বাস্যস্তস্মাদ্ দারাঃ পরা গতিঃ ॥৪৪

সংসরন্তমপি প্রেতং বিষমেষ্বেকপাতিনম্।
ভার্য্যৈবান্বেতি ভর্ত্তারং সততং যা পতিব্রতা ॥৪৫

প্রথমং সংস্থিতা ভার্য্যা পতিং প্রেত্য প্রতীক্ষতে।
পূর্ব্বং মৃতঞ্চ ভর্ত্তারং পশ্চাৎ সাধ্ব্যনুগচ্ছতি ॥৪৬

এতস্মাৎ কারণাদ্ রাজন্ পাণিগ্রহণমিষ্যতে।
যদাপ্নোতি পতির্ভার্য্যামিহ লোকে পরত্র চ ॥৪৭

আত্মাত্মনৈব জনিতঃ পুত্র ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাদ্ ভার্য্যাং নরঃ পশ্যেন্মাতৃবৎ পুত্রমাতরম্ ॥৪৮

যেহেতু 'পুৎ' নামক নরক হইতে ত্রাণ করে, সেই হেতু সন্তানকে পুত্র বলে—ইহা স্বয়ং স্বয়ম্ভূ বলিয়াছেন ।৩৮

(পুত্রের দ্বারা পুণ্যলোকসমূহ জয় করে এবং পৌত্রের দ্বারা অনন্তকাল স্বর্গবাস হয়। আবার পৌত্রের পুত্র তাহাকে দেখিলে প্রপিতামহগণ আনন্দিত হন।)

সেই ভার্য্যা, যে গৃহকর্ম্মে নিপুণ, সেই ভার্য্যা, যে সন্তানবতী, সেই ভার্য্যা, যে পতিপ্রাণা এবং সেই প্রকৃত ভার্য্যা, যে পতিব্রতা ।৪০

পুরুষের অর্দ্ধাংশই হইতেছে ভার্য্যা, ভার্য্যাই পুরুষের শ্রেষ্ঠতম সখা, ভার্য্যাই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের মূল এবং সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে ভার্য্যাই মূল থাকেন ।৪১

ভার্য্যাবান্ পুরুষগণ সৎকার্য্যের অধিকারী, ভার্য্যাযুক্তেরাই গৃহস্থ হন, যাহারা ভার্য্যাবান্ তাঁহারাই আনন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন এবং লক্ষ্মীশালী ভার্য্যাবান্ পুরুষগণই প্রকৃত সুখী থাকেন ।৪২

পত্নীগণ নির্জ্জনস্থানে প্রিয়বচন বলিয়া পতিদেবের প্রতি সখার ন্যায়, ধর্ম্মকার্য্যে হিতৈষী হইয়া পিতার ন্যায় এবং আর্ত্তসময়ে শুশ্রূষাদ্বারা সহায় হইয়া মাতার ন্যায় কার্য্য করে ।৪৩

ভার্য্যাবান্ পথিকের বনের মধ্যে সুখকর বিশ্রাম হয় এবং যে ভার্য্যাবান্ তাহাকেই (সকল) মানুষ বিশ্বাস করে। অতএব পত্নীই পুরুষের পরমা গতি ।৪৪

পতি মৃত হইয়া যখন একাকী অত্যন্ত দুর্গম পথ দিয়া পরলোকে গমন করেন, তখন পতিব্রতা ভার্য্যাই তাঁহার অনুগমন করেন ।৪৫

পতির পূর্ব্বে মৃতা পত্নী পরলোকে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে এবং পতির পরে মৃতা পত্নী স্বামীর অনুগমন করে ।৪৬

অতএব মহারাজ! ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকের সুখ পাইবার জন্য মানুষ ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করে ।৪৭

নিজের দ্বারা নিজ আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে, সুতরাং পুত্রের মাতাকে মাতৃবৎ দর্শন করিবে ।৪৮

অগস্ত্য উবাচ—

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণত-ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥১৪

কপিল উবাচ—

কৃষ্ণানুস্মরণাদেব পাপসঙ্ঘাতপঞ্জরঃ।
শতধা ভেদমাপ্নোতি গিরির্বজ্রহতো যথা ॥১৫

বৈষ্ণবে—

প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃকর্ম্মাত্মকানি বৈ।
যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্ ॥১৬

পাদ্মে—

বর্ত্ততে যস্য জিহ্বাগ্রে হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
সর্ব্বলোকজিতস্তেন কৃষ্ণলাভঃ সনাতনঃ ॥১৭

কৃষ্ণ! বাসুদেব! হরি! প্রণতজনের ক্লেশনাশকারী গোবিন্দ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।১৪

কৃষ্ণের অনুস্মরণ মাত্রেই পাপসমূহের দ্বারা নির্ম্মিত জীবের বন্ধনাত্মক পিঞ্জর বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় শতধা বিদীর্ণ হয়।১৫

তপস্যা কর্ম্মাত্মক যে সকল অশেষ প্রায়শ্চিত্ত, সেই সমস্তের মধ্যে কৃষ্ণানুস্মরণ শ্রেষ্ঠতম।১৬

যাঁহার জিহ্বাতে 'হরি' এই অক্ষর দুইটি নিত্য অবস্থান করে, তিনি সর্ব্বলোক জয় ও সনাতন কৃষ্ণকে লাভ করিয়াছেন।১৭

14 MAR 1966

যে বারবধূপ্য তৃণ [illegible] ।
[illegible] কৃষ্ণঃ [illegible] [illegible] কা কথা ॥ ২৮

শ্রীপাদরূপগোস্বামী—

হৃদয়ে [illegible] রতি [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২৯

কৃষ্ণ এই সকল গুণী সকলে মনে বিলসয়ী
বাড়য়ে রতি মধুরা কোটি ভাতি ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] প্রবল [illegible] ভাতি ।
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible]—
[illegible] [illegible] [illegible] ভাতি ।
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ভাতি ॥ ৩০

ইঁহারা [illegible] [illegible] শ্রীভগবানের দর্শনে [illegible] করেন, তাঁহাদের যাহা কৃষ্ণ উৎকর্ষণ [illegible] [illegible] কথা আর কি বলিব ॥ ২৮

যিনি [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] রতি বিস্তার করেন, যিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন এবং যিনি চিত্তাকর্ষণের [illegible] হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে [illegible] করেন, হে সখি! তাঁহাকে 'কৃষ্ণ' এই [illegible] [illegible] [illegible] প্রচুর হইয়াছেন বলিতে পারি না ॥ ২৯

কৃষ্ণ এই সকল গুণী সকলে মনে বিলসয়ী
বাড়য়ে রতি মধুরা কোটি ভাতি ।

CALCUTTA
UNIVE

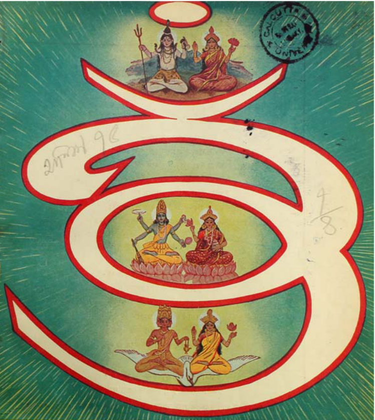

[illegible] ৭৮

4/8

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামমহিমা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

পদ্মপুরাণে—

কৃষ্ণনাম পরা মুক্তিঃ কৃষ্ণনাম পরা গতিঃ ।
কৃষ্ণনাম পরং পুণ্যং কৃষ্ণনাম পরং ফলম্ ॥১০২
কৃষ্ণনাম পরো ধর্মঃ কৃষ্ণনাম পরং তপঃ
কৃষ্ণনাম পরা শান্তিঃ কৃষ্ণনাম পরা স্থিতিঃ ॥১০৩
কৃষ্ণনাম পরা ভক্তিঃ কৃষ্ণনাম পরা স্মৃতিঃ ।
কৃষ্ণনাম পরং ধনং কৃষ্ণনাম পরা গতিঃ ॥১০৪

যবে রসনায় কৃষ্ণনামে নৃত্য করে অবিরাম
বাঞ্ছা কোটী রসনার তরে ।
দুটী কর্ণে যবে শুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনি
দুটি চাহে কোটি শ্রবণে ।
পরশনে হবে ভক্তি, প্রাণ মন ইন্দ্রিয়াদি—
কৃতার্থ মানয়ে কৃষ্ণনামে ।
কি অদ্ভুত রসের দুটী বর্ণ কৃষ্ণ নাম
কে জানিল তত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ডে ॥১০১

পদ্মপুরাণে—

কৃষ্ণনাম পরা মুক্তি, কৃষ্ণনাম পরা গতি ।
কৃষ্ণনাম পরম পুণ্য, কৃষ্ণনাম শ্রেষ্ঠ ফল ॥১০২

কৃষ্ণনাম পরম ধর্ম, কৃষ্ণনাম পরম তপস্যা, কৃষ্ণনাম অতি উত্তম শান্তি, কৃষ্ণনাম অতি প্রশস্ত স্থান ॥১০৩

কৃষ্ণনাম পরমা ঐকান্তিকী ভক্তি, কৃষ্ণনাম সর্বোৎকৃষ্ট স্মৃতি, কৃষ্ণনাম পরম ধন, কৃষ্ণনাম পরম গতি ॥১০৪

মহাভারত—চতুর্থ

[সপ্তমবর্ষ, আশ্বিন মাস, ১৩৭৫]   [চতুর্থ সংখ্যা—বামপার্শ্বিকা মাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সংস্কৃতের প্রসারে ভারতসরকারের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

মূল-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮'০০ টাকা]   [প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

সর্বাধিকারী ঃ—
[illegible]
([illegible])

সহ-সম্পাদকগণ

শ্রীজ্ঞানানন্দ বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী কাব্যতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিদাস তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় এম্, এ

মুদ্র-কর্মকিঙ্কর ঃ—
বিশ্ব বিদ্যালয়।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., বি. এ. এম্. এস্.
বি. সি. এইচ্., বি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ্ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীশ্রীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭২, পি, কালী, চি. রোড, কলিকাতা—৩৪ হইতে প্রকাশিত ও ৯৫, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আনন্দময়ী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত।
১৫ই আশ্বিন, ১৩৭৮।

কার্যালয় ঃ—
৩-বি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৩০৮

নিয়মাবলী

১। আর্যশাস্ত্র [illegible] মাসিক পত্র। প্রতি বৎসরে ইহার ১২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে [illegible] বিশ্বামিত্রসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। ক্রমশঃ আর্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পাকিস্তানে সডাক ১৮'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে ঠিক সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মনিঅর্ডার-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সম্পাদক আর্যশাস্ত্র, [illegible], বিধান সরণি, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপনে ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা যথাসম্ভব গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্যালয়ে আসিয়া বা বাহকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ১-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পত্রিকাসম্বন্ধে পরে কোন দাবি গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পাদক—আর্যশাস্ত্র

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পূর্বাহ্ণ
মদনপুর-মঠ
গৌহাটী
১৩।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'রবে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩·০০ টাকা

২। বিংশসংহিতা ও স্মৃতি ২২·৫০ „

(সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, ঔশনস, আঙ্গিরস, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, দেবল, বৃহদ্যম, লঘুযম, দক্ষ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধগৌতম, লোহিত, দাল্ভ্য, বুধ, বৃদ্ধশাতাতপ, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ ৫০·০০ টাকা

৪। শ্রীবিষ্ণু পুরাণ ৯·০০ „

৫। শ্রীমদ্ভাগবত ৪২·০০ „

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

(অন্তরাত্মৈব সর্ব্বস্য পুত্রনাম্নোচ্যতে সদা।
গতী রূপঞ্চ চেষ্টা চ আবর্ত্তা লক্ষণানি চ ॥
পিতৄণাং যানি দৃশ্যন্তে পুত্রাণাং সন্তি তানি চ।
তেষাং শীলাচারগুণাস্তৎসম্পর্কাচ্ছুভাশুভাঃ ॥)
ভার্য্যায়াং জনিতং পুত্রমাদর্শেষ্বিব চাননম্।
হ্লাদতে জনিতা প্রেক্ষ্য স্বর্গং প্রাপ্যেব পুণ্যকৃৎ ॥৪৯
দহ্যমানা মনোদুঃখৈর্ব্যাধিভিশ্চাতুরা নরাঃ।
হ্লাদন্তে স্বেষু দারেষু ঘর্ম্মার্ত্তাঃ সলিলেষ্বিব ॥৫০
(বিপ্রবাসকৃশা দীনা নরা মলিনবাসসঃ।
তেঽপি স্বদারাংস্তুষ্যন্তি দরিদ্রা ধনলাভবৎ ॥)
সুসংরব্ধোঽপি রামাণাং (১) ন কুর্য্যাদপ্রিয়ং নরঃ।
রতিং প্রীতিঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ তাস্বায়ত্তমবেক্ষ্য হি ॥৫১
(আত্মনোঽর্দ্ধমিতি শ্রৌতী সা রক্ষতি ধনং প্রজাঃ।
শরীরং লোকযাত্রাং বৈ ধর্ম্মং স্বর্গমৃষীন্ পিতৄন্ ॥)

(অন্তরাত্মাকেই সকলে পুত্র বলে অভিহিত করে। কেননা, পিতার গমনভঙ্গী, রূপ, চেষ্টা, আবর্ত্তাদি যে সকল লক্ষণ পিতার শরীরে দেখা যায়, পুত্রের শরীরেও সেই সকল প্রকাশ পায়, এবং পিতার চরিত্র এবং আচারও পুত্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।)

পত্নীতে জাত পুত্রকে পিতা দর্পণে প্রতিবিম্বিত নিজের মুখের ন্যায় দর্শন করে এবং পুণ্যবান্ স্বর্গলাভে যেরূপ আনন্দ লাভ করে, পিতাও সেইরূপ পুত্রের মুখদর্শনে আনন্দ অনুভব করে ॥৪৯

যেমন ঘর্ম্মার্ত্ত ব্যক্তি জল পাইয়া আনন্দিত হয়, সেইরূপ মানস দুঃখ ও ব্যাধির দ্বারা পীড়িত মানুষও নিজ পত্নীর সংসর্গে আনন্দ অনুভব করে ॥৫০

(প্রবাসবাসে কৃশ, দীন, মলিনবসন ব্যক্তিও পত্নীলাভে ধনলাভে দরিদ্রের ন্যায় আনন্দলাভ করে।) রতি, প্রীতি ও ধর্ম্ম—সমস্ত পত্নীর অধীন জানিয়া পুরুষ কুপিত হইলেও পত্নীর উপর অপ্রিয় আচরণ করিবে না ॥৫১

আত্মনো জন্মনঃ ক্ষেত্রং পুণ্যং রামাঃ সনাতনম্ (২)।
ঋষীণামপি কা শক্তিঃ স্রষ্টুং রামামৃতে প্রজাম্ (৩) ॥
পরিপত্য যদা সূনুর্ধরণীরেণুগুণ্ঠিতঃ।
পিতুরাশ্লিষ্যতেঽঙ্গানি কিমস্ত্যভ্যধিকং ততঃ ॥৫৩
স ত্বং স্বয়মভিপ্রাপ্তং সাভিলাষমিমং সুতম্।
প্রেক্ষমাণং কটাক্ষেণ কিমর্থমবমন্যসে ॥৫৪
অণ্ডানি বিভ্রতি স্বানি ন ভিন্দন্তি পিপীলিকাঃ।
ন ভরেথাঃ কথং নু ত্বং ধর্ম্মজ্ঞঃ সন্ স্বমাত্মজম্ ॥৫৫
(মমাণ্ডানীতি রক্ষন্তে কোকিলাণ্ডানি বায়সাঃ।
কিং পুনস্ত্বং ন মন্যেথাঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পুত্রমাত্মজম্ ॥
[illegible] স্পর্শস্তু বৈ।
শিশোরালিঙ্গ্যমানস্য চন্দনাদধিকঃ স্মৃতঃ ॥)
ন বাসসাং ন রামাণাং নাপাং স্পর্শস্তথাবিধঃ।
শিশোরালিঙ্গ্যমানস্য স্পর্শঃ সূনোর্যথা সুখঃ ॥৫৬

(শ্রুতি বলিয়াছেন—পত্নী পুরুষের অর্দ্ধভাগ; কেননা সে ধন, পুত্র, শরীর লোকযাত্রা, ধর্ম্ম, ঋষি, পিতৃপুরুষ সকলকে রক্ষা করে।)

নিজের জন্মের ক্ষেত্রস্বরূপ হইয়াছেন পত্নী; ঋষিদের কি শক্তি আছে যে, তাঁহারা স্ত্রী ব্যতিরেকেও সন্তান উৎপাদন করিতে পারেন ॥৫২

ধূলিধূসরিত পুত্র যখন পিতার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করে, পিতার পক্ষে তাহার চেয়ে অধিক সুখ আর কি হইতে পারে ॥৫৩

আপনার অভিলষিত পুত্র স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তথাপি আপনি তাহাকে কেন অবজ্ঞা করিতেছেন ॥৫৪

পাঠান্তরঃ—(১) সংক্রুদ্ধোঽপি দারাণাং—।

পাঠান্তরঃ—(২) —দারাঃ সনাতনম্।
(৩) দারানৃতে প্রজাঃ।

ব্রাহ্মণো দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠো গৌর্বরিষ্ঠা চতুষ্পদাম্।
গুরুর্গরীয়সাং শ্রেষ্ঠঃ পুত্রঃ স্পর্শবতাং বরঃ ॥৫৭॥
স্পৃশতু ত্বাং সমালিঙ্গ্য পুত্রোঽয়ং প্রিয়দর্শনঃ।
পুত্রস্পর্শাৎ সুখতরঃ স্পর্শো লোকে ন বিদ্যতে ॥৫৮॥
ত্রিষু বর্ষেষু পূর্ণেষু প্রজাতাহমরিন্দম।
ইমং কুমারং রাজেন্দ্র তব শোকপ্রণাশনম্ ॥৫৯॥
আহর্তা বাজিমেধস্য শতসংখ্যস্য পৌরব।
ইতি বাগন্তরিক্ষে মাং সূতকেঽভ্যবদৎ পুরা ॥৬০॥
ননু নামাঙ্কমারোপ্য (১) স্নেহাদ্ গ্রামান্তরং গতাঃ।
মূর্ধ্নি পুত্রানুপাঘ্রায় প্রতিনন্দন্তি মানবাঃ ॥৬১॥
বেদেষ্বপি বদন্তীমং মন্ত্রগ্রামং দ্বিজাতয়ঃ।
জাতকর্মণি পুত্রাণাং তবাপি বিদিতং তথা ॥৬২॥
অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে।
আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্ ॥৬৩॥
জীবিতং ত্বদধীনং মে সন্তানমপি চাক্ষয়ম্ (২)।
তস্মাৎ ত্বং জীব মে পুত্র সুসুখী শরদাং শতম্ ॥৬৪॥
ত্বদঙ্গেভ্যঃ প্রসূতোঽয়ং পুরুষাৎ পুরুষোঽপরঃ।
সরসীবামলেঽঽত্মানং দ্বিতীয়ং পশ্য বৈ সুতম্ ॥৬৫॥
যথা হ্যাহবনীয়োঽগ্নির্গার্হপত্যাৎ প্রণীয়তে।
তথা ত্বত্তঃ প্রসূতোঽয়ং ত্বমেকঃ সন্ দ্বিধা কৃতঃ ॥৬৬॥

পিপীলিকাও নিজ অণ্ডের পোষণ করে, অথচ ভাঙ্গে না, কিন্তু আপনি ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী হইয়াও নিজ পুত্রকে কেন ভরণপোষণ করিতেছেন না ॥৫৫

(নিজ অণ্ড মনে করিয়া কাকও কোকিলকে পোষণ করে, কিন্তু আপনি ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও নিজ পুত্রকে কেন পোষণ করিতেছেন না। এস্থলে পাঠান্তরে এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।)

সূক্ষ্ম বস্ত্র, যুবতী স্ত্রী এবং শীতল জলেরও স্পর্শ যেমন শীতল নহে, যেমন শিশুর আলিঙ্গন শীতল ॥৫৬

মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, চতুষ্পদের মধ্যে গো, পূজনীয় গুরুজনের মধ্যে গুরু এবং স্পৃশ্য-বস্তুসমূহের মধ্যে পুত্র শ্রেষ্ঠ ॥৫৭

এই প্রিয়দর্শন পুত্র আপনাকে স্পর্শ করুক, কেননা পুত্রের স্পর্শ হইতে অধিক সুখকর কোন স্পর্শ এ জগতে নাই ॥৫৮

হে শত্রুদমন রাজেন্দ্র ! তিন বৎসর পূর্ণ হইলে পর আমি এই শোকবিনাশন পুত্র প্রসব করিয়াছিলাম। পৌরব ! সূতিকাগারে আমার নিকটে দেবগণ অন্তরীক্ষ হইতে বলিয়াছিলেন—"এই পুত্র শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে" ॥৫৯-৬০

দেখা যায়, প্রবাস হইতে আগত মানুষ নিজ পুত্রকে কোলে বসাইয়া স্নেহে তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আনন্দলাভ করে ॥৬১

পুত্রের জাতকর্মাদি সংস্কারের সময়ে যে সকল বৈদিক মন্ত্র বলা হয়, তাহা আপনিও জানেন ॥৬২

ঐ সকল মন্ত্রের তাৎপর্য এইরূপ—হে পুত্র ! তুমি আমার প্রত্যেক অঙ্গ ও হৃদয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। সুতরাং তুমি আমার আত্মা, পুত্রনামে আসিয়াছ; অতএব তুমি শতবৎসর বাঁচিয়া থাক ॥৬৩

আমার জীবন ও সন্তানপরম্পরা তোমারই অধীন, সুতরাং তুমি শত বৎসর জীবিত থাক ॥৬৪

আপনারই অঙ্গসমূহ হইতে অপর পুরুষ এই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং সরোবরে নিজ প্রতিবিম্বের ন্যায় এই পুত্রকে দর্শন করুন ॥৬৫

যেমন গার্হপত্য অগ্নি হইতে আহবনীয় অগ্নি

পাঠান্তরম্ :—(১) ৫৫ [illegible]।

পাঠান্তরম্ :—(২) [illegible]।

মৃগাপকৃষ্টেন পুরা মৃগয়াং পরিধাবতা ।
অহমাসাদিতা রাজন্ কুমারী পিতুরাশ্রমে ॥৬৭

উর্ব্বশী পূর্ব্বচিত্তিশ্চ সহজন্যা চ মেনকা ।
বিশ্বাচী চ ঘৃতাচী চ ষড়েবাপ্সরসাং বরাঃ ॥৬৮

তাসাং মাং মেনকা নাম ব্রহ্মযোনির্বরাপ্সরাঃ ।
দিবঃ সম্প্রাপ্য জগতীং বিশ্বামিত্রাদজীজনৎ ॥৬৯

([illegible] দৈবতা দৈবতাপরঃ ।
ব্রহ্মযোনিঃ কুশো নাম বিশ্বামিত্রপিতামহঃ ॥

কুশস্য পুত্রো বলবান্ কুশনাভশ্চ ধার্ম্মিকঃ ।
গাধিস্তস্য সুতো রাজন্ বিশ্বামিত্রস্তু গাধিজঃ ।
এবংবিধঃ পিতা রাজন্ মেনকা জননী মম ॥)

সা মাং হিমবতঃ প্রস্থে সুষুবে মেনকাপ্সরাঃ ।
অবকীর্য্য চ মাং যাতা পরাত্মজমিবাসতী ॥৭০

(পক্ষিণঃ পুণ্যবন্তো মাং [illegible] ।
শকুন্তৈ রক্ষিতত্বাচ্চ [illegible] শকুন্তলা ॥

অপ আহর্ত্তুকামেন দৃষ্টা কাশ্যপেন মহাত্মনা ।
অগ্নিহোত্রার্থমেতেন নদ্যাং দৃষ্টা তু পক্ষিণঃ ॥

[illegible] ।
[illegible] ॥

সা বৈ [illegible] ।
তেনৈব [illegible] রাজন্ বৈ পরিবর্দ্ধিতা ॥

[illegible] ।
যৌবনং [illegible] দৃষ্টবানসি মাং নৃপ ॥

আশ্রমে পর্ণশালায়াং কুমারীং বিজনে বনে ।
ধাত্রা প্রচোদিতঃ শূন্যে পিত্রা বিরহিতাং কিল ॥

[illegible] ।
[illegible] ॥

গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন বিধিনা পাণিমগ্রহীঃ ।
সাহং কুলেন শীলেন [illegible] ॥

[illegible] ।
[illegible] ॥

[illegible]
[illegible] ॥)

কিং নু কর্ম্মাশুভং পূর্ব্বং কৃতবত্যস্মি জন্মনি ।
যদহং বান্ধবৈস্ত্যক্তা বাল্যে সম্প্রতি চ ত্বয়া ॥৭১

[illegible] বলা হয়, তেমনই আপনারাই [illegible] এই পুত্র আপনার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥৬৬

আপনি পূর্ব্বে মৃগয়ায় পরিভ্রমণ করিয়া আমার পিতার আশ্রমে গিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥৬৭

অপ্সরাদের মধ্যে উর্ব্বশী, পূর্ব্বচিত্তি, সহজন্যা, মেনকা, বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী—ইঁহারা অপ্সরাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥৬৮

তাঁহার মধ্যে [illegible] ব্রহ্মা হইতে উৎপন্না মেনকানাম্নী অপ্সরা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসিয়া বিশ্বামিত্র মুনি হইতে আমাকে জন্ম দিয়াছিলেন। তিনি হিমালয়ের প্রস্থদেশে আমাকে প্রসব করিয়া পরপুরুষের পুত্রকে অসতী স্ত্রী যেমন পরিত্যাগ করে, তেমনই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন ॥৬৯-৭০

(পুণ্যবান্ পক্ষিগণ [illegible] হইয়া পাখার দ্বারা আমাকে রক্ষা করিয়াছিল, এজন্য আমার নাম শকুন্তলা হইয়াছে। তাহার পর মহর্ষি কণ্ব অগ্নিহোত্রের জল আনিবার জন্য নদীতীরে যাইলে পক্ষিগণ তাঁহার হাতে আমাকে প্রদান করিলে তিনি অধিকারের ন্যায় আমাকে আশ্রমে আনিলেন। তিনি দয়া করিয়া আমাকে পালন করিয়াছিলেন, তাহাতেই সুখে আমি যুবতী হইতে পারিয়াছি। মুনির পালিত বিবাহিতের

কামং ময়া পরিত্যক্তা গমিষ্যামি স্বমাশ্রমম্।
ইমং তু বালং সন্ত্যক্তুং নার্হস্যাত্মজমাত্মনা ॥৭২

দুষ্মন্ত উবাচ।

ন পুত্রমভিজানামি ত্বয়ি জাতং শকুন্তলে।
অসত্যবচনা নার্য্যঃ কস্তে শ্রদ্ধাস্যতে বচঃ ॥৭৩

মেনকা নিরনুক্রোশা বন্ধকী জননী তব।
যয়া হিমবতঃ পৃষ্ঠে নির্মাল্যমিব চোজ্‌ঝিতা ॥৭৪

স চাপি নিরনুক্রোশঃ ক্ষত্রযোনিঃ পিতা তব।
বিশ্বামিত্রো ব্রাহ্মণত্বে লুব্ধঃ কামবশং গতঃ ॥৭৫

মেনকাপ্সরসাং শ্রেষ্ঠা মহর্ষীণাং পিতা চ তে।
তয়োরপত্যং কস্মাৎ ত্বং পুংশ্চলীব প্রভাষসে ॥৭৬

অশ্রদ্ধেয়মিদং বাক্যং কথয়ন্তী ন লজ্জসে।
বিশেষতো মৎসকাশে দুষ্টতাপসি গম্যতাম্ ॥৭৭

ক্ব মহর্ষিঃ স চৈবোগ্রঃ অপ্সরাঃ ক্ব চ মেনকা।
ক্ব চ ত্বমেবং কৃপণা তাপসীবেশধারিণী ॥৭৮

অতিকায়শ্চ তে পুত্রো বালোঽপি বলবানয়ম্।
কথমল্পেন কালেন শালস্কন্ধ ইবোদ্গতঃ ॥৭৯

তখন আমি যৌবনপ্রাপ্ত হইলে আপনি তথায় গিয়া আমাকে দেখিয়াছিলেন। সেকালে আমার পিতা আশ্রমে ছিলেন না, সেই অবস্থায় নির্জন স্থানে আমাকে পাইয়া আপনি বহু ভাবে আমাকে পত্নী করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। গান্ধর্ব-বিবাহে তখন আমাদের বিবাহ হয় এবং আপনি আমার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেন, সেই আমি আজ দুঃখী, দীনা, মহাবিপন্না ও ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি; সুতরাং ধর্ম্মতঃ নিরপরাধা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়া এখন পরিত্যাগ করিতে পারেন না।)

আমি পূর্ব্বজন্মে কি পাপই করিয়াছিলাম যে, শৈশবে আমাকে মাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন যৌবনে আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন।৭১

আপনি পরিত্যাগ করিলে আমি স্বয়ং নিজ আশ্রমে চলিয়া যাইতে পারি, কিন্তু আপনার ঔরসজাত এই পুত্রকে আপনি পরিত্যাগ করিতে পারেন না।৭২

দুষ্মন্ত বলিলেন—হে শকুন্তলে! তোমাতে আমার এই পুত্র জন্মিয়াছে, ইহা আমি জানি না। স্ত্রীলোক মিথ্যাবাদিনী হয়, সুতরাং তোমার কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।৭৩

যে হিমালয়ের প্রস্থে নির্মাল্যের ন্যায় তোমাকে ফেলিয়া গিয়াছে, সেই তোমার জননী মেনকা অসতী নারী, এবং নির্দ্দয়া।৭৪

তোমার পিতা বিশ্বামিত্রও নির্দ্দয়; যেহেতু তিনি ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্বলাভে অত্যন্ত লুব্ধ হইয়া কামবশীভূত হইয়াছিলেন।৭৫

অপ্সরাদের শ্রেষ্ঠা মেনকা তোমার মা এবং মহর্ষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র তোমার পিতা। এইরূপ প্রশংসনীয় সন্তান হইয়া তুমি কেন ব্যভিচারিণী স্ত্রীর ন্যায় কথা বলিতেছ?।৭৬

তুমি আমার নিকট এমন অবিশ্বাস্য কথা বলিতে লজ্জিত হইতেছ না। সুতরাং হে দুষ্টতাপসি! তুমি চলিয়া যাও।৭৭

কোথায় মহর্ষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র, কোথায় অপ্সরাশ্রেষ্ঠা মেনকা, আর কোথায় তোমার মত তাপসবেশধারিণী দীনা নারী।৭৮

বালক হইলেও তোমার এই পুত্র অতিকায় ও অতিবলবান্। এই অল্প সময়েও শালস্কন্ধের ন্যায় উচ্চ হইয়াছে।৭৯

সুনিকৃষ্টা চ তে যোনিঃ পুংশ্চলীব প্রভাষসে।
লুব্ধয়া কামরাগাত্তু মেনকয়া যদি ৮০
সর্বমেতৎ পরোক্ষং মে যৎ ত্বং বদসি তাপসি।
নাহং ত্বামভিজানামি যথেষ্টং গম্যতাং ত্বয়া ৮১

শকুন্তলোবাচ।

রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যসি।
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যসি ৮২
মেনকা ত্রিদশেষ্বেব ত্রিদশাশ্চানু মেনকাম্
মমৈবোদ্রিচ্যতে জন্ম দুষ্মন্ত তব জন্মতঃ (১) ৮৩
ক্ষিতাবটসি রাজেন্দ্র অন্তরিক্ষে চরাম্যহম্।
আবয়োরন্তরং পশ্য মেরু-সর্ষপয়োরিব ৮৪
মহেন্দ্রস্য কুবেরস্য যমস্য বরুণস্য চ।
ভবনান্যনুসংযামি প্রভাবং পশ্য মে নৃপ ৮৫
সত্যশ্চাপি প্রবাদোঽয়ং যং প্রবক্ষ্যামি তেঽনঘ।
নিদর্শনার্থং ন দ্বেষাৎ তচ্ছ্রুত্বা ক্ষন্তুমর্হসি ৮৬
বিরূপো যাবদাদর্শে নাত্মনঃ পশ্যতে মুখম্।
মন্যতে তাবদাত্মানমন্যেভ্যো রূপবত্তরম্ ৮৭
যদা স্বমুখমাদর্শে বিকৃতং সোঽভিবীক্ষতে।
তদান্তরং বিজানীতে আত্মানং নেতরং জনম্ ৮৮
অতীবরূপসম্পন্নো ন কিঞ্চিদবমন্যতে।
অতীব জল্পন্ দুর্বাচো ভবতীহ বিহেঠকঃ ৮৯
মূর্খো হি জল্পতাং পুংসাং শ্রুত্বা বাচঃ শুভাশুভাঃ।
অশুভং বাক্যমাদত্তে পুরীষমিব শূকরঃ ৯০
প্রাজ্ঞস্তু জল্পতাং পুংসাং শ্রুত্বা বাচঃ শুভাশুভাঃ।
গুণবদ্বাক্যমাদত্তে হংসঃ ক্ষীরমিবাম্ভসঃ ৯১

তোমার জাতি নীচ। তুমি কুলটা নারীর ন্যায় কথা বলিতেছ। মেনকা কামপীড়িতা হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে তাহারও দ্বারা তোমার জন্ম হইয়াছে ৮০

তুমি যাহা কিছু বলিতেছ, সবই আমার অপ্রত্যক্ষ, আমি তোমাকে চিনি না। তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার ৮১

শকুন্তলা বলিলেন—হে রাজন্! অপরের সর্ষপপরিমাণ ছিদ্র তোমার চোখে পড়িতেছে। কিন্তু নিজের বিল্বপরিমাণ ছিদ্রসমূহ তুমি দেখিতে পাইতেছ না ৮২

মেনকা স্বর্গীয়া দেবী এবং দেবগণ মেনকার আদর করেন। হে দুষ্মন্ত! তোমার জন্ম হইতে আমার জন্ম বড় উৎকৃষ্ট ৮৩

তুমি কেবল পৃথিবীতেই বিচরণ কর। আমি আকাশে চলিতে পারি। সুতরাং আমাদের উভয়ের পার্থক্য মেরু ও সর্ষপের ন্যায় ৮৪

আমার প্রভাব দেখ। আমি ইন্দ্র, কুবের, যম ও বরুণের ভবনেও যাতায়াত করিতে পারি ৮৫

হে নিষ্পাপ রাজন্! লোকে যে প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে, আমি তাহাই তোমাকে বলিতেছি। তুমি আমার প্রতি ক্ষমা করিও ৮৬

কুরূপ পুরুষ যে পর্যন্ত দর্পণে নিজ মুখ দর্শন না করে, সেই পর্যন্ত নিজেকে অধিক রূপবান্ মনে করে ৮৭

যখন সে দর্পণে নিজের মুখ দেখে, তখনই সে অন্যের রূপের সহিত নিজের রূপের পার্থক্য বুঝিতে পারে ৮৮

অতীব রূপবান্ পুরুষ অন্যকে কখনও অবজ্ঞা করে না। যে তাহার বিপরীত, সে অতি দুর্বাক্য বলিয়া অন্যকে পীড়া দেয় ৮৯

শূকর যেমন অন্য সকল ভাল খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ঠাই ভক্ষণ করে, তেমনই মূর্খও ভাল ও মন্দ বক্তার মুখ হইতে মন্দ কথাই গ্রহণ করে ৯০

পাঠান্তর :—[illegible]

অন্যান্ পরিবদন্ সাধুর্যথা হি পরিতপ্যতে।
তথা পরিবদন্নন্যাংস্তুষ্টো ভবতি দুর্জনঃ ॥১১২

অভিবাদ্য যথা বৃদ্ধান্ সন্তো গচ্ছন্তি নির্বৃতিম্।
এবং সজ্জনমাক্রুশ্য মূর্খো ভবতি নির্বৃতঃ ॥১১৩

সুখং জীবন্ত্যদোষজ্ঞা মূর্খা দোষানুদর্শিনঃ।
যত্র বাচ্যাঃ পরৈঃ সন্তঃ পরানাহুস্তথাবিধান্ ॥১১৪

অতো হাস্যতরং লোকে কিঞ্চিদন্যন্ন বিদ্যতে।
যত্র দুর্জন ইত্যাহ দুর্জনঃ সজ্জনং স্বয়ম্ ॥১১৫

সত্যধর্মচ্যুতাৎ পুংসঃ ক্রুদ্ধাদাশীবিষাদিব।
অনাস্তিকোঽপ্যুদ্বিজতে জনঃ কিং পুনরাস্তিকঃ ॥১১৬

স্বয়মুৎপাদ্য বৈ পুত্রং সদৃশং যো ন মন্যতে।
তস্য দেবাঃ শ্রিয়ং ঘ্নন্তি ন চ লোকানুপাশ্নুতে ॥১১৭

কুলবংশপ্রতিষ্ঠাং হি পিতরঃ পুত্রমব্রুবন্।
উত্তমং সর্বধর্মাণাং তস্মাৎ পুত্রং ন সন্ত্যজেৎ ॥১১৮

স্বপত্নীপ্রভবান্ পঞ্চ লব্ধান্ ক্রীতান্ বিবর্ধিতান্।
কৃতানন্যাসু চোৎপন্নান্ পুত্রান্ বৈ মনুরব্রবীৎ ॥১১৯

ধর্মকীর্ত্যাবহা নৄণাং মনসঃ প্রীতিবর্ধনাঃ।
ত্রায়ন্তে নরকাজ্জাতাঃ পুত্রা ধর্মপ্লবাঃ পিতৄন্ ॥১২০

স ত্বং নৃপতিশার্দূল পুত্রং ন ত্যক্তুমর্হসি।
আত্মানং সত্যধর্মৌ চ পালয়ন্ পৃথিবীপতে।
নরেন্দ্রসিংহ কপটং ন বোঢ়ুং ত্বমিহার্হসি ॥১২১

কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বক্তাদের নিকট গুণযুক্ত বাক্যই গ্রহণ করে, হংস যেমন জল পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধ গ্রহণ করে।১১১

সাধু যেমন অন্যকে মন্দ কথা বলিয়া পরিতপ্ত হয়, দুর্জন তেমনই অন্যকে দুর্বাক্য বলিয়া পরিতুষ্ট হয়।১১২

সজ্জন যেমন ভাবে ও যত্নে বৃদ্ধগণকে দেখিলে প্রণাম করিয়াই তুষ্ট হন, মূর্খ তেমনই সজ্জনকে আক্রোশ প্রকাশ করিয়াই তুষ্ট হয়।১১৩

সাধুপুরুষেরা কাহারও দোষ না দেখিয়া সুখে থাকেন, মূর্খ কেবল দোষ অনুসন্ধান করিয়া সুখ পায়। যে স্থানে সাধুরা নিন্দিত হন, সেই স্থানবাসিগণকেও মন্দ মনে করিবে।১১৪

যেখানে দুর্জনই সজ্জনকে দুর্জন বলে, সেখানে তাহার চেয়ে হাস্যতর ব্যাপার আর কি হইতে পারে।১১৫

সত্যধর্মভ্রষ্ট হইতে ক্রুদ্ধ আশীবিষ (সর্প) তুল্য পুরুষ হইতে নাস্তিকও উদ্বিগ্ন হয়, আস্তিক যে উদ্বিগ্ন হইবে তাহা আর বেশী কথা কি।১১৬

নিজেই সদৃশ পুত্র উৎপাদন করিয়া যে তাহাকে স্বীকার করে না, দেবতারা তাহার ঐশ্বর্য্য নাশ করেন এবং সে কোন পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয় না।১১৭

পিতৃপুরুষগণ পুত্রকে কুল ও বংশের প্রতিষ্ঠা-স্থান এবং সর্বধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলেন; সুতরাং পুত্রকে কখনও পরিত্যাগ করিবে না।১১৮

নিজ বিবাহিত স্ত্রীতে উৎপন্ন, অন্য স্ত্রীর নিকট হইতে দানলব্ধ, ক্রীত, পালিত এবং অন্য স্ত্রীতে উৎপন্ন—এই পাঁচ প্রকার পুত্রের কথা মনু বলিয়াছেন।১১৯

এই সমস্ত পুত্রই ধর্ম ও কীর্তি জনক, মনের আনন্দবর্ধক, নরক হইতে পিতৃপুরুষগণের ত্রাতা এবং ধর্মের নৌকাস্বরূপ।১২০

হে রাজশ্রেষ্ঠ! সুতরাং আপনি পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। হে পৃথিবীপতে! যদি নিজ আত্মা ও সত্য পালন করিতে পারেন, তবে আপনার [illegible] না, তাহা হইলে এই কপটতার ভার আপনার বহন করা উচিত নয়।১২১

বরং কূপশতাদ্বাপী বরং বাপীশতাৎ ক্রতুঃ।
বরং ক্রতুশতাৎ পুত্রঃ সত্যং পুত্রশতাদ্বরম্ ॥১০২
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥১০৩
সর্ব্ববেদাধিগমনং সর্ব্বতীর্থাবগাহনম্।
সত্যঞ্চ বচনং রাজন্ সমং বা স্যান্ন বা সমম্ ॥১০৪
নাস্তি সত্যসমো ধর্ম্মো ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।
ন হি তীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাদিহ বিদ্যতে ॥১০৫
রাজন্ সত্যং পরং ব্রহ্ম সত্যঞ্চ সময়ঃ পরঃ।
মা ত্যাক্ষীঃ সময়ং রাজন্ সত্যং সঙ্গতমস্তু তে ॥১০৬
অনৃতে চেৎ প্রসঙ্গস্তে শ্রদ্দধাসি ন চেৎ স্বয়ম্।
আত্মনো হন্ত গচ্ছামি ত্বাদৃশে নাস্তি সঙ্গতম্ ॥১০৭
(পূর্ব্বং [illegible] ।
[illegible] শৈলরাজাবতংসকাম্ ।

শত কূপ হইতে একটি দীর্ঘিকা, শত দীর্ঘিকা খননকার্য্য হইতে একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং শত যজ্ঞ হইতে একটি পুত্র শ্রেষ্ঠ এবং শত পুত্র হইতেও সত্য শ্রেষ্ঠ ॥১০২

সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ ও সত্যকে যদি তুলনা করা যায়, তবে সহস্র অশ্বমেধ হইতে সত্যই শ্রেষ্ঠ হইবে ॥১০৩

সমস্ত বেদের অধ্যয়ন এবং সকল তীর্থে স্নান উভয় মিলিয়াও সত্যের সমান হইবে কিনা সন্দেহ ॥১০৪

সত্যের সমান কোন ধর্ম্ম নাই এবং সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। পক্ষান্তরে মিথ্যা হইতে তীব্রতর পাপও কিছু নাই ॥১০৫

হে রাজন্! সত্যই পরব্রহ্ম; সত্যই সকলের শ্রেষ্ঠ শপথ। হে রাজন্! আপনি আপনার সত্যকে পরিত্যাগ করিবেন না। সত্য আপনার সহচারী হউক ॥১০৬

চক্রবজ্রধ্বজাদ্যৈশ্চ অঙ্কুশো তোমরাদয়ঃ।
দৃশ্যন্তে যস্য পাদেষু তস্য পুত্রো ন সংশয়ঃ।
সংপ্রেক্ষ্যতাং কুরু বিভো তব দেহাদ্বিনিঃসৃতম্।
অসংশয়ং তাবকোঽয়ং বৈ মা মা ভাষস্ব মৃষা কথাঃ ॥)
বাহুভ্যামপি হি ত্বাং বৈ [illegible] ।
চতুরন্তামিমামুর্ব্বীং পুত্রো মে পালয়িষ্যতি ॥১০৮
([illegible] করিষ্যতি ।
এতদুক্ত্বা [illegible] ন চোত্তরম্ ।
নাভিনন্দ [illegible] ।
ন [illegible] ।
যদা [illegible] ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতাবদুক্ত্বা রাজানং প্রাতিষ্ঠত শকুন্তলা।
অথান্তরিক্ষাদ্দুষ্মন্তং বাগুবাচাশরীরিণী ॥১০৯

মিথ্যার সহিতই যদি আপনার সঙ্গ রাখিতে ইচ্ছা হয় এবং আমার কথায় যদি আপনি বিশ্বাস না করেন, তবে আমি আপনার মত লোকের সহিত বাস করিতেও ইচ্ছা করি না; সুতরাং আমি চলিয়াই যাইতেছি ॥১০৭

(যদি এই বালক আপনার পুত্র কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে, তবে চিহ্নসমূহের দ্বারা তাহা নিরূপণ করিবার চেষ্টা করুন। ইহার করতলে, কর্ণদ্বয়ে, [illegible], ছত্র, চক্র, বিজয়, বৈজয়ন্তী, অঙ্কুশ, ধ্বজ, তোমরাদি প্রভৃতি যাহার সহিত মিলিবে, সেই ইহার পিতা হইবে। হে রাজন্! আপনি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন এই পুত্র আপনারই প্রতিকৃতি এবং আপনাকে 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করিতেছে; সুতরাং ইহার এই মনোবাঞ্ছাকে ব্যর্থ করিবেন না।)

হে দুষ্মন্ত! আপনার আত্মাই আত্মজরূপে এই

ঋত্বিক্পুরোহিতাচার্যৈর্মন্ত্রিভিশ্চ বৃতং তদা ।
ভস্ত্রা মাতা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ ॥১১০

ভরস্ব পুত্রং দুষ্মন্ত মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্ ।
([illegible] তপস্বিন্যাঃ [illegible] ।
আত্মা চৈব সুতঃ [illegible] পৌরব ॥
[illegible] পবিত্র [illegible] ।
অবজ্ঞাং মা কৃথা [illegible] শকুন্তলাম্ ॥
স্ত্রিয়ঃ পবিত্রমতুলমেতদ্ দুষ্মন্ত [illegible] ।
মাসি মাসি রজো হ্যাসাং দুষ্কৃতান্যপকর্ষতি ॥)

রেতোধাঃ পুত্র উন্নয়তি নরদেব যমক্ষয়াৎ ॥১১১

ত্বং চাস্য ধাতা গর্ভস্য সত্যমাহ শকুন্তলা ।
জায়া জনয়তে পুত্রমাত্মনোঽঙ্গং দ্বিধা কৃতম্ ॥১১২

তস্মাদ্ ভরস্ব দুষ্মন্ত পুত্রং শাকুন্তলং নৃপ ।
অভূতিরেষা যৎ ত্যক্ত্বা জীবেজ্জীবন্তমাত্মজম্ ॥১১৩

শাকুন্তলং মহাত্মানং দৌষ্মন্তিং ভর পৌরব ।
ভর্তব্যোঽয়ং ত্বয়া যস্মাদস্মাকং বচনাদপি ॥১১৪

পুত্র সসাগরদ্বীপবনবতী সমস্ত পৃথিবী শাসন করিবে।১০৮

(বস্তুত ঋষি বলিয়াছেন—হে শকুন্তলে ! তোমার এই পুত্র চক্রবর্তী হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না। এ বিষয়ে আমি দেবগণকেই সাক্ষী মানিতেছি। কিন্তু আজ দেখিতেছি—এ বিষয়ে মহাত্মা কণ্বও কিছু বলিয়াছেন না। সুতরাং আমার সাক্ষী না থাকায় আমি আমার অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলাম না। অতএব আমি যে পথে আসিয়াছিলাম, সেই পথে চলিয়া যাইতেছি।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই কথার পর শকুন্তলা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। তখন রাজা দুষ্মন্তকে বেষ্টন করিয়া ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য ও মন্ত্রিগণের সমক্ষে আকাশবাণী বলিতে লাগিল—পুত্রের পক্ষে মাতা কেবল ভস্ত্রাস্বরূপ (জলাধারের তুল্য)। পুত্র পিতারই হয়, যাহার বীর্য্যে উৎপন্ন হয়, সে তাহারই স্বরূপ।১০৯-১১০

(সমস্ত অঙ্গ হইতে বীর্য পতিত হইয়া পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়, এজন্য পুত্রকে পিতার আত্মা বলা হয়। পিতাই নিজকে পুত্ররূপে আধান করিয়াছে, সুতরাং ইহাকে রক্ষা কর; আর এই শকুন্তলা তপস্বিনী তোমার পতিব্রতা পত্নী; সুতরাং ইহাকে অবমাননা করিও না। নারীগণ অতি পবিত্র বস্তু বলিয়া স্বীকার করা হয়। প্রতি মাসে ইহারা ঋতুমতী হওয়ায় ইহাদের সকল দোষ দূরীভূত হয়।)

হে রাজন্ ! যমালয়ের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বীর্য্যাধানকারী পিতাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়; সুতরাং তোমার এই পুত্রকে প্রতিপালন কর, শকুন্তলাকে অবমাননা করিও না।১১১

শকুন্তলা যাহা বলিয়াছে, তুমিই ইহার জনক। পত্নী দ্বিধাভূত নিজ শরীর একভাগকে পুত্ররূপে উৎপাদন করে।১১২

অতএব হে দুষ্মন্ত ! শকুন্তলার গর্ভজাত এই পুত্রকে ভরণ কর। হে রাজন্ ! জীবিত এই পুত্রকে পরিত্যাগপূর্বক জীবন ধারণ করা দুর্ভাগ্যের কথা।১১৩

পৌরব ! তুমিও শকুন্তলার এই পুত্রকে ভরণ কর। যেহেতু আমরা "ইহাকে ভরণ করা কর্তব্য" এই কথা বলিলাম, সেইহেতু আজ হইতে ইহার নাম জগতে 'ভরত' বলিয়া বিখ্যাত হইবে।১১৪

তস্মাদ্ ভবত্বয়ং নাম্না ভরতো নাম তে সুতঃ ।
(এবমুক্ত্বা ততো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ।
পতিব্রতেতি সংহৃষ্টাঃ পুষ্পবৃষ্টিং ববর্ষিরে ॥)
তচ্ছ্রুত্বা পৌরবো রাজা ব্যাহৃতং ত্রিদিবৌকসাম্ ॥১১৫

পুরোহিতমমাত্যাংশ্চ সম্প্রহৃষ্টোঽব্রবীদিদম্ ।
শৃণ্বন্ত্বেতদ্ভবন্তোঽস্য দেবদূতস্য ভাষিতম্ ॥১১৬

অহমপ্যেবমেবৈনং জানামি স্বয়মাত্মজম্ ।
যদ্যহং বচনাদস্যা গৃহ্নীয়ামিমমাত্মজম্ ।
ভবেদ্ধি শঙ্কা লোকস্য নৈব শুদ্ধো ভবেদয়ম্ ॥১১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তং বিশোধ্য তদা রাজা দেবদূতেন ভারত ।
হৃষ্টঃ প্রমুদিতশ্চাপি প্রতিজগ্রাহ তং সুতম্ ॥১১৮

ততস্তস্য তদা রাজা পিতৃকর্মাণি সর্বশঃ ।
কারয়ামাস মুদিতঃ প্রীতিমানাত্মজস্য চ ॥১১৯

মূর্ধ্নি চৈনমুপাঘ্রায় সস্নেহং পরিষস্বজে ।
সভাজ্যমানো বিপ্রৈশ্চ স্তূয়মানশ্চ বন্দিভিঃ ।
স মুদং পরমাং লেভে পুত্রসংস্পর্শজাং নৃপঃ ॥১২০

তাং চৈব ভার্যাং ধর্মজ্ঞঃ পূজয়ামাস ধর্মতঃ ।
অব্রবীচ্চৈব তাং রাজা সান্ত্বপূর্বমিদং বচঃ ॥১২১

কৃতো লোকপরোক্ষোঽয়ং সম্বন্ধো বৈ ত্বয়া সহ ।
তস্মাদেতন্ময়া দেবি ত্বচ্ছুদ্ধ্যর্থং বিচারিতম্ ॥১২২
(ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব পৃথগ্বিধাঃ ।
ত্বাং দেবি পূজয়িষ্যন্তি বিশিষ্টাং পরিজ্ঞয়া ॥)
মন্যতে চৈব লোকস্তে স্ত্রীভাবান্ময়ি সঙ্গতম্ ।
পুত্রশ্চায়ং বৃতো রাজ্যে ময়া তস্মাদ্বিচারিতম্ ॥১২৩

(এই কথা বলিয়া দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ শকুন্তলাকে 'পতিব্রতা' বলিয়া আকাশ হইতে শকুন্তলার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।)

দেবগণের কথায় পুরুবংশাবতংস রাজা দুষ্মন্ত অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া পুরোহিত ও অমাত্যবর্গকে এইরূপ বলিলেন—আপনারা সকলে এই দেবদূতের কথা শুনুন ॥১১৫-১১৬

আমি এই পুত্রকে আমার পুত্র বলিয়াই জানি, কিন্তু যদি উঁহার (শকুন্তলার) কথা অনুসারে গ্রহণ করিতাম, তবে লোকে এই পুত্রের বৈধতা সম্বন্ধে আশঙ্কা করিত ॥১১৭

হে জনমেজয়! বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা দুষ্মন্ত দেবদূতের বাক্যদ্বারা সেই পুত্রের বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া পুত্রকে গ্রহণ করিলেন এবং পরম আনন্দলাভ করিলেন ॥১১৮

তদনন্তর রাজা আনন্দিত হইয়া পিতৃকর্তব্যরূপে তাহার জাতকর্মাদি সংস্কার করাইলেন ॥১১৯

ব্রাহ্মণগণ ও বন্দিগণের স্তুতি শুনিতে শুনিতে রাজা পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া স্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া পুত্রস্পর্শজ পরমানন্দ অনুভব করিলেন ॥১২০

ধার্মিক রাজা শকুন্তলাকে ধর্মানুসারে সম্মানিত করিয়া সান্ত্বনাপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন ॥১২১

সকল লোকের অগোচরে তোমার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলাম, এইজন্য তোমার শুদ্ধির জন্য এইরূপ করা উচিত বলিয়া আমি বিচার করিয়াছিলাম ॥১২২

(হে দেবি! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের মানুষই পরিজ্ঞাতভাবে তোমার পূজা করিবে।)

লোকে এইরূপ আশঙ্কা করিতে পারে যে, 'তুমি

যচ্চ কোপিতয়াত্যর্থং ত্বয়োক্তোঽস্ম্যপ্রিয়ং প্রিয়ে।
প্রণয়িন্যা বিশালাক্ষি তৎ ক্ষান্তং তে ময়া শুভে ॥১২৪
([illegible] বাক্যবিশিষ্টৈ র্যা [illegible] মাপি [illegible]।
[illegible] বিশালাক্ষি [illegible] ॥
[illegible] পতিব্রতে [illegible] পতিব্রতা [illegible] ।)
তামেবমুক্ত্বা রাজর্ষি র্দুষ্মন্তো মহিষীং প্রিয়াম্।
বাসোভিরন্নপানৈশ্চ পূজয়ামাস ভারত ॥১২৫
(স [illegible] ।
স পুত্রঃ [illegible] ।
[illegible] ।
বিশ্বামিত্র [illegible] ॥
[illegible] ।
পুত্র [illegible] ।
[illegible] ।
পতিব্রতা [illegible] ॥
[illegible] ।
তব পুত্রো বিশালাক্ষি [illegible] ॥
তব কন্যা বিশালাক্ষি ত্রৈলোক্যবিজয়ী [illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥)
[illegible] ।
[illegible] ॥১২৬

[illegible] আমার প্রতি [illegible] এবং আমিও সেই [illegible] তোমার পুত্রকে [illegible] এই [illegible] করিয়াছিলাম ।১২৩

তুমি আমার কথায় কুপিতা হইয়া আমাকে যে অত্যন্ত অপ্রিয় কথা বলিয়াছ, হে বিশালাক্ষি! প্রণয়িনীর উক্তি মনে করিয়া তাহা আমি ক্ষমা করিয়াছি ।১২৪

(আমিও তোমাকে যে বিবাহ অস্বীকার বা দুর্বাক্য বলিয়াছি, তাহাও তুমি ক্ষমা করিবে। যে নারী পতির নিকট [illegible] সকল দোষ ক্ষমা করিতে পারে, সেই পতিব্রতা হইতে পারে।)

হে ভারত! রাজর্ষি দুষ্মন্ত মহিষীকে এই কথা বলিয়া বস্ত্র ও অন্ন পানাদির দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন ।১২৫

(রাজা দুষ্মন্ত অনন্তর [illegible] দ্বারা [illegible] [illegible] বলিলেন—"আমার লোকসমাজে আমার এই পুত্র গ্রহণ করিলাম। আর আমি [illegible] হইলাম। [illegible]; আমার [illegible] বিশালাক্ষি [illegible] এবং [illegible] আছে; তুমি [illegible] প্রতি [illegible]। পুত্রের কথা [illegible] দেবর্ষি [illegible] এবং [illegible] পুত্রকে [illegible] করিয়া [illegible] করিতে লাগিলেন। [illegible] বলিলেন— "হে বিশ্বামিত্র! তোমার পুত্র [illegible] হইবে এবং তোমার কন্যা ত্রৈলোক্যবিজয়ী হইবে। হে মহর্ষে! [illegible] তোমার [illegible] হও।" এই কথা বলিয়া দেবর্ষি [illegible] করিলেন। [illegible] সহকারে [illegible] করিয়া সকল [illegible] বিভূষিত করিলেন এবং ব্রাহ্মণ ও সৈনিকগণকে [illegible] করিয়া [illegible] করিলেন।)

(ভরতে ভারমাবেশ্য কৃতকৃত্যোঽভবন্নৃপঃ।
ততো বর্ষশতং পূর্ণং রাজ্যং কৃত্বা নরাধিপঃ।
কৃত্বা দানানি দুষ্মন্তঃ স্বর্গলোকমবাপ্তবান্ ।)
তস্য তৎ প্রথিতং চক্রং প্রাবর্ত্তত মহাত্মনঃ।
ভাস্বরং দিব্যমজিতং লোকসন্নাদনং মহৎ ॥১২৭
স বিজিত্য মহীপালাংশ্চকার বশবর্ত্তিনঃ।
চচার চ সতাং ধর্ম্মং প্রাপ চানুত্তমং যশঃ ॥১২৮
স রাজা চক্রবর্ত্ত্যাসীৎ সার্ব্বভৌমঃ প্রতাপবান্।
ঈজে চ বহুভির্যজ্ঞৈর্যথা শক্রো মরুৎপতিঃ ॥১২৯
যাজয়ামাস তং কণ্বো বিধিবদ্ভূরিদক্ষিণম্।
শ্রীমান্ গোবিততং নাম বাজিমেধমবাপ সঃ।
যস্মিন্ সহস্রং পদ্মানাং কণ্বায় ভরতো দদৌ ॥১৩০
ভরতাদ্ ভারতী কীর্ত্তির্যেনেদং ভারতং কুলম্।
অপরে যে চ পূর্ব্বে বৈ ভারতা ইতি বিশ্রুতাঃ ॥১৩১
ভরতস্যান্ববায়ে হি দেবকল্পা মহৌজসঃ।
বভূবুর্ব্রহ্মকল্পাশ্চ বহবো রাজসত্তমাঃ ॥১৩২
যেষামপরিমেয়ানি নামধেয়ানি সর্ব্বশঃ।
তেষাং তু তে যথামুখ্যং কীর্ত্তয়িষ্যামি ভারত।
মহাভাগান্ দেবকল্পান্ সত্যার্জ্জবপরায়ণান্ ॥১৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি শকুন্তলোপাখ্যানে চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৪

রাজা দুষ্মন্ত তখন শকুন্তলার পুত্রকে 'ভরত' নামে নামকরণ করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥১২৬

(ভরতের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া রাজা কৃতকৃত্য হইলেন। অনন্তর একশত বৎসর রাজ্যপালন করিয়া বহু দান ধ্যান করিয়া দুষ্মন্ত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইলেন।

মহাত্মা ভরতের সেই বিখ্যাত চক্র ভাস্বর, দিব্য, অজেয় ও বৃহৎ ছিল; উহা সমস্ত পৃথিবী শব্দ করিয়া ভরতের বিজয় ঘোষণা করিত ॥১২৭

তিনি ভূপতিগণকে যুদ্ধে জয় করিয়া নিজের বশবর্ত্তী করিলেন এবং সজ্জনের ধর্ম্ম পালন করিয়া অনুত্তম যশঃ লাভ করিলেন ॥১২৮

তিনি সার্ব্বভৌম প্রতাপশালী চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥১২৯

কণ্বমুনি তাহার দ্বারা ভূরিদক্ষিণ 'গোবিতত' নাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। সে যজ্ঞে রাজা ভরত তাঁহাকে একহাজার পদ্মসংখ্যক স্বর্ণ মুদ্রা দান করিয়াছিলেন ॥১৩০

রাজা ভরতের নাম হইতেই এই বংশের নাম ভারত হইয়াছে এবং তাঁহার কুলে পূর্ব্বে ও পরেও যাঁহারা জন্মিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই 'ভারত' নামে বিখ্যাত ॥১৩১

ভরতের কুলে বহু দেবতুল্য ও ব্রহ্মতুল্য মহাতেজস্বী রাজশ্রেষ্ঠ পুরুষগণ উৎপন্ন হইয়াছেন ॥১৩২

তাঁহাদের সংখ্যা অসংখ্যেয়; সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা মহাভাগ্যবান্, দেবতুল্য, সত্য ও সরলতাপরায়ণ, সেই সকল মুখ্য রাজগণের নাম তোমার নিকট বর্ণনা করিব ॥১৩৩

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশকৃত ভারতকৌমুদী সহিত মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে
শকুন্তলোপাখ্যানে চতুঃসপ্ততিতমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

[দক্ষ, বৈবস্বতমনো, তৎপুত্রাণাঞ্চ বংশবর্ণনম্, পুরূরবসো, নহুষস্য, যযাতেশ্চ সংক্ষেপেণ চরিত্রকথনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

প্রজাপতেস্তু দক্ষস্য মনোর্বৈবস্বতস্য চ ।
ভরতস্য কুরোঃ পূরোরজমীঢ়স্য চানঘ ॥১

যাদবানামিমং বংশং কৌরবাণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ।
তথৈব ভরতানাঞ্চ পুণ্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥২

ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং কীর্ত্তয়িষ্যামি তেঽনঘ ।
তেজোভিরুদিতাঃ সর্ব্বে মহর্ষিসমতেজসঃ ॥৩

দশ প্রাচেতসঃ পুত্রাঃ সন্তঃ পূর্ব্বজনাঃ স্মৃতাঃ ।
মেঘজেনাগ্নিনা যৈস্তে পূর্ব্বং দগ্ধা মহৌকসঃ ॥৪

তেভ্যঃ প্রাচেতসো জজ্ঞে দক্ষো দক্ষাদিমাঃ প্রজাঃ ।
সম্ভূতাঃ পুরুষব্যাঘ্র স হি লোকপিতামহঃ ॥৫

বীরিণ্যা সহ সংগম্য দক্ষঃ প্রাচেতসো মুনিঃ ।
আত্মতুল্যানজনয়ৎ সহস্রং সংশিতব্রতান্ ॥৬

সহস্রসংখ্যান্ সম্ভূতান্ দক্ষপুত্রাংশ্চ নারদঃ ।
মোক্ষমধ্যাপয়ামাস সাংখ্যজ্ঞানমনুত্তমম্ ॥৭

ততঃ পঞ্চাশতং কন্যাঃ পুত্রিকা অভিসন্দধে ।
প্রজাপতিঃ প্রজা দক্ষঃ সিসৃক্ষুর্জনমেজয় ॥৮

দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ ।
কালস্য নয়নে যুক্তাঃ সপ্তবিংশতিমিন্দবে ॥৯

ত্রয়োদশানাং পত্নীনাং যা তু দাক্ষায়ণী বরা ।
মারীচঃ কশ্যপস্তস্যামাদিত্যান্ সমজীজনৎ ॥১০

ইন্দ্রাদীন্ বীর্য্যসম্পন্নান্ বিবস্বন্তমথাপি চ ।
বিবস্বতঃ সুতো জজ্ঞে যমো বৈবস্বতঃ প্রভুঃ ॥১১

মার্ত্তণ্ডস্য মনুর্ধীমানজায়ত সুতঃ প্রভুঃ ।
যমশ্চাপি সুতো জজ্ঞে খ্যাতস্তস্যানুজঃ প্রভুঃ ॥১২

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[দক্ষ, বৈবস্বত মনু এবং তাঁহাদের বংশবর্ণন, পুরূরবা, নহুষ ও যযাতির সংক্ষেপে চরিত্র বর্ণন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে নিষ্পাপ জনমেজয়! প্রজাপতি দক্ষ, বৈবস্বত মনু, ভরত, কুরু, পুরু এবং অজমীঢ়ের বংশ এবং যাদব ও কৌরবগণের বংশবর্ণন পুণ্যজনক, মঙ্গলজনক এবং ধন, যশ ও আয়ুঃপ্রাপক। সুতরাং আমি উহাদের চরিত্র কীর্ত্তন করিব। প্রচেতার দশটি পুত্র ছিল, তাঁহারা সকলেই তপস্বিগুণে, তেজস্বী, সাধুলোক ও পুণ্যকর্ম্মা ছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে মেঘ হইতে উৎপন্ন অগ্নিদ্বারা বৃক্ষসমূহ দগ্ধ করিয়াছিলেন ॥১-৪

ঐ দশজন প্রাচেতস হইতে (মারিষার গর্ভে) প্রাচেতস দক্ষ এবং দক্ষ হইতে এই সকল প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! দক্ষই লোকপিতামহ ॥৫

প্রাচেতস মুনি দক্ষ বীরিণীর গর্ভে নিজের সমান গুণ ও তেজঃসম্পন্ন সংশিতব্রতপালনকারী এক হাজার পুত্র উৎপাদন করেন ॥৬

সেই সহস্রসংখ্যক পুত্রকে মহর্ষি নারদ সাংখ্যযোগের উপদেশ করিয়া মোক্ষমার্গের পথিক করিয়াছিলেন ॥৭

হে জনমেজয়! তদনন্তর প্রজা উৎপাদনের জন্য প্রজাপতি দক্ষ পঞ্চাশটি কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে 'পুত্রিকা' সর্ত্তে বিবাহ দিয়াছিলেন। (আমার এই কন্যার পুত্রগণই আমার পিণ্ডের অধিকারী হইবে) ॥৮ ১।২

তিনি ধর্ম্মকে (যমকে) দশটি, কশ্যপকে তেরটি এবং কালনয়নের সহায়ক তারারূপ সাতাশটি কন্যা চন্দ্রকে দিয়াছিলেন ॥৯

প্রজাপতি কশ্যপ তাঁহার তেরটি পত্নীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা দাক্ষায়ণীতে ইন্দ্রাদি বারজন আদিত্য জন্ম

ধর্ম্মাত্মা স মনুর্ধীমান্ যত্র বংশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
মনোর্বংশো মানবানাং ততোঽয়ং প্রথিতোঽভবৎ ॥১৩
ব্রহ্ম-ক্ষত্রাদয়স্তস্মান্মনোর্জাতাস্তু মানবাঃ।
ততোঽভবন্মহারাজ ব্রহ্ম ক্ষত্রেণ সঙ্গতম্ ॥১৪
ব্রাহ্মণা মানবাস্তেষাং সাঙ্গং বেদমধারয়ন্।
বেনং ধৃষ্ণুং নরিষ্যন্তং নাভাগেক্ষ্বাকুমেব চ ॥১৫
কারূষমথ শর্য্যাতিং তথা চৈবাষ্টমীমিলাম্।
পৃষধ্রং নবমং প্রাহুঃ ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণম্ ॥১৬
নাভাগারিষ্টদশমান্ মনোঃ পুত্রান্ প্রচক্ষতে।
পঞ্চাশৎ তু মনোঃ পুত্রাস্তথৈবান্যেঽভবন্ ক্ষিতৌ ॥১৭
অন্যোন্যভেদাৎ তে সর্ব্বে বিনেশুরিতি নঃ শ্রুতম্।
পুরূরবাস্ততো বিদ্বানিলায়াং সমপদ্যত ॥১৮
সা বৈ তস্যাভবন্মাতা পিতা চেতি হি নঃ শ্রুতম্।
ত্রয়োদশ সমুদ্রস্য দ্বীপানশ্নন্ পুরূরবাঃ ॥১৯
অমানুষৈর্বৃতঃ সত্ত্বৈর্মানুষঃ সন্ মহাযশাঃ।
বিপ্রৈঃ স বিগ্রহং চক্রে বীর্য্যোন্মত্তঃ পুরূরবাঃ ॥২০
জহার চ স বিপ্রাণাং রত্নান্যুৎক্রোশতামপি।
সনৎকুমারস্তং রাজন্ ব্রহ্মলোকাদুপেত্য হ ॥২১
অনুদর্শং ততশ্চক্রে প্রত্যগৃহ্ণান্ন চাপ্যসৌ।
ততো মহর্ষিভিঃ ক্রুদ্ধৈঃ সদ্যঃ শপ্তো ব্যনশ্যত ॥২২
লোভান্বিতো বলমদান্নষ্টসংজ্ঞো নরাধিপঃ।
স হি গন্ধর্ব্বলোকস্থানুর্ব্বশ্যা সহিতো বিরাট্ ॥২৩
আনিনায় ক্রিয়ার্থেঽগ্নীন্ যথাবদ্ বিহিতাংস্ত্রিধা।
ষট্ সুতা জজ্ঞিরেঽথৈলাদায়ুর্ধীমানমাবসুঃ ॥২৪
দৃঢ়ায়ুশ্চ বনায়ুশ্চ শ্রুতায়ুশ্চোর্ব্বশীসুতাঃ।
নহুষং বৃদ্ধশর্ম্মাণং রজিং রম্ভমনেনসম্ ॥২৫
স্বর্ভানবীসুতানেতানায়োঃ পুত্রান্ প্রচক্ষতে।
আয়ুষো নহুষঃ পুত্রো ধীমান্ সত্যপরাক্রমঃ ॥২৬

পূর্ব্বদিকে উৎপাদন করিলেন। বিবস্বান্ সূর্য্য হইতে বৈবস্বত সর্ব্বগুণযুক্ত মনু উৎপন্ন হইলেন।১০-১১

মার্ত্তণ্ডের [illegible] জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেন মনু এবং তাঁহারই অনুজ যম।১২

মনু বুদ্ধিমান্ ও ধার্ম্মিক ছিলেন। এই মনু হইতেই মানববংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।১৩

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি মানবজাতীয় সকল মনু হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। হে মহারাজ! সেই মনু হইতেই ব্রাহ্মণকুল ক্ষত্রিয়কুলের সংযুক্ত হইয়াছে।১৪

ব্রাহ্মণজাতীয় মানবগণই সাঙ্গ বেদ ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। মনু হইতেই বেন, ধৃষ্ণু, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, ইক্ষ্বাকু, কারূষ, শর্য্যাতি, ইলা, পৃষধ্র ও নাভাগারিষ্ট এই দশ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছেন। মনুর আরও পঞ্চাশজন পুত্র এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।১৫-১৭

তাঁহারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া সকলেই বিনষ্ট হইয়াছিলেন—ইহা আমরা শুনিয়াছি। অনন্তর ইলাতে বিদ্বান্ পুরূরবা জন্মগ্রহণ করিলেন।১৮

ইলা তাঁহার মাতা ও পিতা উভয়ই ছিলেন—ইহাই আমরা শুনিয়াছি। পুরূরবা সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী তেরটী দ্বীপও শাসন করিতেন।১৯

মহাযশস্বী পুরূরবা মানুষ হইয়াও অমানুষজনের দ্বারা পরিবৃত থাকিতেন; তাহার ফলে বীর্য্যোন্মত্ত হইয়া পুরূরবা ব্রাহ্মণগণের সহিত কলহ করিয়া ক্রন্দনরত ব্রাহ্মণগণেরও রত্নসকল বলপূর্ব্বক হরণ করিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া ভগবান্ সনৎকুমার তাঁহাকে সদুপদেশ দিলেন, কিন্তু তিনি তাহাও গ্রহণ করিলেন না। তখন ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শাপের দ্বারা তাঁহাকে বিনষ্ট করিলেন।২০-২২

লোভ ও বলে মত্ত হইয়া রাজা পুরূরবা বিবেক হারাইয়াছিলেন। তিনিই গন্ধর্ব্বলোক হইতে

রাজ্যং শশাস সুমহদ্ ধর্মেণ পৃথিবীপতে।
পিতৄন্ দেবানৃষীন্ বিপ্রান্ গন্ধর্বোরগরাক্ষসান্ ॥২৭
নহুষঃ পালয়ামাস ব্রহ্ম-ক্ষত্রমথো বিশঃ।
স হত্বা দস্যুসংঘাতানৃষীন্ করমদাপয়ৎ ॥২৮
পশুবচ্চৈব তান্ পৃষ্ঠে বাহয়ামাস বীর্যবান্।
কারয়ামাস চেন্দ্রত্বমভিভূয় দিবৌকসঃ ॥২৯
তেজসা তপসা চৈব বিক্রমেণৌজসা তথা।
যতিং যযাতিং সংযাতিমায়াতিময়তিং ধ্রুবম্ ॥৩০
নহুষো জনয়ামাস ষট্ পুত্রান্ প্রিয়বাসসি।
যতিস্তু যোগমাস্থায় ব্রহ্মভূতোঽভবন্মুনিঃ ॥৩১
যযাতির্নাহুষঃ সম্রাড়াসীৎ সত্যপরাক্রমঃ।
স পালয়ামাস মহীমীজে চ বিবিধৈর্মখৈঃ ॥৩২
অতিভক্ত্যা পিতৄনর্চন্ দেবাংশ্চ প্রযতঃ সদা।
অন্বশাসৎ প্রজাঃ সর্বা যযাতিরপরাজিতঃ ॥৩৩
তস্য পুত্রা মহেষ্বাসাঃ সর্বৈঃ সমুদিতা গুণৈঃ।
দেবযান্যাং মহারাজ শর্মিষ্ঠায়াঞ্চ জজ্ঞিরে ॥৩৪
দেবযান্যামজায়েতাং যদুস্তুর্বসুরেব চ।
দ্রুহ্যুশ্চানুশ্চ পূরুশ্চ শর্মিষ্ঠায়াং প্রজজ্ঞিরে ॥৩৫
স শাশ্বতীঃ সমা রাজন্ প্রজা ধর্মেণ পালয়ন্।
জরামভ্যগমদ্ ঘোরাং নাহুষো রূপনাশিনীম্ ॥৩৬
জরাভিভূতঃ পুত্রাংস্তান্ রাজা বচনমব্রবীৎ।
যদুং পূরুং তুর্বসুঞ্চ দ্রুহ্যুঞ্চানুঞ্চ ভারত ॥৩৭
যৌবনেন চরন্ কামান্ যুবা যুবতিভিঃ সহ।
বিহর্তুমহমিচ্ছামি সাহ্যং কুরুত পুত্রকাঃ ॥৩৮

যজ্ঞের নিমিত্ত ও উর্বশীর সঙ্গে তিন প্রকার অগ্নিকুণ্ডকে পৃথিবীতে আনিয়াছিলেন। উর্বশীর গর্ভে পুরূরবার ছয়টি পুত্র হইয়াছিল—তাঁহাদের নাম এইরূপ—আয়ু, ধীমান্, অমাবসু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু ও শতায়ু। ইহারা সকলেই উর্বশীর পুত্র। উহাদের মধ্যে আয়ু স্বর্ভানুর কন্যার গর্ভে নহুষ, বৃদ্ধশর্মা, রজি, গয় ও অনেনা—এই পাঁচ পুত্র হয়। আয়ুর নহুষ পুত্র বুদ্ধিমান্ ও সত্যপরাক্রম ছিলেন ॥২৩-২৬

হে পৃথিবীপতে! নহুষ ধর্মানুসারে সুমহৎ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তিনি পিতৃগণ, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব, উরগ ও রাক্ষসগণকে পালন করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদিগকে প্রজারূপে পালন করিয়াছেন। তিনি দস্যুসমূহকে বধ করিয়া ঋষিগণকেও কর দিতে বাধ্য করিয়াছেন ॥২৭-২৮

সেই বীর্যবান্ নহুষ পশুর ন্যায় ঋষিগণের দ্বারা শিবিকা বহন করাইয়াছেন। তিনি তাঁহার তেজ, তপস্যা, বিক্রম ও অসাধারণ বলেই ইন্দ্র হইয়াছিলেন। নহুষ যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়াতি, অয়তি ও ধ্রুব নামে ছয় পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যতি যোগ অবলম্বন করত মুনি হইয়া ব্রহ্মলাভ করিয়াছিলেন ॥২৯-৩১

নহুষের পুত্র যযাতি সত্যপরাক্রম সম্রাট ছিলেন। তিনি সমস্ত পৃথিবী পালন করত বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥৩২

তিনি অতিশয় ভক্তিসহকারে পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চনা করিতেন এবং সমস্ত প্রজার উপর তাঁহার শাসন অক্ষুণ্ণ ছিল। দেবযানী ও শর্মিষ্ঠাতে তাঁহার সর্বগুণসম্পন্ন অনেক পুত্র হইয়াছিল ॥৩৩-৩৪

দেবযানীর গর্ভে তাঁহার যদু ও তুর্বসু নামে দুই পুত্র এবং শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মিয়াছিল ॥৩৫

হে রাজন্! তিনি বহু বৎসর ধর্মানুসারে প্রজা পালন করিয়া রূপনাশিনী জরা প্রাপ্ত হইলেন ॥৩৬

তিনি জরায় অভিভূত হইয়া যদু, পুরু, তুর্বসু,

স পুত্রান্ দৈবযানেয়ান্ পূর্বতো বাক্যমব্রবীৎ ।
কিং কার্যং ভবতঃ কার্যমস্মাভির্যৌবনেন তে ॥৩৯
যযাতিরব্রবীৎ তং বৈ জরা মে প্রতিগৃহ্যতাম্ ।
যৌবনেন ত্বদীয়েন চরেয়ং বিষয়ানহম্ ॥৪০
যজতো দীর্ঘসত্রৈর্মে শাপাচ্চোশনসো মুনেঃ ।
কামার্থঃ পরিহীণো মে তপ্যেঽহং তেন পুত্রকাঃ ॥৪১
মামকেন শরীরেণ রাজ্যমেকঃ প্রশাস্তু বঃ ।
অহং তন্বাভিনবয়া যুবা কামানবাপ্নুয়াম্ ॥৪২
তে ন তস্য প্রত্যগৃহ্ণন্ যদুপ্রভৃতয়ো জরাম্ ।
তমব্রবীৎ ততঃ পূরুঃ কনীয়ান্ সত্যবিক্রমঃ ॥৪৩
রাজংশ্চরাভিনবয়া তন্বা যৌবনগোচরঃ ।
অহং জরাং সমাস্থায় রাজ্যে স্থাস্যামি তেঽজ্ঞয়া ॥৪৪

[illegible] ও [illegible] প্রভৃতি পুত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন ।৩৭

আমি যৌবনের সাহায্যে তোমাদের [illegible] এবং যুবতীগণকে ভোগ করিতে ইচ্ছা করি; তোমরা আমাকে সাহায্য কর ।৩৮

তখন দেবযানীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু বলিলেন—আমাদের যৌবনের দ্বারা আপনার কি প্রয়োজন?"৩৯

যযাতি বলিলেন—"আমার জরা তুমি গ্রহণ করিয়া তোমার যৌবন আমাকে দাও। আমি তোমার যৌবন দিয়া ভোগ করিব। আমি যখন দীর্ঘকালীন যজ্ঞে লিপ্ত ছিলাম, তখন শুক্রাচার্যের শাপে আমাকে জরা আক্রমণ করিয়াছে, হে পুত্রগণ! আমি সেইজন্য বিষয়ভোগে অসমর্থ হইয়া অনুতপ্ত হইতেছি ।৪০-৪১

আমার শরীর গ্রহণ করিয়া তোমাদের মধ্যে একজন এই রাজ্য শাসন কর, আমি যৌবন পাইয়া কিছুদিন বিষয় ভোগ করিয়া লই ।৪২

এবমুক্তঃ স রাজর্ষিস্তপোবীর্যসমাশ্রয়াৎ ।
সঞ্চারয়ামাস জরাং তদা পুত্রে মহাত্মনি ॥৪৫
পৌরবেণাথ বয়সা রাজা যৌবনমাস্থিতঃ ।
যাযাতেনাপি বয়সা রাজ্যং পূরুরকারয়ৎ ॥৪৬
ততো বর্ষসহস্রাণি যযাতিরপরাজিতঃ ।
স্থিতঃ স নৃপশার্দূলঃ শার্দূলসমবিক্রমঃ ॥৪৭
যযাতিরপি পত্নীভ্যাং দীর্ঘকালং বিহৃত্য চ ।
বিশ্বাচ্যা সহিতো রেমে পুনশ্চৈত্ররথে বনে ॥৪৮
নাধ্যগচ্ছৎ তদা তৃপ্তিং কামানাং স মহাযশাঃ ।
অবেক্ষ্য মনসা রাজন্নিমাং গাথাং তদা জগৌ ॥৪৯
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥৫০

যদু প্রভৃতি পুত্রেরা তাঁহার জরা গ্রহণ করিলেন না। সত্যবিক্রম কনিষ্ঠ পুত্র পুরু তাঁহাকে বলিলেন—"হে রাজন্! আপনি আমার যৌবন লইয়া বিষয় ভোগ করুন, আমি আপনার জরা গ্রহণ করিয়া আপনার আজ্ঞায় রাজ্যশাসন করিব ।৪৩-৪৪

পুরুর এই কথা শুনিয়া রাজর্ষি তপস্যার প্রভাবে নিজের জরা পুরুর শরীরে সঞ্চার করিলেন ।৪৫

পুরুর বয়স লাভ করিয়া রাজা যৌবন পাইলেন এবং রাজার বয়সকে পাইয়া পুরু রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন ।৪৬

তাহার পর সহস্র বৎসর ব্যাঘ্রতুল্যবিক্রম রাজশার্দূল যযাতি অপরাজিত হইয়া যৌবনের দ্বারা বিষয় ভোগ করিলেন ।৪৭

যযাতি দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা নাম্নী পত্নীদ্বয়ের সহিত দীর্ঘকাল বিহার করিয়া পুনরায় চৈত্ররথ উদ্যানে বিশ্বাচী অপ্সরার সহিত রমণ করেন ।৪৮

এইরূপ উপায়ে বিষয় ভোগ করিয়াও তাঁহার

পৃথিবী রত্নসম্পূর্ণা হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
নালমেকস্য তৎ সর্ব্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ ॥৫১
যদা ন কুরুতে পাপং সর্ব্বভূতেষু কর্হিচিৎ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥৫২
যদা চায়ং ন বিভেতি যদা চাস্মান্ন বিভ্যতি।
যদা নেচ্ছতি ন দ্বেষ্টি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥৫৩
ইত্যবেক্ষ্য মহাপ্রাজ্ঞঃ কামানাং ফল্গুতাং নৃপ।
সমাধায় মনো বুদ্ধ্যা প্রত্যগৃহ্ণাজ্জরাং সুতাৎ ॥৫৪
দত্ত্বা চ যৌবনং রাজা পূরুং রাজ্যেঽভিষিচ্য চ।
অতৃপ্ত এব কামানাং পূরুং পুত্রমুবাচ হ ॥৫৫
ত্বয়া দায়াদবানস্মি ত্বং মে বংশকরঃ সুতঃ।
পৌরবো বংশ ইতি তে খ্যাতির্লোকে ভবিষ্যতি ॥৫৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ স নৃপশার্দ্দূলঃ পূরুং রাজ্যেঽভিষিচ্য চ।
ততঃ সুচরিতং কৃত্বা ভৃগুতুঙ্গে মহাতপাঃ ॥৫৭
কালেন মহতা পশ্চাৎ কালধর্ম্মমুপেয়িবান্।
কারয়িত্বা ত্বনশনং সদারঃ স্বর্গমাপ্তবান্ ॥৫৮

ইতি মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি যযাত্যুপাখ্যানে পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৫

মনে তৃপ্তি হইল না। তখন তিনি এইরূপ গাথা গান করিলেন—কাম্যবস্তুসমূহের উপভোগে কামনার নিবৃত্তি কখনও হয় না। হবিদ্বারা অগ্নি যেমন বর্দ্ধিতই হয়, তেমনই বিষয়ভোগে কামনার নিবৃত্তি না হইয়া বৃদ্ধিই হয় ॥৪৯-৫০

রত্নপূর্ণ পৃথিবী, হিরণ্য, পশুসমূহ এবং নারী—ইহারা সকলে মিলিয়া একজনেরও তৃপ্তি বিধান করিতে সমর্থ নহে; সুতরাং কামনার কখনও শেষ নাই মনে করিয়া সন্তোষ অবলম্বন করিবে ॥৫১

কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা মানুষ যখন কোন প্রাণীর প্রতি পাপ আচরণ করে না, তখনই সে ব্রহ্ম লাভ করে ॥৫২

যখন কোন ব্যক্তি নিজে ভীত হয় না, অন্যেও ভীত হয় না ও সে কোন কামনাও করে না এবং কাহারও প্রতি দ্বেষও পোষণ করে না, তখন সে ব্রহ্ম লাভ করে ॥৫৩

হে রাজন্! এইরূপ বিচার করিয়া মহাপ্রাজ্ঞ যযাতি সমস্ত কামনারই তুচ্ছতা উপলব্ধি করিলেন এবং বুদ্ধিদ্বারা মনকে সংযত করিয়া নিজ জরা পুত্রের গ্রহণ করিলেন ॥৫৪

রাজা পূরুকে যৌবন প্রদান করিয়া তাহাকে পুত্র বলিয়া অভিহিত করিলেন এবং তাহাকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ভোগে অতৃপ্ত থাকিয়াই তাহাকে বলিলেন—তোমার দ্বারাই আমি পুত্রবান্ হইয়াছি এবং তুমিই আমার বংশরক্ষক পুত্র। আর জগতে এই বংশ পৌরব বংশ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবে ॥৫৫-৫৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তৎপর সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ যযাতি পূরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ভৃগুতুঙ্গে তীব্র তপস্যা করিলেন এবং পত্নীর সহিত অনশনব্রত অবলম্বনে শরীর ত্যাগ করত উভয়েই স্বর্গলাভ করিলেন ॥৫৭-৫৮

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে
যযাতি-উপাখ্যানে পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

[দেবাসুরযুদ্ধে মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যালাভায় শিষ্যরূপেণ কচস্য শুক্রাচার্য্যসেবায়াং নিয়োগঃ,
সহ দেবযান্যাসক্তিঃ কচস্য মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যালাভশ্চ ।]

জনমেজয় উবাচ ।

যযাতিঃ পূর্ব্বজোঽস্মাকং দশমো যঃ প্রজাপতেঃ ।
কথং স শুক্রতনয়াং লেভে পরমদুর্লভাম্ ॥১

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ তপোধন ।
আনুপূর্ব্ব্যা চ মে শংস পূরোর্বংশকরান্ পৃথক্ ॥২

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

যযাতিরাসীদ্রাজর্ষির্দেবরাজসমদ্যুতিঃ ।
তং শুক্র-বৃষপর্ব্বাণৌ বব্রাতে বৈ যথা পুরা ॥৩

তৎ তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি পৃচ্ছতে জনমেজয় ।
দেবযান্যাশ্চ সংযোগং যযাতের্নাহুষস্য চ ॥৪

সুরাণামসুরাণাঞ্চ সমজায়ত বৈ মিথঃ ।
ঐশ্বর্য্যং প্রতি সংঘর্ষস্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥৫

জিগীষয়া ততো দেবা বব্রিরেঽঙ্গিরসং মুনিম্ ।
পৌরোহিত্যে যজ্ঞার্থে কাব্যং তূশনসং পরে ॥৬

ব্রাহ্মণৌ তাবুভৌ নিত্যমন্যোন্যস্পর্দ্ধিনৌ ভৃশম্ ।
তত্র দেবা নিজঘ্নুর্যান্ দানবান্ যুধি সঙ্গতান্ ॥৭

তান্ পুনর্জীবয়ামাস কাব্যো বিদ্যাবলাশ্রয়াৎ ।
ততস্তে পুনরুত্থায় যোধয়াঞ্চক্রিরে সুরান্ ॥৮

অসুরাস্তু নিজঘ্নুর্যান্ সুরান্ সমরমূর্দ্ধনি ।
ন তান্ সঞ্জীবয়ামাস বৃহস্পতিরুদারধীঃ ॥৯

ন হি বেদ স তাং বিদ্যাং যাং কাব্যো বেদ বীর্য্যবান্ ।
সঞ্জীবিনীং ততো দেবা বিষাদমগমন্ পরম্ ॥১০

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়।

[দেবাসুর যুদ্ধসময়ে মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যালাভের জন্য শিষ্যভাবে কচের শুক্রাচার্য্যের সেবায় আত্মনিয়োগ ও তৎপ্রতি সহ দেবযানীর অনুরাগ এবং তাহার মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যালাভ।]

জনমেজয় বলিলেন—প্রজাপতি হইতে দশম যযাতি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ। তিনি কিরূপে পরমদুর্লভা শুক্রাচার্য্যের কন্যাকে বিবাহে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইলেন, হে তপোধন! আমি বিস্তারক্রমে তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনি পূর্ব্বানুক্রমে বংশপ্রবর্ত্তক রাজগণের ইতিহাস কীর্ত্তন করুন ॥১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দেবরাজতুল্য দ্যুতিমান্ যযাতি নৃপতি ছিলেন। শুক্রাচার্য্য ও বৃষপর্ব্বা (দৈত্যরাজ) যেরূপে তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তোমাকে বলিতেছি এবং যেরূপে নহুষপুত্র যযাতির সহিত দেবযানীর সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাহাও বলিতেছি, জনমেজয়! ॥৩-৪

ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যের জন্য দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে পূর্ব্বে ভয়ানক সমর ঘটিয়াছিল ॥৫

তখন জয়ের জন্য দেবগণ অঙ্গিরার পুত্রকে (বৃহস্পতিকে) এবং দৈত্যগণ কবিপুত্রকে (শুক্রাচার্য্যকে) পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন ॥৬

উঁহারা দুই জনই ব্রাহ্মণ এবং পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করিতেন। দেবগণ যে সকল অসুরকে যুদ্ধে বধ করিতেন, শুক্রাচার্য্য মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার বলে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া দিতেন এবং তাহারা পুনরায় দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিত ॥৭-৮

কিন্তু অসুরগণ যে সকল দেবতাকে বধ করিত, উদারচিত্ত বৃহস্পতি তাহাদিগকে বাঁচাইতে পারিতেন না ॥৯

তে তু দেবা ভয়োদ্বিগ্নাঃ কাব্যাদঙ্গিরসং সুতম্।
ঊচুঃ কচমুপাগম্য জ্যেষ্ঠং পুত্রং বৃহস্পতেঃ ॥১১

ভজমানান্ ভজস্বাস্মান্ কুরু নঃ সাহ্যমুত্তমম্।
যা সা বিদ্যা নিবসতি ব্রাহ্মণেঽমিততেজসি ॥১২

শুক্রে তামাহর ক্ষিপ্রং ভাগভাক্ নো ভবিষ্যসি।
বৃষপর্ব্বসমীপে হি শক্যো দ্রষ্টুং ত্বয়া দ্বিজঃ ॥১৩

রক্ষতে দানবাংস্তত্র ন স রক্ষত্যদানবান্।
তমারাধয়িতুং শক্তো ভবান্ পূর্ববয়াঃ কবিম্ ॥১৪

দেবযানীঞ্চ দয়িতাং সুতাং তস্য মহাত্মনঃ।
ত্বমারাধয়িতুং শক্তো নান্যঃ কশ্চন বিদ্যতে ॥১৫

শীল-দাক্ষিণ্য-মাধুর্য্যৈরাচারেণ দমেন চ।
দেবযান্যাং হি তুষ্টায়াং বিদ্যাং তাং প্রাপ্স্যসি
ধ্রুবম্ ॥১৬

তথেত্যুক্ত্বা ততঃ প্রায়াদ্ বৃহস্পতিসুতঃ কচঃ।
তদাভিপূজিতো দেবৈঃ সমীপং বৃষপর্ব্বণঃ ॥১৭

স গত্বা ত্বরিতো রাজন্ দেবৈঃ সম্প্রেষিতঃ কচঃ।
অসুরেন্দ্রপুরে শুক্রং দৃষ্ট্বা বাক্যমুবাচ হ ॥১৮

ঋষেরঙ্গিরসঃ পৌত্রং পুত্রং সাক্ষাদ্ বৃহস্পতেঃ।
নাম্না কচমিতি খ্যাতং (১) শিষ্যং গৃহ্ণাতু মাং ভবান্ ॥

ব্রহ্মচর্য্যং চরিষ্যামি ত্বয্যহং পরমং গুরৌ।
অনুমন্যস্ব মাং ব্রহ্মন্ সহস্রং পরিবৎসরান্ ॥২০

শুক্র উবাচ।

কচ সুস্বাগতং তেঽস্তু প্রতিগৃহ্ণামি তে বচঃ।
অর্চ্চয়িষ্যেঽহমর্চ্যং ত্বামর্চ্চিতোঽস্তু বৃহস্পতিঃ ॥২১

শুক্রাচার্য্য যে সঞ্জীবনী বিদ্যা জানিতেন, বৃহস্পতি তাহা জানিতেন না; তাহাতে দেবতারা পরম খিন্ন হইলেন ॥১০

দেবগণ শুক্রাচার্য্যের ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠপুত্র কচের নিকট যাইয়া বলিলেন—"আমরা দেবগণ আপনাকে অনুগতভাবে ভজনা করি। আপনিও আমাদিগের সাহায্য করিয়া আমাদিগকে ভজনা করুন। অমিততেজা বিপ্রবর শুক্রাচার্য্যের নিকটে যে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা আছে, তাহা আপনি তাঁহার নিকট হইতে আহরণ করুন। আপনাকে দেবগণের মধ্যে যজ্ঞের ভাগ প্রদান করিব। বৃষপর্ব্বার নিকটে আপনি তাঁহার দর্শন পাইবেন ॥১১-১৩

তিনি ঐ বিদ্যা দ্বারা দানবগণকেই রক্ষা করেন, অদানবকে রক্ষা করেন না; আপনার অল্প বয়স, সুতরাং আপনি তাঁহার আরাধনা করিতে সমর্থ ॥১৪

মহাত্মা শুক্রের দেবযানী নামে একটি কন্যা আছে, আপনিই অন্য লোক অপেক্ষা তাঁহাকেও আরাধনা করিতে সমর্থ ॥১৫

যদি আপনি আপনার শীল, দাক্ষিণ্য, মাধুর্য্য, আচার, দম ও ব্যবহারের দ্বারা দেবযানীকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, তাহা হইলে শুক্রাচার্য্য হইতে সেই বিদ্যা অবশ্যই লাভ করিতে পারিবেন ॥১৬

বৃহস্পতিপুত্র কচ দেবগণকে 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাদের দ্বারা পূজিত হইয়া বৃষপর্ব্বার নিকটে গমন করিলেন ॥১৭

হে রাজন্! কচ অতি শীঘ্র অসুররাজ বৃষপর্ব্বার পুরীতে গিয়া শুক্রাচার্য্যের সহিত দেখা করিয়া বলিলেন—"আমি অঙ্গিরামুনির পৌত্র ও সাক্ষাৎ বৃহস্পতির পুত্র। আমার নাম কচ, আমি

পাঠান্তর—(১) নাম্না কচ ইতি খ্যাতং—।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কচস্তু তং তথেত্যুক্ত্বা প্রতিজগ্রাহ তদ্‌ব্রতম্।
আদিষ্টং কবিপুত্রেণ শুক্রেণোশনসা স্বয়ম্ ॥২২
ব্রতস্য ব্রতকালং স যথোক্তং প্রত্যগৃহ্ণত।
আরাধয়ন্নুপাধ্যায়ং দেবযানীঞ্চ ভারত ॥২৩
নিত্যমারাধয়িষ্যংস্তৌ (১) যুবা যৌবনগোচরে।
গায়ন্ নৃত্যন্ বাদয়ংশ্চ দেবযানীমতোষয়ৎ ॥২৪
স শীলয়ন্ দেবযানীং কন্যাং সম্প্রাপ্তযৌবনাম্।
পুষ্পৈঃ ফলৈঃ প্রেষণৈশ্চ তোষয়ামাস ভারত ॥২৫
দেবযান্যপি তং বিপ্রং নিয়মব্রতচারিণম্।
গায়ন্তী চ ললন্তী চ রহঃ পর্য্যচরৎ তদা ॥২৬

আপনার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন। আপনার অনুমতি স্বীকার করিয়া সহস্র বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করত বিদ্যাভ্যাস করিতে আমি প্রস্তুত; আপনি আমাকে অনুমোদন করুন" ।১৮-২০

শুক্রাচার্য্য বলিলেন—বৎস কচ! তোমার স্বাগত হউক, তোমার কথা আমি গ্রহণ করিলাম। তোমাকে আমি আপ্যায়ন করিলে পর বৃহস্পতির অর্চনা করা হইবে ।২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন তাঁহার বাক্য গ্রহণ করত কবিপুত্র শুক্রাচার্য্যের উপদিষ্ট ব্রত ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিলেন ।২২

শুক্রাচার্য্য যথাসময়ে কচকে ব্রতদীক্ষা প্রদান করিলেন। তখন শুক্রাচার্য্য ও দেবযানী উভয়কেই সেবাদ্বারা সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কচ যুবক ছিলেন; তিনি নৃত্য, গীত ও বাদ্যের দ্বারা দেবযানীকে সন্তুষ্ট করিলেন ।২৩-২৪

কচ যুবতী দেবযানীকে পুষ্প ও ফল আনয়ন দিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার আদেশ পালন করত দেবযানীর সন্তোষ উৎপাদন করিতে লাগিলেন ।২৫

পঞ্চবর্ষশতান্যেবং কচস্য চরতো ব্রতম্।
তত্রাতীয়ুরথো বুদ্ধ্বা দানবাস্তং ততঃ কচম্ ॥২৭
গা রক্ষন্তং বনে দৃষ্ট্বা রহস্যেকমমর্ষিতাঃ।
জঘ্নুর্বৃহস্পতের্দ্বেষাদ্ বিদ্যারক্ষার্থমেব চ ॥২৮
হত্বা শালাবৃকেভ্যশ্চ প্রায়চ্ছংস্তিলশঃ কৃতম্।
ততো গাবো নিবৃত্তাস্তা অগোপাঃ স্বং নিবেশনম্ ॥২৯
তা দৃষ্ট্বা রহিতা গাস্তু কচেনাভ্যাগতা বনাৎ।
উবাচ বচনং কালে দেবযান্যথ ভারত ॥৩০

দেবযান্যুবাচ।

অহুতং চাগ্নিহোত্রং তে সূর্য্যশ্চাস্তং গতঃ প্রভো।
অগোপাশ্চাগতা গাবঃ কচস্তাত ন দৃশ্যতে ॥৩১

দেবযানীও নির্জ্জনে গান করত নিয়মী থাকিয়া গান ও আমোদপ্রমোদ করিতেন এবং নিয়মব্রতধারী বিপ্রের পরিচর্য্যা করিতেন ।২৬

কচ এইরূপে ব্রতাচরণ করত পাঁচশত বৎসর তথায় অবস্থান করিলেন। তখন দানবেরা কচের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, কচ যখন বনে একাকী গোচারণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে বৃহস্পতির প্রতি দ্বেষবশতঃ এবং বিদ্যারক্ষার্থে বধ করিলেন ।২৭-২৮

তাহাকে বধ করত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া শৃগালদিগকে খাইতে দিলেন। গাভীগণ রক্ষকশূন্য অবস্থায় স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল ।২৯

সেই সময়ে; কচশূন্য অবস্থায় বন হইতে গাভীগুলিকে ফিরিতে দেখিয়া দেবযানী পিতাকে বলিলেন ।৩০

দেবযানী বলিলেন—হে প্রভো! আপনার অগ্নিহোত্র কর্ম্ম সমাপ্ত হইল, গাভীগুলিও ফিরিয়া আসিল। কিন্তু পিতঃ! কচকে দেখিতে পাইতেছি না ।৩১

পাঠান্তর।—(১) নিত্যমারাধয়িষ্যংস্তং—।

* কোন কোন পুস্তকে ২২ শ্লোকের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত শ্লোকটী অধিক দেখা যায়,—

"[illegible]।
[illegible]"।

ব্যক্তং হতো মৃতো বাপি কচস্তাত ভবিষ্যতি।
তং বিনা ন চ জীবেয়ং কচং সত্যং ব্রবীমি তে ॥৩২

শুক্র উবাচ।

অয়মেহীতি সংশব্দ্য মৃতং সঞ্জীবয়াম্যহম্।
ততঃ সঞ্জীবিনীং বিদ্যাং প্রযুজ্য কচমাহ্বয়ৎ ॥৩৩
ভিত্ত্বা ভিত্ত্বা শরীরাণি বৃকাণাং স বিনিষ্পতন্।
আহূতঃ প্রাদুরভবৎ কচো হৃষ্টোহথ বিদ্যয়া ॥৩৪
কস্মাচ্চিরায়িতোহসীতি পৃষ্টস্তামাহ ভার্গবীম্।
সমিধশ্চ কুশাদীনি কাষ্ঠভারং চ ভাবিনি ॥৩৫
গৃহীত্বা শ্রমভারার্তো বটবৃক্ষমুপাশ্রিতঃ।
গাবশ্চ সহিতাঃ সর্বা বৃক্ষচ্ছায়ামুপাশ্রিতাঃ ॥৩৬
অসুরাস্তত্র মাং দৃষ্ট্বা কস্ত্বমিত্যভ্যপৃচ্ছত।
বৃহস্পতিসুতশ্চাহং কচ ইত্যভিবিশ্রুতঃ ॥৩৭

আমার মনে হইতেছে যে, কচ নিহত হইয়াছে অথবা মৃত হইয়াছে; হে তাত! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি যে, কচ ব্যতিরেকে আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না ॥৩২

শুক্রাচার্য্য বলিলেন—তুমি চিন্তা করিও না, আমি "কচ আইস" বলিয়া ডাকিলেই এখনই কচ আসিয়া পড়িবে। তাহার পর তিনি সঞ্জীবনী-মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া কচকে আহ্বান করিলেন ॥৩৩

সঞ্জীবনী-বিদ্যার প্রভাবে তৎক্ষণাৎ কচ ব্যাঘ্রগণের শরীর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন ॥৩৪

শুক্রকন্যা দেবযানী যখন কচকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন", তখন কচ বলিলেন—"হে ভাবিনি! আমি সমিধ, কুশ ও কাষ্ঠের বোঝা লইয়া শ্রান্ত হইয়া বটবৃক্ষের নীচে বসিয়াছিলাম এবং গাভীগুলি যখন বৃক্ষচ্ছায়ায় জুটিয়াছিল, তখন অসুরগণ আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে"? আমি বলিলাম "আমি বৃহস্পতির পুত্র কচ"। এই কথা বলামাত্রই তাহারা আমাকে বধ করিয়া খণ্ড খণ্ড

ইত্যুক্তমাত্রে মাং হত্বা পেশীকৃত্বা তু দানবাঃ।
দত্ত্বা সালাবৃকেভ্যস্তু গতাঃ [illegible] ॥৩৮
আহূতো বিদ্যয়া ভূয়ো [illegible] মহাত্মনা।
ত্বৎসমীপমিহায়াতঃ কথঞ্চিৎ সঞ্জীবিতঃ (১) ॥৩৯
হতোহহমিতি চাচখ্যৌ পৃষ্টো ব্রাহ্মণকন্যয়া।
স পুনর্দেবযান্যোক্তঃ পুষ্পাহারো যদৃচ্ছয়া (২) ॥৪০
বনং যযৌ ততো বিপ্রো দদৃশুর্দানবাশ্চ তম্।
পুনস্তং পেষয়িত্বা তু সমুদ্রাম্ভস্যমিশ্রয়ন্ ॥৪১
চিরং গতং পুনঃ কন্যা পিত্রে তং সংন্যবেদয়ৎ।
বিপ্রেণ পুনরাহূতো বিদ্যয়া গুরুদেহজঃ।
পুনরাবৃত্য তদ্বৃত্তং ন্যবেদয়ত তদ্ যথা ॥৪২
ততস্তৃতীয়ং হত্বা তং দগ্ধ্বা কৃত্বা চ চূর্ণশঃ।
প্রায়চ্ছন্ ব্রাহ্মণায়ৈব সুরায়ামসুরাস্তদা * ॥৪৩

করিয়া ব্যাঘ্রগণকে খাইতে দিল এবং নিশ্চিন্ত হইয়া নিজগৃহে প্রবেশ করিল। তখন মহাত্মা শুক্রাচার্য্য আমাকে 'কচ' নামে আহ্বান করিলেন, তখন আমি সর্বতোভাবে পুনর্জীবিত হইয়া তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি" ॥৩৫-৩৯

দেবযানীর প্রশ্নে জিজ্ঞাসিত হইয়া কচ এইরূপে নিজ বৃত্তান্তটি বর্ণনা করিলেন। পরে আর একদিন দেবযানীর কথায় কচ পুষ্প আহরণ করিতে যদৃচ্ছাক্রমে বাহিরে গেলেন ॥৪০

কচকে বনে বাহিরে দেখিয়া দানবগণ পুনরায় তাহাকে বধ করত পিষিয়া সমুদ্রের জলে মিশাইয়া দিল ॥৪১

বহুক্ষণ আসিতে না দেখিয়া দেবযানী পিতাকে বলিলে, শুক্রাচার্য্য পুনরায় আহ্বান করিলেন এবং

পাঠান্তর :—(১) [illegible]।
(২) [illegible]।

* কোন কোন পুস্তকে এই শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়,—

"[illegible]।
[illegible] ॥৪৪"

দেবযানী তু ভূয়োঽপি পিতরং বাক্যমব্রবীৎ (১)।
পুষ্পাহারঃ প্রেষণকৃৎ কচস্তাত ন দৃশ্যতে ॥৪৪
ব্যক্তং হতো মৃতো বাপি কচস্তাত ভবিষ্যতি।
তং বিনা ন চ জীবেয়ং কচং সত্যং ব্রবীমি তে ॥৪৫

শুক্র উবাচ ০।

বৃহস্পতেঃ সুতঃ পুত্রি কচঃ প্রেতগতিং গতঃ।
বিদ্যয়া জীবিতোঽপ্যেবং হন্যতে করবাণি কিম্ ॥৪৬
মৈবং শুচো মা রুদ দেবযানি
ন ত্বাদৃশী মর্ত্যমনুপ্রশোচেৎ।
যস্যাস্তব ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ
সেন্দ্রা দেবা বসবোঽথাশ্বিনৌ চ ॥৪৭
সুরদ্বিষশ্চৈব জগচ্চ সর্ব্বম্
উপস্থানে সন্নমন্তি প্রভাবাৎ।
অশক্যোঽসৌ জীবয়িতুং দ্বিজাতিঃ
সঞ্জীবিতো বধ্যতে চৈব ভূয়ঃ ॥৪৮

দেবযান্যুবাচ।

যস্যাঙ্গিরা বৃদ্ধতমঃ পিতামহো
বৃহস্পতিশ্চাপি পিতা তপোনিধিঃ।
ঋষেঃ পুত্রং তমথো বাপি পৌত্রং
কথং ন শোচেয়মহং ন রুদ্যাম্ ॥৪৯
স ব্রহ্মচারী চ তপোধনশ্চ
সদোত্থিতঃ কর্ম্মসু চৈব দক্ষঃ।
কচস্য মার্গং প্রতিপৎস্যে ন ভোক্ষ্যে
প্রিয়ো হি মে তাত কচোঽভিরূপঃ ॥৫০

বৈশম্পায়ন উবাচ ০†।

স পীড়িতো দেবযান্যা মহর্ষিঃ
সমাহ্বয়ৎ সংরম্ভাচ্চৈব কাব্যঃ।
অসংশয়ং মামসুরা দ্বিষন্তি
যে মে শিষ্যানাগতান্ সূদয়ন্তি ॥৫১

[illegible] পুনরায় ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া [illegible] বলিলেন ৪৩

অনন্তর [illegible] করিয়া তাহাকে [illegible] করিয়া [illegible] এবং উহা [illegible] পান করাইয়া দিল ॥৪৩

দেবযানী পুনরায় পিতাকে বলিলেন—'কচ আমার ফুল আনিত এবং [illegible], কিন্তু তাহাকে এখনও ফিরিয়া আসিতে দেখিতেছি না। ইহা অতি স্পষ্ট যে, সে হত বা মৃত হইয়াছে। তাহাকে বিনা আমি বাঁচিব না—ইহা আমি সত্য বলিতেছি' ॥৪৪-৪৫

শুক্রাচার্য্য বলিলেন—হে পুত্রি! বৃহস্পতির পুত্র কচ মারা গিয়াছে। বিদ্যাদ্বারা তাহাকে আমি বাঁচাইলাম, তথাপি তাহাকে বার বার মারিয়া ফেলিতেছে—এখন আমি কি করি ॥৪৬

হে দেবযানি! তুমি শোক করিও না। তোমার ন্যায় মহানুভব নারীর পক্ষে মানুষের জন্য শোক করা সাজে না; যে তোমাকে বেদ, ব্রাহ্মণ, ইন্দ্রের সহিত দেবগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অসুরগণ এবং সমস্ত জগৎ আমার প্রভাবে প্রতিদিনই প্রণাম করে, তাহার পক্ষে মরণশীল মানুষের জন্য শোক করা উচিত নয়। ঐ ব্রাহ্মণকে বাঁচান কঠিন, যেহেতু তাহাকে বাঁচাইতেছি, অথচ আবার তাহাকে মারিয়া ফেলিতেছে ॥৪৭-৪৮

দেবযানী বলিলেন—যাহার পিতামহ অতিবৃদ্ধ অঙ্গিরা ঋষি, যাহার পিতা স্বয়ং তপোনিধি বৃহস্পতি, সেই ঋষির পৌত্র ও পুত্রের জন্য কেন শোক করিব না, কেনই বা রোদন করিব না? ॥৪৯

সে ছিল ব্রহ্মচারী, তপোধন, সর্ব্বদাই কর্ম্মে উৎসাহী ও দক্ষ। হে পিতঃ! আমার অতীব

পাঠান্তর:—(১) দেবযানী দুঃখিতা [illegible] পিতরমব্রবীৎ।

০ কোন কোন পুস্তকে ৪৫ শ্লোকের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়,—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

[illegible]
[illegible]

০† ৫০ শ্লোকের পর [illegible] একটী [illegible] দেখা যায়, আমরা বিস্তারভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

অব্রাহ্মণং কর্ত্তুমিচ্ছন্তি রৌদ্রা
এভির্যথা ব্যক্তমিদং হ্যনিষ্টম্ ।
[illegible] পাপস্য [illegible]
কং ব্রহ্মহত্যা ন দহেদপীন্দ্রম্ ॥৪২

গুরোর্ভীতো বিদ্যয়া চোপহূতঃ
শনৈর্ব্বাক্যং জঠরে ব্যাজহার ।

কচ উবাচ ।

প্রসীদ ভগবন্ মহ্যং কচোঽহমভিবাদয়ে ।
যথা বহুমতঃ পুত্রস্তথা মন্যস্ব মাং প্রভো ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তমব্রবীৎ কেন পথোপনীতো
ত্বং চোদরে তিষ্ঠসি ব্রূহি বিপ্র ॥৪৩

কচ উবাচ ।

তব প্রসাদান্ন জহাতি মাং স্মৃতিঃ
স্মরামি সর্ব্বং যচ্চ যথা চ বৃত্তম্ ।
ন ত্বেবং স্যাৎ তপসঃ ক্ষয়ো মে
ততঃ ক্লেশং ঘোরমিমং সহামি ॥৪৪
অসুরৈঃ সুরায়াং ভবতোঽস্মি দত্তো
হত্বা দগ্ধ্বা চূর্ণয়িত্বা চ কাব্য ।
ব্রাহ্মীং মায়ামাসুরী বিপ্র মায়া
ত্বয়ি স্থিতে কথমেবাতিবর্ত্তেৎ ॥৪৫

শুক্র উবাচ ।

কিং তে প্রিয়ং করবাণ্যদ্য বৎসে
বধেন মে জীবিতং স্যাৎ কচস্য ।
নান্যত্র কুক্ষের্মম ভেদনেন
দৃশ্যেৎ কচো মদ্গতো দেবযানি ॥৪৬

দেবযান্যুবাচ ।

দ্বৌ মাং শোকাবগ্নিকল্পৌ দহেতাং
কচস্য নাশস্তব চৈবোপঘাতঃ ।
কচস্য নাশে মম শর্ম্ম নাস্তি
তবোপঘাতে জীবিতুং নাস্মি শক্তা ॥৪৭

[illegible] আমার [illegible] আমায় যাহাই অনুমান করিবে ॥৪০

বৈশম্পায়ন বলিলেন—[illegible] হইয়া যদি [illegible] বলিতে লাগিলেন—"দৈত্যগণ নিশ্চয়ই আমাকে দ্বেষ করে; কেননা, আমার এখানে আগত ও আশ্রিত শিষ্যগণকে তাহারা বধ করিতেছে ॥৪১

অতএব তাহারা এই দৈত্যেরা আমাকে ব্রাহ্মণশূন্য করিতে চায়, তাহাদের দুষ্কার্য্যই আমার প্রতি বিশেষ আঘাত করে, ইহাদের নিশ্চয়ই বিনাশ হইবে। ব্রহ্মহত্যা পাপ কাহাকে না দগ্ধ করে? ইন্দ্রকেও ব্রহ্মহত্যা দগ্ধ করিতে পারে ॥৪২

তদনন্তর শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক সঞ্জীবনী-বিদ্যার দ্বারা আহূত হইয়া কচ শুক্রাচার্য্যের উদর হইতে ধীরে ধীরে কথা বলিলেন,—(হে ভগবন্! আপনাকে অভিবাদন করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার প্রিয় পুত্রের ন্যায় আমাকে মনে করুন)। শুক্রাচার্য্য তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে বিপ্র! তুমি আমার উদরে কি করিয়া প্রবেশ করিলে ॥৪৩

কচ বলিলেন,—আপনার কৃপায় আমার স্মৃতি লোপ হয় না; আমার সব ঘটনাই মনে আছে। আপনার পেট চিরিয়া বাহির হইলে আপনার মৃত্যুহেতু আমার মহৎ তপস্যা নষ্ট হইবে। এইজন্য এখানে ঘোর ক্লেশ সহ্য করিয়াও থাকিবার ইচ্ছা করি ॥৪৪

অসুরগণ আমাকে বধ করিয়া ও চূর্ণ করিয়া সুরার সহিত আপনাকে পান করাইয়াছে; আপনি বর্ত্তমান থাকিতে আসুরী মায়া ব্রাহ্মী মায়াকে কেমন করিয়া অতিক্রম করিবে ॥৪৫

শুক্রাচার্য্য বলিলেন—হে দেবযানি! তোমার কি প্রিয় কার্য্য আমি করিব? আমার মৃত্যুতেই কচের জীবন সম্ভব। আমার উদর ভেদ না করিয়া কচ বাহির হইতে পারে না ॥৪৬

দেবযানী বলিলেন—অগ্নিতুল্য দুইটি শোক আমাকে দগ্ধ করিতেছে—কচ ও তোমার নাশ। কচের মরণে যেমন আমার শান্তি নাই

শুক্র উবাচ ।

সংসিদ্ধরূপোঽসি বৃহস্পতেঃ সুত
যৎ ত্বাং ভক্তং ভজতে দেবযানী ।
বিদ্যামিমাং প্রাপ্নুহি জীবনীং ত্বং
ন চেদিন্দ্রঃ কচরূপী ত্বমদ্য ।২৮

ন নিবর্তেৎ পুনর্জীবন্ কশ্চিদন্যো মমোদরাৎ ।
ব্রাহ্মণং বর্জয়িত্বৈকং তস্মাদ্ বিদ্যামবাপ্নুহি ।২৯

পুত্রো ভূত্বা ভাবয় ভাবিতো মা-
মস্মাদ্দেহাদুপনিষ্ক্রম্য তাত ।
সমীক্ষেথা ধর্মবতীমবেক্ষাং
গুরোঃ সকাশাৎ প্রাপ্য বিদ্যাং সবিদ্যঃ ।৩০

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

গুরোঃ সকাশাৎ সমবাপ্য বিদ্যাং
ভিত্ত্বা কুক্ষিং নির্বিচক্রাম বিপ্রঃ ।
কচোঽভিরূপস্তৎক্ষণাদ্ ব্রাহ্মণস্য
শুক্লাত্যয়ে পৌর্ণমাস্যামিবেন্দুঃ ।৩১

দৃষ্ট্বা চ তং পতিতং ব্রহ্মরাশি-
মুত্থাপয়ামাস মৃতং কচোঽপি ।
বিদ্যাং সিদ্ধাং তামবাপ্যাভিবাদ্য
ততঃ কচস্তং গুরুমিত্যুবাচ ।৩২

যঃ শ্রোত্রয়োরমৃতং সন্নিষিঞ্চেদ্
বিদ্যামবিদ্যস্য যথা ত্বমার্য ।
তং মন্যেঽহং পিতরং মাতরঞ্চ
তস্মৈ ন দ্রুহ্যেৎ কৃতমস্য জানন্ ।৩৩

ঋতস্য দাতারমনুত্তমস্য
নিধিং নিধীনামপি লব্ধবিদ্যাঃ ।
যে নাদ্রিয়ন্তে গুরুমর্চনীয়ং
পাপাঁল্লোকাংস্তে ব্রজন্ত্যপ্রতিষ্ঠাঃ ।৩৪

বৈশম্পায়ন উবাচ

সুরাপানাদ্ বঞ্চনাং প্রাপ্য বিদ্বান্
সংজ্ঞানাশং চৈব মহাতিঘোরম্ ।
দৃষ্ট্বা কচং চাপি তথাভিরূপং
পীতং তদা সুরয়া মোহিতেন ।৩৫

তেমনই পিতঃ! তোমার পক্ষেও বাঁচিয়া থাকিব না ।২৭

শুক্রাচার্য বলিলেন—হে বৃহস্পতির পুত্র! তুমি তোমার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছ, যেহেতু আমার কন্যা তোমাকে দেবযানী ভজনা করে। তুমি যদি ইন্দ্র না হইয়া থাক, তবে আমার নিকট হইতে এই সঞ্জীবনী বিদ্যা গ্রহণ কর ।২৮

ব্রাহ্মণ ছাড়া এমন কেহই নাই যে, আমার উদর হইতে জীবিত অবস্থায় বাহির হইতে পারে, সুতরাং তুমি সঞ্জীবনীবিদ্যা লাভ কর।২৯

আমার এই শরীর হইতে তুমি পুত্র হইয়া নির্গত হও এবং নির্গত হইয়া আমাকেও জীবিত কর। এই বিদ্যা লাভ করিয়া বিদ্বান্ হইলেও আমার প্রতি ধার্মিক দৃষ্টি (কৃপাদৃষ্টি) রাখিবে।৩০

গুরুর নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করিয়া সুদর্শন ব্রাহ্মণ কচ তাঁহার উদর চিরিয়া শুক্লপক্ষের শেষে পূর্ণিমার চাঁদের মতো বাহির হইয়া আসিলেন ।৩১

বুদ্ধিমান্ বেদপাঠী কচ শুক্রাচার্যকে পতিত দেখিয়া তখন সেই বিদ্যার দ্বারা তাঁহাকে জীবিত করিলেন এবং বিদ্যাসিদ্ধ হইলেও গুরুকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—যিনি বিদ্যাহীনের কর্ণে বিদ্যামৃত প্রদান করেন, যেমন আমার কর্ণে আপনি সেচন করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমি পিতা ও মাতা মনে করি। তাঁহার উপকার জানিয়া তাঁহার প্রতি কোন বিদ্রোহী কাজ করা উচিত নয়। অনুত্তম সত্যের দাতা, নিধিসমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট নিধিস্বরূপ গুরুকে বিদ্যালাভ করিয়াও যে তাঁহার আদর ও পূজা করে না, সে প্রতিষ্ঠাশূন্য হইয়া

সমন্যুরুত্থায় মহানুভাব-
স্তদোশনা বিপ্রহিতং চিকীর্ষুঃ।
সুরাপানং প্রতি সঞ্জাতমন্যুঃ
কাব্যঃ স্বয়ং বাক্যমিদং জগাদ ॥৬৬

যো ব্রাহ্মণোঽদ্যপ্রভৃতীহ কশ্চি-
ন্মোহাৎ সুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ।
অপেতধর্ম্মা ব্রহ্মহা চৈব স স্যা-
দস্মিঁল্লোকে গর্হিতঃ স্যাৎ পরে চ ॥৬৭

ময়া চেমাং বিপ্রধর্ম্মোক্তিসীমাং
মর্য্যাদাং বৈ স্থাপিতাং সর্ব্বলোকে।
সন্তো বিপ্রাঃ শুশ্রুবাংসো গুরূণাং
দেবা লোকাশ্চোপশৃণ্বন্তু সর্ব্বে ॥৬৮

ইতীদমুক্ত্বা স মহানুভাব-
স্তপোনিধীনাং নিধিরপ্রমেয়ঃ।
তান্ দানবান্ দৈববিমূঢ়বুদ্ধী-
নিদং সমাহূয় বচোঽভ্যুবাচ ॥৬৯

আচক্ষে বো দানবা বালিশাঃ স্থ
সিদ্ধঃ কচো বৎস্যতি মৎসকাশে।
সঞ্জীবিনীং প্রাপ্য বিদ্যাং মহার্থাং
তুল্যপ্রভাবো ব্রাহ্মণো ব্রহ্মভূতঃ ॥৭০

(যোঽকার্ষীদ্ দুষ্করং কর্ম্ম দেবানাং কারণাৎ কচঃ।
ন তস্য কীর্ত্তির্নশ্যেত যজ্ঞং দেবৈশ্চ লপ্স্যতি ॥)

এতাবদুক্ত্বা বচনং বিররাম স ভার্গবঃ।
দানবা বিস্ময়াবিষ্টাঃ প্রযযুঃ স্বং নিবেশনম্ ॥৭১

গুরোরুষ্য সকাশে তু দশবর্ষশতানি সঃ।
অনুজ্ঞাতঃ কচো গন্তুমিয়েষ ত্রিদশালয়ম্ ॥৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি যযাত্যু-
পাখ্যানে ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৬

পতিত লোকে গমন করে ।৬১-৬২

সুরাপান বশতঃ নিজের শুক্রাচার্য্য অত্যন্ত ক্ষতি ঘটিয়া গিয়াছিল এবং জ্ঞান হারাইয়া নিজের অত্যন্ত প্রীতিভাজন ও প্রিয় কচকেও পান করিয়াছিলেন। এজন্য মহানুভব শুক্র তখন সুরাপানের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণদের হিতের জন্য এই কথা বলিলেন ।৬৩-৬৬

“আজ হইতে যে অল্পবুদ্ধি ব্রাহ্মণ মোহবশতঃ সুরাপান করিবে, সে ধর্মহীন হইয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইবে এবং ইহলোকে ও পরলোকে নিন্দিত হইবে ।৬৭

আজ হইতে ব্রাহ্মণদের বিহিত ধর্মরূপে জগতে এই মর্য্যাদা স্থাপন করিলাম। সদাচারী, ব্রাহ্মণগণ, গুরুজনের শিষ্যগণ এবং দেবগণ— সমস্তলোক আমার এই কথা শ্রবণ করুন ।৬৮

এই কথা বলিয়া সেই মহানুভব, অপ্রমেয় তপোনিধি-শ্রেষ্ঠ, শুক্র দৈববশে বিমূঢ়বুদ্ধি দানবদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—হে মূর্খ দানবগণ! এই কচ আমার নিকট সঞ্জীবনী-বিদ্যা লাভ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এই বিদ্যা লাভ করিয়া আমার তুল্য প্রভাবশালী ও ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছে ।৭০

(এই বিদ্যালাভের জন্য যে দেবগণের দুষ্কর কর্ম সম্পাদন করিয়াছে, তাহার এই কীর্তি কখনও নাশ হইবে না এবং সে দেবগণের সহিত যজ্ঞের ভাগ পাইবে।)

এই কথা বলিয়া ভৃগুনন্দন বিরত হইলেন এবং দানবগণ বিস্মিত হইয়া নিজ আলয়ে গমন করিল ।৭১

এদিকে কচ শুক্রাচার্য্যের গৃহে এক হাজার বৎসর অবস্থান করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা করিলেন ।৭২

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে
যযাতি-উপাখ্যানে ষট্সপ্ততিতমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

[বিবাহার্থং কচং প্রতি দেবযান্যা অনুরোধঃ, কচস্যাস্বীকারঃ, উভয়োশ্চ উভয়োঃ শাপদানঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সমাবৃত্তব্রতং তং তু বিসৃষ্টং গুরুণা তদা ।
প্রস্থিতং ত্রিদশাবাসং দেবযান্যব্রবীদিদম্ ॥১
ঋষেরঙ্গিরসঃ পৌত্র বৃত্তেনাভিজনেন চ ।
ভ্রাজসে বিদ্যয়া চৈব তপসা চ দমেন চ ॥২
ঋষির্যথাঙ্গিরা মান্যঃ পিতুর্মম মহাযশাঃ ।
তথা মান্যশ্চ পূজ্যশ্চ মম ভূয়ো বৃহস্পতিঃ ॥৩
এবং জ্ঞাত্বা বিজানীহি যদ্ ব্রবীমি তপোধন ।
ব্রতস্থে নিয়মোপেতে যথা বর্ত্তাম্যহং ত্বয়ি ॥৪
স সমাবৃত্তবিদ্যো মাং ভক্তাং ভজিতুমর্হসি ।
গৃহাণ পাণিং বিধিবন্মম মন্ত্রপুরস্কৃতম্ ॥৫

কচ উবাচ ।

পূজ্যো মান্যশ্চ ভগবান্ যথা তব পিতা মম ।
তথা ত্বমনবদ্যাঙ্গি পূজনীয়তরা মম ॥৬

আত্মপ্রাণৈঃ প্রিয়তমা ভার্গবস্য মহাত্মনঃ ।
ত্বং ভদ্রে ধর্ম্মতঃ পূজ্যা গুরুপুত্রী সদা মম ॥৭

যথা মম গুরুর্নিত্যং মান্যঃ শুক্রঃ পিতা তব ।
দেবযানি তথৈব ত্বং নৈবং মাং বক্তুমর্হসি ॥৮

দেবযান্যুবাচ ।

গুরুপুত্রস্য পুত্রো বৈ ন ত্বং পুত্রশ্চ মে পিতুঃ ।
তস্মাৎ পূজ্যশ্চ মান্যশ্চ মমাপি ত্বং দ্বিজোত্তম ॥৯

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[কচের বিবাহের জন্য দেবযানীর অনুরোধ, কচের অস্বীকার এবং উভয়ের প্রতি উভয়ের শাপদান ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কচ যখন ব্রতসমাপন পূর্ব্বক গুরুর আজ্ঞা লইয়া স্বর্গে যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন, তখন দেবযানী তাঁহাকে বলিলেন—হে অঙ্গিরা ঋষির পৌত্র! তুমি সদ্বংশোচিত আচার, বিদ্যা, তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি গুণে দীপ্তি পাইতেছ ॥১-২

মহাযশস্বী মহর্ষি অঙ্গিরা যেমন পিতার নিকট মাননীয়, সেইরূপ মহর্ষি বৃহস্পতিও আমার নিকট মাননীয় ও পূজনীয় ॥৩

হে তপোধন! এই সকল জানিয়া আমি যাহা বলিতেছি, তাহা জান; তুমি নিয়মপালন পূর্ব্বক ব্রত করিতেছিলে, তখন আমি তোমার প্রতি যেরূপ ভাব পোষণ করিতাম, তাহা তুমি বিশিষ্টই বুঝিতে পারিতেছ। এখন তুমি ব্রতের সমাবর্ত্তন করিয়াছ; আর আমি তোমার অনুরক্তা, সুতরাং আমাকে এখন তোমার গ্রহণ করা উচিত। তুমি বিধিপূর্ব্বক মন্ত্র পড়িয়া আমার পাণিগ্রহণ (বিবাহ) কর ॥৪-৫

কচ বলিলেন—হে অনবদ্যাঙ্গি! তোমার পিতা যেমন আমার নিকট পূজনীয় ও মাননীয়, সেইরূপ তুমি আমার নিকট আরও অধিক পূজনীয়া ॥৬

হে ভদ্রে! তুমি শুক্রাচার্য্যের প্রাণের চেয়ে প্রিয়তমা, সুতরাং তুমি ধর্ম্মতঃ আমার গুরুপুত্রী এবং সর্ব্বদা অধিক পূজনীয়া ॥৭

দেবযানি! যেমন তোমার পিতা ও আমার গুরু শুক্রাচার্য্য আমার নিকট পূজনীয়, তুমি সেইরূপ। সুতরাং তুমি আমাকে এইরূপ কথা বলিও না ॥৮

অসুরৈর্হন্যমানে চ কচ ত্বয়ি পুনঃ পুনঃ।
তদা প্রভৃতি যা প্রীতিস্তাং ত্বমদ্য স্মরস্ব মে ॥১০
সৌহার্দ্দে চানুরাগে চ বেত্থ মে ভক্তিমুত্তমাম্।
ন মামর্হসি ধর্ম্মজ্ঞ ত্যক্তুং ভক্তামনাগসম্ ॥১১

কচ উবাচ।

অনিয়োজ্যে নিয়োগে মাং নিযুনঙ্ক্ষি শুভব্রতে (১)।
প্রসীদ সুভ্রু ত্বং মহ্যং গুরোর্গুরুতরা শুভে ॥১২
যত্রোষিতং বিশালাক্ষি ত্বয়া চন্দ্রনিভাননে।
তত্রাহমুষিতো ভদ্রে কুক্ষৌ কাব্যস্য ভামিনি ॥১৩
ভগিনী ধর্ম্মতো মে ত্বং মৈবং বোচঃ সুমধ্যমে।
সুখমস্ম্যুষিতো ভদ্রে ন মন্যুর্বিদ্যতে মম ॥১৪
আপৃচ্ছে ত্বাং গমিষ্যামি শিবমাশংস মে পথি।
অবিরোধেন ধর্ম্মস্য স্মর্ত্তব্যোঽস্মি কথান্তরে।
অপ্রমত্তোত্থিতা নিত্যমারাধয় গুরুং মম ॥১৫

দেবযান্যুবাচ।

যদি মাং ধর্ম্মকামার্থে প্রত্যাখ্যাস্যসি যাচিতঃ।
ততঃ কচ ন তে বিদ্যা সিদ্ধিমেষা গমিষ্যতি ॥১৬

কচ উবাচ।

গুরুপুত্রীতি কৃত্বাহং প্রত্যাচক্ষে ন দোষতঃ।
গুরুণা চানুজ্ঞাতঃ কামমেবং শপস্ব মাম্ ॥১৭
আর্ষং ধর্ম্মং ব্রুবাণোঽহং দেবযানি যথা ত্বয়া।
শপ্তো নার্হোঽস্মি(২) শাপস্য কামতোঽদ্য ন ধর্ম্মতঃ

দেবযানী বলিলেন—তুমি আমার পিতার গুরুপুত্রের পুত্র, আমার পিতার তো তুমি পুত্র নও, সুতরাং সে হিসাবেও তুমি আমারও মাননীয় ও পূজনীয়। হে কচ! অসুরেরা তোমাকে মারিয়া ফেলিলেও তুমি যে বার বার বাঁচিয়াছ, তাহা কেবল তোমার প্রতি আমার গাঢ় ভালবাসার জন্যই। সেই সময় হইতেই তোমার প্রতি আমার যে ভালবাসা জন্মিয়াছিল, তাহা তুমি স্মরণ কর ॥৯-১০

তোমার প্রতি সৌহার্দ্দ ও অনুরাগবশতঃ যে আমার ভক্তি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার ভক্ত ও অনপরাধিনী; আমাকে ত্যাগ করিও না ॥১১

কচ বলিলেন—হে শুভব্রতচারিণি! তুমি অনিয়োজ্য কার্য্যে আমাকে নিয়োগ করিও না। হে সুভ্রু! তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে শুভে! তুমি আমার গুরু হইতেও গুরুতরা। হে বিশালাক্ষি! তুমি পিতার যে কুক্ষিতে বাস করিয়াছিলে, আমিও সেই কুক্ষিতে (দৈত্যগণকর্ত্তৃক নিহত হইয়া সুরার সহিত) বাস করিয়াছি। হে ভামিনি! তুমি ধর্ম্মতঃ আমার ভগিনী। হে সুমধ্যমে! তুমি আমাকে এইরূপ বলিও না। আমি তোমার পিতার এখানে অতি সুখে বাস করিয়াছি। তোমার প্রতি আমার কোনরূপ আক্রোশ নাই ॥১২-১৪

তুমি আমাকে বিদায় দাও, আমি যাইব। আমার পথের মঙ্গল কামনা কর। ধর্ম্মানুসারে বার্তালাপের মধ্যে আমার কথা মনে রাখিও। অপ্রমাদে ও উৎসাহের সহিত সর্ব্বদা আমার গুরুর সেবা করিও ॥১৫

দেবযানী বলিলেন—হে কচ। ধর্ম্মানুকূল কামের জন্য আমি তোমার প্রার্থনা করিলেও তুমি যদি প্রত্যাখ্যান কর, তবে পিতার নিকট প্রাপ্ত এই সঞ্জীবনীবিদ্যা তোমার নিকট নিষ্ফলা হইবে ॥১৬

কচ বলিলেন—তোমাকে গুরুপুত্রী বলিয়াই আমি প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, তোমার কোন দোষবশতঃ নয় এবং গুরু আমাকে এ বিষয়ে কোন আজ্ঞা দেন নাই। সুতরাং তোমার যেমন ইচ্ছা, শাপ দিতে পার ॥১৭

পাঠান্তর ঃ—(১) অনিয়োজ্যে নিয়োক্তুং মাং দেবযানি ন চার্হসি।
(২) শাপ্যমর্হো—।

তস্মাদ্ ভবত্যা যঃ কামো ন তথা স ভবিষ্যতি।
ঋষিপুত্রো ন তে কশ্চিজ্জাতু পাণিং গ্রহীষ্যতি ॥১৯
ফলিষ্যতি ন তে বিদ্যা যত্ত্বং মামাত্থ তত্তথা।
অধ্যাপয়িষ্যামি তু যং তস্য বিদ্যা ফলিষ্যতি ॥২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠো দেবযানীং কচস্তদা।
ত্রিদশেশালয়ং শীঘ্রং জগাম দ্বিজসত্তমঃ ॥২১
তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ।
বৃহস্পতিং সভাজ্যেদং কচং বচনমব্রুবন্ ॥২২

দেবা ঊচুঃ।

যৎ ত্বয়াস্মদ্ধিতং কর্ম কৃতং বৈ পরমাদ্ভুতম্।
ন তে যশঃ প্রণশিতা ভাগভাক্ চ ভবিষ্যসি ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি যযাত্যুপাখ্যানে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৭

হে দেবযানি! আমি ঋষিপ্রোক্ত ধর্ম্মই বলিতেছি; সুতরাং আমি শাপের যোগ্য নহি; তুমি কামের বশীভূত হইয়াই আমাকে শাপ দিলে, ধর্ম্মের অনুরোধে নহে। অতএব তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে না। কোন ঋষিপুত্র তোমার পাণি গ্রহণ করিবেন না ॥১৮-১৯

তুমি যে বলিলে আমার নিকট বিদ্যা ফলীভূত হইবে না, (ইহা যথার্থ হইলেও) আমি যাহাকে এই বিদ্যা পড়াইব, তাহার নিকট এই বিদ্যা অবশ্যই ফলীভূত হইবে ॥২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দেবযানীকে এই কথা বলিয়া বিপ্রবর কচ শীঘ্র স্বর্গে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে আগত দেখিয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ বৃহস্পতির অর্চনা করিয়া কচকে এই কথা বলিলেন। ২১-২২

দেবগণ বলিলেন—আপনি আমাদের যে হিতকার্য্য সাধন করিলেন, আপনার যশ কখনও নষ্ট হইবে না এবং আপনি দেবগণের সহিত যজ্ঞে ভাগ পাইবেন ॥২৩

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বীয় সম্ভবপর্ব্বে যযাত্যুপাখ্যানে সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

[দেবযানী-শর্ম্মিষ্ঠয়োঃ কলহঃ, শর্ম্মিষ্ঠয়া দেবযান্যাঃ কূপে নিক্ষেপণং, যযাতিনা দেবযান্যা উদ্ধারঃ, শুক্রাচার্য্য-দেবযান্যোঃ কথোপকথনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কৃতবিদ্যে কচে প্রাপ্তে হৃষ্টরূপা দিবৌকসঃ।
কচাদধীত্য তাং বিদ্যাং কৃতার্থা ভরতর্ষভ ॥১

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

[দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার কলহ, শর্ম্মিষ্ঠা কর্ত্তৃক দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপ, যযাতিকর্ত্তৃক দেবযানীর উদ্ধার, দেবযানী ও শুক্রাচার্য্যের কথোপকথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে মহারাজ! বিদ্যালাভ করিয়া কচ ফিরিয়া আসিলে দেবগণ তাঁহার নিকট সেই বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া কৃতার্থ হইলেন ॥১

সর্ব এব সমাগম্য শতক্রতুমথাব্রুবন্ ।
কালস্তে বিক্রমস্যাদ্য জহি শত্রূন্ পুরন্দর ॥২
এবমুক্তস্তু সহিতৈস্ত্রিদশৈর্মঘবাংস্তদা ।
তথেত্যুক্ত্বোপচক্রাম সোহপশ্যত বনে স্ত্রিয়ঃ ॥৩
ক্রীড়ন্তীনাং তু কন্যানাং বনে চৈত্ররথোপমে ।
বায়ুভূতঃ স বস্ত্রাণি সর্বাণ্যেব ব্যমিশ্রয়ৎ ॥৪
ততো জলাৎ সমুত্তীর্য্য কন্যাস্তাঃ সহিতাস্তদা ।
বস্ত্রাণি জগৃহুস্তানি যথাসন্নান্যনেকশঃ ॥৫
তত্র বাসো দেবযান্যাঃ শর্মিষ্ঠা জগৃহে তদা ।
ব্যতিমিশ্রমজানন্তী দুহিতা বৃষপর্বণঃ ॥৬
ততস্তয়োর্মিথস্তত্র বিরোধঃ সমজায়ত ।
দেবযান্যাশ্চ রাজেন্দ্র শর্মিষ্ঠায়াশ্চ তৎকৃতে ॥৭

তখন দেবগণ মিলিয়া শতক্রতুকে (ইন্দ্রকে) বলিলেন—হে পুরন্দর! এখন আপনার বিক্রম প্রকাশের সময় হইয়াছে, শত্রুদিগকে এইবার বধ করুন ॥২

দেবগণ এইরূপ বলিলে, ইন্দ্র 'তাহাই হউক' এইরূপ বলিয়া ভূতলে যাত্রা করিতে গেলেন এবং তথায় এক বনের মধ্যে অনেক নারী দেখিতে পাইলেন ॥৩

কুমারীরা সেখানে চৈত্ররথ তুল্য বনমধ্যে জলাশয়ের উপরে বস্ত্র রাখিয়া জলক্রীড়া করিতেছিল। ইন্দ্র বায়ুরূপ ধারণ করিয়া তাহাদের বস্ত্রগুলি মিশাইয়া দিলেন ॥৪

অনন্তর জল হইতে উপরে উঠিয়া কন্যাসমূহ পূর্ব-সন্নিকট স্থান হইতে বস্ত্র লইয়া পরিধান করিলেন; কিন্তু বস্ত্রগুলি মিশিয়া যাওয়াতে শর্মিষ্ঠা দেবযানীর বস্ত্রখানি পরিয়া ফেলিলেন। শর্মিষ্ঠা অসুররাজ বৃষপর্বার কন্যা ছিলেন ॥৫-৬

দেবযান্যুবাচ ।

কস্মাদ্ গৃহ্ণাসি মে বস্ত্রং শিষ্যা ভূত্বা মমাসুরি ।
সমুদাচারহীনায়া ন তে শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥৮

শর্মিষ্ঠোবাচ ।

আসীনঞ্চ শয়ানঞ্চ পিতা তে পিতরং মম ।
স্তৌতি বন্দতি চাভীক্ষ্ণং নীচৈঃ স্থিত্বা বিনীতবৎ ॥৯
যাচতস্ত্বং হি দুহিতা স্তুবতঃ প্রতিগৃহ্ণতঃ ।
সুতাহং স্তূয়মানস্য দদতোঽপ্রতিগৃহ্ণতঃ ॥১০
আদুন্বস্ব বিদুন্বস্ব দ্রুহ্য কুপ্যস্ব যাচকি ।
অনায়ুধা সায়ুধায়া রিক্তা ক্ষুভ্যসি ভিক্ষুকি ।
লপ্স্যসে প্রতিযোদ্ধারং ন হি ত্বাং গণয়াম্যহম্ ॥১১

হে রাজেন্দ্র! তখন ঐ বস্ত্রের জন্য শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর মধ্যে কলহ বাধিল ॥৭

দেবযানী বলিলেন—হে আসুরি! তুমি শিষ্যা হইয়া আমার কাপড় পরিলে কেন? এই সদাচার পরিত্যাগ করায় তোমার ভাল হইবে না ॥৮

শর্মিষ্ঠা বলিল—আমার পিতা বসিয়াই থাকুন, অথবা শুইয়াই থাকুন, তোমার পিতা নীচে বসিয়া বিনয়ভাবে সর্বদাই আমার পিতার স্তুতি করিয়া থাকেন ॥৯

তুমি যাচকের, স্তাবকের ও প্রতিগ্রহকারীর কন্যা; আর আমি স্তুত্য, স্তবনীয় এবং দানকারীর কন্যা। হে যাচকি! তুমি বুক চাপড়াইয়া কাঁদ, অথবা মাটিতে গড়াইতে থাক, কিংবা আমার প্রতি দ্রোহ কর, আমি তাহা কিছুই গ্রাহ্য করি না। কারণ, তোমার কোন অস্ত্র নাই, আমার কাছে অস্ত্র আছে। সুতরাং হে ভিক্ষুকি। তোমার ক্রোধ ও ক্ষোভকে আমি গ্রাহ্য করি না এবং আমি তোমাকে প্রতিযোদ্ধা হিসাবে গণনাই

(আদুহ্যস্ব বিদুহ্যস্ব দ্রুহ্য কুপ্য চ যাচকি।
অনায়ুধা সায়ুধায়া রিক্তা ক্ষুভ্যসি ভিক্ষুকি ॥)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সমুচ্ছ্রয়ং দেবযানীং গতাং সক্তাঞ্চ বাসসি ॥১২
শর্ম্মিষ্ঠা প্রাক্ষিপৎ কূপে ততঃ স্বপুরমাব্রজৎ।
হতেয়মিতি বিজ্ঞায় শর্ম্মিষ্ঠা পাপনিশ্চয়া ॥১৩
অনবেক্ষ্য যযৌ বেশ্ম ক্রোধবেগপরায়ণা।
অথ তং দেশমভ্যাগাদ্ যযাতির্নহুষাত্মজঃ ॥১৪
শ্রান্তযুগ্যঃ শ্রান্তহয়ো মৃগলিপ্সুঃ পিপাসিতঃ।
স নাহুষঃ প্রেক্ষমাণ উদপানং গতোদকম্ ॥১৫
দদর্শ রাজা তাং তত্র কন্যামগ্নিশিখামিব।
তামপৃচ্ছৎ স দৃষ্ট্বৈব কন্যামমরবর্ণিনীম্ ॥১৬
সান্ত্বয়িত্বা নৃপশ্রেষ্ঠঃ সাম্না পরমবল্গুনা।
কা ত্বং তাম্রনখী শ্যামা সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলা ॥১৭
দীর্ঘং ধ্যায়সি চাত্যর্থং কস্মাচ্ছ্বসিষি চাতুরা।
কথঞ্চ পতিতাস্যস্মিন্ কূপে বীরুত্তৃণাবৃতে ॥১৮
দুহিতা চৈব কস্য ত্বং বদ সত্যং সুমধ্যমে।

দেবযান্যুবাচ।

যোঽসৌ দেবৈর্হতান্ দৈত্যানুত্থাপয়তি বিদ্যয়া।
তস্য শুক্রস্য কন্যাহং স মাং নূনং ন বেত্তি বৈ ॥১৯
([illegible] বঃ [illegible] রূপ-যৌবন-[illegible]।
[illegible] কিং বা [illegible] ॥

যযাতিরুবাচ।

[illegible] দুর্ম্মতিঃ।
কূপে [illegible] ॥)
এষ মে দক্ষিণো রাজন্ পাণিস্তাম্রনখাঙ্গুলিঃ ॥২০
সমুদ্ধর গৃহীত্বা মাং কুলীনস্ত্বং হি মে মতঃ।
জানামি ত্বাং হি সংশান্তং বীর্য্যবন্তং যশস্বিনম্ ॥২১

[illegible] না।১০-১১

(যদি এখন তুমি কোন প্রতিকূল কথা বল, তবে তোমাকে [illegible] [illegible] আমি [illegible] করিয়া দিব।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দেবযানী নিজ [illegible] অভিমানে অভিভূত হইয়া [illegible] ধরিয়া রহিলেন; তখন শর্ম্মিষ্ঠা তাঁহাকে এক কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিল এবং "মরিয়া গিয়াছে" মনে করিয়া পাপিষ্ঠা শর্ম্মিষ্ঠা গৃহে ফিরিয়া আসিল।১২-১৩

ক্রোধের বশীভূত হইয়া শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীর অবস্থা লক্ষ্য না করিয়াই চলিয়া আসিল। তাহার পর সেই স্থানে মৃগয়ার্থী নহুষনন্দন যযাতি উপস্থিত হইলেন।১৪

রাজার যানবাহী ও অশ্বগুলি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তৃষ্ণা অধিক থাকায় তিনি জলের জন্য জলশূন্য ঐ কূপের নিকট গেলেন।১৫

রাজা দেখিলেন অগ্নিশিখার ন্যায় সেই কন্যাকে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১৬

রাজশ্রেষ্ঠ যযাতি তাঁহাকে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সুন্দরি! তাম্রনখী, শ্যামা—(যোড়শবর্ষীয়া বা [illegible]) উজ্জ্বলমণিময় কুণ্ডলে বিভূষিতা তুমি কে?১৭

তুমি কেন চিন্তা করিতেছ এবং শোক করিতেছ কেন? তুমি এই তৃণলতাদিতে আবৃত কূপে কেমন করিয়া পতিত হইলে? হে সুমধ্যমে! তুমি কাহার কন্যা?১৮

দেবযানী বলিলেন—দেবগণনিহত দৈত্যগণকে যিনি সঞ্জীবিত করিয়া থাকেন, আমি সেই শুক্রাচার্য্যের কন্যা। তিনি আমার এই অবস্থার কথা নিশ্চয়ই জানেন না।১৯

(রূপ, যৌবন ও সম্পত্তি যে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই তুমি কে এবং কেন এখানে আসিয়াছ? ইহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।

---

* কোন কোন পুস্তকে ১১ শ্লোকের অতিরিক্ত দুইটি পঙ্‌ক্তি দেখা যায় না।

তস্মান্মাং পরিতস্তস্মাৎ কূপাদুদ্ধর্তুমর্হসি।
বৈশম্পায়ন উবাচ।
তামথো ব্রাহ্মণীং রাজা বিজ্ঞায় নহুষাত্মজঃ ॥২২
গৃহীত্বা দক্ষিণে পাণাবুজ্জহার ততোহবটাৎ।
উদ্ধৃত্য চৈনাং তরসা তস্মাৎ কূপান্নরাধিপঃ ॥২৩

(গচ্ছ ভদ্রে যথাকামং ন ভয়ং বিদ্যতে তব।
ইত্যুচ্যমানা নৃপতিং দেবযানী তদব্রবীৎ।
উবাচ মাং যথা রাজন্ যথা পতিঃ প্রিয়ো হি মে।
গৃহীতাহং যথা পাণৌ তস্মাদ্ভর্তা ভবিষ্যসি।
ইত্যেবমুক্তো নৃপতিস্তামাহ কৃতাঞ্জলিঃ।
অহং ক্ষত্রো ব্রাহ্মণী ত্বং ভার্যা নার্হসি মামকম্।
সর্বলোকগুরুঃ কাব্যস্তস্য দুহিতাসি বৈ।
তস্মাদপি ভয়ং [illegible] তস্মাৎ ত্বং নার্হসি।
দেবযান্যুবাচ।
যদি মৎপাণিগ্রহণং মাং নেচ্ছসি নরাধিপ।
তাতেন বরদে পিত্রা দাস্যে [illegible] পার্থিব।)

আমন্ত্রয়িত্বা সুশ্রোণীং যযাতিঃ স্বপুরং যযৌ।
গতে তু নাহুষে তস্মিন্ দেবযান্যপ্যনিন্দিতা ॥২৪

(কচশাপো হি ময়ি বৃহস্পতিসুতেরিতঃ।
[illegible]
যাহি [illegible] দেবযানীং [illegible]।
[illegible]
ন [illegible]।)

রাজোবাচ।
[illegible]
[illegible])

উবাচ শোকসন্তপ্তা দুহিতা ভার্গবস্য পুনঃ।
দেবযান্যুবাচ।
ত্বরিতং ঘূর্ণিকে গচ্ছ শীঘ্রমাচক্ষ্ব মে পিতুঃ ॥২৫

যযাতি বলিলেন—আমি নহুষের পুত্র রাজা যযাতি, মৃগয়ায় আসিয়া জলের অন্বেষণে এই কূপের নিকট আসিয়াছি।)

দেবযানী বলিলেন—হে রাজন্! এই যে আমার আয়তনখাঙ্গুলিবিশিষ্ট দক্ষিণ হস্ত দেখিতে পাইতেছ, তুমি উহাকে ধরিয়া আমাকে তোল। তুমি উচ্চকুলজাত, শান্ত, বীর্যবান্ ও যশস্বী পুরুষ। সুতরাং তুমি আমাকে এই কূপ হইতে উদ্ধার করিতে পার ॥১৮–২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নহুষনন্দন যযাতি তখন তাঁহাকে ব্রাহ্মণী জানিতে পারিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করত কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন ॥২২

(অনন্তর রাজা তাঁহাকে বলিলেন—হে কল্যাণি! তুমি যথাভিলষিত স্থানে গমন কর, তোমার কোন ভয় নাই। দেবযানী তখন রাজাকে বলিলেন—তুমি আমাকে ডান হাত ধরিয়া যখন তুলিয়াছ, তখন আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া চল; তুমি আমার প্রিয় ভর্তা হইবে। দেবযানীর কথার উত্তরে রাজা বলিলেন—হে শুক্রনন্দিনি! আমি ক্ষত্রিয়জাতি, আর তুমি ব্রাহ্মণকন্যা, তোমার সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে না। সকল লোকের গুরু শুক্রাচার্য, তুমি তাঁহার কন্যা। সেজন্য তোমাকে বিবাহ করিতে আমার ভয় আছে। সুতরাং আমার পত্নী হওয়া তোমার উচিত নয়।

দেবযানী বলিলেন—যদি আমার কথায় তুমি আমাকে গ্রহণ না কর, তবে আমার পিতাই তোমাকে দান করিবেন। হে রাজন্! তখন তুমি আমাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে—ইহা পরে বুঝিতে পারিবে।)

দেবযানী সন্ত্রস্তক্ষ্যাপি নৈবং দুঃখার্ত্তঃ।
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ন তথা বর্ত্তিতং যথা ঘূর্ণিকাগমনমিষ্যম্ ॥২৬
ঘূর্ণি! কাষ্ঠনুত্তমেন সম্বাদবিবেচকম্বা।
আনয়েহ আলোহো দেবযানী বনে বসতাৎ ॥২৭
শর্ম্মিষ্ঠয়া ক্ষালাম ছুরিতো দুর্লভঃ।
তস্যা দুহিতুঃ ভাণ্ডস্থ শর্ম্মিষ্ঠা হতাম্ ॥২৮
বনে নির্জনে তৃষ্ণার্ত্তনিত্যাং দুঃখং মনে।
ঘূর্ণি! দুহিতুঃ কালো দেবযানীং গুত্বা বনে ॥২৯
মাতৃজ্যৈ সর্ব্বদেবতা দুঃখিতো শত্রুবংশতঃ।
আত্মযাবৈৰিষ্যতি সর্ব্বে দুঃখ-দুঃখ ভবাঃ ॥৩০

এইভাবে দেবযানীকে উদ্ধার করিয়া যযাতি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ পুরীতে চলিয়া গেলেন ॥২৩-২৫

(যযাতিরাজ চলিয়া গেলে দেবযানী দুঃখার্ত্ত হইয়া একটি বৃক্ষের নীচে বসিয়া রহিলেন। শুক্রদেব অনেকক্ষণ তাঁহাকে আসিতে না দেখিয়া দাসীকে বলিলেন—তুমি শীঘ্র গিয়া দেবযানীকে লইয়া আইস। শুক্রাচার্য্যের আদেশ পাইয়া দাসী তাঁহাকে আনিবার জন্য বাহির হইল। যেখানে যেখানে তিনি সখীগণে পরিবৃতা হইয়া গিয়াছিলেন, সেই সকল স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে তাঁহাকে সেই বৃক্ষের নীচে দীনা, আর্ত্ত ও শোকসন্তপ্ত অবস্থায় দেখিল।) দাসী বলিল—হে কল্যাণি! আপনার কি? শীঘ্র চলুন, পিতা আপনাকে ডাকিতেছেন। তখন দেবযানী দাসীকে শর্ম্মিষ্ঠাকৃত দুর্ব্যবহারের কথা বলিলেন।)

[illegible] পর শর্ম্মিষ্ঠার অসদাচরণ ব্যবহারে অত্যন্ত শোকসন্তপ্তা হইয়া দেবযানী অনুচর ঘূর্ণিকানাম্নী দাসীকে বলিলেন—হে ঘূর্ণিকে! তুমি শীঘ্র গিয়া পিতাকে বল যে, আমি এখন আর বৃষপর্ব্বার পুরীতে প্রবেশ করিব না ॥২৬-২৮

বনে দুহিতরং দেহপি বনেষু নিহ্নুতিঃ কৃতা।
দেবযান্যুবাচ।
নিন্দিতোহস্মি ন মাং ক্ষুধার্ত্তবতিষ্ঠে বন ॥৩১
শর্ম্মিষ্ঠয়া বহুকানি দুহিতা দুরাত্মনা।
সত্যং কিমেতৎ ন প্রায় দৈত্যানামুপ্তি বাদিতা ॥৩২
এবং হি যে কথয়তি শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী।
বদা স্তৌতিস্তবং ক্রোধসংরক্তলোচনা ভৃশম্ ॥৩৩
স্তুবতো দুহিতা পিতুঃ যাচতঃ প্রতিগৃহ্ণতঃ।
অহং তু স্তূয়মানস্য দদতোঽপ্রতিগৃহ্ণতঃ ॥৩৪
ইদং মামাহ শর্ম্মিষ্ঠা দুহিতা বৃষপর্ব্বণঃ।
ক্রোধসংরক্তনয়না দর্পপূর্ণা পুনঃ পুনঃ ॥৩৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন ঘূর্ণিকা তাড়াতাড়ি অসুরদের সভায় যাইয়া (শুক্রাচার্য্যকে) বলিলেন—"হে ব্রহ্মন্! বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীকে মারিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া শুক্রাচার্য্য সভা হইতে উঠিয়া বনে খুঁজিতে খুঁজিতে বনের মধ্যে দেখিতে পাইলেন এবং দুই বাহু দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"মানুষ নিজ দোষের দুঃখ ও সুখ পাইয়া থাকে। সুতরাং মনে হয়, তোমার কোন পাপ ছিল, তাহারই ফলে এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে"।

দেবযানী বলিলেন—আমার পাপের নিষ্কৃতি হউক বা না হউক, আপনি আমার কথা মনোযোগ দিয়া শুনুন। শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে যাহা বলিল, তাহা সত্য কি না, তাহাই আমাকে বলুন। শর্ম্মিষ্ঠা বলিল—"আপনি নাকি দৈত্যদের স্তুতিকারী।" শর্ম্মিষ্ঠা ক্রোধে আরক্তনয়না হইয়া আমাকে এইরূপ অপ্রিয় কঠোর কথা বলিয়াছে—"তুমি স্তুতিকারী, যাচ্ঞাকারী ও প্রতিগ্রহকারী ব্রাহ্মণের কন্যা। আর আমি স্তূয়মান, দাতা ও অপ্রতিগ্রহীতার কন্যা। আবার বলিয়াছে

যদ্যহং স্তবতস্তাত দুহিতা প্রতিগৃহ্ণতঃ।
প্রসাদয়িষ্যে শর্মিষ্ঠামিত্যুক্তা তু সখী ময়া ॥৩৬

([illegible] মাং [illegible] ।
কূপে [illegible] দূরং গতা ॥)

শুক্র উবাচ।

স্তবতো দুহিতা ন ত্বং যাচতঃ প্রতিগৃহ্ণতঃ।
অস্তোতুঃ স্তূয়মানস্য দুহিতা দেবযান্যসি ॥৩৭

বৃষপর্বৈব তদ্বেদ শক্রো রাজা চ নাহুষঃ।
অচিন্ত্যং ব্রহ্ম নির্দ্বন্দ্বমৈশ্বরং হি বলং মম ॥৩৮

যচ্চ কিঞ্চিৎ সর্বগতং ভূমৌ বা যদি বা দিবি।
তস্যাহমীশ্বরো নিত্যং তুষ্টেনোক্তঃ স্বয়ম্ভুবা ॥৩৯

অহং জলং বিমুঞ্চামি প্রজানাং হিতকাম্যয়া।
পুষ্ণাম্যোষধয়ঃ সর্বা ইতি সত্যং ব্রবীমি তে ॥৪০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং বিষাদমাপন্নাং মন্যুনা সম্প্রপীড়িতাম্।
বচনৈর্মধুরৈঃ শ্লক্ষ্ণৈঃ সান্ত্বয়ামাস তাং পিতা ॥৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি যযাত্যুপাখ্যানে অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৮

[illegible] কথা আমাকে ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিল। আমি তাহাকে বলিয়াছি—"যদি আমি স্তুতিকারী ও প্রতিগ্রহকারীর কন্যা হই, তবে আমি সেবার দ্বারাই তোমার [illegible] উৎপাদন করিব।" (এইরূপ কটুবাক্য বলিয়া সে আমাকে এই কূপে ফেলিয়া দিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে।) [illegible]

শুক্রাচার্য্য বলিলেন—তুমি স্তুতিকারী, যাচক বা প্রতিগ্রহকারীর কন্যা নও। তুমি [illegible] ও স্তূয়মানের কন্যা। বৃষপর্ব্বা, ইন্দ্র ও [illegible] যযাতি—ইঁহারা সকলেই এ কথা জানেন [illegible]—"অচিন্ত্য নির্দ্বন্দ্ব ব্রহ্মই আমার ঐশ্বর বলের কারণ। আর স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া আমাকে বর দিয়াছেন—'তুমি পৃথিবী বা স্বর্গে, সর্বত্র অবস্থিত সমস্ত বস্তুর তুমি সর্বদা অধীশ্বর থাকিবে।' আমিই প্রজাগণের হিতের জন্য বারিবর্ষণ করিয়া সমস্ত ওষধির পোষণ করিয়া থাকি—ইহা তোমাকে সত্য বলিতেছি। ৩৯-৪০

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এইরূপে বিষণ্ণা এবং দুঃখ ও ক্রোধে নিপীড়িতা কন্যাকে পিতা শুক্রাচার্য্য মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিলেন। ৪১

---

* কোন কোন পুস্তকে ৩৫ শ্লোকের পর নিম্নলিখিত ছয়টী শ্লোক অধিক দেখা যায়,—

"[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।"

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য [illegible] মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে
যযাত্যুপাখ্যানে অষ্টসপ্ততিতমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

(শুক্রাচার্য্যস্য দেবযান্যৈ সান্ত্বনাদানম্, তথাপি দেবযান্যা অসন্তোষশ্চ ।)

শুক্র উবাচ ।

(মম বিদ্যা হি নির্ব্বাধা ঐশ্বর্য্যং হি ফলং মম ।
দৈন্যং শাঠ্যং জৈহ্ম্যঞ্চ নাস্তি মে সর্ব্বথাঃ ।)
যঃ পরেষাং নরো নিত্যমতিবাদাংস্তিতিক্ষতে ।
দেবযানি বিজানীহি তেন সর্ব্বমিদং জিতম্ ॥১
যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধং নিগৃহ্ণাতি হয়ং যথা ।
স যন্তেত্যুচ্যতে সদ্ভির্ন যো রশ্মিষু লম্বতে ॥২
যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধমক্রোধেন নিরস্যতি ।
দেবযানি বিজানীহি তেন সর্ব্বমিদং জিতম্ ॥৩
যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধং ক্ষময়েহ নিরস্যতি ।
যথোরগস্ত্বচং জীর্ণাং স বৈ পুরুষ উচ্যতে ॥৪

যঃ সন্ধারয়তে মন্যুং যোঽতিবাদাংস্তিতিক্ষতে ।
যশ্চ তপ্তো ন তপতি দৃঢ়ং সোঽর্থস্য ভাজনম্ ॥৫

যো যজেদপরিশ্রান্তো মাসি মাসি শতং সমাঃ ।
ন ক্রুধ্যেদ্ যশ্চ সর্ব্বস্য তয়োরক্রোধনোঽধিকঃ ॥৬
(ক্রুদ্ধস্য নিষ্ফলাস্তস্য দান-যজ্ঞ-তপাংসি চ ।
তস্মাদক্রোধনে যজ্ঞস্তপো দানং মহাফলম্ ॥
ন পূজ্যো ন তপস্বী চ ন দাতা ন চ কর্ম্মবিৎ ।
ক্রোধস্য যো বশং গচ্ছেৎ তস্য লোকদ্বয়ং ন চ ॥
পুত্র-ভৃত্য-সুহৃন্মিত্র-ভার্য্যা ধর্ম্মশ্চ সত্যতা ।
তস্যৈতান্যপযাস্যন্তি ক্রোধশীলস্য নিশ্চয়ম্ ॥)
যৎ কুমারাঃ কুমার্য্যশ্চ বৈরং কুর্য্যুরচেতসঃ ।
ন তৎ প্রাজ্ঞোঽনুকুর্ব্বীত ন বিদুস্তে বলাবলম্ ॥৭

দেবযান্যুবাচ ।

বেদাহং তাত বালাপি ধর্ম্মাণাং যদিহান্তরম্ ।
অক্রোধে চাতিবাদে চ বেদ চাপি বলাবলম্ ॥৮

একোনাশীতিতম অধ্যায় ।

(শুক্রাচার্য্যকর্ত্তৃক দেবযানীর সান্ত্বনাদান, তথাপি দেবযানীর অসন্তোষ ।)

(শুক্রাচার্য্য বলিলেন—আমার বিদ্যা অতুলনীয়া, আমার ঐশ্বর্য্য ঐ বিদ্যার ফল। অতএব আমার কোন দীনতা, শঠতা ও কুটিলতা থাকিবার নাই ।)

যে ব্যক্তি অপরের অতিবাদোক্তিকে সহন করে, হে দেবযানি ! সে সব কিছুই জয় করিয়াছে জানিবে ॥১

যে নিজের উত্থিত ক্রোধকে সংযত করিতে পারে, তাহাকেই যন্তা বলে, তাহাকে ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া থাকিতে হয় না ॥২

যে অক্রোধের দ্বারা উত্থিত ক্রোধকে নিরাস করিতে পারে, সেই ব্যক্তি সব জয় করিয়াছে জানিবে ॥৩

সর্প জীর্ণনির্ম্মোকের ন্যায় যে ক্রোধকে ক্ষমার দ্বারা ত্যাগ করিতে পারে, তাহাকেই পুরুষ বলে ॥৪

যে ক্রোধকে ধারণ করে, অতিবাদোক্তিকে সহন করে এবং উত্তপ্ত হইবার মত কারণ থাকিলেও উত্তপ্ত হয় না, সেই পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে ॥৫

যে শতবৎসরব্যাপী প্রতিমাসে অবিশ্রান্ত-ভাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে এবং যে অক্রোধী —উভয়ের মধ্যে অক্রোধীই শ্রেষ্ঠ ॥৬

(ক্রুদ্ধ পুরুষের দান, যজ্ঞ ও তপস্যা সবই নিষ্ফল হয়। কিন্তু অক্রোধী ব্যক্তির তপস্যা দানযজ্ঞাদি সবই সফল। যে ক্রোধের বশীভূত হয়, সে পূজনীয় নয়, সে তপস্বী নয়, সে দাতাও নয় এবং সে কর্ম্ম-বিৎ নয়। তাহার ইহলোক ও পরলোক উভয়ই নষ্ট হয়। ক্রোধস্বভাব পুরুষের পুত্র, ভৃত্য, সুহৃৎ, মিত্র, ভার্য্যা, ধর্ম্ম ও সত্যতা—এই সবই তাহাকে

শিষ্যস্যাশিষ্যবৃত্তেহি ন ক্ষন্তব্যং বুভূষতা।
তস্মাৎ সঙ্কীর্ণবৃত্তেষু বাসো মম ন রোচতে ॥৯

পুমাংসো যে হি নিন্দন্তি বৃত্তেনাভিজনেন চ।
ন তেষু নিবসেৎ প্রাজ্ঞঃ শ্রেয়োঽর্থী পাপবুদ্ধিষু ॥১০

যে ত্বেনমভিজানন্তি বৃত্তেনাভিজনেন বা।
তেষু সাধুষু বস্তব্যং স বাসঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥১১

(দুর্বৃত্তিকা মম [illegible] [illegible] ।
দুর্বৃত্তাঃ পাপকর্মাণস্তথা [illegible] বা ॥

অভ্যসূয়ন্ত যে নিত্যং [illegible] চ।
ন তেষু নিবসেৎ [illegible] পাপবুদ্ধিঃ [illegible] ।

[illegible] বাপি বহু [illegible] যো নরঃ।
[illegible] তস্মাৎ যোগং ন রোচয়েৎ ॥)

বাগ্দুরুক্তং মহাঘোরং দুহিতুর্বৃষপর্বণঃ।
মম মথ্নাতি হৃদয়মগ্নিকাম ইবারণিম্ ॥১২

ন হ্যতো দুষ্করতরং মন্যে লোকেষ্বপি ত্রিষু।
(নিঃস্বস্তথা বিশেষেণ [illegible] সর্বজনম্ ।
[illegible] গৌরবং ন চ যুজ্যতে ॥)

যঃ সপত্নশ্রিয়ং দীপ্তাং হীনশ্রীঃ পর্যুপাসতে।
মরণং শোভনং তস্য ইতি বিদ্বজ্জনা বিদুঃ ॥১৩

পরিত্যাগ করে ইহা বিদিত ।)

কুমার কুলশীলে উৎকৃষ্ট হইয়া যে কলহ করে, বুদ্ধিমান্ পুরুষ তাহা সহিতে পারেন না, কারণ তাঁহার বিবেক আছে।৮

দেবযানী বলিলেন—হে পিতঃ! আমি বালিকা হইলেও ধর্মসমূহের মধ্যে পার্থক্য জানি, অক্রোধে ও অতিবাদের ভেদ এবং বলাবল সম্বন্ধে জানি। কিন্তু যে অভ্যুদয় কামনা করে, তাহার পক্ষে অশিষ্টের মত শিষ্যের আচরণ সহ্য করা উচিত। সুতরাং এইরূপ সঙ্কীর্ণস্বভাব লোকের সহিত বাস করা আমার রুচিকর নহে। যে সকল পুরুষ অন্যের সদাচার ও কুলের নিন্দা করে, সেইরূপ পাপবুদ্ধি লোকদের সহিত বাস করা উচিত নয়।

যাহারা সদাচার, কুলীনতা, ও [illegible] প্রশংসা করে, সেইরূপ সাধুপুরুষদের মধ্যেই বাস করা শ্রেয়ঃ।৯। (মোক্ষদ ৮০-১১)

(ধনহীন লোকেও যদি দুরাচারী হয়, তাহাদের পাপকর্ম, দুরাচার পরিত্যাগ করিতে শ্রেষ্ঠ। যাহারা বিনা কারণেই অন্যের দোষ ধরে ও নিন্দা করে, তাহাদের সঙ্গে বাস করা উচিত নয়, উহাতে নিজের মধ্যে পাপ প্রবেশ করে। পুরুষ অথবা স্ত্রী যে কোন একটিতে মানুষ যখন আসক্ত হয়, তখন তাহাতে তাহার অত্যাসক্তি হইবেই। সুতরাং পাপে রুচি করা উচিত নয়।)

বৃষপর্বার কন্যার অত্যন্ত ভয়ানক দুর্বাক্য আমার অন্তরকে অগ্নিমন্থনের কাষ্ঠ মথিত করিতেছে।১২

(সর্বাপহারী কঠিন বাক্য যাহারা বলে, তাহাদের সহিত সুখ ও বিশেষতঃ গৌরবও পরিত্যাগ করে।)

এইরূপ সর্বাপহারী দুর্বাক্যের মত কষ্টকর কার্য এ তিন লোকে আর আছে কিনা সন্দেহ। মানুষ শ্রীহীন হইলেও শত্রুর শ্রী ঐশ্বর্যের উপাসনা করে না। বিদ্বান্‌গণ ইহা হইতে মৃত্যুকেও শ্রেষ্ঠ মনে করেন।১৩

---

*কোন কোন মহাভারতে ৯ শ্লোকের পরেই [illegible] নিম্নলিখিত অর্দ্ধশ্লোক অধিক দেখা যায়,—

"[illegible]।"

([illegible] নৈবেদ্যৈরেষ [illegible] ।
[illegible] [illegible]
[illegible] লোকেষু [illegible] ।
[illegible] [illegible]
[illegible] পতিতো [illegible] ॥

[illegible] নৈবেদ্যৈঃ [illegible] ।
[illegible] [illegible] ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামনুশাসনপর্বণি [illegible] একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৯॥

([illegible] সহিত দান করিলে [illegible] [illegible] করিতে হয়। [illegible] [illegible] হয়। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] [illegible] পরিপূর্ণ হয়, কিন্তু [illegible] পূর্ণ হয় না।)

শ্রীমন্মহর্ষি-বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের [illegible] [illegible]
[illegible] একোনাশীতিতমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

[[illegible] সুবর্ণ[illegible], [illegible], বেদব্যাস[illegible] [illegible] [illegible]
সুবর্ণস্য গুরুচার্য্য-বেদব্যাসয়োঃ [illegible] ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] ॥১॥
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] ॥২॥
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥৩॥

([illegible] [illegible] [illegible] ।)
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥৪॥

[illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥৫॥

অশীতিতম অধ্যায়।

[[illegible] [illegible] সুবর্ণের [illegible] এবং [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] সুবর্ণ[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—[illegible] [illegible] [illegible] হইয়া সুবর্ণের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সুবর্ণের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—হে [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করে। [illegible]

---

* [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—

[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥"

অথবা মার্জ্জিতবানসি দৈত্যা বিপ্রাপ্রকাশিনম্।
মদ্বধমাহুরো লোকে ন নিয়ন্ত্রাপেক্ষতে ॥৬

বৃষপর্ব্বোবাচ।

(যদি ত্যজন্ যাস্যসি বৈ মদ্রাজ্যাদাসুরম্।
নিশ্চিতা দেবযানীঃ ত্বেন মহাত্মন্নর্জিতম্ ॥)
নাধর্ম্মং ন মৃষাবাদং ত্বয়ি জানামি ভার্গব।
ত্বয়ি ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ তৎ প্রসীদতু নো ভবান্ ॥৭
যদ্যস্মানপহায় ত্বমিতো গচ্ছসি ভার্গব।
সমুদ্রং সম্প্রবেক্ষ্যামো নান্যদস্তি পরায়ণম্ ॥৮
(অন্যত্র যাসি দেবান্ মাং ত্যক্ত্বা ভার্গব।
সর্ব্বত্যাগং ততঃ কৃত্বা প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্ ॥)

শুক্র উবাচ।

সমুদ্রং প্রবিশধ্বং বা দিশো বা দ্রবতাসুরাঃ।
দুহিতুর্নাপ্রিয়ং সোঢ়ুং শক্তোঽহং দয়িতা হি মে ॥৯
প্রসাদ্যতাং দেবযানী জীবিতং হ্যত্র মে স্থিতম্।
যোগক্ষেমকরস্তেঽহমিন্দ্রস্যেব বৃহস্পতিঃ ॥১০

বৃষপর্ব্বোবাচ।

যৎ কিঞ্চিদসুরেন্দ্রাণাং বিদ্যতে বসু ভার্গব।
ভুবি হস্তিগবাশ্বং বা তস্য ত্বং মম চেশ্বরঃ ॥১১

শুক্র উবাচ।

যৎ কিঞ্চিদস্তি দ্রবিণং দৈত্যেন্দ্রাণাং মহাসুর।
তস্যেশ্বরোঽস্মি যদ্যেষা দেবযানী প্রসাদ্যতাম্ ॥১২

অধর্ম্মও তৎক্ষণাৎ উর্ব্বর ভূমির শস্যের ন্যায় নিজেরে ফল না দিলেও পুত্র বা পৌত্রে ফল দান করে। (হে রাজন্ ! হে অসংযমী, বিবাদী, অধার্ম্মিক, নিন্দনীয় ! তুমি ব্রাহ্মণের দ্রোহী, পাপপূর্ণ, শঠ, গুরুজনের নিন্দাকারী, ধর্ম্মনাশক এবং তাহার ফলভোগের উপযুক্ত হইয়াছ। হে বৃষপর্ব্বন্ ! আমার কথা শুন, আমি সগণে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। হে রাজন্ ! আমি তোমার সঙ্গে তোমার রাজ্যে বাস করিতে পারিব না।৫

হে দৈত্যরাজ ! ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে কর, যেহেতু তোমার নিজের এই দোষগুলির নিবৃত্তি না করিয়া তাহা উপেক্ষা করিতেছ।৬

বৃষপর্ব্বা বলিলেন—(হে ব্রহ্মন্ ! যদি আপনি অসুরকে ত্যাগ করিয়া যান এবং যদি আমি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দেবযানীকে অপমানিত করিয়া থাকি, তবে যেন আমার সদ্গতি না হয়।) হে ভার্গব ! আপনার সম্বন্ধে কোন অধর্ম্ম বা মিথ্যা কথা আমি জানি না; ধর্ম্ম ও সত্য আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং আপনি প্রসন্ন হউন।৭

হে ভার্গব ! যদি আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তবে সমুদ্রে প্রবেশ করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই।৮

(যদি আপনি অসুরদিগকে ত্যাগ করিয়া দেবগণের পক্ষে চলিয়া যান, তবে আমি সব ত্যাগ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিব।)

শুক্র বলিলেন—হে অসুরগণ ! তোমরা সমুদ্রেই প্রবেশ কর অথবা অগ্নিতেই প্রবেশ কর, আমি আমার কন্যার অপ্রিয় কার্য্য কখনও সহ্য করিব না; কারণ, সে আমার অত্যন্ত প্রিয়।৯

আমি দেবগণের প্রতি বৃহস্পতির ন্যায় তোমাদের যোগক্ষেমকারী (হিতৈষী), সুতরাং আমার কন্যাকে প্রসন্ন কর; কারণ তাহাতে আমার প্রাণ নিহিত।১০

বৃষপর্ব্বা বলিলেন—হে ভার্গব ! অসুরশ্রেষ্ঠগণের যাহা কিছু ধন ও সম্পত্তি আছে এবং পৃথিবীতে যে সকল হস্তী, গো ও অশ্ব আছে, তাহাদের সকলের এবং আমারও ঈশ্বর আপনি।১১

শুক্র বলিলেন—হে মহাসুর ! যদি তুমি দেবযানীকে প্রসন্ন করিতে পার, তবেই আমি বুঝিব যে, তুমি আমাকে দৈত্যগণের ঈশ্বর বলিয়া

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্ততো ব্যাহ বৃষপর্বা মহাকবিঃ।
দেবযান্যভিমতং যথা তদর্থং প্রাহ ভার্গব ॥১৩

দেবযান্যুবাচ।

যদি ত্বমীশ্বরস্তাত রাজ্ঞো বিত্তস্য ভার্গব।
নাভিজানামি তৎ তেঽহং রাজা তু বদতু স্বয়ম্ ॥১৪

বৃষপর্বোবাচ।

যং কামমভিকামাসি দেবযানি শুচিস্মিতে।
তৎ তেঽহং সম্প্রদাস্যামি যদি বাপি সুদুর্লভম্ ॥১৫

দেবযান্যুবাচ।

দাসীং কন্যাসহস্রেণ শর্মিষ্ঠামভিকাময়ে।
অনু মাং তত্র গচ্ছেৎ সা যত্র দদ্যাচ্চ মে পিতা ॥১৬

বৃষপর্বোবাচ।

উত্তিষ্ঠ হে সখি ধাত্রি শর্মিষ্ঠাং শীঘ্রমানয়।
যঞ্চ কাময়তে কামং দেবযানী করোতু তম্ ॥১৭
(ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো ধাত্রী তত্র গত্বা শর্মিষ্ঠাং বাক্যমব্রবীৎ।
উত্তিষ্ঠ ভদ্রে শর্মিষ্ঠে জ্ঞাতীনাং সুখমাবহ ॥১৮
ত্যজতি ব্রাহ্মণঃ শিষ্যান্ দেবযান্যা প্রচোদিতঃ।
সা যং কাময়তে কামং স কার্য্যোঽদ্য ত্বয়ানঘে ॥১৯

শর্মিষ্ঠোবাচ

যং সা কাময়তে কামং করবাণ্যহমদ্য তম্।
যদ্যেবমাহ্বয়েচ্ছুক্রো দেবযানীকৃতে হি মাম্।
মদ্দোষান্মা গমচ্ছুক্রো দেবযানী চ মৎকৃতে ॥২০

মানিয়া লইবে ॥১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—শুক্রাচার্য্যের কথা শুনিয়া বৃষপর্ব্বা 'তাহাই হইবে' বলিয়া উহার কথা মানিয়া লইল। তখন মহাকবি শুক্রাচার্য্য দেবযানীর নিকটে গিয়া সব কথা বলিলেন ॥১৩

দেবযানী বলিলেন—পিতঃ! যদি আপনিই রাজধনের অধীশ্বর হইয়া থাকেন, তবে আপনার কথায় হইবে না, রাজা স্বয়ং আমাকে বলুন ॥১৪

বৃষপর্ব্বা বলিল—হে শুচিস্মিতে! দেবযানি! তুমি যাহা চাহিবে, তাহা যদি আমার নিকট দুর্লভও হয়, তবে আমি তাহাও প্রদান করিব ॥১৫

দেবযানী বলিলেন—আমি চাই হাজার কন্যার সহিত শর্মিষ্ঠা আমার দাসী হইবে; আমার পিতা আমাকে যাহার সহিত বিবাহ দিবেন, সে আমার সহিত সেখানেই গমন করিবে ॥১৬

বৃষপর্ব্বা বলিল—হে ধাত্রি! তুমি উঠ, যাও। শর্মিষ্ঠাকে শীঘ্র লইয়া আইস। দেবযানী যাহা যাহা ইচ্ছা করেন, সে তাহাই সম্পাদন করিবে ॥১৭

(মানুষ কুলের জন্য একজনকে পরিত্যাগ করিবে, গ্রামের জন্য কুলকেও ত্যাগ করিবে, জনপদের জন্য গ্রামকেও ত্যাগ করিবে এবং আত্মরক্ষার্থে সমস্ত পৃথিবীকেই ত্যাগ করিবে—ইহা শাস্ত্রের নির্দেশ।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন ধাত্রী শর্মিষ্ঠার নিকটে গিয়া বলিল—হে ভদ্রে! শর্মিষ্ঠে! তুমি উঠ, জ্ঞাতিগণের সুখ আনয়ন কর। ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্য দেবযানীর প্রেরণায় শিষ্যগণকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তুমি দেবযানীর নিকটে চল, সে এখন হইতে তোমাকে যাহা করিতে বলিবে,

---

* কোন কোন মহাভারতে ১৭ শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটী অধিক দেখা যায়,—

"বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততস্তদা [illegible] মহামনাঃ।
দেবযানি [illegible] মহাত্মনঃ॥"

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কন্যাসহস্রেণ বৃতা শিবিকয়া তদা।
পিতুর্নিয়োগাৎ ত্বরিতা নিশ্চক্রাম পুরোত্তমাৎ ॥২১

শর্ম্মিষ্ঠোবাচ।

অহং দাসীসহস্রেণ দাসী তে পরিচারিকা।
অনু ত্বাং তত্র যাস্যামি যত্র দাস্যতি তে পিতা ॥২২

দেবযান্যুবাচ।

স্তুবতো দুহিতাহং তে যাচতঃ প্রতিগৃহ্ণতঃ।
স্তূয়মানস্য দুহিতা কথং দাসী ভবিষ্যসি ॥২৩

শর্ম্মিষ্ঠোবাচ।

যেন কেনচিদার্ত্তানাং জ্ঞাতীনাং সুখমাবহেৎ।
অতস্ত্বামনুযাস্যামি যত্র দাস্যতি তে পিতা ॥২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রতিশ্রুতে দাসভাবে দুহিত্রা বৃষপর্ব্বণঃ।
দেবযানী নৃপশ্রেষ্ঠ পিতরং বাক্যমব্রবীৎ ॥২৫

দেবযান্যুবাচ।

প্রবিশামি পুরং তাত তুষ্টাস্মি দ্বিজসত্তম।
অমোঘং তব বিজ্ঞানমস্তি বিদ্যাবলঞ্চ তে ॥২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তো দুহিত্রা স দ্বিজশ্রেষ্ঠো মহাযশাঃ।
প্রবিবেশ পুরং হৃষ্টঃ পূজিতঃ সর্ব্বদানবৈঃ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি যযাত্যুপাখ্যানে অশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮০

তোমাকে তাহাই করিতে হইবে ॥১৮-১৯

শর্ম্মিষ্ঠা বলিল—যদি শুক্রাচার্য্য দেবযানীর অভীষ্টের জন্য আমাকে ডাকিয়া থাকেন, তবে আমি দেবযানী যাহা বলিবে—তাহাই করিব। আমার দোষে শুক্রাচার্য্য বা দেবযানী চলিয়া যাইবেন—ইহা আমি চাই না ॥২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তদনন্তর শর্ম্মিষ্ঠা এক সহস্র কন্যার সহিত শিবিকায় চড়িয়া পিতার আদেশে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইল ॥২১

শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীর নিকটে গিয়া বলিল—আমি সহস্র দাসীর সহিত তোমার দাসী হইলাম। তোমার পিতা তোমাকে যাহার হস্তে বিবাহ দিবেন, আমি সেই স্থানেই তোমার সহিত যাইব ॥২২

দেবযানী বলিলেন—আমি স্তবকারী, ভিক্ষুক ও প্রতিগ্রহকারীর কন্যা, আর তুমি বন্দিত যোগ্য পুরুষের কন্যা। তুমি আমার দাসী হইবে কি প্রকারে ॥২৩

শর্ম্মিষ্ঠা বলিল—যে কোন উপায়ে আত্মীয়বর্গকে সুখী করাই আমার কর্তব্য; সুতরাং যেখানে তোমার পিতা তোমাকে দিবেন, আমি সেইখানেই তোমার দাসী হইয়া যাইব ॥২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা দাসী হইবার প্রতিশ্রুতি করিলে দেবযানী পিতাকে বলিলেন ॥২৫

দেবযানী বলিলেন—হে পিতঃ ! হে বিপ্রবর ! চলুন, দৈত্যপুরীতে প্রবেশ করি। আপনার জ্ঞান ও বিদ্যার বল যে অব্যর্থ, তাহা আমি বুঝিলাম ॥২৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কন্যা এইরূপ বলিলে বিপ্রশ্রেষ্ঠ মহাযশা শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণকর্তৃক পূজিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুরীতে প্রবেশ করিলেন ॥২৭

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে
যযাতি-উপাখ্যানে অশীতিতমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

[সখীভিঃ সহ দেবযান্যা বনবিহারঃ, তত্র যযাতেরাগমনম্, দেবযান্যা সহ তস্য বার্তালাপঃ, বিবাহশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
অথ দীর্ঘস্য কালস্য দেবযানী নৃপোত্তম ।
বনং তদেব নির্যাতা ক্রীড়ার্থং বরবর্ণিনী ॥১

তেন দাসীসহস্রেণ সার্ধং শর্মিষ্ঠয়া তদা ।
তমেব দেশং সম্প্রাপ্তা যথাকামং চচার সা ॥২

তাভিঃ সখীভিঃ সহিতা সর্বাভির্মুদিতা ভৃশম্ ।
ক্রীড়ন্ত্যোঽভিরতাঃ সর্বাঃ পিবন্ত্যো মধুমাধবীম্ ॥৩

খাদন্ত্যো বিবিধান্ ভক্ষ্যান্ বিদশন্ত্যঃ ফলানি চ ।
পুনশ্চ নাহুষো রাজা মৃগলিপ্সুর্যদৃচ্ছয়া ॥৪

তমেব দেশং সম্প্রাপ্তো জলার্থী শ্রমকর্ষিতঃ ।
দদৃশে দেবযানীং স শর্মিষ্ঠাং তাশ্চ যোষিতঃ ॥৫

পিবন্তীর্ললমানাশ্চ দিব্যাভরণভূষিতাঃ ।
আসনে প্রবরে দিব্যে সর্বাভরণভূষিতে ।
উপবিষ্টাঞ্চ দদৃশে দেবযানীং শুচিস্মিতাম্ ॥৬
রূপেণাপ্রতিমাং তাসাং স্ত্রীণাং মধ্যে বরাঙ্গনাম্ ।
শর্মিষ্ঠয়া সেব্যমানাং পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥৭

যযাতিরুবাচ ।
দ্বাভ্যাং কন্যাসহস্রাভ্যাং দ্বে কন্যে পরিবারিতে ।
গোত্রে চ নামনী চৈব দ্বয়োঃ পৃচ্ছাম্যহং শুভে ॥৮

দেবযান্যুবাচ ।
আখ্যাস্যাম্যহমাদৎস্ব বচনং মে নরাধিপ ।
শুক্রো নামাসুরগুরুঃ সুতাং জানীহি তস্য মাম্ ॥৯
ইয়ঞ্চ মে সখী দাসী যত্রাহং তত্র গামিনী ।
দুহিতা দানবেন্দ্রস্য শর্মিষ্ঠা বৃষপর্বণঃ ॥১০

একাশীতিতম অধ্যায় ।

[সখীদের সহিত দেবযানীর বনবিহার, যযাতির আগমন, তাহার সহিত দেবযানীর বার্তালাপ ও বিবাহ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে মহারাজ ! অনন্তর সুন্দরী দেবযানী দীর্ঘকাল পরে ক্রীড়া করিবার জন্য পূর্বোক্ত সেই বনে নির্গত হইলেন ।১

সহস্রদাসীর সহিত শর্মিষ্ঠাকে লইয়া সেই বনদেশে গমন করত তিনি ইচ্ছামত বিহার করিতে লাগিলেন ।২

সেই সকল সখীর সহিত আনন্দে মত্ত হইয়া পরস্পর সকলে কখনও খেলা করিতেছিলেন, কখনও সুন্দর মধু পান করিতেছিলেন, কখনও বিবিধ সুখাদ্য খাদ্যদ্রব্য ও নানাবিধ সুমিষ্ট ফল ভক্ষণ করিতেছিলেন। এমন সময় দৈবক্রমে নহুষনন্দন যযাতিও মৃগয়াপ্রসঙ্গে শ্রান্ত ও পিপাসার্ত হইয়া জলের অন্বেষণে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেবযানী, শর্মিষ্ঠা এবং তাহাদের সঙ্গিনী দাসীগণকে দেখিলেন ।৩-৫

তাহারা সকলেই সেই স্থানে মধু পান করত খেলা করিতেছিলেন। তাহারা সকলেই সর্বাভরণভূষিতা ছিলেন; তাহাদের মধ্যে একটী দিব্য সর্বাভরণভূষিত আসনে মধুর হাস্যবতী দেবযানী উপবিষ্ট ছিলেন—রাজা যযাতি লক্ষ্য করিলেন এবং দেখিলেন, তিনি সকলের চেয়ে অধিক রূপবতী এবং শর্মিষ্ঠাও তাঁহার পাদসংবাহন (পা টিপিয়া দিতেছেন) করিতেছেন ।৬-৭

যযাতি বলিলেন—দুই হাজার কন্যায় দ্বারা পরিবৃতা দুইটি কন্যাকে আমি দেখিতেছি। হে কন্যে! আপনাদের উভয়ের গোত্র ও নাম আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি ।৮

দেবযানী বলিলেন,—হে রাজন্! আমি আপনাকে আমার পরিচয় দিতেছি, মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন। অসুরগণের গুরু শুক্রাচার্যের কন্যা বলিয়া আমাকে জানুন ।৯

ইনি দানবরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা, ইনি আমার সখীও এবং দাসীও বটেন ।১০

যযাতিরুবাচ।
কস্য তু তে সখী দাসী [illegible] বরবর্ণিনী।
[illegible] পরং কৌতূহলং হি মে ॥১১

দেবযান্যুবাচ।
সর্ব্বমেব নরশ্রেষ্ঠ বিধানমনুবর্ত্ততে।
বিধানবিহিতং মত্বা মা বিচিত্রাঃ কথাঃ কৃথাঃ ॥১২

রাজবদ্রূপবেশৌ তে ব্রাহ্মীং বাচং বিভর্ষি চ।
কো নাম ত্বং কুতশ্চাসি কস্য পুত্রশ্চ শংস মে ॥১৩

যযাতিরুবাচ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ বেদো মে কৃৎস্নঃ শ্রুতিপথং গতঃ।
রাজাহং রাজপুত্রশ্চ যযাতিরিতি বিশ্রুতঃ ॥১৪

দেবযান্যুবাচ।
কেনাস্যর্থেন নৃপতে ইমং দেশমুপাগতঃ।
জিঘৃক্ষুর্বারিজং কিঞ্চিদথবা মৃগলিপ্সয়া ॥১৫

যযাতিরুবাচ।
মৃগলিপ্সুরহং ভদ্রে পানীয়ার্থমুপাগতঃ।
বহুধাপ্যনুযুক্তোঽস্মি তন্মানুজ্ঞাতুমর্হসি ॥১৬

দেবযান্যুবাচ।
দ্বাভ্যাং কন্যাসহস্রাভ্যাং দাস্যা শর্মিষ্ঠয়া সহ।
ত্বদধীনাস্মি ভদ্রং তে সখা ভর্ত্তা চ মে ভব ॥১৭

যযাতিরুবাচ।
বিদ্ধ্যৌশনসি ভদ্রং তে ন ত্বামর্হোঽস্মি ভাবিনি।
অবিবাহ্যা হি রাজানো দেবযানি পিতুস্তব ॥১৮
([illegible] যথা শ্রেষ্ঠাঃ [illegible] পরিষ্ঠা [illegible]।
[illegible] ক্ষত্রিয়াঃ [illegible] শুচিঃ ॥)

যযাতি বলিলেন—হে [illegible]! এই বরবর্ণিনী অনুচারিকা আপনার সখী ও দাসী হইলেন কিরূপে। ইহা জানিতে আমার বড় কৌতূহল হইতেছে ॥১১

দেবযানী বলিলেন—হে নরশ্রেষ্ঠ! সকলেই সব কিছুই বিধির বিধানের অনুসরণ করে। সুতরাং বিধিবিহিত মনে করিয়া বিচিত্র কথা আপনি আর বলিবেন না। আপনার রূপ ও বেশ রাজার মত মনে হইতেছে। আপনার নাম কি এবং আপনি কাহার পুত্র তাহা আমাকে বলুন ॥১২-১৩

যযাতি বলিলেন—ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সমগ্র বেদ আমি অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি রাজপুত্র এবং স্বয়ং রাজা যযাতি ॥১৪

দেবযানী বলিলেন—হে রাজন্! আপনি কি উদ্দেশ্যে এই দেশে আসিয়াছেন? আপনি কি জলার্থী অথবা মৃগার্থী ॥১৫

যযাতি বলিলেন—হে ভদ্রে! আমি মৃগয়ায় পরিশ্রান্ত হইয়া জলের জন্য এখানে আসিয়াছি। বহু প্রকারে [illegible] পুঁছিয়া আমি পরিশ্রান্ত; আপনি আমাকে অনুজ্ঞা করুন ॥১৬

দেবযানী বলিলেন—দুই সহস্র কন্যা ও শর্মিষ্ঠার সহিত আমি আপনার অধীন হইলাম। আপনি আমার স্বামী হউন ॥১৭

যযাতি বলিলেন—হে শুক্রনন্দিনি! আপনার কল্যাণ হউক। আমি আপনার পতি হইবার যোগ্য নহি; [illegible] আপনি [illegible]। হে দেবযানি! শুক্রাচার্য্য আপনার পিতা [illegible] হইবার অযোগ্য ॥১৮

(পণ্ডিতগণ বলেন,—[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible]—ইহারা [illegible]।

---

* কোন কোন পুস্তকে ১১ শ্লোকের পর অধিক শ্লোক আছে। যথা,—
"[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]"

দেবযান্যুবাচ।
সংসৃষ্টং ব্রহ্মণা ক্ষত্রং ক্ষত্রেণ ব্রহ্ম সংহিতম্।
ঋষিশ্চাপ্যৃষিপুত্রশ্চ নাহুষাঙ্গ বহস্ব মাম্॥১৯

যযাতিরুবাচ।
একদেহোদ্ভবা বর্ণাশ্চত্বারোঽপি বরাঙ্গনে।
পৃথগ্ধর্ম্মাঃ পৃথক্‌শৌচাস্তেষাং তু ব্রাহ্মণো বরঃ॥২০

দেবযান্যুবাচ।
পাণিধর্ম্মো নাহুষায়ং ন পুম্ভিঃ সেবিতঃ পুরা।
তং মে ত্বমগ্রহীরগ্রে বৃণোমি ত্বামহং ততঃ॥২১
কথং তু মে মনস্বিন্যাঃ পাণিমন্যঃ পুমান্ স্পৃশেৎ।
গৃহীতমৃষিপুত্রেণ স্বয়ং বাপ্যৃষিণা ত্বয়া॥২২

যযাতিরুবাচ।
ক্রুদ্ধাদাশীবিষাৎ সর্পাজ্জ্বলনাৎ সর্ব্বতোমুখাৎ।
দুরাধর্ষতরো বিপ্রো জ্ঞেয়ঃ পুংসা বিজানতা॥২৩

দেবযান্যুবাচ।
কথমাশীবিষাৎ সর্পাজ্জ্বলনাৎ সর্ব্বতোমুখাৎ।
দুরাধর্ষতরো বিপ্র ইত্যাত্থ পুরুষর্ষভ॥২৪

যযাতিরুবাচ।
একমাশীবিষো হন্তি শস্ত্রেণৈকশ্চ বধ্যতে।
হন্তি বিপ্রঃ সরাষ্ট্রাণি পুরাণ্যপি হি কোপিতঃ॥২৫
দুরাধর্ষতরো বিপ্রস্তস্মাদ্ভীরু মতো মম।
অতোঽদত্তাঞ্চ পিত্রা ত্বাং ভদ্রে ন বিবহাম্যহম্॥২৬

দেবযান্যুবাচ।
দত্তাং বহস্ব ত্বং মাং পিত্রা রাজন্ বৃতো ময়া।
অযাচতো ভয়ং নাস্তি দত্তাঞ্চ প্রতিগৃহ্ণতঃ॥২৭
(কিঞ্চ রাজন্ [illegible] পিতুঃ।
[illegible]
[illegible] ॥)

দেবযানী বলিলেন—ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়ের এবং ক্ষত্রিয়েরও সহিত ব্রাহ্মণের পূর্ব্বে মিলন হইয়াছে। হে নহুষনন্দন! আপনি স্বয়ং রাজর্ষি এবং রাজর্ষিপুত্র; আপনি আমাকে বিবাহ করুন ॥১৯

যযাতি বলিলেন—হে বরাঙ্গনে! চারি বর্ণই এক (ব্রহ্মার) শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বটে; কিন্তু প্রত্যেক বর্ণের ধর্ম্ম ও শৌচ পৃথক্ পৃথক্। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ সকলের শ্রেষ্ঠ ॥২০

দেবযানী বলিলেন,—হে নহুষনন্দন! কোন পুরুষ আপনার পূর্ব্বে আমার পাণিগ্রহণ (হস্তধারণ) করে নাই। আপনিই প্রথমে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং আমি আপনাকে পতিত্বে বরণ করিতেছি ॥২১

অতএব রাজর্ষি ও রাজর্ষিপুত্র আপনি আমার যে পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, সেই পাণি অন্য পুরুষ কেমন করিয়া গ্রহণ করিবে? ॥২২

যযাতি বলিলেন,—হে দেবি! জ্ঞানবান্ পুরুষমাত্রই জানেন যে, ক্রুদ্ধ সর্প ও প্রজ্বলিত বহ্নি হইতেও ব্রাহ্মণ অধিক দুর্দ্ধর্ষ ॥২৩

দেবযানী বলিলেন,—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি ক্রুদ্ধ সর্প ও প্রজ্বলিত বহ্নি হইতেও ব্রাহ্মণকে অধিক দুর্দ্ধর্ষ বলিতেছেন কেন? ॥২৪

যযাতি বলিলেন,—সর্প দংশনে একজনকেই মারিতে পারে এবং অস্ত্রও একজনকেই বধ করিতে পারে, কিন্তু ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ অনেক রাষ্ট্র ও নগরসমূহ রাজ্যকে নষ্ট করিতে পারে। সুতরাং হে ভীরু! আমার মতে ব্রাহ্মণ দুরাধর্ষতর। হে কল্যাণি! আপনার পিতা স্বেচ্ছায় আমাকে দান না করিলে আমি আপনাকে বিবাহ করিতে পারি না ॥২৫-২৬

দেবযানী বলিলেন,—আমি তো আপনাকে

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ত্বরিতং দেবযান্যাথ সন্দিষ্টং পিতুরাত্মনঃ।
সর্ব্বং নিবেদয়ামাস ধাত্রী তস্মৈ যথাতথম্ ॥২৮
শ্রুত্বৈব চ স রাজানং দর্শয়ামাস ভার্গবঃ।
দৃষ্ট্বৈব চাগতং শুক্রং যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ।
ববন্দে ব্রাহ্মণং কাব্যং প্রাঞ্জলিঃ প্রণতঃ স্থিতঃ ॥২৯

দেবযান্যুবাচ।

রাজায়ং নাহুষস্তাত দুর্গমে পাণিমগ্রহীৎ।
নমস্তে দেহি মামস্মৈ লোকে নান্যং পতিং বৃণে ॥৩০

শুক্র উবাচ।

বৃতোঽনয়া পতির্বীর সুতয়া ত্বং মমেষ্টয়া।
গৃহাণেমাং ময়া দত্তাং মহিষীং নহুষাত্মজ ॥৩১

যযাতিরুবাচ।

অধর্ম্মো ন স্পৃশেদেবং মহান্ মামিহ ভার্গব।
বর্ণসঙ্করজো ব্রহ্মন্নিতি ত্বাং প্রবৃণোম্যহম্ ॥৩২

শুক্র উবাচ।

অধর্ম্মাৎ ত্বাং বিমুঞ্চামি বৃণু ত্বং বরমীপ্সিতম্।
অস্মিন্ বিবাহে মা গ্লাসীরহং পাপং নুদামি তে ॥৩৩

বহস্ব ভার্য্যাং ধর্ম্মেণ দেবযানীং সুমধ্যমাম্।
অনয়া সহ সম্প্রীতিমতুলাং সমবাপ্স্যসি ॥৩৪

ইয়ং চাপি কুমারী তে শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী।
সম্পূজ্যা সততং রাজন্ মা চৈনাং শয়নে হ্বয়েঃ ॥৩৫

পতিত্বে বরণ করিয়াছি। এখন আপনি আমার পিতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত আমাকে গ্রহণ করুন। অযাচিত ভাবে পরিগ্রহ করায় দোষ নাই।২৭

(হে রাজন্! আপনি মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন, আমি পিতার নিকট ধাত্রীকে প্রেরণ করিতেছি। হে ধাত্রি! তুমি শীঘ্র আমার পিতাকে এখানে লইয়া আইস। আমি আপনা হইতে স্বয়ম্বরে বরণ করিয়াছি ইহা তাঁহাকে বল।)*

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দেবযানী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ধাত্রী শুক্রাচার্য্যকে যথাযথ সকল সংবাদ দিল।২৮

শুক্রদেব সংবাদ শুনিয়াই সেই স্থানে রাজাকে দর্শন দিলেন। যযাতি শুক্রাচার্য্যকে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।২৯

দেবযানী বলিলেন,—আমি যখন দুর্গম স্থানে কূপমধ্যে পতিত হইয়াছিলাম, তখন রাজা আমার পাণিগ্রহণ করত উদ্ধার করিয়াছেন। হে পিতঃ! আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি আমাকে ইহার হস্তে প্রদান করুন। আমি ইহলোকে অন্য কাহাকেও পতিরূপে বরণ করিতে পারিব না।৩০

শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—হে বীর! আমার এই প্রিয়া কন্যা তোমাকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে। হে নহুষাত্মজ! আমি ইহাকে তোমাকে দান করিতেছি। তুমি ইহাকে গ্রহণ কর।৩১

যযাতি বলিলেন,—হে ভৃগুনন্দন! বর্ণসঙ্করজ মহা অধর্ম্ম যাহাতে আমাকে স্পর্শ না করে, আপনি কৃপা করিয়া তাহার ব্যবস্থা করুন। আমি ইহাকে পত্নীত্বে বরণ করিতেছি।৩২

শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—হে রাজন্! আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিতেছি। তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তুমি মনস্তাপে ক্ষীণ হইও না। আমি তোমার পাপ নাশ করিতেছি।৩৩

---

* কোন কোন আদর্শে ২৮ শ্লোকের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত একটী শ্লোক অধিক দেখা যায়,—

"আনয় ধাত্রি পিতরং ত্বরিতং মম সন্নিধিম্।
স্বয়ম্বরে বৃতং পুণ্যং নাহুষং বিনিবেদয়॥"

(রহস্যেনাং সমাহূয় ন বদের্ন চ সংস্পৃশেঃ ।
বহস্ব ভার্য্যাং ভদ্রং তে যথা কামমবাপ্স্যসি ॥)

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
এবমুক্তো যযাতিস্তু শুক্রং কৃত্বা প্রদক্ষিণম্ ।
শাস্ত্রোক্তবিধিনা রাজা বিবাহমকরোচ্ছুভম্ ॥৩৬
লব্ধ্বা শুক্রান্মহদ্বিত্তং দেবযানীং তদোত্তমাম্ ।
দ্বিসহস্রেণ কন্যানাং তথা শর্ম্মিষ্ঠয়া সহ ॥৩৭
সম্পূজিতশ্চ শুক্রেণ দৈত্যৈশ্চ নৃপসত্তমঃ ।
জগাম স্বপুরং হৃষ্টোঽনুজ্ঞাতোঽথ মহাত্মনা ॥৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি যযাত্যুপাখ্যানে একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮১॥

তুমি ধর্ম্মানুসারে দেবযানীকে আহ্লাদন করিয়া পোষণ কর। ইহার সহিত সাংসারিক জীবনে পরম আনন্দ লাভ কর।৩৪

এই বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাও ইহার সঙ্গে যাইবে। ইহাকে সর্ব্বদাই সম্মানিত রাখিবে, কিন্তু কখনও ইহাকে শয্যায় আহ্বান করিবে না।৩৫

(একান্তে উহাকে ডাকিয়া কোন কথাও বলিবে না এবং স্পর্শও করিবে না। তোমার কল্যাণ হউক। তুমি দেবযানীকে আহ্লাদন কর।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—শুক্রাচার্য্য এইরূপ বলিলে রাজা যযাতি তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া যথাবিধি দেবযানীকে বিবাহ করিলেন।৩৬

শুক্রাচার্য্যের নিকট প্রচুর ধন ও বিশ হাজার কন্যার সহিত শর্ম্মিষ্ঠার সহিত দেবযানীকে লাভ করিয়া রাজর্ষি যযাতি শুক্রাচার্য্য ও দৈত্যগণকর্ত্তৃক সম্মানিত হইলেন এবং শুক্রাচার্য্যের অনুমতি লইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে নিজরাজ্যে প্রবেশ করিলেন।৩৭-৩৮

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশপ্রণীত ভারতকৌমুদী সহিত মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে যযাতি-উপাখ্যানে একাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

[যযাতিতো দেবযান্যাঃ পুত্রলাভঃ, রহসি সমর্থ্য শর্ম্মিষ্ঠায়া অপত্যপুত্রপ্রার্থনঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
যযাতিঃ স্বপুরং প্রাপ্য মহেন্দ্রপুরসন্নিভম্ ।
প্রবিশ্যান্তঃপুরং তত্র দেবযানীং ন্যবেশয়ৎ ॥১
দেবযান্যাশ্চানুমতে সুতাং তাং বৃষপর্ব্বণঃ ।
অশোকবনিকাভ্যাশে গৃহং কৃত্বা ন্যবেশয়ৎ ॥২
বৃতাং দাসীসহস্রেণ শর্ম্মিষ্ঠাং বার্ষপর্ব্বণীম্ ।
বাসোভিরন্নপানৈশ্চ সংবিভজ্য সুসৎকৃতাম্ ॥৩

(অশোকবনিকাভ্যাশে দেবযানী যদাগতা ।
শর্ম্মিষ্ঠা না ক্রীড়িতা সমীপে বসাবতে ॥)

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

[যযাতি হইতে দেবযানীর পুত্রলাভ, নির্জ্জন মিলনবশতঃ শর্ম্মিষ্ঠারও একটি পুত্রপ্রাপ্তি]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যযাতি ইন্দ্রপুরীতুল্য নিজপুরীতে প্রবেশ করিয়া অন্তঃপুরে দেবযানীকে রাখিলেন। দেবযানীর অনুমতি অনুসারে অশোক-

অতোত্তর তাং তু বিদিত্বা রাজ্ঞো সহ সখী ধ্রুবম্।
এবমেব সহ ক্রীড়ন্ মুমুদে বহুকালতঃ।)
দেবযান্যা তু সহিতঃ স নৃপো নহুষাত্মজঃ।
বিজহার বহূনব্দান্ দেববন্মুদিতো সুখী ॥৪
ঋতুকালে তু সম্প্রাপ্তে দেবযানী বরাঙ্গনা।
লেভে গর্ভং প্রথমতঃ কুমারং চ ব্যজায়ত ॥৫
গতে বর্ষসহস্রে তু শর্মিষ্ঠা বার্ষপর্বণী।
দদর্শ যৌবনং প্রাপ্তা ঋতুং সা চান্বচিন্তয়ৎ ॥৬
(তথা প্রাপ্তা তু শর্মিষ্ঠা সর্বালঙ্কারভূষিতা।
অশোকশাখামালম্ব্য সমুদ্বীক্ষ্য প্রবেপিতাম্।
আদর্শে মুখমুদ্বীক্ষ্য ভর্তৃদর্শনলালসা।
শোকমোহসমাবিষ্টা বাক্যং চেদমব্রবীৎ।
অশোক শোকাপনুদ শোকোপহতচেতসাম্।
ত্বন্নামানং কুরু ক্ষিপ্রং প্রিয়সন্দর্শনাদি মাম্।
এবমুক্তা তু শর্মিষ্ঠা পুনরব্রবীৎ।)
ঋতুকালশ্চ সম্প্রাপ্তো ন চ মেঽস্তি পতির্বৃতঃ।
কিং প্রাপ্তং কিং নু কর্তব্যং কিং বা কৃত্বা
কৃতং ভবেৎ ॥৭
দেবযানী প্রজাতাসৌ বৃথাহং প্রাপ্তযৌবনা।
যথা তয়া বৃতো ভর্তা তথৈবাহং বৃণোমি তম্ ॥৮
রাজ্ঞা পুত্রফলং দেয়মিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।
অপীদানীং স ধর্মাত্মা ইয়ান্মে দর্শনং রহঃ ॥৯
অথ নিষ্ক্রম্য রাজাসৌ তস্মিন্ কালে যদৃচ্ছয়া।
অশোকবনিকাভ্যাশে শর্মিষ্ঠাং প্রেক্ষ্য বিষ্ঠিতঃ ॥১০

তবে আমায় বিবিধ বস্ত্র অন্ন ও পানীয় দ্বারা সৎকার করিয়া দেবযানীর সহিত শর্মিষ্ঠার বাসের ব্যবস্থা করিলেন ॥১-৩

(দেবযানী রাজার সহিত অশোকবনে আগমন করত এবং শর্মিষ্ঠার সহিত দেখা করিয়া তাহার সঙ্গে আমোদ বিনোদ পূর্বক রাজার সহিত প্রাসাদে চলিয়া গেলেন এবং এইরূপ আনন্দে বহুকাল কাটাইলেন।)

রাজা নহুষাত্মজ দেবতার ন্যায় আনন্দে দেবযানীর সহিত বহু বর্ষ বিহার করিলেন ॥৪

ঋতুকালে রাজার সহিত সঙ্গমে দেবযানী প্রথম গর্ভ ধারণ করিলেন এবং একটী পুত্র প্রসব করিলেন ॥৫

সহস্র বৎসর গত হইলে বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা যৌবন প্রাপ্ত হইল এবং নিজেকে ঋতুমতী বুঝিতে পারিয়া চিন্তান্বিতা হইল ॥৬

(ঋতুস্নান করিয়া শুদ্ধ হইয়া শর্মিষ্ঠা সর্বালঙ্কারে নিজেকে বিভূষিত করিল এবং অশোক-বৃক্ষের শাখা অবলম্বন করিয়া দর্পণে নিজ মুখ দর্শন করিল। পতিদর্শনের লালসায় তাহার শোকসন্তপ্তা হইয়া বলিল—হে অশোক! তুমি শোকসন্তপ্তদিগের শোক অপনোদন করিয়া থাক, তুমি তোমার নামকে সার্থক কর। আমার প্রিয়কে দর্শন করাইয়া শোকাকুলা আমাকে শোক হইতে মুক্ত কর।)

অনন্তর শর্মিষ্ঠা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। আমার ঋতুকাল উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু আমার কোন পতি নাই। আমি কি লাভ করিলাম? আমার এখন কর্তব্য কি? কি করিলে আমার জন্মের শান্তি হইবে ॥৭

দেবযানী একটি সন্তান প্রসব করিয়াছে। কিন্তু আমার যৌবন বৃথা যাইল। সে যেমন রাজাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, আমিও তেমনই তাঁহাকে বরণ করিব ॥৮

রাজা নিশ্চয়ই আমাকে পুত্ররূপ ফল প্রদান করিবেন। সেই ধর্মাত্মা কি কোন প্রকারে আমার সহিত নির্জনে দর্শন দিবেন ॥৯

তমেকং রহিতে দৃষ্ট্বা শর্ম্মিষ্ঠা চারুহাসিনী ।
প্রত্যুদ্গম্যাঞ্জলিং কৃত্বা রাজানং বাক্যমব্রবীৎ ।১১

শর্ম্মিষ্ঠোবাচ ।

সোমস্যেন্দ্রস্য বিষ্ণোর্বা যমস্য বরুণস্য চ ।
তব বা নাহুষ গৃহে কঃ স্ত্রিয়ং দ্রষ্টুমর্হতি ।১২
রূপাভিজনশীলৈর্হি ত্বং রাজন্ বেত্থ মাং সদা ।
সা ত্বাং যাচে প্রসাদ্যাহমৃতুং দেহি নরাধিপ ।১৩

যযাতিরুবাচ ।

বেদ্মি ত্বাং শীলসম্পন্নাং দৈত্যকন্যামনিন্দিতাম্ ।
রূপন্তু তে ন পশ্যামি সূচ্যগ্রমপি নিন্দিতম্ ।১৪
অব্রবীদুশনাঃ কাব্যো দেবযানীং যদাবহম্ ।
নেয়মাহ্বয়িতব্যা তে শয়নে বার্ষপর্ব্বণী ।১৫

শর্ম্মিষ্ঠোবাচ ।

ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি
ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে ।
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে
পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ।১৬

পৃষ্টং তু সাক্ষ্যে প্রবদন্তমন্যথা
বদন্তি মিথ্যা পতিতং নরেন্দ্র ।
একার্থতায়াং তু সমাহিতায়াং
মিথ্যা বদন্তং হ্যনৃতং হিনস্তি ।১৭

যযাতিরুবাচ ।

রাজা প্রমাণং ভূতানাং স নশ্যেত মৃষা বদন্ ।
অর্থকৃচ্ছ্রমপি প্রাপ্য ন মিথ্যা কর্ত্তুমুৎসহে ।১৮

শর্ম্মিষ্ঠোবাচ ।

সমাবেতৌ মতৌ রাজন্ পতিঃ সখ্যাশ্চ যঃ পতিঃ ।
সমং বিবাহমিত্যাহুঃ সখ্যা মেঽসি বৃতঃ পতিঃ ।১৯

অনন্তর সেই সময় রাজাও বাহির হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে অশোকবনের নিকটে শর্ম্মিষ্ঠাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ।১০

রাজাকে নির্জ্জনে দেখিয়া চারুহাসিনী শর্ম্মিষ্ঠা রাজার নিকটে গিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিল ।১১

শর্ম্মিষ্ঠা বলিল,—হে নহুষনন্দন ! চন্দ্র, ইন্দ্র, বিষ্ণু, যম, বরুণ অথবা আপনার গৃহে রক্ষিত স্ত্রীকে দর্শন করে, এমন কাহার শক্তি আছে ? আমার রূপ, শীল ও কুল সকলই আপনার সবই জানা আছে। আমি আপনাকে পরিতোষণে প্রার্থনা করিতেছি, আমার ঋতুকাল উপস্থিত হইয়াছে। হে নরাধিপ ! আপনি আমার ঋতু রক্ষা করুন ।১২-১৩

যযাতি বলিলেন,—আমি তোমাকে চরিত্রে দৈত্যকন্যা অনিন্দিতা মনে করি এবং তোমার রূপের মধ্যে সামান্যও কিছু নিন্দা করিবার মত নাই ।১৪

কিন্তু শুক্রাচার্য্য উশনা আমাকে দেবযানীর বিবাহের সময় বলিয়াছিলেন—"এই বৃষপর্ব্বার কন্যাকে তুমি কখনও শয্যায় আহ্বান করিবে না" ।১৫

শর্ম্মিষ্ঠা বলিল,—পরিহাস সময়ে, স্ত্রীলোকের নিকটে, বিবাহকালে, প্রাণসঙ্কট অবস্থায় এবং সর্ব্বস্বাপহরণকালে মিথ্যা বলিলে কোন দোষ হয় না। এই পাঁচটি মিথ্যাকথাকে শাস্ত্রে পাপের অজনক বলা হইয়াছে ।১৬

হে মহারাজ ! সভায় এবং জিজ্ঞাসার জন্য বিচারস্থলে মিথ্যা বলা ছিলেও কোন পাপ হয় না ; যেখানে উভয়ের প্রয়োজনই সেখানে কিন্তু এক জিজ্ঞাসার জন্য মিথ্যা বলিলে তো কিছুই দোষ হয় না ।১৭

যযাতি বলিলেন,—রাজাই হইল সকল প্রাণীর নিকট প্রমাণ হন, সুতরাং রাজা মিথ্যা বলিলে

(সম ভবানি ভবতো দেবযান্যা হবিনা।
পুত্রা লোকাস্তারয়েত্ত ন তথা কর্ত্তুমর্হসি॥
স্বর্গ-ঋদ্ধি-বৃদ্ধাদি প্রাপ্যারূপাণি চ।
আচিন্ত্যাঃ ব্যাদি যঃ সো-ভূয়াদীনি চানি চ॥
যদিদং সর্ব্বমাদৌ ন মাদৃশীনাং নৃপ।
ইদং পুত্রাদিক আপন্নস্য দুর্লভম্॥
পৌত্রোত্তরাৎ পুনঃ পরং ন তঃ ভবতি মানব।
তত তত যথা ভাবয়তু তথা [illegible]॥
উত্তম্যা ধর্ম্মে [illegible] যোনিজঃ যথা॥
অনুব্রত তথা, [illegible] তথা যোনিজেষু চ।
তৎ ময়ি [illegible] যথা কৈমুনেস্তথা॥

যযাতিরুবাচ।
দাতব্যং যাচমানেভ্য ইতি মে ব্রতমাহিতম্।
ত্বঞ্চ যাচসি মাং কামং ব্রূহি কিং করবাণি তে ॥২০

শর্ম্মিষ্ঠোবাচ।
অধর্ম্মাৎ পাহি মাং রাজন্ ধর্ম্মঞ্চ প্রতিপাদয়।
ত্বত্তোঽপত্যবতী লোকে চরেয়ং ধর্ম্মমুত্তমম্ ॥২১

ত্রয় এবাধনা রাজন্ ভার্য্যা দাসস্তথা সুতঃ।
যৎ তে সমধিগচ্ছন্তি যস্যৈতে তস্য তদ্ধনম্ ॥২২

দেবযান্যা ভুজিষ্যাস্মি বশ্যা চ তব ভার্গবী।
সা চাহঞ্চ ত্বয়া রাজন্ ভজনীয়ে ভজস্ব মাম্ ॥২৩

তাহার নাম অপত্যদান। সুতরাং আমি ধর্ম্মসঙ্গত প্রার্থনা আমার পূর্ণরূপে দিয়া করিতে উচিত বোধ করিতেছি না।১৮

শর্ম্মিষ্ঠা বলিল,—সখীর পতি আর নিজের পতি সমান বলিয়া মানা হয়। বিশেষতঃ যে সখীর সঙ্গে সখী তাহার স্বামীর গৃহে বাস করিতে যায়, তাহার বিবাহে সখীর স্বামীর সহিতই হইতেছে—বুঝিতে হইবে। আমার সখী দেবযানী বিবাহ করিয়া আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, আমিও তেমনই অন্তরে "আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি"।১৯

[ভার্গব (শুক্র) দীয়মান কন্যার সহিত আমাকেও দান করিয়াছেন এবং আমাকে তিনি লোকে বর্ণিতেও পরিণত করিয়াছেন এবং আপনিও তা চাহিয়াছিলেন। অর্থ, ধর্ম্ম, [illegible] প্রভৃতি আমাকে দিয়েছেন। সুতরাং আপনার পত্নীর আর বাকী কি থাকিল? অর্থ, মণি, রত্ন, গো, ভূমি প্রভৃতি যে যাহা আপনার প্রার্থনা করে, আপনি তাহাকে তাহাই দিয়া থাকেন। উহাদের মধ্যে পুত্রদান ও আত্মদান সব চেয়ে কঠিন। কিন্তু পত্নীগণের সব বাকী সমর্থ হইয়া যায়। "আমার যাহা কামনা আছে, আমি তাহাকে তাহাই প্রদান করিব" এই বলিয়া আপনি স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছেন। যদি আমার প্রার্থনা আপনি প্রত্যাখ্যান করেন, তবে আপনার ঐ ঘোষণা মিথ্যা হইবে। সুতরাং সত্যের জন্য আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন।]

যযাতি বলিলেন,—প্রার্থীকে দান করা আমার ব্রত। তুমি আমার নিকট প্রার্থনা করিতেছ, অতএব বল তোমার আমি কি করিতে পারি।২০

শর্ম্মিষ্ঠা বলিল,—হে রাজন্! আমাকে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করুন, ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করান। আপনার নিকট সন্তান লাভ করিয়া আমি জগতে উত্তম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারি।২১

হে মহারাজ! তিন ব্যক্তি ধনের অধিকারী হয় না—পত্নী, দাস ও পুত্র। ইহারা যাহা অধিকার করে, তাহাদের সে কিছু ধন তাহাদের প্রভুরই অধিকার স্বীকার করা হয়।২২

আমি দেবযানীর সেবিকা এবং সেই শুক্রকন্যা আপনার বশীভূতা; সুতরাং সে ও আমি উভয়েই আপনার ভজনীয়া, অতএব আমাকে গ্রহণে

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
এবমুক্তস্তু রাজা স তথ্যমিত্যভিজজ্ঞিবান্ ।
পূজয়ামাস শর্ম্মিষ্ঠাং ধর্ম্মঞ্চ প্রত্যপাদয়ৎ ॥২৪
স সমাগম্য শর্ম্মিষ্ঠাং যথাকামমবাপ্য চ ।
অন্যোন্যঞ্চাভিসম্পূজ্য জগ্মতুস্তৌ যথাগতম্ ॥২৫
তস্মিন্ সমাগমে সুভ্রূঃ শর্ম্মিষ্ঠা চারুহাসিনী ।
লেভে গর্ভং প্রথমতস্তস্মান্নৃপতিসত্তমাৎ ॥২৬
প্রজজ্ঞে চ ততঃ কালে রাজন্ রাজীবলোচনা ।
কুমারং দেবগর্ভাভং রাজীবনিভলোচনম্ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি যযাত্যুপাখ্যানে দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮২

তথ্যম্ সত্যম্ ।২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—শর্ম্মিষ্ঠা এইরূপ বলিলে রাজা তাহার কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন এবং ধর্ম্মটিকেও স্বীকার করিয়া তাহাকে সম্মানিত করিলেন। শর্ম্মিষ্ঠার ইচ্ছানুসারে তাহার সহিত সমাগম করত তাঁহারা প্রীতি বিনিময় করিয়া নিজ প্রাসাদে চলিয়া গেলেন ।২৪-২৫

সেই সমাগমে চারুহাসিনী শর্ম্মিষ্ঠা রাজার নিকট হইতে প্রথম গর্ভধারণ করিলেন এবং হে রাজন্! সেই রাজীবলোচনা শর্ম্মিষ্ঠা রাজীবলোচন দেবশিশুতুল্য একটি পুত্র যথাকালে প্রসব করিলেন ।২৬-২৭

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে যযাতি-উপাখ্যানে দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

[দেবযানী-শর্ম্মিষ্ঠয়োঃ সংলাপঃ, কুপিতায়া দেবযান্যাঃ পিতৃসমীপে গমনম্, শুক্রাচার্য্যস্য,
যযাতয়ে জরাপ্রাপ্তিশাপদানঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
শ্রুত্বা কুমারং জাতন্তু দেবযানী শুচিস্মিতা ।
চিন্তয়ামাস দুঃখার্ত্তা শর্ম্মিষ্ঠাং প্রতি ভারত ॥১
অভিগম্য চ শর্ম্মিষ্ঠাং দেবযান্যব্রবীদিদম্ ।
দেবযান্যুবাচ ।
কিমিদং বৃজিনং সুভ্রু কৃতং বৈ কামলুব্ধয়া ॥২
শর্ম্মিষ্ঠোবাচ ।
ঋষিরভ্যাগতঃ কশ্চিদ্ধর্ম্মাত্মা বেদপারগঃ ।
স ময়া বরদঃ কামং যাচিতো ধর্ম্মসংহিতম্ ॥৩
নাহমন্যায়তঃ কামমাচরামি শুচিস্মিতে ।
তস্মাদৃষের্মমাপত্যমিতি সত্যং ব্রবীমি তে ॥৪

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় ।

[দেবযানী-শর্ম্মিষ্ঠার সংলাপ, কুপিত হইয়া দেবযানীর পিতৃগৃহে গমন এবং শুক্রাচার্য্য কর্তৃক যযাতিকে জরাপ্রাপ্তির অভিশাপ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—শর্ম্মিষ্ঠার একটি পুত্র হইয়াছে জানিতে পারিয়া শুচিস্মিতা দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি শর্ম্মিষ্ঠার নিকট গিয়া এই কথা বলিলেন।

দেবযানী বলিলেন—হে সুভ্রু! তুমি কামার্ত্ত হইয়া এ কি পাপ করিলে ।১-২

দেবযান্যুবাচ।

শোভনং ভীরু যদ্যেবং ন জ্ঞায়তে দ্বিজঃ।
গোত্রনামাভিজনতো বেত্তুমিচ্ছামি তং দ্বিজম্॥৫

শর্ম্মিষ্ঠোবাচ।

তপসা তেজসা চৈব দীপ্যমানং যথা রবিম্।
তং দৃষ্ট্বা মম সম্প্রষ্টুং শক্তির্নাসীচ্ছুচিস্মিতে॥৬

দেবযান্যুবাচ।

যদ্যেতদেবং শর্ম্মিষ্ঠে ন মন্যুর্বিদ্যতে মম।
অপত্যং যদি তে লব্ধং জ্যেষ্ঠাচ্ছ্রেষ্ঠাচ্চ বৈ দ্বিজাৎ॥৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অন্যোন্যমেবমুক্ত্বা তু সম্প্রহস্য চ তে মিথঃ।
জগাম ভার্গবী বেশ্ম তথ্যমিত্যবগচ্ছতী॥৮

যযাতির্দেবযান্যাং তু পুত্রাবজনয়ন্নৃপঃ।
যদুঞ্চ তুর্বসুঞ্চৈব শক্রবিষ্ণূ ইবাপরৌ॥৯

তস্মাদেব তু রাজর্ষেঃ শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী।
দ্রুহ্যুঞ্চানুঞ্চ পূরুঞ্চ ত্রীন্ কুমারানজীজনৎ॥১০

ততঃ কালে তু কস্মিংশ্চিদ্ দেবযানী শুচিস্মিতা।
যযাতিসহিতা রাজন্ জগাম রহিতং বনম্॥১১

দদর্শ চ তদা তত্র কুমারান্ দেবরূপিণঃ।
ক্রীড়মানান্ সুবিস্রব্ধান্ বিস্মিতা চেদমব্রবীৎ॥১২

দেবযান্যুবাচ।

কস্যৈতে দারকা রাজন্ দেবপুত্রোপমাঃ শুভাঃ।
বর্চসা রূপতশ্চৈব সদৃশা মে মতাস্তব॥১৩

শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন,—বেদবেদাঙ্গপারগ ধর্ম্মাত্মা কোন ঋষি অভ্যাগতরূপে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করায় তিনি আমার প্রার্থনা ধর্ম্মসঙ্গত মনে করিয়া পূর্ণ করিয়াছেন। হে শুচিস্মিতে! আমি অন্যায়ভাবে কামনা পূরণ করি নাই। আমার পুত্রকে ঋষিপুত্র বলিয়া জানিবে—ইহা আমি সত্য বলিতেছি॥৪

দেবযানী বলিলেন,—হে ভীরু! যদি এইরূপই করিয়া থাক, তবে তাহা শোভনই হইয়াছে। এখন সেই দ্বিজের গোত্র ও নাম বল, যাহাতে আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি। আমি ইহা জানিতে চাই॥৫

শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন,—হে শুচিস্মিতে! তিনি তপস্যা ও তেজে এমন দীপ্যমান ছিলেন, তাঁহার নাম বা গোত্র জিজ্ঞাসা করিবার সাহসই আমার ছিল না॥৬

দেবযানী বলিলেন,—হে শর্ম্মিষ্ঠে! তুমি যদি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ কোন দ্বিজ হইতে এই সন্তান লাভ করিয়া থাক, তবে আমার তাহাতে কোন ক্রোধ নাই॥৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাঁহারা এইরূপ আলোচনা করিয়া পরস্পর হাস্যাহাসি করিতে লাগিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা সত্য কথাই বলিয়াছে মনে করিয়া ভার্গবী দেবযানী নিজ প্রাসাদে প্রবেশ করিল॥৮

এদিকে মহারাজ যযাতি দেবযানীতে যদু ও তুর্বসু নামে ইন্দ্র ও বিষ্ণুর ন্যায় দুই পুত্র উৎপাদন করিলেন॥৯

বৃষপর্ব্বকন্যা শর্ম্মিষ্ঠাও যযাতি হইতে দ্রুহ্য, অনু ও পূরু নামে তিনটী পুত্র প্রসব করিল॥১০

অনন্তর কোন সময়ে শুচিস্মিতা দেবযানী যযাতির সহিত নির্জ্জনে বনে বিহার করিতে গেলেন॥১১

সেখানে দেবযানী দেবতুল্য রূপবান্ তিনটী পুত্রকে বিস্রব্ধভাবে ধরা ধরা খেলা করিতে দেখিলেন॥১২

দেবযানী বলিলেন,—হে রাজন্! এই দেবতুল্য কুমার তিনটী কাহার পুত্র? ইহারা রূপে ও তেজে দেখিতে আপনারই মতন॥১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং পৃষ্ট্বা তু রাজানং কুমারান্ পর্য্যপৃচ্ছত।

দেবযান্যুবাচ।

কিংনামধেয়বংশো বঃ পুত্রকাঃ কশ্চ বঃ পিতা।
প্রব্রূত মে যথাতথ্যং শ্রোতুমিচ্ছামি তং হ্যহম্ ॥১৪
(এবমুক্তাঃ কুমারাস্তে দেবযান্যা শুচিস্মিতাঃ।)
তেঽদর্শয়ন্ প্রদেশিন্যা তমেব নৃপসত্তমম্।
শর্মিষ্ঠাং মাতরং চৈব তথাচখ্যুশ্চ দারকাঃ ॥১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সহিতাস্তে তু রাজানমুপচক্রমুঃ।
নাভ্যনন্দত তান্ রাজা দেবযান্যাস্তদান্তিকে ॥১৬
রুদন্তস্তেঽথ শর্মিষ্ঠামভ্যযুর্বালকাস্ততঃ।
শ্রুত্বা তু তেষাং বালানাং সব্রীড় ইব পার্থিবঃ ॥১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কুমারগণকে দেবযানী জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে পুত্রগণ! তোমাদের নাম কি? কোন্ বংশে তোমরা জন্মিয়াছ? তোমাদের পিতা কে? যথাযথ প্রশ্নগুলির উত্তর বল—আমি শুনিতে চাই ॥১৪

শুদ্ধহাস্যা দেবযানীর কথা শুনিয়া সেই কুমারগণ অঙ্গুলিনির্দ্দেশে রাজাকে দেখাইয়া বলিল—"ইনিই আমাদের পিতা এবং শর্মিষ্ঠা (দেবী) আমাদের জননী ॥১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া তাহারা সকলে মিলিয়া রাজার নিকটে গেল। কিন্তু দেবযানী নিকটে থাকায় রাজা তাহাতে আনন্দিত হইলেন না ॥১৬

রাজার আচরণ দেখিয়া বালকগণ কাঁদিতে কাঁদিতে শর্মিষ্ঠার নিকটে গেল। বালকগণের কথা শুনিয়া রাজা কতকটা লজ্জিত হইলেন ॥১৭

দৃষ্ট্বা তু তেষাং বালানাং প্রণয়ং পার্থিবং প্রতি।
বুদ্ধ্বা চ তত্ত্বতো দেবী শর্মিষ্ঠামিদমব্রবীৎ ॥১৮

দেবযান্যুবাচ।

(অস্মাকঞ্চ ময়া কর্শিতুর্নিয়োগাদ্বশবর্ত্তিনী।
ধর্ম্মাতিক্রমে পুনঃ স্ব যোঽংসাহসি কামিনি।
পূর্ব্বমেব ময়া প্রোক্তং ত্বয়া তু বৃজিনং কৃতম্।)
মদধীনা সতী কস্মাদকার্ষীর্বিপ্রিয়ং মম।
তমেবাসুরধর্ম্মং ত্বমাস্থিতা ন বিভেষি মে ॥১৯

শর্মিষ্ঠোবাচ।

যদুক্তমৃষিরিত্যেব তৎ সত্যং চারুহাসিনি।
ন্যায়তো ধর্ম্মতশ্চৈব চরন্তী ন বিভেমি তে ॥২০
যদা ত্বয়া বৃতো ভর্ত্তা বৃত এব তদা ময়া।
সখীভর্ত্তা হি ধর্ম্মেণ ভর্ত্তা ভবতি শোভনে ॥২১

রাজার প্রতি বালকগণের প্রণয় দেখিয়া দেবী দেবযানী সমস্ত বুঝিতে পারিয়া শর্মিষ্ঠাকে (গিয়া) এই কথা বলিলেন ॥১৮

দেবযানী বলিলেন,—(তুমি আমাকে বলিয়াছিলে যে, কোন ঋষি তোমার নিকটে আসেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি তুমি অসত্য বলিয়াছিলে এ বিষয়ে মোহপ্রাপ্ত করিয়াছ। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, তুমি পাপ করিয়াছ।) তুমি আমার অধীনা হইয়া আমার অপ্রিয় আচরণ করিলে কেন? তুমি পুনরায় আসুর ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ, আমাকে ভয় কর না ॥১৯

শর্মিষ্ঠা বলিলেন,—আমি যে ঋষির কথা বলিয়াছিলাম, সে রাজর্ষিই; তাহা সত্য। আমি ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারেই আচরণ করিয়াছি, সুতরাং তোমাকে ভয় পাইব কেন? ॥২০

পূজ্যাসি মম মান্যা চ জ্যেষ্ঠা চ ব্রাহ্মণী হ্যসি।
ত্বত্তোঽপি মে পূজ্যতমো রাজর্ষিঃ কিং ন বেত্থ তৎ ॥২২

(ত্বৎপিত্রা গুরুণা যে চ সহ দত্তে উভে শুভে।
তব ভর্ত্তা চ পূজ্যশ্চ পোষ্যা পোষ্যস্তবৈব মম্ ॥)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা তস্যাস্ততো বাক্যং দেবযান্যব্রবীদিদম্।
রাজন্ নাদ্যেহ বৎস্যামি বিপ্রিয়ং মে কৃতং ত্বয়া ॥২৩
সহসোৎপতিতাং শ্যামাং দৃষ্ট্বা তাং চারুলোচনাম্।
তূর্ণং সকাশং কাব্যস্য প্রস্থিতাং ব্যথিতস্তদা ॥২৪
অনুবব্রাজ সম্ভ্রান্তঃ পৃষ্ঠতঃ সান্ত্বয়ন্ নৃপঃ।
ন্যবর্ত্তত ন চৈব স্ম ক্রোধসংরক্তলোচনা ॥২৫

অবিব্রুবন্তী কিঞ্চিৎ সা রাজানং সাশ্রুলোচনা।
অচিরাদেব সম্প্রাপ্তা কাব্যস্যোশনসোঽন্তিকম্ ॥২৬
সা তু দৃষ্ট্বৈব পিতরমভিবাদ্যাগ্রতঃ স্থিতা।
অনন্তরং যযাতিস্তু পূজয়ামাস ভার্গবম্ ॥২৭

দেবযান্যুবাচ।

অধর্ম্মেণ জিতো ধর্ম্মঃ প্রবৃত্তমধরোত্তরম্।
শর্ম্মিষ্ঠয়াতিবৃত্তাস্মি দুহিত্রা বৃষপর্ব্বণঃ ॥২৮
ত্রয়োঽস্যাং জনিতাঃ পুত্রা রাজ্ঞানেন যযাতিনা।
দুর্ভগায়া মম দ্বৌ তু পুত্রৌ তাত ব্রবীমি তে ॥২৯
ধর্ম্মজ্ঞ ইতি বিখ্যাত এষ রাজা ভৃগূদ্বহ।
অতিক্রান্তশ্চ মর্য্যাদাং কাব্যৈতৎ কথয়ামি তে ॥৩০

হে শোভনে! যখন তুমি রাজাকে ভর্ত্তৃত্বে বরণ করিয়াছিলে, তখন আমিও তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি; কারণ সখীর ভর্ত্তাই নিজের ভর্ত্তা হয়। তুমি ব্রাহ্মণী, সুতরাং তুমি শ্রেষ্ঠ ও বয়সানুসারে আমা হইতে জ্যেষ্ঠা, মাননীয়া ও পূজনীয়া। কিন্তু তোমা হইতে অধিক পূজনীয় আমার নিকট রাজর্ষি; তাহা কি তুমি জান না ॥১৮-২২

(আমার গুরু তোমার পিতা আমাকে ও তোমাকে উভয়কেই রাজাকে দিয়াছিলেন; সুতরাং তোমার ভর্ত্তা আমারও পূজ্য এবং আমি তোমার ন্যায় তাঁহারও পোষ্য এবং তিনি আমাকে অবশ্যই পোষণ করিবেন।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—শর্ম্মিষ্ঠার কথা শুনিয়া দেবযানী তখন রাজাকে এই কথা বলিলেন—হে রাজন্! আপনি আমার অপ্রিয় আচরণ করিয়াছেন, সুতরাং আমি আর এখানে বাস করিব না ॥২৩

তখন দেবযানী অশ্রুপূর্ণনয়নে সহসাই আস্ফালন করিয়া পিতার নিকট চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া রাজা অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন ॥২৪

রাজা তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে চলিলেন, কিন্তু ক্রোধে আরক্তনয়না দেবযানী নিবৃত্ত হইলেন না ॥২৫

রাজাকে কোন কথা না বলিয়াই অশ্রুপূর্ণনয়নে তিনি অবিলম্বে শুক্রাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥২৬

দেবযানী পিতাকে অভিবাদন করিয়া পিতার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, পরে সেই রাজা যযাতিও শুক্রাচার্য্যকে প্রণাম করিলেন ॥২৭

দেবযানী বলিলেন,—অধর্ম্ম ধর্ম্মকে জয় করিয়াছে। বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে অতিক্রম করিয়া রাজার নিকট অধিক প্রিয়া হইয়াছে ॥২৮

মহারাজ যযাতি শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে তিনটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগা আমার গর্ভে

শুক্র উবাচ ।

ধর্ম্মজ্ঞ সন্ মহারাজ যোঽধর্ম্মমকৃথাঃ প্রিয়ম্ ।
তস্মাজ্জরা ত্বামচিরাদ্ ধর্ষয়িষ্যতি দুর্জ্জয়া ॥৩১

যযাতিরুবাচ ।

ঋতুং বৈ যাচমানায়া ভগবন্ নান্যচেতসঃ ।
দুহিতুর্দানবেন্দ্রস্য ধর্ম্ম্যমেতৎ কৃতং ময়া ॥৩২

ঋতুং বৈ যাচমানায়া ন দদাতি পুমান্ বৃতঃ ।
ভ্রূণহেত্যুচ্যতে ব্রহ্মন্ স ইহ ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥৩৩

অভিকামাং স্ত্রিয়ং যশ্চ গম্যাং রহসি যাচিতঃ ।
নোপৈতি স চ ধর্ম্মেষু ভ্রূণহেত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥৩৪

(যদ্ যদ্ যাচতি মাং কশ্চিৎ তৎ তদ্ দেয়মিতি ব্রতম্ ।
ত্বয়া চ দাপিতা সেয়ং নাথং নান্যমিহেচ্ছতি ।
মত্বৈতন্মে ধর্ম্ম ইতি কৃতং ব্রহ্মন্ ক্ষমস্ব মাম্ ।)

ইত্যেতানি সমীক্ষ্যাহং কারণানি ভৃগূদ্বহ ।
অধর্ম্মভয়সংবিগ্নঃ শর্ম্মিষ্ঠামুপজগ্মিবান্ ॥৩৫

শুক্র উবাচ ।

নন্বহং প্রত্যবেক্ষ্যস্তে মদধীনোঽসি পার্থিব ।
মিথ্যাচারস্য ধর্ম্মেষু চৌর্য্যং ভবতি নাহুষ ॥৩৬

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ক্রুদ্ধেনোশনসা শপ্তো যযাতির্নাহুষস্তদা ।
পূর্ব্বং বয়ঃ পরিত্যজ্য জরাং সদ্যোঽন্বপদ্যত ॥৩৭

যযাতিরুবাচ ।

অতৃপ্তো যৌবনস্যাহং দেবযান্যাং ভৃগূদ্বহ ।
প্রসাদং কুরু মে ব্রহ্মন্ জরেয়ং ন বিশেচ্চ মাম্ ॥৩৮

যায় বুঝি ॥২৯

হে ভৃগুনন্দন! এই রাজা ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত। সে ভাবে। আমি বলিতেছি, এই রাজা মর্য্যাদাকে অতিক্রম করিয়াছেন ॥৩০

শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—হে যযাতি! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও অধর্ম্মকে প্রিয় মনে করিয়াছ। সুতরাং অচিরকালের মধ্যে দুর্জ্জয় জরা (বার্দ্ধক্য) তোমাকে আক্রমণ করিবে ॥৩১

যযাতি বলিলেন,—হে ভগবন্! দানবরাজপুত্রী আমার নিকটে ঋতুরক্ষার জন্য যাচ্ঞা করায়, আমি তাহার ঋতুরক্ষা করিয়া ধর্ম্মকার্য্যই করিয়াছি ॥৩২

ঋতুরক্ষার জন্য যাচ্ঞা করিলে যে পুরুষ ঋতুরক্ষা না করে, সে ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হয়, ইহা বেদবাদিগণ বলিয়াছেন ॥৩৩

গমনের যোগ্যা কোন স্ত্রী ঋতুমতী অবস্থায় স্বয়ং কামনা করিয়া একান্তে প্রার্থনা করিলে যে পুরুষ তাহার ঋতুরক্ষা না করে, সে ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হয় ইহা ধার্ম্মিকগণ বলিয়া থাকেন ॥৩৪

(আমার এইরূপ ব্রত আছে, যে আমার নিকট যাহা যাচ্ঞা করিবে, আমি তাহাকে তাহাই দিব। আপনিও আমার তাহাকে আমাকেই দান করিয়াছেন এবং সেও আমাকেই পতিরূপে কামনা করিয়াছে। সুতরাং আমি ইহা ধর্ম্মকার্য্যই করিয়াছি জানিয়া আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।)

এই সকল কারণ পর্য্যালোচনা করিয়া, হে ভৃগুনন্দন! আমি অধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়াই শর্ম্মিষ্ঠাতে উপগত হইয়াছি ॥৩৫

শুক্রাচার্য্য বলিলেন—হে রাজন্! এ বিষয়ে আমাকে তোমার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল, কারণ, তুমি আমার অধীন। হে নহুষনন্দন! গোপন করিয়া মিথ্যাচার করিলে চুরির পাপ তাহার ঘটে ॥৩৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নহুষনন্দন যযাতি ক্রুদ্ধ শুক্রাচার্য্য কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববয়স

শুক্র উবাচ।

নাহং মৃষা ব্রবীম্যেতজ্জরাং প্রাপ্তোঽসি পার্থিব।
জরাং ত্বেতাং ত্বমন্যস্মিন্ সংক্রাময় যদীচ্ছসি ॥৩৯

যযাতিরুবাচ।

রাজ্যভাক্ স ভবেদ্ ব্রহ্মন্ পুণ্যভাক্
কীর্তিভাক্ তথা।
যো মে দদ্যাদ্ বয়ঃ পুত্রস্তদ্ ভবাননুমন্যতাম্ ॥৪০

শুক্র উবাচ।

সংক্রাময়িষ্যসি জরাং যথেষ্টং নহুষাত্মজ।
মামনুধ্যায় ভাবেন ন চ পাপমবাপ্স্যসি ॥৪১
বয়ো দাস্যতি তে পুত্রো যঃ স রাজা ভবিষ্যতি।
আয়ুষ্মান্ কীর্তিমাংশ্চৈব বহ্বপত্যস্তথৈব চ ॥৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি যযাতিশাপোপাখ্যানে
ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৩

পাপিষ্ঠতম বলিয়া জরা (বার্দ্ধক্য) প্রাপ্ত হইবে ।৩৭

যযাতি বলিলেন,—হে ভৃগুনন্দন! আমি যৌবন ভোগেরই সম্বন্ধে অতৃপ্ত। সুতরাং আপনি প্রসন্ন হউন। হে ব্রহ্মন্! এই জরা যেন আমাকে প্রাপ্ত না হয় ।৩৮

শুক্রাচার্য্য বলিলেন—হে রাজন্! আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। জরা তোমাকে আক্রমণ করিবেই। তুমি ইচ্ছা করিলে জরা অন্যেতে সঞ্চার করিতে পারিবে ।৩৯

যযাতি বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যে পুত্র আমার এই জরা গ্রহণ করিবে, সেই রাজা, পুণ্য ও কীর্ত্তি লাভ করিবে—এ বিষয়ে আপনি অনুমোদন করুন ।৪০

শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—হে নহুষনন্দন! তুমি ভক্তিভাবে আমাকে স্মরণ করিয়া যে কোন পুরুষে এই জরা সংক্রমণ করিতে পারিবে—তাহাতে তোমার কোন পাপ হইবে না। যে পুত্র তোমাকে যৌবন দান করিবে, সেই রাজা, কীর্ত্তি, দীর্ঘায়ু এবং বহু পুত্র লাভ করিবে ।৪১-৪২

শ্রীমদ্ধরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশপ্রণীত ভারতকৌমুদী নামিকা ব্যাখ্যাতে আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে
যযাতিশাপোপাখ্যানে ত্র্যশীতিতমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

[জরাং প্রতীচ্ছন্নিত্যুক্তাঃ পুত্রেভ্যো যযাতেঃ শাপদানম্, পূরুণা যযাতের্জরায়া গ্রহণম্,
যযাতেশ্চ যৌবনলাভঃ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

জরাং প্রাপ্য যযাতিস্তু স্বপুরং প্রাপ্য চৈব হি।
পুত্রং জ্যেষ্ঠং বরিষ্ঠঞ্চ যদুমিত্যব্রবীদ্ বচঃ ॥১

যযাতিরুবাচ।

জরা বলী চ মাং তাত পলিতানি চ পর্য্যগুঃ।
কাব্যস্যোশনসঃ শাপান্ন চ তৃপ্তোঽস্মি যৌবনে ॥২

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

[জরাগ্রহণে অনিচ্ছুক চারিজন পুত্রের প্রতি যযাতির অভিশাপ, পূরুকর্তৃক যযাতির জরাগ্রহণ এবং যযাতি কর্তৃক যৌবনের ব্যবহার।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জরাক্রান্ত হইয়া যযাতি নিজপুরীতে গিয়া জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ পুত্র যদুকে বলিলেন ।১

যযাতি বলিলেন—হে তাত! জরা, বলি এবং

ত্বং যদো প্রতিপদ্যস্ব পাপ্মানং জরয়া সহ।
যৌবনেন ত্বদীয়েন চরেয়ং বিষয়ানহম্ ॥৩
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু পুনস্তে যৌবনং ত্বহম্।
দত্ত্বা স্বং প্রতিপৎস্যামি পাপ্মানং জরয়া সহ ॥৪

যদুরুবাচ।

জরায়াং বহবো দোষাঃ পানভোজনকারিতাঃ।
তস্মাজ্জরাং ন তে রাজন্ গ্রহীষ্যে ইতি মে মতিঃ ॥৫
সিতশ্মশ্রুশিরা দীনো জরয়া শিথিলীকৃতঃ।
বলীসংততগাত্রস্তু দুর্দর্শো দুর্বলঃ কৃশঃ ॥৬
অশক্তঃ কার্য্যকরণে পরিভূতঃ স যৌবতৈঃ।
সহোপজীবিভিশ্চৈব তাং জরাং নাভিকাময়ে ॥৭
সন্তি তে বহবঃ পুত্রা মত্তঃ প্রিয়তরা নৃপ।
জরাং গ্রহীতুং ধর্ম্মজ্ঞ তস্মাদন্যং বৃণীষ্ব বৈ ॥৮

যযাতিরুবাচ।

যৎ ত্বং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি।
তস্মাদরাজ্যভাক্ তাত প্রজা তব ভবিষ্যতি ॥৯
তুর্ব্বসো প্রতিপদ্যস্ব পাপ্মানং জরয়া সহ।
যৌবনেন চরেয়ং বৈ বিষয়াংস্তব পুত্রক ॥১০
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু পুনর্দাস্যামি যৌবনম্।
স্বং চৈব প্রতিপৎস্যামি পাপ্মানং জরয়া সহ ॥১১

তুর্ব্বসুরুবাচ।

ন কাময়ে জরাং তাত কামভোগপ্রণাশিনীম্।
বলরূপান্তকরণীং বুদ্ধিপ্রাণপ্রণাশিনীম্ ॥১২

যযাতিরুবাচ।

যৎ ত্বং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি।
তস্মাৎ প্রজা সমুচ্ছেদং তুর্ব্বসো তব যাস্যতি ॥১৩

পরন্তু—এই জরা শুক্রাচার্য্যের শাপবশতঃ আমাকে আক্রমণ করিয়াছে; আমি যৌবনে তৃপ্ত হই নাই ॥২

হে যদো! তুমি জরার সহিত আমার পাপ গ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবন লইয়া বিষয় ভোগ করি। এক সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে আমি তোমাকে তোমার যৌবন ফিরাইয়া দিয়া পুনরায় পাপের সহিত জরা গ্রহণ করিব ॥৩-৪

যদু বলিল—হে রাজন্! জরা হইলে পান ও ভোজনে অশক্তি হয়। সুতরাং আমি আপনার জরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহি ॥৫

জরায় দাড়ি মাথা পাকিয়া যায়, মনেতে স্ফূর্ত্তি থাকে না, সমস্ত অঙ্গ শিথিল হয়, বলিতে সারা আকারে শরীর দেখিতে দুর্দ্দর্শ হয় এবং জরাকার মানুষ দুর্ব্বল ও কৃশ হয় ॥৬

কোন কাজ করিবার শক্তি থাকে না এবং যুবতী ও যুবকগণ তিরস্কার করে; সুতরাং ঐ জরা আমি কামনা করি না ॥৭

হে রাজন্! আপনার আরও অনেক অনেক পুত্র আছে। আপনি তাহাদিগকে আপনার জরা গ্রহণ করিতে বলুন ॥৮

যযাতি বলিলেন,—যেহেতু তুমি আমার হৃদয়জাত পুত্র হইয়াও তোমার যৌবন দিতে চাহিতেছ না, সেইহেতু তোমার সন্তানগণ রাজ্যের অধিকারী হইবে না ॥৯

হে পুত্র তুর্ব্বসো! তুমি জরার সহিত আমার পাপ গ্রহণ কর, তোমার যৌবন লইয়া আমি বিষয়ভোগ করিব। এক সহস্র বৎসর পরে তোমার যৌবন তোমাকে দিয়া পাপের সহিত আমার জরা আমি পুনরায় গ্রহণ করিব ॥১০-১১

তুর্ব্বসু বলিল—হে তাত! কাম ও ভোগের নাশকারিণী, বল, রূপ ও বুদ্ধি প্রণাশিনী ঐ জরাকে আমি কামনা করি না ॥১২

যযাতি বলিলেন,—আমার হৃদয়জাত পুত্র হইয়াও

সঙ্কীর্ণাচারধর্ম্মেষু প্রতিলোমচরেষু চ।
পিশিতাশিষু চান্ত্যেষু মূঢ় রাজা ভবিষ্যসি ॥১৪

গুরুদারপ্রসক্তেষু তির্য্যগ্যোনিগতেষু চ।
পশুধর্ম্মিষু পাপেষু ম্লেচ্ছেষু ত্বং ভবিষ্যসি ॥১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং স তুর্ব্বসুং শপ্ত্বা যযাতিঃ সুতমাত্মনঃ।
শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ সুতং দ্রুহ্যুমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৬

যযাতিরুবাচ।

দ্রুহ্যো ত্বং প্রতিপদ্যস্ব বর্ণরূপবিনাশিনীম্।
জরাং বর্ষসহস্রং মে যৌবনং স্বং দদস্ব চ ॥১৭

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু প্রতিদাস্যামি যৌবনম্।
স্বঞ্চাদাস্যামি ভূয়োঽহং পাপ্মানং জরয়া সহ ॥১৮

দ্রুহ্যুরুবাচ।

ন গজং ন রথং নাশ্বং জীর্ণো ভুঙ্‌ক্তে ন চ স্ত্রিয়ম্।
বাক্‌সঙ্গশ্চাস্য ভবতি (১) তাং জরাং নাভিকাময়ে ॥১৯

যযাতিরুবাচ।

যৎ ত্বং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি।
তস্মাদ্ দ্রুহ্যো প্রিয়ঃ কামো ন তে সম্পৎস্যতে
ক্বচিৎ ॥২০

যত্রাশ্বরথমুখ্যানামশ্বানাং স্যাদ্ গতং ন চ।
হস্তিনাং পীঠকানাঞ্চ গর্দ্দভানাং তথৈব চ ॥২১

বস্তানাঞ্চ গবাঞ্চৈব শিবিকায়াস্তথৈব চ।
উডুপপ্লবসন্তারো যত্র নিত্যং ভবিষ্যতি।
অরাজা ভোজশব্দং ত্বং তত্র প্রাপ্স্যসি সান্বয়ঃ ॥২২

যযাতিরুবাচ।

অনো ত্বং প্রতিপদ্যস্ব পাপ্মানং জরয়া সহ।
একং বর্ষসহস্রং তু চরেয়ং যৌবনেন তে ॥২৩

তুমি যখন তোমার যৌবন আমাকে দিলে না, তখন আমার শাপে তোমার বংশ নাশ পাইবে ।১৩

যাহাদের আচার ও ধর্ম্ম সাঙ্কর্য্যাদি দোষে দুষ্ট, যাহারা প্রতিলোমক্রমে জাত (চণ্ডালাদি) এবং যাহারা মাংসাশী; হে মূঢ়! তুমি তাহাদের রাজা হইবে ।১৪

গুরুপত্নীগামী, তির্য্যগ্যোনিতে জন্মিত এবং পশুর ন্যায় ধর্ম্মবিহীন পাপিষ্ঠ ম্লেচ্ছগণের মধ্যে তুমি রাজা হইবে ।১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজা! যযাতি এইরূপে তুর্ব্বসুকে অভিশাপ দিয়া শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র দ্রুহ্যুকে বলিলেন ।১৬

যযাতি বলিলেন,—হে দ্রুহ্যো! তুমি এক হাজার বৎসরের জন্য বর্ণ ও রূপনাশিনী জরাকে গ্রহণ করত তোমার যৌবন আমাকে দাও ।১৭

এক হাজার বৎসর পূর্ণ হইলে তোমাকে যৌবন ফিরাইয়া দিয়া আমার জরা ও পাপ আমি পুনরায় গ্রহণ করিব ।১৮

দ্রুহ্য বলিল,—যে জরাবস্থায় হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ করা যায় না, স্ত্রীতে উপভোগ করার শক্তি থাকে না এবং কথাও জড়াইয়া যায়, সেই জরাকে আমি আকাঙ্ক্ষা করি না ।১৯

যযাতি বলিলেন,—হে দ্রুহ্যো! তুমি যখন আমার ঔরসজাত হইয়াও তোমার যৌবন আমাকে দিলে না, তখন তোমার প্রিয় অভিলাষ কখনও পূর্ণ হইবে না ।২০

যে দেশে অশ্বযুক্ত রথ, অশ্ব, হস্তী, পাল্কী, গর্দ্দভ, ছাগ, গরু এবং শিবিকাদি যানের প্রচলন নাই, যে দেশে কেবল নৌকায় চড়িয়াই ঘুরাফিরা করিতে হয়, তুমি সবংশে ভোজ-উপাধি মাত্র লইয়া রাজা না হইয়া সেই দেশেই বাস করিবে ।২১-২২

অনন্তর যযাতি অনুকে বলিলেন,—হে অনো!

পাঠান্তর।—(১) বাগ্‌ভঙ্গশ্চ ভবতি—।

অনুরুবাচ।

জীর্ণঃ শিশুবদাদত্তেঽকালেঽন্নমশুচির্যথা।
ন জুহোতি চ কালেঽগ্নিং তাং জরাং নাভিকাময়ে ॥

যযাতিরুবাচ।

যৎ ত্বং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি।
জরাদোষস্ত্বয়োক্তস্তস্মাৎ ত্বং প্রতিপৎস্যসে ॥২৫
প্রজাশ্চ যৌবনপ্রাপ্তা বিনশিষ্যন্ত্যনঘ তব।
অগ্নিপ্রস্কন্দনপরস্ত্বঞ্চাপ্যেবং ভবিষ্যসি ॥২৬

যযাতিরুবাচ।

পূরো ত্বং মে প্রিয়ঃ পুত্রস্ত্বং বরীয়ান্ ভবিষ্যসি;
জরা বলী চ মাং তাত পলিতানি চ পর্য্যগুঃ ॥২৭
কাব্যস্যোশনসঃ শাপান্ন চ তৃপ্তোঽস্মি যৌবনে।
পূরো ত্বং প্রতিপদ্যস্ব পাপ্মানং জরয়া সহ।
কিঞ্চিৎ কালং চরেয়ং বৈ বিষয়ান্ বয়সা তব ॥২৮
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু পুনর্দাস্যামি যৌবনম্।
স্বঞ্চৈব প্রতিপৎস্যামি পাপ্মানং জরয়া সহ ॥২৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ পূরুঃ পিতরমঞ্জসা।
যথাত্থ মাং মহারাজ তৎ করিষ্যামি তে বচঃ ॥৩০
(গুরোর্বৈ বচনং পুণ্যং স্বর্গ্যমায়ুষ্করং নৃণাম্।
গুরুপ্রসাদাৎ ত্রৈলোক্যমন্বশাসচ্ছতক্রতুঃ ॥
গুরোরনুমতিং প্রাপ্য সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।)
প্রতিপৎস্যামি তে রাজন্ পাপ্মানং জরয়া সহ।
গৃহাণ যৌবনং মত্তশ্চর কামান্ যথেপ্সিতান্ ॥৩১
জরয়াহং প্রতিচ্ছন্নো বয়োরূপধরস্তব।
যৌবনং ভবতে দত্ত্বা চরিষ্যামি যথাত্থ মাম্ ॥৩২

তুমি এক সহস্র বৎসর কাল আমার জরা গ্রহণ করিয়া তোমার যৌবন আমাকে দাও ॥২৩

অনু বলিল,—জরাগ্রস্ত পুরুষ বালকের ন্যায় অসময়ে অন্নগ্রহণ করে ও অশুচি থাকে এবং যথাসময়ে অগ্নিতে আহুতি দান করিতে পারে না, সুতরাং ঐরূপ জরা আমি চাই না ॥২৪

যযাতি বলিলেন,—অনো! ঔরসজাত পুত্র হইয়াও তুমি যখন তোমার যৌবন আমাকে দিলে না, তখন তুমি জরাগ্রস্ত হইয়া ঐ দোষগুলি প্রাপ্ত হইবে। তোমার পুত্রগণ যৌবনেই মারা যাইবে এবং জরাগ্রস্ত হোমাদি করিবার সামর্থ্যও তোমার থাকিবে না ॥২৫-২৬

অনন্তর যযাতি পূরুকে বলিলেন—হে পূরো! তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তুমি গুণে সকলের শ্রেষ্ঠ হইবে। শুক্রাচার্য্যের শাপে জরা, বলি এবং পক্ককেশ আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। আমি যৌবনের দ্বারা তৃপ্ত হই নাই। সুতরাং তুমি আমার জরা গ্রহণ করিয়া তোমার যৌবন আমাকে দাও। আমি এক সহস্র বৎসর বিষয়োপভোগের পর তোমার যৌবন তোমাকে দিয়া আমার জরা ও পাপ আমি পুনরায় লইব ॥২৭-২৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই কথা শুনিয়া পূরু পিতাকে বলিল,—হে মহারাজ! আপনি যেরূপ বলিতেছেন, আমি তাহাই করিব ॥৩০

(পিতা, মাতা ও আচার্য্যের কথা শুনিলে মানুষের পুণ্য, আয়ুঃ ও স্বর্গ লাভ হয়। ইন্দ্রও গুরুর কৃপাতেই ত্রিলোক শাসন করেন। গুরুর কৃপা হইলে মানুষ সকল অভীষ্ট লাভ করে।)

হে রাজন্! আপনার জরা ও পাপ আমি গ্রহণ করিব। আমার যৌবন গ্রহণ করুন এবং যথেচ্ছ বিষয়ভোগ করুন ॥৩১

আমি জরাক্রান্ত হইয়া আপনার বয়স ও রূপ ধারণ করিয়া আমার যৌবন আপনাকে দিব। আপনি যেরূপ বলিবেন, আমি সেইরূপই আচরণ

---

* কোন কোন পুস্তকে নিম্নলিখিত শ্লোকটী অধিক দেখা যায়,—

"বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমাভাষিতঃ পিত্রা [illegible]।
পূরুঃ [illegible]।"

যযাতিরুবাচ ।

পূরো প্রীতোঽস্মি তে বৎস প্রীতশ্চেদং দদামি তে ।
সর্বকামসমৃদ্ধা তে প্রজা রাজ্যে ভবিষ্যতি ॥৩৪

এবমুক্ত্বা যযাতিস্তু স্মৃত্বা কাব্যং মহাতপাঃ ।
জরাসংক্রমণং চক্রে তস্মিন্ পূরৌ মহাত্মনি ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি যযাত্যুপাখ্যানে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৪

করিল ॥৩৩

যযাতি বলিলেন,—হে পূরো! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। আমি প্রীত হইয়া এই সমস্ত সমৃদ্ধিশালী রাজ্য তোমাকে দিতেছি। তোমার প্রজাগণ সকলেই সমৃদ্ধিশালী হইবে ॥৩৪

এই কথা বলিয়া যযাতি শুক্রাচার্যকে স্মরণ করিয়া নিজ জরা মহাত্মা পূরুতে সংক্রামিত করিলেন ॥৩৫

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত সম্ভবপর্বে
যযাতি-উপাখ্যানে চতুরশীতিতমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

[যৌবনং লব্ধ্বা যযাতের্ভোগবিবরণম্, ততো বৈরাগ্যম্, পূরবে রাজ্যং দত্ত্বা বনপ্রবেশশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

পৌরবেণাথ বয়সা যযাতির্নহুষাত্মজঃ ।
প্রীতিযুক্তো নৃপশ্রেষ্ঠশ্চচার বিষয়ান্ প্রিয়ান্ ॥১

যথাকামং যথোৎসাহং যথাকালং যথাসুখম্ ।
ধর্মাবিরুদ্ধং রাজেন্দ্রো যথার্হতি স এব হি ॥২

দেবানতর্পয়দ্ যজ্ঞৈঃ শ্রাদ্ধৈস্তদ্বৎ পিতৄনপি ।
দীনাননুগ্রহৈরিষ্টৈঃ কামৈশ্চ দ্বিজসত্তমান্ ॥৩

অতিথীনন্নপানৈশ্চ বিশশ্চ পরিপালনৈঃ ।
আনৃশংস্যেন শূদ্রাংশ্চ দস্যূন্ সন্নিগ্রহেণ চ ॥৪

ধর্মেণ চ প্রজাঃ সর্বা যথাবদনুরঞ্জয়ন্ ।
যযাতিঃ পালয়ামাস সাক্ষাদিন্দ্র ইবাপরঃ ॥৫

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় ।

[যৌবন পাইয়া রাজা যযাতির বিষয়ভোগ, অনন্তর বৈরাগ্য ও পূরুকে রাজ্য দিয়া বনপ্রবেশ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! পূরুর যৌবন গ্রহণ করিয়া নহুষনন্দন রাজশ্রেষ্ঠ যযাতি আনন্দিত হইয়া ধর্মের অবিরোধে ইচ্ছানুসারে, উৎসাহ ও কালের অতিক্রম না করিয়া বিষয়সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন ॥১-২

তিনি যজ্ঞদ্বারা দেবগণকে, শ্রাদ্ধদ্বারা পিতৃগণকে, অনুগ্রহ দ্বারা দরিদ্রগণকে এবং অভীষ্টদানের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে তুষ্ট করিলেন ॥৩

অন্ন ও পানীয় দ্বারা অতিথিগণকে, প্রতিপালনের দ্বারা বৈশ্যগণকে, দয়া দ্বারা শূদ্রগণকে এবং নিগ্রহের দ্বারা দস্যুগণকে শাসন করিতে লাগিলেন। ধর্মানুসারে এইরূপে সমস্ত প্রজাকে অনুরঞ্জন করিয়া সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় যযাতি পৃথিবীর পালন করিতে লাগিলেন ॥৪-৫

স রাজা সিংহবিক্রান্তো যুবা বিষয়গোচরঃ।
অবিরোধেন ধর্মস্য চচার সুখমুত্তমম্ ॥৬
স সম্প্রাপ্য শুভান্ কামাংস্তৃপ্তঃ খিন্নশ্চ পার্থিবঃ।
কালং বর্ষসহস্রান্তং সস্মার মনুজাধিপঃ ॥৭
পরিসংখ্যায় কালজ্ঞঃ কলাঃ কাষ্ঠাশ্চ বীর্যবান্।
যৌবনং প্রাপ্য রাজর্ষিঃ সহস্রপরিবৎসরান্ ॥৮
বিশ্বাচ্যা সহিতো রেমে ব্যভ্রাজন্নন্দনে বনে।
অলকায়াং স কালং তু মেরুশৃঙ্গে তথোত্তরে ॥৯
যদা স পশ্যতে কালং ধর্মাত্মা তং মহীপতিঃ।
পূর্ণং মত্বা ততঃ কালং পূরুং পুত্রমুবাচ হ ॥১০
যথাকামং যথোৎসাহং যথাকালমরিন্দম।
সেবিতা বিষয়াঃ পুত্র যৌবনেন ময়া তব ॥১১

এইরূপে ধর্মের অবিরোধে সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী যুবক রাজা যযাতি বৈষয়িক উত্তম সুখসমূহ ভোগ করিতে থাকিলেন।৬

রাজা যযাতি শুভ কাম্যবস্তুসমূহ ভোগ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখনই তাঁহার মনে হইল যে, এই এক হাজার বৎসরও পূর্ণ হইয়া যাইবে, তখনই মনে খেদ অনুভব করিলেন। এবং কালজ্ঞানাভিজ্ঞ শক্তিমান্ রাজর্ষি যযাতি জ্যোতির্বিদ্যায় কাল গণনা করত বিষয়ভোগে তৎপর হইলেন। তিনি বিশ্বাচী অপ্সরার সহিত নন্দনবনে, সুমেরুশৃঙ্গে ও অলকাপুরীতে বিহার করিলেন। যখন ধর্মাত্মা রাজা দেখিলেন যে, এক সহস্রবৎসর পূর্ণ হইয়াছে, তখন তিনি কনিষ্ঠ পুত্র পূরুকে ডাকিয়া বলিলেন—হে পুত্র! তোমার যৌবন লইয়া যথাকালে উৎসাহের সহিত উত্তমরূপে বিষয়সমূহ ভোগ করিয়াছি বটে, কিন্তু তৃপ্ত হই নাই। কাম্যবস্তুসমূহের উপভোগের দ্বারা কামনার কখনও শান্তি হয় নাই। ঘৃতাহুতি যেমন অগ্নিকে বর্দ্ধিত করে, তেমনই ভোগ ক্রমশঃ কামনাকে বর্দ্ধিত করে।৮-১২

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥১২
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তস্মাৎ তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ ॥
যা দুস্ত্যজা দুর্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
যোঽসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ
সুখম্ ॥১৪
পূর্ণং বর্ষসহস্রং মে বিষয়াসক্তচেতসঃ।
তথাপ্যনুদিনং তৃষ্ণা মমৈতেষ্বভিজায়তে ॥১৫
তস্মাদেনামহং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণ্যাধায় মানসম্।
নির্দ্বন্দ্বো নির্মমো ভূত্বা চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ ॥১৬

এই পৃথিবীতে যত শস্য, সুবর্ণ, পশু ও স্ত্রী আছে, ইহারা সকলে মিলিয়া একজনেরই তৃপ্তি সাধন করিতে পারে না, (ভোগ তো দূরের কথা) সুতরাং সেই তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিবে।১৩

যে তৃষ্ণা দুর্বুদ্ধিগণের দ্বারা ত্যাগ করা কঠিন, যাহা মানুষের শরীর জীর্ণ হইলেও অর্থাৎ বার্দ্ধক্যেও জীর্ণ হয় না এবং যাহা মানুষের পক্ষে প্রাণান্তক রোগ, তাহাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত।১৪

বিষয়ভোগ করিতে করিতে আমার এক সহস্র বৎসর অতীত হইল, কিন্তু প্রতিদিনই বিষয়তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইতেছে।১৫

সুতরাং আমি এখন এই তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিয়া, পরব্রহ্মে মনকে সমাহিত করত, দ্বন্দ্ব ও মমতাশূন্য হইয়া বনে মৃগগণের সহিত বিচরণ করিব।১৬

হে পুত্র! আমি তোমার উপর প্রীত হইয়াছি,

পুরো প্রীতোঽস্মি ভদ্রং তে গৃহাণেদং স্বযৌবনম্।
রাজ্যং চেদং গৃহাণ ত্বং ত্বং হি মে প্রিয়কৃৎ সুতঃ ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রতিপেদে জরাং রাজা যযাতির্নাহুষস্তদা।
যৌবনং প্রতিপেদে চ পূরুঃ স্বং পুনরাত্মনঃ(১) ॥১৮
অভিষেক্তুকামং নৃপতিং পূরুং পুত্রং কনীয়সম্।
ব্রাহ্মণপ্রমুখা বর্ণা ইদং বচনমব্রুবন্ ॥১৯
কথং শুক্রস্য নপ্তারং দেবযান্যাঃ সুতং প্রভো।
জ্যেষ্ঠং যদুমতিক্রম্য রাজ্যং পূরোঃ প্রদাস্যসি ॥২০
যদুর্জ্যেষ্ঠস্তব সুতো জাতস্তমনু তুর্বসুঃ।
শর্মিষ্ঠায়াঃ সুতো দ্রুহ্যুস্ততোঽনুঃ পূরুরেব চ ॥২১
কথং জ্যেষ্ঠানতিক্রম্য কনীয়ান্ রাজ্যমর্হতি।
এতৎ সম্বোধয়ামস্ত্বাং ধর্মং ত্বং প্রতিপালয় ॥২২

তোমার যৌবন তুমি গ্রহণ কর এবং এই রাজ্য তুমি গ্রহণ কর। তুমি আমার প্রিয়কারী পুত্র ॥১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন রাজা যযাতি নিজ জরা এবং পূরু নিজ যৌবন গ্রহণ করিলেন ॥১৮

রাজা যখন পূরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন ব্রাহ্মণপ্রমুখ বর্ণসমূহ রাজাকে বলিলেন,—হে প্রভো! দেবযানীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে পরিত্যাগ করিয়া কেন আপনি পূরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছেন? যদু সকলের জ্যেষ্ঠ, তাহার তুর্বসু, অনন্তর দ্রুহ্যু, তদনন্তর অনু, কিন্তু পূরু সকলের কনিষ্ঠ। আপনি জ্যেষ্ঠকে পরিত্যাগ করিয়া কেন কনিষ্ঠ পূরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছেন? আমরা এ বিষয়ে আপনাকে কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি, আপনি ধর্মের প্রতিপালন করুন ॥১৮-২২

যযাতিরুবাচ।

ব্রাহ্মণপ্রমুখা বর্ণাঃ সর্বে শৃণ্বন্তু মে বচঃ।
জ্যেষ্ঠং প্রতি যথা রাজ্যং ন দেয়ং মে কথঞ্চন ॥২৩
মম জ্যেষ্ঠেন যদুনা নিদেশো নানুপালিতঃ।
প্রতিকূলঃ পিতুর্যশ্চ ন স পুত্রঃ সতাং মতঃ ॥২৪
মাতাপিত্রোর্বচনকৃদ্ধিতঃ পথ্যশ্চ যঃ সুতঃ।
স পুত্রঃ পুত্রবদ্ যশ্চ বর্ততে পিতৃ-মাতৃষু ॥২৫
(পুন্নিতি নরকস্যাখ্যা দুঃখং চ নরকং বিদুঃ।
পুতস্ত্রাণাৎ ততঃ পুত্রমিহেচ্ছন্তি পরত্র চ ॥
আত্মনঃ সদৃশঃ পুত্রঃ পিতৃদেবর্ষিপূজনে।
যো বহূনাং গুণকরঃ স পুত্রো জ্যেষ্ঠ উচ্যতে ॥
জ্যেষ্ঠাংশভাক্ স গুণৈর্লোকেহ পরত্র চ।
জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো গুণোপেতঃ স পুত্রো নেতরো বৃথা ॥
বদন্তি ধর্মং ধর্মজ্ঞাঃ পিতৃণাং পুত্রকারণাৎ)

যযাতি বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণপ্রমুখ বর্ণগণ! আপনারা সকলে আমার কথা শুনুন—কেন আমি জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠকে রাজ্য দিতেছি—আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু আমার আদেশ পালন করে নাই। যে পুত্র পিতার প্রতিকূল, সজ্জনগণ তাহাকে পুত্রনামের অযোগ্য বলেন। যে পুত্র মাতা ও পিতার কথা শুনে, তাঁহাদের হিতকারী এবং তাঁহাদের প্রতি পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করে, সেই পুত্রপদবাচ্য। ('পুৎ' নামে একটি নরক আছে, তাহা অতি ঘোর দুঃখজনক, পুত্র সেই নরক হইতে পিতামাতাকে ত্রাণ করে, এইজন্য তাহাকে পুত্র বলে। এইজন্য ইহলোকে ও পরলোকে লোকেরা পুত্রই ইচ্ছা করে। যে পুত্র বহু মানুষের গুণকর, তাহাকেই জ্যেষ্ঠ পুত্র বলে। যে পুত্র উভয়লোকসম্পন্ন হয়, তাহাকেই জ্যেষ্ঠ পুত্র বলা হয়, অপরে নয়। ধর্মজ্ঞ পুরুষেরা পুত্র হইতে

পাঠান্তর :—(১) —পূরুঃ স পুনরাত্মবান্।

যদুনাহমবজ্ঞাতস্তথা তুর্ব্বসুনাপি চ।
দ্রুহ্যুনা চানুনা চৈব মধ্যবজ্ঞা কৃতা ভৃশম্ ॥২৬

পূরুণা তু কৃতং বাক্যং মানিতশ্চ বিশেষতঃ।
কনীয়ান্ মম দায়াদো ধৃতা যেন জরা মম ॥২৭

মম কামঃ স চ কৃতঃ পূরুণা মিত্ররূপিণা।
শুক্রেণ চ বরো দত্তঃ কাব্যেনোশনসা স্বয়ম্ ॥২৮

পুত্রো যস্ত্বানুবর্ত্তেত স রাজা পৃথিবীপতিঃ।
ভবতোঽনুনয়াম্যেবং পূরূ রাজ্যেঽভিষিচ্যতাম্ ॥২৯

প্রকৃতয় ঊচুঃ।

যঃ পুত্রো গুণসম্পন্নো মাতাপিত্রোর্হিতঃ সদা।
সর্ব্বমর্হতি কল্যাণং কনীয়ানপি সত্তমঃ ॥৩০

অর্হঃ পূরুরিদং রাজ্যং যঃ সুতঃ প্রিয়কৃৎ তব।
বরদানেন শুক্রস্য ন শক্যং বক্তুমুত্তরম্ ॥৩১

ঐরূপ আমার অবজ্ঞা করিল।) যদু আমাকে অবজ্ঞা করিয়াছে, ঐরূপ তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু ও অনুও আমার অতীব অবজ্ঞা করিয়াছে। পূরু আমার কথা শুনিয়াছে এবং আমাকে বিশেষভাবে সম্মানও দিয়াছে। সেই আমার জরা গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং সেই আমার প্রকৃত পুত্র। পূরু মিত্র হইয়া আমার কামনা পূর্ণ করিয়াছে। তাহার পর স্বয়ং উশনা (শুক্র) আমাকে বর দিয়াছিলেন— "যে পুত্র তোমার কথা শুনিবে, সে-ই পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে।" সুতরাং আপনাদিগকে আমি অনুনয় করিয়া বলিতেছি যে, আপনারা পূরুর রাজ্যাভিষেকে অনুমোদন করুন ॥২৩-২৯

প্রজারা বলিলেন,—যে পুত্র গুণসম্পন্ন ও মাতাপিতার হিতকারী, সে কনিষ্ঠ হইলেও সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ লাভ করিবার যোগ্য হয়। সুতরাং পূরু রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার যোগ্য হয়। আপনার শুক্রাচার্য্যের বরও উহার দিকে আছে, তখন উহাদের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই ॥৩০-৩১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পৌরজানপদৈস্তুষ্টৈরিত্যুক্তো নাহুষস্তদা।
অভ্যষিঞ্চত্ততঃ পূরুং রাজ্যে স্বে সুতমাত্মজম্ ॥৩২

দত্ত্বা চ পূরবে রাজ্যং বনবাসায় দীক্ষিতঃ।
পুরাৎ স নির্যযৌ রাজা ব্রাহ্মণৈস্তাপসৈঃ সহ ॥৩৩

যদোস্তু যাদবা জাতাস্তুর্ব্বসোর্যবনাঃ সুতাঃ।
দ্রুহ্যোঃ সুতাস্তু বৈ ভোজা অনোস্তু ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥৩৪

পূরোস্তু পৌরবো বংশো যত্র জাতোঽসি পার্থিব।
ইদং বর্ষসহস্রাণি রাজ্যং কারয়িতুং বশী ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি যযাত্যুপাখ্যানে পূরুরাজ্যাভিষেকে পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নগরবাসিগণ ও জনপদবাসিগণ সন্তুষ্ট হইয়া এই কথা বলিলেন, তখন নহুষনন্দন পূরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥৩২

রাজা যযাতি পূরুকে রাজ্য প্রদান করিয়া বনবাসে দীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্মণ তাপসগণের সহিত পুরী হইতে নির্গত হইলেন ॥৩৩

যদু হইতে যাদবগণ, তুর্ব্বসু হইতে যবনগণ, দ্রুহ্যু হইতে ভোজগণ এবং অনু হইতে ম্লেচ্ছ জাতিসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে ॥৩৪

পূরু হইতেই এই পৌরববংশ উৎপন্ন হইয়াছে; হে রাজন্! তুমি সেই বংশেরই সন্তান। অতএব আত্মসংযমপূর্ব্বক এক সহস্র বৎসর এই রাজ্য শাসন কর ॥৩৫

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বের সম্ভবপর্ব্বে
যযাতি-উপাখ্যান-প্রসঙ্গে পূরুরাজ্যাভিষেকে পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ

[বনে যযাতেস্তপস্যা, স্বর্গারোহণঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং স নাহুষো রাজা যযাতিঃ পুত্রমীপ্সিতম্ ।
রাজ্যেঽভিষিচ্য মুদিতো বানপ্রস্থোঽভবন্মুনিঃ ॥১
উষিত্বা চ বনে বাসং ব্রাহ্মণৈঃ সংশিতব্রতঃ ।
ফল-মূলাশনো দান্তস্ততঃ স্বর্গমিতো গতঃ ॥২
স গতঃ সুরবাসং তং নিবসন্ মুদিতঃ সুখী ।
কালেন নাতিমহতা(১) পুনঃ শক্রেণ পাতিতঃ ॥৩
নিপতন্ প্রচ্যুতঃ স্বর্গাদপ্রাপ্তো মেদিনীতলম্ ।
স্থিত আসীদন্তরিক্ষে স তদেতি শ্রুতং ময়া ॥৪

তত এব পুনশ্চাপি গতঃ স্বর্গমিতি শ্রুতম্ ।
রাজ্ঞা বসুমতা সার্দ্ধমষ্টকেন চ বীর্য্যবান্ ॥৫
প্রতর্দ্দনেন শিবিনা সমেত্য কিল সংসদি ।

জনমেজয় উবাচ ।

কর্ম্মণা কেন স দিবং পুনঃ প্রাপ্তো মহীপতিঃ ॥৬
সর্ব্বমেতদশেষেণ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ।
কথ্যমানং ত্বয়া বিপ্র বিপ্রর্ষিগণসন্নিধৌ ॥৭
দেবরাজসমো হ্যাসীদ্ যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ ।
বর্দ্ধনঃ কুরুবংশস্য বিভাবসুসমদ্যুতিঃ ॥৮
তস্য বিস্তীর্ণযশসঃ সত্যকীর্ত্তের্মহাত্মনঃ ।
চরিতং শ্রোতুমিচ্ছামি দিবি চেহ চ সর্ব্বশঃ ॥৯

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি যযাতেরুত্তমাং কথাম্ (২) ।
দিবি চেহ চ পুণ্যার্থাং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্ ॥১০

ষড়শীতিতম অধ্যায় ।

[বনে যযাতির তপস্যা ও স্বর্গারোহণ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইভাবে সেই নহুষনন্দন যযাতি নিজ প্রিয়পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করত মুনিরূপে অবস্থান করিলেন ॥১

ব্রাহ্মণগণের সহিত বনে বাস করত ব্রতাচরণপূর্ব্বক ফলমূলাহার করিয়া জিতেন্দ্রিয়ভাবে তপস্যা করিতে করিতে স্বর্গগামী হইলেন ॥২

তিনি স্বর্গে গিয়া অনেককাল সেখানে সুখে বাস করিবার পর পুনঃ ইন্দ্রকর্তৃক স্বর্গচ্যুত হইলেন। স্বর্গচ্যুত হইয়াও তিনি পৃথিবীতলে না আসিয়া অন্তরীক্ষে অবস্থান করিলেন—এইরূপ আমরা শুনিয়াছি ॥৩-৪

আমরা ইহাও শুনিয়াছি যে, তিনি রাজা বসুমান্, অষ্টক, প্রতর্দ্দন ও শিবির সাহায্যে পুনরায় স্বর্গে গিয়াছিলেন।

জনমেজয় বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! কি কর্ম্মপ্রভাবে পুনরায় স্বর্গে গিয়াছিলেন ? এ সকল কথা যথাযথ আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনি ব্রহ্মর্ষিগণের সম্মুখে ঐ সকল কথা বিস্তার করিয়া বলুন। রাজা যযাতি দেবরাজতুল্য তেজস্বী, কুরুবংশের বর্দ্ধক এবং সূর্য্যের ন্যায় দ্যুতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে উভয়ত্রই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার যশ দিগন্তব্যাপী এবং তিনি সত্যকীর্ত্তিসম্পন্ন মহাত্মা, তাঁহার পবিত্র চরিত্র শুনিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে ॥৬-৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যাঁহার চরিতশ্রবণে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোকে উৎকৃষ্ট পুণ্য হয় এবং যাঁহার চরিতকথা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী, তাঁহার কথা বলিতেছি, শুন ॥১০

পাঠান্তর।—(১) কালেন নাতিমহতো—।

পাঠান্তর :—(২) —যযাতেরুত্তমং শুভম্ ।

যযাতির্নাহুষো রাজা পূরুং পুত্রং কনীয়সম্।
রাজ্যেঽভিষিচ্য মুদিতঃ প্রবব্রাজ বনং তদা ॥১১

অবসৃজ্য স বিপ্রাংশ্চ পুরাৎ সহপুরোহিতম্।
বন্যমূলফলো রাজা বনে সংশিতমানসঃ ॥১২

শান্তাত্মা জিতক্রোধস্তর্পয়ন্ পিতৃদেবতাঃ।
অগ্নীংশ্চ বিধিবজ্জুহ্বন্ (১) বানপ্রস্থবিধানতঃ ॥১৩

অতিথীন্ পূজয়ামাস বন্যেন হবিষা বিভুঃ।
শিলোঞ্ছবৃত্তিমাস্থায় শেষান্নকৃতভোজনঃ ॥১৪

পূর্ণং বর্ষসহস্রং (২) এবংবৃত্তিরভূন্নৃপঃ।
অব্‌ভক্ষঃ শরদস্ত্রিংশদাসীন্নিয়তবাঙ্মনাঃ ॥১৫

ততশ্চ বায়ুভক্ষোঽভূৎ সংবৎসরমতন্দ্রিতঃ।
তথা পঞ্চাগ্নিমধ্যে চ তপস্তেপে স বৎসরম্ ॥১৬

একপাদঃ স্থিতশ্চাসীৎ ষণ্মাসাননিলাশনঃ।
পুণ্যকীর্ত্তিস্ততঃ স্বর্গং জগামাবৃত্য রোদসী ॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি উত্তরযাযাতে ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৬

নহুষনন্দন যযাতি কনিষ্ঠপুত্র পূরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত পুরবাসীকে রাজ্যের শাসনে নিযুক্ত করাইয়া তিনি বনে ফলমূল ভোজনপূর্ব্বক সংযতচিত্তে বনবাস বাস করিলেন ॥১১-১২

তিনি ক্রোধাদিকে জয় করিয়া শান্তে থাকিয়া জল দ্বারা পিতৃলোকগণের বিধিপূর্ব্বক পিতৃগণ ও দেবগণের তর্পণ ও হোম বানপ্রস্থধর্মের বিধানানুসারে অনুষ্ঠান করিতেন ॥১৩

তিনি বন্য ফলমূলের দ্বারাই অতিথিগণের সেবা করিতেন এবং শিল ও উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন, সেবার আহার করত অবস্থান করিতেন ॥১৪

এইভাবে তিনি এক সহস্র বৎসর বনে বাস করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে বাক্য ও মনকে দমন করিয়া শুধু জলপান করিয়া ত্রিশ বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। তারপর তিনি বায়ুভক্ষণ করিয়া এক বৎসর এবং পঞ্চাগ্নির মধ্যে অবস্থান করত এক বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। তদনন্তর এক পায়ে দাঁড়াইয়া বায়ুভক্ষণে ছয় মাস তপস্যা করিয়াছিলেন। এইরূপে তদনন্তর পুণ্যময় কীর্ত্তি রাখিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন ॥১৫-১৭

পাঠান্তরঃ—(১) অগ্নিং বিধিবজ্জুহ্বন্—।

পাঠান্তরঃ—(২) পূর্ণং বর্ষসহস্রং স—।

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে
যযাতি-উপাখ্যান-প্রসঙ্গে [illegible] ষড়শীতিতমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

[ইন্দ্রপ্রশ্নোত্তরে [illegible] যযাতিনা পূরবে দত্তোপদেশস্য পুনঃ কথনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
স্বর্গতঃ স তু রাজেন্দ্রো নিবসন্ দেবসদ্মনি।
পূজিতস্ত্রিদশৈঃ সাধ্যৈর্মরুদ্ভির্বসুভিস্তথা॥১
দেবলোকাদ্ ব্রহ্মলোকং সঞ্চরন্ পুণ্যকৃদ্ বশী।
অবসৎ পৃথিবীপালো দীর্ঘকালমিতি শ্রুতিঃ॥২
স কদাচিন্নৃপশ্রেষ্ঠো যযাতিঃ শক্রমাগমৎ।
কথান্তে তত্র শক্রেণ স পৃষ্টঃ পৃথিবীপতিঃ॥৩
শক্র উবাচ।
যদা স পূরুস্তব রূপেণ রাজন্
জরাং গৃহীত্বা প্রচচার ভূমৌ।
তদা চ রাজ্যং সম্প্রদায়ৈব তস্মৈ
ত্বয়া কিমুক্তঃ কথয়েহ সত্যম্॥৪
যযাতিরুবাচ।
গঙ্গা-যমুনয়োর্মধ্যে কৃৎস্নোঽয়ং বিষয়স্তব।
মধ্যে পৃথিব্যাস্ত্বং রাজা ভ্রাতরোঽন্ত্যাধিপাস্তব॥৫
(ন চ দৈন্যং শঠত্বং চ ক্রোধং তথৈব চ।
কৌটিল্যং মৎসরং বৈরং সর্ব্বত্রৈব ন কারয়েৎ (১)॥
মাতরং পিতরং চৈব বিদ্বাংসঞ্চ তপোধনম্।
ক্ষমাবন্তঞ্চ দেবেন্দ্র (২) নাবমন্যেত বুদ্ধিমান্॥
শক্তস্তু ক্ষমতে নিত্যমশক্তঃ ক্রুধ্যতে সদা।
দুর্জ্জনঃ সুজনং দ্বেষ্টি দুর্ব্বলো বলবত্তরম্॥
রূপবন্তমরূপী চ ধনবন্তঞ্চ নির্দ্ধনঃ।
অকর্ম্মা কর্ম্মিণং দ্বেষ্টি ধার্ম্মিকঞ্চ অধার্ম্মিকঃ।
নির্গুণো গুণবন্তঞ্চ শক্রৈতৎ কলিলক্ষণম্॥)
অক্রোধনঃ ক্রোধনেভ্যো বিশিষ্ট-
স্তথা তিতিক্ষুরতিতিক্ষোর্বিশিষ্টঃ।
অমানুষেভ্যো মানুষাশ্চ প্রধানা
বিদ্বাংস্তথৈবাবিদুষঃ প্রধানঃ॥৬

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

[ইন্দ্রের প্রশ্নে উত্তরে যযাতিকর্ত্তৃক পুরুর প্রতি কৃত উপদেশের পুনরাবৃত্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! পুণ্যবান্ নহুষনন্দন যযাতি স্বর্গলোকে দেবগণের মধ্যে বসু, সাধ্য প্রভৃতি দেবগণকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া এবং সমস্ত দেবলোক ও ব্রহ্মলোক বিচরণ করিয়া দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন—এইরূপ শুনা যায়। এক সময়ে রাজা ইন্দ্রের দর্শন করিতে আসেন এবং আলাপ কথাবার্তা বলার পর ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১-৩

শক্র (ইন্দ্র) বলিলেন,—পুরু তোমার জরা লইয়া পৃথিবী বিচরণ করার পর, তুমি যখন তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলে তখন তাহাকে কি উপদেশ করিয়াছিলে, তাহাই যথাযথ আমাকে বল॥৪

যযাতি বলিলেন,—গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থিত সমস্ত ভূভাগ তোমার রাজ্য, এই সীমানার বাহিরে তোমার ভাইদিগে স্থান দেওয়া হইল॥৫

[তোমার রাজ্যের কখনও যেন দীন, শঠ, ক্রোধী, কুটিল, মাৎসর্য্যপরায়ণ এবং পরস্পর কলহকারী না হয়। হে দেবেন্দ্র! আমি তাহাকে বলিলাম—তুমি বুদ্ধিমান্, মাতা, পিতা, বিদ্বান্, তপস্বী ও ক্ষমাবান্ পুরুষকে কখনও অবজ্ঞা করিবে না। যে সমর্থ, সেই ক্ষমা করিতে পারে; যে অসমর্থ, সে সর্ব্বদাই ক্রুদ্ধ হয়। সুজনের প্রতি দুর্জ্জনের, বলবানের প্রতি দুর্ব্বলের, রূপবানের প্রতি কুৎসিতের, ধনীর প্রতি নির্ধনের, ধার্ম্মিকের

পাঠান্তর।—(১) সর্ব্বদা চ ন কারয়েৎ।
(২) ক্ষমাবন্তঞ্চ দেবেশ—।

* কোন কোন পুস্তকে এই স্থলে নিম্নলিখিত শ্লোক অধিক দেখা যায়—

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ইন্দ্র উবাচ।
স হি সর্ব্বাণি [illegible]। [illegible]
[illegible]

আক্রুশ্যমানো নাক্রোশেন্মন্যুরেব তিতিক্ষতঃ।
আক্রোষ্টারং নির্দহতি সুকৃতঞ্চাস্য বিন্দতি ॥৭

নারুন্তুদঃ স্যান্ন নৃশংসবাদী
ন হীনতঃ পরমভ্যাদদীত।
যয়াস্য বাচা পর উদ্বিজেত
ন তাং বদেদুষতীং পাপলোক্যাম্ ॥৮

অরুন্তুদং পরুষং তীক্ষ্ণবাচং
বাক্‌কণ্টকৈর্বিতুদন্তং মনুষ্যান্।
বিদ্যাদলক্ষ্মীকতমং জনানাং
মুখে নিবদ্ধাং নির্ঋতিং বহন্তম্ ॥৯

সদ্ভিঃ পুরস্তাদভিপূজিতঃ স্যাৎ
সদ্ভিস্তথা পৃষ্ঠতো রক্ষিতঃ স্যাৎ।
সদাসতামতিবাদাংস্তিতিক্ষেৎ
সতাং বৃত্তং চাদদীতার্য্যবৃত্তঃ ॥১০

বাক্‌সায়কা বদনান্নিষ্পতন্তি
যৈরাহতঃ শোচতি রাত্র্যহানি।
পরস্য নামর্ম্মসু তে পতন্তি
তান্ পণ্ডিতো নাবসৃজেৎ পরেষু ॥১১

ন হীদৃশং সংবননং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
যথা মৈত্রী চ ভূতেষু দানঞ্চ মধুরা চ বাক্ ॥১২
তস্মাৎ সান্ত্বং সদা বাচ্যং ন বাচ্যং পরুষং ক্বচিৎ।
পূজ্যান্ সম্পূজয়েদ্দদ্যান্ন চ যাচেৎ কদাচন ॥১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি উত্তরযাযাতে
সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৭

প্রতি অবজ্ঞাকারী এবং বালকের প্রতি অত্যাচারীর ভেদ—ইহা সর্বত্র বলিয়া লক্ষণ।]

যেমন ক্রোধী হইতে অক্রোধী, অতিতিক্ষু হইতে তিতিক্ষু এবং অমানুষ হইতে মানুষ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ অবিদ্বান্ হইতে বিদ্বান্ শ্রেষ্ঠ ॥৬

কেহ আক্রোশ করিলেও তাহার প্রতি আক্রোশ করিবে না। কারণ, যে আক্রোশকে সহ্য করে, তাহার প্রতি আক্রোশকারী ক্রোধ আক্রোশকারীকেই দগ্ধ করে এবং সহনশীল আক্রোশকারীর পুণ্য প্রাপ্ত হয় ॥৭

কাহারও মর্ম্মস্থানে আঘাত করিবে এবং নৃশংসভাবে কথা বলিবে না। যে বাক্যের দ্বারা অন্য উদ্বিগ্ন হয়, সেরূপ বাক্য বলিবে না; কারণ, ঐরূপ পাপী লোকই বলিয়া থাকে ॥৮

পরমর্ম্মপীড়নকারী, কর্কশস্বভাব, কঠোরবাক্য-প্রয়োগকারী এবং বাক্যরূপ কণ্টকের দ্বারা অন্যের পীড়াদানকারী মানুষকে লক্ষ্মীহীন বলিয়া জানিবে, সে সর্ব্বদাই নিজমুখে একটি পিশাচীকে লইয়া ঘুরিতেছে ॥৯

সজ্জনগণের সহিত নিজের ব্যবহার এমন রাখিবে যে, তাঁহারা সাক্ষাতে তোমাকে সৎকার যেন করিবেন, পশ্চাতেও তোমাকে রক্ষা করেন; এবং অসৎ উক্ত প্রকার দুর্জনের অতিবাদকে সহ্য করিবে এবং সাধুগণের ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সজ্জনগণের আচরণের অনুকরণ করিবে ॥১০

দুষ্ট পুরুষগণের মুখ হইতে নির্গত বাক্যবাণসমূহের দ্বারা আহত পুরুষ দিবারাত্র শোক করে। ঐরূপ বাক্য অন্যের মর্ম্মস্থানেই আঘাত করে; সুতরাং পণ্ডিতলোক অন্যের প্রতি উহা পরিত্যাগ করিবেন না ॥১১

দয়া, মৈত্রী, দান ও মধুরবাক্য—ইহাদের তুল্য পরবশীকরণ আর ত্রিলোকে নাই ॥১২

অতএব সর্ব্বদা সান্ত্বনাপূর্ণ মধুরবাক্য বলিবে, কখনও কর্কশ বাক্য বলিবে না। পূজনীয়গণকে পূজা ও দান করিবে, কখনও যাচ্ঞা করিবে না ॥১৩

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসরচিত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে
উত্তরযাযাত-উপাখ্যানে সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

[যযাতেঃ স্বর্গাৎ পতনম্, অষ্টকস্য প্রশ্নশ্চ ।]

ইন্দ্র উবাচ।

সর্বাণি কর্মাণি সমাপ্য রাজন্
গৃহং পরিত্যজ্য বনং গতোঽসি।
তৎ ত্বাং পৃচ্ছামি নহুষস্য পুত্র
কেনাসি তুল্যস্তপসা যযাতে ॥১

যযাতিরুবাচ।

নাহং দেব-মনুষ্যেষু ন গন্ধর্ব্ব-মহর্ষিষু।
আত্মনস্তপসা তুল্যং কঞ্চিৎ পশ্যামি বাসব ॥২

ইন্দ্র উবাচ।

যদাবমংস্থাঃ সদৃশঃ শ্রেয়সশ্চ
পাপীয়সশ্চাবিদিতপ্রভাবঃ।
তস্মাল্লোকা হ্যন্তবন্তস্তবেমে
ক্ষীণে পুণ্যে পতিতাস্যদ্য রাজন্ ॥৩

যযাতিরুবাচ।

সুরর্ষি-গন্ধর্ব-নরাবমানাৎ
ক্ষয়ং গতা মে যদি শক্র লোকাঃ।
ইচ্ছাম্যহং সুরলোকাদ্ বিহীনঃ
সতাং মধ্যে পতিতুং দেবরাজ ॥৪

ইন্দ্র উবাচ।

সতাং সকাশে পতিতাসি রাজন্
চ্যুতঃ প্রতিষ্ঠাং যত্র লব্ধাসি ভূয়ঃ।
এতদ্ বিদিত্বা চ পুনর্যযাতে
ন তেঽবমান্যাঃ সদৃশঃ শ্রেয়সশ্চ ॥৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ প্রহায়ামররাজজুষ্টান্
পুণ্যাঁল্লোকান্ পতমানং যযাতিম্।
সম্প্রেক্ষ্য রাজর্ষিবরোঽষ্টকস্ত-
মুবাচ সদ্ধর্ম্মবিধানগোপ্তা ॥৬

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

[যযাতির স্বর্গ হইতে পতন ও অষ্টকের প্রশ্ন ।]

ইন্দ্র বলিলেন,—হে রাজন্! সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করত বনে গিয়াছিলে। হে নহুষনন্দন! জিজ্ঞাসা করি, তপস্যার দ্বারা কাহার তুল্যতা অর্জ্জন করিয়াছ ?১

যযাতি বলিলেন,—হে বাসব! দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য ও মহর্ষির মধ্যে আমি কাহাকেও আমার তুল্য তপস্বী দেখিতেছি না ॥২

ইন্দ্র বলিলেন,—তোমার সদৃশ শ্রেষ্ঠ এবং নিকৃষ্ট সকল লোকের প্রভাবের কথা না জানিয়া তুমি যখন তাঁহাদের অবমাননা করিয়াছ, তখন তোমার স্বর্গবাসের কাল পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং পুণ্য ক্ষয় হওয়ায় তুমি এখনই পতিত হইবে ॥৩

যযাতি বলিলেন,—দেবরাজ, যদি, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যদের অবমাননা করায় যদি আমার স্বর্গলোকের ক্ষয়ক্ষীণ হইয়া থাকে, তবে স্বর্গচ্যুত হইয়া সজ্জনগণের মধ্যেই যেন আমি পতিত হই ॥৪

ইন্দ্র বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি স্বর্গচ্যুত হইয়া সজ্জনগণের মধ্যেই পতিত হইবে। যাহার ফলে তুমি পুনরায় স্বর্গ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। হে যযাতে! এই কথা জানিয়া পুনরায় নিজ সদৃশ ও শ্রেষ্ঠলোক পুনরায় অবমাননা করিবে না ॥৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন দেবরাজসেবিত পুণ্যলোকসমূহ হইতে রাজা যযাতি পড়িতে লাগিলেন। তাঁহাকে ঐরূপে পড়িতে দেখিয়া উত্তমধর্ম্মবিধির পালক রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ অষ্টক বলিলেন ॥৬

অষ্টক উবাচ।
কস্ত্বং যুবা বাসবতুল্যরূপঃ
স্বতেজসা দীপ্যমানো যথাগ্নিঃ।
পতস্যুদীর্ণাম্বুধরান্ধকারাৎ
খাৎ খেচরাণাং প্রবরো যথার্কঃ॥৭

দৃষ্ট্বা চ ত্বাং সূর্য্যপথাৎ পতন্তং
বৈশ্বানরার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্।
কিং নু স্বিদেতৎ পততীতি সর্ব্বে
বিতর্কয়ন্তঃ পরিমোহিতাঃ স্ম॥৮

দৃষ্ট্বা চ ত্বাং বিষ্ঠিতং দেবমার্গে
শক্রার্ক-বিষ্ণুপ্রতিমপ্রভাবম্।
অভ্যুদ্গতাস্ত্বাং বয়মদ্য সর্ব্বে
তত্ত্বং প্রপাতে তব জিজ্ঞাসমানাঃ॥৯

ন চাপি ত্বাং ধৃষ্ণুমঃ প্রষ্টুমগ্রে
ন চ ত্বমস্মান্ পৃচ্ছসি যে বয়ং স্মঃ।
তৎ ত্বাং পৃচ্ছামি স্পৃহণীয়রূপ
কস্য ত্বং বা কিং নিমিত্তং ত্বমাগাঃ॥১০

ভয়ং তু তে ব্যেতু বিষাদ-মোহৌ
ত্যজাশু চৈবেন্দ্রসমানরূপ।
ত্বাং বর্ত্তমানং হি সতাং সকাশে
নালং প্রসোঢ়ুং বলহাপি শক্রঃ॥১১

সন্তঃ প্রতিষ্ঠা হি সুখচ্যুতানাং
সতাং সদৈবামরকল্প।
তে সঙ্গতাঃ স্থাবর-জঙ্গমেশাঃ
প্রতিষ্ঠিতস্ত্বং সদৃশেষু সৎসু॥১২

অষ্টক বলিলেন—কে তুমি যুবক? তোমার রূপ ইন্দ্রতুল্য, প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় তুমি জ্যোতির্ময় এবং গ্রহবর্গে সূর্য্যের ন্যায় তুমি তেজস্বী। তুমি মেঘমণ্ডলে অন্ধকারময় আকাশ হইতে কেন নীচে পতিত হইতেছ?॥৭

অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট তোমাকে সূর্য্যের মার্গ হইতে পতিত হইতে দেখিয়া আমরা সকলে—"এটা কি পড়িতেছে" এইরূপ বিতর্ক করিয়া মোহিত হইয়াছি॥৮

ইন্দ্র, সূর্য্য ও বিষ্ণুর ন্যায় প্রভাবশালী তোমাকে দেবমার্গে অধিষ্ঠিত দেখিয়া আমরা সকলে তোমাকে অভ্যুত্থান করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, "কি হেতু তুমি পতিত হইতেছ"॥৯

আমরা প্রথমে তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছি না এবং তুমিও "তোমরা কে?" এই পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছ না। হে কমনীয়রূপশালিন্! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কাহার পুত্র? কেনই বা এখানে আসিয়াছিলে?॥১০

তুমি ভয়, বিষাদ ও মোহ পরিত্যাগ কর। হে ইন্দ্রতুল্য রূপশালিন্! সজ্জনগণের নিকটে তুমি এখন বর্ত্তমান রহিয়াছ, সুতরাং বলদৈত্যবিনাশী ইন্দ্রও এখন তোমার তেজ সহন করিতে অসমর্থ॥১১

হে দেবতুল্য! সুখ হইতে বিচ্যুত সজ্জনগণের সজ্জনগণই অবলম্বনস্বরূপ। স্থাবর ও জঙ্গমসমূহের ঈশ্বর সজ্জনগণ এখানে সমবেত হইয়াছেন, সুতরাং তুমি নিজসদৃশ সজ্জনগণের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত আছ॥১২

প্রভুরগ্নিঃ প্রতপনে ভূমিরাবপনে প্রভুঃ।
প্রভুঃ সূর্য্যঃ প্রকাশিত্বে সতাঞ্চাভ্যাগতঃ প্রভুঃ ॥১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি উত্তরযাযাতে অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৮

অগ্নি তাপদানে প্রভু, ভূমি বীজ বপন করিতে সমর্থ, সূর্য্য আলোকবিতরণে প্রভু; এইরূপ সজ্জনগণের নিকট অভ্যাগতই প্রভু ॥১৩

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে যযাতি-উপাখ্যানে উত্তরযানে অষ্টাশীতিতমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ

[অষ্টকস্য যযাতেশ্চ সংবাদকথনম্।]

যযাতিরুবাচ।

অহং যযাতির্নহুষস্য পুত্রঃ
পূরোঃ পিতা সর্বভূতাবমানাৎ।
প্রভ্রংশিতঃ সুরসিদ্ধর্ষিলোকাৎ
পরিচ্যুতঃ প্রপতাম্যল্পপুণ্যঃ ॥১

অহং হি পূর্বো বয়সা ভবদ্ভ্য-
স্তেনাভিবাদং ভবতাং ন প্রযুঞ্জে।
যো বিদ্যয়া তপসা জন্মনা বা
বৃদ্ধঃ স পূজ্যো ভবতি দ্বিজানাম্ ॥২

অষ্টক উবাচ।

অবাদীস্ত্বং বয়সা যঃ প্রবৃদ্ধঃ
স বৈ রাজন্ নাভ্যধিকঃ কথ্যতে চ।
যো বিদ্যয়া তপসা সম্প্রবৃদ্ধঃ
স এব পূজ্যো ভবতি দ্বিজানাম্ (১) ॥৩

যযাতিরুবাচ।

প্রতিকূলং কর্মণাং পাপমাহু-
স্তদ্ বর্ততেঽপ্রবণে পাপলোক্যম্।
সন্তোঽসতাং নানুবর্তন্তি চৈতদ্
যথা চৈষামনুকূলাস্তথাসন্ ॥৪

একোননবতিতম অধ্যায়।

[অষ্টক ও যযাতির সংবাদকথন।]

যযাতি বলিলেন,—আমি নহুষের পুত্র এবং পূরুর পিতা যযাতি। দেব, সিদ্ধ ও ঋষিগণের অবমাননা করাতে পুণ্য ক্ষয় হওয়ায় আমি পতিত হইতেছি ॥১

আমি বয়সে আপনাদের অপেক্ষা বড়, এজন্য আপনাদিগকে অভিবাদন করিতে পারিতেছি না। কারণ, বিদ্যা, তপস্যা এবং জন্মগ্রহণে যিনি বৃদ্ধ, তিনিই দ্বিজগণের পূজনীয় হন ॥২

অষ্টক বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি যে বলিলে "বয়সে যে বড়, সেই পূজনীয়"—ইহা ঠিক নয়। কারণ, দ্বিজগণের মধ্যে বয়সে বড় না হইয়াও যে বিদ্যা ও তপস্যায় শ্রেষ্ঠ, তাহাকে পূজ্য বলা হয় ॥৩

পাঠান্তর।— (১) স এব প্রাজ্ঞো ভবতি দ্বিজানাম্।

অতুল্যং ধনং যে বিপুলং নষ্টং তন্
বিচেষ্টমানো যদিবদা ব্যপি।
এবং প্রত্যয়াদ্যদি নির্বেদৌ
যো বর্জয়েন্ন বিষীদতি ধীরঃ (১) ॥৫॥

মহাত্মনো যো বচনে প্রবীণ-
ঃ সর্ববিদ্যাসু বিনীতবুদ্ধিঃ।
বেদব্যাসোক্তং সমাচারদ্য যোহঃ
দিনং লভতে পূজ্যতে বীতশোকঃ (২) ॥৬॥

ন জাতু অত্যুচ্চতয়া মদেন
বেদানধীত্যানহঙ্কৃতঃ স্যাৎ।
নানাভাবা বহবো জীবলোকে
দৈবাধীনা নষ্টচেষ্টাধিকারাঃ।
তৎ তৎ প্রাপ্য ন বিকুর্ব্বীত ধীরো
দিষ্টং বলীয় ইতি মন্যমানঃ ॥৭॥

সুখং হি জন্তুর্যদি বাপি দুঃখং
দৈবাধীনং বিন্দতে নাত্মশক্ত্যা।
তস্মাদ্দিষ্টং বলবন্মন্যমানো
ন সংজ্বরেন্নাপি হৃষ্যেৎ কথঞ্চিৎ ॥৮॥

দুঃখৈর্ন তপ্যেন্ন সুখৈঃ প্রহৃষ্যেৎ
সমেন বর্ত্তেত সদৈব ধীরঃ।
দিষ্টং বলীয় ইতি মন্যমানো
ন সংজ্বরেন্নাপি হৃষ্যেৎ কথঞ্চিৎ ॥৯॥

ভয়ে ন মুহ্যেদুক্তৈশ্চ কদাচিৎ
নরাধমো যে বাসতো নাস্তি কশ্চিৎ।
যাবঃ ক্ষমা নং বিষোচ্য লোকে
শ্রেয়ঃ শুভায়ঃ প্রতিশ্রুতি যথা ॥১০॥

যাহারা প্রতিকূল,—তাহা পুণ্যাত্মার প্রতিকূল। সুতরাং উহা মানবের হানিকর; কেননা পাপিষ্ঠ লোকেরাই সাধুজনের নিকট অপ্রিয় ব্যবহার করে। সাধুপুরুষগণ অসৎপুরুষদের আচরণ অনুকরণ করেন না; তাঁহারা সাধু পুরুষদেরই অনুকূল আচরণ করেন ॥৪॥

যাহার একসময়ে অতুল ধন ছিল, কিন্তু সে সকলই নষ্ট হইয়াছে, এখন আমি চেষ্টা করিলেও তাহা লাভ করিতে পারিব না। যাহার এই দুর্দ্দশার অবস্থা দেখিয়া যে ব্যক্তি শোকাতে ধৈর্য্যবান্ হইবেন, তিনিই জ্ঞানী এবং তিনিই ধীর ॥৫॥

যে মানব মহাত্মা হইয়া সেই বচনে যাহা উত্তম মঙ্গলসূচক তাহা শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার বিদ্যায় পারদর্শী বিনীত বুদ্ধি-সম্পন্ন এবং বেদব্যাসাদিকথিত বিধান যথেষ্ট অনুসারে লোকের নিকট ব্যক্ত করেন, তিনিই লোকপূজ্য হইয়া সর্ব্ব-লোকে খ্যাতি লাভ করেন ॥৬॥

অত্যুচ্চ ধন পাইয়া মদে উন্মত্ত হইবে না। বেদ-সমূহ অধ্যয়ন করিবে, কিন্তু অহংকারী হইবে না। এই জীবলোকে নানা প্রকারবিশিষ্ট প্রাণী আছে, কিন্তু তাহারা সকলেই প্রারব্ধ কর্ম্মের অধীন। সুতরাং প্রারব্ধ প্রতিকূল থাকিলে তাহাদের সকল পুরুষকার ও অধিকার বিফল হয়। অতএব প্রারব্ধই বলবান্ ইহা মনে ভাবিয়া সুখ বা দুঃখ যাহাই আসুক না কেন, তাহাতে ধীর ব্যক্তি বিকার প্রাপ্ত হইবেন না ॥৭॥

সুখ বা দুঃখ—উভয়ই অদৃষ্টের অধীন, নিজ শক্তিতে ইচ্ছানুসারে সুখ পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রারব্ধকেই বলবান্ নিশ্চয় করিয়া বিপদকালে হর্ষ অথবা অভিলষিতকালে শোক করিবে না ॥৮॥

দুঃখে সন্তপ্ত এবং সুখে আনন্দিত হইবে না, ধীর ব্যক্তি সর্ব্বদাই সমভাবে বর্ত্তমান থাকিবে। 'প্রারব্ধই বলবান্'—এই মনে করিয়া বিপদকালে দুঃখ বা অভিলষিতলাভে কুণ্ঠিত হইবে না ॥৯॥

পাঠান্তর।—(১) যো বর্জয়েন্ন বিষীদতি ধীরঃ।
(২) দিনঃ স লভতে—।

সংস্বেদজা অণ্ডজোদ্ভিজ্জাশ্চ
সরীসৃপাঃ কৃময়োহপ্যপ্সু মৎস্যাঃ।
তথাশ্মানস্তৃণ-কাষ্ঠঞ্চ সর্ব্বং
দিষ্টক্ষয়ে স্বাং প্রকৃতিং ভজন্তি ॥১১
অনিত্যতাং সুখ-দুঃখস্য বুদ্ধ্বা
কস্মাৎ সন্তাপমষ্টকাহং ভজেয়ম্।
কিং কুর্য্যাং বৈ কিঞ্চ কৃত্বা ন তপ্যে
তস্মাৎ সন্তাপং বর্জ্জয়াম্যপ্রমত্তঃ ॥১২
(সুখেন ন বিকুর্ব্বীত দুঃখেন তাপয়েৎ
সমেন বর্ত্তেত স বীতহর্ষঃ।
দিষ্টং বলীয় ইতি মন্যমানো
ন সংজ্বরেত চাত্র কুত্র কদাচন ॥)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং ব্রুবাণং নৃপতিং যযাতি-
মথাষ্টকঃ পুনরেবান্বপৃচ্ছৎ।
মাতামহং সর্ব্বগুণোপপন্নং
তত্র স্থিতং স্বর্গলোকে যথাবৎ ॥১৩

অষ্টক উবাচ।

যে যে লোকাঃ পার্থিবেন্দ্র প্রধানা-
স্ত্বয়া ভুক্তা যঞ্চ কালং যথাবৎ।
তান্ মে রাজন্ ব্রূহি সর্ব্বান্ যথাবৎ
ক্ষেত্রজ্ঞবদ্ ভাষসে ত্বং হি ধর্ম্মান্ ॥১৪

যযাতিরুবাচ

রাজাহমাসমিহ সার্ব্বভৌম-
স্ততো লোকান্ মহতশ্চাজয়ং বৈ।
তত্রাবসং বর্ষসহস্রমাত্রং
ততো লোকং পরমস্ম্যভ্যুপেতঃ ॥১৫

হে অষ্টক! আমি ভয়ে কখনও মুগ্ধ হই না এবং আমার মনে কোন সন্তাপও নাই। বিধাতা আমার জন্য যেরূপ বিধান করিয়াছেন, তাহাই হইবে—ইহা মনে করিয়া আমি সন্তাপ করি না।১০

স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ, সরীসৃপ, কৃমি, জলের মৎস্য, প্রস্তর, তৃণ ও কাষ্ঠ—এ সকলই নিজ প্রারব্ধ ক্ষয় হইলে নিজ নিজ প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়।১১

সুখ ও দুঃখের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া আমি কিসের জন্য সন্তাপ করিব; 'আমি কি করিব' এবং "কি করিয়া আমি সন্তপ্ত না হইব" এই সব চিন্তা করিয়া আমি অপ্রমত্তভাবে সন্তাপ বর্জ্জন করি।১২

(সুখে স্ফীত হইবে না অথবা দুঃখে ম্লান হইবে না, ধীর ব্যক্তি সর্ব্বদা সমভাবে বর্ত্তমান থাকিবে। প্রারব্ধই বলবান্—ইহা মনে করিয়া মানুষ কোন বিষয়েই সন্তাপযুক্ত হইবে না।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সর্ব্বগুণসম্পন্ন মাতামহ রাজা যযাতি যখন এইরূপ বলিলেন, তখন অষ্টক স্বর্গবিচ্যুত রাজাকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন।১৩

অষ্টক বলিলেন,—হে রাজন্! প্রধান প্রধান যে সকল লোকে যতদিন আপনি সুখ ভোগ করিয়াছেন, আপনি তাহা যথাযথ বর্ণন করুন। কারণ, আপনি যে ক্ষেত্রজ্ঞ লোকের ন্যায় ধর্ম্ম বলিতেছেন (অতএব আপনার কথার মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় পাওয়া যাইবে)।১৪

যযাতি বলিলেন,—প্রথমে আমি মর্ত্ত্যলোকে সমস্ত পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা ছিলাম। তাহারপর তথা হইতে পুণ্যকর্ম্মদ্বারা উচ্চ লোকসমূহ জয় করিলাম। সেই সকল লোকে এক হাজার বৎসর বাস করিয়া তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট লোকে গেলাম।১৫

ততঃ পুরীং পুরুহূতস্য রম্যাং
সহস্রদ্বারাং শতযোজনায়তাম্ ।
অধ্যাবসং বর্ষসহস্রমাত্রং
ততো লোকং পরমস্ম্যভ্যুপেতঃ ॥১৬

ততো দিব্যমজরং প্রাপ্য লোকং
প্রজাপতের্লোকপতের্দুরাপম্ ।
তত্রাবসং বর্ষসহস্রমাত্রং
ততো লোকং পরমস্ম্যভ্যুপেতঃ ॥১৭

স দেবদেবস্য নিবেশনে চ
বিহৃত্য লোকানবসং যথেষ্টম্ ।
সম্পূজ্যমানস্ত্রিদশৈঃ সমস্তৈ-
স্তুল্যপ্রভাবদ্যুতিরীশ্বরাণাম্ ॥১৮

তথাবসং নন্দনে কামরূপী
সংবৎসরাণামযুতং শতানাম্ ।
সহাপ্সরোভির্বিহরন্ পুণ্যগন্ধান্
পশ্যন্ নগান্ পুষ্পিতাংশ্চারুরূপান্ ॥১৯

তত্র স্থিতং মাং দেবসুখেষু সক্তং
কালেঽতীতে মহতি ততোঽতিমাত্রম্ ।
দূতো দেবানামব্রবীদুগ্ররূপো
ধ্বংসেত্যুচ্চৈস্ত্রিঃ প্লুতেন স্বরেণ ॥২০

এতাবন্মে বিদিতং রাজসিংহ
ততো ভ্রষ্টোঽহং নন্দনাৎ ক্ষীণপুণ্যঃ ।
বাচোঽশ্রৌষং চান্তরিক্ষে সুরাণা-
মনুক্রোশাৎ শোচতাং মাং নরেন্দ্র ॥২১

অহো কষ্টং ক্ষীণপুণ্যো যযাতিঃ
পতত্যসৌ পুণ্যকৃৎ পুণ্যকীর্তিঃ ।
তানব্রুবং পতমানস্ততোঽহং
সতাং মধ্যে নিপতেয়ং কথং নু ॥২২

তদনন্তর পুরুহূতের (ইন্দ্রের) শতযোজনবিস্তৃত সহস্রদ্বারবিশিষ্ট রমণীয় অমরাবতী নগরীতে এক সহস্র বৎসর বাস করিলাম। তাহার পর তাহা হইতে উৎকৃষ্ট লোকে যাইলাম ॥১৬

তদনন্তর দুষ্প্রাপ্য অজর দিব্য প্রজাপতিলোকে সহস্র বৎসর মাত্র বাস করিলাম। তদনন্তর তাহা হইতেও অধিক উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিলাম ॥১৭

দেবাদিদেবের ভবনে * সেই লোকে আমি দেবগণ-কর্তৃক পূজিত হইয়া তাহাদের তুল্য প্রভাবের সহিত যথেষ্ট বিহার করিলাম ॥১৮

তদনন্তর আমি ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণপূর্বক নন্দনকাননে অপ্সরাগণের সহিত পুণ্যগন্ধময় পুষ্পিত বৃক্ষসমূহ দর্শন করিতে করিতে দশ লক্ষ বৎসর বিহার করিলাম ॥১৯

সেইস্থানে দেবোচিত সুখে আসক্ত হইয়া বহুকাল কাটাইলাম। তাহার পর একদিন উগ্রমূর্তি দেবদূত-কর্তৃক উচ্চারিত উচ্চ প্লুতস্বর শুনিতে পাইলাম—"তুমি পতিত হও" ॥২০

হে রাজসিংহ! এই পর্যন্তই আমি জানি। তাহার পরই পুণ্য ক্ষীণ হওয়ায় আমি নন্দনকানন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতে থাকিলাম। অন্তরীক্ষে দেবগণের দয়াপূর্ণ বাণী শুনিতে পাইলাম। তাঁহারা আমার জন্য শোক করিতেছিলেন ॥২১

তাঁহারা বলিতেছেন,—"হায়! কি দুঃখের কথা। যযাতি ক্ষীণপুণ্য হইয়া স্বর্গ হইতে নীচে পড়িতেছেন। আমি পড়িতে পড়িতে তাঁহাদিগকে বলিলাম,—"আমি যেন সৎপুরুষগণের মধ্যে নিপতিত হই" ॥২২

---

* এই স্থলে নিম্নরূপ অনুবাদ দেখা যায়.—
দেবাদিদেব মহাদেবের লোকেও বহু কাল অবস্থান [illegible] ইচ্ছানুসারে বিহার করিতে থাকিলাম।

তৈরাখ্যাতা ভবতো যজ্ঞভূমিঃ
সমীক্ষ্য চৈনাং ত্বরয়াগতোঽস্মি।
হবির্গন্ধং দেশিকং যজ্ঞভূমে-
র্ধূমাপাঙ্গং প্রতিগৃহ্য প্রতীতঃ ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি উত্তরযানে
একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৯

তাঁহারা আমাকে এই যজ্ঞভূমি দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—"এই যজ্ঞভূমির লক্ষ্য করিয়া পড়িতে থাক। তাহা হইলে সত্বরেই ঐ স্থানে পৌঁছিতে পারিবে।" যজ্ঞভূমির ধূমগন্ধবিশিষ্ট হবির গন্ধ আঘ্রাণ করত আমার মন প্রসন্নতা আসিয়াছে এবং দিকের সন্ধান লাভ করিয়াছি ॥২০

শ্রীব্যাসদেবপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে
যযাতি-উত্তরযানে উত্তরকালে একোননবতিতমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ

[অষ্টক-যযাত্যোঃ সংবাদঃ]

অষ্টক উবাচ।

যদাবসো নন্দনে কামরূপী
সংবৎসরাণামযুতং শতানাম্।
কিং কারণং কার্ত্তযুগপ্রধান
হিত্বা চ ত্বং বসুধামন্বপদ্যঃ ॥১

যযাতিরুবাচ।

জ্ঞাতিঃ সুহৃৎ স্বজনো যো যথেহ
ক্ষীণে বিত্তে ত্যজ্যতে মানবৈর্হি।
তথা তত্র ক্ষীণপুণ্যং মনুষ্যং
ত্যজন্তি সদ্যঃ সেশ্বরা দেবসঙ্ঘাঃ ॥২

অষ্টক উবাচ।

কথং তস্মিন্ ক্ষীণপুণ্যা ভবন্তি
সংমুহ্যতে মেঽত্র মনোঽতিমাত্রম্।
কিংবিশিষ্টাঃ কস্য ধামোপযান্তি
তদ্ বৈ ব্রূহি ক্ষেত্রবিৎ ত্বং মতো মে ॥৩

যযাতিরুবাচ।

ইমং ভৌমং নরকং তে পতন্তি
লালপ্যমানা নরদেব সর্ব্বে।
তে কঙ্কগোমায়ুবলাশনার্থে
ক্ষীণা বিবৃদ্ধিং বহুধা ব্রজন্তি ॥৪

নবতিতম অধ্যায়।

[অষ্টক ও যযাতির সংবাদ।]

অষ্টক বলিলেন,—হে সত্যযুগীয় রাজপ্রধান! তুমি যখন কামরূপী হইয়া দশ লক্ষ বৎসর নন্দনকাননে ছিলে, তবে কি কারণবশতঃ তথা হইতে তোমার পৃথিবীতে পতন হইল ॥১

যযাতি বলিলেন,—ইহলোকে মানুষ বিত্তহীন হইলে, জ্ঞাতি সুহৃৎ ও স্বজনগণ তাহাকে পরিত্যাগ করে, তেমনই স্বর্গলোকেও যাহার পুণ্যক্ষয় হয়, তাহাকে ঐশ্বর্য্যশালী দেবগণও পরিত্যাগ করেন ॥২

অষ্টক বলিলেন,—দেবলোকে মনুষ্যগণের পুণ্য কেমন করিয়া ক্ষয় হয়? কি বিষয়ে পুণ্যের ফল

তস্মাদেতদ্ বর্জনীয়ং নরেণ
দুষ্টং লোকে গর্হণীয়ঞ্চ কর্ম্ম।
আখ্যাতং তে পার্থিব সর্ব্বমেতদ্
ভূয়শ্চেদানীং বদ কিং তে বদামি ॥১৫॥

অষ্টক উবাচ।
যদা তু তান্ বিতুদন্তে বয়াংসি
তথা গৃধ্রাঃ শিতিকণ্ঠাঃ পতঙ্গাঃ।
কথং ভবন্তি কথমাভবন্তি
ন ভৌমমন্যং নরকং শৃণোমি ॥১৬॥

যযাতিরুবাচ।
ঊর্দ্ধং দেহাৎ কর্ম্মণো জৃম্ভমাণাদ্
ব্যক্তং পৃথিব্যামনুসঞ্চরন্তি।
ইমং ভৌমং নরকং তে পতন্তি
নাবেক্ষন্তে বর্ষপূগাননেকান্ ॥১৭॥

ষষ্টিং সহস্রাণি পতন্তি ব্যোম্নি
তথা অশীতিং পরিবৎসরাণি।
তান্ বৈ তুদন্তি পততঃ প্রপাতং
ভীমা ভৌমা রাক্ষসাস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাঃ ॥১৮॥

অষ্টক উবাচ।
যদেনসস্তে পততস্তুদন্তি
ভীমা ভৌমা রাক্ষসাস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাঃ।
কথং ভবন্তি কথমাভবন্তি
কথংভূতা গর্ভভূতা ভবন্তি ॥১৯॥

যযাতিরুবাচ।
অস্রং রেতঃ পুষ্পফলানুপৃক্ত-
মন্বেতি তদ্ বৈ পুরুষেণ সৃষ্টম্।
স বৈ তস্যা রজ আপদ্যতে বৈ
স গর্ভভূতঃ সমুপৈতি তত্র ॥২০॥

মানুষ কোন্ প্রকার হইয়া কাহার লোকে যায়, তাহা আপনি আমাকে বলুন; এ বিষয়ে আমার মন বিমোহিত হইয়াছে। আপনি ক্ষেত্রজ্ঞ, সুতরাং আপনি ইহা বলিতে পারেন—ইহা আমার বিশ্বাস ॥

যযাতি বলিলেন,—হে রাজন্! যাহারা নিজ মুখে নিজ পুণ্যের কথা প্রকাশ করে, তাহারা সকলেই পুণ্যক্ষয় হইয়া ঘোর নরকে পতিত হয়। ইহারা সকলে কঙ্ক, শৃগাল, কাক প্রভৃতির জন্য এই শরীরের জন্য আপনাপন পরিশ্রম করে এবং বহু সন্তানের জনক হইয়া দুঃখই ভোগ করে ॥

সুতরাং হে নরেন্দ্র! ইহলোকে সাধুবিগর্হিত নিন্দনীয় কার্য্যকে সকলেরই বর্জন করা উচিত। হে রাজন্! তোমার সকল প্রশ্নেরই উত্তর দিয়াছি। এখন তোমার আর কি জানিবার আছে বল, আমি বলিতেছি ॥

অষ্টক বলিলেন,—যখন মনুষ্যের মৃত্যুর পর তাহার শরীরকে গৃধ্র, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি পক্ষিগণ ছিঁড়িয়া খায়, তখন সেই মানুষ কিরূপ হয়, কেমন করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে? আমি ভৌমনামক কোন নরকের কথা পূর্ব্বে শুনি নাই ॥

যযাতি বলিলেন,—শরীর পরিত্যাগের পর মানুষ নিজ পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারেই এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। এই যে পৃথিবীতে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করা, ইহাই ভৌম নরক। কারণ, এখানে জন্মগ্রহণ, গর্ভবাস ও মৃত্যুকালের দুঃখ আছেই; বিমূঢ়তায় মোহিত হইয়া মানুষ বহুবর্ষ ভোগ করে—ইহা সে বুঝিতে পারে না ॥

কতক প্রাণী ষাট হাজার বৎসর; কতক প্রাণী আশী হাজার বৎসর পর্য্যন্ত আকাশে বিচরণ করিয়া এই পৃথিবীতে আসে। আসিবার কালে এই পৃথিবীর সব রাক্ষস (দুষ্ট প্রাণী) তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়া তাহাদের দংশন করে ॥

অষ্টক বলিলেন,—যখন এইভাবে ভৌম রাক্ষসগণ তাহাদিগকে দংশন করে, তখন সে কেমন করিয়া

বনস্পতীনোষধীশ্চাবিশন্তি
অপো বায়ুং পৃথিবীং চান্তরিক্ষম্।
চতুষ্পদং দ্বিপদং চাপি সর্ব-
মেবম্ভূতা গর্ভভূতা ভবন্তি ॥১১

অষ্টক উবাচ।

অন্যদ্ বপুর্বিদধাতীহ গর্ভ-
মুতাহোস্বিৎ স্বেন কামেন যাতি।
আপদ্যমানো নরযোনিমেতা-
মাচক্ষ্ব মে সংশয়াৎ প্রব্রবীমি ॥১২

শরীরদেহাদিসমুচ্ছ্রয়ঞ্চ
চক্ষুঃশ্রোত্রে লভতে কেন সংজ্ঞাম্।
এতৎ তত্ত্বং সর্বমাচক্ষ্ব পৃষ্টঃ
ক্ষেত্রজ্ঞং ত্বাং তাত মন্যাম সর্বে ॥১৩

যযাতিরুবাচ।

বায়ুঃ সমুৎকর্ষতি গর্ভযোনি-
মৃতৌ রেতঃ পুষ্পরসানুযুক্তম্।
স তত্র তন্মাত্রকৃতাধিকারঃ
ক্রমেণ সংবর্দ্ধয়তীহ গর্ভম্ ॥১৪

স জায়মানো বিগৃহীতগাত্রঃ
সংজ্ঞামধিষ্ঠায় ততো মনুষ্যঃ।
স শ্রোত্রাভ্যাং বেদয়তীহ শব্দং
স বৈ রূপং পশ্যতি চক্ষুষা চ ॥১৫

হইয়া থাকে, কেমন করিয়াই বা ইন্দ্রিয়াদি লাভ করে এবং কেমন করিয়াই পুনরায় মর্ত্যে যায় ?৯

যযাতি বলিলেন,—তখন তাহারা মেঘনিঃসৃত বৃষ্টির জলের সহিত পৃথিবীতে পতিত হয়, পরে শস্যাদি আহার্য্যকে অবলম্বন করিয়া পুরুষের শ্রেষ্ঠ বিন্দু বীর্য্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অনন্তর বীর্য্যের সহিত স্ত্রীদেহে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে শরীর বিশিষ্ট হয় এবং উদরকে আশ্রয় করিয়া পুনরায় শরীর লাভ করত জন্মগ্রহণ করে।১০

অন্তরিক্ষ, বায়ু, জল, পৃথিবী, বনস্পতি এবং ওষধি (ধান্য, যব প্রভৃতি) এই সকলকে ক্রমান্বয়ে আশ্রয় করিয়া তাহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চতুষ্পদ ও দ্বিপদ প্রভৃতি সর্ব্ব প্রাণী হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে।১১

অষ্টক বলিলেন,—হে তাত! মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণকারী জীব তাহার এই শরীর লইয়াই জন্মগ্রহণ করে অথবা অন্য কোন নূতন শরীর গ্রহণ করিয়া জন্মগ্রহণ করে—এ বিষয়ে আমার সংশয় আপনি স্থির করুন।১২

গর্ভমধ্যে স্থূল শরীরের আকার, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞানসংযোগযুক্ত চৈতন্য—এই সব বস্তু কেমন করিয়া জীব লাভ করে? হে তাত! আপনি ক্ষেত্রজ্ঞ ; সুতরাং আপনাকে এই কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিতেছি।১৩

যযাতি বলিলেন,—ঋতুকালে পুষ্পরসযুক্ত বীর্য্যকে বায়ুই গর্ভাশয়ে টানিয়া লয় এবং ঐ গর্ভস্থ বায়ু ঐ বিভিন্ন ভূতাংশগুলিকে অধিকার করিয়া উদরে ক্রমশঃ শিশুর আকারে বর্দ্ধিত করে।১৪

(জীবমাত্রেরই দশ ইন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ প্রাণ ও বুদ্ধি—এই সপ্তদশাবয়ব লিঙ্গশরীর সঙ্গেই থাকে) সময় গর্ভ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া হস্তপদাদি অবয়ববিশিষ্ট হয়, পরে (দশমাদি মাসে) প্রসবকালে হয় এবং চৈতন্যের প্রকাশ হয়। তখন জীব ঐ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শনাদি জ্ঞান লাভ করে।১৫

ঘ্রাণেন গন্ধং জিহ্বয়াথো রসঞ্চ
ত্বচা স্পর্শং মনসা বেদ ভাবম্।
ইত্যষ্টকেহোপচিতিং চ বিদ্ধি
মহাত্মনঃ প্রাণভৃতাং শরীরে (১)॥১৬

অষ্টক উবাচ।
যঃ সংস্থিতঃ পুরুষো দহ্যতে বা
নিখন্যতে বাপি নিকৃষ্যতে বা।
অভাবভূতঃ স বিনাশমেত্য
কেনাত্মানং (২) চেতয়তে পরস্তাৎ॥১৭

যযাতিরুবাচ।
হিত্বা সোহসূন্ সুপ্তবন্নিষ্টনিত্বা
পুরোধায় সুকৃতং দুষ্কৃতং বা।
অন্যাং যোনিং পবনাগ্রানুসারী
হিত্বা দেহং ভজতে রাজসিংহ॥১৮
পুণ্যাং যোনিং পুণ্যকৃতো ব্রজন্তি
পাপাং যোনিং পাপকৃতো ব্রজন্তি।
কীটাঃ পতঙ্গাশ্চ ভবন্তি পাপা
ন মে বিবক্ষাস্তি মহানুভাব॥১৯
চতুষ্পদা দ্বিপদাঃ ষট্পদাশ্চ
তথাভূতা গর্ভভূতা ভবন্তি।
আখ্যাতমেতন্নিখিলেন সর্ব্বং
ভূয়স্তু কিং পৃচ্ছসি রাজসিংহ॥২০

অষ্টক উবাচ।
কিংস্বিৎ কৃত্বা লভতে তাত লোকান্
মর্ত্ত্যঃ শ্রেষ্ঠাংস্তপসা বিদ্যয়া বা।
তন্মে পৃষ্টঃ শংস সর্ব্বং যথাব-
চ্ছুভাঁল্লোকান্ যেন গচ্ছেৎ ক্রমেণ॥২১

যযাতিরুবাচ।
তপশ্চ দানঞ্চ শমো দমশ্চ
হ্রীরার্জবং সর্ব্বভূতানুকম্পা।
স্বর্গস্য লোকস্য বদন্তি সন্তো
দ্বারাণি সপ্তৈব মহান্তি পুংসাম্।
নশ্যন্তি মানেন তমোঽভিভূতাঃ
পুংসঃ সদৈবেতি বদন্তি সন্তঃ॥২২

হে অষ্টক! মহাত্মা প্রাণিগণের শরীরে ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধকে, জিহ্বা রসকে, ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শকে এবং মন সুখদুঃখাদি মনোভাবসমূহকে গ্রহণ করে। এইরূপে এক শরীরে সকল ইন্দ্রিয়ের সমাবেশ হয়॥১৬

অষ্টক বলিলেন,—পুরুষের মৃত্যুর পর তাহার শরীরের দাহ হইলে, অথবা মাটির মধ্যে পুতিয়া দিলে, কিম্বা বনে বা জলে ফেলিয়া দিলে শরীরটী নষ্ট হইয়া যায়। তখন কেমন জীবাত্মা তাহাকে আবার পাইয়া চেতনের ন্যায় ব্যবহার করে?॥১৭

যযাতি বলিলেন,—যেমন মানুষ ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখে সেইরূপ স্থূল শরীরের সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বায়ুস্কন্ধের ন্যায় অতি দ্রুতবেগে বিচরণ করে; সেখানে জীবাত্মা দেহত্যাগের পর নিজ পাপ ও পুণ্যানুসারে সূক্ষ্মশরীরে * নানাযোনি প্রাপ্ত হইয়া অন্যদেহ গ্রহণ করে॥১৮

যাহাদের পুণ্য অধিক থাকে, তাহারা পুণ্যজনীয় শরীর অথবা ব্রাহ্মণাদি যোনি প্রাপ্ত হয়; যাহাদের পাপ অধিক, তাহারা পাপজনীয় শরীর অথবা পশু-কৃমি-কীটাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। হে মহানুভব! এ বিষয়ে অধিক বলিতে আমার ইচ্ছা নাই। এইরূপে জীব সূক্ষ্মশরীর অবলম্বন করিয়াই চতুষ্পদ, দ্বিপদ,

---

পাঠান্তরম্— (১) আত্মনঃ প্রাণভৃতাং শরীরে।
(২) কেনাত্মান—।

* বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এইপাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়; চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা—এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচ তন্মাত্র; পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, মন ও বুদ্ধি এই সতেরটি পদার্থের সূক্ষ্ম শরীর হয়।

অধীয়ানঃ পণ্ডিতং মন্যমানো
যো বিদ্যয়া হন্তি যশঃ পরেষাম্।
তস্যান্তবন্তশ্চ ভবন্তি লোকা
ন চাস্য তদ্ ব্রহ্ম ফলং দদাতি ॥২৩

চত্বারি কর্মাণ্যভয়ঙ্করাণি
ভয়ং প্রযচ্ছন্ত্যযথাকৃতানি।
মানাগ্নিহোত্রমুত মানমৌনং
মানেনাধীতমুত মানযজ্ঞঃ ॥২৪
ন মান্যমানো মুদমাদদীত (১)
ন সন্তাপং প্রাপ্নুয়াচ্চাবমানাৎ।
সন্তঃ সতঃ পূজয়ন্তীহ লোকে
নাসাধবঃ সাধুবুদ্ধিং লভন্তে ॥২৫
ইতি দদ্যামিতি যজ ইত্যধীয় ইতি ব্রতম্।
ইত্যেতানি ভয়ান্যাহুস্তানি বর্জ্যানি সর্বশঃ ॥২৬
যে চাশ্রয়ং বেদয়তে পুরাণং
মনীষিণো মানসমার্গরুদ্ধম্।
তদ্ বঃ শ্রেয়স্তেন (২) সংযোগমেত্য
পরাং শান্তিং প্রাপ্নুয়ুঃ প্রেত্য চেহ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি যযাত্যুপাখ্যানে উত্তরযানে নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯০

কীটপতঙ্গাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। তোমার নিকট সবই বলিলাম; যে জানিবার; তোমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি ?॥১৯-২০

অষ্টক বলিলেন,—কিরূপ ধর্ম করিয়া, কিরূপ তপস্যা ও বিদ্যার বলে লোকসমূহ লাভ করে এবং কি উপায়ে উত্তমলোক প্রাপ্ত হয় তাহা আপনি আমাকে যথাযথ বলুন ॥২১

যযাতি বলিলেন,—পণ্ডিতগণ বলেন—তপস্যা, দান, মনঃসংযম (শম), ইন্দ্রিয়সংযম (দম), লজ্জা, সরলতা এবং সকল প্রাণীর প্রতি দয়া—এই সাতটি স্বর্গের দ্বারস্বরূপ। সাধুগণ ইহাও বলেন—এই সকল গুণই অভিমানবশতঃ তমসাপূর্ণ থাকিলে নষ্ট হইয়া যায় ॥২২

যে অধ্যয়ন করত নিজেকেই সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মনে করিয়া বিদ্যার বলে অপরের যশকে নষ্ট করে, তাহার অর্জিত সকল লোকই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাহার অধীত বেদ কোন ফল দান করে না ॥২৩

অগ্নিহোত্র, মৌন, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ এই চারিটি কর্ম মানুষকে অভয়দান করে, তেমনই ভয়ও উৎপাদন করে। অভিমান না সহকৃত হইয়া করিলে উহারা অভয়দান, এবং অহঙ্কারপূর্বক অনুষ্ঠান করিলে উহারা ভয় উৎপাদন করে ॥২৪

উত্তম পুরুষ সম্মানিত হইয়া যেমন উৎফুল্ল হইবেন না, তেমনি তিরস্কৃত হইয়াও সন্তপ্ত হইবেন না। সাধুগণই সাধুগণের পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু অসাধুগণ সৎপুরুষে সাধুবুদ্ধি লাভ করে না ॥২৫

এই আমি দান করিলাম, যজ্ঞ করিলাম অথবা অধ্যয়ন করিলাম—এইগুলি অভিমান ভয়োৎপাদনকারী। অতএব ইহাদিগকে সর্বপ্রকারে বর্জন করিয়া চলিবে ॥২৬

যে সকল মনীষিগণ মনের গতির অগম্য পুরাণপুরুষকে জানেন, সেই পুরাণপুরুষ সকল জ্ঞানিগণকে শ্রেয়ঃ প্রদান করেন। তাঁহারা সেই পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে উৎকৃষ্ট শান্তিলাভ করেন ॥২৭

পাঠান্তর।— (১) ন মানমানো মুদমাদদীত—।

পাঠান্তর।— (২) তদ্বিজ্ঞানেন—।

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশকৃত বঙ্গানুবাদ সহিত মহাভারতের আদিপর্বীয় সম্ভবপর্বে
যযাতি উপাখ্যান-প্রসঙ্গে উত্তরযানে নবতিতমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

[অষ্টক-যযাত্যোরাশ্রমধর্ম্মবিষয়কালাপঃ।]

অষ্টক উবাচ।

চরন্ গৃহস্থঃ কথমেতি দেবান্
কথং ভিক্ষুঃ কথমাচার্য্যকর্ম্মা।
বানপ্রস্থঃ সৎপথে সন্নিবিষ্টো
বহূন্যস্মিন্ সম্প্রতি বেদয়ন্তি ॥১

যযাতিরুবাচ।

আহূতাধ্যায়ী গুরুকর্ম্মস্বচোদ্যঃ
পূর্ব্বোত্থায়ী চরমঞ্চোপশায়ী।
মৃদুর্দান্তো ধৃতিমানপ্রমত্তঃ
স্বাধ্যায়শীলঃ সিধ্যতি ব্রহ্মচারী ॥২

ধর্ম্মাগতং প্রাপ্য ধনং যজেত
দদ্যাৎ সদৈবাতিথীন্ ভোজয়েচ্চ।
অনাদদানশ্চ পরৈরদত্তং
সৈষা গৃহস্থোপনিষৎ পুরাণী ॥৩

স্ববীর্য্যজীবী বৃজিনান্নিবৃত্তো
দাতা পরেভ্যো ন পরোপতাপী।
তাদৃঙ্মুনিঃ সিদ্ধিমুপৈতি মুখ্যাং
বসন্নরণ্যে নিয়তাহারচেষ্টঃ ॥৪

অশিল্পজীবী গুণবাংশ্চৈব নিত্যং
জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্বতো বিপ্রমুক্তঃ।
অনোকশায়ী লঘুরল্পচার-
শ্চরন্ দেশানেকচরঃ স ভিক্ষুঃ ॥৫

রাত্র্যা যয়া চাভিজিতাশ্চ লোকা
ভবন্তি কামাভিজিতাঃ সুখাশ্চ।
তামেব রাত্রিং প্রযতেত বিদ্বা-
নরণ্যসংস্থো ভবিতুং যতাত্মা ॥৬

একনবতিতম অধ্যায়।

[যযাতি ও অষ্টকের আশ্রমধর্ম সম্বন্ধে আলাপ।]

অষ্টক বলিলেন,—হে মহারাজ! যে যে আশ্রমে মানুষ যে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, সেই আশ্রমধর্মের কথা বলুন। কিরূপ ধর্মের অনুষ্ঠানে গৃহস্থ, আচার্য্যকর্ম্মা অর্থাৎ গুরুসেবাকারী ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু (সন্ন্যাসী) এবং বানপ্রস্থ কল্যাণ লাভ করে ॥১

যযাতি বলিলেন,—ব্রহ্মচারীর ধর্ম এইরূপ—গুরু আহ্বান করিলে তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন, তিনি না বলিলেও তাঁহার সেবা করা, গুরুর পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ এবং পরে শয়ন, বিনয়, দম (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ), ধৈর্য্যশীলতা, অপ্রমাদ এবং বেদাধ্যয়নে রুচি ॥২

গৃহস্থ ধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা যজ্ঞ, দান, অতিথিসেবা করিবে এবং অপরে যাহা না দিলে গ্রহণ করিবে না ॥৩

বানপ্রস্থ বনে বাস করিবে; নিজের পৌরুষ বল আশ্রয় করিবে; পাপ হইতে দূরে থাকিবে; শক্তি অনুসারে (ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীকে প্রভৃতি) দান করিবে, অন্যের সন্তাপ উৎপাদন করিবে না; নিয়মিত আহার বিহার পূর্ব্বক এইরূপ জীবন যাপন করিলে বানপ্রস্থ সিদ্ধিলাভ করিবে ॥৪

সন্ন্যাসী শিল্পাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না। সৎকর্ম্মাদি গুণসমূহ অর্জ্জন করিবে, সর্ব্বদাই জিতেন্দ্রিয় থাকিবে, অন্য মানুষ হইতে সর্ব্বদাই দূরে থাকিবে, পরিগ্রহশূন্য হইয়া ভিক্ষাজীবী হইবে, অল্প অল্প চলিবে এবং একাকী দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইবে ॥৫

যে রাত্রিতে (যে সময়ে) স্বর্গাদিলোকপ্রাপ্তি এবং জন্মাদি কামবস্তুর ভোগের ইচ্ছা ক্ষীণ হইবে এবং উদ্যমশীল পণ্ডিতমাত্রেই আরণ্য আশ্রম

দশৈব পূর্বান্ দশ চাপরাংশ্চ
জ্ঞাতীংস্তথাত্মানমথৈকবিংশম্ ।
অরণ্যবাসী সুকৃতে দধাতি
বিমুচ্যারণ্যে স্বশরীরধাতূন্ ॥৭

অষ্টক উবাচ ।

কতিস্বিদেব মুনয়ো মৌনানি কতি চাপ্যুত ।
ভবন্তীতি তদাচক্ষ্ব শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্ ॥৮

যযাতিরুবাচ ।

অরণ্যে বসতো যস্য গ্রামো ভবতি পৃষ্ঠতঃ ।
গ্রামে বা বসতোঽরণ্যং স মুনিঃ স্যাজ্জনাধিপ ॥৯

অষ্টক উবাচ ।

কথংস্বিদ্ বসতোঽরণ্যে গ্রামো ভবতি পৃষ্ঠতঃ ।
গ্রামে বা বসতোঽরণ্যং কথং ভবতি পৃষ্ঠতঃ ॥১০

যযাতিরুবাচ ।

ন গ্রাম্যমুপযুঞ্জীত য আরণ্যো মুনির্ভবেৎ ।
তথাস্য বসতোঽরণ্যে গ্রামো ভবতি পৃষ্ঠতঃ ॥১১

অনগ্নিরনিকেতশ্চাপ্যগোত্রচরণো মুনিঃ ।
কৌপীনাচ্ছাদনং যাবৎ তাবদিচ্ছেচ্চ চীবরম্ ॥১২

যাবৎ প্রাণাভিসন্ধানং তাবদিচ্ছেচ্চ ভোজনম্ ।
তথাস্য বসতো গ্রামেঽরণ্যং ভবতি পৃষ্ঠতঃ ॥১৩

যস্তু কামান্ পরিত্যজ্য ত্যক্তকর্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
আতিষ্ঠেত মুনির্মৌনং স লোকে সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥১৪

ধৌতদন্তং কৃত্তনখং সদা স্নাতমলঙ্কৃতম্ ।
অসিতং সিতকর্মাণং কস্তমর্হতি নার্চিতুম্ ॥১৫

হইবে, তখনই মানুষ বনে দেহপরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে যাইয়া জীবাত্মা পরমাত্মার মধ্যে বিলীন হইবে ।৬

যে বানপ্রস্থী পুরুষ বনবাসপূর্ব্বক বনে শরীর ত্যাগ করেন, তাঁহার সেই পুণ্যবলে পূর্ব্ব দশ পুরুষ, পরবর্ত্তী দশপুরুষ এবং সে নিজে এই একুশ পুরুষ উদ্ধার লাভ করে ।৭

অষ্টক বলিলেন,—হে রাজন্! মুনি কত প্রকার এবং মৌন কত প্রকার তাহা আপনি বলুন, আমি শুনিতে চাই ।৮

যযাতি বলিলেন,—হে রাজন্! অরণ্যে বাস করিবার সময় গ্রাম যাঁহার পিছনে থাকে, অর্থাৎ যিনি গ্রামের কথা স্মরণই করেন না; কিন্তু গ্রামে বাস করিবার সময় অরণ্য যাঁহার নিকট পৃষ্ঠদেশস্থিত বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ সর্ব্বদাই অরণ্যেরই কথা স্মরণ হয়, তিনি মুনি ।৯

অষ্টক বলিলেন,—অরণ্যে বাস করিবার সময় গ্রাম কিরূপে পশ্চাতে থাকিতেও পারে, কিন্তু গ্রামে বাস করিবার সময় অরণ্য কেমন করিয়া পিছনে থাকিবে ।১০

যযাতি বলিলেন,—যে অরণ্যবাসী অরণ্যে বাস করিবার সময় গ্রাম্য কোনবস্তু উপভোগ করেন না, তাঁহারই গ্রাম পৃষ্ঠদেশে থাকে। এইরূপ অরণ্যবাস করিবার সময় যিনি গ্রাম্য লোকের কথা স্মরণও করেন না, তাঁহারই গ্রাম পৃষ্ঠদেশে থাকে; তাঁহাকেই মুনি বলে ।১১

যিনি অগ্নি ও গৃহ উভয়ই ত্যাগ করিয়াছেন এবং যিনি পূর্ব্বগোত্র ও বেদশাখাও পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং যিনি কৌপীন ও আচ্ছাদনের অধিক বস্ত্র সঞ্চয় করেন না, তিনিই মুনি ।১২

যিনি প্রাণধারণের উপযুক্ত মাত্রই অন্ন গ্রহণ করেন, অধিক নয়, তিনি গ্রামে বাস করিলেও অরণ্য তাঁহার পৃষ্ঠদেশস্থই থাকে ।১৩

যে মুনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া সমস্ত বাসনা ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করত ঔদাসিন্যে স্থির থাকেন, তাঁহার সেই আচরণকেই মৌন বলে এবং তিনি

তপসা কর্শিতঃ ক্ষামঃ ক্ষীণমাংসাস্থিশোণিতঃ।
স চ লোকমিমং জিত্বা লোকং বিজয়তে পরম্ ॥১৬

যদা ভবতি নির্দ্বন্দ্বো মুনির্মৌনং সমাস্থিতঃ।
অথ লোকমিমং জিত্বা লোকং বিজয়তে পরম্ ॥১৭

সেই লোকের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন ॥১৪

যাঁহার গৃহ পরিত্যক্ত, ধন ও ক্ষেত্র বর্জিত, যিনি যমনিয়মাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত এবং যাঁহার কর্ম পাপশূন্য অর্থাৎ শুদ্ধ, কে না তাঁহাকে অর্চনা করিবে ?১৫

যিনি তপস্যার দ্বারা ক্ষীণ হইয়াছেন এবং যাঁহার মাংস, অস্থি ও রক্ত ক্ষীণ হইয়াছে, তিনি ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকই জয় করেন ॥১৬

আস্যেন তু যদাহারং গোবন্মৃগয়তে মুনিঃ।
অথাস্য লোকঃ সর্বোঽয়ং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি উত্তরযাযাতে
একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯১

মুনি যখন মৌনব্রত অবলম্বনপূর্বক শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বমুক্ত হইয়া অবস্থান করেন, তখন তিনি ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকই জয় করেন ॥১৭

যে মুনি গোরুর ন্যায় মুখ দিয়াই আহার করেন হস্তাদির কোন সাহায্যই তিনি গ্রহণ করেন না, তাঁহার সকল লোক অধীন হয় এবং তিনি মোক্ষলাভে সমর্থ হন ॥১৮

শ্রীমহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত সম্ভবপর্বে
যযাতি-উপাখ্যানে উত্তরভাগে একনবতিতমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

[অষ্টক-যযাত্যোরুত্তর-প্রত্যুত্তরৌ।]

অষ্টক উবাচ।

কতরস্ত্বনয়োঃ পূর্বং দেবানামেতি সাত্মতাম্।
উভয়োর্ধাবতো রাজন্ সূর্যাচন্দ্রমসোরিব ॥১

যযাতিরুবাচ।

অনিকেতো গৃহস্থেষু কামবৃত্তেষু সংযতঃ।
গ্রাম এব বসন্ ভিক্ষুস্তয়োঃ পূর্বতরং গতঃ ॥২

অবাপ্য দীর্ঘমায়ুস্তু যঃ প্রাপ্তো বিকৃতিং চরেৎ।
তপ্যতে যদি তৎ কৃত্বা চরেৎ সোঽন্যৎ ততস্তপঃ ॥৩

পাপানাং কর্মণাং নিত্যং বিভীয়াদ্ যস্তু মানবঃ।
সুখমপ্যাচরন্ নিত্যং সোঽত্যন্তং সুখমেধতে ॥৪

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

[অষ্টক ও যযাতির উত্তর প্রত্যুত্তর।]

অষ্টক বলিলেন,—হে রাজন্! সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় নিজ নিজ লক্ষ্যে ধাবমান বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসীর মধ্যে কে পূর্বে দেবভাব প্রাপ্ত হন ?১

যযাতি বলিলেন,—কামাভিলাষী গৃহস্থগণের মধ্যে অবস্থান করিয়াও যে সন্ন্যাসী সংযতচিত্ত গৃহশূন্য হইয়া গ্রামবাস করেন, তিনিই প্রথম দেবভাব লাভ করেন ॥২

যিনি দীর্ঘায়ু পাইয়াও কামক্রোধাদি বিকারপ্রাপ্ত হন এবং তাঁহার যদি বিষয়ভোগের জন্য অনুতাপ হয়, তাহা হইলে মুক্তির জন্য তাঁহার

যদ্ বৈ নৃশংসং তদপথ্যমাহু-
র্যঃ সেবতে ধর্ম্মমনর্থবুদ্ধিঃ ।
অস্বোঽপ্যনীশশ্চ তথৈব রাজং-
স্তদার্জবং স সমাধিস্তদার্য্যম্ ॥৫

অষ্টক উবাচ ।

কেনাসি দূতঃ প্রহিতোঽদ্য রাজন্
যুবা স্রগ্বী দর্শনীয়ঃ সুবর্চাঃ ।
কুত আগতঃ কতরস্যাং দিশি ত্ব-
মুতাহোস্বিৎ পার্থিবং স্থানমস্তি ॥৬

যযাতিরুবাচ ।

ইমং ভৌমং নরকং ক্ষীণপুণ্যঃ
প্রবেষ্টুমুর্ব্বীং গগনাদ্ বিপ্রহীণঃ ।
উক্ত্বাহং বঃ প্রপতিষ্যাম্যনন্তরং
ত্বরন্তি মাং লোকপা ব্রাহ্মণা যে ॥৭

সতাং সকাশে তু বৃতঃ প্রপাত-
স্তে সঙ্গতা গুণবন্তস্তু সর্ব্বে ।
শক্রাচ্চ লব্ধো হি বরো ময়ৈষ
পতিষ্যতা ভূমিতলং নরেন্দ্র ॥৮

অষ্টক উবাচ ।

পৃচ্ছামি ত্বাং মা প্রপত প্রপাতং
যদি লোকাঃ পার্থিব সন্তি মেঽত্র ।
যদ্যন্তরিক্ষে যদি বা দিবি শ্রিতাঃ
ক্ষেত্রজ্ঞং ত্বাং তস্য ধর্ম্মস্য মন্যে ॥৯

যযাতিরুবাচ ।

যাবৎ পৃথিব্যাং বিহিতং গবাশ্বং
সহারণ্যৈঃ পশুভিঃ পার্ব্বতৈশ্চ ।
তাবল্লোকা দিবি তে সংস্থিতা বৈ
তথা বিজানীহি নরেন্দ্রসিংহ ॥১০

পূর্ব্বকদেহে উপাসনা করা কর্ত্তব্য ॥৩

যে বানপ্রস্থী নগর মধ্যে অবস্থান করিয়াও সর্ব্বদাই গ্রামকে ত্যাগ করে, তিনি আত্যন্তিক সুখস্বরূপ মুক্তিকে লাভ করেন ॥৪

যে পাপী অনর্থকারী বুদ্ধি দ্বারা অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহার সেই আচরণকে নৃশংস ও অপথ্য বলা হয়। অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের অর্থও অনর্থেরই কারণ হয়। সুতরাং বানপ্রস্থীর যে সরলতা ও অচঞ্চলতা—তাহাই শ্রেষ্ঠ আচার এবং তাহাই সমাধির অনুকূল ॥৫

অষ্টক বলিলেন,—হে রাজন্! আপনাকে কে এখানে আহ্বান করিয়াছে? অথবা আপনাকে কে এখানে পাঠাইয়াছে? আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং কোথায় যাইবেন? অথবা আপনার জন্য এই পৃথিবীতে আছে কোন উত্তম স্থান আছে কি ॥৬

যযাতি বলিলেন,—আমার পুণ্য ক্ষয় হওয়ায় আমি এই পার্থিব নরক প্রাপ্ত হইবার জন্য স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়াছি; অতএব লোকপালগণ আমার পৃথিবীতে শীঘ্র পতনের জন্য উদ্যোগ করিতেছেন, আমি তোমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই পৃথিবীতে প্রবেশ করিব ॥৭

হে রাজন্! আমার পতনের সময় আমি ইন্দ্রের নিকট বর চাহিয়াছিলাম যে, সৎপুরুষগণের মধ্যে আমার পতন হউক; ইন্দ্র আমাকে সেই বর দিয়াছেন এবং সেইজন্যই আপনার ন্যায় সৎপুরুষের সঙ্গ লাভ করিয়াছি ॥৮

অষ্টক বলিলেন,—হে মহারাজ! আমার বিশ্বাস আপনি পারলৌকিক ধর্ম্মের জ্ঞাতা। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আমার কি এমন পুণ্য আছে যাহার দ্বারা আমি উর্দ্ধলোক প্রাপ্ত হইতে পারি? যদি তাহা থাকে, তবে আমার সেই স্বর্গের প্রভাবে পৃথিবীতে আপনার পতন না হউক ॥৯

অষ্টক উবাচ।

তাংস্তে দদামি মা প্রপত প্রপাতং
যে মে লোকা দিবি রাজেন্দ্র সন্তি।
যদ্যন্তরিক্ষে যদি বা দিবি শ্রিতা-
স্তানাক্রম ক্ষিপ্রমপেতমোহঃ ॥১১

যযাতিরুবাচ।

নাস্মদ্বিধো ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিচ্চ
প্রতিগ্রহে বর্ততে রাজমুখ্য।
যথা প্রদেয়ং সততং দ্বিজেভ্য-
স্তথাদদং পূর্ব্বমহং নরেন্দ্র ॥১২

নাব্রাহ্মণঃ কৃপণো জাতু জীবেদ্
যাচ্ঞাপি স্যাদ্ ব্রাহ্মণী বীরপত্নী।
সোঽহং নৈবাকৃতপূর্ব্বং চরেয়ং
বিধিৎসমানঃ কিমু তত্র সাধু ॥১৩

প্রতর্দন উবাচ।

পৃচ্ছামি ত্বাং স্পৃহণীয়রূপ
প্রতর্দনোঽহং যদি মে সন্তি লোকাঃ।
যদ্যন্তরিক্ষে যদি বা দিবি শ্রিতাঃ
ক্ষেত্রজ্ঞং ত্বাং তস্য ধর্ম্মস্য মন্যে ॥১৪

যযাতিরুবাচ।

সন্তি লোকা বহবস্তে নরেন্দ্র
অপ্যেকৈকঃ সপ্তসপ্তাপ্যহানি।
মধুচ্যুতো ঘৃতপৃক্তা বিশোকা-
স্তে নান্তবন্তঃ প্রতিপালয়ন্তি ॥১৫

প্রতর্দন উবাচ।

তাংস্তে দদামি মা প্রপত প্রপাতং
যে মে লোকাস্তব তে বৈ ভবন্তু।
যদ্যন্তরিক্ষে যদি বা দিবি শ্রিতা-
স্তানাক্রম ক্ষিপ্রমপেতমোহঃ ॥১৬

যযাতি বলিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! এই পৃথিবীতে আরণ্য ও পার্ব্বত্য পশুগণের সহিত যত গো, অশ্ব প্রভৃতি পশু আছে, তাহাদের সমসংখ্যক উর্দ্ধলোক আপনার জন্য স্বর্গে বিদ্যমান আছে—ইহা আপনি নিশ্চিত জানুন ॥১০

অষ্টক বলিলেন,—যদি অন্তরিক্ষে বা স্বর্গে আমার জন্য ঐসকল পুণ্যলোক বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে আমি সেই সমস্ত লোক আপনাকে প্রদান করিতেছি, আপনি সেই সব লোকে অবস্থান করুন। হে রাজেন্দ্র! পৃথিবীতে আপনার পতন না হউক ॥১১

যযাতি বলিলেন,—হে রাজমুখ্য! আমাদের ন্যায় পুরুষ ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মবিৎ নহে, সুতরাং আমরা প্রতিগ্রহ করিতে পারি না। আপনি ব্রাহ্মণগণকে ইহা দান করুন। আমরা চিরকাল ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াই আসিয়াছি, কখনও প্রতিগ্রহ করি নাই ॥১২

অব্রাহ্মণের পক্ষে যাচ্ঞাদির দ্বারা জীবন ধারণ করা উচিত নহে। যাচ্ঞা ব্রাহ্মণেরই বৃত্তি, সুতরাং উহাকে ব্রাহ্মণের পত্নী বলা হয়। ব্রাহ্মণেরই উহাতে অধিকার আছে, ক্ষত্রিয়ের নহে। উহার সমর্পণ করিবারই ইচ্ছা আমার আছে। সুতরাং যেরূপ কার্য্য পূর্ব্বে কখনও করি নাই, তাহা এখন কি করিয়া করিব ॥১৩

প্রতর্দন বলিলেন,—হে স্পৃহণীয়রূপশালিন্! আপনি ক্ষেত্রজ্ঞ। সুতরাং আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। আমার কি পুণ্যার্জ্জিত কোন লোক আছে? যদি থাকে, তাহা আপনাকে প্রদান করিতেছি ॥১৪

যযাতি বলিলেন,—হে নরেন্দ্র! আপনার বহুতর স্বর্গীয় এমন বহুলোক, যাহাদের এক একটি লোকে সাত দিন করিয়া বাস করিলেও উহার শেষ নাই। ঐ সকল লোক মধুক্ষরণকারী ও ঘৃতপূর্ণ। উহাতে শোক নাই। উহারা আপনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে ॥১৫

যযাতিরুবাচ ।

ন দুষ্টরূপা সুভগং কাময়েত

যোগক্ষেমং পার্থিব পার্থিবস্য ।

বৈকল্যকালেহপি ধরাপো বিবাদ-

মন্যেরনাশং ন হি জাতু রাজা ॥১৭

ধর্ম্মং প্রার্থ্য রক্ষয়েৎ পালয়ংশ্চ

কুর্য্যান্নৃপো ধর্ম্মমবেক্ষমাণঃ ।

ন ত্বাদৃশা ধর্ম্মযুতঃ প্রধানম্

কুর্য্যাদেবং কৃপণঃ কাং ক্ষমার্থম্ ॥১৮

কুর্য্যামপূর্ব্বং ন কৃতং মধ্যৈত-

দ্বিবিধেহস্মিন্ কিমু তত্র নাম্ ।

(ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুবিনিশ্চিত্য সম্যক্

কার্য্যাকার্য্যপ্রবিভক্তমেব চ ।

নৈব ধীমান্ শক্যতঃ কৃতাত্মা

রাজা ভবেল্লোকপালো মহিম্না ॥

যদা ভবেৎ সংশয়ো ধর্ম্মকার্য্যে

কামার্থে বা যত্র বিন্দতি সম্যক্ ।

কার্য্যং তত্র প্রথমং ধর্ম্মকার্য্যং

ন তৌ কুর্য্যাদর্থ-কামৌ চ ধর্ম্মং ॥)

এবমুক্তবতঃ নৃপতের্যযাতে-

রূপান্বিতা শর্ম্মিষ্ঠাব্রবীৎ তম্ ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি উত্তরযানে দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯২

শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন,—হে মহারাজ! ধর্ম্ম বা অধর্ম্মবিষয়ে সেই সময়ে লোকেই আপনাকে প্রমাণ করিয়াছে। আপনি যথায় যান বলুন। পৃথিবীতে আপনার পতন না হউক ॥১৬

যযাতি বলিলেন,—হে রাজন্! কোন সময়ে কোন মত রাজার নিকট কোন দূত বা বৌদ্ধিকা চাহিতে পারে না। যেরূপেই বিপদ্ প্রাপ্ত হইয়াও কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি কুলের অর্থাৎ বিবিধ ধর্ম্ম ক্ষয় করে না ॥১৭

রাজা ধর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মাবিরোধী উপায়ে কার্য্য করিবেন, সুতরাং আমাদের ন্যায় ধার্ম্মিক পুরুষ এইরূপ অধর্ম্মকার্য্য করিতে পারে না, যেরূপ আপনি বলিতেছেন ॥১৮

(বিধি বাক্য ও অধর্ম্মসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত জানিয়া কার্য্য ও অকার্য্য বিষয়ে বিভাগ করিয়া বলিতে পারেন, বুদ্ধিমান্ রাজাও কিন্তু সেই সময়েই পূর্ব্বেই স্থির করিয়া লোকপালের মত হইতে পারেন। যখন কোন কার্য্যে ধর্ম্মবিষয়ে সন্দেহ হইবে এবং কাম ও অর্থবিষয়ে বিশ্বাস থাকিবে, সে স্থলেও ধর্ম্মের বিচার করিয়া প্রথমে ধর্ম্মকার্য্যই করিবে, অর্থ বা কাম নহে।)

"যাহা আমি পূর্ব্বে কখনও করি নাই, সেরূপ কার্য্য এখন কেমন করিয়া করিব।" এই কথা যযাতি এইমাত্র বলিয়াছিলেন, তখন রূপবতী শর্ম্মিষ্ঠা তাঁহাকে বলিলেন ॥১৯

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশকৃত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে যযাতি-উপাখ্যানপ্রসঙ্গে উত্তরযানে দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

[শিবি-বসুমৎপ্রভৃতীনাং প্রদেয়স্য স্বলোকস্য যযাতেরস্বীকারঃ, অষ্টকাদিভিশ্চতুর্ভির্নৃপতিভিঃ সহ তস্য স্বর্গগমনঞ্চ]

বসুমানুবাচ।
পৃচ্ছামি ত্বাং বসুমনা রৌষদশ্বি-
র্যদ্যস্তি লোকো দিবি মে নরেন্দ্র।
যদ্যন্তরিক্ষে প্রথিতো মহাত্মন্
ক্ষেত্রজ্ঞং ত্বাং তস্য ধর্ম্মং মন্যে ॥১

যযাতিরুবাচ।
যদন্তরিক্ষং পৃথিবী দিশশ্চ
যত্তেজসা তপতে ভানুমাংশ্চ।
লোকাস্তাবন্তো দিবি সংস্থিতা বৈ
তে বান্তবন্তঃ প্রতিপালয়ন্তি ॥২

বসুমানুবাচ।
তাংস্তে দদানি মা প্রপত প্রপাতং
যে মে লোকাস্তব তে বৈ ভবন্তু।
ক্রীণীষ্বৈতাংস্তৃণকেনাপি রাজন্
প্রতিগ্রহস্তে যদি সম্যক্ প্রদুষ্টঃ ॥৩

যযাতিরুবাচ।
ন মিথ্যাহং বিক্রয়ং বৈ স্মরামি
বৃথা গৃহীতং শিশুকাচ্ছঙ্কমানঃ।
কুর্য্যাং ন চৈবাকৃতপূর্ব্বমন্যৈ-
র্বিবিৎসমানঃ কিমু তত্র সাধু ॥৪

বসুমানুবাচ।
তাংস্ত্বং লোকান্ প্রতিপদ্যস্ব রাজন্
ময়া দত্তান্ যদি নেষ্টঃ ক্রয়স্তে।
অহং ন তান্ বৈ প্রতিগন্তা নরেন্দ্র
সর্ব্বে লোকাস্তব তে বৈ ভবন্তু ॥৫

শিবিরুবাচ।
পৃচ্ছামি ত্বাং শিবিরৌশীনরোঽহং
মমাপি লোকা যদি সন্তীহ তাত।
যদ্যন্তরিক্ষে যদি বা দিবি শ্রিতাঃ
ক্ষেত্রজ্ঞং ত্বাং তস্য ধর্ম্মস্য মন্যে ॥৬

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

[শিবি ও বসুমানের দান গ্রহণ করিতে রাজা যযাতির অস্বীকার এবং অষ্টকাদি চারি নরপতির সহিত স্বর্গে গমন।]

বসুমান্ বলিলেন,—হে মহারাজ! ঊষদশ্বের পুত্র বসুমান্ আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—আপনি ক্ষেত্রজ্ঞ। আপনি কৃপা করিয়া বলুন অন্তরীক্ষে বা স্বর্গে আমার পুণ্যার্জ্জিত কোন লোক আছে কি না? ॥১

যযাতি বলিলেন,—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দিক্‌সমূহ এবং অন্যান্য যে সকল লোকে সূর্য্যদেব আলোক দান করেন, সেই সমস্ত স্বর্গ লোকই আপনার পুণ্যার্জ্জিত হইয়া আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে ॥২

বসুমান্ বলিলেন,—হে রাজন্! আমি আপনাকে সেই সমস্ত লোকই প্রদান করিতেছি; ঐ সকল লোক আপনারই হউক, আপনার পতন না হউক। যদি আপনি দান নিতে না চান, তবে একটীমাত্র তৃণের বিনিময়ে উহা কিনিয়া লউন ॥৩

যযাতি বলিলেন,—আমি এইরূপ মিথ্যা ক্রয়-বিক্রয় করিয়াছি অথবা বলপূর্ব্বক কাহারও নিকট হইতে কিছু কখনও লইয়াছি—ইহা আমার স্মরণ হয় না। যাহা আমি পূর্ব্বে কখনও করি নাই, তাহা এখন আমি কি করিয়া করিব? ॥৪

বসুমান্ বলিলেন,—হে রাজন্! আমার সেই লোকসমূহ আপনাকে প্রদান করিলাম। যদি আপনি আমার প্রদত্ত ঐ সকল লোক গ্রহণ না করেন, তবে আমিও উহা গ্রহণ করিব না। উহা আপনারই হউক ॥৫

যযাতিরুবাচ।

ন ত্বং বাচা হৃদয়েনাপি রাজন্
পরীপ্সমানান্ নাবমংস্থা নরেন্দ্র।
তেনানন্তা দিবি লোকাঃ শ্রিতাস্তে
বিদ্যুদ্রূপাঃ স্বনবন্তো মহান্তঃ॥৭

শিবিরুবাচ।

তাংস্ত্বং লোকান্ প্রতিপদ্যস্ব রাজন্
ময়া দত্তান্ যদি নেষ্টঃ ক্রয়স্তে।
ন চাহং তান্ প্রতিপৎস্যে হ দত্ত্বা
যত্র গত্বা নানুশোচন্তি ধীরাঃ॥৮

যযাতিরুবাচ

যথা ত্বমিন্দ্রপ্রতিমপ্রভাব-
স্তে চাপ্যনন্তা নরদেব লোকাঃ।
তথাদ্য লোকে ন রমেঽন্যদত্তে
তস্মাচ্ছিবে নাভিনন্দামি দেয়ম্॥৯

অষ্টক উবাচ।

ন চেদেকৈকশো রাজঁল্লোকান্ নঃ প্রতিনন্দসি।
সর্বে প্রদায় ভবতে গন্তারো নরকং বয়ম্॥১০

যযাতিরুবাচ।

যদর্হায় দদধ্বং তৎ সন্তঃ সত্যাভিনন্দিনঃ।
অহং তন্নাভিজানামি যৎকৃতং ন ময়া পুরা॥১১

অষ্টক উবাচ।

কস্যৈতে প্রতিদৃশ্যন্তে রথাঃ পঞ্চ হিরণ্ময়াঃ।
যানারুহ্য নরো লোকানভিবাঞ্ছতি শাশ্বতান্॥১২

যযাতিরুবাচ।

যুষ্মানেতে বহিষ্যন্তি রথাঃ পঞ্চ হিরণ্ময়াঃ।
উচ্চৈঃ সন্তঃ প্রকাশন্তে জ্বলন্তোঽগ্নিশিখা ইব॥১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ

আতিষ্ঠস্ব রথং তূর্ণং তু যথাঽহরো।
[illegible] পরিশিষ্যে চ সম্ভবম্॥

শিবি বলিলেন,—আমি উশীনরপুত্র শিবি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—অন্তরিক্ষে বা স্বর্গে আমারও পুণ্যার্জিত কোন লোক আছে কি? আপনাকে ধর্মতত্ত্বে অলৌকিক জ্ঞানসম্পন্ন মনে করি; এইজন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥৬

যযাতি বলিলেন,—হে নরেন্দ্র! আপনার নিকট প্রার্থী সাধুপুরুষগণকে যদি আপনি অবমাননা না করিয়া থাকেন, তবে আপনার পুণ্যার্জিত বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তিশীল অনন্ত লোকসমূহ আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে ॥৭

শিবি বলিলেন,—হে রাজন্! সেই সমস্ত আপনাকে আমি প্রদান করিতেছি; যদি আপনি উহা গ্রহণ না করেন; তবে আমিও উহা গ্রহণ করিয়া প্রত্যাহারী হইব না। ঐ সকল লোকে গমন করত যে অবস্থাও শোক করে না ॥৮

যযাতি বলিলেন,—হে নরদেব! আপনি যেমন ইন্দ্রতুল্য প্রভাবসম্পন্ন, আপনার পুণ্যার্জিত লোকগুলিও তেমনই; আমিও অন্যের প্রদত্ত লোকে বিহার করিতে ইচ্ছা করি না। সুতরাং হে শিবি! আপনার দেয় বস্তুতে আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি না ॥৯

অষ্টক বলিলেন,—হে রাজন্! আমাদের এক এক লোক যদি আপনি গ্রহণ না করেন, তবে আমরা সকলে মিলিয়া সব লোক আপনাকে দান করিয়া নরকের মধ্যে যাইব ॥১০

যযাতি বলিলেন,—আমি যেরূপ কার্য করিবার যোগ্য, আমার দ্বারা সেইরূপ কার্য করাইবার জন্য প্রযত্ন করাই আপনাদের কর্তব্য। কারণ, সৎপুরুষগণ

মৃগৈঃ সহ চরন্তী সা মৃগাহারবিচেষ্টিতা।
যজ্ঞবাটং কুমারৈস্তৈঃ প্রবিশ্য [illegible] ॥
[illegible] না।
[illegible] ॥
[illegible] যজ্ঞবাটাগ্রে [illegible] মাধবী।
অসংস্পৃশন্তং বসুধাং যযাতিং নাহুষং তথা ॥
[illegible] প্রাণমত্তস্য চরণৌ পিতরং তদা।
ততো বসুমনাঃ পূর্ব্বং মাতরং বৈ তপস্বিনীম্ ॥

বসুমনা উবাচ।

ভবত্যা যৎ কৃতমিদং বন্দনং তাপসীতি।
কোঽয়ং দেবোপমো রাজা যদি জানাসি মে বদ ॥

মাধব্যুবাচ।

শৃণুধ্বং সহিতাঃ পুত্রা নাহুষোঽয়ং পিতা মম।
যযাতির্মম পুত্রাণাং মাতামহ ইতি শ্রুতঃ ॥
পুরুং মে ভ্রাতরং রাজ্যে সমাবেশ্য দিবং গতঃ।
কেন বা কারণেনৈষ ইহ প্রাপ্তো মহাযশাঃ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা [illegible]।
সা পুত্রান্ [illegible] ॥
মাধবী পিতরং প্রাহ দৌহিত্রপরিবারিতম্।

মাধব্যুবাচ।

তপসা নির্জ্জিতাঁল্লোকান্ প্রতিগৃহ্ণীষ্ব মামকান্।
পুত্রাণামিব পৌত্রাণাং [illegible] ধনম্ ॥
[illegible]।
[illegible] ॥

যযাতিরুবাচ।

যদি ধর্ম্মফলং হ্যেতচ্ছোভনং ভবিতা তথা।
দুহিত্রা চৈব দৌহিত্রৈস্তারিতোঽহং মহাত্মভিঃ ॥

মত্যের পক্ষপাতী। আমি যেরূপ কার্য্য কখনও করি নাই, তাহা করিতে আমার মানস অনুমোদন করিতেছে না ॥১১

অষ্টক বলিলেন,—তাহার এই পাঁচখানা সুবর্ণময় রথ দেখা যাইতেছে; সেগুলিতে আরোহণ করিয়া আপনি নিত্য লোকসমূহে গমন করুন ॥১২

যযাতি বলিলেন,—এই পাঁচখানি রথই আপনাদিগকেই বহন করিয়া লইয়া যাইবে। তাহাতে আপনারা প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তি পাইয়া থাকেন ॥১৩

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই সময়ে তপোধনা মাধবী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মৃগচরণব্রতপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন। তিনি মৃগের আহার অবলম্বন করিয়া মৃগের সহিত বিচরণ করিতেছিলেন। সেই যজ্ঞভূমিতে আসিয়া [illegible] হইয়া [illegible] করত মৃগগণ সহিত যথায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞভূমিতে বিচরণ করিতে করিতে মাধবী যজ্ঞরত পুত্রগণ এবং তথায় যযাতিকে দেখিয়া পরম আনন্দলাভ করিলেন। তিনি তখন লক্ষ্য করিলেন যে নহুষনন্দন যযাতি স্বর্গ হইতে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। পিতাকে দেখিয়া সত্বরে তিনি প্রণাম করিলেন। তাহা দেখিয়া বসুমনা তপস্বিনী মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

বসুমনা বলিলেন—হে তপস্বিনি! আপনি যে ইঁহাকে প্রণাম করিলেন, ইনি কে? ইনি কি কোন দেবতা অথবা রাজা? যদি আপনি ইঁহাকে জানেন তাহা হইলে আমাদের বলুন।

মাধবী বলিলেন,—হে পুত্রগণ! শুন, ইনি আমার পিতা নহুষনন্দন যযাতি, সুতরাং আমার পুত্রগণের মাতামহ। ইনি আমার ভ্রাতা পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন। ইনি কি কারণে এখানে আসিয়াছেন বলিতে পার

তস্মাৎ পবিত্রং দৌহিত্রমতএব বদন্তি পৈতৃকে।
অতিক্রম্য ন দ্রষ্টব্যঃ পিতৄণাং প্রীতিবর্দ্ধনম্॥
ত্রীণি শ্রাদ্ধে পবিত্রাণি দৌহিত্রঃ কুতপস্তিলাঃ।
ত্রীণি চাত্র প্রশংসন্তি শৌচমক্রোধমত্বরাম্॥
[illegible] পরিবেষ্টারঃ [illegible] পবিত্রকাঃ।
দিবসস্যাষ্টমে ভাগে মন্দীভবতি ভাস্করে॥

স কালঃ কুতপো নাম পিতৄণাং দত্তমক্ষয়ম্।
তিলাঃ পিশাচাৎ রক্ষন্তি দর্ভা রক্ষন্তি রাক্ষসাৎ।
রক্ষন্তি শ্রোত্রিয়াঃ পঙ্‌ক্তিং যতিভির্ভুক্তমক্ষয়ম্॥
লব্ধ্বা পাত্রং তু বিদ্বাংসং শ্রোত্রিয়ং সুব্রতং শুচিম্।
স কালঃ কালতো দত্তং নান্যথা কাল ইষ্যতে।

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তঃ [illegible] পুনঃ প্রোবাচ দুঃখিতম্।
সর্ব্বে [illegible]॥)
অষ্টক উবাচ।
আরোহস্ব রথান্ রাজন্ (১) [illegible]।
[illegible] কালো [illegible] ॥২৪
যযাতিরুবাচ।
দৌহিত্রৈস্তারিতো [illegible] সহ স্বর্গমিতো গতঃ।
এষ বো বিহিতঃ পন্থা পুণ্যো [illegible] ॥২৫
বৈশম্পায়ন উবাচ।
তেঽপি [illegible] সর্ব্বে প্রাপ্তা [illegible]।
[illegible] দিবঃ [illegible] ॥২৬

কি?

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বসুমনা তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—"ইনি স্বর্গচ্যুত হইয়া এখানে আসিয়াছেন। [illegible] কথা শুনিয়া মাধবী উঠিলেন এবং দৌহিত্রগণের পরিচয় দিয়া পিতাকে বলিলেন।

মাধবী বলিলেন,—আমাদের তপস্যায় অর্জ্জিত লোকসমূহ আপনি লাভ করুন। পুত্র ও পৌত্রগণের ন্যায় পুত্রী ও দৌহিত্রগণের ধর্ম্ম হইতে ধার্ম্মিক বলে পিতা ও মাতামহরা অধিকারী আছেন। সুতরাং আমাদের দান ও তপস্যালব্ধ স্বর্গলোক আপনি লাভ করুন।

যযাতি বলিলেন,—যদি ইহা ধর্ম্মার্থে দান হয়, তবে তো খুব ভাল কথা। আমি কন্যা ও আমার দৌহিত্রগণ কর্ত্তৃক (ত্রাত) নরক হইতে উদ্ধার পাইলাম। সুতরাং আজ হইতে পিতৃকার্য্যে দৌহিত্র পরম পবিত্র অধিকারীরূপে অবস্থিত হইবে এবং পিতৃপুরুষগণের প্রীতিবর্দ্ধন করিবে। শ্রাদ্ধে এই তিনটি বস্তু পবিত্র—দৌহিত্র, কুতপ ও তিল। এই তিনটি শ্রাদ্ধে প্রশংসনীয়—শৌচ, অক্রোধ, অত্বরা। দৌহিত্র অর্থে ভোজন পরিবেশনকারী। (দৈহিক বা পৌরাণিক মত দ্রষ্টব্য পাঠ) এবং আতপ্তি—এই তিনটি বস্তু পবিত্র বলিয়া গণ্য। দিনের অষ্টম ভাগ, যে সময় সূর্য্য মন্দীভূত হয়, সেই সময়ের নাম 'কুতপ' ঐ সময়ে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে প্রদত্ত বস্তু অক্ষয় ফল দান করে। তিল পিশাচ হইতে এবং কুশ (দর্ভ) রাক্ষস হইতে রক্ষা করে এবং দৌহিত্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তিকে পবিত্র করেন ও যত্যাদিপূর্ব্বক কুশ বা তন্তু জল দান করে। বিপ্র, শ্রোত্রিয়, কুশ ও তিল ব্রাহ্মণের পাত্রে অন্ন দান করিলে সেই দানকে যথাকালের দান বলে। ইহা ভিন্ন সব যথাকালের দান নহে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই বলিয়া বুদ্ধিমান্ যযাতি পুনরায় বলিলেন—তোমরা সকলেই সত্বর স্নান করিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হও।)

অষ্টক বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি ঐ রথসমূহে আরোহণ করুন। আমরাও যথাকালে

পাঠান্তর।—(১) আরোহ বাসব রাজন্।

(অষ্টকশ্চ শিবিশ্চৈব কাশিরাজঃ প্রতর্দনঃ।
ঐক্ষ্বাকবো বসুমনাশ্চত্বারো ভূমিপাশ্চ হ।
সর্বে হ্যনুপ্রযাতা স্বর্গতাঃ পাবনাঃ স্ম।)

অষ্টক উবাচ।

অহং মন্যে পূর্বমেকোঽপি গন্তা
সখা চেন্দ্রঃ সর্বথা মে মহাত্মা।
কস্মাদেবং শিবিরৌশীনরোঽয়-
মেকোঽত্যগাৎ সর্ববেগেন বাহান্ ॥১৭

যযাতিরুবাচ।

অদদদ্ দেবযানায় (১) যাবদ্ বিত্তমবিন্দত।
উশীনরস্য পুত্রোঽয়ং তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠো হি বঃ শিবিঃ ॥১৮
দানং তপঃ সত্যমথাপি ধর্মো
হ্রীঃ শ্রীঃ ক্ষমা সৌম্যমথো বিধিৎসা।
রাজন্নেতান্যপ্রতিমানি রাজ্ঞঃ
শিবেঃ স্থিতান্যনৃশংসবুদ্ধেঃ ॥১৯
এবং বৃত্তো হ্রীনিষেধশ্চ যস্মাৎ
তস্মাচ্ছিবিরত্যগাদ্ বৈ রথেন।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথাষ্টকঃ পুনরেবান্বপৃচ্ছ-
ন্মাতামহং কৌতুকাদিন্দ্রকল্পম্ ॥২০
পৃচ্ছামি ত্বাং নৃপতে ব্রূহি সত্যং
কুতশ্চ কস্যাসি সুতশ্চ কস্য।
কৃতং ত্বয়া যদ্ধি ন তস্য কর্তা
লোকে ত্বদন্যঃ ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণো বা ॥২১

যযাতিরুবাচ।

যযাতিরস্মি নহুষস্য পুত্রঃ
পূরোঃ পিতা সার্বভৌমস্ত্বিহাসম্।
গুহ্যং চার্থং মামকেভ্যো ব্রবীমি
মাতামহোঽহং ভবতাং প্রকাশঃ (২) ॥২২

আমাদের অগ্রগমন করিল ॥১৪

যযাতি বলিলেন,—তোমাদের সকলেরই একস্থানে যাইতে হইবে। আমরা সকলেই স্বর্গে বাস করিয়াছি। দেবলোকের এই উন্মুক্ত পথ আমাদের সকলের জন্যই নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন তাঁহারা সকলেই সেই রথগুলিতে আরোহণ করিয়া নিজ তেজে দশদিক আলোকিত করিয়া আকাশে চলিতে লাগিলেন ॥১৬

(অষ্টক, শিবি, কাশিরাজ প্রতর্দন এবং ইক্ষ্বাকুবংশজ বসুমনা—এই চারি রাজা এবং যযাতি—এই পাঁচজনই সর্বপ্রকারে পবিত্র স্বর্গে গেলেন।)

অষ্টক বলিলেন,—আমি ভাবিয়াছিলাম, ইন্দ্র আমার মিত্র, সুতরাং আমি একাকীই সকলের পূর্বে ইন্দ্রলোকে পৌঁছিব। কিন্তু এখন দেখিতেছি, উশীনরের পুত্র শিবি আমাদের সকলকে পিছনে ফেলিয়া বেগে চলিয়াছে। এরূপ কেন হইল ॥১৭

যযাতি বলিলেন,—এই উশীনরের পুত্র শিবি দেবযান মার্গে গমনের জন্য নিজের সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন; সুতরাং ইনি তোমাদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥১৮

দান, তপস্যা, সত্য, ধর্ম, লজ্জা, শ্রী, ক্ষমা, সৌম্যভাব এবং ব্রতপালনের ইচ্ছা—এই রাজার উৎকর্ষলাভ প্রাপ্তির পক্ষে অনুকূল। এ সমস্তই অতুলনীয় হইয়া শিবিতে বিরাজমান; সুতরাং উঁহার সমান কেহ নাই। আর শিবি এইরূপ সদাচারসম্পন্ন ও লজ্জাশীল; (ইহাতে অভিমানের লেশ মাত্রও নাই) সেই জন্যই উঁহার রথ আমাদের অপেক্ষা অগ্রগামী হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন অষ্টক কৌতূহলবশতঃ মাতামহকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি সত্য করিয়া বলুন। আপনি কে? কাহার পুত্র? আপনি যাহা পূর্বে করিয়াছেন, তাহা আপনি ভিন্ন কোন

পাঠান্তর—(১) অদদৎ দেবযানায়—।

পাঠান্তর—(২) মাতামহশ্চাহং ভবতাং প্রকাশঃ।

সর্ব্বামিমাং পৃথিবীং নির্জিগায
প্রস্থে বদ্ধ্বা হ্যদদং ব্রাহ্মণেভ্যঃ।
মেধ্যানশ্বানেকশফান্ সুরূপাং-
স্তদা দেবাঃ পুণ্যগন্ধা ভবন্তি ॥২৩
অদামহং পৃথিবীং ব্রাহ্মণেভ্যঃ
পূর্ণামিমামখিলাং বাহনেন।
গোভিঃ সুবর্ণৈ রত্নৈশ্চ দিব্যৈ-
স্তত্রাসন্ গাঃ শতমর্ব্বুদানি ॥২৪
সত্যেন বৈ দ্যৌশ্চ বসুন্ধরা চ
তথৈবাগ্নির্জ্বলতে মানুষেষু।
ন মে বৃথা ব্যাহৃতমেব বাক্যং
সত্যং হি সন্তঃ প্রতিপূজয়ন্তি ॥২৫
যদষ্টক প্রব্রবীমীহ সত্যং
প্রতর্দনং চৌষদশ্বিং তথৈব।
সর্ব্বে চ লোকা মুনয়শ্চ দেবাঃ
সত্যেন পূজ্যা ইতি মে মনোগতম্ ॥২৬

যো নঃ স্বর্গজিতঃ সর্ব্বান্ যথাবৃত্তং নিবেদয়েৎ।
অনসূয়ুর্দ্বিজাগ্রেভ্যঃ স লভেত সলোকতাম্ ॥২৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং রাজা স মহাত্মা হ্যতীব
স্বৈর্দৌহিত্রৈস্তারিতোঽমিত্রসাহঃ।
ত্যক্ত্বা মহীং পরমোদারকর্ম্মা
স্বর্গং গতঃ কর্ম্মভির্ব্যাপ্য পৃথ্বীম্ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি উত্তরযানে
ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৩

করিতে বা গ্রহণও করিতে পারিব না ॥১৮-২১

যযাতি বলিলেন,—আমি নহুষের পুত্র যযাতি এবং পুরুর পিতা। আমি পৃথিবীতে সার্ব্বভৌম রাজা ছিলাম। তোমাদের নিকট গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, আমি তোমার মাতামহ ॥২২

আমি সমস্ত পৃথিবীকে জয় করিয়া ব্রাহ্মণগণকে অশ্ব ও যজ্ঞ দান করিয়াছি। যে একশফ সুন্দর পবিত্র অশ্ব প্রদান করে, সেই পুণ্যাত্মা দেবতা হইয়া যায় ॥২৩

আমি গো, অশ্ব, সুবর্ণাদিতে পরিপূর্ণা পৃথিবী ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলাম এবং এক শত কোটি গাভী দান করিয়াছিলাম ॥২৪

সত্যের দ্বারাই স্বর্গ ও পৃথিবী স্থির হইয়া আছে, এবং সত্যবশতঃ মনুষ্যলোকে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়; আমি বৃথা বাক্য বলি না। সজ্জনগণ সত্যকেই পূজা করিয়া থাকেন ॥২৫

হে অষ্টক! আমি তোমাকে, প্রতর্দন ও ঔষদশ্বিকে যাহা বলিয়াছি, তাহা সমস্তই সত্য বলিয়া জানিবে। সকল লোক, মুনি এবং দেবগণ সত্যের দ্বারাই পূজিত হইয়া থাকেন ॥২৬

যে মানুষ অসূয়াশূন্য হইয়া স্বর্গজয়কারী আমাদের বৃত্তান্ত ব্রাহ্মণাদি সজ্জন সকলকে শুনাইবে, সে আমাদের সমান লোক প্রাপ্ত হইবে ॥২৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই মহাত্মা রাজা শত্রুদমন যযাতি নিজ দৌহিত্রগণের দ্বারা উদ্ধার প্রাপ্ত হইলেন এবং পরম উদার কর্ম্মকারী সেই রাজা সমস্ত পৃথিবীতে নিজ যশ বিস্তার করিয়া পুনরায় স্বর্গে গমন করিলেন ॥২৮

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশকৃত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে
যযাতি-উপাখ্যান-প্রসঙ্গে উত্তরযানে ত্রিনবতিতমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ

[পূরুবংশস্য বর্ণনম্।]

জনমেজয় উবাচ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি পূরোর্বংশকরান্ নৃপান্।
যদ্বীর্য্যান্ যাদৃশাংশ্চাপি যাবতো যৎপরাক্রমান্॥১
ন হ্যস্মিঞ্ছীলহীনো বা নির্বীর্য্যো বা নরাধিপঃ।
প্রজাবিরহিতো বাপি ভূতপূর্ব্বঃ কদাচন॥২
তেষাং প্রথিতবৃত্তানাং (১) রাজ্ঞাং বিজ্ঞানশালিনাম্।
চরিতং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ তপোধন॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
পূরোর্বংশধরান্ বীরান্ শক্রপ্রতিমতেজসঃ।
ভূরিদ্রবিণবিক্রান্তান্ সর্ব্বলক্ষণপূজিতান্॥৪
প্রবীরেশ্বররৌদ্রাশ্বাস্ত্রয়ঃ পুত্রা মহারথাঃ।
পূরোঃ পৌষ্ট্যামজায়ন্ত প্রবীরো বংশকৃৎ ততঃ॥৫
মনস্যুরভবৎ তস্মাচ্ছূরসেনীসুতঃ প্রভুঃ।
পৃথিব্যাশ্চতুরন্তায়া গোপ্তা রাজীবলোচনঃ॥৬
শক্তঃ সংহননো বাগ্মী সৌবীরীতনয়াস্ত্রয়ঃ।
মনস্যোরভবন্ পুত্রাঃ শূরাঃ সর্ব্বে মহারথাঃ॥৭
অন্বগ্ভানুপ্রভৃতয়ো মিশ্রকেশ্যাং মনস্বিনঃ।
রৌদ্রাশ্বস্য মহেষ্বাসা দশাপ্সরসি সূনবঃ॥৮
যজ্বানো জজ্ঞিরে শূরাঃ প্রজাবন্তো বহুশ্রুতাঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বাস্ত্রবিদ্বাংসঃ সর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণাঃ॥৯
ঋচেয়ুরথ কক্ষেয়ুঃ কৃকণেয়ুশ্চ বীর্য্যবান্।
স্থণ্ডিলেয়ুর্বনেয়ুশ্চ জলেয়ুশ্চ মহাযশাঃ॥১০
তেজেয়ুর্বলবান্ ধীমান্ সত্যেয়ুশ্চেন্দ্রবিক্রমঃ।
ধর্ম্মেয়ুঃ সন্নতেয়ুশ্চ দশমো দেববিক্রমঃ॥১১

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

[পূরুবংশের বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! আমি মহারাজ পূরুর বংশকথা শুনিতে ইচ্ছা করি। তাঁহাদের বীর্য্য ও পরাক্রমের অনুরূপ চরিত্র বর্ণনা করুন॥১

এই বংশে চরিত্রহীন, বীর্য্যশূন্য, অথবা সন্তানশূন্য কোন রাজা পূর্ব্বে হন নাই॥২

হে তপোধন! বিখ্যাত জ্ঞানী রাজগণের পবিত্র চরিত্র বিস্তারপূর্ব্বক আমি শুনিতে ইচ্ছা করি॥৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! আপনার প্রশ্নানুসারে ইন্দ্রতুল্য বিক্রমশালী প্রচুর ধনসম্পন্ন ও সর্ব্বলক্ষণে পূজিত পূরুর বংশধরগণের চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছি॥৪

প্রবীর, ঈশ্বর ও রৌদ্র নামে তিন মহারথ পুত্র পূরুর ঔরসে ও পৌষ্টির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; তাহাদের মধ্যে প্রবীরই বংশকর পুত্র॥৫

প্রবীরের ঔরসে ও শূরসেনীর গর্ভে মনস্যু নামক এক রাজীবলোচন পুত্র হয়, যে সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করিয়াছিল॥৬

মনস্যুর ঔরসে ও সৌবীরীর গর্ভে শক্তিশালী দৃঢ়কায়বাগ্মী তিনটি মহাবল পুত্র জন্মিয়াছিল॥৭

পূরুর তৃতীয় পুত্র যশস্বী রৌদ্রাশ্বের ঔরসে ও মিশ্রকেশী অপ্সরার গর্ভে অন্বগ্ভানু প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর দশটি পুত্র হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই যজ্ঞকর্ত্তা, বীর, পুত্রবান্, বহুশ্রুত, সর্ব্বাস্ত্রে নিপুণ, ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন॥৮-৯

সেই দশজন পুত্রের নাম এইরূপ—ঋচেয়ু, * কক্ষেয়ু, পরাক্রমশালী কৃকণেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, বনেয়ু, মহাযশস্বী জলেয়ু, বলবান্ ও বুদ্ধিমান্ তেজেয়ু, ইন্দ্রতুল্যপরাক্রমশালী সত্যেয়ু, ধর্ম্মেয়ু এবং দেবতাসম-পরাক্রমশালী সন্নতেয়ু॥১০-১১

পাঠান্তর :—(১) তেষাং প্রথিতবীর্য্যাণাং—।

* ঋচেয়ু, অন্বগ্ভানু ও অনাধৃষ্টি—এই তিনটি নাম একই ব্যক্তির।

অনাধৃষ্টিরভূৎ তেষাং বিদ্বান্ ভুবি মহৈকরাট্।
ঋচেয়ুরথ বিক্রান্তো দেবানামিব বাসবঃ ॥১২
অনাধৃষ্টিসুতস্ত্বাসীদ্ রাজসূয়াশ্বমেধকৃৎ।
মতিনার ইতি খ্যাতো রাজা পরমধার্মিকঃ ॥১৩
মতিনারসুতা রাজংশ্চত্বারোঽমিতবিক্রমাঃ।
তংসুর্মহানতিরথো দ্রুহ্যুশ্চাপ্রতিমদ্যুতিঃ ॥১৪
তেষাং তংসুর্মহাবীর্য্যঃ পৌরবং বংশমুদ্বহন্।
আজহার যশো দীপ্তং জিগায় চ বসুন্ধরাম্ ॥১৫
ঈলিনং তু সুতং তংসুর্জনয়ামাস বীর্য্যবান্।
সোঽপি কৃৎস্নামিমাং ভূমিং বিজিগ্যে জয়তাং বরঃ।
রথন্তর্য্যাং সুতান্ পঞ্চ পঞ্চভূতোপমাংস্ততঃ।
ঈলিনো জনয়ামাস দুষ্মন্তপ্রভৃতীন্ নৃপান্ ॥১৭
দুষ্মন্তং শূরভীমৌ চ প্রবসুং বসুমেব চ।
তেষাং জ্যেষ্ঠোঽভবদ্ রাজা দুষ্মন্তো জনমেজয় ॥১৮
দুষ্মন্তাদ্ ভরতো জজ্ঞে বিদ্বান্ শাকুন্তলো নৃপঃ।
তস্মাদ্ ভরতবংশস্য বিপ্রতস্থে মহদ্ যশঃ ॥১৯
ভরতস্তিসৃষু স্ত্রীষু নব পুত্রানজীজনৎ।
নাভ্যনন্দন্ত তান্ রাজা নানুরূপা মমেত্যুত ॥২০
ততস্তান্ মাতরঃ ক্রুদ্ধাঃ পুত্রান্ নিন্যুর্যমক্ষয়ম্।
ততস্তস্য নরেন্দ্রস্য বিতথং পুত্রজন্ম তৎ ॥২১
ততো মহদ্ভিঃ ক্রতুভিরীজানো ভরতস্তদা।
লেভে পুত্রং ভরদ্বাজাদ্ ভুমন্যুং নাম ভারত ॥২২
ততঃ পুত্রিণমাত্মানং জ্ঞাত্বা পৌরবনন্দনঃ।
ভুমন্যুং ভরতশ্রেষ্ঠ যৌবরাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥২৩
ততো দিবিরথো নাম ভুমন্যোরভবৎ সুতঃ।
সুহোত্রশ্চ সুহোতা চ সুহবিঃ সুযজুস্তথা ॥২৪
পুষ্করিণ্যামৃচীকস্য ভুমন্যোরভবন্ সুতাঃ।
তেষাং জ্যেষ্ঠঃ সুহোত্রস্তু রাজ্যমাপ মহীক্ষিতাম্ ॥২৫

ঋচেয়ুর অপর নাম অনাধৃষ্টি ছিল; তিনি বিদ্বান্, ইন্দ্রতুল্য বিক্রমশালী ও পৃথিবীর সার্বভৌম অধিপতি ছিলেন ॥১২

হে রাজন্! অনাধৃষ্টির পুত্র রাজা মতিনার রাজসূয় যজ্ঞ ও অশ্বমেধ যজ্ঞকারী ছিলেন। মতিনারের অমিতবিক্রম চারি পুত্র ছিল; তাঁহাদের নাম—তংসু, মহান্, অতিরথ এবং অনুপম দ্যুতিসম্পন্ন দ্রুহ্যু ॥১৩-১৪

তাঁহাদের মধ্যে মহাবীর্য্যশালী তংসু পুরুবংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া উজ্জ্বল গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন ॥১৫

তংসুর ঈলিন নামে এক পুত্র হইয়াছিল; বিজয়ীশ্রেষ্ঠ মহাপরাক্রমশালী ঈলিন নিজেও আবার সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন ॥১৬

রথন্তরী নাম্নী পত্নীতে ঈলিনের ঔরসে পঞ্চভূত-তুল্য তাঁর দুষ্মন্ত প্রভৃতি পাঁচটী পুত্র হইয়াছিল ॥১৭

তাঁহাদের নাম দুষ্মন্ত, শূর, ভীম, প্রবসু ও বসু। হে জনমেজয়! তাঁহাদের মধ্যে দুষ্মন্তই জ্যেষ্ঠ ও রাজা ছিলেন ॥১৮

দুষ্মন্ত হইতে শকুন্তলার গর্ভে ভরত জন্মে। যাহা হইতে ভরতবংশের মহাযশ জগতে বিস্তৃত হয় ॥১৯

ভরত তিন পত্নীতে নয়টি সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহারা তাঁহার অনুরূপ না হওয়ায় তিনি আনন্দিত হইলেন না ॥২০

তাহাতে বিরক্ত মাতারা পুত্রগুলিকে (বিনাশ করণে) মারিয়া ফেলিল; এজন্য ভরতের এই পুত্রোৎপত্তি বৃথাই হইল ॥২১

তদনন্তর ভরত পুনরায় প্রচুর দক্ষিণ এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন; সেই যজ্ঞের প্রভাবে তাঁহার ভুমন্যু নামে এক পুত্র হইল ॥২২

তখন পৌরবনন্দন ভরত নিজেকে পুত্রবান্ মনে করিলেন এবং পরে সেই পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন ॥২৩

তদনন্তর ভুমন্যুর দিবিরথ নামে পুত্র হইল। তাহার সুহোত্র, সুহোতা, সুহবি, সুযজু ও ঋচীক পুষ্করিণীর আরও পাঁচ পুত্র হইল। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সুহোত্রই রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন ॥২৪-২৫

রাজসূয়াশ্বমেধাদ্যৈঃ সোঽযজৎ বহুভির্মখৈঃ।
সুহোত্রঃ পৃথিবীং কৃৎস্নাং বুভুজে সাগরাম্বরাম্ ॥২৬

পূর্ণাং হস্তি-গবাশ্বৈশ্চ বহুরত্নসমাকুলাম্।
মমজ্জেব মহী তস্য ভূরিভারাবপীড়িতা ॥২৭

হস্ত্যশ্বরথসম্পূর্ণা মনুষ্যকলিলা ভৃশম্।
সুহোত্রে রাজনি তদা ধর্ম্মতঃ শাসতি প্রজাঃ ॥২৮

চৈত্যযূপাঙ্কিতা চাসীদ্ ভূমিঃ শতসহস্রশঃ।
প্রবৃদ্ধজনসস্যা চ সর্ব্বদৈব ব্যরোচত ॥২৯

ঐক্ষ্বাকী জনয়ামাস সুহোত্রাৎ পৃথিবীপতেঃ।
অজমীঢ়ং সুমীঢ়ঞ্চ পুরুমীঢ়ঞ্চ ভারত ॥৩০

অজমীঢ়ো বরস্তেষাং তস্মিন্ বংশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
ষট্ পুত্রান্ সোঽপ্যজনয়ৎ তিসৃষু স্ত্রীষু ভারত ॥৩১

ঋক্ষং ধূমিন্যথো নীলী দুষ্মন্ত-পরমেষ্ঠিনৌ।
কেশিন্যজনয়জ্জহ্নুং সুতৌ ব্রজন-রূপিণৌ ॥৩২

তথেমে সর্ব্বপাঞ্চালা দুষ্মন্ত-পরমেষ্ঠিনোঃ।
অন্বয়াঃ কুশিকা রাজন্ জহ্নোরমিততেজসঃ ॥৩৩

ব্রজন-রূপিণয়োর্জ্যেষ্ঠম্ ঋক্ষমাহুর্জনাধিপম্।
ঋক্ষাৎ সংবরণো জজ্ঞে রাজন্ বংশকরঃ সুতঃ ॥৩৪

আর্ক্ষে সংবরণে রাজন্ প্রশাসতি বসুন্ধরাম্।
সংক্ষয়ঃ সুমহানাসীৎ প্রজানামিতি নঃ শ্রুতম্ ॥৩৫

ব্যশীর্য্যত ততো রাষ্ট্রং ক্ষয়ৈর্নানাবিধৈস্তথা।
ক্ষুন্মৃত্যুভ্যামনাবৃষ্ট্যা ব্যাধিভিশ্চ সমাহতম্ ॥৩৬

অভ্যঘ্নন্ ভারতাংশ্চৈব সপত্নানাং বলানি চ।
চালয়ন্ বসুধাং চৈমাং বলেন চতুরঙ্গিণা ॥৩৭

অভ্যয়াৎ তঞ্চ পাঞ্চাল্যো বিজিত্য তরসা মহীম্।
অক্ষৌহিণীভির্দশভিঃ স এনং সমরেঽজয়ৎ ॥৩৮

সুহোত্র রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি বহুতর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হস্তী, অশ্ব, গবাদিপশুপূর্ণা, বহুরত্নপরিপূর্ণা সাগরাম্বরা সমস্ত পৃথিবীই সুহোত্রের শাসনাধীনে ছিল। তাঁহার ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসনকালে প্রজাসমূহ সুখে বসতি করায় এবং গোমাদি বা থাকায় পৃথিবী জনসংখ্যাধিক্যে ভারাক্রান্তা অবপীড়িতা হইয়াছিলেন ॥২৬-২৮

ভূমি লক্ষ লক্ষ দেবমন্দির ও যজ্ঞযূপে পরিপূর্ণা হইয়াছিল এবং মনুষ্য জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে পৃথিবী সর্ব্বদাই অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল ॥২৯

হে ভারত! সুহোত্রের ঔরসে ঐক্ষ্বাকীর গর্ভে অজমীঢ়, সুমীঢ় ও পুরুমীঢ় নামক তিন পুত্র জন্মিয়াছিলেন ॥৩০

অজমীঢ়ই তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন; তিনিই ভারত! তিন পত্নীতে ছয়টী পুত্রের জন্ম দিলেন ॥৩১

ইঁহার ধূমিনীর গর্ভে ঋক্ষ, নীলীর গর্ভে দুষ্মন্ত ও পরমেষ্ঠি এবং কেশিনীর গর্ভে জহ্নু, ব্রজন এবং রূপিণ নামে তিন পুত্র জন্মিল ॥৩২

ইঁহাদের মধ্যে দুষ্মন্ত ও পরমেষ্ঠির সকল পুত্রকেই পাঞ্চাল বলে। অমিততেজা জহ্নুর বংশ কুশিক নামে পরিচিত হইল ॥৩৩

ব্রজন ও রূপিণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঋক্ষ জনগণের রাজা হইয়াছিলেন; তাঁহার সংবরণ নামে এক বংশধর পুত্র জন্মিল ॥৩৪

ঋক্ষনন্দন সংবরণের শাসনকালে প্রজাগণের ভীষণ ক্ষয় হইয়াছিল ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥৩৫

ক্ষুধা, মৃত্যু, অনাবৃষ্টি, ব্যাধি প্রভৃতি নানাবিধ ক্ষয়কারণের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সমস্ত রাষ্ট্রই নষ্টপ্রায় হইয়াছিল ॥৩৬

ঐ সময় ভরত বংশীয়গণের বিপক্ষ সকল ছিলেন,

ততঃ সদারঃ সামাত্যঃ সপুত্রঃ সসুহৃজ্জনঃ।
রাজা সংবরণস্তস্মাৎ পলায়ত মহাভয়াৎ ॥৩৯
সিন্ধোর্নদস্য মহতো নিকুঞ্জে ন্যবসৎ তদা।
নদীবিষয়পর্য্যন্তে পর্ব্বতস্য সমীপতঃ ॥৪০
তত্রাবসন্ বহূন্ কালান্ ভারতা দুর্গমাশ্রিতাঃ।
তেষাং নিবসতাং তত্র সহস্রং পরিবৎসরান্ ॥৪১
অথাভ্যগচ্ছদ্ ভরতান্ বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
তমাগতং প্রযত্নেন প্রত্যুদ্গম্যাভিবাদ্য চ ॥৪২
অর্ঘ্যমভ্যাহরংস্তস্মৈ তে সর্ব্বে ভারতাস্তদা।
নিবেদ্য সর্ব্বমৃষয়ে সৎকারেণ সুবর্চ্চসে ॥৪৩
তমাসনে চোপবিষ্টং রাজা বব্রে স্বয়ং তদা।
পুরোহিতো ভবান্ নোঽস্তু রাজ্যায় প্রযতেমহি ॥৪৪

ওমিত্যেবং বশিষ্ঠোঽপি ভারতান্ প্রত্যপদ্যত।
অথাভ্যষিঞ্চৎ সাম্রাজ্যে সর্ব্বক্ষত্রস্য পৌরবম্ ॥৪৫
বিষাণভূতং সর্ব্বস্যাং পৃথিব্যামিতি নঃ শ্রুতম্।
ভরতাধ্যুষিতং পূর্ব্বং সোঽধ্যতিষ্ঠৎ পুরোত্তমম্ ॥৪৬
পুনর্ব্বলিভৃতশ্চৈব চক্রে সর্ব্বমহীক্ষিতঃ।
ততঃ স পৃথিবীং প্রাপ্য পুনরীজে মহাবলঃ ॥৪৭
আজমীঢ়ো মহাযজ্ঞৈর্বহুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
ততঃ সংবরণাৎ সৌরী সুষুবে তপতী কুরুম্ ॥৪৮
রাজত্বে তং প্রজাঃ সর্ব্বা ধর্ম্মজ্ঞ ইতি বব্রিরে।
তস্য নাম্নাভিবিখ্যাতং পৃথিব্যাং কুরুজাঙ্গলম্ ॥৪৯
কুরুক্ষেত্রং স তপসা পুণ্যং চক্রে মহাতপাঃ।
অশ্ববন্তমভিষ্যন্তং তথা চৈত্ররথং মুনিম্ ॥৫০

তাঁহারা এই ভারতের উপর আঘাত করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালরাজ তখন দশ অক্ষৌহিণী চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করত বিজয় লাভ করিলেন।৩৭-৩৮

তখন সংবরণ মহাভয়ে স্ত্রী, পুত্র, সুহৃৎ ও অমাত্যগণের সহিত রাজ্য হইতে পলায়ন করিলেন।৩৯

তিনি সিন্ধুনদের নিকুঞ্জদেশে বাস করিতে লাগিলেন। উহা পর্ব্বতের নিকট হইতে নদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।৪০

সেই স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ভরতবংশীয়গণ সহস্র বৎসর বাস করিয়াছিলেন।৪১

তৎপরে কোন সময়ে ভগবান্ মহর্ষি বশিষ্ঠ তথায় আগমন করিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ভরতবংশীয়গণ পাদ্য, অর্ঘ্য প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনাপূর্ব্বক পূজা করিলেন। মহর্ষি সন্তুষ্ট হইয়া আসনে উপবেশন করিলে রাজা তাঁহাকে বরণ করিয়া বলিলেন,—আপনি আমার পুরোহিত হউন। আমি আমার রাজ্যাদির জন্য প্রযত্ন করিতেছি।৪২-৪৪

বশিষ্ঠদেব পৌরহিত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাকে সকল ক্ষত্রিয়গণের সম্রাট্‌পদে অভিষেক করিলেন। তাহার পর রাজা সংবরণ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভরতবংশীয় রাজাদিগের পূর্ব্বনিবাসস্থান সেই নগর বিজয় করত তথায় বাস করিতে লাগিলেন।৪৫-৪৬

পুনরায় সকল রাজগণ তাঁহার জন্য উপহার আনয়ন করিলেন এবং তিনি পুনরায় সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট্ হইয়া ভূরিদক্ষিণ মহাযজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করিলেন। এই সংবরণের ঔরসে ও সূর্য্যকন্যা তপতীর গর্ভে কুরুর জন্ম হয়।৪৭-৪৮

তাঁহাকে ধর্ম্মজ্ঞ জানিয়া প্রজাগণ তাঁহাকেই রাজপদে বরণ করিলেন এবং তাঁহারই নামানুসারে পৃথিবীতে "কুরুজাঙ্গল" নামক দেশ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।৪৯

জনমেজয়ঞ্চ বিখ্যাতং পুত্রাংশ্চাস্যামিতৌজসঃ ।
পঞ্চৈতান্ বাহিনী পুত্রান্ ব্যজায়ত মনস্বিনী ॥৫১
অবিক্ষিতঃ পরিক্ষিত্তু শবলাশ্বশ্চ বীর্যবান্ ।
আদিরাজো বিরাজশ্চ শাল্মলিশ্চ মহাবলঃ ॥৫২
উচ্চৈঃশ্রবা ভঙ্গকারো জিতারিশ্চাষ্টমঃ স্মৃতঃ ।
এতেষামন্ববায়ে তু খ্যাতাস্তে কর্ম্মজৈর্গুণৈঃ ।
জনমেজয়াদয়ঃ সপ্ত তথৈবান্যে মহারথাঃ ॥৫৩
পরিক্ষিতোঽভবন্ পুত্রাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মার্থকোবিদাঃ ।
কক্ষসেনোগ্রসেনৌ তু চিত্রসেনশ্চ বীর্য্যবান্ ॥৫৪
ইন্দ্রসেনঃ সুষেণশ্চ ভীমসেনশ্চ নামতঃ ।
জনমেজয়স্য তনয়া ভুবি খ্যাতা মহাবলাঃ ॥৫৫
ধৃতরাষ্ট্রঃ প্রথমজঃ পাণ্ডুর্বাহ্লীক এব চ ।
নিষধশ্চ মহাতেজাস্তথা জাম্বূনদো বলী ॥৫৬
কুণ্ডোদরঃ পদাতিশ্চ বসাতিশ্চাষ্টমঃ স্মৃতঃ ।
সর্ব্বে ধর্ম্মার্থকুশলাঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥৫৭

ধৃতরাষ্ট্রোঽথ রাজাসীৎ তস্য
পুত্রোঽথ কুণ্ডিকঃ ।
হস্তী বিতর্কঃ ক্রাথশ্চ কুণ্ডিনশ্চাপি পঞ্চমঃ ॥৫৮

হবিঃশ্রবাস্তথেন্দ্রাভো ভূমন্যুশ্চাপরাজিতঃ ।
ধৃতরাষ্ট্রসুতানাং তু ত্রীনেতান্ প্রথিতান্ ভুবি ॥৫৯
প্রতীপং ধর্ম্মনেত্রঞ্চ সুনেত্রঞ্চাপি ভারত ।
প্রতীপঃ প্রথিতস্তেষাং বভূবাপ্রতিমো ভুবি ॥৬০

প্রতীপস্য ত্রয়ঃ পুত্রা জজ্ঞিরে ভরতর্ষভ ।
দেবাপিঃ শান্তনুশ্চৈব বাহ্লীকশ্চ মহারথঃ ॥৬১

দেবাপিস্তু প্রবব্রাজ তেষাং ধর্ম্মহিতেপ্সয়া ।
শান্তনুশ্চ মহীং লেভে বাহ্লীকশ্চ মহারথঃ ॥৬২

ভরতস্যান্বয়ে হ্যেতে দেবকল্পা মহারথাঃ ।
দেবর্ষিকল্পা নৃপতে বহবো রাজসত্তমাঃ ॥৬৩

সেই মহাতপস্বী রাজা কুরু তপস্যা দ্বারা কুরুক্ষেত্রকে পবিত্র করিয়াছিলেন ॥৫০

অশ্ববান্, অভিষ্বন্ত, চৈত্ররথ, মুনি ও জনমেজয় নামে পাঁচ পুত্র ছিল অমিততেজস্বী। এই পাঁচটি পুত্রই তাঁহার বাহিনীনাম্নী পত্নীর গর্ভে জন্মিয়াছিল ॥৫১

অশ্ববানের অপর নাম ছিল অবিক্ষিৎ। অবিক্ষিতের পরিক্ষিৎ, শবলাশ্ব, আদিরাজ, বিরাজ, মহাবলী শাল্মলি, উচ্চৈঃশ্রবা, ভঙ্গকার এবং জিতারি এই আটটি পুত্র হইয়াছিল। ইঁহাদের বংশে জনমেজয় প্রভৃতি আরও সাতটি পুত্র জন্মিয়াছিলেন, যাঁহারা নিজ কর্ম্ম দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥৫২-৫৩

পরিক্ষিতের কক্ষসেন, উগ্রসেন, চিত্রসেন, ইন্দ্রসেন, সুষেণ ও ভীমসেন নামে ছয়টি ধর্ম্মার্থকুশল পুত্র জন্মিয়াছিল। জনমেজয়ের আটটি পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের নাম ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বাহ্লীক, মহাতেজা নিষধ, বলবান্ জাম্বূনদ, কুণ্ডোদর, পদাতি ও বসাতি। ইঁহারা সকলে ধর্ম্মার্থকুশল এবং সকল প্রাণীর হিতকারী ছিলেন ॥৫৪-৫৭

ইঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার কুণ্ডিক, হস্তী, বিতর্ক, ক্রাথ, কুণ্ডিন, হবিঃশ্রবা, ইন্দ্রাভ, এবং ভূমন্যু—এই আটটি পুত্র ছিল। ইহা ছাড়া ধৃতরাষ্ট্রের প্রতীপ, ধর্ম্মনেত্র ও সুনেত্র নামে আরও তিন পুত্র ছিল। তাঁহাদের মধ্যে প্রতীপই পৃথিবীতে অতুলনীয় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ॥৫৮-৬০

হে ভরতর্ষভ! প্রতীপের দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক নামে তিন পুত্র ছিল। ধর্ম্মের দ্বারা পরম কল্যাণলাভের জন্য দেবাপি সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। শান্তনু এবং মহারথ বাহ্লীক উভয়ে রাজা হইয়া-

এবমিলান্বয়াস্ত্বেতে দেবকল্পা মহারথাঃ ।
জাতা বসোরন্ববায়ে ঐলবংশবিবর্দ্ধনাঃ ॥৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি পুরুবংশানুকীর্তনে চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৪

বিশেষ ॥৫১-৫২

জনমেজয় বংশে এইরূপ মহর্ষি দেবতুল্য বহু রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৫৩

এইরূপ বসুর বংশে ঐলবংশবর্দ্ধক দেবকল্প মহারথ রাজগণ জন্মিয়াছিলেন ॥৫৪

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশকৃত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বের সম্ভবপর্বে পুরুবংশানুকীর্তনবিষয়ক চতুর্নবতিতমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

(প্রজাপতিপ্রভৃতেঃ পুরুবংশ-জনমেজয়-পাণ্ডুবংশপর্য্যন্তবর্ণনম্ ।)

জনমেজয় উবাচ ।
শ্রুতস্ত্বত্তো ময়া ব্রহ্মন্ পূর্বেষাং সম্ভবো মহান্ ।
উদারাশ্চাপি বংশেঽস্মিন্ রাজানো মে পরিশ্রুতাঃ ॥১

কিন্তু লঘ্বর্থসংযুক্তং প্রিয়াখ্যানং ন মামতি ।
প্রীণাত্যতো ভবান্ ভূয়ো বিস্তরেণ ব্রবীতু মে ॥২

এতামেব কথাং দিব্যামাপ্রজাপতিতো মনোঃ ।
তেষামাজননং পুণ্যং কস্য ন প্রীতিমাবহেৎ ॥৩
সদ্ধর্মগুণমাহাত্ম্যৈরভিবর্দ্ধিতমুত্তমম্ ।
বিষ্টভ্য লোকাংস্ত্রীনেষাং যশঃ স্ফীতমবস্থিতম্ ॥৪

গুণপ্রভাববীর্য্যৌজঃসত্ত্বোৎসাহবতামহম্ ।
ন তৃপ্যামি কথাং শৃণ্বন্নমৃতাস্বাদসম্মিতাম্ ॥৫

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় ।

[প্রজাপতি দক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরুবংশ, জনমেজয় ও পাণ্ডবদের পর্য্যন্ত বর্ণন ।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! আপনার নিকট পূর্বপুরুষগণের উৎপত্তি এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেক উদার ও বিখ্যাত পুরুষ ছিলেন—তাহাও শুনিলাম ॥১

কিন্তু এমন অল্প আখ্যানসমূহ সংক্ষেপে বলায় আমার মন প্রীত হইতেছে না, সুতরাং আপনি প্রজাপতি ও মনু হইতে আরম্ভ করিয়া ইঁহাদের যে বংশপরম্পরা চলিয়া আসিয়াছে—এই দিব্য কথা বিস্তৃতভাবে বলুন; কারণ, ইহা কাহার না প্রীতি উৎপাদন করিবে ? ॥২-৩

উত্তম ধর্ম ও গুণসমূহের মাহাত্ম্যে যাহা অভিবর্দ্ধিত ত্রিলোকে বিস্তৃত ইঁহাদের পবিত্র যশ এবং ইঁহাদের গুণ, প্রভাব, বীর্য্য, তেজঃ, বল এবং উৎসাহের অমৃততুল্য আস্বাদিনী কথা শুনিয়া আমি তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না ॥৪-৫

---

* কোন কোন পুস্তকে এইস্থলে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি অধিক দেখা যায়—
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণু রাজন্ পুরা সম্যঙ্ মযা দ্বৈপায়নাচ্ছ্রুতম্।
প্রোচ্যমানমিদং কৃৎস্নং স্ববংশজননং শুভম্ ॥৬

দক্ষাদদিতিঃ, অদিতের্বিবস্বান্, বিবস্বতো মনুঃ, মনোরিলা, ইলায়াঃ পুরূরবাঃ, পুরূরবস আয়ুঃ, আয়ুষো নহুষঃ, নহুষাদ্ যযাতিঃ, যযাতের্দ্বে ভার্য্যে বভূবতুঃ ॥৭

উশনসো দুহিতা দেবযানী, বৃষপর্ব্বণশ্চ দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা নাম ॥৮

অত্রানুবংশশ্লোকো ভবতি—

যদুঞ্চ তুর্ব্বসুঞ্চৈব দেবযানী ব্যজায়ত।
দ্রুহ্যুঞ্চানুঞ্চ পূরুঞ্চ শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী ॥৯

তত্র যদোর্যাদবাঃ, পূরোঃ পৌরবাঃ ॥১০

পূরোস্তু ভার্য্যা কৌশল্যা নাম। তস্যামস্য জজ্ঞে জনমেজয়ো নাম, যস্ত্রীনশ্বমেধানাজহার, বিশ্বজিতা চেষ্ট্বা বনং বিবেশ ॥১১

জনমেজয়ঃ খল্বনন্তাং নামোপয়েমে মাধবীম্। তস্যামস্য জজ্ঞে প্রাচীন্বান্; যঃ প্রাচীং দিশং জিগায় যাবৎ সূর্য্যোদয়াৎ। ততস্তস্য প্রাচীন্বত্ত্বম্ ॥১২

প্রাচীন্বান্ খল্বশ্মকীমুপয়েমে যাদবীম্। তস্যামস্য জজ্ঞে সংযাতিঃ ॥১৩

সংযাতিঃ খলু দৃষদ্বতো দুহিতরং বরাঙ্গীং নামোপয়েমে।
তস্যামস্য জজ্ঞে অহংযাতিঃ ॥১৪

অহংযাতিঃ খলু কৃতবীর্য্যদুহিতরমুপয়েমে ভানুমতীং নাম। তস্যামস্য জজ্ঞে সার্ব্বভৌমঃ ॥১৫

সার্ব্বভৌমঃ খলু জিত্বা জহার কৈকেয়ীং সুনন্দাং নাম। তামুপয়েমে। তস্যামস্য জজ্ঞে জয়ৎসেনো নাম ॥১৬

জয়ৎসেনঃ খলু বৈদর্ভীমুপয়েমে সুশ্রবাং নাম। তস্যামস্য জজ্ঞে অবাচীনঃ ॥১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে রাজন্! আমি পূর্ব্বে মহর্ষি দ্বৈপায়নের নিকটে আপনার বংশকথা যেরূপ শুনিয়াছি, সেইরূপই বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥৬

দক্ষ হইতে অদিতি, অদিতি হইতে বিবস্বান্ (সূর্য্য), বিবস্বান্ হইতে মনু, মনু হইতে ইলা, ইলা হইতে পুরূরবা, পুরূরবা হইতে আয়ু, আয়ু হইতে নহুষ, নহুষ হইতে যযাতি। যযাতির দুই পত্নী ছিলেন শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী ও বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা ॥৭-৮

এখানে অনুবংশশ্লোকটি এইরূপ—যদু ও তুর্ব্বসুকে দেবযানী এবং দ্রুহ্যু, অনু ও পূরুকে শর্ম্মিষ্ঠা জন্ম দিন ॥৯

তন্মধ্যে যদু হইতে যাদবগণ এবং পূরু হইতে পৌরবগণ উৎপন্ন হইলেন ॥১০

পূরুর পত্নীর নাম ছিল কৌশল্যা। তাঁহার গর্ভে জনমেজয়ের জন্ম; তিনি তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং একটি বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া বনে গিয়াছিলেন ॥১১

জনমেজয় মধুবংশীয়া অনন্তা নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে প্রাচীন্বানের জন্ম। তিনি উদয়াচল হইতে সমস্ত পূর্ব্বদিক্ জয় করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল "প্রাচীন্বান্" ॥১২

প্রাচীন্বান্ যাদবীয়া অশ্মকীকে বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে সংযাতির জন্ম ॥১৩

সংযাতি দৃষদ্বানের কন্যা বরাঙ্গীকে বিবাহ করেন, তাহার গর্ভে জন্মে অহংযাতি ॥১৪

অহংযাতি কৃতবীর্য্যের কন্যা ভানুমতীকে বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে সার্ব্বভৌমের জন্ম হয় ॥১৫

---

* কোন কোন হস্তলেখে এ স্থলে নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি অধিক দেখা যায়।—
"[illegible] ।
[illegible] ।"

অবাচীনোঽপি বৈদর্ভীমপরামুপযেমে মর্য্যাদাং নাম। তস্যামস্য জজ্ঞে অরিহঃ ॥১৮

অরিহো খল্বাঙ্গেয়ীমুপযেমে। তস্যামস্য জজ্ঞে মহাভৌমঃ ॥১৯

মহাভৌমঃ খলু প্রাসেনজিতীমুপযেমে সুযজ্ঞাং নাম। তস্যামস্য জজ্ঞে অযুতনায়ী, যঃ পুরুষমেধানামযুতমানয়ৎ; তেনাস্যাযুতনায়িত্বম্ ॥২০

অযুতনায়ী খলু পৃথুশ্রবসো দুহিতরমুপযেমে কামাং নাম। তস্যামস্য জজ্ঞে অক্রোধনঃ ॥২১

স খলু কালিঙ্গীং করম্ভাং নামোপযেমে। তস্যামস্য জজ্ঞে দেবাতিথিঃ ॥২২

দেবাতিথিঃ খলু বৈদেহীমুপযেমে মর্য্যাদাং নাম। তস্যামস্য জজ্ঞে অরিহো নাম ॥২৩

অরিহঃ খল্বাঙ্গেয়ীমুপযেমে সুদেবাং নাম। তস্যাং পুত্রমজীজনদৃক্ষম্ ॥২৪

ঋক্ষঃ খলু তক্ষকদুহিতরমুপযেমে জ্বালাং নাম (১)। তস্যাং পুত্রং মতিনারং নামোৎপাদয়ামাস ॥২৫

মতিনারঃ খলু সরস্বত্যাং গুণসমন্বিতং দ্বাদশবার্ষিকং সত্রমাজহ্রে। নিবৃত্তে চ সত্রে সরস্বত্যভিগম্য তং ভর্ত্তারং বরয়ামাস। তস্যাং পুত্রমজীজনৎ তংসুং নাম ॥২৬

অত্রানুবংশশ্লোকো ভবতি

তংসুং সরস্বতী পুত্রং মতিনারাদজীজনৎ।
ইলিনং জনয়ামাস কালিঙ্গ্যাং তংসুরাত্মজম্ ॥২৭

ইলিনস্তু রথন্তর্য্যাং দুষ্মন্তাদ্যান্ পঞ্চপুত্রানজীজনৎ ॥২৮

সার্বভৌম যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কেকয়রাজদুহিতা সুনন্দাকে হরণ করেন এবং তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে জয়ৎসেন জন্মে ॥১৬

জয়ৎসেন বিদর্ভকুমারী সুষাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে জন্ম হয় অবাচীনের ॥১৭

অবাচীনও বিদর্ভরাজকন্যা মর্য্যাদাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করেন, তাহার নাম অরিহ ॥১৮

অরিহ অঙ্গরাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে জন্মে মহাভৌম ॥১৯

মহাভৌম প্রসেনজিতের কন্যা সুযজ্ঞাকে বিবাহ করেন; তাঁহার গর্ভে জন্মে অযুতনায়ী। তিনি অযুতসংখ্যক (দশ হাজার) পুরুষমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার নাম হইয়াছে অযুতনায়ী ॥২০

অযুতনায়ী পৃথুশ্রবার কন্যা কামাকে বিবাহ করেন। তাহার গর্ভে জন্ম হয় অক্রোধনের ॥২১

তিনি কলিঙ্গরাজকন্যা করম্ভাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে জন্মে দেবাতিথি ॥২২

দেবাতিথি বিদেহরাজকন্যা মর্য্যাদাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম অরিহ ॥২৩

অরিহ অঙ্গরাজকন্যা সুদেবাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম ঋক্ষ ॥২৪

ঋক্ষ তক্ষকের কন্যা জ্বালাকে বিবাহ করেন। তিনি মতিনারনামক পুত্রের জন্ম দেন ॥২৫

মতিনার সরস্বতীনদীর তীরে গুণযুক্ত দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ করেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে সরস্বতী নদী তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করেন। তাঁহার গর্ভে তংসুনামক পুত্রের জন্ম হয় ॥২৬

এ বিষয়ে বংশের শ্লোক এইরূপ—সরস্বতী মতিনার হইতে তংসুর জন্ম দেন। আর তংসু তাঁহার পত্নী কলিঙ্গরাজকন্যাতে 'ঈলিন' নামক পুত্রের জন্ম দেন ॥২৭

ঈলিন তাঁহার রথন্তরী নাম্নী পত্নীতে দুষ্মন্ত প্রভৃতি পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করেন ॥২৮

পাঠান্তর।— (১) বিজলাং নাম।

দুষ্মন্তঃ খলু বিশ্বামিত্রদুহিতরং শকুন্তলাং নামোপযেমে। তস্যামস্য জজ্ঞে ভরতঃ ।২৯

অত্রানুবংশশ্লোকৌ ভবতঃ—

মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ।
ভরস্ব পুত্রং দুষ্মন্ত মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্ ।৩০
রেতোধাঃ পুত্র উন্নয়তি নরদেব যমক্ষয়াৎ।
ত্বং চাস্য ধাতা গর্ভস্য সত্যমাহ শকুন্তলা ।৩১

ততোঽস্য ভরতত্বম্। ভরতঃ খলু কাশেয়ীমুপযেমে সার্বসেনীং সুনন্দাং নাম। তস্যামস্য জজ্ঞে ভুমন্যুঃ ।৩২

ভুমন্যুঃ খলু দাশার্হীমুপযেমে বিজয়াং নাম। তস্যামস্য জজ্ঞে সুহোত্রঃ ।৩৩

সুহোত্রঃ খলু ইক্ষ্বাকুকন্যামুপযেমে সুবর্ণাং নাম। তস্যামস্য জজ্ঞে হস্তী; য ইদং হাস্তিনপুরং মাপয়ামাস। এতদস্য হাস্তিনপুরত্বম্ ।৩৪

হস্তী খলু ত্রৈগর্তীমুপযেমে যশোধরাং নাম। তস্যামস্য জজ্ঞে বিকুণ্ঠনো নাম ।৩৫

বিকুণ্ঠনঃ খলু দাশার্হীমুপযেমে সুদেবাং নাম। তস্যামস্য জজ্ঞেঽজমীঢ়ো নাম ।৩৬

অজমীঢ়স্য চতুর্বিংশং পুত্রশতং বভূব কৈকেয্যাং গান্ধার্য্যাং বিশালায়ামৃক্ষায়াঞ্চেতি। পৃথক্ পৃথক্ বংশধরা নৃপতয়ঃ। তত্র বংশকরঃ সংবরণঃ ।৩৭

সংবরণঃ খলু বৈবস্বতীং তপতীং নামোপযেমে। তস্যামস্য জজ্ঞে কুরুঃ ।৩৮

কুরুঃ খলু দাশার্হীমুপযেমে শুভাঙ্গীং নাম। তস্যামস্য জজ্ঞে বিদূরথঃ ।৩৯

দুষ্মন্ত বিশ্বামিত্রের কন্যা শকুন্তলাকে বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে ভরতের জন্ম হয় ।২৯

এখানে দুইটি অনুবংশ শ্লোক আছে—মাতা ভস্ত্রাস্বরূপিণী, পুত্রটি পিতারই সম্পত্তি; যাঁহার বীর্য্যে উৎপন্ন হয়, পুত্র তাঁহারই হয়। অতএব হে দুষ্মন্ত! তুমি পুত্রকে ভরণপোষণ কর, শকুন্তলাকে অবমাননা করিও না ।৩০

গর্ভাধানকারী পিতাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হন; হে নরদেব! পুত্র যমলোক হইতে পিতাকে উদ্ধার করে। তুমিই এই গর্ভের আধান করিয়াছ; শকুন্তলা ইহা সত্যই বলিয়াছেন ।৩১

দেবগণ ভরণ করিতে বলিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার নাম 'ভরত' হইয়াছে। ভরত কাশিরাজ সার্বসেনের কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র হন ভুমন্যু ।৩২

ভুমন্যু দশার্হকন্যা বিজয়াকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে সুহোত্রের জন্ম হয় ।৩৩

সুহোত্র ইক্ষ্বাকুকন্যা সুবর্ণাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম হস্তী, তিনি হস্তিনাপুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এইজন্য এই পুরীর নাম হস্তিনাপুর হইয়াছে ।৩৪

হস্তী ত্রিগর্ত্তরাজকন্যা যশোধরাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে বিকুণ্ঠনের জন্ম হয় ।৩৫

বিকুণ্ঠন দশার্হরাজকন্যা সুদেবাকে বিবাহ করেন। তাঁহার অজমীঢ় নামে পুত্র হয় ।৩৬

অজমীঢ় কৈকেয়ী, গান্ধারী, বিশালা ও ঋক্ষাতে একশত চব্বিশটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ বংশের স্থাপক রাজা। তাঁহাদের মধ্যে সংবরণ বংশকর রাজা হইয়াছিলেন ।৩৭

সংবরণ সূর্য্যকন্যা তপতীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে কুরুর জন্ম হয় ।৩৮

কুরু দশার্হরাজকুমারী শুভাঙ্গীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে বিদূরথের জন্ম হয় ।৩৯

বিদূরথস্তু মাগধীমুপযেমে সম্প্রিয়াং নাম। তস্যামস্য জজ্ঞে অনশ্বা নাম ॥৪০

অনশ্বা খলু মাগধীমুপযেমে অমৃতাং নাম।
তস্যামস্য জজ্ঞে পরিক্ষিৎ ॥৪১

পরিক্ষিৎ খলু বাহুদামুপযেমে সুযশাং নাম।
তস্যামস্য জজ্ঞে ভীমসেনঃ ॥৪২

ভীমসেনঃ খলু কৈকেয়ীমুপযেমে কুমারীং নাম।
তস্যামস্য জজ্ঞে প্রতিশ্রবা নাম ॥৪৩

প্রতিশ্রবসঃ প্রতীপঃ খলু। শৈব্যামুপযেমে সুনন্দাং নাম। তস্যাং পুত্রানুৎপাদয়ামাস দেবাপিং শান্তনুং বাহ্লীকং চেতি ॥৪৪

দেবাপিঃ খলু বাল এবারণ্যং বিবেশ। শান্তনুস্তু মহীপালো বভূব ॥৪৫

অত্রানুবংশশ্লোকো ভবতি,—
যং যং করাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণং স সুখমশ্নুতে।
পুনর্যুবা চ ভবতি তস্মাৎ তং শান্তনুং বিদুঃ ॥
ইতি তদস্য শান্তনুত্বম্ ॥৪৬

শান্তনুঃ খলু গঙ্গাং ভাগীরথীমুপযেমে। তস্যামস্য জজ্ঞে দেবব্রতো নাম, যমাহুর্ভীষ্মমিতি ॥৪৭

ভীষ্মঃ খলু পিতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া সত্যবতীং মাতরমুদবাহয়ৎ ; যামাহুর্গন্ধকালীতি ॥৪৮

তস্যাং পূর্বং কানীনো গর্ভঃ পরাশরাদ্ দ্বৈপায়নোঽভবৎ। তস্যামেব শান্তনোর্দ্বৌ পুত্রৌ বভূবতুঃ ॥৪৯

বিচিত্রবীর্যশ্চিত্রাঙ্গদশ্চ তয়োরপ্রাপ্তযৌবন এব চিত্রাঙ্গদো গন্ধর্বেণ হতঃ, বিচিত্রবীর্যস্তু রাজাসীৎ ॥৫০

বিদূরথ মগধদেশীয়া সম্প্রিয়াকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভজাত পুত্র হইল অনশ্বা ॥৪০

অনশ্বা মগধরাজকুমারী অমৃতাকে বিবাহ করেন। তিনি পরিক্ষিন্নামক পুত্রকে প্রসব করেন ॥৪১

পরিক্ষিৎ বাহুদরাজকুমারী সুযশাকে বিবাহ করেন। তাহার গর্ভজাত পুত্র ভীমসেন ॥৪২

ভীমসেন কুমারীনাম্নী কেকয়রাজদুহিতাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে জাত হয় প্রতিশ্রবা ॥৪৩

প্রতিশ্রবার পুত্র প্রতীপ। তিনি সুনন্দা নামে শিবিরাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে তিনি দেবাপি, শান্তনু এবং বাহ্লীক নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন ॥৪৪

দেবাপি বাল্যকালেই অরণ্যে গমন করেন। তখন শান্তনুই রাজা হইলেন ॥৪৫

এখানে একটি অনুবংশ শ্লোক আছে—তিনি (শান্তনু) যেমন বৃদ্ধকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতেন সেই বৃদ্ধ সুখ অনুভব করিত এবং যৌবন প্রাপ্ত হইত। এজন্যই তাঁহার নাম শান্তনু হইয়াছিল ॥৪৬

শান্তনু ভাগীরথী গঙ্গাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে দেবব্রত নামক পুত্র জন্মে, যাঁহার অপর নাম ভীষ্ম ॥৪৭

ভীষ্ম পিতার সন্তোষের জন্য সত্যবতীর সহিত শান্তনুর বিবাহ ঘটিত করিয়াছিলেন। যাঁহার অপর নাম গন্ধকালী ॥৪৮

পরাশর হইতে সত্যবতীর কুমারী অবস্থায় পুত্র দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। সেই সত্যবতীর গর্ভেই শান্তনুর অপর দুই পুত্র জন্মিয়াছিল ॥৪৯

তাঁহাদের নাম বিচিত্রবীর্য ও চিত্রাঙ্গদ। উভয়ের মধ্যে চিত্রাঙ্গদ যৌবন প্রাপ্ত হইবার পূর্বেই গন্ধর্ব কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হন। বিচিত্রবীর্যই রাজা হন ॥৫০

বিচিত্রবীর্য্যঃ খলু কৌশল্যাত্মজে অম্বিকাম্বালিকে কাশিরাজদুহিতরাবুপয়েমে ॥৫১

বিচিত্রবীর্য্যস্ত্বনপত্য এব ত্রিদিবং প্রাপ্তঃ। ততঃ সত্যবত্যচিন্তয়ৎ মা দৌষ্যন্তো বংশ উচ্ছেদং ব্রজেদিতি ॥৫২

সা দ্বৈপায়নমৃষিং মনসা চিন্তয়ামাস। স তস্যাঃ পুরতঃ স্থিতঃ, কিং করবাণীতি ॥৫৩

সা তমুবাচ ভ্রাতা তবানপত্য এব স্বর্যাতো বিচিত্রবীর্য্যঃ। সাধ্বপত্যং তস্যোৎপাদয়েতি ॥৫৪

স তথেত্যুক্ত্বা ত্রীন্ পুত্রানুৎপাদয়ামাস, ধৃতরাষ্ট্রং পাণ্ডুং বিদুরঞ্চেতি ॥৫৫

তত্র ধৃতরাষ্ট্রস্য রাজ্ঞঃ পুত্রশতং বভূব গান্ধার্য্যাং বরদানাদ্ দ্বৈপায়নস্য ॥৫৬

তেষাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাণাং চত্বারঃ প্রধানা বভূবুঃ—দুর্য্যোধনো দুঃশাসনো বিকর্ণশ্চিত্রসেনশ্চেতি ॥৫৭

পাণ্ডোস্তু দ্বে ভার্য্যে বভূবতুঃ—কুন্তী পৃথা নাম, মাদ্রী চ ইত্যুভে স্ত্রীরত্নে ॥৫৮

অথ পাণ্ডুর্মৃগয়াং চরন্ মৈথুনগতমৃষিমপশ্যন্মৃগ্যাং বর্ত্তমানম্। তথৈবাপ্লুতমনাস্বাদিতকামরসমতৃপ্তঞ্চ বাণেনাভ্যহন্ ॥৫৯

স বাণবিদ্ধ উবাচ পাণ্ডুম্—চরতা ধর্ম্মমিমং যেন ত্বয়াভিজ্ঞেন কামরসস্যাহমনবাপ্তকামরসো নিহতঃ, তস্মাৎ ত্বমপ্যেতামবস্থামাসাদ্যানবাপ্তকামরসঃ পঞ্চত্বমবাপ্স্যসি ক্ষিপ্রমেবেতি। স বিবর্ণরূপঃ পাণ্ডুঃ শাপং পরিহরমাণো নোপাসর্পত ভার্য্যে। বাক্যঞ্চোবাচ— ॥৬০

স্বচাপল্যাদিদং প্রাপ্তবানহং, শৃণোমি চ নাপুত্রস্য লোকাঃ সন্তীতি। সা ত্বং মদর্থে পুত্রানুৎপাদয়েতি কুন্তীমুবাচ। সা তথোক্তা পুত্রানুৎপাদয়ামাস। ধর্ম্মাদ্ যুধিষ্ঠিরং, মারুতাদ্ ভীমসেনং, শক্রাদর্জ্জুনমিতি ॥৬১

বিচিত্রবীর্য্য কাশিরাজের ঔরসে কৌশল্যার গর্ভজাত দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিবাহ করেন ॥৫১

বিচিত্রবীর্য্য নিঃসন্তান অবস্থাতেই মৃত্যুর কবলিত হন। তখন সত্যবতী চিন্তা করিলেন— "এ দুষ্মন্তবংশ যেন লোপ না পায়" ॥৫২

তিনি মহর্ষি দ্বৈপায়নকে মনে মনে চিন্তা করিলেন। মহর্ষি তৎক্ষণাৎ সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন "কি করিতে পারি" ? ॥৫৩

তোমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্য অপুত্রক অবস্থাতেই মারা গিয়াছেন। তুমি সাধু পুত্র উৎপাদন কর ॥৫৪

তিনি "তথাস্তু" বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর নামক তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥৫৫

দ্বৈপায়নের বরদানে ধৃতরাষ্ট্র হইতে গান্ধারীর গর্ভে শতপুত্র উৎপন্ন হইল ॥৫৬

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের মধ্যে চারিপুত্র প্রধান হইল—দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও চিত্রসেন ॥৫৭

পাণ্ডুর দুই পত্নী ছিল; একজনের নাম কুন্তী বা পৃথা, অপরার নাম মাদ্রী। উভয়েই স্ত্রীরত্ন ॥৫৮

অনন্তর পাণ্ডু মৃগয়া করিতে গিয়া মৈথুনাসক্ত কোন ঋষিকে তাঁহার মৃগরূপিণী পত্নীর উপগত হইতে দেখেন। কামরস আস্বাদে অতৃপ্ত সেই ঋষিকে সেই অবস্থাতেই পাণ্ডু বাণাঘাত করিলেন ॥৫৯

সেই ঋষি শরবিদ্ধ হইয়া পাণ্ডুকে বলিলেন—তুমি ধার্ম্মিক হইয়াও কামরসে অতৃপ্ত

সা সংশ্রুতা পাণ্ডুনোক্তা—ইয়ং তে সপত্ন্যনপত্যা, সাধ্বস্যা অপত্যমুৎপাদ্যতামিতি। এবমস্ত্বিতি কুন্তী তাং বিদ্যাং মাদ্র্যৈ প্রায়চ্ছৎ ॥৬২

মাদ্র্যামশ্বিভ্যাং নকুলসহদেবাবুৎপাদিতৌ ॥৬৩

মাদ্রীং ত্বলঙ্কৃতাং দৃষ্ট্বা পাণ্ডুর্ভাবং চক্রে। স তাং স্পৃষ্ট্বৈব বিদেহত্বং প্রাপ্তঃ ॥৬৪

তত্রৈনং চিতাগ্নিস্থং মাদ্রী সমন্বারুরোহ, উবাচ কুন্তীং, যমযোরার্যয়া অপ্রমত্তয়া ভবিতব্যমিতি ॥৬৫

ততস্তে পাণ্ডবাঃ কুন্ত্যা সহিতা হাস্তিনপুরমানীয় তাপসৈর্ভীষ্মস্য চ বিদুরস্য চ নিবেদিতাঃ। সর্ববর্ণানাঞ্চ নিবেদ্যান্তর্হিতাস্তাপসাঃ পশ্যতঃ প্রেক্ষমাণানাং তেষাম্ ॥৬৬

তচ্চ বাক্যমুপশ্রুত্য অন্তরীক্ষবাসিনাং পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত, দেবদুন্দুভয়শ্চ প্রণেদুঃ ॥৬৭

প্রতিগৃহীতাশ্চ পাণ্ডবাঃ পিতুর্নিধনমাবেদ্য—তস্যৌর্দ্ধদেহিকং ন্যায়তশ্চ কৃতবন্তঃ। তাংশ্চ নিবসতঃ পাণ্ডবান্ বাল্যাৎ প্রভৃতি দুর্যোধনো নামর্ষয়ৎ ॥৬৮

পাপাচারো রাক্ষসীং বুদ্ধিমাশ্রিতোঽনেকৈরুপায়ৈরুদ্ধর্তুং ব্যবসিতঃ, ভাবিত্বাচ্চার্থস্য ন শকিতাস্তে সমুদ্ধর্তুম্ ॥৬৯

ততশ্চ ধৃতরাষ্ট্রেণ ব্যাজেন বারণাবতম্ প্রেষিতা গমনমভ্যুপগতাঃ ॥৭০

তত্রাপি জতুগৃহে দগ্ধুং সমারব্ধা ন শকিতা বিদুরমন্ত্রিতত্বেন ॥৭১

আমাকে যখন বধ করিলে, তখন তুমি এইরূপ কামাসক্ত অবস্থায় স্ত্রীর মৃত্যুবরণ করিবে। তখন পাণ্ডু শাপ শুনিয়া বিবর্ণমুখ হইলেন এবং সেই কথা স্মরণ করিয়া স্ত্রীসংসর্গ হইতে দূরে থাকিতে লাগিলেন এবং এইরূপ বলিলেন—কিন্তু কামাসক্তিবশতঃ আমি এই শাপ প্রাপ্ত হইলাম; কিন্তু শুনা যায়—অপুত্রের পুণ্যলোক প্রাপ্তি হয় না। তখন কুন্তীকে বলিলেন—"তুমি আমার জন্য অন্যের দ্বারা পুত্র উৎপাদন কর।" পাণ্ডুর কথায় কুন্তী ধর্ম হইতে যুধিষ্ঠির, বায়ু হইতে ভীম এবং ইন্দ্র হইতে অর্জুন—এই তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥৪০-৬১

পাণ্ডু সম্মত হইয়া কুন্তীকে বলিলেন—তোমার এই সপত্নী নিঃসন্তান, তুমি ইহাকেও পুত্রবতী কর। 'তাহাই হউক' বলিয়া কুন্তী মাদ্রীকে সেই বিদ্যা প্রদান করিলেন ॥৬২

মাদ্রীতে অশ্বিনীকুমারযুগলকর্তৃক নকুল ও সহদেব দুই পুত্র উৎপাদিত হইল ॥৬৩

মাদ্রীকে অলঙ্কৃতা দেখিয়া পাণ্ডু কামভাবে আবিষ্ট হইয়া যেমন তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন, অমনই তাঁহার মৃত্যু হইল ॥৬৪

তখন মাদ্রী পাণ্ডুর চিতাগ্নিতে আরোহণ করিয়া কুন্তীকে বলিলেন—নকুল ও সহদেবের প্রতি অপ্রমত্তা (সাবধান) থাকিবে ॥৬৫

অনন্তর বনবাসী তাপসগণ হস্তিনাপুরে যাইয়া কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণকে ভীষ্ম ও বিদুরের নিকট সমর্পণ করিলেন। সকল বর্ণের নিকট পাণ্ডুপুত্রগণের কথা নিবেদন করিয়া তাঁহাদের সমক্ষেই তাপসগণ অন্তর্ধান করিলেন ॥৬৬

ঐশ্বর্যশালী তাপসগণের কথা শুনিয়া আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল এবং দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল ॥৬৭

ভীষ্মাদি আত্মীয়ের সহিত পাণ্ডবগণকে গ্রহণ করিলেন, পাণ্ডবগণ যথাবিধি পাণ্ডুর ঔর্দ্ধদেহিক কার্য

জঘান হিড়িম্বমন্তরা হত্বা একচক্রাং গতাঃ ॥৭২

তস্যামপ্যেকচক্রায়াং বকং নাম রাক্ষসং হত্বা পাঞ্চালনগরমভিগতাঃ ॥৭৩

তত্র দ্রৌপদীং ভার্য্যামবিন্দন্ স্ববিষয়ং চাজগ্মুঃ ॥৭৪

কুশলিনঃ পুত্রাংশ্চোৎপাদয়ামাসুঃ। প্রতিবিন্ধ্যং যুধিষ্ঠিরঃ, সুতসোমং বৃকোদরঃ, শ্রুতকীর্ত্তিমর্জ্জুনঃ, শতানীকং নকুলঃ, শ্রুতকর্ম্মাণং সহদেব ইতি ॥৭৫

যুধিষ্ঠিরস্তু গোবাসনস্য শৈব্যস্য দেবিকাং নাম কন্যাং স্বয়ংবরে লেভে। তস্যাং পুত্রং জনয়ামাস যৌধেয়ং নাম ॥৭৬

ভীমসেনোঽপি কাশ্যাং বলন্ধরাং নাম বীর্য্যশুল্কামুপযেমে। তস্যাং পুত্রং সর্ব্বগং নামোৎপাদয়ামাস ॥৭৭

অর্জ্জুনো খলু দ্বারবতীং গত্বা ভগিনীং বাসুদেবস্য সুভদ্রাং ভদ্রভাষিণীং ভার্য্যামুদাবহৎ। স্ববিষয়ং চাজগাম কুশলী। তস্যাং পুত্রমভিমন্যুমতীব গুণসম্পন্নং দয়িতং বাসুদেবস্যাজনয়ৎ ॥৭৮

নকুলস্তু চৈদ্যাং করেণুমতীং নাম ভার্য্যামুদবহৎ। তস্যাং পুত্রং নিরমিত্রং নামাজনয়ৎ ॥৭৯

সহদেবোঽপি মাদ্রীমেব স্বয়ংবরে বিজয়াং নামোপযেমে মদ্ররাজস্য দ্যুতিমতো দুহিতরম্। তস্যাং পুত্রমজনয়ৎ সুহোত্রং নাম ॥৮০

ভীমসেনস্তু পূর্ব্বমেব হিড়িম্বায়াং রাক্ষসং ঘটোৎকচং পুত্রমুৎপাদয়ামাস ॥৮১

যাপন করিলেন। তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে দেখিয়া [illegible] তাঁহাদিগকে সহ্য করিত না।৬৮

নানাপ্রকারে দুর্য্যোধন রাজ্যে ধৃতিতে অবস্থান করত বহুপ্রকারে তাঁহাদের বিনাশ করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু ভাবী বিষয়ের বলে তাঁহাদিগকে দুর্য্যোধন বিনাশ করিতে সমর্থ হইল না।৬৯

অনন্তর দুরাত্মা তাঁহাদের দহনে ইচ্ছা উৎপাদন করিয়া বারণাবতে পাঠাইলেন।৭০

সেখানেও বিদুরের মন্ত্রণাবলে তাঁহাদিগকে জতুগৃহে দগ্ধ করিতে দুর্য্যোধন সমর্থ হইল না।৭১

অনন্তর পাণ্ডবগণ জতুগৃহ হইতে পলাইয়া পথে হিড়িম্ব রাক্ষসকে বধ করত একচক্রা নগরীতে গেলেন।৭২

সেখানেও বকরাক্ষসকে বধ করিয়া তাঁহারা পাঞ্চালনগরে উপস্থিত হইলেন।৭৩

সেখানে দ্রৌপদীকে ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহাকে লইয়া নিজস্থানে চলিয়া গেলেন।৭৪

কুশলী পাণ্ডবগণ পুত্রসমূহ উৎপাদন করিলেন। যুধিষ্ঠির প্রতিবিন্ধ্যকে, বৃকোদর সুতসোমকে, অর্জ্জুন শ্রুতকীর্ত্তিকে, নকুল শতানীককে এবং সহদেব শ্রুতকর্ম্মাকে জন্ম দিলেন।৭৫

যুধিষ্ঠির শিবিদেশাধিপতি গোবাসনের কন্যা দেবিকাকে স্বয়ংবর সভায় লাভ করিলেন এবং তাঁহাতে যৌধেয়নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন।৭৬

ভীমসেনও বীর্য্যশুল্ক দ্বারা কাশিতে বলন্ধরানাম্নী কন্যাকে লাভ করিলেন। তাঁহাতে সর্ব্বগনামক পুত্রের জন্ম দিলেন।৭৭

অর্জ্জুন দ্বারকায় গিয়া ভগবান্ বাসুদেবের ভগিনী ভদ্রভাষিণী সুভদ্রাকে বিবাহ করিলেন এবং কুশলে নিজরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। সুভদ্রাতে অতীব গুণসম্পন্ন বাসুদেবের অত্যন্ত প্রিয় অভিমন্যুকে জন্ম দিলেন।৭৮

নকুল চেদিরাজকন্যা করেণুমতীকে বিবাহ করিয়া তাঁহাতে নিরমিত্রনামক পুত্র উৎপাদন করিলেন।৭৯

সহদেব মদ্রদেশীয়া রাজকুমারী বিজয়াকে

ইত্যেত একাদশ পাণ্ডবানাং পুত্রাঃ। তেষাং বংশকরোঽভিমন্যুঃ ॥৮২

স বিরাটস্য দুহিতরমুপযেমে উত্তরাং নাম। তস্যামস্য পরাসুর্গর্ভোঽজায়ত। তমুৎসঙ্গেন প্রতিজগ্রাহ পৃথা নিয়োগাৎ পুরুষোত্তমস্য বাসুদেবস্য, ষাণ্মাসিকং গর্ভমহমেনং জীবয়িষ্যামীতি ॥৮৩

স ভগবান্ অকালজাতমস্ত্রাগ্নিনা দগ্ধমকালজাতোঽস্ত্রাগ্নিনা দগ্ধং তেজসা স্বেন সঞ্জীবিতঃ। জীবয়িত্বা চৈনমুবাচ—পরিক্ষীণে কুলে জাতো ভবত্বয়ং পরিক্ষিন্নামেতি ॥৮৪

পরিক্ষিৎ খলু মাদ্রবতীং নামোপযেমে ত্বন্মাতরম্। তস্যাং ভবান্ জনমেজয়ঃ ॥৮৫

ভবতো বপুষ্টমায়াং দ্বৌ পুত্রৌ জাতৌ শতানীকঃ শঙ্কুকর্ণশ্চ। শতানীকস্য বৈদেহ্যাং পুত্র উৎপন্নোঽশ্বমেধদত্ত ইতি ॥৮৬

স্বয়ংবর সভায় লাভ করিয়া বিবাহ করিলেন এবং তাহাতে সুহোত্র নামক পুত্র জন্ম দিলেন ৮০

ভীমসেন পূর্বেই হিড়িম্বাতে ঘটোৎকচনামক রাক্ষস পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ৮১

পাণ্ডবগণের এই এগারটি পুত্র। তাঁহাদের মধ্যে অভিমন্যুই একমাত্র বংশকর পুত্র ৮২

অভিমন্যু বিরাটের কন্যা উত্তরাকে বিবাহ করেন। উত্তরা অভিমন্যু হইতে গর্ভবতী হইলেন। কিন্তু সেই অবস্থায় যুদ্ধে অভিমন্যু নিহত হইলেন। উহার ছয় মাসের গর্ভ আমি জীবিত করিব—এইরূপ বলিয়া বাসুদেবের আদেশে পৃথা (কুন্তী) তাহাকে (শিশুকে) ক্রোড়ে লইলেন ৮৩

যাহার বল ও বীর্য অসময়ে উৎপন্ন হয় নাই, যে অকালজাত এবং অস্ত্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ, তাহাকে বাসুদেব নিজ শক্তিতে জীবিত করিলেন। তাহাকে বাঁচাইয়া বলিলেন—তুমি কুলক্ষয় প্রাপ্ত অবস্থায় উৎপন্ন হইয়াছ, এজন্য তোমার নাম পরীক্ষিৎ হইল ৮৪

এষ পূর্বাংশঃ পাণ্ডবানাং কীর্তিতো বংশঃ পুণ্যঃ পবিত্রশ্চায়ং নিত্যং শ্রোতব্যো ব্রাহ্মণৈর্নিয়তব্রতৈঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ স্বধর্মনিরতৈঃ প্রজাপালনতৎপরৈর্বৈশ্যৈরপি চ শ্রোতব্যো ধর্মাভিকাঙ্ক্ষিভিঃ শূদ্রৈরপি ত্রিবর্ণপরিচর্যাপরৈঃ শ্রদ্দধানৈরিতি ॥৮৭

ইতিহাসমিমং পুণ্যমশেষমাবর্তয়ন্তি যে নরা শ্রোষ্যন্তি বা নিয়তাত্মানো বিমৎসরা মৈত্রা বেদপরাস্তেঽপি স্বর্গজিতঃ পুণ্যলোকা ভবন্তি সততং দেবব্রাহ্মণমনুষ্যাণাং মান্যাঃ পূজ্যাশ্চ ॥৮৮

পবিত্রং হীদং ভারতং ভগবতা ব্যাসেন প্রোক্তং পাবনং যে ব্রাহ্মণাদয়ো বর্ণাঃ শ্রদ্দধানা অমৎসরা মৈত্রা বেদসম্পন্নাঃ শ্রোষ্যন্তি, তেঽপি স্বর্গজিতঃ সুকৃতিনোঽশোচ্যাঃ কৃতাকৃতে ভবন্তি ॥৮৯

হে জনমেজয়! পরীক্ষিৎ তোমার মাতা মাদ্রবতীকে বিবাহ করিলেন। তাহাতে তুমি জনমেজয় উৎপন্ন হইয়াছ ৮৫

আপনা হইতে বপুষ্টমা পত্নীতে শতানীক ও শঙ্কুকর্ণ নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে। শতানীক হইতে তাহার বৈদেহী পত্নীতে অশ্বমেধদত্তনামক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে ৮৬

এই পুরু ও পাণ্ডবগণের বংশকথা কীর্তন করিলাম। এই কথা পরম পবিত্র; সুতরাং নিয়তব্রতধারী ব্রাহ্মণ, প্রজাপালনতৎপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং ত্রৈবর্ণিকসেবী শূদ্রগণ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিবেন ও আলোচনা করিবেন ৮৭

এই পুণ্য ইতিহাস সংযতচিত্ত, ধর্মানুরাগী, বেদপারগ যে মহাজন মাৎসর্যশূন্য হইয়া সমগ্র শ্রবণ করিবেন ও করাইবেন, তাঁহারা পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইবেন এবং দেবতা, ব্রাহ্মণাদি মনুষ্যগণের মাননীয় ও পূজনীয় হইবেন ৮৮

অধিক কি, যে নিত্য বেদবিজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ মাৎসর্যশূন্য হইয়া শ্রদ্ধা সহিত এই ইতিহাস

অন্যত্র চায়ং শ্লোকঃ—

ইদং হি বেদৈঃ সমিতং পবিত্রমপি চোত্তমম্।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং শ্রোতব্যং নিয়তাত্মভিঃ ॥৯০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি পূরুবংশানুকীর্ত্তনে পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৫

শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা ধর্ম্মাত্মা, পুণ্যবান্ এবং স্বর্গ ও অক্ষয় স্বর্গের অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য লোকভুক্ত হইবেন ॥৮৯

এখানে একটি শ্লোক আছে—ইহা বেদের তুল্য, উহাকে পবিত্র বেদ, ধন, আয়ু ও যশোবর্দ্ধক বলিয়া জানিবে। সুতরাং নিয়ম অবলম্বন করিয়া সকলের শ্রবণ করা উচিত। ইহা শ্রবণ করত ধন, আয়ু প্রভৃতি লাভ করেন ॥৯০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে পূরুবংশানুকীর্ত্তনবিষয়ক পঞ্চনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ

[মহাভিষস্য ব্রহ্মণঃ শাপপ্রাপ্তিঃ, শাপপ্রাপ্ত-বসুভিঃ সহ গঙ্গায়াঃ বার্ত্তালাপশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রাজাসীৎ পৃথিবীপতিঃ।
মহাভিষ ইতি খ্যাতঃ সত্যবাক্ সত্যবিক্রমঃ ॥১

সোঽশ্বমেধসহস্রেণ বাজপেয়শতেন চ।
তোষয়ামাস দেবেন্দ্রং স্বর্গং লেভে ততঃ প্রভুঃ ॥২

ততঃ কদাচিদ্ ব্রহ্মাণমুপাসাঞ্চক্রিরে সুরাঃ।
তত্র রাজর্ষয়ো আসন্ স চ রাজা মহাভিষঃ ॥৩

অথ গঙ্গা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা সমুপায়াৎ পিতামহম্।
তস্যা বাসঃ সমুদ্ধূতং মারুতেন শশিপ্রভম্ ॥৪

ততোঽভবন্ সুরগণাঃ সহসাবাঙ্মুখাস্তদা।
মহাভিষস্তু রাজর্ষিরশঙ্কো দৃষ্টবান্ নদীম্ ॥৫

সোঽপধ্যাতো ভগবতা ব্রহ্মণা তু মহাভিষঃ।
উক্তশ্চ জাতো মর্ত্ত্যেষু পুনর্লোকানবাপ্স্যসি ॥৬

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

[মহাভিষের প্রতি ব্রহ্মার শাপ এবং শাপগ্রস্ত বসুগণের সহিত গঙ্গাদেবীর বার্ত্তালাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পূর্ব্বে পৃথিবীর অধিপতি ইক্ষ্বাকুবংশীয় সত্যবাদী ও সত্যবিক্রম এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল মহাভিষ। তিনি সহস্র অশ্বমেধ এবং শত বাজপেয় যজ্ঞ করিয়া দেবেন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এবং তাহার পর স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন ॥১-২

কোন সময়ে দেবগণ ব্রহ্মার উপাসনা করিতে ব্রহ্মলোকে গেলেন। তাঁহাদের সহিত রাজর্ষিগণও ছিলেন এবং রাজর্ষি মহাভিষও তাঁহাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ॥৩

তদনন্তর গঙ্গাদেবীও পিতামহের নিকট আসিলেন। সেই সময় বায়ু দ্বারা গঙ্গাদেবীর শরীর হইতে বস্ত্র উপর দিকে উড়িয়া উঠিল ॥৪

তখন দেবগণ সকলেই মুখ নীচু করিলেন, কিন্তু

যয়াহৃতমনাশ্চাসি গঙ্গয়া ত্বং হি দুর্মতে।
সা তে বৈ মানুষে লোকে বিপ্রিয়াণ্যাচরিষ্যতি ॥৭
যদা তে ভবিতা মন্যুস্তদা শাপাদ্ বিমোক্ষ্যসে।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স চিন্তয়িত্বা নৃপতির্নৃপানন্যাংস্তপোধনান্ ॥৮
প্রতীপং রোচয়ামাস পিতরং ভূরিতেজসম্।
মহাভিষং তু তং দৃষ্ট্বা নদী ধৈর্য্যাচ্চ্যুতং নৃপম্ ॥৯
তমেব মনসা ধ্যায়ন্ত্যুপাবর্ত্তত সরিদ্বরা।
সা তু বিধ্বস্তবপুষঃ কশ্মলাভিহতান্ নৃপ ॥১০
দদর্শ পথি গচ্ছন্তী বসূন্ দেবান্ দিবৌকসঃ।
তথারূপাংশ্চ তান্ দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ সরিতাং বরা ॥১১
কিমিদং নষ্টরূপাঃ স্থ কচ্চিৎ ক্ষেমং দিবৌকসাম্।
তামূচুর্বসবো দেবাঃ শপ্তাঃ স্মো বৈ মহানদি ॥১২
অল্পেঽপরাধে সংরম্ভাদ্ বশিষ্ঠেন মহাত্মনা।
বিমূঢ়া হি বয়ং সর্ব্বে প্রচ্ছন্নমৃষিসত্তমম্ ॥১৩
সন্ধ্যাং বশিষ্ঠমাসীনং তমত্যভিসৃতাঃ পুরা।
তেন কোপাদ্ বয়ং শপ্তা যোনৌ সম্ভবতেতি হ ॥১৪
ন শক্যমন্যথা কর্ত্তুং যদুক্তং ব্রহ্মবাদিনা।
ত্বমস্মান্ মানুষী ভূত্বা সূষ্ব পুত্রান্ বসূন্ ভুবি ॥১৫
ন মানুষীণাং জঠরং প্রবিশেম বয়ং শুভে।
ইত্যুক্তা তৈশ্চ বসুভিস্তথেত্যুক্ত্বাব্রবীদিদম্ ॥১৬

গঙ্গোবাচ।

মর্ত্ত্যেষু পুরুষশ্রেষ্ঠঃ কো বঃ কর্ত্তা ভবিষ্যতি।

বসব ঊচুঃ।

প্রতীপস্য সুতো রাজা শান্তনুর্লোকবিশ্রুতঃ।
ভবিতা মানুষে লোকে স নঃ কর্ত্তা ভবিষ্যতি ॥১৭

মহাভিষ নিঃশঙ্ক ভাবে গঙ্গাদেবীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন ॥৫

ভগবান্ ব্রহ্মা মহাভিষের এই নির্লজ্জতা দেখিয়া শাপ দিলেন—তুমি যখন এখানে আসিয়াও চিত্তকে আয়ত্ত করিতে পার নাই, তখন তুমি মর্ত্ত্যলোকে গিয়া জন্মগ্রহণ কর, পরে শাপমুক্ত হইয়া এখানে আসিবে। গঙ্গাকে দেখিয়া তোমার মন যখন চঞ্চল হইয়াছে; তখন হে দুর্ম্মতে! গঙ্গাও মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার অপ্রিয় আচরণ করিবে। যখন গঙ্গার উপর ক্রোধ হইবে, তখন তুমিও শাপ হইতে মুক্ত হইবে ॥৬-৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা তখন অন্যান্য তপোধন রাজগণকে পরিত্যাগ করিয়া মহাতেজা প্রতীপকেই পিতারূপে পাইবার জন্য মনে মনে ইচ্ছা করিলেন। গঙ্গাদেবীও মহাভিষকে ধৈর্য্যচ্যুত হইতে দেখিয়া মনে মনে তাঁহারই চিন্তা করিতে করিতে ফিরিলেন। তিনি ফিরিবার পথে দেখিলেন অষ্টবসু শাপাক্রান্ত হইয়া স্বর্গ হইতে চ্যুত হইতেছেন। তাঁহাদের ঐরূপ দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাদিগকে গঙ্গাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেবগণ! তোমাদের কুশল ত? তোমাদের এইরূপ বিকৃত অবস্থা কেন হইয়াছে?" গঙ্গাদেবীর কথা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন—হে মহানদি! আমরা অল্প অপরাধে ক্রুদ্ধ মহাত্মা বশিষ্ঠ কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি। ঋষি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আচ্ছাদনে বসিয়া সন্ধ্যা করিতেছিলেন, আমরা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলাম (এবং তাঁহার গোরুও চুরি করিয়াছিলাম); তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলেন—"তোমরা মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ কর"। ঋষির কথাকে ব্যর্থ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। সুতরাং আপনি মানুষী হইয়া আমাদিগকে পুত্ররূপে জন্ম দিয়া প্রসব করুন। আমরা কোন মানুষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে চাই না"। বসুগণের কথা শুনিয়া 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন ॥৮-১৬

গঙ্গা বলিলেন,—পৃথিবীতে তোমরা কাহাকে

গঙ্গোবাচ।

মমাপ্যেবং মতং দেবা যথা মাং বদতানঘাঃ।
প্রিয়ং তস্য করিষ্যামি যুষ্মাকং চৈতদীপ্সিতম্ ॥১৮

বসব ঊচুঃ।

জাতান্ কুমারান্ স্বানপ্সু প্রক্ষেপ্তুং বৈ ত্বমর্হসি।
যথা ন চিরকালং নো নিষ্কৃতিঃ স্যাৎ ত্রিলোকগে ॥

গঙ্গোবাচ।

এবমেতৎ করিষ্যামি পুত্রস্তস্য বিধীয়তাম্।
নাস্য মোঘঃ সঙ্গমঃ স্যাৎ পুত্রহেতোর্ময়া সহ ॥২০

বসব ঊচুঃ।

তুরীয়ার্দ্ধং প্রদাস্যামো বীর্য্যস্যৈকৈকশো বয়ম্।
তেন বীর্য্যেণ পুত্রস্তে ভবিতা তস্য চেপ্সিতঃ ॥২১

ন সম্পৎস্যতি মর্ত্ত্যেষু পুনস্তস্য তু সন্ততিঃ।
তস্মাদপুত্রঃ পুত্রস্তে ভবিষ্যতি স বীর্য্যবান্ ॥২২

এবং তে সময়ং কৃত্বা গঙ্গয়া বসবঃ সহ।
জগ্মুঃ প্রহৃষ্টমনসো যথাসঙ্কল্পমঞ্জসা ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি মহাভিষোপাখ্যানে একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯১

উদরে জন্মগ্রহণ করিবে ?

বসুগণ বলিলেন,—রাজা মহাভিষ প্রতীপের পুত্ররূপে শান্তনু নামে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনিই আমাদের পিতা হইবেন।১৭

গঙ্গা বলিলেন—হে নিষ্পাপ দেবগণ! তোমরা যেরূপ বলিতেছ, আমারও তাহাই মত। আমি তাঁহার ও তোমাদের উভয়েরই প্রিয় কার্য্য করিব।১৮

বসুগণ বলিলেন,—হে ত্রিলোকগামিনি! আমরা [illegible] জন্মগ্রহণ করা মাত্র তুমি নিজ জলে আমাদিগকে নিক্ষেপ করিবে; যাহাতে অল্পে আমরা নিষ্কৃতি পাইতে পারি।১৯

গঙ্গা বলিলেন,—তাহাই করিব। আমার সহিত তাঁহার মিলন যাহাতে ব্যর্থ না হয়, এজন্য তাঁহার জন্য একটি পুত্র থাকা চাই।২০

বসুগণ বলিলেন,—আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ বীর্য্যের চতুর্থাংশ প্রদান করিব। তাহাতেই তোমার একটি ঈপ্সিত পুত্র হইবে।২১

কিন্তু তোমার পুত্রের আর কোন পুত্র হইবে না। সুতরাং তোমার সেই বীর্য্যবান্ পুত্র অপুত্রক হইবে।২২

গঙ্গাদেবীর সহিত পরস্পর নিয়ম করিয়া বসুগণ আনন্দচিত্তে সহসাই যথাভিমত স্থানে চলিয়া গেলেন।২৩

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত সম্ভবপর্বে
মহাভিষ-উপাখ্যানবিষয়ে একনবতিতমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

[রাজ্ঞঃ প্রতীপস্য পুত্রবধূরূপেণ গঙ্গায়াঃ স্বীকারঃ, শান্তনোর্জন্ম রাজ্যাভিষেকঃ, তথা গঙ্গয়া সহ মিলনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ প্রতীপো রাজাসীৎ সর্বভূতহিতঃ সদা।
নিষসাদ সমা বহ্বীর্গঙ্গাদ্বারগতো জপন্ ॥১

তস্য রূপগুণোপেতা গঙ্গা স্ত্রীরূপধারিণী।
উত্তীর্য সলিলাৎ তস্মাল্লোভনীয়তমাকৃতিঃ ॥২

অধীয়ানস্য রাজর্ষের্দিব্যরূপা মনস্বিনী।
দক্ষিণং শালসঙ্কাশমূরুং ভেজে শুভাননা ॥৩

প্রতীপস্তু মহীপালস্তামুবাচ মনস্বিনীম্।
করোমি কিং তে কল্যাণি প্রিয়ং যৎ তেঽভিকাঙ্ক্ষিতম্ ॥৪

স্ত্র্যুবাচ।

ত্বামহং কাময়ে রাজন্ ভজমানাং ভজস্ব মাম্।
ত্যাগঃ কামবতীনাং হি স্ত্রীণাং সদ্ভির্বিগর্হিতঃ ॥৫

প্রতীপ উবাচ।

নাহং পরস্ত্রিয়ং কামাদ্ গচ্ছেয়ং বরবর্ণিনি।
ন চাসবর্ণাং কল্যাণি ধর্ম্ম্যং তদ্বিদ্ধি মে ব্রতম্ ॥৬

স্ত্র্যুবাচ।

নাশ্রেয়স্যস্মি নাগম্যা ন বক্তব্যা চ কর্হিচিৎ।
ভজন্তীং ভজ মাং রাজন্ দিব্যাং কন্যাং বরস্ত্রিয়ম্ ॥৭

প্রতীপ উবাচ।

ময়া নিবৃত্তমেতৎ তু যথা মাং চোদয়সি প্রিয়ম্।
অন্যথা প্রতিপন্নং মাং নাশয়েদ্ধর্ম্মবিপ্লবঃ ॥৮

প্রাপ্য দক্ষিণমূরুং মে ত্বমাশ্লিষ্টা বরাঙ্গনে।
অপত্যানাং স্নুষাণাঞ্চ ভীরু বিদ্ধ্যেতদাসনম্ ॥৯

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

[রাজা প্রতীপ কর্তৃক গঙ্গাকে পুত্রবধূরূপে স্বীকার, শান্তনুর জন্ম, রাজ্যাভিষেক ও গঙ্গার সহিত মিলন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই সময়ে সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি দয়ালু রাজা প্রতীপ হরিদ্বারে বহু বৎসর বসিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন ॥১

রাজা একদিন বেদাধ্যয়ন করিতেছিলেন, এমন সময় মনস্বিনী দিব্যমূর্ত্তি ও অনন্যসাধারণ লোভনীয় আকৃতিবিশিষ্টা নারীরূপা গঙ্গা জল হইতে উত্থিত হইয়া রাজার শালতুল্য দক্ষিণ উরুতে আসিয়া উপবেশন করিলেন ॥২-৩

মহারাজ প্রতীপ তখন তাঁহাকে বলিলেন—হে কল্যাণি! আমি তোমার অভীপ্সিত কি প্রিয় কার্য্য করিতে পারি, বল।

স্ত্রী বলিলেন,—হে রাজন্! আমি আপনাকে পতিভাবে কামনা করিতেছি; সেজন্য আমাকে কামবতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা সৎপুরুষের পক্ষে নিন্দনীয় কার্য ॥৪-৫

প্রতীপ বলিলেন,—হে বরবর্ণিনি! আমি কামবশে পরস্ত্রীতে গমন করি না এবং অসবর্ণা কোন স্ত্রীকেও আমি বিবাহ করি না—ইহাই আমার ধর্ম্ম ও ব্রত ॥৬

স্ত্রী বলিলেন,—আমি অকল্যাণকারিণী নই, অথবা তোমার পক্ষে অগম্যা নই এবং নিন্দনীয়া স্ত্রীও নই; আমি দিব্যকন্যা ও বরস্ত্রী। সুতরাং ভজমানা আমাকে তুমি ভজনা কর ॥৭

প্রতীপ বলিলেন,—তুমি তোমার অভিলাষের বিপরীত ভাব নিজেই করিয়াছ, সুতরাং যদি আমি ধর্ম্মবিপরীত তোমার এই প্রস্তাব মানিয়া লই, তবে আমাকে অধর্ম্ম স্পর্শ করিবে ॥৮

হে বরাঙ্গনে! তুমি আমার দক্ষিণ উরুতে বসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছ; ইহা পুত্রগণের ও পুত্রবধূর বসিবার স্থান জানিবে ॥৯

সব্যতঃ কামিনীভাগ্যস্ত্বয়া স চ বিবর্জিতঃ।
তস্মাদহং নাচরিষ্যে ত্বয়ি কামং বরাঙ্গনে (১) ॥১০
স্নুষা মে ভব সুশ্রোণি (২) পুত্রার্থে ত্বাং বৃণোম্যহম্।
স্নুষাপক্ষং হি বামোরু ত্বমাগম্য সমাশ্রিতা ॥১১

স্ত্র্যুবাচ।

এবমপ্যস্তু ধর্মজ্ঞ সংযুজ্যেয়ং সুতেন তে।
ত্বদ্ভক্ত্যা তু ভজিষ্যামি প্রখ্যাতং ভারতং কুলম্ ॥১২
পৃথিব্যাং পার্থিবা যে চ তেষাং যূয়ং পরায়ণম্।
গুণা ন হি ময়া শক্যা বক্তুং বর্ষশতৈরপি ॥১৩
কুলস্য যে বঃ প্রথিতাস্তৎসাধুত্বমনুত্তমম্।
সমক্ষেণৈব ধর্মজ্ঞ আচরেয়ং যদ্ বিভো ॥১৪
তৎ সর্বমেব পুত্রস্তে ন মীমাংসেত কর্হিচিৎ।
এবং বসন্তী পুত্রে তে বর্দ্ধয়িষ্যাম্যহং রতিম্ ॥১৫

পুত্রঃ পুণ্যৈঃ প্রিয়ৈশ্চৈব স্বর্গং প্রাপ্স্যতি তে নৃপ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথেত্যুক্তা তু সা রাজংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥১৬
পুত্রজন্ম প্রতীক্ষন্ বৈ স রাজা তদধারয়ৎ।
এতস্মিন্নেব কালে তু প্রতীপঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ॥১৭
তপস্তেপে সুতস্যার্থে সভার্য্যঃ কুরুনন্দন।
(প্রতীপস্য তু ভার্য্যায়াং গর্ভঃ শ্রীমানবর্দ্ধত।
স্ত্রিয়া সংযোগযুক্তঃ সম্বভূব যথা শশী॥
ততস্তু দশমে মাসি প্রাসূত চ দারকম্।
সূর্য্যাভং দেববর্চ্চসং প্রতীপমহিষী তদা ॥)
তয়োঃ সমভবৎ পুত্রো বৃদ্ধয়োঃ স মহাভিষঃ ॥১৮
শান্তস্য জজ্ঞে সন্তানস্তস্মাদাসীৎ স শান্তনুঃ।
(তস্য নাম কুমারস্য প্রতীপোঽকারয়ৎ প্রভুঃ।
শান্তকর্ম্মাণি নিরতো যেনাসৌ শান্তনুঃ স্মৃতঃ ॥

সুন্দরি! বাম উরুই কামিনীর যোগ্য; তুমি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছ। সুতরাং হে বরাঙ্গনে! আমি তোমার সহিত কামপূর্ব্বক ব্যবহার করিতে পারি না ॥১০

হে সুশ্রোণি! তুমি আমার পুত্রবধূ হও; আমি তোমাকে পুত্রবধূরূপে বরণ করিতেছি, তুমি পুত্রবধূর স্থানই অধিকার করিয়াছ ॥১১

স্ত্রী বলিলেন—হে ধর্মজ্ঞ! তাহাই হউক। আমাকে তোমার পুত্রের সহিতই মিলন ঘটাইয়া দিবে। তোমার প্রতি ভক্তিবশতঃ আমি ভারতবংশের সেবা করিব ॥১২

পৃথিবীতে যত রাজা আছেন, তবে তুমি সকলের আশ্রয়স্থল। সুতরাং তোমাদের গুণসমূহ আমি শত বৎসরেও বলিয়া শেষ করিতে পারি না ॥১৩

হে রাজন্! আপনার পুত্রের সহিত একটি সর্ত্তে আমি বিহার করিব। আমি যখন যাহা করিব, তাহাতে তিনি বিচার করিয়া ধর্মের বাধা দিতে পারিবেন না; এইভাবে বাস করিয়া আমি আপনার পুত্রের আনন্দ বর্দ্ধন করিব। আপনার পুত্র আমার নিকট হইতে পুত্র লাভ করিয়া পুণ্য ও প্রিয় আচরণ দ্বারা স্বর্গলাভ করিবেন ॥১৪-১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে রাজন্! রাজা প্রতীপ 'তাহাই হইবে' বলিয়া স্বীকার করিলে গঙ্গাদেবী সেইস্থানে অন্তর্হিতা হইলেন ॥১৬

রাজা সেই কথা মনে রাখিয়া পুত্রের জন্ম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজা প্রতীপ ভার্য্যার সহিত পুত্রলাভের জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন। (অনন্তর প্রতীপের স্ত্রী গর্ভ ধারণ করিলেন। তাঁহার গর্ভ শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনন্তর দশম মাসে তিনি দেবশিশুর ন্যায় দীপ্তিশালী একটি পুত্র প্রসব করিলেন।)

পাঠান্তরম্—(১) বরাননে।
(২) স্নুষা মে ভব কল্যাণি।

নামকর্ম চ বিপ্রাস্য চক্রুঃ [illegible] ।
নাভাগনামনীনাম বেদোক্তৈঃ কর্মভিস্তদা ॥
ততঃ স বর্দ্ধিতো বালো নাভাগঃ পূর্ণযৌবনঃ ।
ন তু বেদে পরা নিষ্ঠাঃ প্রাপ্তা বর্দ্ধিতাঃ ক্রমাৎ ।
ধনুর্বেদে চ বেদে চ শক্তিঃ ন [illegible] ।
যৌবনং চাপি সম্প্রাপ্তঃ কুমারো [illegible] ॥)
[illegible] বিলোকাম্ বেশ্য কন্যা ॥১৯
পুণ্যাকর্ম্মা [illegible] (১) ।
প্রবীণঃ নাভাগং পুত্রঃ যৌবনং [illegible] ॥২০
পুরা স্ত্রী মাং [illegible] কৃতম্ ।
[illegible] পুত্র [illegible] ॥২১
[illegible] স্ত্রী পুত্রকাম্যয়া (২) ।
[illegible] ॥২২

রাজন্যদিগের মত বয়সে সংস্কারাদি জানিয়া পুত্ররূপে উপস্থিত হইলেন ।১৮

নাভগ দিষ্টের সন্তান এজন্য তাঁহার নাম রাখা হইল নাভাগ। (মতঃ প্রাচীন টীকার অভিমতানুসারে বৈদিক বিধি অনুসারে নামকরণ করা হইয়াছিল। 'নাভগস্য' বিধি অনুসারে নামকরণ তাঁহার নাম রাখিলেন "নাভাগ"। তাহাতে লোকপালক [illegible] নাভাগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বেদে ও ধনুর্বেদে বিশেষ অধিকার অর্জন করিলেন। এইরূপে বর্দ্ধীয়মান নাভাগ যৌবন প্রাপ্ত হইলেন।) পূর্ব্বে নিজ পুত্রার্থ-মনুর বরে তিনি যে অন্য ব্রতোপবাসাদি [illegible] করিয়াছিলেন—তাহা নাভাগের মঙ্গল ছিল। এবং তিনি সকলই পুত্রস্নেহে অনুষ্ঠান করিলেন। নাভাগ যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া একদিন রাজা প্রবীণ তাঁহাকে বলিলেন—"পূর্ব্বে তোমার পিতা

[illegible] ধর্ম্ম ন প্রষ্টব্যা [illegible] ।
[illegible] ॥২৩
বৈবস্বত উবাচ ।
এবং নিশম্য [illegible] প্রবীণঃ নাভাগং তদা ।
স চ রাজ্যেঽভিষিচ্যৈনং বনং যাতো [illegible] ॥২৪
ন রাজা নাভাগো বীরো [illegible] ।
[illegible] (৩) ॥২৫
ন [illegible] ।
[illegible] ॥২৬
ন [illegible] ।
[illegible] ॥২৭
[illegible] ।
[illegible] ॥২৮

রাখী আমার নিকট তোমার কল্যাণ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি কামরূপিণী, কামচারিণী এবং বরদায়িনী স্ত্রী। তিনি যদি তোমার নিকট পুত্রকামনায় আসেন, তবে যে অবস্থায় "তুমি যে না কাহার কন্যা" এইরূপ তুমি জিজ্ঞাসা করিবে না এবং সে যাহা করিবে, তাহার কারণ জানিতে চাহিবে না এবং কার্য্যে বাধাও দিবে না। সে পুণ্যবান্ পুত্র। সে তোমাকে পতিরূপে বরণ করিতে চাহিলে আমার আদেশে তাহাকে স্বীকার করিয়া লইবে" ।১৯-২০

বৈবস্বত বলিলেন—রাজা প্রবীণ নাভাগকে এইরূপ আদেশ করিয়া তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং বনে গমন করিলেন ।২১

[illegible] নাভাগ কুমার উদ্যানে গিয়া মন বিহার করিলেন ।২২

তিনি বনমধ্যে [illegible] হৃদয়ে আবৃতি [illegible] ক্রীড়া করিলেন ।২৩

পাঠান্তর :—(১) —নাভাগঃ সুব্রতঃ ।

(২) স্ত্রী চৈ [illegible] পুত্রকাম্যয়া ।

পাঠান্তর :—(৩) —[illegible] ।

তাং দৃষ্ট্বা হৃষ্টরোমাভূদ্ বিস্মিতো রূপসম্পদা ।
পিবন্নিব চ নেত্রাভ্যাং নাতৃপ্যত নরাধিপঃ ॥২৯
সা চ দৃষ্ট্বৈব রাজানং বিচরন্তং মহাদ্যুতিম্ ।
স্নেহাদাগতসৌহার্দা নাতৃপ্যত বিলাসিনী ॥৩০
তামুবাচ ততো রাজা সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ।
দেবী বা দানবী বা ত্বং গন্ধর্বী চাথবাপ্সরাঃ ॥৩১
যক্ষী বা পন্নগী বাপি মানুষী বা সুমধ্যমে ।
যাচে ত্বাং সুরগর্ভাভে ভার্যা মে ভব শোভনে ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি শান্তনূ-
পাখ্যানে সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৭

হে মহারাজ! একদিন মৃগয়া করিতে গিয়া কান্তিতে শোভমানা অপরা লক্ষ্মীর ন্যায় অপূর্ব্ব সুন্দরী এক নারীকে তিনি দেখিতে পাইলেন ॥২৭

তাঁহার সৌন্দর্য্য অনিন্দনীয় ছিল এবং দাঁতগুলি অতি সুন্দর ছিল। তিনি দিব্য আভরণসমূহে বিভূষিত, সূক্ষ্মবস্ত্রপরিহিত, পদ্মোদরের ন্যায় কান্তিমতী ছিলেন ॥২৮

রাজা তাঁহার রূপসম্পদ দর্শনে বিস্মিত হইলেন, তাঁহার শরীরে আনন্দে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। তিনি নেত্রযুগল দ্বারা তাঁহাকে যেন পান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তথাপি তৃপ্তিলাভ করিলেন না ॥২৯

সেই বিলাসিনী স্নিগ্ধদৃষ্টিতে রাজাকে বিচরণ করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি পূর্ব্বজন্মবশতঃ সৌহার্দ্দ-ভাবাপন্না হইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছিলেন না ॥৩০

রাজা তখন তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—"তুমি দেবী কি দানবী? অথবা গন্ধর্ব্বী, কিংবা অপ্সরা অথবা যক্ষী পন্নগী বা মানুষী? তুমি যেই হও, হে দেবকন্যাতুল্যে! হে শোভনে! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি—"তুমি আমার পত্নী হও" ॥৩১-৩২

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বীয় সম্ভবপর্ব্বে
শান্তনু-উপাখ্যানে সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

[শপথং কৃত্বা গঙ্গায়াঃ শান্তনোশ্চ বিবাহঃ, বসূনাং জন্ম শাপমুক্তিঃ, ভীষ্মস্য জন্ম চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
এতচ্ছ্রুত্বা বচো রাজ্ঞঃ সস্মিতং মৃদু বল্গু চ ।
(বর্ণিনী চ শাপমোক্ষমাত্মনোঽর্থমভবৎ তদা ।
সা চ দৃষ্ট্বা নৃপশ্রেষ্ঠং চক্ষুঃ সৌষ্ঠবান্বিতম্ ।)
বসূনাং সময়ং স্মৃত্বাথাভ্যগচ্ছদনিন্দিতা ॥১
(প্রজার্থিনী রাজপুত্রং শান্তনুং পৃথিবীপতিম্ ।
প্রতীপবচনং চাপি সংস্মৃত্যৈবং স্বয়ং নৃপম্ ।
কালোঽয়মিতি মত্বা সা বসূনাং শাপকারিতা ।)
উবাচ চৈব রাজানং সা হ্লাদয়ন্তী মনো গিরা ।
ভবিষ্যামি মহীপাল মহিষী তে বশানুগা ॥২

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

[শান্তনু ও গঙ্গার সর্ত্তাধীনে বিবাহ, বসুগণের জন্ম ও শাপমুক্তি এবং ভীষ্মের জন্ম।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনিন্দিতা গঙ্গাদেবী রাজার কথা শুনিয়া মৃদু ও মধুর হাসিয়া (রাজা শান্তনুর হিতের জন্য প্রার্থিনী গঙ্গা রূপবান্ শান্তনুকে পৃথিবীপতিকে বিচরণ করিতে দেখিয়া) বসুগণের শাপমুক্তির কথা স্মরণ রাখিয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন ॥১

(রাজা প্রতীপের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়া এবং বসুগণের শাপমুক্তির কথা চিন্তা করিয়া তিনি মনে করিলেন—আমার অভিপ্রায় সিদ্ধির পক্ষে

যৎ তু কুর্য্যামহং রাজন্ শুভং বা যদি বাশুভম্।
ন তদ্ বারয়িতব্যাস্মি ন বক্তব্যা তথাপ্রিয়ম্ ॥৩
এবং হি বর্ত্তমানেহহং ত্বয়ি বৎস্যামি পার্থিব।
বারিতা বিপ্রিয়ং চোক্তা ত্যজেয়ং ত্বামসংশয়ম্ ॥৪
তথেতি সা তদা তূক্তা (১) তদা ভরতসত্তম।
প্রহর্ষমতুলং লেভে প্রাপ্য তং পার্থিবোত্তমম্ ॥৫
(রথমারোপ্য তাং দেবীং জগাম স তয়া সহ।
স চ শান্তনুরত্যর্থং শান্তনুর্মোদিতোহভবৎ ।)
আসাদ্য শান্তনুস্তাঞ্চ বুভুজে কামতো বশী।
ন প্রষ্টব্যেতি মন্বানো ন স তাং কিঞ্চিদূচিবান্(২) ॥৬

স তস্যাঃ শীলবৃত্তেন রূপৌদার্য্যগুণেন চ।
উপচারেণ চ রহস্তুতোষ জগতীপতিঃ ॥৭
দিব্যরূপা হি সা দেবী গঙ্গা ত্রিপথগামিনী। (৩)
মানুষং বিগ্রহং কৃত্বা শ্রীমৎ বরবর্ণিনী ॥৮
ভাগ্যোপনতকামস্য ভার্য্যা চোপনতাভবৎ।
শান্তনোর্নৃপসিংহস্য দেবরাজসমদ্যুতেঃ ॥৯
সম্ভোগস্নেহচাতুর্য্যৈর্হাবলাস্যৈর্মনোহরৈঃ।
রাজানং রময়ামাস যথা রেমে তথৈব সঃ ॥১০
স রাজা রতিসক্তত্বাদুত্তমস্ত্রীগুণৈর্হৃতঃ।
সংবৎসরানৃতূন্ মাসান্ ন বুবোধ বহূন্ গতান্ ॥১১

উহাই উপযুক্ত কাল; তখন তিনি পুত্রার্থিনী হইয়া পৃথিবীপতি শান্তনুর বিবাহিতা হইলেন।)

অনন্তর চন্দ্রমুখী গঙ্গা তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিয়া তিনি শান্তনুকে বলিলেন—"হে মহীপাল! আমি আপনার বশবর্তিনী মহিষী হইব। কিন্তু আমার সর্ত্ত রহিল—আমি ভাল বা মন্দ যাহা করিব, আপনি তাহা বারণ করিতে পারিবেন না এবং আমাকে কোন অপ্রিয় কথাও বলিতে পারিবেন না। এইরূপ সর্ত্ত স্বীকার করিলে আমি আপনার বশবর্তিনী হইব। কিন্তু হে রাজন্! আপনি অপ্রিয় কিছু বলিলে আপনাকে নিশ্চয়ই ছাড়িয়া যাইব।"২-৪

রাজা যখন বলিলেন "তাহাই হইবে," তখন তিনি রাজাকে পাইয়াছেন মনে করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন ॥৫

(রাজা তাঁহাকে রথে বসাইয়া রাজধানীতে লইয়া গেলেন। গঙ্গাদেবীও অত্যন্ত প্রীতা হইয়া রাজা শান্তনুর পার্শ্বে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিলেন।)

রাজা শান্তনু তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারেই তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। "ইঁহাকে কোন কিছুই জিজ্ঞাসা করিব না"—নিজের এই অঙ্গীকারের কথা মনে করিয়া তিনি গঙ্গাদেবীকে কিছুই বলিতেন না ॥৬

রাজা শান্তনু তাঁহার স্বভাব, সদাচার, রূপ, উদারতা, গুণ এবং একান্তসেবায় বড় সন্তুষ্ট হইলেন ॥৭

ত্রিপথগামিনী দিব্যরূপা গঙ্গাদেবীও মনুষ্য মূর্ত্তি ধারণ করায় রাজার পক্ষে সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার বশবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন; কারণ, শান্তনুও যে সামান্য নরপতি ছিলেন না এবং তিনি ইন্দ্রতুল্যকান্তিসম্পন্ন নৃপতি ছিলেন—ইহা তাঁহার জানা ছিল ॥৮-৯

তিনি হাবভাবশোভিত সম্ভোগ ও স্নেহের চাতুর্য্যের দ্বারা রাজাকেও যেমন আনন্দ দিয়াছিলেন, তেমনই নিজেও আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন ॥১০

রাজা তাঁহার সহিত রতিতে অত্যাসক্ত হইয়াছিলেন; উত্তম স্ত্রীগুণসমূহের দ্বারা তাঁহার চিত্ত দেবী এমনই আকৃষ্ট করিয়াছিলেন যে, বহু বৎসর, ঋতু, মাস প্রভৃতি কেমন করিয়া অতীত হইল, তাহা তিনি বুঝিতেই পারেন নাই ॥১১

পাঠান্তর:— (১) তথেতি রাজ্ঞা স তূক্তা—।
(২) —ন স তাং কিঞ্চিদূচিবান্

পাঠান্তর:—(৩) দিব্যরূপাপি সা দেবী গঙ্গা ত্রিপথগা সতী।

রমমাণস্তয়া সার্দ্ধং যথাকামং নরেশ্বরঃ।
অষ্টাবজনয়ৎ পুত্রাংস্তস্যামমরসন্নিভান্ ॥১২

জাতং জাতঞ্চ সা পুত্রং ক্ষিপত্যম্ভসি ভারত।
প্রীণাম্যহং ত্বামিত্যুক্ত্বা গঙ্গাস্রোতস্যমজ্জয়ৎ ॥১৩

তস্য তন্ন প্রিয়ং রাজ্ঞঃ শান্তনোরভবত্তদা।
ন চ তাং কিঞ্চনোবাচ ত্যাগাদ্ভীতো মহীপতিঃ ॥১৪

অথ তামষ্টমে পুত্রে জাতে প্রহসতীমিব।
উবাচ রাজা দুঃখার্ত্তঃ পরীপ্সন্ পুত্রমাত্মনঃ ॥১৫

মা বধীঃ কাসি কস্যাসি কিং হিনংসি সুতানিতি।
পুত্রঘ্নি সুমহৎ পাপং সম্প্রাপ্তং তে সুগর্হিতম্ ॥১৬

স্ত্র্যুবাচ।

পুত্রকাম ন তে হন্মি পুত্রং পুত্রবতাং বর।
জীর্ণস্তু মম বাসোঽয়ং যথা স সময়ঃ কৃতঃ ॥১৭

অহং গঙ্গা জহ্নুসুতা মহর্ষিগণসেবিতা।
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থমুষিতাহং ত্বয়া সহ ॥১৮

ইমেঽষ্টৌ বসবো দেবা মহাভাগা মহৌজসঃ।
বশিষ্ঠাপবশাপেন মানুষত্বমুপাগতাঃ ॥১৯

তেষাং জনয়িতা নান্যস্ত্বদৃতে ভুবি বিদ্যতে।
মদ্বিধা মানুষী ধাত্রী লোকে নাস্তীহ কাচন ॥২০

তস্মাৎ তজ্জননীহেতোর্মানুষত্বমুপাগতা।
জনয়িত্বা বসূনষ্টৌ জিতা লোকাস্ত্বয়াক্ষয়াঃ ॥২১

দেবানাং সময়স্ত্বেষ বসূনাং সংশ্রুতো ময়া।
জাতং জাতং মোক্ষয়িষ্যে জন্মতো মানুষাদিতি ॥২২

তত্তে শাপাদ্বিনির্মুক্তা আপবস্য মহাত্মনঃ।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি পুত্রং পাহি মহাব্রতম্ ॥২৩

তাঁহার সহিত ইচ্ছানুসারে রমণ করিয়া রাজা আটটি দেবতুল্য সন্তান উৎপাদন করিলেন ।১২

হে ভারত ! এক একটি জন্মিবামাত্রই গঙ্গাদেবী তাহাকে গঙ্গার জলস্রোতে নিক্ষেপ করিতেন এবং স্রোতে ডুবাইয়া দিতেন, তখন বলিতেন—"আমি আপনাকেই ভালবাসি" ।১৩

রাজা শান্তনুর নিকট ইহা প্রীতিকর হয় নাই, তথাপি তিনি দেবীর পরিত্যাগভয়ে তাঁহাকে কিছুই বলিতেন না ।১৪

অনন্তর অষ্টম পুত্র উৎপন্ন হইলে দুঃখার্ত রাজা পুত্রের প্রাণরক্ষার্থ হাস্যবতী গঙ্গাদেবীকে বলিলেন—"তুমি এই পুত্রকে বধ করিও না। তুমি এই পুত্রকে বধ করিও না। তুমি কে ? কোথা হইতে আসিয়াছ ? হে দুষ্টে ! পুত্রগণকে বধ করিয়া তুমি গুরুতর পাতকে লিপ্ত হইয়াছ ।১৫-১৬

স্ত্রী বলিলেন—"হে পুত্রকামিন্ ! আমি আপনার পুত্র বধ করিতেছি না। কিন্তু আপনি যেমন সময় করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষয় করিয়াছেন, আপনার সহিত আমার বাস এই শেষ হইল। আমি মহর্ষিগণসেবিতা জহ্নুমুনির কন্যা গঙ্গা ; দেবকার্য্যসিদ্ধির জন্যই আপনার সহিত এতদিন একত্র বাস করিয়াছি। এই আপনার আটটি পুত্রই অষ্টবসু, মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে ইঁহারা মানুষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ পৃথিবীতে আপনি ভিন্ন ইঁহাদের জনক আর কেহ হইতে পারে না, যেমন আমি ভিন্ন কোন মানবী ইঁহাদের জননী হইতে পারে না। ইঁহাদের জননী হইবার জন্যই আমাকে মানুষ শরীর ধারণ করিতে হইয়াছে। আপনি এই অষ্টবসুর জনক হইয়া অক্ষয় লোকসকল জয় করিয়া লইয়াছেন। বসু ও দেবতাগণের নিকট আমারও এইরূপ প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তাঁহারা জন্মিবামাত্রই আমি তাঁহাদিগকে মনুষ্যজন্ম হইতে মুক্ত করিয়া দিব। এইরূপে তাঁহারা মহাত্মা বশিষ্ঠের শাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। আপনার কল্যাণ হউক ; আমি যাইতেছি। এই মহাব্রতধারী পুত্রকে আপনি পালন করুন।

(অয়ং তব সুতশ্রেষ্ঠঃ কৌরবঃ কুলনন্দনঃ।
মনুষ্যানতিবর্ত্তিষ্যন্ বর্দ্ধিষ্যতি ন সংশয়ঃ।)
এষ পর্য্যায়বাসো মে বসূনাং সন্নিধৌ কৃতঃ।
মৎপ্রসূতং বিজানীহি গঙ্গাদত্তমিমং সুতম্ ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি গঙ্গোপাখ্যানে-
ঽষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৮

(আপনার এই পুত্র বিখ্যাত বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিবে এবং অন্য সকল মানুষকে অতিক্রম করিয়া শ্রেষ্ঠতা অর্জন করিবে।) এই দিব্য বসুর অংশকে আমার ধরিয়া উৎপন্ন হইয়াছে, আমার নিকট বসুগণ একটি পুত্রকে প্রতিশ্রুত করিয়াছিলেন। আপনি ইহাকে আমার পুত্র বলিয়া মনে রাখিবেন এবং ইহার নাম রাখিবেন 'গঙ্গাদত্ত' ॥১৮-২১

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে
গঙ্গা-উপাখ্যানবিষয়ক অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

[মহর্ষি-বশিষ্ঠেন বসূনাং শাপদানস্য কারণবর্ণনম্।]

শান্তনুরুবাচ।
আপবো নাম কোঽসৌ বৈ বসূনাং কিঞ্চ দুষ্কৃতম্।
যস্যাভিশাপাৎ তে সর্ব্বে মানুষীং যোনিমাগতাঃ(১) ॥১
অনেন চ কুমারেণ গঙ্গাদত্তেন কিং কৃতম্।
যস্য চৈব কৃতেনায়ং মানুষেষু নিবৎস্যতি ॥২
ঈশা বৈ সর্ব্বলোকস্য বসবস্তে চ বৈ কথম্।
মানুষেষূদপদ্যন্ত তন্মমাচক্ষ্ব জাহ্নবি ॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তা তদা গঙ্গা রাজানমিদমব্রবীৎ।
ভর্ত্তারং জাহ্নবী দেবী শান্তনুং পুরুষর্ষভ ॥৪

গঙ্গোবাচ।
যং লেভে বরুণঃ পুত্রং পুরা ভরতসত্তম।
বশিষ্ঠনামা স মুনিঃ খ্যাত আপব ইত্যুত ॥৫

নবনবতিতম অধ্যায়।

[মহর্ষি বশিষ্ঠকর্তৃক বসুগণের প্রতি অভিশাপ-দানের কারণ বর্ণনা]

শান্তনু বলিলেন—সে সেই আপবনামক কে, যাঁহার অভিশাপে বসুগণ সকলে মনুষ্যযোনিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন? এবং বসুগণই বা কি অপরাধ করিয়াছিলেন? ॥১

তোমার প্রদত্ত এই পুত্রটি কি অপরাধ করিয়াছিল, যাহার জন্য ইহাকে মনুষ্যলোকে (অনেক দিন) বাস করিতে হইবে? ॥২

হে জাহ্নবি! সর্ব্বলোকের ঈশ্বর হইয়াও বসুগণ কেন মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বিস্তার করিয়া বল ॥৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! শান্তনু এই কথা বলিলে জাহ্নবী দেবী শান্তনুকে এই কথা বলিলেন ॥৪

গঙ্গা বলিলেন—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যে বশিষ্ঠ নামক মুনিকে বরুণ পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাকেই 'আপব' বলা হয় ॥৫

পাঠান্তর:—(১) —মানুষীমুপাগতাঃ।

তস্যাশ্রমপদং পুণ্যং মৃগপক্ষিসমন্বিতম্ ।
মেরোঃ পার্শ্বে নগেন্দ্রস্য সর্বর্তুকুসুমাবৃতম্ ॥৬
স বারুণিস্তপস্তেপে তস্মিন্ ভরতসত্তম ।
বনে পুণ্যকৃতাং শ্রেষ্ঠ স্বাদুমূলফলোদকে ॥৭
দক্ষস্য দুহিতা যা তু সুরভীত্যভিবিশ্রুতা ।
গাং প্রজাতা তু সা দেবী কশ্যপাদ্ ভরতর্ষভ ॥৮
অনুগ্রহার্থং জগতঃ সর্বকামদুঘাং বরাম্ ।
তাং লেভে গাং তু ধর্মাত্মা হোমধেনুং স বারুণিঃ ॥৯
সা তস্মিংস্তাপসারণ্যে বসন্তী মুনিসেবিতে ।
চচার পুণ্যে রম্যে চ গৌরপেতভয়া তদা ॥১০
অথ তদ্ বনমাজগ্মুঃ কদাচিদ্ ভরতর্ষভ ।
পৃথ্বাদ্যা বসবঃ সর্বে দেবা দেবর্ষিসেবিতম্ ॥১১
তে সদারা বনং তচ্চ ব্যচরন্ত সমন্ততঃ ।
রেমিরে রমণীয়েষু পর্বতেষু বনেষু চ ॥১২
তত্রৈকস্যাথ ভার্যা তু বসোর্বাসববিক্রম ।
সা চরন্তী বনে তস্মিন্ গাং দদর্শ সুমধ্যমা ॥১৩
নন্দিনীং নাম রাজেন্দ্র সর্বকামধুগুত্তমাম্ ।
সা বিস্ময়সমাবিষ্টা শীলদ্রবিণসম্পদা ॥১৪
দ্যবে বৈ দর্শয়ামাস তাং গাং গোবৃষভেক্ষণ ।
আপীনাঞ্চ সুদোগ্ধ্রীঞ্চ সুবালধিমুখাং শুভাম্ ।
উপপন্নাং গুণৈঃ সর্বৈঃ শীলেনানুত্তমেন চ ।
এবং গুণসমাযুক্তাং বসবে বসুনন্দিনী ॥১৬
দর্শয়ামাস রাজেন্দ্র পুরা পৌরবনন্দন ।
দ্যৌস্তদা তাং তু দৃষ্ট্বৈব গাং গজেন্দ্রেন্দ্রবিক্রম ॥১৭
উবাচ রাজংস্তাং দেবীং তস্যা রূপগুণান্ বদন্ ।
এষা গৌরুত্তমা দেবী বারুণেরসিতেক্ষণে ॥১৮
ঋষেস্তস্য বরারোহে যস্যেদং বনমুত্তমম্ ।
অস্যাঃ ক্ষীরং পিবেন্মর্ত্যঃ স্বাদু যো বৈ সুমধ্যমে ॥১৯
দশবর্ষসহস্রাণি স জীবেৎ স্থিরযৌবনঃ ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু সা দেবী নৃপোত্তম সুমধ্যমা ॥২০
তমুবাচানবদ্যাঙ্গী ভর্তারং দীপ্ততেজসম্ ।
অস্তি মে মানুষে লোকে নরদেবাত্মজা সখী ॥২১

সুমেরু পর্বতের পার্শ্বে মৃগ ও পক্ষীতে পরিপূর্ণ সকল ঋতুর কুসুমসমূহে আবৃত তাঁহার একটি আশ্রম ছিল ৬

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই বরুণনন্দন পুণ্যবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্বাদুফলমূলজলবিশিষ্ট সেই আশ্রমে তপস্যা করিতেছিলেন ৭

হে ভরতর্ষভ! দক্ষকন্যা সুরভি দেবী কশ্যপের সংসর্গে একটি গাভীর জন্ম দিয়াছিলেন ৮

সেই ধেনু সমস্ত অভীষ্টদায়িনী গোসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। জগতের অনুগ্রহের নিমিত্ত ধর্মাত্মা বশিষ্ঠ তাহাকে হোমধেনুরূপে লাভ করিলেন ৯

সেই আশ্রমে অবস্থিত হইয়া সেই তাপসের পুণ্য ও রমণীয় আশ্রম-সন্নিহিত অরণ্যে বিচরণ করিত ১০

হে ভরতর্ষভ! কোন সময়ে পৃথু প্রভৃতি অষ্টবসু এবং দেবগণ দেবর্ষিসেবিত সেই বনে আসিলেন ১১

তাঁহারা নিজ পত্নীদের সহিত বনে বিচরণ করিতে করিতে নিকটবর্তী রমণীয় পর্বত ও বনসমূহে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ১২

হে ইন্দ্রতুল্যবিক্রমশালিন্! তাঁহাদের মধ্যে একজন বসুর পত্নী বনে বিচরণশীলা সেই কামধেনুকে দেখিলেন ১৩

নন্দিনীনাম্নী সেই উত্তম কামধেনুটি দর্শন করতঃ সেই বসুপত্নী বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দ্যোনামক বসুকে তাহা দেখাইলেন। কামধেনু বেশ স্থূলকায়া, সহজে দোহনযোগ্যা, সুন্দর লাঙ্গুল ও মুখবিশিষ্টা এবং সমস্ত গুণ ও শীল আচারসম্পন্না ছিল। দ্যো-নামক বসু তাহাকে দেখিয়া দেবীকে তাহার রূপ ও গুণের কথা বলিলেন—"এই কামধেনুটি উত্তমা

নাম্না জিতবতী নাম রূপযৌবনশালিনী ।
ঔশীনরস্য রাজর্ষেঃ সত্যসন্ধস্য ধীমতঃ ॥২২

দুহিতা প্রথিতা লোকে মানুষে রূপসম্পদা ।
তস্যা হেতোর্মহাভাগ সবৎসাং গাং মমেপ্সিতাম্ ॥২৩

আনয়স্বামরশ্রেষ্ঠ ত্বরিতং পুণ্যবর্দ্ধন ।
যাবদস্যাঃ পয়ঃ পীত্বা সা সখী মম মানদ ॥২৪

মানুষেষু ভবেদেকা জরারোগবিবর্জিতা ।
এতন্মম মহাভাগ কর্ত্তুমর্হস্যনিন্দিত ॥২৫

প্রিয়ং প্রিয়তরং হ্যস্মান্নাস্তি মেঽন্যৎ কথঞ্চন ।
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্যা দেব্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥২৬

পৃথ্বাদ্যৈর্ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং দ্যৌস্তদা তাং জহার গাম্ ।
তয়া কমলপত্রাক্ষ্যা নিযুক্তো দ্যৌস্তদা নৃপ ॥২৭

ঋষেস্তস্য তপস্তীব্রং ন শশাক নিরীক্ষিতুম্ ।
হৃতা গৌঃ সা তদা তেন প্রপাতস্তু ন তর্কিতঃ ॥২৮

অথাশ্রমপদং প্রাপ্তঃ ফলান্যাদায় বারুণিঃ ।
ন চাপশ্যত গাং তত্র সবৎসাং কাননোত্তমে ॥২৯

ততঃ স মৃগয়ামাস বনে তস্মিংস্তপোধনঃ ।
নাধ্যগচ্ছচ্চ মৃগয়ংস্তাং গাং মুনিরুদারধীঃ ॥৩০

জ্ঞাত্বা তথাপনীতাং তাং বসুভির্দিব্যদর্শনঃ ।
যযৌ ক্রোধবশং সদ্যঃ শশাপ চ বসূংস্তদা ॥৩১

যস্মান্মে বসবো জহ্রুর্গাং বৈ দোগ্ধ্রীং সুবালধিম্ ।
তস্মাৎ সর্ব্বে জনিষ্যন্তি মানুষেষু ন সংশয়ঃ ॥৩২

এবং শশাপ ভগবান্ বসূংস্তান্ মুনিসত্তমঃ ।
বশং কোপস্য সম্প্রাপ্ত আপবো ভরতর্ষভ ॥৩৩

কামধেনুটি [illegible] বলিলেন, তাহার এই ফল। হে সুরশ্রেষ্ঠ! এই কামধেনুর দুগ্ধ যে মানুষ পান করে, সে দশ হাজার স্থিরযৌবন হইয়া জীবন ধারণ করে"। ইহা শুনিয়া—সেই সুন্দরী অবয়বশালিনী দেবী স্বামীকে বলিলেন—এই মনুষ্যলোকে আমার সখী রাজকন্যা আছেন। তাহার নাম জিতবতী, সে রূপবতী ও যৌবনবতী। সত্যসন্ধ উশীনর রাজা তাহার পিতা, হে পুণ্যবর্দ্ধন! হে মহাভাগ! তুমি তাহার জন্য আমার ঈপ্সিত এই বাছুরটির সহিত ধেনু আনয়ন কর। হে অমরশ্রেষ্ঠ! হে মানদ! ইহার দুগ্ধ পান করিয়া আমার এই সখী জরারোগবর্জিতা হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করুক—ইহাই আমার ইচ্ছা, আমার এই ইচ্ছা তুমি পূর্ণ কর। হে মহাভাগ! হে অনিন্দিত! ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন কামনা আমার নাই"।

ইহা শুনিয়া দেবীর প্রিয় করিবার নিমিত্ত দ্যৌ "পৃথু" প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত বশিষ্ঠের কামধেনুকে হরণ করিলেন। সেই কমললোচনা দেবীর প্রতি অত্যাসক্তিবশতঃ তিনি বশিষ্ঠের তীব্র তপস্যার কথা ও তাহার প্রভাবে যে তাঁহার স্বর্গ হইতে পতন হইতে পারে—এ কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন।২৪-২৮

অনন্তর আশ্রমে আসিয়া বশিষ্ঠ যখন দেখিলেন যে, তাঁহার কামধেনুটি নাই, তখন তিনি সমস্ত বনের মধ্যে তাহাকে খুঁজিতে লাগিলেন; কিন্তু কোথায়ও না দেখিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইয়া দিব্যদৃষ্টিতে জানিতে পারিলেন যে, বসুগণ উহা হরণ করিয়াছে; তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বসুগণের প্রতি অভিশাপ দিলেন।২৯-৩১

"যেহেতু বসুগণ আমার দুগ্ধবতী সুন্দরী গাভীটিকে হরণ করিয়াছে, সেইহেতু তাহারা সকলেই মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবে—সংশয় নাই।" হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপে ভগবান মুনিবর বশিষ্ঠ ক্রোধবশতঃ বসুগণকে শাপ দিলেন।৩২-৩৩

কৃষ্ণনাম পরং জ্ঞানং কৃষ্ণনাম পরা স্মৃতিঃ।
কৃষ্ণনাম পরং ধ্যানং কৃষ্ণনাম অতঃ প্রিয়ম্ ॥১০৪

কৃষ্ণনাম্না জগজ্জাতং ধৃতমিদং সনাতনম্।
ধার্য্যতে পাল্যতে বিশ্বং কৃষ্ণনাম্নি প্রলীয়তে ॥১০৬

স্কান্দে অত্র—
অসমর্থো ভবেৎ কীর্ত্তৌ স্মরণে চাপি সর্ব্বদা।
তদা তু ভগবন্নামাবৃত্তৌ(ক্রি:)যুক্ত(বা)ভবেন্নরঃ ॥১০৭

সদা সর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণেতি যঃ কুর্য্যাদেবমব্যয়ম্।
তস্যাশু ভক্তিঃ শ্রীকৃষ্ণে জায়তে পরিপোষিতা ॥১০৮

বেদাদেরপি বেদান্তবাক্যানাং মুক্তিকারণম্।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠতরমপি কৃষ্ণনামানুকীর্ত্তনম্ ॥১০৯

কলৌ নামপরা এব মনুজাঃ দ্বিজসত্তম।
উক্তা মহাভাগবতা ভগবৎপ্রিয়কারিণঃ ॥১১০

কৃষ্ণনাম পরম জ্ঞান, কৃষ্ণনাম পরা স্মৃতি, কৃষ্ণনাম পরম ধ্যান, কৃষ্ণনাম অতঃ প্রিয় ॥১০৫

কৃষ্ণনাম হইতে চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, কৃষ্ণনামের দ্বারা বিশ্ব ধৃত আছে, পালিত হইতেছে, শেষে কৃষ্ণনামে প্রলীন হইবে ॥১০৬

যদি সর্ব্ব কীর্তি স্মরণে অসমর্থ হও, তাহা হইলে শ্রীভগবানের নাম সকল আবৃত্তি করিবে ॥১০৭

যিনি এইরূপ সদাসর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কৃষ্ণনামের সংকীর্তন করেন, তাঁহার আশু শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ সমন্বিত প্রেম ভক্তি সমুৎপন্ন হয় ॥১০৮

বেদাদের কৃষ্ণনাম অধিকতর কীর্তন মুক্তিকারণ ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতর বলিয়া কথিত হয় ॥১০৯

হে দ্বিজসত্তম। কলিযুগে সকল নামপরায়ণই শ্রীভগবানের প্রিয়কারী মহাভাগবত বলিয়া কথিত হয় ॥১১০

14 MAR 1969

[illegible] —

[illegible] নামৈব পরমং তীর্থং ক্ষেত্রঞ্চ পুণ্যদম্।
নামৈব পরমো দেবো নামৈব পরমং তপঃ ॥১১॥

নামৈব পরমং দানং নামৈব পরমা ক্রিয়া।
নামৈব পরমো ধর্ম্মো নামৈবার্থঃ প্রকীর্তিতঃ ॥১২॥

নামৈব কারণং [illegible] কেবলম্।
[illegible] নাম কামিনাং বিরূপাক্ষ ॥১৩॥

নামৈব পরমা [illegible] নামৈব পরমা মতিঃ
নামৈব পরমো জাপ্যো নামৈব প্রার্থনা পরম্ ॥১৪॥

[illegible] মুক্তি-মুক্তি [illegible]।
[illegible] পরমং [illegible] ॥১৫॥

[illegible] নামৈব জ্ঞানপ্রদং মুক্তং।
মুক্তিপ্রদং কামিনাং [illegible] ॥১৬॥

নামই পরম তীর্থ, পুণ্যপ্রদ ক্ষেত্র, নামই পরম দেব, নামই পরম তপস্যা। ১১।

নামই পরম দান, নামই পরমা ক্রিয়া, নামই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া কথিত হয় ॥১২॥

নামই [illegible] কারণ, যেহেতু কেবল নাম। হে বিরূপাক্ষ! কামিগণের এই সকলের মধ্যে নাম ॥১৩॥

নামই একনিষ্ঠা ভক্তি, নামই প্রধান মতি, নামই পরম জপনীয়, নামই পরম প্রার্থনা ॥১৪॥

নাম [illegible] যেকোন লোক দুর্বিজ্ঞেয় হয়, নামই অতি শ্রেষ্ঠ দেবতা, নাম বৈরাগ্যের কারণ ॥১৫॥

নাম সর্ব্বসিদ্ধিকর, নাম জ্ঞানপ্রদ, নাম কামিগণের মধ্যে কাম্যবস্তুপ্রদানকারী এবং মুমুক্ষুগণের মুক্তিপ্রদায়ক ॥১৬॥

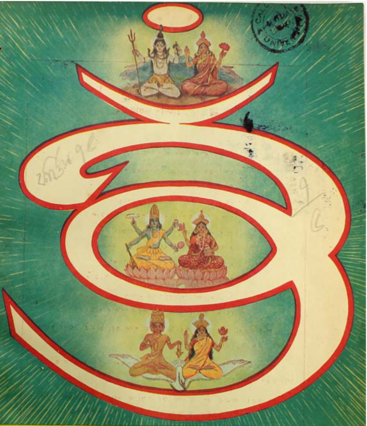

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামমহিমা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

[illegible]পুরাণে বিষ্ণুং প্রতি [illegible]বাক্যম্—

[illegible]।
[illegible] ॥১৭

[illegible] নাম সংকীর্তনং [illegible] চৈব বিশেষতঃ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি বক্তব্যং মম প্রীতিকরং পরম্ ॥১৮

প্রতিজ্ঞেয়ং চ মে পুত্র ন [illegible]।
[illegible] ॥১৯

[illegible]।
[illegible] ॥২০

[illegible]।
[illegible] ॥২১

যাহা [illegible] বলিতেছি। [illegible] তাহা শ্রবণ কর, আমার [illegible] তোমার প্রীতি হেতু বলিব ॥১৭

আমার নাম উচ্চস্বরে কীর্তন করা কর্তব্য, বিশেষতঃ [illegible] কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলা উচিত। আমার পরম প্রীতিকর ॥১৮

হে পুত্র! আমার এই প্রতিজ্ঞা [illegible] জানিবে। [illegible] যাহারা যে আমার নামপরায়ণ হইবে, সে অবশ্য [illegible] এবং [illegible] বৈকুণ্ঠ [illegible] আমার [illegible] প্রাপ্ত হইবে ॥১৯॥২০

হে বৎস! আমার [illegible] পূর্বক [illegible] বা [illegible] করিয়াও যে আমাকে [illegible] করে, তাহার সেই [illegible] ব্যর্থ হয় না ॥২১

(মহাভারত—[illegible]

[সপ্তমবর্ষ, কার্ত্তিক মাস, ১৩৭৫]   [পঞ্চম সংখ্যা—উত্থানী মাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্ ।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আর্থিক সাহায্য ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের মহামান্য সরকারদ্বয়ের সৌজন্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

মূল-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা]   [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

সর্বাধিকারী :—
শ্রী[illegible]
([illegible])

সহ-সম্পাদকগণ

শ্রীরামানন্দ বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য
শ্রীযদুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীনির্মলকুমার মুখোপাধ্যায় এম্. এ

মুদ্রণ-কর্মাধিকারী :—
মিত্র বিদ্যানন্দ।
ডাঃ শ্রীনিবারণ নাথ দে, এম্. বি., বি. এ. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ্., ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ্. (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীশ্রীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭২, পি. [illegible] ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৮৫, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্ড্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত।
১৫ই কার্তিক, ১৩৭৫।

কার্যালয় :—
৬নং, বিহার সানী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মহর্ষি বিশ্বামিত্রসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। অতঃপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ ন: প: মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকদের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে ঠিক সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সীতারাম আর্য্যশাস্ত্র, ৩৩বি, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপনে ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর স্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্র গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ১-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭২, পি. ডব্লু. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

[illegible]

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পূর্বার্ধ
অনন্তপুর-কুটীর
লোনাই
৮৯।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পাদক—আর্যশাস্ত্র

আর্যশাস্ত্রে পূর্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১।	মনুসংহিতা	৩'০০ টাকা
২।	বিংশসংহিতা ও স্মৃতি	২২'৫০ ,,

(সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, দেবল, বৃহদ্‌যম, লঘুযম, অরুণ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, পুলস্ত্য, বৃহদ্‌গৌতম, লোহিত, বাধূল, দক্ষ, বৃদ্ধশাতাতপ, নারদ।)

৩।	শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ	৩০'০০ টাকা
৪।	শ্রীবিষ্ণুপুরাণ	৯'০০ ,,
৫।	শ্রীমদ্ভাগবত	৪২'০০ ,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

শপ্ত্বা চ তান্ মহাভাগস্তপস্যেব মনো দধে।
এবং স শপ্তবান্ রাজন্ বসূনষ্টৌ তপোধনঃ ॥৩৪

মহাপ্রভাবো ব্রহ্মর্ষির্বসূন্ রোষসমন্বিতঃ।
অথাশ্রমপদং প্রাপ্তা তং বৈ ভূয়ো মহাত্মনঃ ॥৩৫

শপ্তাঃ স্ম ইতি জানন্ত ঋষিং তমুপচক্রমুঃ।
প্রসাদয়ন্তস্তমৃষিং বসবঃ পার্থিবর্ষভ ॥৩৬

লেভিরে ন চ তস্মাৎ তে প্রসাদমৃষিসত্তমাৎ।
আপবাৎ পুরুষব্যাঘ্র সর্ব্বধর্ম্মবিশারদাৎ ॥৩৭

উবাচ চ স ধর্ম্মাত্মা শপ্তা যূয়ং ধরাদয়ঃ।
অনু সংবৎসরাৎ সর্ব্বে শাপমোক্ষমবাপ্স্যথ ॥৩৮

অয়ং তু যৎকৃতে যূয়ং ময়া শপ্তাঃ স বৎস্যতি।
দ্যৌস্তদা মানুষে লোকে দীর্ঘকালং স্বকর্ম্মণা ॥৩৯

নানৃতং তচ্চিকীর্ষামি ক্রুদ্ধো যুষ্মান্ যদব্রুবম্।
ন প্রজাস্যতি চাপ্যেষ (১) মানুষেষু মহামনাঃ ॥৪০

ভবিষ্যতি চ ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
পিতুঃ প্রিয়হিতে যুক্তঃ স্ত্রীভোগান্ বর্জ্জয়িষ্যতি ॥৪১
এবমুক্ত্বা বসূন্ সর্ব্বান্ স জগাম মহানৃষিঃ।
ততো মামুপজগ্মুস্তে সমেতা বসবস্তদা ॥৪২
অযাচন্ত চ মাং রাজন্ বরং তচ্চ ময়া কৃতম্ (২)।
জাতান্ জাতান্ প্রক্ষিপাস্মান্ স্বয়ং গঙ্গে ত্বমম্ভসি ॥৪৩
এবং তেষামহং (৩) সম্যক্ শপ্তানাং রাজসত্তম।
মোক্ষার্থং মানুষাল্লোকাদ্ যথাবৎ কৃতবত্যহম্ ॥৪৪
অয়ং শাপাদৃষেস্তস্য এক এব নৃপোত্তম।
দ্যৌ রাজন্ মানুষে লোকে চিরং বৎস্যতি ভারত ॥৪৫
(অয়ং দেবব্রতশ্চৈব গঙ্গাদত্তশ্চ মে সুতঃ।
দ্বিনামা শান্তনোঃ পুত্রঃ শান্তনোরধিকো গুণৈঃ ॥
অয়ং কুমারঃ পুত্রস্তে বিবৃদ্ধঃ পুনরেষ্যতি।
অহঞ্চ তে ভবিষ্যামি আহ্বানোপগতা নৃপ ॥)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতদাখ্যায় সা দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত।
আদায় চ কুমারং তং জগামাথ যথেপ্সিতম্ ॥৪৬

শাপ প্রদান করিয়া মহর্ষি তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। হে রাজন্! মহাপ্রভাবশালী দেবর্ষি বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া অষ্ট বসুগণকে শাপ দিয়াছিলেন। তখন সেই বসুগণ পুনরায় মহাত্মা বশিষ্ঠের আশ্রমে আসিলেন। এইভাবে শাপের কথা জানিতে পারিয়া বসুগণ অনুনয়ে তাঁহার আশ্রমে গিয়া মহর্ষিকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন। হে নরনাথ! কিন্তু সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ নরশ্রেষ্ঠ মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাদের উপর প্রসন্ন হইলেন না। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন,—আমি যে ধরা প্রভৃতি তোমাদিগকে শাপ দিয়াছি, তাহা ব্যর্থ হইবে না। তোমরা সকলেই একবৎসর মধ্যে শাপমোক্ষ লাভ করিয়া শাপমুক্ত হইবে। কিন্তু এই যে 'দ্যৌ' নামক বসু, যে আজ ধেনু হরণ করিয়াছে, সে নিজ কর্ম্মবশে মনুষ্যলোকে দীর্ঘকাল অবস্থান করিবে। আমি ক্রুদ্ধ হইলেও যাহা বলি, তাহা মিথ্যা হয় না। এ মনুষ্যলোকে মহামনা পুরুষশ্রেষ্ঠ খ্যাত হইবে, কিন্তু ইহার কোন সন্তানসন্ততি থাকিবে না। এ ধর্ম্মাত্মা, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও পিতার প্রিয় হিতে নিরত হইবে এবং স্ত্রীসম্ভোগ বর্জ্জন করিবে ॥৩৪-৪১

এই কথা বসুগণকে বলিয়া মহর্ষি চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহারা সকলে মিলিয়া আমার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন—হে গঙ্গে! "আমরা জন্মিবামাত্রই আমাদিগকে জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে।" হে রাজন্! আপনি জানেন আমি তাহাই করিয়াছি ॥৪২-৪৩

পাঠান্তরঃ—(১) [illegible]—।

পাঠান্তরঃ—(২) —বরং ন চ ময়া কৃতম্।
(৩) এবং তেষাং ময়া—।

স তু দেবব্রতো নাম গাঙ্গেয় ইতি চাভবৎ।
দ্বিনামা শান্তনোঃ পুত্রঃ শান্তনোরধিকো গুণৈঃ ॥৪৭

শান্তনুশ্চাপি শোকার্তো জগাম স্বপুরং ততঃ।
তস্যাহং কীর্তয়িষ্যামি শান্তনোরমিতান্ গুণান্ ॥৪৮

মহাভাগ্যঞ্চ নৃপতের্ভারতস্য মহাত্মনঃ।
যস্যেতিহাসো দ্যুতিমান্ মহাভারতমুচ্যতে ॥৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি আপবোপাখ্যানে
নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৯

হে রাজশ্রেষ্ঠ! এইরূপে [illegible] মনুষ্যলোক হইতে মুক্তির কথা আমি কীর্তন করিয়াছি।৪৪

হে কুরুনন্দন! অষ্টমপুত্ররূপে জাত এই 'দ্যো' নামক একজন বসুই দীর্ঘকাল মনুষ্যলোকে বাস করিবে।৪৫

(উহার দুইটি নাম হইবে—দেবব্রত ও গাঙ্গেয়। ঐ পুত্রকে লইয়া যাইতেছি; এ বালক হইতে অধিক গুণবান্ হইয়া পুনরায় আপনার নিকট আসিবে। হে রাজন্! আপনি যখন [illegible] বলিবেন, তখন আসিতে পারিবে।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া গঙ্গাদেবী সেই কুমারকে লইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন এবং অভীপ্সিত স্থানে চলিয়া গেলেন।৪৬

সেই দেবব্রতনামক গাঙ্গেয়ও 'দ্যো' নামক বসু ছিলেন এবং তিনি গুণে শান্তনুকে অতিক্রম করিয়াছিলেন।৪৭

শান্তনুও শোকার্ত হইয়া নিজ পুরীতে চলিয়া গেলেন। সেই মহাত্মা শান্তনুর [illegible] অধিক গুণের কথা আমি বর্ণনা করিব।৪৮

ভরতবংশীয় মহাত্মা নৃপতির মহাভাগ্যের কথাই বর্ণনা করিব; যাহাদের ইতিহাস এই 'মহাভারত' নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে।৪৯

শ্রীমহাভারতের লক্ষশ্লোকী শতসাহস্রী সংহিতা ব্যাসদেবের আদিপর্বান্তর্গত সম্ভবপর্বে
আপবোপাখ্যানবিষয়ক নবনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শততমোঽধ্যায়ঃ

[শান্তনো রূপ-গুণ-সদাচারাণাং প্রশংসা, গঙ্গাতো দুর্নিরীক্ষ্য পুত্রস্য প্রাপ্তিঃ, দেবব্রতস্য যৌবরাজ্যপ্রতিষ্ঠা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
স রাজা শান্তনুর্ধীমান্ দেবরাজর্ষিসৎকৃতঃ।
ধর্মাত্মা সর্বলোকেষু সত্যবাগিতি বিশ্রুতঃ ॥১

দমো দানং ক্ষমা বুদ্ধির্হ্রীর্ধৃতিস্তেজ উত্তমম্।
নিত্যান্যাসন্ মহাসত্ত্বে শান্তনৌ পুরুষর্ষভে ॥২

এবং স গুণসম্পন্নো ধর্মার্থকুশলো নৃপঃ।
আসীদ্ ভরতবংশস্য গোপ্তা সর্বজনস্য চ ॥৩

শততম অধ্যায়।

[শান্তনুর রূপ, গুণ ও সদাচারের প্রশংসা, গঙ্গাকর্তৃক দুর্নিরীক্ষ্য পুত্রের প্রাপ্তি, দেবব্রতের যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই বুদ্ধিমান্ রাজা শান্তনু দেবগণ ও রাজর্ষিগণ কর্তৃক সৎকৃত হইয়া সকললোকে সত্যবাদী ও ধার্মিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।১

মহাসত্ত্ব পুরুষশ্রেষ্ঠ শান্তনুতে দম, দান, ক্ষমা, প্রতিভা, ধৈর্য্য ও উত্তম তেজ সর্বদাই অবস্থান

কম্বুগ্রীবঃ পৃথুব্যংসো মত্তবারণবিক্রমঃ ।
অন্বিতঃ পরিপূর্ণার্থৈঃ সর্বৈর্নৃপতিলক্ষণৈঃ ॥৪
তস্য কীর্তিমতো বৃত্তমবেক্ষ্য সততং নরাঃ ।
ধর্ম এব পরঃ কামাদর্থাচ্চেতি ব্যবস্থিতাঃ ॥৫
এতান্যাসন্ মহাসত্ত্বে শান্তনৌ পুরুষর্ষভে (১) ।
ন চাস্য সদৃশঃ কশ্চিৎ ক্ষত্রিয়ো ধর্মতোঽভবৎ ॥৬
বর্তমানং হি ধর্মেষু সর্বধর্মভৃতাং বরম্ (২) ।
তং মহীপা মহীপালং রাজরাজ্যেঽভ্যষেচয়ন্ ॥৭
বীতশোকভয়াবাধাঃ সুখস্বপ্নবিবোধনাঃ ।
পতিং ভারত গোপ্তারং সমপদ্যন্ত ভূমিপাঃ ॥৮
তেন কীর্তিমতা শিষ্টাঃ শক্রপ্রতিমতেজসা ।
যজ্ঞদানক্রিয়াশীলাঃ সমপদ্যন্ত ভূমিপাঃ ॥৯

শান্তনুপ্রমুখৈর্গুপ্তে লোকে নৃপতিভিস্তদা ।
নিয়মাৎ সর্ববর্ণানাং ধর্মোত্তরমবর্তত ॥১০
ব্রহ্ম পর্যচরৎ ক্ষত্রং বিশঃ ক্ষত্রমনুব্রতাঃ ।
ব্রহ্মক্ষত্রানুরক্তাশ্চ শূদ্রাঃ পর্যচরন্ বিশঃ ॥১১
স হাস্তিনপুরে রম্যে কুরূণাং পুটভেদনে ।
বসন্ সাগরপর্যন্তামন্বশাসদ্ বসুন্ধরাম্ ॥১২
স দেবরাজসদৃশো ধর্মজ্ঞঃ সত্যবাগৃজুঃ ।
দানধর্মতপোযোগাচ্ছ্রিয়া পরময়া যুতঃ ॥১৩
অরাগদ্বেষসংযুক্তঃ সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ ।
তেজসা সূর্যসঙ্কাশো বায়ুবেগসমো জবে ।
অন্তকপ্রতিমঃ কোপে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ ॥১৪
বধঃ পশুবরাহাণাং তথৈব মৃগপক্ষিণাম্ ।
শান্তনৌ পৃথিবীপালে নাবর্তত তথা নৃপ ॥১৫

করিত ।২

এইরূপ সর্বলক্ষণসম্পন্ন ধর্ম ও ধর্মনীতিতে নিপুণ রাজা ভরতবংশ ও মনুষ্যলোকের রক্ষক ছিলেন ।৩

তাঁহার শঙ্খের ন্যায় গ্রীবা, বিশাল স্কন্ধ, মত্তহস্তীর ন্যায় বিক্রম ছিল, আর তিনি রাজার সমস্ত লক্ষণেই পরিপূর্ণ ছিলেন ।৪

কীর্তিমান্ সেই নৃপতির আচরণ দেখিয়া সকল লোকই ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, কাম ও অর্থ হইতে ধর্মই শ্রেষ্ঠ ।৫

মহাবলশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ শান্তনুর ঐ সকল গুণ ছিলই, উপরন্তু তাঁহার ন্যায় ধার্মিক রাজা ভূতলে আর ছিল না ।৬

ধর্মনিরত সর্বধার্মিকশ্রেষ্ঠ সেই রাজাকে অন্যান্য রাজগণ সম্রাট পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ।৭

হে ভারত ! শান্তনুকে সম্রাট্‌রূপে রক্ষক পাইয়া সকল রাজাই শোক, ভয় ও দুঃখশূন্য হইয়া সুখনিদ্রা ও সুখজাগরণ সম্পাদন করিতে লাগিলেন ।৮

ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী তাঁহার উপদেশে সকল রাজাই যজ্ঞ, দান ও সৎকার্যপরায়ণ হইলেন ।৯

শান্তনুপ্রমুখ নৃপতিগণের শাসনে সকল বর্ণই এই পৃথিবীতে নিয়মিত ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল ।১০

ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণগণের, বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়গণের, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অনুগত থাকিয়া শূদ্রগণ বৈশ্যগণের পরিচর্যা করিতে লাগিলেন ।১১

তিনি কুরুবংশীয়গণের রাজধানী হস্তিনাপুরে অবস্থান করিয়াই সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করিতে লাগিলেন ।১২

সত্যবাদী, সরল ও ধর্মজ্ঞ রাজা শান্তনু দান, ধর্ম, তপস্যা প্রভৃতি গুণে সমন্বিত হইয়া দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ।১৩

তিনি রাগদ্বেষশূন্য, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, সূর্যের ন্যায় তেজস্বী, বায়ুর ন্যায় বেগবান্, ক্রোধে যমতুল্য ও ক্ষমায় পৃথিবীতুল্য ছিলেন ।১৪

হে রাজন্ ! শান্তনুর রাজত্বকালে পশু, বরাহ, মৃগ

পাঠান্তর— (১) এতান্যাসন্মহাসত্ত্বে শান্তনৌ পুরুষর্ষভে ।
(২) বর্তমানং হি ধর্মে যো সর্বধর্মবিদাং বরম্ ।

বাজসর্গৈরভবে রাজ্যে শাস্ত্রদৃষ্টিবিধানবান্ ।
দস্যু বশ্যনা ভূতানি কাম্যাদর্শাবিনিয়া ॥১৬
দেবর্ষি-পিতৃযক্ষার্থমবশ্যায় তথা ক্রিয়াঃ ।
ন চাৎকর্ম কেনাচিৎ ধার্মিকাস্বকম্ যদা ॥১৭
অত্রুঞ্চনামনাথানাং স্ত্রীণামুগোলিনাং বর্তনাম্ ।
স এব রাজা সর্ব্বেষাং কৃপাযাক্তবৎ পিতা ॥১৮
ক্ষিতিন্ কৃষ্ণগবিজেতে রাজ্যভোক্তা গতি ।
স্থিতা পাবনং দণ্ডং শতবর্ষভিত্তঃ যদা ॥১৯
স যয়াঃ গোচ্চৈঃ চ চক্রবর্ত্তী তথা পরম্ ।
অভিষেচ্য স ভৌ বহুধা ব্যতীতঃ ॥২০
যথাকালমুখতাহেষ্ণ কুতজ্ঞঃ প্রভুঃ ।
অনুদর্শনে পুত্রং কুমার দেবতা বস্তঃ ॥২১

ও পতিব্রতের তথা প্রজা। ছাড়ি না ॥১৫

তাঁহার রাজ্যে কেহ ও দস্যুর প্রাবল্য ছিল; তিনি বিজয়ী ও ধনবান্ ছিলেন; তিনি ন্যায় ও শাস্ত্র মতে দণ্ড ধারণ করিয়া সমস্ত প্রজাদিগকে শাসন করিতেন ॥১৬

দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ ও যজ্ঞের জন্যই মানুষ কর্ম্ম করিত; সুতরাং কোন প্রাণী বৃথা হত হইত না ॥১৭

দুঃখী, অনাথ বৃদ্ধ এবং সর্ব্বপ্রকার অবলাগণ—এ সকলের সেই রাজাই পিতার ন্যায় পালক ছিলেন ॥১৮

সেই রাজসত্তমের ভুজবলে রাজত্বকালে রাজ্য সমস্তই এবং ধন ধান্য ও সর্ব্বত্রই আশ্রয় করিয়া থাকিত ॥১৯

তিনি (সেই রাজন) অধিক বয়স পর্য্যন্ত শ্রী-মর্য্যাদা পরিত্যাগ করত অকর্ম্মে অবলম্বনপূর্ব্বক রত ছিলেন ॥২০

পূর্ব্বপুরুষ যদু নাথাদের যেমন তাঁহার সমুদ্রী ধন, আচার, ব্যবহার ও বিত্তোপার্জন করিয়াছিলেন ॥২১

লৌকিক ও দৈব সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারেই

সর্ব্বেষ্বেব ন বিক্রান্তঃ (১) পার্থিবেষ্বভবদ্ যঃ ।
মহাবলো মহাদেবো মহাবীর্য্যো মহাযশাঃ ॥২২
ন কদাচিন্ন কঃ বিদ্যা সমাবদ্ধমথ যথৌ ।
ভাগীরথীমবতরনাং শাকদুঃ শিবায় যুগা ॥২৩
তাং দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস শাকনুঃ পুত্রবৎসলঃ ।
অদ্যতে কিং বিনা বাহ দতিয়ে তা যথা পুরা ॥২৪
ততো নিরিক্ষমিবম্ সর্ব্বং ন দৃশ্যমানঃ ।
কুমারঃ স্বপনানাঃ (২) ভূধরঃ চাক্ষুর্মর্দিনম্ ॥২৫
বিত্যস্তঃ বিদূর্য্যান্ যথা দেবঃ পুরুষবম্ ।
কৃৎস্নাং সমাং সমাক্রম্য পীতবাস্তীক্ষ্ণমর্দ্দিতম্ ॥২৬
তাং নদীমাডিতাং দৃষ্ট্বা রাজা পরমবিস্মিতে ।
ততম্ বিনিদ্রো রাজা দৃষ্ট্বা কর্ম্মাতিমানুষম্ ॥২৭

তিনি সাবধানী ছিলেন। তাঁহার বল, ধৈর্য্য ও পরাক্রম অসাধারণ ছিল। তিনি মহাত্মা ছিলেন ॥২২

একদিন মহারাজ শান্তনু আসন হইতে মৃগয়া করিতে গিয়া দেখিলেন যে, ভাগীরথী নদী অল্প অল্প বহিতেছে ॥২৩

তাহা দেখিয়া পুত্রবৎসল শান্তনু চিন্তা করিতে লাগিলেন—কেন ভাগীরথী পূর্ব্বের ন্যায় বহিতেছে না ॥২৪

তাহার অন্বেষণ করিতে করিতে মহাবলশালী রাজা অগ্রসর হইয়া দেখিলেন—একটী রূপবান্ চাক্ষুষ্মান বালক দেবরাজের ন্যায় দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করত সমস্ত নদীকে শরজাল দ্বারা অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছে ॥২৫-২৬

মহারাজের বালক বালকের অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া তিনি কুমারের অলৌকিক কর্ম্মের কথা ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন ॥২৭

পাঠান্তর :—(১) সর্ব্বেষু পরিবীতঃ— ।
(২) —স্বপন দেবপ্রতিম— ।

জাতমাত্রং পুরা দৃষ্ট্বা তং পুত্রং শান্তনুস্তদা।
নোপলেভে স্মৃতিং ধীমানভিজ্ঞাতুং তমাত্মজম্ ।২৮
স তু তং পিতরং দৃষ্ট্বা মোহয়ামাস মায়য়া।
সম্মোহ্য তু ততঃ ক্ষিপ্রং তত্রৈবান্তরধীয়ত ।২৯
তদদ্ভুতং তদা দৃষ্ট্বা তত্র রাজা স শান্তনুঃ।
শঙ্কমানঃ সুতং গঙ্গামব্রবীদ্দর্শয়েতি হ ।৩০
দর্শয়ামাস তং গঙ্গা বিভ্রতী রূপমুত্তমম্।
গৃহীত্বা দক্ষিণে পাণৌ তং কুমারমলঙ্কৃতম্ ।৩১
অলঙ্কৃতামাভরণৈর্বিরজোহম্বরধারিণীম্।
দৃষ্টপূর্ব্বামপি সতীং নাভ্যজানাৎ স শান্তনুঃ ।৩২

গঙ্গোবাচ।

যং পুত্রমষ্টমং রাজংস্ত্বং পুরা ময্যবিন্দথাঃ।
স চায়ং পুরুষব্যাঘ্র সর্ব্বাস্ত্রবিদুষাং বরঃ ।৩৩
গৃহাণেমং মহারাজ ময়া সংবর্দ্ধিতং সুতম্।
আদায় পুরুষব্যাঘ্র নয়স্বৈনং গৃহং বিভো ।৩৪
বেদানধিজগে সাঙ্গান্ বশিষ্ঠাদেষ বীর্য্যবান্।
কৃতাস্ত্রঃ পরমেষ্বাসো দেবরাজসমো যুধি ।৩৫
সুরাণাং সম্মতো নিত্যমসুরাণাঞ্চ ভারত।
উশনা বেদ যচ্ছাস্ত্রময়ং তদ্বেদ সর্ব্বশঃ ।৩৬
তথৈবাঙ্গিরসঃ পুত্রঃ সুরাসুরনমস্কৃতঃ।
যদ্বেদ শাস্ত্রং তচ্চাপি কৃৎস্নমস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্ ।৩৭
তব পুত্রে মহাবাহৌ সাঙ্গোপাঙ্গং মহামতে।
ঋষিঃ পরৈরনাধৃষ্যো জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্ ।৩৮

যদস্ত্রং বেদ রামশ্চ তদপ্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্।
মহেষ্বাসমিমং রাজন্ রাজধর্ম্মার্থকোবিদম্।
ময়া দত্তং নিজং পুত্রং বীরং বীর গৃহান্নয় ।৩৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তা সা মহাভাগা তত্রৈবান্তরধীয়ত।
তয়ৈবং সমনুজ্ঞাতঃ পুত্রমাদায় শান্তনুঃ ।৪০

পূর্ব্বে শান্তনু পুত্রকে জন্মিবার সময় মাত্র দেখিয়াছিলেন, এখন তিনি ফিরে দেখিয়া তাহাকে পুত্র বলিয়া চিনিতে পারিলেন না।২৮

বালক পিতাকে দেখিয়া তাঁহাকে মায়ার দ্বারা মোহিত করিয়া শীঘ্র সেখান হইতে অন্তর্হিত হইল।২৯

সেই অদ্ভুত কর্ম দেখিয়া শান্তনু বালককে তাঁহারই পুত্র বলিয়া সন্দেহ করিয়া গঙ্গাদেবীকে বলিলেন—"আমার পুত্রকে দেখাও"।৩০

তখন গঙ্গা উত্তম রূপ ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে অলঙ্কৃত বালককে লইয়া তাঁহাকে দেখাইলেন।৩১

দিব্য আভরণে অলঙ্কৃতা নির্ম্মলবসনা গঙ্গাকে দেখিয়া শান্তনু পূর্ব্বদৃষ্টা হইলেও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না।৩২

গঙ্গা বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি আমারই গর্ভে বালককে উৎপাদন করিয়াছিলে, এ সেই তোমার অষ্টম পুত্র। সে এখন সর্ব্বাস্ত্রবিদ্গণের মধ্যে উত্তম হইয়াছে। তুমি ইহাকে গ্রহণ কর। আমি ইহাকে লইয়া গিয়া পালন করিয়াছি। হে পুরুষব্যাঘ্র! হে বিভো! তুমি ইহাকে গৃহে লইয়া যাও।৩৩-৩৪

এই পুত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে এবং সর্ব্বাস্ত্রপারদর্শী মহাধনুর্দ্ধর হইয়া যুদ্ধে দেবরাজতুল্য হইয়াছে।৩৫

এ দেবতা ও অসুর উভয়েরই সম্মত থাকে। এই পুত্র শুক্রাচার্য্যের সমস্ত শাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন করিয়াছে।৩৬

এইরূপ বৃহস্পতির সমস্ত শাস্ত্রও এ অধ্যয়ন করিয়াছে। হে মহারাজ! তোমার পুত্রে সাঙ্গোপাঙ্গ সমস্ত শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম যে অস্ত্রবিদ্যা জানেন, সে সমস্ত বিদ্যাই ইহাতে প্রতিষ্ঠিত। মহাধনুর্দ্ধর, রাজধর্ম ও

আজগাম [illegible] স্বপুরং প্রতি।
পৌরবস্তু পুরীং গত্বা পুরন্দরপুরোপমাম্(১) ॥৪১
সর্ব্বকামসমৃদ্ধার্থং মেনে আত্মানমাত্মনা।
পৌরবেষু ততঃ পুত্রং যৌবরাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥৪২
[illegible] মহাত্মানং পৌরাঞ্জানপদাংস্তথা।
পৌরবাঞ্ছান্তনবো পুত্রঃ (২) পিতরঞ্চ মহাযশাঃ ॥৪৩
রাষ্ট্রঞ্চ রঞ্জয়ামাস বৃত্তেন ভরতর্ষভ।
স তথা সহ পুত্রেণ রমমাণো মহীপতিঃ ॥৪৪
বর্ত্তয়ামাস বর্ষাণি চত্বার্য্যমিতবিক্রমঃ।
স কদাচিদ্ বনং যাতো যমুনামভিতো নদীম্ ॥৪৫
মহীপতিরনির্দ্দেশ্যমাজিঘ্রদ্ গন্ধমুত্তমম্।
তস্য প্রভবমন্বিচ্ছন্ বিচচার সমন্ততঃ ॥৪৬
স দদর্শ তদা কন্যাং দাশানাং দেবরূপিণীম্।
তামপৃচ্ছৎ স দৃষ্ট্বৈব কন্যামসিতলোচনাম্ ॥৪৭
কস্য ত্বমসি কা চাসি কিঞ্চ ভীরু চিকীর্ষসি।
সাব্রবীদ্ দাশকন্যাস্মি ধর্ম্মার্থং বাহয়ে তরীম্ ॥৪৮
পিতুর্নিয়োগাদ্ ভদ্রং তে দাশরাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
রূপমাধুর্য্যগন্ধৈস্তাং সংযুক্তাং দেবরূপিণীম্ ॥৪৯
সমীক্ষ্য রাজা দাশেয়ীং কাময়ামাস শান্তনুঃ।
স গত্বা পিতরং তস্যা বরয়ামাস তাং তদা ॥৫০
পর্য্যপৃচ্ছৎ ততস্তস্যাঃ পিতরং চাত্মকারণাৎ।
স চ তং প্রত্যুবাচেদং দাশরাজো মহীপতিম্ ॥৫১
জাতমাত্রৈব মে দেয়া বরায় বরবর্ণিনী।
হৃদি কামস্তু মে কশ্চিৎ তং নিবোধ জনেশ্বর ॥৫২
যদ্যেতাং ধর্ম্মপত্নীং ত্বং মত্তঃ প্রার্থয়সেঽনঘ।
সত্যবাগসি সত্যেন সময়ং কুরু মে ততঃ ॥৫৩
সময়েন প্রদদ্যাং তে কন্যামহমিমাং নৃপ।
ন হি মে ত্বৎসমঃ কশ্চিদ্ বরো জাতু ভবিষ্যতি ॥৫৪

অর্থশাস্ত্রে নিপুণ এবং নীতি ও যুদ্ধ ব্যাপারে বিশারদ; সে বীর। এই বীর পুত্রকে গৃহে লইয়া যাও।৩৯-৪০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া গঙ্গাদেবী সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। শান্তনু তখন পুত্রকে লইয়া আসিলেন এবং দীপ্যমান হইয়া পুরীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি পুত্রকে পাইয়া নিজেকে সর্ব্বকামসমৃদ্ধ বলিয়া মনে করিলেন। তখন তিনি পুরুবংশীয়গণের শ্রেষ্ঠ সর্ব্বগুণশালী পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। শান্তনুনন্দন দেবব্রত নিজ আচরণের দ্বারা পুরবাসিগণকে সন্তুষ্ট করিলেন। এইভাবে রাজা সেই পুত্রকে লইয়া আনন্দ করিতে করিতে চারি বৎসর কাটাইয়া দিলেন।

একদিন রাজা শান্তনু যমুনানদীর তীরে বনমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে অনির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে আগত উত্তম গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া উহা কোথা হইতে আসিতেছে—ইহা নির্ণয় করিবার জন্য চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন।৪৫-৪৬

অনন্তর তিনি দেখিলেন যে, একটী দাসকন্যার শরীর হইতে ঐ গন্ধ আসিতেছে। দেবতার ন্যায় রূপবতী অসিতনয়না সেই কন্যাকে দেখিয়াই রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কাহার কন্যা ও কে? হে ভীরু! তুমি এখানে কি করিতে চাহিতেছ?" উত্তরে সে বলিল,—"আমি দাসকন্যা, ধর্ম্মার্থে পিতার আদেশে আমি নৌকা বাহিয়া থাকি।" তাহার রূপ, মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য এবং সুগন্ধ দেখিয়া রাজা তাহাকে দেবীতুল্যা মনে করিয়া মনে মনে তাহাকে কামনা করতঃ তাহার পিতার নিকট গিয়া তাহাকে পাইবার প্রার্থনা করিলেন।৪৭-৫০

অনন্তর পিতার নিকট নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে দাসরাজ উত্তরে বলিল,—জন্মিবামাত্রই বরবর্ণিনী কন্যা সৎপাত্রেই দিবার বিষয়। কিন্তু যে

পাঠান্তর :— (১) —পুরন্দরপুরোপমাম্।
(২) পৌরবান্ শান্তনোঃ পুত্রঃ—।

শান্তনুরুবাচ।

শ্রুত্বা তব বরং দাশ ব্যবস্যেয়মহং ন বা।
দাতব্যং চেৎ প্রদাস্যামি ন ত্বদেয়ং কথঞ্চন ॥৫৫

দাশ উবাচ।

অস্যাং জায়েত যঃ পুত্রঃ স রাজা পৃথিবীপতে।
ত্বদূর্দ্ধমভিষেক্তব্যো নান্যঃ কশ্চন পার্থিব ॥৫৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

নাকাময়ত তং দাতুং বরং দাশায় শান্তনুঃ।
শরীরজেন তীব্রেণ দহ্যমানোঽপি ভারত ॥৫৭

স চিন্তয়ন্নেব তদা দাশকন্যাং মহীপতিঃ।
প্রত্যয়াদ্ধাস্তিনপুরং শোকোপহতচেতনঃ ॥৫৮

ততঃ কদাচিচ্ছোচন্তং শান্তনুং ধ্যানমাস্থিতম্।
পুত্রো দেবব্রতোঽভ্যেত্য পিতরং বাক্যমব্রবীৎ ॥৫৯

সর্ব্বতো ভবতঃ ক্ষেমং বিধেয়াঃ সর্ব্বপার্থিবাঃ।
তৎ কিমর্থমিহাভীক্ষ্ণং পরিশোচসি দুঃখিতঃ ॥৬০

ধ্যায়ন্নিব চ মাং রাজন্নাভিভাষসি কিঞ্চন।
ন চাশ্বেন বিনির্যাসি বিবর্ণো হরিণঃ কৃশঃ ॥৬১

ব্যাধিমিচ্ছামি তে জ্ঞাতুং প্রতিকুর্য্যাং হি তত্র বৈ।
এবমুক্তঃ স পুত্রেণ শান্তনুঃ প্রত্যভাষত ॥৬২

অসংশয়ং ধ্যানপরো যথা বৎস তথা শৃণু।
অপত্যং নস্ত্বমেবৈকঃ কুলে মহতি ভারত ॥৬৩

শস্ত্রনিত্যশ্চ সততং পৌরুষে পর্য্যবস্থিতঃ।
অনিত্যতাঞ্চ লোকানামনুশোচামি পুত্রক ॥৬৪

কথঞ্চিৎ তব গাঙ্গেয় বিপত্তৌ নাস্তি নঃ কুলম্।
অসংশয়ং ত্বমেবৈকঃ শতাদপি বরঃ সুতঃ ॥৬৫

ন চাপ্যহং বৃথা ভূয়ো দারান্ কর্ত্তুমিহোৎসহে।
সন্তানস্যাবিনাশায় (১) কাময়ে ভদ্রমস্তু তে ॥৬৬

রাজন্! আমার মনে কিছু কামনা আছে, তাহা আপনি শুনুন—"যদি ইহাকে আপনি ধর্ম্মপত্নী করিতে চান, তবে আমার একটি শর্ত্ত শুনুন। শর্ত্ত মানিলেই এই কন্যা আপনাকে দিতে পারি। নরনাথ, আপনার ন্যায় শ্রেষ্ঠ বর আমি কোথায় পাইব?৫১-৫৪

শান্তনু বলিলেন,—হে দাশ! তোমার অভিপ্রায় শুনিয়া তবে আমি নিশ্চয় করিব যে, আমি উহা দিতে পারিব কি না? অদেয় হইলে সে বর আমি কখনই দিতে পারিব না।৫৫

দাশ বলিল,—হে পৃথিবীপতে! ইহার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, আপনার পরে তাহাকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, অন্য কাহাকেও নহে।৫৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কামাগ্নি দ্বারা শরীর দগ্ধ হইতে থাকিলেও মহারাজ শান্তনু ঐ বর দিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি কামার্ত্ত হইয়া দাশকন্যাকে চিন্তা করিতে করিতেই হস্তিনাপুরে ফিরিলেন।৫৭-৫৮

তদনন্তর একদিন শান্তনু চিন্তাযুক্ত হইয়া শোক করিতেছেন, এমন সময় পুত্র দেবব্রত আসিয়া পিতাকে বলিলেন।৫৯

সর্ব্বদিকেই আপনার মঙ্গলজনক ব্যাপারই দেখিতে পাই। রাজগণ সকলেই আপনার বশীভূত। তবে কেন আপনি এইরূপ দুঃখিতভাবে শোক করিতেছেন?৬০

আপনি সর্ব্বদাই যেন চিন্তান্বিত থাকেন, আমার সহিত ভাল করিয়া কথা বলেন না, ঘোড়ায় চড়িয়া কোথাও বাহির হন না; আপনি অত্যন্ত বিবর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইয়াছেন।৬১

আপনার যে ব্যাধি হইয়াছে, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা আমি করিতে পারি। এই কথা শুনিয়া শান্তনু পুত্রকে বলিলেন—"হে বৎস! আমি যে

পাঠান্তর :— (১) সন্তানস্য বিচ্ছিত্তৌ—।

অনপত্যৈকপুত্রত্বমিত্যাহুর্ধর্মবাদিনঃ।
(চক্ষুরেকঞ্চ পুত্রশ্চ অস্তি নাস্তি চ ভারত।
চক্ষুর্নাশে তনোর্নাশঃ পুত্রনাশে কুলক্ষয়ঃ॥)
অগ্নিহোত্রং ত্রয়ীবিদ্যাসন্তানমপি চাক্ষয়ম্ ॥৬৭

সর্বাণ্যেতান্যপত্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।
এবমেতন্মনুষ্যেষু তচ্চ সর্বপ্রজাস্বিতি ॥৬৮

যদপত্যং মহাপ্রাজ্ঞ তত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ।
এষা ত্রয়ী পুরাণানাং দেবতানাঞ্চ শাশ্বতী ॥৬৯

(অপত্যং কর্ম বিদ্যা চ ত্রীণি জ্যোতীংষি ভারত।
ইতীদং কারণং তাত সর্বমাখ্যাতবানহম্॥)

চিন্তাক্রান্ত, ইহাতে সন্দেহ নাই। তবে যেজন্য চিন্তা করিতেছি, তাহা শুন। হে ভারত! আমার কুলে তুমিই একমাত্র সন্তান। তুমি অস্ত্রবিৎ এবং পৌরুষবান্—ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সংসারের অনিত্যতার কথা চিন্তা করিয়া পরিতাপ করিতেছি। হে গাঙ্গেয়! ইহা নিশ্চিত যে, তুমি শতপুত্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তথাপি তোমার যদি বিপত্তি (মৃত্যু) হয়, আমাদের বংশ লোপ পাইবে। আমি বৃথা পত্নী সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক নহি। কিন্তু বংশরক্ষার জন্য বিবাহ করিতে চাই। তোমার কল্যাণ হউক ॥৬২-৬৬

(এক চক্ষু ও এক পুত্র থাকা না থাকা সমান; কারণ চক্ষুটি নষ্ট হইলে শরীরটি নষ্ট হইল বুঝিতে হইবে, পুত্রনাশ হইলে তো কুলনাশই হইল)। সুতরাং একপুত্রতা ও অপুত্রকতা ধর্মবক্তারা একই কথা বলিয়াছেন। অগ্নিহোত্র ও ত্রয়ীবিদ্যা অক্ষয়সন্তানরূপ পুত্রের ষোড়শ ভাগের এক ভাগেরও সমান নয়। এইরূপ মনুষ্যের মধ্যে পুত্রের যেরূপ আদর আছে, সেরূপই সকল প্রাণী সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে ॥৬৭-৬৮

ত্বঞ্চ শূরঃ সদামর্ষী শস্ত্রনিত্যশ্চ ভারত।
নান্যত্র যুদ্ধাৎ তস্মাৎ তে নিধনং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥৭০

সোঽস্মি সংশয়মাপন্নস্ত্বয়ি শান্তে কথং ভবেৎ।
ইতি তে কারণং তাত দুঃখস্যোক্তমশেষতঃ ॥৭১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তৎ কারণং রাজ্ঞো জ্ঞাত্বা সর্বমশেষতঃ।
দেবব্রতো মহাবুদ্ধিঃ প্রযযাবনুচিন্তয়ন্ ॥৭২

অভ্যগচ্ছৎ তদৈবাশু বৃদ্ধামাত্যং পিতুর্হিতম্।
তমপৃচ্ছৎ তদাভ্যেত্য পিতুস্তচ্ছোককারণম্ ॥৭৩

তস্মৈ স কুরুমুখ্যায় যথাবৎ পরিপৃচ্ছতে।
বরং শশংস কন্যাং তামুদ্দিশ্য ভরতর্ষভ ॥৭৪

বেদজ্ঞ, পুরাণ ও দেবতাদের এ বিষয়ে দৃঢ় ঐকমত্য আছে যে,—পুত্রই প্রধান ॥৬৯

(হে ভরতনন্দন! অপত্য, কর্ম ও বিদ্যা—এই তিনটিকেই জ্যোতিঃ বলা হইয়াছে; হে তাত! তোমাকে আমার দুশ্চিন্তার কারণ সবই বলিলাম)। হে ভারত! তুমি বীর, অতএব সর্বদাই অপমান সহ্য কর না এবং তুমি সর্বদাই শস্ত্রধারী। যুদ্ধ ভিন্ন অন্যত্র তোমার মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই ॥৭০

সেইজন্য আমি সংশয়াপন্ন হইয়াছি যে, তোমার নাশে কি অবস্থা হইবে। আমার দুঃখের কারণ এই তোমাকে সবই বলিলাম ॥৭১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজার নিকট তাঁহার চিন্তার কারণ অবগত হইয়া মহাপ্রাজ্ঞ দেবব্রত বুদ্ধির দ্বারা চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥৭২

তখন তিনি পিতার হিতের জন্য বৃদ্ধ মন্ত্রীর নিকটে গিয়া পিতার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৭৩

কুরুপ্রধান দেবব্রত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে প্রধান মন্ত্রী বলিলেন,—রাজা একটি কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥৭৪

(দুঃখং তু বৃদ্ধাদপি শ্রুত্বা আমাত্যাদ্ বৈ পিতুঃ।
দৃষ্ট্বা তুরঙ্গসূতং চ উপযাতস্তথাত্মনা।
অপৃচ্ছত্ ততো রাজ্ঞো ভাবং বৈ পার্থিবঃ পিতুঃ॥

ভীষ্ম উবাচ।

কং নামার্থে পিতুর্দুঃখং পশ্যামি বদ সূত মে।
যদি জানাসি যদি বৈ কস্যাং ভাবো দৃশ্যতে তু॥
যথা বক্ষ্যসি মে সূত করিষ্যে ন সংশয়ঃ।

সূত উবাচ।

দাসকন্যা নরশ্রেষ্ঠ তত্র ভাবঃ পিতুর্গতঃ।
বৃদ্ধে ন বরয়েদেব তাং কন্যাং ভরতর্ষভ॥
যোহস্যাং পুত্রো ভবেদ্ গর্ভঃ স রাজা ত্বদনন্তরম্।
নাকাময়ত তং দাতুং পিতা তব বরং তদা॥
ন চাপি নিশ্চয়স্তস্য ন চ দদ্যাং তথা [illegible]।
এবং তে কথিতং বীর কুরুষ্ব যদনন্তরম্॥)
ততো দেবব্রতো বৃদ্ধৈঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ সহিতস্তদা।
অভিগম্য দাশরাজং কন্যাং বব্রে পিতুঃ স্বয়ম্॥৭৫
তং দাশঃ প্রতিজগ্রাহ বিধিবৎ প্রতিপূজ্য চ।
অব্রবীচ্চৈনমাসীনং রাজসংসদি ভারত॥৭৬

(দাশ উবাচ।

রাজ্যশুল্কা প্রদাতব্যা কন্যেয়ং যাচতাং বর।
অপত্যং যদ্ ভবেদস্যাং স রাজাস্তু পিতুঃ পরম্॥)
ত্বমেব নাথঃ পর্যাপ্তঃ শান্তনোঃ শস্ত্রভৃতাং বর।
পুত্রঃ পুত্রবতাং শ্রেষ্ঠঃ কিন্তু বক্ষ্যামি তে বচঃ॥৭৭
কো হি সম্বন্ধকং শ্লাঘ্যমীপ্সিতং যৌনমীদৃশম্।
অতিক্রামন্ ন তপ্যেত সাক্ষাদপি শতক্রতুঃ॥৭৮
অপত্যং চৈতদার্যস্য যো যুষ্মাকং সমো গুণৈঃ।
যস্য শুক্রাৎ সত্যবতী প্রসূতা বরবর্ণিনী॥৭৯
তেন মে বহুশস্তাত পিতা তে পরিকীর্তিতঃ।
অর্হঃ সত্যবতীং বোঢুং ধর্মজ্ঞঃ স নরাধিপঃ॥৮০
অর্থিতশ্চাপি রাজর্ষিঃ প্রত্যাখ্যাতঃ পুরা ময়া।
স চাপ্যাসীৎ সত্যবত্যা ভৃশমর্থী মহানৃষিঃ (১)॥৮১

(তখন দেবব্রত আবার সত্বর হইয়া পিতার সারথিকে আহ্বান করিলেন। সারথি তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তখন আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন মহাত্মা ভীষ্ম সারথিকে বলিলেন,—"হে সারথে! তুমি আমার পিতার সখাও বটে, সারথিও বটে। তুমি কি জান কোন কন্যার প্রতি পিতার অনুরাগ হইয়াছে? তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব।" সূত বলিল—"হে নরশ্রেষ্ঠ! দাসকন্যার উপর তোমার পিতার অনুরাগ হইয়াছে। পিতা তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে দাস শর্ত করিয়াছে,—যদি তাহার গর্ভজাত সন্তানকেই রাজা করা হয়, তবেই সে কন্যা দিতে পারে। কিন্তু তোমার পিতা তাহা স্বীকার করেন নাই। হে বীর! এই কথা তোমাকে বলিলাম। ইহার পর আপনার যাহা কর্তব্য, তাহাই করুন।)

অনন্তর দেবব্রত বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণের সঙ্গে লইয়া দাসরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া পিতার জন্য তাহার কন্যা প্রার্থনা করিলেন॥৭৫

দাস তাঁহাকে প্রতিগ্রহণ করত তাঁহার যথারীতি পূজা করিয়া সভায় রাজগণের সমক্ষে দেবব্রতকে বলিলেন॥৭৬

দাস বলিল,—(হে শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ রাজকুমার! রাজা শান্তনুর সঙ্গে বিবাহে এই কন্যা দিতে পারি। ইহার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে সেই রাজা হইবে।) হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনিই মহারাজ শান্তনুর প্রকৃত সহায় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্র, তথাপি আপনাকে কি আর বলিব॥৭৭

পাঠান্তর:—(১)
"অসিতো হ্যপি দেবর্ষিঃ প্রত্যাখ্যাতঃ পুরা ময়া।
সত্যবত্যা ভৃশং অর্থী স আসীদৃষিসত্তমঃ।"

কন্যাপিতৃত্বাৎ কিঞ্চিৎ তু বক্ষ্যামি যাং ব্রবীমি।
[illegible] কেবলম্ ।৩২
[illegible] সর্ব্বভাষুকা ব।
ন [illegible] কৌরব্য স্ত্রী [illegible] পাণ্ডব ।৩৩
[illegible] দেবো হি আহঃ [illegible] পাণ্ডব।
[illegible] যে [illegible] পাণ্ডব ।৩৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

[illegible] প্রত্যাখ্যাতঃ।
[illegible] ভূমিপালানাং [illegible] ।৩৫
ইদং যে [illegible] সনাতনঃ।
নৈব [illegible] ।৩৬

এবমেতৎ [illegible]।
[illegible] পুত্রঃ ন মে বাচা [illegible] ।৩৭
ইত্যুক্তঃ পুত্রবধূ [illegible] প্রজাপতে।
দ্বিতীয় [illegible] ।৩৮
[illegible]।
[illegible] ।৩৯
ইদং তু [illegible] কার্ত্তিকেন নিবোধ মে।
[illegible] ।৪০
[illegible]।
[illegible] ।৪১

কোন ব্যক্তি এইরূপ লাভ ও নিন্দিত বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করিয়া সন্তুষ্ট না হয়? সুতরাং ইঁহাও এইরূপ সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করিয়া সন্তুষ্ট হন ।২৮

আমার এই পুত্রী কৃষ্ণা: [illegible] আপনাদেরই ন্যায় [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে ।২৯

হে বৎস! তাহা উপস্থিত [illegible] আমার নিকটে আপনার পিতা [illegible] করিয়া বলিয়াছেন যে, ধার্ম্মিক ব্যক্তি মাত্রই সহধর্ম্মিণী বিবাহ করিবার যোগ্য ।৩০

মহর্ষি আমার নিকট প্রার্থনা করিলেও আমি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে [illegible]। হে রাজকুমার! কন্যার পিতা আমি, সুতরাং এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমি এখানে যেমন এই দোষই দেখিয়াছি, আপনাদের প্রতি [illegible] হইবে ।৩১-৩২

হে পাঞ্চাল! আপনি যাহার মত হইবেন, সে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম হউক, তাহার পক্ষে জীবিত থাকা [illegible] ।৩৩

হে মহাত্মন্! এইমাত্র লোকই এখানে আছে, অন্য কোন লোক নাই। হে পাঞ্চাল! আপনার কল্যাণ হউক, আমার কথা যা [illegible] এই কাজ ।৩৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভারত! ব্যাসদেব এই কথা শুনিয়া তৎপরে [illegible] সকল রাজ-জনের সমক্ষে [illegible] পাণ্ডবগণের জন্য বলিলেন—হে [illegible] পাঞ্চাল! এই আমার মত কথা শুনুন, এইরূপ [illegible] করিবার উপায় পূর্ব্বে কাহারও হয় নাই এবং পরে কাহারও হইবে না ।৩৫-৩৬

হে মহারাজ! তুমি যাহা বলিতেছ, আমি তাহাই স্বীকার করিয়া বলিতেছি যে "এই কন্যার [illegible] ভাল হইবে" ।৩৭

হে কুরুবংশ! এ কথা শুনিয়া রাজার [illegible]-পুত্রের [illegible] সম্মান করিতে ইচ্ছা করিয়া পুনরায় বলিল,—হে ধীমান্! আপনিই যথার্থ আজ্ঞা প্রভু। সুতরাং এ কন্যাদানেও আপনিই প্রভু ।৩৮-৩৯

হে কৌরব! এ বিষয়ে আমার আরও কিছু

মাদৃশা তত্ত্ববাদো সংশয়োঽত্র ন কশ্চন ।
তবাপত্যং ভবেদ্ যৎ তু তত্র নঃ সংশয়ো মহান্ ॥৯২

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তস্যৈতন্মতমাজ্ঞায় সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ ।
প্রত্যজানাৎ তদা রাজন্ পিতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥৯৩

গাঙ্গেয় উবাচ ।

দাসরাজ নিবোধেদং বচনং মে নৃপোত্তম ।
(শৃণ্বন্তু বান্ধবা দেবা ভূতান্যন্তরিক্ষাণি চ ।
যানি যানীহ ভূতানি সন্তি যক্ষা হি সংগতাঃ ।
ইদং বচনমেতেষাং সত্যেন মম নিশ্চয়ঃ ।)
শৃণ্বতাং ভূমিপালানাং যদ্ ব্রবীমি পিতুঃ কৃতে ॥৯৪
রাজ্যং তাবৎ পূর্ব্বমেব ময়া ত্যক্তং নরাধিপ ।
অপত্যহেতোরপি চ করোম্যেষ বিনিশ্চয়ম্ ॥৯৫
অদ্যপ্রভৃতি মে দাস ব্রহ্মচর্য্যং ভবিষ্যতি ।
অপুত্রস্যাপি মে লোকা ভবিষ্যন্ত্যক্ষয়া দিবি ॥৯৬
(ন হি জন্মপ্রভৃত্যুক্তং মম কিঞ্চিদিহানৃতম্ ।
যাবৎ প্রাণা ধ্রিয়ন্তে বৈ মম দেহং সমাশ্রিতাঃ ॥
তাবন্ন জনয়িষ্যামি পিত্রে কন্যাং প্রযচ্ছ মে ।
পরিত্যজাম্যহং রাজ্যং মৈথুনং চাপি সর্ব্বশঃ ॥
ঊর্দ্ধরেতা ভবিষ্যামি দাস সত্যং ব্রবীমি তে ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ ।
দদানীত্যেব তং দাসো ধর্ম্মাত্মা প্রত্যভাষত ॥৯৭
ততোঽন্তরীক্ষেঽপ্সরসো দেবাঃ সর্ষিগণাস্তদা ।
অভ্যবর্ষন্ত কুসুমৈর্ভীষ্মোঽয়মিতি চাব্রুবন্ ॥৯৮

সম্বন্ধ আছে, তাহা বলা আমার অবশ্যকর্ত্তব্য; হে সত্যব্রত! কুমারীর পিতা হিসাবে তাহার হিতের জন্য কহিয়া আমাকে ইহা বলিতে হইতেছে ।৯০

হে সত্যধর্ম্মপরায়ণ! আপনি সভাস্থিত সকল রাজগণের মধ্যে যে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাহা আপনার অনুরূপ কার্য্যই হইয়াছে ।৯১

হে মহাবীর! আপনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনার যে পুত্র হইবে, তাহার সম্বন্ধে আমার মহান্ সন্দেহ আছে ।৯২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! দাসরাজের এই কথা শুনিয়া সত্যধর্ম্মপরায়ণ দেবব্রত পিতার প্রিয় কার্য্য করিবার জন্য পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলেন ।৯৩

গাঙ্গেয় বলিলেন,—হে দাসরাজ! আমার প্রতিজ্ঞা তুমি পুনরায় মনোযোগ দিয়া শুন। (দেবগণ, অন্তরিক্ষ প্রাণী প্রভৃতি যাহারা আমার কথা শুনিবার যোগ্য, তাঁহারা সকলেই মধ্যস্থভাবে আমার কথা শুনুন, এখন কথা বলিবার জন্য আমার তুল্য দ্বিতীয় পুরুষ নাই)। আমি পিতার জন্য ভূমিপালগণের সমক্ষে সত্য করিয়া বলিতেছি ।৯৪

হে রাজগণ! আমি পূর্ব্বেই রাজ্যের পরিত্যাগ করিয়াছি—ইহা আপনারা শুনিয়াছেন, এখন সন্তানের জন্য যে নিশ্চয় করিতেছি, তাহাও শুনুন ।৯৫

হে দাসরাজ! আজ হইতে আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব। তাহাতে অপুত্র হইলেও আমার অক্ষয় লোকসমূহের প্রাপ্তি হইবে ।৯৬

(জন্ম হইতে আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই। যে পর্য্যন্ত দেহে আমার প্রাণ থাকিবে, সে পর্য্যন্ত আমি কোন পুত্র উৎপাদন করিব না। অতএব হে দাসরাজ! আমার পিতাকে তোমার কন্যা দান কর। আজ হইতে আমি রাজ্য ও মৈথুন উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধরেতা হইব—ইহা সত্য করিয়া তোমাকে বলিতেছি।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভীষ্মের সেই কথা শুনিয়া দাসরাজ আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া ধর্ম্মাত্মা দেবব্রতকে বলিল—"এই আমার কন্যাকে আমি দান করিলাম" ।৯৭

ততঃ স পিতুরর্থায় তামুবাচ যশস্বিনীম্।
অধিরোহ রথং মাতর্গচ্ছাবঃ স্বগৃহানিতি ॥৯৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু ভীষ্মস্তাং রথমারোপ্য ভাবিনীম্।
আগম্য হাস্তিনপুরং শান্তনোঃ সংন্যবেদয়ৎ ॥১০০
তস্য তদ্ দুষ্করং কর্ম্ম প্রশশংসুর্নরাধিপাঃ।
সমেতাশ্চ পৃথক্ চৈব ভীষ্মোঽয়মিতি চাব্রুবন্ ॥১০১

তদ্দৃষ্ট্বা দুষ্করং কর্ম্ম কৃতং ভীষ্মেণ শান্তনুঃ।
স্বচ্ছন্দমরণং তুষ্টো দদৌ তস্মৈ মহাত্মনে ॥১০২
ন তে মৃত্যুঃ প্রভবিতা যাবজ্জীবিতুমিচ্ছসি।
ত্বত্তো হ্যনুজ্ঞাং সম্প্রাপ্য মৃত্যুঃ প্রভবিতানঘ ॥১০৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি সত্যবতী-
লাভোপাখ্যানে শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০০

তখন অন্তরিক্ষে দেবতা, ঋষি ও অপ্সরাগণ দেবব্রতকে লক্ষ্য করিয়া "ইনি ভীষ্ম" এই কথা বলিয়া তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিলেন ॥৯৮

তখন ভীষ্মদেব পিতার নিমিত্ত সত্যবতীকে বলিলেন—"হে মাতঃ! তুমি রথে আরোহণ কর। আমরা গৃহে যাইব" ॥৯৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া ভীষ্মদেব সত্যবতীকে রথে তুলিয়া হস্তিনাপুরে আসিয়া পিতাকে অর্পণ করিলেন ॥১০০

দেবব্রতের সঙ্গী রাজগণ সমবেতভাবে এবং পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহার এই দুষ্কর প্রতিজ্ঞার জন্য প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং সকলেই দেবব্রতের তাহার 'ভীষ্ম' নামটি স্বীকার করিয়া লইলেন ॥১০১

মহারাজ শান্তনু তাঁহার এই দুষ্কর কর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়া বলিলেন।—"হে নিষ্পাপ! তুমি যতদিন বাঁচিতে ইচ্ছা করিবে, ততদিন মৃত্যু তোমার নিকটে আসিবে না, তোমার অনুমতি লইয়াই মৃত্যু তোমাকে আক্রমণ করিবে ॥১০২-১০৩

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা বৈয়াসিকীর আদিপর্ব্বের সম্ভবপর্ব্বে
সত্যবতীলাভ-উপাখ্যানবিষয়ক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[সত্যবতীগর্ভে চিত্রাঙ্গদ-বিচিত্রবীর্য্যয়োর্জন্ম, শান্তনু-চিত্রাঙ্গদয়োর্মৃত্যু,
বিচিত্রবীর্য্যস্য রাজ্যাভিষেকশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

(চেদিরাজসুতাং জ্ঞাত্বা দাশরাজেন বর্দ্ধিতাম্।
বিবাহং কারয়ামাস শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥)
ততো বিবাহে নির্বৃত্তে স রাজা শান্তনুর্নৃপঃ।
তাং কন্যাং রূপসম্পন্নাং স্বগৃহে সংন্যবেশয়ৎ ॥১

একাধিকশততম অধ্যায়।

[সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের জন্ম, শান্তনু ও চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু এবং বিচিত্রবীর্য্যের রাজ্যাভিষেক।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—(চেদিরাজ উপরিচর বসুর কন্যা দাশরাজকর্তৃক পালিতা হইয়াছে—ইহা জানিয়া রাজা শান্তনু শাস্ত্রবিধি অনুসারে সত্যবতীকে বিবাহ করিলেন)। বিবাহের পর রাজা শান্তনু সেই রূপবতী কন্যা সত্যবতীকে নিজ রাজপ্রাসাদে

ততঃ শান্তনবো ধীমান্ সত্যবত্যামজায়ত।
বীরশ্চিত্রাঙ্গদো নাম বীর্য্যবান্ পুরুষেশ্বরঃ ॥২

অথাপরং মহেষ্বাসং সত্যবত্যাং পুনঃ প্রভুঃ।
বিচিত্রবীর্য্যং রাজানং জনয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥৩

অপ্রাপ্তবতি তস্মিংশ্চ যৌবনং পুরুষর্ষভে।
স রাজা শান্তনুর্ধীমান্ কালধর্ম্মমুপেয়িবান্ ॥৪

স্বর্গতে শান্তনৌ ভীষ্মশ্চিত্রাঙ্গদমরিন্দমম্।
স্থাপয়ামাস বৈ রাজ্যে সত্যবত্যা মতে স্থিতঃ ॥৫

স তু চিত্রাঙ্গদঃ শৌর্য্যাৎ সর্ব্বাংশ্চিক্ষেপ পার্থিবান্।
মনুষ্যং ন হি মেনে স কঞ্চিৎ সদৃশমাত্মনঃ ॥৬

তং ক্ষিপন্তং সুরাংশ্চৈব মনুষ্যানসুরাংস্তথা।
গন্ধর্ব্বরাজো বলবাংস্তুল্যনামাভ্যয়াত্তদা ॥৭

(গন্ধর্ব উবাচ।
ত্বং বৈ সদৃশনামাসি যুদ্ধং দেহি নৃপাত্মজ।
নাম চান্যৎ প্রগৃহ্ণীষ্ব যদি যুদ্ধং ন দাস্যসি॥
ত্বয়াহং যুদ্ধমিচ্ছামি ত্বৎসকাশাৎ তু নামতঃ।
আগতোঽস্মি বৃথাভাষো ন গচ্ছেন্নামতো মম॥)

তেনাস্য সুমহদ্ যুদ্ধং কুরুক্ষেত্রে বভূব হ।
তয়োর্বলবতোস্তত্র গন্ধর্ব্বকুরুমুখ্যয়োঃ।
নদ্যাস্তীরে সরস্বত্যাঃ সমাস্তিস্রোঽভবদ্ রণঃ ॥৮

তস্মিন্ বিমর্দ্দে তুমুলে শস্ত্রবর্ষসমাকুলে।
মায়াধিকোঽবধীদ্ বীরং গন্ধর্ব্বঃ কুরুসত্তমম্ ॥৯

স হত্বা তু নরশ্রেষ্ঠং চিত্রাঙ্গদমরিন্দমম্।
অন্তায় কৃত্বা গন্ধর্ব্বো দিবমাচক্রমে ততঃ ॥১০

তস্মিন্ পুরুষশার্দ্দূলে নিহতে ভূরিতেজসি।
ভীষ্মঃ শান্তনবো রাজন্ প্রেতকার্য্যাণ্যকারয়ৎ ॥১১

রাখিলেন ॥১

অনন্তর শান্তনু হইতে সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ নামে বীর্য্যবান্ বুদ্ধিমান্ ও পুরুষশ্রেষ্ঠ এক বীর পুত্র উৎপন্ন হইল ॥২

আবার সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর অপর এক শক্তিশালী মহাধনুর্দ্ধর পুত্র উৎপন্ন হইল, তাহার নাম বিচিত্রবীর্য্য ॥৩

বিচিত্রবীর্য্য যৌবন প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ধীমান্ শান্তনু মরণ লাভ করিলেন ॥৪

শান্তনু স্বর্গগমন করিলে ভীষ্মদেব শত্রুদমন চিত্রাঙ্গদকে সত্যবতীর মতানুসারে সিংহাসনে বসাইলেন ॥৫

চিত্রাঙ্গদ শৌর্য্যে সমস্ত রাজগণকে পরাভূত করিলেন। তিনি কোন মনুষ্যকে নিজের সদৃশ মনে করিতেন না ॥৬

তিনি শুধু মনুষ্যকে নয়, দেবতা ও অসুরগণকেও গ্রাহ্য করিতেন না। তাহাতে অমর্ষিত হইয়া তাঁহার সমাননামধারী গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রাঙ্গদ তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৭

(গন্ধর্ব্ব বলিলেন—হে রাজন্! তুমি আমার সমাননামধারী। আমার সহিত যুদ্ধ কর; আর যদি যুদ্ধ করিতে সক্ষম না হও, তবে তোমার নাম বদলাও। আমার সমান নাম থাকাতেই আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহি। আমার নাম দ্বারা যে বৃথা গর্ব্ব করে, সে আমার সম্মুখ হইতে কুশলে ফিরিতে পারিবে না।)

তখন সেই গন্ধর্ব্বের সহিত চিত্রাঙ্গদের কুরুক্ষেত্রে ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। উভয়েই বলবান্ ছিলেন। সরস্বতীনদীর তীরে উভয়ের মধ্যে তিন বৎসর ব্যাপিয়া তুমুল যুদ্ধ হইল ॥৮

উভয়ের অস্ত্রবৃষ্টিতে পরিপূর্ণ তুমুলযুদ্ধে গন্ধর্ব্ব মায়ায় অধিক ছিলেন। তিনি মায়াযুক্ত হইয়া কুরুশ্রেষ্ঠকে বধ করিলেন ॥৯

গন্ধর্ব্ব শত্রুদমন বীর চিত্রাঙ্গদকে বধ করিয়া

বিচিত্রবীর্য্যঞ্চ তদা বালমপ্রাপ্তযৌবনম্।
কুরুরাজ্যে মহাবাহুরভ্যষিঞ্চদনন্তরম্ ॥১২

বিচিত্রবীর্য্যস্তু তদা ভীষ্মস্য বচনে স্থিতঃ।
অন্বশাসন্মহারাজ পিতৃপৈতামহং পদম্ ॥১৩

স ধর্ম্মশাস্ত্রকুশলং ভীষ্মং শান্তনবং নৃপঃ।
পূজয়ামাস ধর্ম্মেণ স চৈনং প্রত্যপালয়ৎ ॥১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি চিত্রাঙ্গদোপাখ্যানে একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০১

[illegible] বর্ষ চলিয়া গেলেন ॥১০

হে রাজন্! [illegible] সেই গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক চিত্রাঙ্গদ নিহত হইলে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তাঁহার প্রেতকার্য্য করাইলেন ॥১১

অনন্তর ভীষ্ম বালক হইলেও বিচিত্রবীর্য্যকেই কুরুরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥১২

বিচিত্রবীর্য্য তখন ভীষ্মের আজ্ঞাধীন থাকিয়া পিতৃপুরুষের রাজ্যে শাসন করিতে লাগিলেন ॥১৩

তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রকুশল ভীষ্মদেবকে যেমন অর্চ্চনা করিতেন, ভীষ্মদেবও তাঁহাকে তেমনই পালন করিতেন ॥১৪

শ্রীমহর্ষি-বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে চিত্রাঙ্গদ-উপাখ্যানবিষয়ক একাধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[বাহুবলবত্তয়া ভীষ্মেণ কাশীরাজ-কন্যানাং হরণম্, যুদ্ধে নৃপতিভিঃ সহ শাল্বস্য পরাজয়ঃ, অম্বিকাম্বালিকাভ্যাং সহ বিচিত্রবীর্য্যস্য বিবাহঃ, তস্য মৃত্যুশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
হতে চিত্রাঙ্গদে ভীষ্মো বালে ভ্রাতরি কৌরব।
পালয়ামাস তদ্ রাজ্যং সত্যবত্যা মতে স্থিতঃ ॥১
সম্প্রাপ্তযৌবনং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং ধীমতাং বরঃ।
ভীষ্মো বিচিত্রবীর্য্যস্য বিবাহায়াকরোন্মতিম্ ॥২

অথ কাশিপতের্ভীষ্মঃ কন্যাস্তিস্রোঽপ্সরোপমাঃ।
শুশ্রাব সহিতা রাজন্ বৃণানা বৈ স্বয়ম্বরম্ ॥৩

ততঃ স রথিনাং শ্রেষ্ঠো রথেনৈকেন শত্রুজিৎ।
জগামানুমতে মাতুঃ পুরীং বারাণসীং প্রতি ॥৪

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

[ভীষ্মকর্ত্তৃক বাহুবলে সভায় কাশীরাজ কন্যাত্রয়ের হরণ, যুদ্ধে সকল রাজার সহিত শাল্বের পরাজয়, অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ ও তাহার মৃত্যু।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে কৌরব! চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর বিচিত্রবীর্য্য বালক থাকায় সত্যবতীর ইচ্ছানুসারে ভীষ্মদেবই রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন ॥১

যৌবন প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া বুদ্ধিমচ্ছ্রেষ্ঠ ভীষ্ম বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিবার ইচ্ছা করিলেন ॥২

অনন্তর শুনিতে পাইলেন ভীষ্ম কাশিরাজের অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী তিন কন্যা একত্র সভায় স্বয়ম্বরবিধি অনুসারে পতিকে বরণ করিবেন ॥৩

তত্র রাজ্ঞঃ সমুদিতান্ সর্ব্বতঃ সমুপাগতান্ ।
দদর্শ কন্যাস্তাশ্চৈব ভীষ্মঃ শান্তনুনন্দনঃ ॥৫
কীর্ত্ত্যমানেষু রাজ্ঞাং তু তদা নামসু সর্ব্বশঃ ।
একাকিনং তদা ভীষ্মং বৃদ্ধং শান্তনুনন্দনম্ ॥৬
সোদ্বেগা ইব তং দৃষ্ট্বা কন্যাঃ পরমশোভনাঃ ।
অপাক্রামন্ত তাঃ সর্ব্বা বৃদ্ধ ইত্যেব চিন্তয়া ॥৭
বৃদ্ধঃ পরমধর্ম্মাত্মা বলীপলিতধারণঃ ।
কিং কারণমিহায়াতো নির্লজ্জো ভরতর্ষভঃ ॥৮
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞো লোকেষু কিং বদিষ্যতি ভারত ।
ব্রহ্মচারীতি ভীষ্মো হি বৃথৈব প্রথিতো ভুবি ॥৯
ইত্যেবং প্রব্রুবন্তস্তে হসন্তি স্ম নৃপাধমাঃ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ক্ষত্রিয়াণাং বচঃ শ্রুত্বা ভীষ্মশ্চুক্রোধ ভারত ॥১০
ভীষ্মস্তদা স্বয়ং কন্যা বরয়ামাস তাঃ প্রভুঃ ।
উবাচ চ মহীপালান্ রাজন্ জলদনিস্বনঃ ॥১১
রথমারোপ্য তাঃ কন্যা ভীষ্মঃ প্রহরতাং বরঃ ।
আহূয় দানং কন্যানাং গুণবদ্ভ্যঃ স্মৃতং বুধৈঃ ॥১২
অলঙ্কৃত্য যথাশক্তি প্রদায় চ ধনান্যপি ।
প্রযচ্ছন্ত্যপরে কন্যাং মিথুনেন গবামপি ॥১৩
বিত্তেন কথিতেনান্যে বলেনান্যেঽনুমান্য চ ।
প্রমত্তামুপযান্ত্যন্যে স্বয়মন্যে চ বিন্দতে ॥১৪
আর্ষং বিধিং পুরস্কৃত্য দারান্ বিন্দন্তি চাপরে ।
অষ্টমং তমথো বিত্ত বিবাহং কবিভিঃ স্মৃতম্ ॥১৫
স্বয়ংবরং তু রাজন্যাঃ প্রশংসন্ত্যুপযান্তি চ ।
প্রমথ্য তু হৃতামাহুর্জ্যায়সীং ধর্ম্মবাদিনঃ ॥১৬

তখন রথিশ্রেষ্ঠ বর্ম্মধারী ভীষ্ম একটি রথে আরোহণ করিয়া মাতার অনুমতি লইয়া বারাণসীতে গেলেন ॥৪

শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সেখানে সমাগত রাজগণকে ও কন্যা তিনটিকে দেখিলেন ॥৫

কন্যাগণের নিকট রাজগণের নাম কীর্ত্তন করা হইলে পরমসুন্দরী কন্যারা ভীষ্মকে একাকী ও বৃদ্ধ দেখিয়া বৃদ্ধ জ্ঞানে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সেখান হইতে অপসৃতা হইলেন ॥৬-৭

"ভীষ্ম পরমধার্ম্মিক হইলেও বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার শরীরের মাংস শিথিল ও কেশ পক্ক হইয়া গিয়াছে। তিনি নির্লজ্জের ন্যায় এখানে কেন আসিয়াছেন? তাঁহার প্রতিজ্ঞা মিথ্যাই হইয়াছে। হে ভারত! তিনি লোকের নিকট কি বলিবেন? এবং বৃথা ব্রহ্মচারীরূপে তাঁহার জগতে খ্যাতি হইয়াছে।"—এইরূপ কথা বলিতে বলিতে অধম রাজগণ হাসিতে লাগিলেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে ভারত! ক্ষত্রিয়গণের কথা শুনিয়া ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন তিনি স্বয়ং কন্যাগণকে বরণ করিলেন এবং রথে আরোহণ করাইয়া রাজগণকে মেঘগম্ভীর স্বরে বলিলেন—"বরকে আহ্বান করিয়া কন্যাকে যথাশক্তি অলঙ্কৃত করিয়া ধনাদির সহিত যিনি দান করেন, তাহার এই মতে বিবাহ বিধিই উত্তম। কেহ কেহ গাভী ও বৃষভের সহিত বরকে কন্যাদান করেন,—ইহা আর্ষ বিবাহ ॥৮-১৩

কেহ অর্থ দিয়া কন্যাদান করেন—ইহা আসুর বিবাহ। কেহ বলপূর্ব্বক কন্যাকে গ্রহণ করেন—ইহা রাক্ষস বিবাহ। কেহ বর ও কন্যার অনুমতি অনুসারে বিবাহ দেন—ইহা গান্ধর্ব বিবাহ। কেহ প্রমত্তা কন্যাকে গ্রহণ করে—ইহা পৈশাচ বিবাহ। কেহ 'উভয়ে মিলিত হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন কর' —এই বলিয়া উভয়ের বিবাহ দেন—ইহা প্রাজাপত্য বিবাহ ॥১৪

অপরে আর্ষবিধিকে অবলম্বন করিয়া কন্যার বিবাহ দেন। এই আট প্রকার বিবাহবিধি শাস্ত্র ও লোকপ্রসিদ্ধ আছে ॥১৫

রাজপুত্রগণ স্বয়ংবরের প্রশংসা করেন। কিন্তু

যথা হৈমা পৃথিবীপালা কিরীটিনি বলাদিব ।
যে বয়ং ন শক্যা বিজয়ায়েতি বা ॥১৭
দ্বিজোত্তমং পৃথিবীপালা দ্রুপদং কুরুনন্দনাঃ ।
এবমুক্ত্বা মহীপালান্ কর্ণাদীন্ বীর্যবান্ ॥১৮
[illegible] বচনং ন কৌরব্যো বন্দ্যাবোধ্য চ বাম্ ।
আদায় চ ন বাম্ প্রাসাদোরঃ কৃতাঃ প্রবৃত্ত জম্মঃ ॥১৯
ততস্তে পার্থিবাঃ সর্বে প্রদ্যোতনসমপ্রভাঃ ।
অভ্যদ্রবন্ দ্বিজান্ হন্তুং [illegible] ॥২০
জ্যোতাবনাদ্যাত [illegible] বিদ্রুতাঃ ।
আয়ুধানি সর্বাণি সমুদ্যতানি [illegible] ॥২১
তানাপতিত সম্পারো [illegible] ।
দ্রুপদোপি সর্বেশাং [illegible] ॥২২
সর্বৈর্বিদ্ধ [illegible] প্রভাবৈর্বিদ্রুতাঃ ।
[illegible] ॥২৩

দৃষ্ট্বা পাণ্ডবাং কর্ণাদীন্ পার্থস্বেণযুদ্ধিতাম্ ।
ব্যাসাহ্বায় যে বীরাঃ সর্বশস্ত্রাভিভিতাঃ ॥২৪
ব্রাহ্মণাশ্চ কৌরব্যমুখ্যমনুযুতা ।
ততঃ সমাসন্ দৃষ্ট্বা দ্রোণঃ তত্র চ তথা ।
একস্ত চ বাহুনা দৃষ্টা লোমহর্ষণম্ ॥২৫
যে বিদ্যুৎ বন মহাপ্রাংশুর্বীর্যান্ দ্রুপদাধিকম্ ।
মধ্যারোহৈন্তব ভাসাত ভীমঃ সর্বারথাখারা ॥২৬
অভিসম্প্রবর্ত্য বরো লোমহর্ষণা ।
ততস্তে পার্থিবাঃ সর্বে সর্বতঃ পরিবার্য তম্ ॥২৭
মনুষ্য পারবর্তন সর্বশেষাস্থিতম্বৃতাঃ ।
ন তু শক্যতে সর্বে পরিত্রাতা সর্বশঃ ॥২৮
ততঃ সর্বান্ মহীপালান্ পার্থ দিব্যাং বিনির্জিতা ।
এতৈকেন তদা ভীমঃ বাক্যম্ বিব্যাধ পাণ্ডবঃ ॥২৯

বাহিরকম মধ্যে যে সকল মহান বেরাস্ত্র নরপতিগণকে পরাস্ত করিয়া কন্যাটি লইয়া যাইবে প্রধানগণ ॥১৬

"হে রাজগণ! আমি রাজপুত্রকে ঠেলিয়া বধ করিতেছি। আপনারা বিপ্র ও পাঞ্চালের জন্য যত্ন করুন। হে নরপতিগণ! আমি দ্রুপদ রাজকন্যাকে হরণ করিয়া আছি।" এই কথা বলিয়া ও কর্ণাদিকে বলিয়া বীর্যবান্ ভীম সকল রাজাকে বধ উদ্যত হইলেন এবং সকলকে দূরার্থ আক্রমণ করিয়া কন্যাটিকে দ্রোণ দিয়া প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন ॥১৭-১৯

তখন রাজগণ তাঁহার এই গর্বিতের মত কহিতে না পারিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিক আক্রমণ ও বীর সকলকে বধিতে বধিতে উঠিয়া পড়িলেন ॥২০

তাঁহারা যখন আক্রমণপূর্বে পরিক্রমাপূর্বক নগরমধ্যে পরিধান করিতেছিলেন, তখন সেখানে আর্তকোলাহল পড়িয়া গেল ॥২১

আক্রমণ ত্যাগ করিয়া সেই পরিধান করিবার সময় আবাস হইতে বিদ্রুত রাজগণের ন্যায় দ্রুপদকে সাক্ষাৎ দণ্ডধারী যমের মত অবলোকন করিয়া তাঁহারা ভয়বিহ্বল এবং মহা আতঙ্কিত হইল। তাঁহারা উদয় হইতে সকলপ্রকার অস্ত্রসমূহে আরোহণপূর্বক সর্বত্রে ঘূর্ণিত হইয়া তখন মুহূর্তেই তাঁহার সম্মুখে আগমন করিলেন। তখন একাকী তাঁহার প্রতি আমরা রাজগণের কুতূহল দূর আছে হইল ॥২২-২৫

তাঁহারা সকলে মিলিয়া দ্রুপদ রাজার উপর বাণ নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু সেই বাণগুলি নিকটে আসিবার পূর্বেই ভীম বাণবর্ষণে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। তখন রাজপুত্রগণ তাঁহাকে দেখিয়া যেন যেমন পর্বতের উপর মেঘ বর্ষণ করে, তেমনই তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভীম তখন বাণবর্ষণে ঐ সমস্ত বাণ নিবারণ করিয়া একেবারে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! তাঁহারাও ভীমকে একেবারে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥২৬-২৯

স চ তাম্ প্রতিবিব্যাধ [illegible](১)।
[illegible] ।৩০
[illegible]।
[illegible] চ [illegible] চ ।৩১
[illegible]।
[illegible] (২) ।৩২
[illegible]।
[illegible] (৩) ।৩৩
[illegible]।
[illegible] ।৩৪
[illegible] ভীমঃ [illegible]।
[illegible] ।৩৫
[illegible]।
[illegible] ন [illegible] ।৩৬
[illegible]।
ততঃ [illegible] ভীমঃ [illegible] ।৩৭
[illegible]।
[illegible] ।৩৮
[illegible]।
[illegible] ।৩৯
[illegible]।
প্রেক্ষকাঃ সমপদ্যন্ত ভীমশল্যসমাগমে ।৪০
তৌ বৃষাবিব নর্দন্তৌ বলিনৌ বাসিতান্তরে।
[illegible] বলবিক্রমশালিনৌ ।৪১
ততো ভীমঃ [illegible]।
[illegible] ।৪২
[illegible] দৃষ্ট্বা ভীমঃ [illegible]।
বিস্মিতাঃ [illegible] সাধু সাধ্বিতি চুক্রুশুঃ ।৪৩

তখন [illegible] করিয়া [illegible] পুনরায় [illegible] বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন [illegible] বাণ [illegible] করিতে লাগিল। সকল রাজার চোখের সামনেই [illegible] ও [illegible] বাণ, [illegible] ও [illegible] যেমন [illegible] লাগিলেন। [illegible] সকল [illegible] করিয়া তিনি যে [illegible] ও [illegible] ([illegible]) প্রদর্শন করিলেন, তাহা [illegible] প্রশংসা অর্জন করিল। এইরূপে [illegible] তিনি সকল রাজাকে পরাজিত করিয়া [illegible] করিতে লাগিলেন। তখন [illegible] হইতে মহাবলী [illegible] ভীমসেনের [illegible] করিলেন; যেন এক হস্তী [illegible] আক্রমণ করিতে যাইতেছে, অথবা যেন হস্তিনীর পশ্চাতে এক হস্তী ধাবিত হইতেছে। [illegible] করিবার [illegible] তখন। তাই তাহা [illegible] ভীমকে নিরস্ত হইতে বলিলেন "দাঁড়াও! দাঁড়াও!" [illegible] সহ্য করিতে না পারিয়া তখনই [illegible] করিয়া [illegible] ও [illegible] করিয়া [illegible] হইলেন ।৩০-৩৮

মহাবীর ভীম [illegible] অবলম্বন পূর্ব্বক [illegible] ও [illegible] হইয়া [illegible] অভিমুখে [illegible] গিয়াছিলেন ।৩৯

তাঁহাকে [illegible] দেখিয়া [illegible] সকল রাজা কোন পক্ষ না লইয়া কেবল প্রেক্ষকের ন্যায় ভীম ও শল্যের যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন ।৪০

উভয়েই বল ও বিক্রমশালী ছিলেন; সুতরাং একটী [illegible] দুইটী বলবান্ বৃষ যেমন গর্জ্জন করিতে করিতে পরস্পরের অভিমুখীন হয়, সেইরূপ

পাঠান্তর — (১) —[illegible]।
(২) [illegible]।
(৩) [illegible]।

লাঘবং তস্য তে দৃষ্ট্বা সমরে সর্বপার্থিবাঃ।
অপূজয়ন্ত সংহৃষ্টা বাগ্ভিঃ শাল্বং নরাধিপম্ ॥৪৪
ক্ষত্রিয়াণাং ততো বাচঃ শ্রুত্বা পরপুরঞ্জয়ঃ।
ক্রুদ্ধঃ শান্তনবো ভীষ্মস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেত্যভাষত ॥৪৫
সারথিং চাব্রবীৎ ক্রুদ্ধো যাহি যত্রৈষ পার্থিবঃ।
যাবদেনং নিহন্ম্যদ্য ভুজঙ্গমিব পক্ষিরাট্ ॥৪৬
ততোঽস্ত্রং বারুণং সম্যগ্ যোজয়ামাস কৌরবঃ।
তেনাশ্বাংশ্চতুরোঽমৃদ্নাচ্ছাল্বরাজ্ঞো নৃপোত্তম ॥৪৭
অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য শাল্বরাজস্য কৌরবঃ।
ভীষ্মো নৃপতিশার্দূল জঘান তস্য সারথিম্ ॥৪৮
অস্ত্রেণ চাস্যৈন্দ্রেণ ন্যবধীৎ তুরগোত্তমান্।
কন্যাহেতোর্নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মঃ শান্তনবস্তদা ॥৪৯
জিত্বা বিসর্জয়ামাস জীবন্তং নৃপসত্তমম্।
ততঃ শাল্বঃ স্বনগরং প্রযযৌ ভরতর্ষভ ॥৫০
স্বরাজ্যমন্বশাচ্চৈব ধর্মেণ নৃপতিস্তদা।
রাজানো যে চ তত্রাসন্ স্বয়ংবরদিদৃক্ষবঃ ॥৫১
স্বান্যেব তেঽপি রাষ্ট্রাণি জগ্মুঃ পরপুরঞ্জয়।
এবং বিজিত্য তাঃ কন্যা ভীষ্মঃ প্রহরতাং বরঃ ॥৫২
প্রযযৌ হাস্তিনপুরং যত্র রাজা স কৌরবঃ।
বিচিত্রবীর্যো ধর্মাত্মা প্রশাস্তি বসুধামিমাম্ ॥৫৩
যথা পিতাস্য কৌরব্যঃ শান্তনুর্নৃপসত্তমঃ।
সোঽচিরেণৈব কালেন অত্যক্রামন্নরাধিপ ॥৫৪
বনানি সরিতশ্চৈব শৈলাংশ্চ বিবিধদ্রুমান্।
অক্ষতঃ ক্ষপয়িত্বারীন্ সংখ্যেঽসংখ্যেয়বিক্রমঃ ॥৫৫

ভীষ্ম ও শাল্ব [illegible] করিতে করিতে [illegible] অতিদুঃখিত হইলেন ।৪১

তখন শাল্বরাজ শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে শরজাল বর্ষণ করত আচ্ছাদিত করিলেন ।৪২

শাল্ব সত্বর প্রহার [illegible] হইতে দেখিয়া অন্যান্য রাজগণ বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন ।৪৩

তাঁহার সেই ক্ষিপ্রতা দর্শনে সকল রাজা হৃষ্ট হইয়া [illegible] শাল্বকে বাক্য দ্বারা প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন শত্রুনগরজয়ী শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ক্ষত্রিয়গণের কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া শাল্বকে বলিলেন, "তুমি একটু দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও" ।৪৪-৪৫

ক্রুদ্ধ হইয়া সারথিকে বলিলেন,—"এই রাজার অভিমুখে রথ লইয়া চল; পক্ষিরাজ গরুড় সর্প যেমন বধ করে, তেমনই আমি ইহাকে যতক্ষণ না বধ করিতেছি, ততক্ষণ ইহার অভিমুখে রথ রাখ ।৪৬

তদনন্তর কুরুবংশীয় ভীষ্ম বারুণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার রথের অশ্বচতুষ্টয়কে মর্দিত করিয়া ফেলিলেন ।৪৭

হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! কুরুনন্দন ভীষ্ম নিজ অস্ত্রসমূহ দ্বারা শাল্বরাজের সমস্ত অস্ত্র নিবারণ করত তাঁহার সারথিকে বধ করিলেন ।৪৮

তৎপর ঐন্দ্র অস্ত্র নিক্ষেপ করত তাহার ঘোটক সব বধ করিলেন। কন্যার জন্য তাঁহার প্রাণবধ করা সমীচীন মনে না করিয়া তাঁহাকে জীবিত পরিত্যাগ করিলেন। শাল্বরাজ পরাজিত হইয়া নিজনগরে ফিরিয়া গেলেন এবং ধর্মানুসারে স্বরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। স্বয়ংবর দেখিতে আগত অন্যান্য রাজগণও বিমুখ হইয়া নিজ নিজ পুরীতে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে সকল রাজাকে পরাজিত করিয়া সেই হস্তিনাপুরে গেলেন, যেখানে রাজা বিচিত্রবীর্য পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন ।৪৯—৫৩

হে রাজন্ ! মহারাজ শান্তনু যেমন পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন, ভীষ্ম অচিরকালের মধ্যে তাহাদের অতিক্রম করিলেন। তিনি শত্রুগণকে যুদ্ধে পরাজিত এবং বন, নদী, শৈল ও বিবিধ বৃক্ষে পরিপূর্ণ সমস্ত পৃথিবীকে বশীভূত করিলেন ।৫৪-৫৫

আনয়ামাস কাশ্যস্য সুতাঃ সাগরগাসুতঃ ।
স্নুষা ইব স ধর্ম্মাত্মা ভগিনীরিব চানুজাঃ ॥৫৬

যথা দুহিতরশ্চৈব পরিগৃহ্য যযৌ কুরূন্ ।
আনিন্যে স মহাবাহুর্ভ্রাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥৫৭

তাঃ সর্ব্বগুণসম্পন্না ভ্রাতা ভ্রাত্রে যবীয়সে ।
ভীষ্মো বিচিত্রবীর্য্যায় প্রদদৌ বিক্রমাহৃতাঃ ॥৫৮

এবং ধর্ম্মেণ ধর্ম্মজ্ঞঃ কৃত্বা কর্ম্মাতিমানুষম্ ।
ভ্রাতুর্ব্বিচিত্রবীর্য্যস্য বিবাহায়োপচক্রমে ॥৫৯

সত্যবত্যা সহ মিথঃ কৃত্বা নিশ্চয়মাত্মবান্ ।
বিবাহং কারয়িষ্যন্তং ভীষ্মং কাশিপতেঃ সুতা ।
জ্যেষ্ঠা তাসামিদং বাক্যমব্রবীদ্ধসতী তদা ॥৬০

ময়া সৌভপতিঃ পূর্ব্বং মনসা হি বৃতঃ পতিঃ ।
তেন চাস্মি বৃতা পূর্ব্বমেষ কামশ্চ মে পিতুঃ ॥৬১

ময়া বরয়িতব্যোঽভূচ্ছাল্বস্তস্মিন্ স্বয়ংবরে ।
এতদ্ বিজ্ঞায় ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মতত্ত্বং সমাচর ॥৬২

এবমুক্তস্তয়া ভীষ্মঃ কন্যয়া বিপ্রসংসদি ।
চিন্তামভ্যগমদ্ বীরো যুক্তাং তস্যৈব কর্ম্মণঃ ॥৬৩

বিনিশ্চিত্য স ধর্ম্মজ্ঞো ব্রাহ্মণৈর্ব্বেদপারগৈঃ ।
অনুজজ্ঞে তদা জ্যেষ্ঠামম্বাং কাশিপতেঃ সুতাম্ ॥৬৪

অম্বিকাম্বালিকে ভার্য্যে প্রাদাদ্ ভ্রাত্রে যবীয়সে ।
ভীষ্মো বিচিত্রবীর্য্যায় বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥৬৫

তয়োঃ পাণী গৃহীত্বা তু রূপযৌবনদর্পিতঃ ।
বিচিত্রবীর্য্যো ধর্ম্মাত্মা কামাত্মা সমপদ্যত ॥৬৬

তে চাপি বৃহতী শ্যামে নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজে ।
রক্ততুঙ্গনখোপেতে পীনশ্রোণিপয়োধরে ॥৬৭

আত্মনঃ প্রতিরূপোঽসৌ লব্ধঃ পতিরিতি স্থিতে ।
বিচিত্রবীর্য্যং কল্যাণং পূজয়ামাসতুঃ শুভে ॥৬৮

স চাশ্বিরূপসদৃশো দেবসত্ত্বপরাক্রমঃ ।
সর্ব্বাসামেব নারীণাং চিত্তপ্রমথনোঽভবৎ ॥৬৯

সেই ধর্ম্মাত্মা মহাবাহু গঙ্গানন্দন ভ্রাতার প্রিয় করিবার মানসে কাশীরাজের কন্যাগণকে পুত্রবধূ, কন্যা ও ভগিনীর ন্যায় কুরুদেশে আনিলেন ॥৫৬-৫৭

সেই সর্ব্বগুণসম্পন্না কন্যা তিনটি বিক্রমের দ্বারা আহরণ করত তিনি ছোট ভাই বিচিত্রবীর্য্যকে দিলেন ॥৫৮

এইরূপ অতিমানুষ কর্ম্ম সম্পাদন করত সত্যবতীর সহিত পরস্পর পরামর্শ করিয়া তাহাদের সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা সতীস্বভাবা মহাভাগিনী কন্যা কাঁদিতে কাঁদিতে বিবাহসময়ে উদ্যুক্ত ভীষ্মকে বলিলেন,—"আমি সৌভপতি শাল্বকে পূর্ব্বেই মনে মনে বরণ করিয়াছি, আমার পিতার ইহাতে সম্মতি ছিল। আমি এই স্বয়ম্বরে তাঁহাকেই বরণ করিতাম। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি ইহা বুঝিয়া ধর্ম্মানুসারে আচরণ করুন" ॥৬০-৬২

ব্রাহ্মণসভার মধ্যে সেই কন্যা এই কথা বলিলে বীরবর ভীষ্মদেব তাহার উচিত চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥৬৩

বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ ভীষ্ম কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বাকে শাল্বের নিকট যাইতে অনুমতি দিলেন ॥৬৪

অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিধিপূর্ব্বক কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিলেন ॥৬৫

তাহাদের উভয়ের পাণিগ্রহণ করত রূপ ও যৌবনে দর্পিত বিচিত্রবীর্য্য ধর্ম্মাত্মা হইয়াও কামাত্মা হইলেন ॥৬৬

সেই বৃহতী নীলকুঞ্চিতকেশী শ্যামবর্ণা উচ্চ নখবিশিষ্ট পীনস্তনবতী কন্যা দুইটিও নিজ অনুরূপ পতি প্রাপ্ত হইয়া বিচিত্রবীর্য্যকে পূজার যোগ্য আপ্যায়িত করিতে লাগিল ॥৬৭-৬৮

তাভ্যাং সহ সমাঃ সপ্ত বিহরন্ পৃথিবীপতিঃ ।
বিচিত্রবীর্য্যস্তরুণো যক্ষ্মণা সমগৃহ্যত ॥৭০
সুহৃদাং যতমানানামাপ্তৈঃ সহ চিকিৎসকৈঃ ।
জগামাস্তমিবাদিত্যঃ কৌরব্যো যমসাদনম্ ॥৭১
ধর্ম্মাত্মা স তু গাঙ্গেয়শ্চিন্তাশোকপরায়ণঃ ।
প্রেতকার্য্যাণি সর্ব্বাণি তস্য সম্যগকারয়ৎ ॥৭২
রাজ্ঞো বিচিত্রবীর্য্যস্য সত্যবত্যা মতে স্থিতঃ ।
ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহিতো ভীষ্মঃ সর্ব্বৈশ্চ কুরুপুঙ্গবৈঃ ॥৭৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি বিচিত্রবীর্য্যো-
পাখ্যানে দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০২

পৃথিবীপালনক্ষম বলবান্, যৌবনশালী এবং একান্ত ধর্ম্মকামী চিত্তরঞ্জনকারী যুবক বিচিত্রবীর্য্য তাঁহার সেই উভয় পত্নীর সহিত সাত বৎসর বিহার করিয়া যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইলেন ॥৬৯-৭০

সুহৃদ্গণের সেবা ও বিশিষ্ট চিকিৎসকগণের চিকিৎসা সত্ত্বেও সূর্য্যদেবের অস্তাচলে গমনের ন্যায় সেই কুরুনন্দন যমালয়ে গমন করিলেন ॥৭১

ধর্ম্মাত্মা গঙ্গানন্দন চিন্তা ও শোকপরায়ণ হইয়া তাঁহার সমস্ত প্রেতকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। উহাতে বিশিষ্ট ঋত্বিক্গণ এবং কুরুশ্রেষ্ঠগণ সত্যবতীর মতানুসারী ভীষ্মকে সর্ব্ববিষয়ে পরামর্শ ও পরিশ্রমের দ্বারা সাহায্য করিলেন ॥৭২-৭৩

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে
বিচিত্রবীর্য্যমরণে দ্ব্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[ভীষ্মং সত্যবত্যা প্রার্থনম্, ভীষ্মেণ তস্যাঃ পুত্রবধূগর্ভে সন্তানোৎপাদনবিষয়কঃ প্রস্তাবঃ,
স্বপ্রতিজ্ঞায়াঃ স্মারণম্ ভীষ্মস্যাস্বীকৃতিশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ততঃ সত্যবতী দীনা কৃপণা পুত্রগৃদ্ধিনী ।
পুত্রস্য কৃত্বা কার্য্যাণি স্নুষাভ্যাং সহ ভারত ॥১
সমাশ্বাস্য স্নুষে তে চ ভীষ্মং শস্ত্রভৃতাং বরম্ ।
ধর্ম্মং পিতৃকুলঞ্চৈব মাতৃকঞ্চ যশস্বিনী ।
প্রসমীক্ষ্য মহাভাগা গাঙ্গেয়ং বাক্যমব্রবীৎ ॥২
শান্তনোর্ধর্ম্মনিত্যস্য কৌরব্যস্য যশস্বিনঃ ।
ত্বয়ি পিণ্ডশ্চ কীর্ত্তিশ্চ সন্তানঞ্চ প্রতিষ্ঠিতম্ (২) ॥৩
যথা কর্ম্ম শুভং কৃত্বা স্বর্গোপগমনং ধ্রুবম্ ।
যথা চায়ুর্ধ্রুবং সত্যে ত্বয়ি ধর্ম্মস্তথা ধ্রুবঃ ॥৪
বেত্থ ধর্ম্মাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞ সমাসেনেতরেণ চ ।
বিবিধাস্ত্বং শ্রুতীর্বেত্থ বেদাংশ্চ সর্ব্বশঃ ॥৫

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

[ভীষ্মের নিকট হইতে সত্যবতীর প্রার্থনা এবং ভীষ্মের দ্বারা পুত্রবধূগর্ভে সন্তানোৎপাদনের বিষয় প্রস্তাব, এবং স্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া ভীষ্মের অস্বীকৃতি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভারত! তদনন্তর পুত্রলোলুপা সত্যবতী পুত্রশোকে দীনভাবাপন্ন হইলেন এবং পুত্রবধূদের দ্বারা পুত্রের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিয়া পুত্রবধূদ্বয়কে সান্ত্বনা দিলেন। তাহার পর পিতৃকুল, মাতৃকুল ও ধর্ম্মের কথা চিন্তা করিয়া যশস্বিনী মহাভাগা ভীষ্মকে বলিলেন,—

পাঠান্তর।—(১) ধর্ম্মং পরিকল্প্য—।
(২) —প্রতিষ্ঠিতঃ।

* কোন কোন পুস্তকে এই স্থলে অতিরিক্ত একটি পংক্তি দেখা যায়,—
"প্রসমীক্ষ্য মহাভাগা গাঙ্গেয়ং বাক্যমব্রবীৎ"।

ব্যবস্থানঞ্চ তে ধর্ম্মে কুলাচারঞ্চ লক্ষয়ে(১)।
প্রতিপত্তিঞ্চ কৃচ্ছ্রেষু শুক্রাঙ্গিরসয়োরিব ॥৬

তস্মাৎ সুভৃশমাশ্বস্য ত্বয়ি ধর্ম্মভৃতাং বর।
কার্য্যে ত্বাং বিনিযোক্ষ্যামি তচ্ছ্রুত্বা কর্তুমর্হসি ॥৭

মম পুত্রস্তব ভ্রাতা বীর্য্যবান্ সুপ্রিয়শ্চ তে।
বাল এব গতঃ স্বর্গমপুত্রঃ পুরুষর্ষভ ॥৮

ইমে মহিষ্যৌ ভ্রাতুস্তে কাশিরাজসুতে শুভে।
রূপযৌবনসম্পন্নে পুত্রকামে চ ভারত ॥৯
তয়োরুৎপাদয়াপত্যং সন্তানায় কুলস্য নঃ।
মন্নিয়োগান্মহাভাগ ধর্ম্মং কর্তুমিহার্হসি ॥১০

রাজ্যে চৈবাভিষিচ্যস্ব ভারতাননুশাধি চ।
দারাংশ্চ কুরু ধর্ম্মেণ মা নিমজ্জীঃ পিতামহান্ ॥১১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথোচ্যমানো মাত্রা চ সুহৃদ্ভিশ্চ পরন্তপঃ।
ইত্যুবাচ ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্ম্যমেবোত্তরং বচঃ ॥১২
অসংশয়ং পরো ধর্ম্মস্ত্বয়া মাতরুদাহৃতঃ।
রাজ্যার্থে নাভিষিচ্যেয়ং নোপেয়াং জাতু মৈথুনম্।
ত্বমপত্যং প্রতি চ মে প্রতিজ্ঞাং বেত্থ বৈ পরাম্।
জানাসি চ যথাবৃত্তং শুল্কহেতোস্ত্বদন্তরে।
স সত্যবতি সত্যং তে প্রতিজানাম্যহং পুনঃ ॥১৪
পরিত্যজেয়ং ত্রৈলোক্যং রাজ্যং দেবেষু বা পুনঃ।
যদ্ বাপ্যধিকমেতাভ্যাং ন তু সত্যং কথঞ্চন ॥১৫

ধর্ম্মিষ্ঠ, কুরুবংশধর, যশস্বী, মহারাজ শান্তনুর পিণ্ড, কীর্ত্তি ও পুত্রপরম্পরা তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত ॥১-৩

যেমন শুভকর্ম্ম করিলে স্বর্গলাভ, এবং সত্যরক্ষা করিলে দীর্ঘায়ুলাভ সুনিশ্চিত, তেমনই তোমাতেও ধর্ম্ম নিত্য প্রতিষ্ঠিত ॥৪

হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি সমস্ত বেদাঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ, সুতরাং সংক্ষেপে ও বিস্তারে সহিত তুমি সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র জান ॥৫

তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কুলাচার আমি লক্ষ্য করিয়াছি; সঙ্কট সময়ে তুমি শুক্রাচার্য্য ও বৃহস্পতির ন্যায় তোমার বুদ্ধি কর্ত্তব্যনির্ণয়ে নিপুণ ॥৬

হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! সুতরাং তোমার উপর আশ্বস্ত হইয়া তোমাকে একটা বিষয়ে কার্য্যে নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তুমি তাহা শুনিয়া যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন কর ॥৭

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমার পুত্র তোমারই ছোট ভাই, সে বীর্য্যবান্ ও তোমার খুব প্রিয় ছিল। সে অল্প বয়সেই অপুত্রক অবস্থায় স্বর্গগত হইল। হে ভারত! এই দুই কাশিরাজকন্যা রূপযৌবনশালিনী এবং উভয়েই পুত্রকামিনী। হে মহাভাগ! আমাদের বংশরক্ষার জন্য আমার আদেশে তুমি তাহাদের উদরে ধর্ম্মতঃ সন্তান উৎপাদন কর; উহাতে ধর্ম্ম রক্ষিত হইবে ॥৮-১০

রাজ্যে অভিষিক্ত হও এবং ভারতবংশীয় প্রজাদিগকে শাসন কর; এবং ধর্ম্মানুসারে বিবাহ কর, পিতৃপিতামহগণকে নরকে ডুবাইও না ॥১১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মাতা ও অন্যান্য সুহৃদ্গণ এইরূপ বলিলে ধর্ম্মাত্মা শত্রুদমন ভীষ্ম তখন ধর্ম্মানুসারে এই কথা বলিলেন—হে মাতঃ! আপনি যাহা বলিয়াছেন, আপনার বিধি হইতে তাহা ধর্ম্মযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু আমি রাজ্যের জন্য অভিষিক্ত হইতে অথবা বিবাহ কোনটাই করিতে পারিব না। মাতঃ! এ বিষয়ে আমার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার কথা তুমি জান; তোমার বিবাহের জন্যই আমি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞার কথা পুনরায় আপনাকে সত্য করিয়া বলিতেছি ॥১২-১৪

আমি ত্রিভুবন পরিত্যাগ করিতে পারি; এমন কি দেবলোকের রাজ্য এবং তাহা হইতেও

পাঠান্তরঃ—(১)—[illegible]।

ত্যজেচ্চ পৃথ্বী গন্ধমাপশ্চ রসমাত্মনঃ।
জ্যোতিস্তথা ত্যজেদ্রূপং বায়ুঃ স্পর্শগুণং ত্যজেৎ।

প্রভাং সমুৎসৃজেদর্কো ধূমকেতুস্তথোষ্মতাম্।
ত্যজেচ্ছব্দং তথাকাশং সোমঃ শীতাংশুতাং
ত্যজেৎ ॥১৭

বিক্রমং বৃত্রহা জহ্যাদ্ ধর্মং জহ্যাচ্চ ধর্মরাট্।
ন ত্বহং সত্যমুৎস্রষ্টুং ব্যবসেয়ং কথঞ্চন ॥১৮

([illegible] লোকানামপি সংক্ষয়ে।
[illegible] বা ॥)

এবমুক্তা তু পুত্রেণ ভূরিদ্রবিণতেজসা।
মাতা সত্যবতী ভীষ্মমুবাচ তদনন্তরম্ ॥১৯

জানামি তে স্থিতিং সত্যে পরাং সত্যপরাক্রম।
ইচ্ছন্ সৃজেথাস্ত্রীঁল্লোকানন্যাংস্ত্বং স্বেন তেজসা ॥২০

জানামি চৈব সত্যং তন্মদর্থং যদভাষথাঃ।
আপদ্ধর্মমবেক্ষস্ব বহ পৈতামহীং ধুরম্ ॥২১(১)

যথা তে কুলতন্তুশ্চ ধর্মশ্চ ন পরাভবেৎ।
সুহৃদশ্চ প্রহৃষ্যেরংস্তথা কুরু পরন্তপ ॥২২

লালপ্যমানাং তামেবং কৃপণাং পুত্রগৃদ্ধিনীম্।
ধর্মাদপেতং ব্রুবতীং ভীষ্মো ভূয়োঽব্রবীদিদম্ ॥২৩

রাজ্ঞি ধর্মানবেক্ষস্ব মা নঃ সর্বান্ ব্যনীনশঃ।
সত্যাচ্চ্যুতিঃ ক্ষত্রিয়স্য ন ধর্মেষু প্রশস্যতে ॥২৪

শান্তনোরপি সন্তানং যথা স্যাদক্ষয়ং ভুবি।
তত্তে ধর্মং প্রবক্ষ্যামি ক্ষাত্রং রাজ্ঞি সনাতনম্ ॥২৫

আমি সব কিছু পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু সত্যকে কখনও পরিত্যাগ করিতে পারিব না ॥১৬

পৃথিবী গন্ধ, জল রস, তেজ রূপ এবং বায়ু স্পর্শগুণ পরিত্যাগ করিতে পারে; সূর্য প্রভাকে, ধূমকেতু উষ্ণতাকে, আকাশ শব্দকে এবং চন্দ্রও জ্যোৎস্নাকে পরিত্যাগ করিতে পারে; ইন্দ্র বিক্রমকে এবং ধর্মরাজও ধর্মকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, আমি কখনও সত্যকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইতে পারি না ॥১৭-১৮

(ত্রিলোকের যদি নাশও হয়, তথাপি আমি আমার প্রতিজ্ঞার বিপরীত কার্য করিতে পারি না, এমন কি দেবত্ব বা ইন্দ্রত্বলাভের জন্যও আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারি না।)

মহাতেজস্বী পুত্র এইরূপ বলিলে সত্যবতী তখন ভীষ্মকে বলিলেন,—"হে সত্যপরাক্রম! আমি তোমার সত্যনিষ্ঠাও জানি, আমি ইহাও জানি যে, তুমি ইচ্ছা করিলে অন্য ত্রিলোকও সৃষ্টি করিতে পার এবং আমারই জন্য তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহাও আমার মনে আছে। আপৎকালীন ধর্মের কথা [illegible] করিয়া তুমি পিতৃপুরুষের এই ভার বহন কর—ইহাই আমার ইচ্ছা ॥১৯-২১

হে পরন্তপ! যাহাতে তোমাদের বংশসূত্র ছিন্ন না হয়, যাহাতে কুলধর্ম নষ্ট না হয় এবং যাহাতে সুহৃদ্‌গণ প্রসন্ন হন—এইরূপ কার্য কর ॥২২

পুত্রলোলুপা সত্যবতীকে এইরূপে বিলাপ করিতে দেখিয়া এবং তিনি ধর্ম হইতে বর্জিত কথা বলিতেছেন ইহা বুঝিয়া ভীষ্ম তখন এইরূপ কথা বলিলেন—"হে রাজমহিষি! তুমি সকলের ধর্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কথা বল, আমাদের সকলের নাশ করিও না। সত্য হইতে চ্যুতি—ইহা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশংসনীয় নয় ॥২৩-২৪

হে রাজ্ঞি! যাহাতে শান্তনুর সন্তানধারা অক্ষুণ্ণ থাকে, সেইরূপ ক্ষাত্র ধর্মের কথা তোমাকে বলিতেছি ॥২৫

পাঠান্তর:—(১) —আপদ্ধর্মমবেক্ষস্ব [illegible] ধুরম্।

[illegible] পূর্ব্বদেবৈঃ।
[illegible] ॥১২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি [illegible] [illegible] সংবাদে [illegible] ॥১০০

তুমি আমার কথা শুনিয়া [illegible] পূজাদি ও [illegible] সহিত লোকাচার [illegible] একটা নিয়ম [illegible] ॥২৮

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বান্তর্গত [illegible] [illegible]-বিষয়ক [illegible] অধ্যায় সমাপ্ত।

[কোন কোন পুস্তকে এই স্থলে নিম্নলিখিত অধ্যায়টি অধিক দেখা যায়।]

ভীষ্ম উবাচ।
[illegible]।
[illegible] ॥১
[illegible]।
[illegible] ॥২
[illegible]।
[illegible] ॥৩
[illegible]।
[illegible] ॥৪
[illegible]।
[illegible] ॥৫
[illegible]।
[illegible] ॥৬
[illegible]।
[illegible] ॥৭
[illegible]।
[illegible] ॥৮

ভীষ্ম বলিলেন—পূর্ব্বকালে [illegible] রাজা [illegible] করিতে না পারিয়া [illegible] করিয়াছিলেন ॥১

তিনি [illegible] পূর্ব্বক সেই [illegible] দ্বারা [illegible] করিয়া লোকের [illegible] ছিল, সেই [illegible] করিয়াছিলেন ॥২

পুনরায় তিনি [illegible] পূর্ব্বক [illegible] হইয়া পৃথিবী [illegible] করিতে থাকিয়া, [illegible] করিয়াছিলেন ॥৩

[illegible] দ্বারা পূর্ব্বকালে এই ভাবে পৃথিবীকে [illegible] নির্ম্মাণ করেন ॥৪

সেই [illegible] পৃথিবীকে এইরূপ [illegible] করিলে পর, [illegible] সহিত মিলিত হইয়া [illegible] করেন। কেন না, [illegible] যে, [illegible] পুত্র—[illegible] ॥৫-৬

আর, সেই [illegible] নিকট [illegible] ছিলেন; [illegible] লোকাচারে দেখা যায় ॥৭

অথোতথ্য ইতি খ্যাত আসীদ্ধীমানৃষিঃ পুরা।
মমতা নাম তস্যাসীদ্ভার্য্যা পরমসম্মতা ॥৯
উতথ্যস্য যবীয়াংস্তু পুরোধাস্ত্রিদিবৌকসাম্।
বৃহস্পতির্বৃহত্তেজা মমতামন্বপদ্যত ॥১০
উবাচ মমতা তং তু দেবরং বদতাং বরম্।
অন্তর্বত্নী ত্বহং ভ্রাত্রা জ্যেষ্ঠেনারম্যতামিতি ॥১১
অয়ঞ্চ মে মহাভাগ! কুক্ষাবেব বৃহস্পতে!
ঔতথ্যো বেদমত্রাপি ষড়ঙ্গং প্রত্যধীয়ত ॥১২
অমোঘরেতাস্ত্বঞ্চাপি দ্বয়োর্নাস্ত্যত্র সম্ভবঃ।
তস্মাদেবং গতে হদ্য উপারমিতুমর্হসি ॥১৩
এবমুক্তস্তদা সম্যগ্ বৃহত্তেজা বৃহস্পতিঃ।
কামাত্মানং তদাত্মানং ন শশাক নিয়চ্ছিতুম্ ॥১৪

স বভূব ততঃ কামী তয়া সার্দ্ধমকাময়া।
উৎসৃজন্তং তু তং রেতঃ স গর্ভস্থোহভ্যভাষত ॥১৫
ভোস্তাত! মা গমঃ কামং নাত্রাবকাশো দ্বয়োঃ।
অল্পাবকাশো ভগবন্! পূর্ব্বঞ্চাহমিহাগতঃ।
অমোঘরেতাশ্চ ভবান্ পীড়াং কর্ত্তুং ন চার্হতি ॥১৬
অশ্রুত্বৈব চ তদ্বাক্যং গর্ভস্থস্য বৃহস্পতিঃ।
জগাম মৈথুনায়ৈব মমতাং চারুলোচনাম্ ॥১৭
শুক্রোৎসর্গং ততো বুদ্ধ্বা তস্যা গর্ভগতো মুনিঃ।
পদ্ভ্যামারোধয়ন্মার্গং শুক্রস্য চ বৃহস্পতেঃ ॥১৮
স্থানমপ্রাপ্তমথ তচ্ছুক্রং প্রতিহতং তদা।
পপাত সহসা ভূমৌ ততঃ ক্রুদ্ধো বৃহস্পতিঃ ॥১৯

রাজা বলিরও তখন তাহার অধিকারাদি ভিন্ন হইয়াছিল। এবিষয়ে আমি আর প্রাচীন একটী ইতিহাস বলিব ॥৮

পূর্ব্বকালে উতথ্যনামে একজন বিখ্যাত ঋষি ছিলেন এবং মমতানামে তাঁহার পরম প্রিয়তমা ভার্য্যা ছিলেন ॥৯

একদা সেই উতথ্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, দেবগণের পুরোহিত, মহাতেজস্বী বৃহস্পতি সেই মমতার নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥১০

তখন মমতা সেই বাগ্মিশ্রেষ্ঠ দেবরকে বলিলেন— আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইতে আমি গর্ভবতী হইয়াছি; সুতরাং আপনি বিরত হউন ॥১১

বৃহস্পতি! আমার এই উদরেই মহাভাগ উতথ্যের পুত্র রহিয়াছে এবং সে এই স্থানে থাকিয়াই ষড়ঙ্গ বেদ অভ্যাস করিয়াছে ॥১২

আপনিও অমোঘবীর্য্য; সুতরাং আমার এই উদরে দুইটী সন্তানের থাকিবার জায়গা হইবে না। অতএব এই অবস্থায় আপনি কাম বিরত হউন ॥১৩

মমতা এইরূপ বলিলেও, মহাত্মা তেজস্বী বৃহস্পতি কামাতুর চিত্তকে তখন নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥১৪

তখনই তিনি সেই অকামা স্ত্রীর সহিত কামব্যবহার করিবার চেষ্টা করিলেন। তখন সেই গর্ভস্থ বালক তাঁহাকে বলিল ॥১৫

পিতৃব্য! আপনি কামব্যবহারে প্রবৃত্ত হইবেন না; কারণ, এখানে দুইজনের থাকিবার জায়গা হইবে না; কেন না, স্থান অল্প; বিশেষতঃ এখানে আমি আগে আসিয়াছি; আর, আপনিও অমোঘবীর্য্য; অতএব আমার পীড়া জন্মাইবেন না ॥১৬

বৃহস্পতি গর্ভস্থ বালকের সে কথা না শুনিয়াই, রমণের জন্য সুলোচনা মমতাকে গ্রহণ করিলেন ॥১৭

তাহার পর, মমতার গর্ভস্থিত সেই মুনিবালক বীর্য্যপাতের কথা বুঝিয়া চরণযুগল দ্বারা সেই বীর্য্য প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিল ॥১৮

তখন সেই বীর্য্য প্রতিহত হইয়া, জরায়ুতে প্রবেশ না করিয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল; তাহাতে বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হইলেন ॥১৯

তদ্দৃষ্ট্বা পতিতং শুক্রং শশাপ স রুষান্বিতঃ।
উতথ্যপুত্রং গর্ভস্থং নির্ভর্ৎস্য ভগবানৃষিঃ ॥২০

যস্মাৎ ত্বমীদৃশে কালে সর্ব্বভূতেপ্সিতে সতি।
এবমাত্থ বচস্তস্মাত্তমো দীর্ঘং প্রবেক্ষ্যসি ॥২১

স বৈ দীর্ঘতমা নাম শাপাদৃষিরজায়ত।
বৃহস্পতের্বৃহৎকীর্ত্তের্বৃহস্পতিরিবৌজসা ॥২২

জাত্যন্ধো বেদবিৎ প্রাজ্ঞঃ পত্নীং লেভে স বিদ্যয়া।
তরুণীং রূপসম্পন্নাং প্রদ্বেষীং নাম ব্রাহ্মণীম্ ॥২৩

স পুত্রান্ জনয়ামাস গৌতমাদীন্ মহাযশাঃ।
ঋষেরুতথ্যস্য তদা সন্তানকুলবৃদ্ধয়ে ॥২৪

ধর্ম্মাত্মা চ মহাত্মা চ বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
গোধর্ম্মং সৌরভেয়াচ্চ সোঽধীত্য নিখিলং মুনিঃ ॥২৫

প্রাবর্ত্তত তদা কর্ত্তুং শ্রদ্ধাবাংস্তমশঙ্কয়া।
ততো বিতথমর্য্যাদং তং দৃষ্ট্বা মুনিসত্তমাঃ ॥২৬

ক্রুদ্ধা মোহাভিভূতাস্তে সর্ব্বে তত্রাশ্রমৌকসঃ।
অহোঽয়ং ভিন্নমর্য্যাদো নাশ্রমে বস্তুমর্হতি ॥২৭

তস্মাদেনং বয়ং সর্ব্বে পাপাত্মানং ত্যজামহে।
ইত্যন্যোন্যং সমাভাষ্য তে দীর্ঘতমসং মুনিম্ ॥২৮

পুত্রলাভাচ্চ সা পত্নী ন তুতোষ পতিং তদা।
প্রদ্বিষন্তীং পতিং ভার্য্যাং কিং মাং দ্বেক্ষীতি চাব্রবীৎ ॥

প্রদ্বেষ্যুবাচ।

ভার্য্যায়া ভরণাদ্ভর্ত্তা পালনাচ্চ পতিঃ স্মৃতঃ।
অহং ত্বাং ভরণং কৃত্বা জাত্যন্ধং সসুতং তদা।
নিত্যকালং শ্রান্তাহং ন ভরেয়ং মহাতপঃ ! ॥৩০

প্রভাবশালী বৃহস্পতি সেই বীর্য্যকে ভূতলে পতিত দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া গর্ভস্থ উতথ্যপুত্রকে তিরস্কার করিয়া অভিসম্পাত করিলেন ॥২০

সমস্ত প্রাণীর অভীষ্ট এমন সুরত সময়ে তুই যখন আমাকে এইরূপ কথা বলিলি (এবং এইরূপ ব্যবহার করিলি), তখন তুই দীর্ঘকালের জন্য অন্ধ হইবি ॥২১

যশস্বী বৃহস্পতির শাপবশতঃ মমতাতে সেই উতথ্যপুত্রের নাম হইয়াছিল 'দীর্ঘতমা' এবং তিনি তেজের প্রভাবে বৃহস্পতির তুল্যই হইয়াছিলেন ॥২২

বেদজ্ঞ পণ্ডিত দীর্ঘতমা জন্মান্ধ হইয়াও বিদ্যার বলে প্রদ্বেষী নাম্নী রূপবতী ও যুবতী কোন ব্রাহ্মণকন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছিলেন ॥২৩

সেই যশস্বী দীর্ঘতমা যথাসময়ে উতথ্যমুনির বংশবৃদ্ধির জন্য গৌতম প্রভৃতি পুত্রগণকে উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥২৪

ধার্ম্মিক, উদারচেতা ও বেদ-বেদাঙ্গপারদর্শী সেই দীর্ঘতমা মুনি সুরভিনন্দনের নিকট সমস্ত গোধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া, তাহার প্রতি বিশ্বাসী হইয়া, নিঃশঙ্কচিত্তে সেই ভাবেই সেই গোধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর, সেই আশ্রমবাসী সকল মহর্ষি দীর্ঘতমাকে বিদ্যাচার-লঙ্ঘন দেখিয়া, ক্রুদ্ধ ও বিবেকশূন্য হইয়া, পরস্পর আলোচনা করিলেন যে, 'কি আশ্চর্য্য! দীর্ঘতমা শিষ্টাচার পরিত্যাগ করিল, সুতরাং এ আশ্রমে বাস করিবার যোগ্য নহে; অতএব আমরা সকলেই এই পাপাত্মাকে ত্যাগ করিব'। তাঁহারা পরস্পর এইরূপ আলোচনা করিয়া দীর্ঘতমাকে ত্যাগ করিলেন (অর্থাৎ তাঁহার সঙ্গে আর আলাপ ব্যবহার করিলেন না) ॥২৫-২৮

পূর্ব্বেই পুত্র লাভ করায় এবং অন্ধ দীর্ঘতমা গোধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হওয়ায় তাঁহার পত্নী প্রদ্বেষী তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ করিতে লাগিলেন। তখন

ভীষ্ম উবাচ।

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ঋষিঃ কোপসমন্বিতঃ।
প্রত্যুবাচ ততঃ পত্নীং প্রদ্বেষীং সসুতাং তদা।
নীয়তাং ক্ষত্রিয়কুলে ধনার্থশ্চ ভবিষ্যতি ॥৩১

প্রদ্বেষ্যুবাচ।

ত্বয়া দত্তং ধনং বিপ্র! নেচ্ছেয়ং দুঃখকারণম্।
যথেষ্টং কুরু বিপ্রেন্দ্র! ন ভরেয়ং যথা পুরা ॥৩২

দীর্ঘতমা উবাচ।

অদ্যপ্রভৃতি মর্য্যাদা ময়া লোকে প্রতিষ্ঠিতা।
এক এব পতির্নার্য্যা যাবজ্জীবং পরায়ণম্ ॥৩৩
মৃতে জীবতি বা তস্মিন্নাপরং প্রাপ্নুয়ান্নরম্।
অভিগম্য পরং নারী পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৩৪

অপতীনাং তু নারীণামদ্যপ্রভৃতি পাতকম্।
যদ্যস্তি চেদ্ধনং সর্ব্বং বৃথাভোগা ভবন্তু তাঃ।
অকীর্ত্তিঃ পরিবাদাশ্চ নিত্যং তাসাং ভবন্তু বৈ ॥৩৫

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণী কুপিতাভৃশম্।
গঙ্গায়াং নীয়তামেষ পুত্রা ইত্যেবমব্রবীৎ ॥৩৬

লোভমোহাভিভূতাস্তে পুত্রাস্তং গৌতমাদয়ঃ।
বদ্ধ্বোড়ুপে পরিক্ষিপ্য গঙ্গায়াং সমবাসৃজন্ ॥৩৭

কস্মাদন্ধশ্চ বৃদ্ধশ্চ ভর্ত্তব্যোঽয়মিতি স্ম তে।
চিন্তয়িত্বা ততঃ ক্রূরাঃ প্রতিজগ্মুরথো গৃহান্ ॥৩৮

দীর্ঘতমা প্রদ্বেষীকে বলিলেন—'তুমি আমার প্রতি বিদ্বেষ করিতেছ কেন?' ।২৯

প্রদ্বেষী বলিলেন,—'স্বামী স্ত্রীকে ভরণ করেন বলিয়া তাঁহাকে ভর্ত্তা বলে এবং পালন করেন বলিয়া পতি বলে; কিন্তু আমিই এযাবৎ পুত্রগণের সহিত অন্ধ আপনার ভরণ করিয়া আসিতেছি এবং তাহাতেই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি; সুতরাং আর আপনার ভরণ করিতে পারিব না' ।৩০

ভীষ্ম বলিলেন,—প্রদ্বেষীর সেই কথা শুনিয়া দীর্ঘতমা ক্রুদ্ধ হইয়া, পুত্রগণের সহিত পত্নী প্রদ্বেষীকে বলিলেন—'আমাকে কোন ক্ষত্রিয়ের বাড়ী লইয়া যাও, সেখানে ধন লাভ হইবে' ।৩১

প্রদ্বেষী বলিলেন,—'ব্রাহ্মণ! আপনার দত্ত ধন দুঃখেরই কারণ; সুতরাং তাহা লইতে ইচ্ছা করি না। আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন, আমি কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় আর আপনার ভরণ করিতে পারিব না' ।৩২

দীর্ঘতমা বলিলেন,—'আজ হইতে জগতে আমি স্ত্রীলোকের নিয়ম প্রতিষ্ঠা করিতেছি,—যাবজ্জীবন স্ত্রীলোকের একমাত্র পতিই পরম অবলম্বন হইবে ।৩৩

পতি মরিয়া গেলে কিংবা জীবিত থাকিলে, স্ত্রী অন্য পুরুষ অবলম্বন করিতে পারিবে না; স্ত্রী অন্য পুরুষসংসর্গ করিলে পতিত হইবে ।৩৪

আজ হইতে অন্য পুরুষের সংসর্গ করিলে বিধবাদের পাপ হইবে এবং পতির সর্ব্বপ্রকার ধন থাকিলেও তাহা ভোগ করা বিধবাদের নিষ্ফল হইবে; তথাপি ভোগে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের নিন্দা হইবে এবং বন্ধুজনেরা তাহাদিগকে ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিবে ।৩৫

দীর্ঘতমার এই সকল কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রগণকে বলিলেন—'পুত্রগণ! তোমরা ইহাকে গঙ্গায় লইয়া যাও' ।৩৬

গৌতমপ্রভৃতি সেই পুত্রগণ লোভে ও মোহে আক্রান্ত হইয়া, দীর্ঘতমাকে বন্ধন করিয়া নিয়া একটী ভেলায় উঠাইয়া দিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিল ।৩৭

তাহার পর, 'এই বৃদ্ধ ও অন্ধকে কেন ভরণ-

সোঽনুস্রোতস্তদা বিপ্রঃ প্লবমানো যদৃচ্ছয়া।
জগাম সুবহূন্ দেশানন্ধস্তেনোড়ুপেন হ ॥৩৯
তন্তু রাজা বলির্নাম সর্বধর্মবিশারদঃ।
অপশ্যন্মজ্জনগতঃ স্রোতসাভ্যাশমাগতম্ ॥৪০
জগ্রাহ চৈনং ধর্মাত্মা বলিঃ সত্যপরাক্রমঃ।
জ্ঞাত্বা চৈনং স বব্রেঽথ পুত্রার্থং মনুজেশ্বরঃ ॥৪১
সন্তানার্থং মহাভাগ ! ভার্য্যাসু মম মানদ !
পুত্রান্ ধর্মার্থকুশলানুৎপাদয়িতুমর্হসি ॥৪২
এবমুক্তঃ স তেজস্বী তং তথেত্যুক্তবানৃষিঃ।
তস্মৈ স রাজা স্বাং ভার্য্যাং সুদেষ্ণাং
প্রাহিণোত্তদা ॥৪৩
অন্ধং বৃদ্ধঞ্চ তং মত্বা ন সা দেবী জগাম হ।
স্বাস্তু ধাত্রেয়িকাং তস্মৈ বৃদ্ধায় প্রাহিণোত্তদা ॥৪৪
তস্যাং কাক্ষীবদাদীন্ স শূদ্রযোনাবৃষির্বশী।
জনয়ামাস ধর্মাত্মা পুত্রানেকাদশৈব তু ॥৪৫
কাক্ষীবদাদীন্ পুত্রাংস্তান্ দৃষ্ট্বা সর্বানধীয়তঃ।
উবাচ তমৃষিং রাজা মমৈত ইতি ভারত ॥৪৬
নেত্যুবাচ মহর্ষিস্তং মমৈব ইতি চাব্রবীৎ।
শূদ্রযোনৌ ময়া হীমে জাতাঃ কাক্ষীবদাদয়ঃ ॥৪৭
অন্ধং বৃদ্ধঞ্চ মাং মত্বা সুদেষ্ণা মহিষী তব।
অবমন্য দদৌ মূঢ়া শূদ্রাং ধাত্রেয়িকাং হি মে ॥৪৮
ততঃ প্রসাদয়ামাস রাজা তমৃষিসত্তমম্।
বলিঃ সুদেষ্ণাং ভার্য্যাং তাং তস্মৈ চ প্রাহিণোৎ
পুনঃ ॥৪৯
তাং স দীর্ঘতমাঙ্গেষু স্পৃষ্ট্বা দেবীমথাব্রবীৎ।
ভবিষ্যতি কুমারস্তে তেজস্বী সত্যবাগিতি ॥৫০

লোকে মারুক' ইহা ভাবিয়া সেই পাষাণহৃদয় পুত্রগণ গৃহে ফিরিয়া গেল ॥৩৮

সেই অন্ধ ব্রাহ্মণ স্রোতোক্রমে সেই ভেলার উপরে থাকিয়া ভাসিতে ভাসিতে অনায়াসেই পিছনে পিছনে বহুদেশে গমন করিলেন ॥৩৯

বলিনামে সর্বধর্মবিশারদ কোন রাজা স্নান করিবার জন্য গঙ্গায় গিয়াছিলেন; স্রোতের বেগে নিকটে আগত সেই দীর্ঘতমা মুনিকে তিনি দেখিতে পাইলেন ॥৪০

ধার্ম্মিক ও সত্যপরাক্রমী বলিরাজা সেই দীর্ঘতমাকে ধরিলেন এবং পরিচয় লইয়া পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত তাঁহাকে বরণ করিলেন ॥৪১

মহাশয়! বংশবিস্তারের জন্য আমার ভার্য্যাদের গর্ভে আপনি ধর্মার্থনিপুণ কতকগুলি পুত্র উৎপাদন করুন ॥৪২

রাজা এইরূপ বলিলে, তেজস্বী দীর্ঘতমা মুনি বলিলেন—'তাহা হইবে'। তাহার পর রাজা আপন ভার্য্যা সুদেষ্ণাকে দীর্ঘতমার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন ॥৪৩

মহিষী সুদেষ্ণা দীর্ঘতমাকে অন্ধ ও বৃদ্ধ জানিয়া নিজে তাঁহার নিকটে গেলেন না, কিন্তু নিজের ধাত্রীকন্যাকে সেই বৃদ্ধের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন ॥৪৪

ধার্ম্মিক ও জিতেন্দ্রিয় দীর্ঘতমা ঋষি সেই শূদ্রার গর্ভে কাক্ষীবান্ প্রভৃতি এগারটি পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥৪৫

কাক্ষীবান্ প্রভৃতি সেই পুত্রগণ সকলেই বেদপাঠ করিতেছে দেখিয়া রাজা দীর্ঘতমা মুনিকে বলিলেন—'ইহারা আমার পুত্র' ॥৪৬

তখন মহর্ষি দীর্ঘতমা রাজাকে বলিলেন—'না'। আবার বলিলেন—'ইহারা আমার পুত্র। কারণ, এই কাক্ষীবান্ প্রভৃতি আমা দ্বারা শূদ্রার গর্ভে জন্মিয়াছে ॥৪৭

মহারাজ! আপনার মহিষী মূঢ়া সুদেষ্ণা আমাকে অন্ধ ও বৃদ্ধ জানিয়া অবজ্ঞা করিয়া, নিজের ধাত্রীকন্যা কোন শূদ্রাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন ॥৪৮

তাহার পর, বলিরাজা সেই ঋষিশ্রেষ্ঠকে প্রসন্ন করিলেন এবং তিনি পুনরায় আপন ভার্য্যা সেই

অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামপ্রথিতা ভুবি ॥৫১
অঙ্গস্যাঙ্গো ভবেদ্দেশো বঙ্গো বঙ্গস্য চ স্মৃতঃ।
কলিঙ্গবিষয়শ্চৈব কলিঙ্গস্য চ স স্মৃতঃ ॥৫২
পুণ্ড্রস্য পুণ্ড্রাঃ প্রখ্যাতাঃ সুহ্মাঃ সুহ্মস্য চ স্মৃতাঃ।
এবং বলেঃ পুরা বংশঃ প্রখ্যাতো বৈ মহর্ষিজঃ ॥৫৩
এবমন্যে মহেষ্বাসা ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়া ভুবি।
জাতাঃ পরমধর্ম্মজ্ঞা বীর্য্যবন্তো মহাবলাঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা ত্বমপ্যত্র মাতঃ! কুরু যথেপ্সিতম্ ॥৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

সুদেষ্ণাকে দীর্ঘতমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।৫০

তখন দীর্ঘতমা মুনি সুদেষ্ণাদেবীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া বলিলেন—'দেবি! আপনার গর্ভে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী পাঁচটি পুত্র জন্মিবে'।৫০

তাহাদের নাম হইবে—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম; আর তাহাদের অধিকৃত দেশগুলিও তাহাদের নামেই জগতে প্রসিদ্ধ হইবে।৫১

অঙ্গের অঙ্গদেশ, বঙ্গের বঙ্গদেশ এবং কলিঙ্গের কলিঙ্গদেশ হইয়াছিল।৫২

আর পুণ্ড্রের পুণ্ড্রদেশ এবং সুহ্মের সুহ্মদেশ হইয়াছিল; বলির বংশ পূর্ব্বকালে মহর্ষিদ্বারা এইরূপে ঋষি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।৫৩

মহাধনুর্দ্ধর, পরমধার্ম্মিক, বলবান্ এবং মহাবীর এইরূপ আরও অনেক ক্ষত্রিয়, জগতে ব্রাহ্মণ দ্বারা জন্মিয়াছিলেন; মাতঃ! ইহা শুনিয়া আপনিও এ বিষয়ে ইচ্ছানুসারে কার্য্য করুন।৫৪

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশকৃত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বের
ত্র্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

(ভীষ্মস্য মতানুসারেণ সত্যবত্যা ব্যাসস্মরণাদিকম্, বিচিত্রবীর্য্যস্য ক্ষেত্রে ব্যাসদেবেন সন্তানোৎপাদনে সম্মতিদানঞ্চ।)

ভীষ্ম উবাচ।

পুনর্ভরতবংশস্য হেতুং সন্তানবৃদ্ধয়ে।
বক্ষ্যামি নিয়তং মাতস্তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥১
ব্রাহ্মণো গুণবান্ কশ্চিদ্ধনেনোপনিমন্ত্র্যতাম্।
বিচিত্রবীর্য্যক্ষেত্রেষু যঃ সমুৎপাদয়েৎ প্রজাঃ ॥২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সত্যবতী ভীষ্মং বাচা সংসজ্জমানয়া।
বিহসন্তীব সব্রীড়মিদং বচনমব্রবীৎ ॥৩
সত্যমেতন্মহাবাহো যথা বদসি ভারত।
বিশ্বাসাৎ তে প্রবক্ষ্যামি সন্তানায় কুলস্য চ ॥৪

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

[ভীষ্মের মতানুসারে সত্যবতীর ব্যাসদেবের আহ্বান এবং ব্যাসদেবকর্ত্তৃক বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে সন্তানোৎপাদনের সম্মতি দান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—আবার ভরতবংশের সন্তানবৃদ্ধির কারণ তোমাকে যাহা নিশ্চয়রূপে, তাহা বলিতেছি শুন। অর্থাৎ কোন এক গুণবান্ ব্রাহ্মণকে অর্থ দ্বারা নিমন্ত্রণ কর, যিনি বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে সন্তান উৎপাদন করিবেন।১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহার পর সত্যবতী

ন তে শক্যমনাখ্যাতুমাপদ্ধর্ম্মং তথাবিধম্।
ত্বমেব নঃ কুলে ধর্ম্মস্ত্বং সত্যং ত্বং পরা গতিঃ ॥৫
তস্মান্নিশম্য সত্যং মে কুরুষ্ব যদনন্তরম্।
(বসু রাজা [illegible] [illegible] [illegible] ।
তস্য শুক্রাদহং জাতা মৎস্যাৎ কুক্ষৌ পুরা কিল ॥
মাতরং মে জলাদ্ধৃত্বা দাশঃ পরমধর্ম্মবিৎ ॥
মাং তু স্বগৃহমানীয় দুহিতৃত্বে ন্যকল্পয়ৎ ॥)
ধর্ম্মযুক্তস্য ধর্ম্মার্থং পিতুরাসীৎ তরী মম ॥৬

সা কদাচিদহং তত্র গতা প্রথমযৌবনম্।
অথ ধর্ম্মবিদাং শ্রেষ্ঠঃ পরমর্ষিঃ পরাশরঃ ॥৭
আজগাম তরীং ধীমাংস্তরিষ্যন্ যমুনাং নদীম্।
স তার্য্যমাণো যমুনাং মামুপেত্যাব্রবীৎ তদা ॥৮

সান্ত্বপূর্ব্বং মুনিশ্রেষ্ঠঃ কামার্ত্তো মধুরং বচঃ।
উক্তং জন্ম কুলং মহ্যমস্মি দাশসুতেত্যহম্ ॥৯
তমহং শাপভীতা চ পিতুর্ভীতা চ ভারত।
বরৈরসুলভৈরুক্তা ন প্রত্যাখ্যাতুমুৎসহে ॥১০
অভিভূয় স মাং বালাং তেজসা বশমানয়ৎ।
তমসা লোকমাবৃত্য নৌগতামেব ভারত ॥১১
মৎস্যগন্ধো মহানাসীৎ পুরা মম জুগুপ্সিতঃ।
তমপাস্য শুভং গন্ধমিমং প্রাদাৎ স মে মুনিঃ ॥১২
ততো মামাহ স মুনির্গর্ভমুৎসৃজ্য মামকম্।
দ্বীপেঽস্যা এব সরিতঃ কন্যৈব ত্বং ভবিষ্যসি ॥১৩
পারাশর্য্যো মহাযোগী স বভূব মহানৃষিঃ।
কন্যাপুত্রো মম পুরা দ্বৈপায়ন ইতি শ্রুতঃ ॥১৪

ভীষ্মের কথা শ্রবণ করত যেন ঈষৎ হাসিয়া লজ্জিতভাবে ভীষ্মকে স্খলিতবাক্যে বলিলেন ॥৩

হে ভারত ! তুমি ঠিক সত্যই বলিয়াছ। কুলের রক্ষার জন্য আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়া একটী কথা বলিতেছি ॥৪

আপৎকালীন ধর্ম্মের কথা স্মরণ করিয়া আজ তোমাকে এ কথা আমি না বলিয়া পারিতেছি না। কারণ, তুমি আমাদের কুলের ধর্ম্মস্বরূপ, তুমিই সত্য এবং তুমিই আমাদের পরমা গতি ॥৫

অতএব তুমি আমার কথা শুনিয়া যাহা বিহিত কর্ত্তব্য হয়, তাহাই কর। হে ধর্ম্মাত্মন্ ! রাজা উপরিচরবসুর কথা তুমি শুনিয়াছ। আমি তাহারই বীর্য্যে মৎস্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার মাতা মৎস্যাকে জলে পাইয়া তাহার উদর হইতে নির্গত আমাকে আমার দাস পিতা কন্যার ন্যায় পালন করেন। আমার সেই ধার্ম্মিক পিতার (পথিকদের পার করিবার) ধর্ম্মার্থের নিমিত্ত একখানা নৌকা ছিল ॥৬

(আমি সেই নৌকায় পিতার আদেশে পথিকদের পার করিতাম।) ইতিমধ্যে আমি প্রথম যৌবনে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। একদিন ধর্ম্মজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ মহর্ষি পরাশর সেখানে যমুনা নদী পার হইতে আসিলেন। আমি তাঁহাকে নৌকায় পার করিতেছিলাম, এমন সময় তিনি কামার্ত্ত হইয়া আমার নিকটে আসিয়া মধুর কথায় নিজ জন্ম ও কুলের পরিচয় দিয়া আমার নিকট রতি প্রার্থনা করিলেন। আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম,—"মহর্ষে ! আমি যে দাসকন্যা" ॥৭-৯

হে ভারত ! আমি তাঁহার শাপ ও পিতার ভয়ে দুর্ল্লভ বর প্রার্থনা করিয়া লইলাম, কিন্তু তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস করিলাম না ॥১০

তিনি কুজ্ঝটিকার দ্বারা চারিদিক আবৃত করত নিজ তেজে আমাকে নৌকার মধ্যেই বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। আমার শরীরে যে মৎস্যের দুর্গন্ধ ছিল, তাহা নাশ করিয়া তিনি আমার শরীরে এই সুগন্ধ দান করিলেন ॥১১-১২

যো ব্যস্য বেদাংশ্চতুরস্তপসা ভগবানৃষিঃ।
লোকে ব্যাসত্বমাপেদে কার্ষ্ণ্যাৎ কৃষ্ণত্বমেব চ ॥১৫॥
সত্যবাদী শমপরস্তপস্বী দগ্ধকিল্বিষঃ।
সমুৎপন্নঃ স তু মহান্ সহ পিত্রা ততো গতঃ ॥১৬॥
স নিযুক্তো ময়া ব্যক্তং ত্বয়া চাপ্রতিমদ্যুতিঃ।
ভ্রাতুঃ ক্ষেত্রেষু কল্যাণমপত্যং জনয়িষ্যতি ॥১৭॥
স হি মামুক্তবাংস্তত্র স্মরেঃ কৃত্যেষু মামিতি।
তং স্মরিষ্যে মহাবাহো যদি ভীষ্ম ত্বমিচ্ছসি ॥১৮॥
তব হ্যনুমতে ভীষ্ম ! নিয়তং স মহাতপাঃ।
বিচিত্রবীর্য্যক্ষেত্রেষু পুত্রানুৎপাদয়িষ্যতি ॥১৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

মহর্ষেঃ কীর্ত্তনে তস্য ভীষ্মঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।
ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ ত্রীনেতান্ যোহনুপশ্যতি ॥২০॥
অর্থমর্থানুবন্ধঞ্চ ধর্ম্মং ধর্ম্মানুবন্ধনম্।
কামং কামানুবন্ধঞ্চ বিপরীতান্ পৃথক্ পৃথক্ ॥২১॥
যো বিচিন্ত্য ধিয়া ধীরো ব্যবস্যতি স বুদ্ধিমান্।
তদিদং ধর্ম্মযুক্তঞ্চ হিতঞ্চৈব কুলস্য নঃ ॥২২॥
উক্তং ভবত্যা যচ্ছ্রেয়ঃ পরমং রোচতে মম।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তস্মিন্ প্রতিজ্ঞাতে ভীষ্মেণ কুরুনন্দন ॥২৩॥
কৃষ্ণদ্বৈপায়নং কালী চিন্তয়ামাস বৈ মুনিম্।
স বেদান্ বিব্রুবন্ ধীমান্ মাতুর্বিজ্ঞায় চিন্তিতম্ ॥২৪॥
প্রাদুর্ব্বভূবাবিদিতঃ ক্ষণেন কুরুনন্দন।
তস্মৈ পূজাং ততঃ কৃত্বা সুতায় বিধিপূর্ব্বকম্ ॥২৫॥
পরিষ্বজ্য চ বাহুভ্যাং প্রস্রবৈরভিষিচ্য চ।
মুমোচ বাষ্পং দাশেয়ী পুত্রং দৃষ্ট্বা চিরস্য তু ॥২৬॥

তাহার পিতা আমাকে বলিলেন,—"তুমি এই যমুনানদীর দ্বীপে শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও, তোমার কন্যাত্ব অক্ষত থাকিবে।" আমার সেই কন্যাবস্থায় গর্ভেতে পুত্র হইয়াছেন পরাশর-নন্দন মহাযোগী মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। তিনি তপস্যা করিয়া জনসমুদায়ের হিতের জন্য চারি বেদকে বিভাগ করিয়া 'ব্যাস' নামে পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার শরীরের বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া তাঁহার অপর নাম "কৃষ্ণ"। তিনি সত্যবাদী ও শমগুণান্বিত। তপস্যাপ্রভাবে তাঁহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়াছে। তিনি উৎপন্ন হইয়াই পিতার সহিত সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। আমার মনে হয় আমি আহ্বান করিলে তিনি ভ্রাতার ক্ষেত্রে কল্যাণময় পুত্র উৎপাদন করিবেন। তিনি আমায় বলিয়াছিলেন—"প্রয়োজনের সময় আমাকে স্মরণ করিও। আমি আসিব"। হে ভীষ্ম! যদি তুমি সম্মতি দাও, তবে তাঁহাকে স্মরণ করি। ভীষ্ম! আমার বিশ্বাস তোমার সম্মতি হইলে মহাতপস্বী সেই দ্বৈপায়ন বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন করিবেন ॥১৫-১৯॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহর্ষি বেদব্যাসের নাম করামাত্রই ভীষ্ম করযোড়ে বলিতে লাগিলেন—যিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই পুরুষার্থত্রয় লক্ষ্য করেন, যিনি অর্থ ও অর্থের ফল, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের ফল এবং কাম ও কামের ফলসমূহকে সমস্তভাবের বিরুদ্ধ ফলসমূহের সহিত পৃথক্ পৃথক্ জানিতে পারেন; যিনি অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও ধীর; যিনি বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত বস্তুর বিচার করিয়া বুঝিতে পারেন। তুমি তাঁহার কথা বলিলে, ইহা অত্যন্ত ধর্ম্মযুক্ত এবং আমাদের কুলের পক্ষে হিতকর। তুমি যে শ্রেয়ের কথা বলিয়াছ, ইহা আমার নিকট খুবই সঙ্গত মনে হইতেছে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে কুরুনন্দন! ভীষ্ম এইভাবে সমর্থন করিলে, কালী (সত্যবতী) কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে মনে মনে চিন্তা করিলেন। তখন বেদব্যাস মাতার চিন্তা বুঝিতে বেদ

তামদ্ভিঃ পরিষিচ্যার্ত্তাং মহর্ষিরভিবাদ্য চ।
মাতরং পূর্ব্বজঃ পুত্রো ব্যাসো বচনমব্রবীৎ ॥২৭
ভবত্যা যদভিপ্রেতং তদহং কর্ত্তুমাগতঃ।
শাধি মাং ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞে করবাণি প্রিয়ং তব ॥২৮
তস্মৈ পূজাং ততোঽকার্ষীৎ পুরোধাঃ পরমর্ষয়ে।
স চ তাং প্রতিজগ্রাহ বিধিবন্মন্ত্রপূর্ব্বকম্ ॥২৯
পূজিতো মন্ত্রপূর্ব্বং তু বিধিবৎ প্রীতিমাপ সঃ।
তমাসনগতং মাতা পৃষ্ট্বা কুশলমব্যয়ম্ ॥৩০
সত্যবত্যভিবীক্ষ্যৈনমুবাচেদমনন্তরম্।
মাতাপিত্রোঃ প্রজায়ন্তে পুত্রাঃ সাধারণাঃ কবে ॥৩১
তেষাং পিতা যথা স্বামী তথা মাতা ন সংশয়ঃ।
বিধাতৃবিহিতঃ স ত্বং যথা মে প্রথমঃ সুতঃ ॥৩২
বিচিত্রবীর্য্যো ব্রহ্মর্ষে তথা মেঽবরজঃ সুতঃ।
যথৈব পিতৃতো ভীষ্মস্তথা ত্বমপি মাতৃতঃ ॥৩৩
ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যস্য যথা বা পুত্র মন্যসে।
অয়ং শান্তনবঃ সত্যং পালয়ন্ সত্যবিক্রমঃ ॥৩৪
বুদ্ধিং ন কুরুতেঽপত্যে তথা রাজ্যানুশাসনে।
স ত্বং ব্যপেক্ষয়া ভ্রাতুঃ সন্তানায় কুলস্য চ ॥৩৫
ভীষ্মস্য চাস্য বচনান্নিয়োগাচ্চ মমানঘ।
অনুক্রোশাচ্চ ভূতানাং সর্ব্বেষাং রক্ষণায় চ ॥৩৬
আনৃশংস্যাচ্চ যদ্ ব্রূয়াং তচ্ছ্রুত্বা কর্ত্তুমর্হসি।
যবীয়সস্তব ভ্রাতুর্ভার্য্যে সুরসুতোপমে ॥৩৭
রূপযৌবনসম্পন্নে পুত্রকামে চ ধর্ম্মতঃ।
তয়োরুৎপাদয়াপত্যং সমর্থো হ্যসি পুত্রক ॥৩৮

চিন্তন করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ নিকটে তথায় আবির্ভূত হইলেন। সত্যবতী পুত্র হইলেও প্রথমতঃ মহর্ষিকে বিধিপূর্ব্বক পূজা করিলেন, পরে দুই বাহুতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করত বহুদিন পুত্রের অদর্শনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে সিক্ত করিলেন।২০-২৬

মহর্ষি দুঃখার্তা জননীকে অশ্রুপূর্ণ জলের দ্বারা প্রথমতঃ অভিষিক্ত করিলেন, পরে তাঁহাকে প্রণাম করত তাঁহার প্রথম পুত্র ব্যাসদেব তাঁহাকে বলিলেন—"আপনি যাহা অভিপ্রায় করিয়াছেন, আমি তাহা করিতে আসিয়াছি। হে ধর্ম্মজ্ঞে! আপনার কি কার্য্য সাধন করিব; আপনি আদেশ করুন।২৭-২৮

অনন্তর পুরোহিত মন্ত্রপূর্ব্বক তাঁহার বিধি অনুসারে অর্চ্চনা করিলেন। তিনিও তাহা বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ করত গ্রহণ করিলেন।২৯

বিধিপূর্ব্বক মন্ত্র দ্বারা পূজিত হইয়া মহর্ষি প্রীতিলাভ করিলেন। তাঁহাকে আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া মাতা সত্যবতী তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসানন্তর তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন,—"হে মহর্ষে! মাতা ও পিতা উভয় হইতে উৎপন্ন হওয়ায় উভয়েরই সাধারণ পুত্র। সুতরাং পিতারও যেমন পুত্রের প্রভু, মাতাও তদ্রূপ, ইহাতে সংশয় নাই। বিধানানুসারে তুমি যেমন আমার প্রথম পুত্র, তেমনই হে ব্রহ্মর্ষে! বিচিত্রবীর্য্যও আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। যেমন পিতা হইতে ভীষ্ম ওহ, তেমনই মাতা হইতে তুমি জানিবার। সুতরাং তুমি বিচিত্রবীর্য্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইহাই মনে করি, তুমি যাহাই মনে কর না কেন। শান্তনুনন্দন এই ভীষ্ম সত্যবিক্রম, একারণ সে সত্যের পালন করত সন্তান উৎপাদন ও রাজ্যশাসন করিতে ইচ্ছুক নয়। সুতরাং তুমি ভ্রাতৃস্নেহের অপেক্ষা কর, ভীষ্মের অনুরোধ ও আমার আদেশের জন্য, দয়াবশতঃ প্রাণিমাত্রের রক্ষার জন্য, এবং প্রাণিমাত্রের তোমার অনিষ্ঠুরতাবশতঃ আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শুনিয়া কার্য্যে পরিণত কর। তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার দুইটী দেবকন্যা-তুল্য রূপ ও যৌবনশালিনী পত্নী আছে, তাহারা পুত্রাভিলাষিণী। তুমি তাঁহাদের উদরে ধর্ম্ম পুত্র

অনুরূপং কুলস্যাস্য সন্তত্যাঃ প্রসবায় চ।

ব্যাস উবাচ।

বেত্থ ধর্ম্মং সত্যবতি পরং চাপরমেব চ ॥৩৯

যথা চ তব ধর্ম্মজ্ঞে ধর্ম্মে প্রণিহিতা মতিঃ।
তস্মাদহং ত্বন্নিয়োগাদ্ধর্ম্মমুদ্দিশ্য কারণম্ ॥৪০

ঈপ্সিতং তে করিষ্যামি দৃষ্টং হ্যেতৎ সনাতনম্।
ভ্রাতুঃ পুত্রান্ প্রদাস্যামি মিত্রাবরুণয়োঃ সমান্ ॥৪১

ব্রতং চরেতাং তে দেব্যৌ নির্দ্দিষ্টমিহ যন্ময়া।
সংবৎসরং যথান্যায়ং ততঃ শুদ্ধে ভবিষ্যতঃ ॥৪২

ন হি মামব্রতোপেতা উপেয়াৎ কাচিদঙ্গনা।

সত্যবত্যুবাচ।

সদ্যো যথা প্রপদ্যেত (দেবী) গর্ভং তথা কুরু ॥৪৩

অরাজকেষু রাষ্ট্রেষু প্রজানাথা বিনশ্যতি।
নশ্যন্তি চ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা নাস্তি বৃষ্টির্ন দেবতা ॥৪৪

কথং চারাজকং রাষ্ট্রং শক্যং ধারয়িতুং প্রভো।
তস্মাদ্ গর্ভং সমাধৎস্ব ভীষ্মস্তং বর্দ্ধয়িষ্যতি ॥৪৫

ব্যাস উবাচ।

যদি পুত্রঃ প্রদাতব্যো ময়া ক্ষিপ্রমকালিকম্।
বিরূপতাং মে সহতাং তয়োরেতৎ পরং ব্রতম্ ॥৪৬

যদি মে সহতে গন্ধং রূপং বেশং তথা বপুঃ।
অদ্যৈব গর্ভং কৌশল্যা বিশিষ্টং প্রতিপদ্যতাম্ ॥৪৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা মহাতেজা ব্যাসঃ সত্যবতীং তদা।
শয়নে সা চ কৌশল্যা শুচিবস্ত্রা স্বলঙ্কৃতা ॥৪৮

সমাগমনমাকাঙ্ক্ষেদিতি সোঽন্তর্হিতো মুনিঃ।
ততোঽভিগম্য সা দেবী স্নুষাং রহসি সঙ্গতাম্ ॥৪৯

ধর্ম্ম্যমর্থসমাযুক্তমুবাচ বচনং হিতম্।
কৌশল্যে ধর্ম্মতন্ত্রং যদ্ ব্রবীমি ত্বাং নিবোধ তৎ ॥৫০

উৎপাদন কর। তুমি ইহা করিতে সমর্থ—ইহা আমি জানি এবং ইহাই আমাদের কুলের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে।৩০-৩৮

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে সত্যবতি! আপনি পর ও অপর উভয় ধর্ম্মই জানেন। হে ধর্ম্মজ্ঞে! ধর্ম্মে আপনার বুদ্ধি প্রণিহিত। সুতরাং আপনার নিয়োগানুসারে এবং ধর্ম্মকে উদ্দেশ করিয়া আপনার কার্য্য সাধন করিব। ভ্রাতাকে মিত্র ও বরুণের সমান পুত্র প্রদান করিব।৩৯-৪১

বিচিত্রবীর্য্যের দুই পত্নী আমার নির্দ্দেশ অনুসারে এক বৎসর কাল ব্রত অনুষ্ঠান করুন। তবে অনুষ্ঠানে তাঁহারা শুদ্ধা হইবেন। অব্রতা কোন নারী আমার নিকট আসিতেই পারিবে না।৪২

সত্যবতী বলিলেন,—দেবী যাহাতে সত্বর গর্ভ ধারণ করে, তাহার ব্যবস্থা কর। কারণ, অরাজক রাজ্যে প্রজারা নষ্ট হইবে এবং সমস্ত বৈদিক লোপ পাইবে; তাহার ফলে দেবতা বর্ষণ করিবেন না। হে প্রভো! অরাজক রাজ্য কি করিয়া রক্ষা করা যাইবে? সেই গর্ভাধান কর, ভীষ্ম গর্ভকে পালন করিবেন।৪৩-৪৫

ব্যাসদেব বলিলেন,—যদি আমাকে সত্বরই অকালেই পুত্র দান করিতে হয়, তবে আমার এই কুৎসিত রূপ তাহারা সহ্য করিবার সামর্থ্য অর্জন করুক; ইহাই তাহাদের পক্ষে পরব্রত। যদি আমার গন্ধ, আমার আকৃতি, বেশ ও আমার দেহকে সে সহ্য করিতে পারে, অর্থাৎ ভয় না পায়, তবে কৌশল্যা (অম্বিকা) আজই বিশিষ্ট গর্ভ ধারণ করিতে পারে।৪৬-৪৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহাতেজা ব্যাস এই কথা বলিয়া সত্যবতীকে বলিলেন—"কৌশল্যা অলঙ্কৃতা হইয়া শুচি বস্ত্র পরিধান করত শয্যায় যেন আমাকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া অপেক্ষা করে"।

ভরতানাং সমুচ্ছেদো ব্যক্তং মদ্ভাগ্যসংক্ষয়াৎ।
ব্যথিতাং মাঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য পিতৃবংশঞ্চ পীড়িতম্ ॥৫১
ভীষ্মো বুদ্ধিমদান্মহ্যং কুলস্যাস্য বিবৃদ্ধয়ে।
সা চ বুদ্ধিস্তবাধীনা পুত্রি প্রাপয় মাং তথা ॥৫২
নষ্টঞ্চ ভারতং বংশং পুনরেব সমুদ্ধর।
পুত্রং জনয় সুশ্রোণি দেবরাজসমপ্রভম্।
স হি রাজ্যধুরং গুর্বীমুদ্বক্ষ্যতি কুলস্য নঃ ॥৫৩
সা ধর্ম্মতোঽনুনীয়ৈনাং কথঞ্চিদ্ধর্ম্মচারিণীম্।
ভোজয়ামাস বিপ্রাংশ্চ দেবর্ষীনতিথীংস্তথা ॥৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি সত্যবত্যুপদেশে চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৪

এই বলিয়া ব্যাসদেব অন্তর্দ্ধান করিলেন। তদনন্তর দেবী সত্যবতী একান্তে পুত্রবধূ কৌশল্যার (অম্বিকার) নিকট গিয়া ধর্ম্ম ও অর্থযুক্ত কথা বলিলেন—'হে কৌশল্যে! আমি তোমাকে ধর্ম্মযুক্ত কথা বলিব, মনোযোগের সহিত শুন। ভরতবংশের লোপ আমার দুর্ভাগ্যবশতঃই উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে আমাকে ব্যথিত দেখিয়া এবং পিতৃবংশকেও পীড়িত দেখিয়া এই কুলবৃদ্ধির জন্য ভীষ্ম আমাকে এক বুদ্ধি দিয়াছেন। কিন্তু বৎসে! সে বুদ্ধি কার্য্যকারী করা তোমারই অধীন। তাহাতে আমার অভীষ্ট পৌত্রিত্ব লাভ, তুমি তাহার ব্যবস্থা কর। তুমি এই ভরতবংশকে পুনরায় উদ্ধার কর। সুন্দরি! দেবরাজতুল্য একটি পুত্র উৎপাদন কর, যে আমাদের কুলের এই গুরু রাজ্যভার বহন করিতে পারে' ॥৫০-৫৩

ধর্ম্মত অনুনয় করিয়া সত্যবতী ধর্ম্মচারিণী কৌশল্যাকে কোনরকমে বুঝাইয়া সম্মত করিলেন এবং পরে ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋষি ও অতিথিদিগকে ভোজন করাইলেন ॥৫৪

শ্রীমহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে সত্যবত্যুপদেশ-বিষয়ক চতুরধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[ব্যাসেন বিচিত্রবীর্য্যক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু-বিদুরাণামুৎপত্তিঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ সত্যবতী কালে বধূং স্নাতামৃতৌ তদা।
সংবেশয়ন্তী শয়নে শনকৈর্বাক্যমব্রবীৎ ॥১
কৌশল্যে দেবরস্তেঽস্তি সোঽদ্য ত্বানুপ্রবেক্ষ্যতি।
অপ্রমত্তা প্রতীক্ষৈনং নিশীথে আগমিষ্যতি ॥২
শ্বশ্র্বাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা শয়ানা শয়নে শুভে।
সাচিন্তয়ত্তদা ভীষ্মমন্যাংশ্চ কুরুপুঙ্গবান্ ॥৩
ততোঽম্বিকায়াং প্রথমং নিযুক্তঃ সত্যবাগৃষিঃ।
দীপ্যমানেষু দীপেষু শয়নং প্রবিবেশ হ ॥৪

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

[ব্যাসকর্ত্তৃক বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের উৎপত্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সত্যবতী ঋতুকালে স্নাতা বধূ অম্বিকাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—'হে কৌশল্যে! তোমার একটি দেবর (ভাসুর) আছে তোমার নিকট নিশীথ রাত্রিতে আসিবেন। তুমি সাবধান হইয়া তাঁহার

তস্য কৃষ্ণস্য কপিলাং জটাং দীপ্তে চ লোচনে।
বভ্রূণি চৈব শ্মশ্রূণি দৃষ্ট্বা দেবী ন্যমীলয়ৎ ॥৫
সম্বভূব তয়া সার্দ্ধং মাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
ভয়াৎ কাশিসুতা তং তু নাশক্নোদভিবীক্ষিতুম্ ॥৬
ততো নিষ্ক্রান্তমাসাদ্য মাতা পুত্রমুবাচ হ।
অপ্যয়ং ভগবন্ পুত্র রাজপুত্রো ভবিষ্যতি ॥৭
নিশম্য তদ্‌ বচো মাতুর্ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
নাগাযুতসমপ্রাণো বিদ্বান্ রাজর্ষিসত্তমঃ ॥৮
মহাভাগো মহাবীর্য্যো মহাবুদ্ধির্ভবিষ্যতি।
তস্য চাপি শতং পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহাত্মনঃ ॥৯
কিন্তু মাতুঃ স বৈগুণ্যাদন্ধ এব ভবিষ্যতি।
তস্য তদ্‌ বচনং শ্রুত্বা মাতা পুত্রমথাব্রবীৎ ॥১০
নান্ধঃ কুরূণাং নৃপতিরনুরূপস্তপোধন।
জ্ঞাতিবংশস্য গোপ্তারং পিতৄণাং বংশবর্দ্ধনম্ ॥১১
দ্বিতীয়ং কুরুবংশস্য রাজানং দাতুমর্হসি।
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় নিশ্চক্রাম মহাযশাঃ ॥১২
সাপি কালেন কৌশল্যা সুষুবেঽন্ধং তমাত্মজম্।
পুনরেব তু সা দেবী পরিভাষ্য স্নুষাং ততঃ ॥১৩
ঋষিমাবাহয়ৎ সত্যা যথা পূর্ব্বমরিন্দম।
ততস্তেনৈব বিধিনা মহর্ষিস্তামপদ্যত ॥১৪
অম্বালিকামথাভ্যাগাদৃষিং দৃষ্ট্বা চ সাপি তম্।
বিবর্ণা পাণ্ডুসঙ্কাশা সমপদ্যত ভারত ॥১৫
তাং ভীতাং পাণ্ডুসঙ্কাশাং বিষণ্ণাং প্রেক্ষ্য ভারত।
ব্যাসঃ সত্যবতীপুত্র ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১৬

[illegible] আগমন করিবে" ।১-২

শাশুড়ীর কথা শুনিয়া কৌশল্যা শুদ্ধ শয্যায় শয়ন করিয়া মনে মনে ভীষ্ম প্রভৃতি কুরুবংশীয়গণের চিন্তা করিতে লাগিলেন ।৩

অনন্তর সত্যবাদী মহর্ষি ব্যাস মাতার ইচ্ছায় প্রথম নিযুক্ত হইয়া দীপ প্রদীপিত গৃহে প্রবেশ করিলেন ।৪

দেবী অম্বিকা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পিঙ্গলবর্ণ জটা, দীপ্ত নয়নদ্বয়, দাড়ি ও গোঁফ দেখিয়া ভয়ে চক্ষু নিমীলিত করিলেন ।৫

তবে মাতার প্রিয় করিতে ইচ্ছুক ব্যাসদেবের সহিত দেবীর সঙ্গম হইল বটে, কিন্তু সেই কাশিরাজ-কন্যা অম্বিকা (কৌশল্যা) ভয়ে তাঁহার দিকে তাকাইতেই সমর্থা হইলেন না ।৬

ব্যাসদেব যখন অম্বিকার গৃহ হইতে বাহির হইলেন, তখন জননী পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—পুত্র! ইহার গর্ভে ভগবান্ রাজপুত্র হইবে তো ?৭

মাতার কথা শুনিয়া ব্যাসদেব বলিলেন,—"ইহার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে সে দশসহস্র হস্তীর বল ধারণ করিবে এবং বিদ্বান্, রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ, মহাভাগ্যবান্, মহাবীর্য্যশালী, মহাবুদ্ধিমান্ হইবে। এই মহাত্মার শতসংখ্যক পুত্র হইবে। কিন্তু মাতার বৈগুণ্যবশতঃ ঐ সন্তান অন্ধ হইবে"। তাঁহার কথা শুনিয়া সত্যবতী তাঁহাকে বলিলেন,—"হে তপোধন! অন্ধ কখনও কুরুবংশের রাজা হইতে পারে না এবং জ্ঞাতিবংশের রক্ষাকর্ত্তা অথবা পিতৃপুরুষের বংশবর্দ্ধনকারী হইতে পারে না। সুতরাং তুমি কুরুবংশের জন্য দ্বিতীয় পুত্র দান কর"। ব্যাস তাহাই হইবে বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন ।১০-১২

তাহার পর কৌশল্যা যথাকালে এক অন্ধ পুত্র প্রসব করিলেন। হে জনমেজয়! তখন দেবী সত্যবতী পুনরায় পুত্রবধূ অম্বালিকাকে বুঝাইয়া সম্মত করিলেন এবং মহর্ষি পুত্রকে আহ্বান করিলেন। মহর্ষিও পূর্ব্ববিধি অনুসারে আসিয়া অম্বালিকার সঙ্গত হইলেন। হে ভারত! অম্বালিকা তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে পাণ্ডুবর্ণা হইয়া গেলেন ।১৩-১৫

এখানে কোন আদর্শে এই শ্লোক নির্দ্দেশিত [illegible] অধিক দেখা যায়,—

'[illegible]'

যস্মাৎ পাণ্ডুত্বমাপন্না বিরূপং প্রেক্ষ্য মামিহ ।
তস্মাদেষ সুতস্তে বৈ পাণ্ডুরেব ভবিষ্যতি ॥১৭
নাম চাস্যৈতদেবেহ ভবিষ্যতি শুভাননে ।
ইত্যুক্ত্বা স নিষ্ক্রান্তো ভগবানৃষিসত্তমঃ ॥১৮
ততো নিষ্ক্রামমাণন্তং সত্যা পুত্রমভাষত ।*
শশংস স পুনর্মাত্রে তস্য বালস্য পাণ্ডুতাম্ ॥১৯
তং মাতা পুনরেবান্যমেকং পুত্রমযাচত ।†
তথেতি চ মহর্ষিস্তাং মাতরং প্রত্যভাষত ॥২০
ততঃ কুমারং সা দেবী প্রাপ্তকালমজীজনৎ ।
পাণ্ডুং লক্ষণসম্পন্নং দীপ্যমানমিব শ্রিয়া ॥২১
যস্য পুত্রা মহেষ্বাসা জজ্ঞিরে পঞ্চ পাণ্ডবাঃ ।
ঋতুকালে ততো জ্যেষ্ঠাং বধূং তস্মৈ ন্যযোজয়ৎ ॥২২

সা তু রূপঞ্চ গন্ধঞ্চ মহর্ষেঃ প্রবিচিন্ত্য তম্ ।
নাকরোদ্বচনং দেব্যা ভয়াৎ সুরসুতোপমা ॥২৩
ততঃ স্বৈর্ভূষণৈর্দাসীং ভূষয়িত্বাপ্সরোপমাম্ ।
প্রেষয়ামাস কৃষ্ণায় ততঃ কাশিপতেঃ সুতা ॥২৪
সা তমৃষিমনুপ্রাপ্তং প্রত্যুদ্গম্যাভিবাদ্য চ ।
সংবিবেশাভ্যনুজ্ঞাতা সৎকৃত্যোপচচার হ ॥২৫
কামোপভোগেন রহস্তস্যাং তুষ্টিমগাদৃষিঃ ।
তয়া সহোষিতো রাজন্ মহর্ষিঃ সংশিতব্রতঃ ॥২৬
উত্তিষ্ঠন্নব্রবীদেনামভুজিষ্যা ভবিষ্যসি ।
অয়ঞ্চ তে শুভে গর্ভঃ শ্রেয়ানুদরমাগতঃ ।
ধর্ম্মাত্মা ভবিতা লোকে সর্ব্ববুদ্ধিমতাং বরঃ ॥২৭

তাঁহাকে ভীতা, পাণ্ডুবর্ণা ও বিবর্ণা দেখিয়া সত্যবতীপুত্র তাঁহাকে এই কথা বলিলেন—"যেহেতু তুমি আমার বিরূপ রূপ দেখিয়া পাণ্ডুবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছ, সেই হেতু তোমার পুত্র পাণ্ডুবর্ণ হইবে। হে শুভাননে! এজন্য ইহার নামও পাণ্ডুই হইবে।" এই বলিয়া ভগবান্ মহর্ষি বাহির হইয়া গেলেন ।১৬-১৮

তখন সত্যবতী পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি "পাণ্ডুবর্ণ পুত্র হইবে" এই কথা বলিলেন ।১৯

তখন মাতা পুনরায় তাঁহার নিকট আর একটী পুত্র প্রার্থনা করিলে মহর্ষিও 'তথাস্তু' বলিয়া প্রস্থান করিলেন ।২০

অনন্তর দেবী অম্বালিকা যথাকালে পাণ্ডুবর্ণ, সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত, যেন দেদীপ্যমান এক পুত্র প্রসব করিলেন। ইঁহার মহাধনুর্দ্ধর পঞ্চপাণ্ডব পুত্র জন্মিয়াছিল। অনন্তর জ্যেষ্ঠা বধূর ঋতুকাল উপস্থিত হইলে সত্যবতী তাঁহাকে ব্যাসদেবের সহিত মিলিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন ।২১-২২

কিন্তু তিনি সত্যবতীর নিকট অস্বীকার না করিলেও ব্যাসদেবের রূপ ও গন্ধের কথা চিন্তা করিয়া ভয়ে নিজে সেখানে গেলেন না; কিন্তু অপ্সরাতুল্য দাসীকে স্বকীয় অলঙ্কার দ্বারা সাজাইয়া ব্যাসদেবের জন্য রতিশয্যাতে পাঠাইলেন ।২৩-২৪

দাসী আগত ঋষির প্রত্যুদ্গমন ও অভিবাদন করত সৎকার ও পূজা করিয়া শয্যায় প্রবেশ করাইলেন ।২৫

মহর্ষি তাঁহার সহিত একান্তে সম্ভোগে সন্তুষ্ট হইলেন। সংশিতব্রত মহর্ষি তাঁহার সহিত রাত্রিবাস করিয়া যাইবার সময় তাহাকে বলিলেন,—"এখন হইতে তুমি আর দাসী থাকিবে না। তোমার গর্ভে উৎকৃষ্ট শিশু আবির্ভূত হইয়াছে। এই শিশু বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মাত্মা হইবে ।২৬-২৭

---

*এখানে কোন পুস্তকে এই শ্লোকে নিম্নলিখিত অর্দ্ধটী অধিক দেখা যায়,—
'পুত্রস্য কিং মে পুত্র নামায় কথিতং বদ'।

†কোন কোন পুস্তকে ১৯ শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটী অধিক দেখা যায়,—
'অম্বিকায়াঃ প্রথমজং পুত্রমন্ধং বিলোক্য চ ।
পাণ্ডুঞ্চ দ্বিতীয়ং পাণ্ডুবর্ণং বিলোক্য চ ।
তত পুত্রমবাপ্তে ব্যাসশ্চৈব গতঃ ।
ইত্যুক্ত্বা মাতরং তত্র সোঽন্তর্হিতঃ ॥'

ন জজ্ঞে বিদুরো নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়নাত্মজঃ ।
ধৃতরাষ্ট্রস্য বৈ ভ্রাতা পাণ্ডোশ্চৈব মহাত্মনঃ ॥২৮
ধর্ম্মো বিদুররূপেণ শাপাৎ তস্য মহাত্মনঃ ।
মাণ্ডব্যস্যার্থতত্ত্বজ্ঞঃ কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ ॥২৯
কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽপ্যেতৎ সত্যবত্যৈ ন্যবেদয়ৎ ।
প্রলম্ভমাত্মনশ্চৈব পুত্রজন্ম চ ॥৩০
স ধর্ম্মস্যানৃণো ভূত্বা পুনর্মাত্রা সমেত্য চ ।
তস্যৈ গর্ভং সমাবেদ্য তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৩১
এবং বিচিত্রবীর্য্যস্য ক্ষেত্রে দ্বৈপায়নাদপি ।
জজ্ঞিরে দেবগর্ভাভাঃ কুরুবংশবিবর্দ্ধনাঃ ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি বিচিত্রবীর্য্যসুতোৎপত্তৌ পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৫

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সেই পুত্রই মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর ভ্রাতা বিদুর ॥২৮

মহাত্মা মাণ্ডব্যমুনির অভিশাপে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, কাম ও ক্রোধশূন্য ধর্ম্ম বিদুররূপে শূদ্রাগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥২৯

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন মাতা সত্যবতীকে এই কথা নিবেদন করিলেন এবং ইহাও বলিলেন, অম্বিকা আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া দাসীকে পাঠাইয়াছিল, সুতরাং এ সন্তান শূদ্রার গর্ভজাত হইবে ॥৩০

এইরূপে মাতার বাক্য পালন করত ভিন্ন ভিন্ন গর্ভাশয়ে পূর্ব্বোক্ত পুত্রত্রয় উৎপাদন করিয়া মহর্ষি সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥৩১

বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ভার্য্যাদের গর্ভে এইভাবে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে দেবশিশুসদৃশ কুরুবংশবর্দ্ধন পুত্রগণ উৎপন্ন হইয়াছিল ॥৩২

শ্রীমন্মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে বিচিত্রবীর্য্যসুতোৎপত্তি নামক পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[মাণ্ডব্যস্য শূলারোপণম্ ।]

জনমেজয় উবাচ ।
কিং কৃতং কর্ম্ম ধর্ম্মেণ যেন শাপমুপেয়িবান্ ।
কস্য শাপাচ্চ ব্রহ্মর্ষেঃ শূদ্রযোনাবজায়ত ॥১
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
বভূব ব্রাহ্মণঃ কশ্চিন্মাণ্ডব্য ইতি বিশ্রুতঃ ।
ধৃতিমান্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যে তপসি চ স্থিতঃ ॥২

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

[মহর্ষি মাণ্ডব্যের শূলে আরোপণ ।]

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—ধর্ম্ম এমন কি করিয়াছিলেন, যাহার জন্য তিনি শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং কোন্ ব্রহ্মর্ষির শাপে তাঁহার শূদ্রযোনিতে জন্ম হইয়াছিল ॥১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মাণ্ডব্যনামে এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ধৈর্য্যশীল, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ এবং সত্য ও তপস্যায় নিরত ছিলেন ॥২

স আশ্রমপদদ্বারি বৃক্ষমূলে মহাতপাঃ ।
ঊর্দ্ধবাহুর্মহাযোগী তস্থৌ মৌনব্রতান্বিতঃ ।৩
তস্য কালেন মহতা তস্মিংস্তপসি বর্ত্ততঃ ।
তমাশ্রমপদং প্রাপ্তা দস্যবো লোপ্ত্রহারিণঃ ।৪
অনুসার্য্যমাণা বহুভী রক্ষিভির্ভরতর্ষভ ।
তে তস্যাবসথে লোপ্ত্রং দস্যবঃ কুরুসত্তম ।৫(১)
নিধায় চ ভয়ালীনাস্তত্রৈবানাগতে বলে ।
তেষু লীনেষ্বথো শীঘ্রং ততস্তদ্রক্ষিণাং বলম্ ।৬
আজগাম ততোঽপশ্যংস্তমৃষিং তস্করানুগাঃ ।
তমপৃচ্ছংস্ততো রাজংস্তথাবৃত্তং তপোধনম্ ।৭
কতরেণ পথা যাতা দস্যবো দ্বিজসত্তম ।
তেন গচ্ছামহে ব্রহ্মন্ যথা শীঘ্রতরং বয়ম্ ।৮
তথা তু রক্ষিণাং তেষাং ব্রুবতাং স তপোধনঃ ।
ন কিঞ্চিদ্ বচনং রাজন্নব্রবীৎ সাধ্বসাধু বা ।৯

ততস্তে রাজপুরুষা বিচিন্বানাস্তদাশ্রমম্ ।
দদৃশুস্তত্র লীনাংস্তাংশ্চোরাংস্তদ্দ্রব্যমেব চ ।১০
ততঃ শঙ্কা সমভবদ্ রক্ষিণাং তং মুনিং প্রতি ।
সংযম্যৈনং ততো রাজ্ঞে দস্যূংশ্চৈব ন্যবেদয়ন্ ।১১
তং রাজা সহ তৈশ্চোরৈরন্বশাদ্ বধ্যতামিতি ।
স রক্ষিভিস্তৈরজ্ঞাতঃ শূলে প্রোতো মহাতপাঃ ।১২
ততস্তে শূলমারোপ্য তং মুনিং রক্ষিণস্তদা ।
প্রতিজগ্মুর্মহীপালং ধনান্যাদায় তান্যথ ।১৩
শূলস্থঃ স তু ধর্ম্মাত্মা কালেন মহতা ততঃ ।
নিরাহারোঽপি বিপ্রর্ষির্মরণং নাভ্যপদ্যত ।১৪
ধারয়ামাস চ প্রাণানৃষীংশ্চ সমুপানয়ৎ ।
শূলাগ্রে তপ্যমানেন তপস্তেন মহাত্মনা ।১৫

সেই মাণ্ডব্য মহাযোগী ঋষি আশ্রমের দ্বারে বৃক্ষমূলে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া মৌনব্রত ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেন ।৩

দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি এইভাবে তপস্যা করিতেছিলেন। এমন সময় কতকগুলি দস্যু চোরাই মাল লইয়া সেই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল ।৪

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! দস্যুগণের পিছনে রাজার রক্ষিগণ অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! দস্যুরা ভয়ে চোরাই মাল ফেলিয়া মৌনব্রতী ঘরের মধ্যে লুকাইল। তাহারা লুকাইলে পরক্ষণেই রক্ষিগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়া সেই ঋষিকে তপস্যানিরত দেখিতে পাইল এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কোন্ পথে দস্যুরা গিয়াছে, বলুন। হে ব্রহ্মন্! আমরা তাহাদিগকে ধরিবার জন্য অতি শীঘ্রগতিতে সেই দিকে যাইব ।৫-৮

হে রাজন্! রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করিলেও সেই মৌনব্রতী তপোধন সাধু বা অসাধু কোন কথাই বলিলেন না ।৯

তাহার পর রাজপুরুষগণ সেই আশ্রম অন্বেষণ করিয়া সেই দস্যুদিগকে এবং চোরাই মালগুলিকে পাইল ।১০

তখন তাহাদের মুনির উপর সন্দেহ হওয়ায় সেই মুনি ও দস্যুদিগকে বাঁধিয়া রাজার নিকট লইয়া গেল ।১১

রাজা তখন রক্ষিগণকে আদেশ দিলেন,— "চোরগুলির সহিত এই মুনিকে বধ কর।" তখন রক্ষিগণ সেই মহাতপাকে চিনিতে না পারিয়া শূলে চড়াইল ।১২

তাহার পর রক্ষিগণ মুনিকে শূলে চড়াইয়া দিয়া ধনগুলি লইয়া রাজার নিকট গমন করিল ।১৩

পাঠান্তরম্ :— (১)—নিধায় কুরুনন্দন ।

সন্তাপং পরমং জগ্মুর্মুনয়োঽথ পরন্তপ।
তে রাত্রৌ শকুনা ভূত্বা সন্নিপত্য তু ভারত।
দর্শয়ন্তো যথাশক্তি তমপৃচ্ছন্ দ্বিজোত্তমম্ ॥১৬
শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রহ্মন্ কিং পাপং কৃতবানসি।
যেনেহ সমনুপ্রাপ্তং শূলে দুঃখভয়ং মহৎ ॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি অণীমাণ্ডব্যোপাখ্যানে ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৬

সেই মহাত্মা ঋষি শূলে আরোপিত হইয়া দীর্ঘকাল অনাহারেও মরিলেন না ॥১৩

শূলে আরোপিত হইয়াও ঋষি প্রাণধারণ করিয়া রহিলেন এবং তাঁহার তপস্যার প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া অন্যান্য ঋষিগণ তাঁহার ঐ অবস্থা দেখিয়া দুঃখে সন্তপ্ত হইলেন। তাঁহারা রাত্রিকালে পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি এমন কি পাপ করিয়াছিলেন, যেজন্য আপনাকে শূলে আরোপিত হইয়া এইরূপ দুঃখ পাইতে হইল ॥১৪-১৭

শ্রীমদ্বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত সম্ভবপর্বে অণীমাণ্ডব্য-উপাখ্যান-বিষয়ক ষড়ধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[মাণ্ডব্যস্য ধর্মরাজাভিশাপ-প্রসঙ্গঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ স মুনিশার্দূলস্তানুবাচ তপোধনান্।
দোষতঃ কং গমিষ্যামি ন হি মেঽন্যোঽপরাধ্যতি ॥১
তং দৃষ্ট্বা রক্ষিণস্তত্র তথা বহুতিথেঽহনি।
ন্যবেদয়ংস্তথা রাজ্ঞে যথাবৃত্তং নরাধিপ ॥২
শ্রুত্বা চ বচনং তেষাং নিশ্চিত্য সহ মন্ত্রিভিঃ (১)
প্রসাদয়ামাস তদা শূলস্থমৃষিসত্তমম্ ॥৩
রাজোবাচ।
যন্ময়াপকৃতং মোহাদজ্ঞানাদৃষিসত্তম।
প্রসাদয়ে ত্বাং তত্রাহং ন মে ত্বং ক্রোদ্ধুমর্হসি ॥৪

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

[মাণ্ডব্য কর্তৃক ধর্মরাজের প্রতি অভিশাপ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন সেই মুনিশ্রেষ্ঠ সেই তপস্বিগণকে বলিলেন,—আমি কাহাকে দোষ দিব? কেহ আমার নিকট কোন অপরাধ করে নাই ॥১

হে মহারাজ! অধিক দিন পর্যন্ত মুনির মৃত্যু হইতে না দেখিয়া রক্ষিগণ রাজার নিকট এই ঘটনা নিবেদন করিল ॥২

তখন রাজা মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সেই শূলস্থ ঋষিকে প্রসন্ন করিলেন ॥৩

রাজা বলিলেন,—হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! আমি অজ্ঞানবশতঃ আপনার নিকট যে অপরাধ করিয়াছি, তাহার জন্য আপনার কৃপা ভিক্ষা করিতেছি, আপনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না ॥৪

পাঠান্তর।—(১)—রাজা চ ঋষিং বিজ্ঞায় সহ মন্ত্রিভিঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তস্ততো রাজা প্রসাদয়ত তং মুনিম্।
কৃতপ্রসাদং রাজা তং ততঃ সমবতারয়ৎ ॥৪
অবতার্য্য চ শূলাগ্রাৎ তচ্ছূলং নিশ্চকর্ষ হ।
অশক্নুবংশ্চ নিষ্ক্রষ্টুং শূলং মূলে স চিচ্ছিদে ॥৬
স তথান্তর্গতেনৈব শূলেন ব্যচরন্মুনিঃ।
তেনাতিতপসা লোকান্ বিজিগ্যে দুর্লভান্ পরৈঃ ॥৭
অণীমাণ্ডব্য ইতি চ ততো লোকেষু গীয়তে।
স গত্বা সদনং বিপ্রো ধর্ম্মস্য পরমার্থবিৎ ॥৮
আসনস্থং ততো ধর্ম্মং দৃষ্ট্বোপালভত প্রভুঃ।
কিং নু তদ্ দুষ্কৃতং কর্ম্ম ময়া কৃতমজানতা ॥৯
যস্যেয়ং ফলনির্বৃত্তিরীদৃশ্যাসাদিতা ময়া।
শীঘ্রমাচক্ষ্ব মে তত্ত্বং পশ্য মে তপসো বলম্ ॥১০
ধর্ম্ম উবাচ।
পতঙ্গিকানাং পুচ্ছেষু ত্বয়েষীকা প্রবেশিতা।
কর্ম্মণস্তস্য তে প্রাপ্তং ফলমেতৎ তপোধন ॥১১
স্বল্পমেব যথা দত্তং দানং বহুগুণং ভবেৎ।
অধর্ম্ম এবং বিপ্রর্ষে বহুদুঃখফলপ্রদঃ ॥১২
অণীমাণ্ডব্য উবাচ।
কস্মিন্ কালে ময়া তৎ তু কৃতং ব্রূহি যথাতথম্।
তেনোক্তো ধর্ম্মরাজেন বালভাবে ত্বয়া কৃতম্ ॥১৩
অণীমাণ্ডব্য উবাচ।
বালো হি দ্বাদশাদ্ বর্ষাজ্জন্মতো যৎ করিষ্যতি।
ন ভবিষ্যত্যধর্ম্মোঽত্র ন প্রজ্ঞাস্যতি বৈ দিশঃ ॥১৪
অল্পেঽপরাধে বিপুলো মম দণ্ডস্ত্বয়া কৃতঃ।
গরীয়ান্ ব্রাহ্মণবধঃ সর্ব্বভূতবধাদপি ॥১৫
শূদ্রযোনাবতো ধর্ম্ম মানুষঃ সম্ভবিষ্যসি।
মর্য্যাদাং স্থাপয়াম্যদ্য লোকে কর্ম্মফলোদয়াম্(১) ॥১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজা এই কথা বলিলে মুনি প্রসন্ন হইলেন। রাজা তখন তাঁহাকে শূল হইতে নামাইলেন॥৪

শূলের অগ্রভাগ হইতে তাঁহাকে নামাইয়া সেই শূলকে তাঁহার দেহ হইতে বাহির করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু অসমর্থ হইয়া সেই শূলের মূলভাগ কাটিয়া দিলেন॥৬

সেই মুনি সেই শূলাগ্র লইয়াই বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং উগ্র তপস্যা দ্বারা দুর্লভ লোকসমূহ জয় করিলেন॥৭

অতঃপর, শূলের অগ্রভাগ ভিতরে, শূলাগ্রভাগ যুক্ত থাকায় সেই হইতে তাঁহার নাম হইল অণীমাণ্ডব্য। তদনন্তর সেই পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ বিপ্র একদিন ধর্ম্মরাজের সভায় গমন করিয়া ধর্ম্মরাজকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ধর্ম্মরাজ! আমি অজ্ঞানতা-বশতঃ কি এমন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, যাহার জন্য আমি শূলারোপণ-জন্য দুঃখ পাইয়াছি—তাহা আপনি শীঘ্র বলুন। আমার তপস্যার বল আপনি এখনই দেখুন॥৮—১০

ধর্ম্মরাজ বলিলেন,—হে তপোধন! আপনি একটী পতঙ্গের পুচ্ছদেশে একটী ঈষিকা (কাটি) প্রবেশ করাইয়াছিলেন; তাহার ফলে আপনার এই ফল হইয়াছে॥১১

হে বিপ্রর্ষে! যেমন অল্পমাত্র দান করিলেও তাহা বহুগুণ হইয়া ফল প্রদান করে, সেইরূপ অল্প অধর্ম্মও বহুগুণ হইয়া দুঃখ দান করে॥১২

অণীমাণ্ডব্য বলিলেন,—কোন সময়ে আমি তাহা করিয়াছি, তাহা আপনি সত্য করিয়া বলুন। তাহার উত্তরে ধর্ম্ম বলিলেন,—"আপনি বাল্যকালে তাহা করিয়াছিলেন" ॥১৩

অণীমাণ্ডব্য বলিলেন,—দ্বাদশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে

পাঠান্তর:—(১)—লোকে কর্ম্মফলপ্রদাম্।

আ চতুর্দশকাদ্ বর্ষান্ন ভবিষ্যতি পাতকম্।
পরতঃ কুর্ব্বতামেবং দোষ এব ভবিষ্যতি ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতেন ত্বপরাধেন শাপাৎ তস্য মহাত্মনঃ।
ধর্ম্মো বিদুররূপেণ শূদ্রযোনাবজায়ত ॥১৮

বালক যে কার্য্য করিবে, তাহাতে তাহার কোন পাপ হইবে না। কারণ সেই বয়স পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয় ॥১৩

আমার অল্প অপরাধে তুমি গুরু দণ্ড দিয়াছ। সকল প্রাণীর বধ অপেক্ষা ব্রাহ্মণের বধ গুরুতর ॥১৪

হে ধর্ম্ম! এজন্য তুমি শূদ্রযোনিতে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। আজ হইতে জগতে এই মর্য্যাদা স্থাপন করিলাম যে—চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত

ধর্ম্মে চার্থে চ কুশলো লোভক্রোধবিবর্জ্জিতঃ।
দীর্ঘদর্শী শমপরঃ কুরূণাঞ্চ হিতে রতঃ ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি অণীমাণ্ডব্যোপাখ্যানে সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৭

কোন বালকের কোন পাপ হইবে না। তাহার পরে করিলে পাপ হইবে ॥১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই মহাত্মা ঋষির অভিশাপেই ধর্ম্ম বিদুর হইয়া শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥১৮

এই বিদুর ধর্ম্ম ও অর্থশাস্ত্রে কুশল, লোভ ও ক্রোধশূন্য, শমপরায়ণ, দূরদর্শী এবং কুরুকুলের হিত সাধনে নিরত ছিলেন ॥১৯

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতামহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে অণীমাণ্ডব্যোপাখ্যানে সপ্তাধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[কুরুরাষ্ট্রে বহুশোভাঃ শ্রী, ভীষ্মস্য শাসনেন রাষ্ট্রস্য সর্ব্বতোভাবেনোন্নতিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

(ধৃতরাষ্ট্রে চ পাণ্ডৌ চ বিদুরে চ মহাত্মনি।)
তেষু ত্রিষু কুমারেষু জাতেষু কুরুজাঙ্গলম্।
কুরবোঽথ কুরুক্ষেত্রং ত্রয়মেতদবর্দ্ধত ॥১

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

[কুরুরাষ্ট্রে বহুবিধ শ্রী, ভীষ্মের শাসনে রাষ্ট্রের সর্ব্বতোভাবে উন্নতি]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন কুমার জন্মিবার পর কুরুদেশ, কুরুজাঙ্গল এবং কুরুক্ষেত্র এই তিনেরই বেশ উন্নতি হইল।

ঊর্দ্ধ্বসস্যাভবদ্ভূমিঃ সস্যানি ফলবন্তি চ।
যথর্ত্তুবর্ষী পর্জ্জন্যো বহুপুষ্পফলা দ্রুমাঃ ॥২
বাহনানি প্রহৃষ্টানি মুদিতা মৃগপক্ষিণঃ।
গন্ধবন্তি চ মাল্যানি রসবন্তি ফলানি চ ॥৩

ভূমিতে আশাতীত শস্য হইতে লাগিল এবং শস্যগুলি সফল হইল। মেঘ যথাকালে বর্ষণ করিত ও বৃক্ষ সকল পুষ্প-ফলশালী হইল ॥২

বাহনগুলি আনন্দহৃষ্ট, পশুপক্ষিগণ আনন্দিত, মাল্যসমূহ গন্ধবিশিষ্ট এবং ফলসকল সুরস ছিল ॥৩

বণিগ্ভিশ্চান্বকীর্যন্ত (১) নগরাণ্যথ শিল্পিভিঃ ।
শূরাশ্চ কৃতবিদ্যাশ্চ সন্তশ্চ সুখিনোঽভবন্ ॥৪
নাভবন্ দস্যবঃ কেচিন্নাধর্মরুচয়ো জনাঃ ।
প্রদেশেষ্বপি রাষ্ট্রাণাং কৃতং যুগমবর্তত ॥৫
ধর্মক্রিয়া যজ্ঞশীলাঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ ।
অন্যোন্যপ্রীতিসংযুক্তা ব্যবর্ধন্ত প্রজাস্তদা ॥৬
মানক্রোধবিহীনাশ্চ নরা লোভবিবর্জিতাঃ ।
অন্যোন্যমভ্যনন্দন্ত ধর্মোত্তরমবর্তত ॥৭
তন্মহোদধিবৎ পূর্ণং নগরং বৈ ব্যরোচত ।
দ্বারতোরণনির্যূহৈর্যুক্তমভ্রচয়োপমৈঃ ॥৮
প্রাসাদশতসম্বাধং মহেন্দ্রপুরসন্নিভম্ ।
নদীষু বনখণ্ডেষু বাপীপল্বলসানুষু ।
কাননেষু চ রম্যেষু বিজহ্রুর্মুদিতা জনাঃ ॥৯

উত্তরৈঃ কুরুভিঃ সার্ধং দক্ষিণাঃ কুরবস্তদা ।
বিস্পর্ধমানা ব্যচরংস্তথা দেবর্ষিচারণৈঃ ॥১০
নাভবৎ কৃপণঃ কশ্চিন্নাভবন্ বিধবাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
অস্মিন্ জনপদে রম্যে কুরুভির্বহুলীকৃতে ॥১১
কূপারামসভাবাপ্যো ব্রাহ্মণাবসথাস্তথা ।
বভূবুঃ সর্বর্দ্ধিমন্তস্তস্মিন্ রাষ্ট্রে সদোৎসবাঃ ॥১২
ভীষ্মেণ ধর্মতো রাজন্ সর্বতঃ পরিরক্ষিতে ।
বভূব রমণীয়শ্চ চৈত্যযূপশতাঙ্কিতঃ ॥১৩
স দেশঃ পররাষ্ট্রাণি বিমৃজ্যাভিপ্রবর্ধিতঃ (২) ।
ভীষ্মেণ বিহিতং রাষ্ট্রে ধর্মচক্রমবর্তত ॥১৪
ক্রিয়মাণেষু কৃত্যেষু কুমারাণাং মহাত্মনাম্ ।
পৌরজানপদাঃ সর্বে বভূবুঃ সততোৎসবাঃ ॥১৫
গৃহেষু কুরুমুখ্যানাং পৌরাণাঞ্চ নরাধিপ ।
দীয়তাং ভুজ্যতাঞ্চেতি বাচোঽশ্রূয়ন্ত সর্বশঃ ॥১৬

নগরসমূহ বণিকগণে ও শিল্পিগণে পরিপূর্ণ এবং অধিবাসীরা বীর, কৃতবিদ্য ও সুখী ছিল ॥৪

রাজ্যে দস্যু ছিল না এবং অধর্মে কাহারও রুচি হইল না। এমন কি রাষ্ট্রের সকল প্রদেশেই যেন সত্যযুগের পুনরাবির্ভাব হইল ॥৫

সেই সময়ে প্রজাগণ ধর্মক্রিয়া, যজ্ঞ, সত্য, ব্রত এবং পরস্পর প্রীতিপরায়ণ ছিল ॥৬

ধর্মের প্রাধান্যে থাকিয়া জনগণ মান, ক্রোধ ও লোভশূন্য হইয়া পরস্পরের প্রতি প্রীতিযুক্ত থাকিত ॥৭

মহাসমুদ্রের ন্যায় নগরসমূহ দ্বার, তোরণ ও আকাশচুম্বী গোপুরসমূহে ও শত শত উচ্চ প্রাসাদে মহেন্দ্রপুরীর শোভা বিস্তার করিল। নদী, বন, পুষ্করিণী, পর্বতের সানুদেশ, রমণীয় কাননসমূহে জনগণ বিহার করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল ॥৮-৯

দেবর্ষি ও চারণগণে পরিবৃত হইয়া উত্তর-কুরুবাসিগণের সহিত যেন স্পর্ধা প্রকাশ করিতে লাগিল ॥১০

কৌরবগণকর্তৃক বর্ধিত রাজ্যে কেহ কৃপণ ছিল না এবং কোন স্ত্রী বিধবা হইত না ॥১১

কূপ, উদ্যান, সভা, বাপী এবং ব্রাহ্মণের আবাসসমূহে সর্বদাই উৎসব লাগিয়াই থাকিত ॥১২

হে রাজন্! ধর্মানুসারে ভীষ্মকর্তৃক রক্ষিত রাজ্য দেবমন্দির ও যজ্ঞযূপসমূহে রমণীয় শোভা ধারণ করিতে লাগিল ॥১৩

সেই দেশ অন্য রাষ্ট্রগুলিকে জয় করিয়া উন্নতির শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। সর্বত্রই ভীষ্মের বিধান অনুসারে ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান চলিয়াছিল ॥১৪

মহাত্মা কুমারগণের সংস্কারের আয়োজনে, পুরজনাদি জনসমূহও সতত উৎসবে মাতিয়া উঠিল ॥১৫

পাঠান্তর :— (১) বণিগ্ভিশ্চাবকীর্যন্ত— । (২) —বিসৃজ্যাভিবর্ধিতঃ ।

ধৃতরাষ্ট্রশ্চ পাণ্ডুশ্চ বিদুরশ্চ মহামতিঃ।
জন্মপ্রভৃতি ভীষ্মেণ পুত্রবৎ পরিপালিতাঃ ॥১৭
সংস্কারৈঃ সংস্কৃতাস্তে তু ব্রতাধ্যয়নসংযুতাঃ।
শ্রম-ব্যায়ামকুশলাঃ সমপদ্যন্ত যৌবনম্ ॥১৮
ধনুর্বেদেঽশ্বপৃষ্ঠে চ গদাযুদ্ধেঽসিচর্ম্মণি।
তথৈব গজশিক্ষায়াং নীতিশাস্ত্রেষু পারগাঃ ॥১৯
ইতিহাস-পুরাণেষু নানাশিক্ষাসু বোধিতাঃ।
বেদ-বেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞাঃ সর্ব্বত্র কৃতনিশ্চয়াঃ ॥২০
পাণ্ডুর্ধনুষি বিক্রান্তো নরেভ্যোঽভ্যধিকোঽভবৎ।
অত্যন্যান্ বলবানাসীদ্ ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ ॥২১
ত্রিষু লোকেষু ন ত্বাসীৎ কশ্চিদ্ বিদুরসম্মিতঃ।
ধর্ম্মনিত্যস্ততো রাজন্ ধর্ম্মে চ পরমং গতঃ ॥২২

প্রনষ্টং শান্তনোর্বংশং সমীক্ষ্য পুনরুদ্ধৃতম্।
ততো নির্বচনং লোকে সর্ব্বরাষ্ট্রেষ্ববর্ত্তত ॥২৩
বীরসূনাং কাশিসুতে দেশানাং কুরুজাঙ্গলম্।
সর্ব্বধর্ম্মবিদাং ভীষ্মঃ পুরাণাং গজসাহ্বয়ম্ ॥২৪
ধৃতরাষ্ট্রস্ত্বচক্ষুষ্ট্বাদ্ রাজ্যং ন প্রত্যপদ্যত।
পারশবত্বাদ্ বিদুরো রাজা পাণ্ডুর্বভূব হ ॥২৫
কদাচিদথ গাঙ্গেয়ঃ সর্ব্বনীতিমতাং বরঃ।
বিদুরং ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞং বাক্যমাহ যথোচিতম্ ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি পাণ্ডুরাজ্যা-
ভিষেকোঽষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৮

হে জনমেজয়! কুরুজাঙ্গলে ও কুরুক্ষেত্রের গৃহসমূহে কেবল ‘দীয়তাং’ ‘ভুজ্যতাং’ অর্থাৎ ‘দাও’ ‘খাও’ এই কথাই শুনা যাইত ॥১৬

ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরকে ভীষ্ম জন্ম হইতেই পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন ॥১৭

ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি কুমারেরা উপনয়নাদি সংস্কারের পর ব্রহ্মচারী হইয়া বেদাধ্যয়ন করিলেন। তাঁহারা খেদ, শ্রম ও ব্যায়ামাদি ব্যাপারে নিপুণ হইয়া উঠিলেন এবং ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হইলেন ॥১৮

তাঁহারা সকলেই ধনুর্বেদ, অশ্বারোহণ, গদাযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, গজযুদ্ধ ও নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন ॥১৯

বেদ, বেদাঙ্গ, ইতিহাস, পুরাণাদি শিক্ষণীয় শাস্ত্রে ও সর্ব্ব ব্যাপারে তাঁহারা শিক্ষিত হইলেন ॥২০

ধনুর্বিদ্যায় পাণ্ডু সকলের অপেক্ষা পারদর্শী হইলেন এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র শারীরিক বলে সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন ॥২১

হে রাজন্! ত্রিভুবনে বিদুরের ন্যায় ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রে নিপুণ আর কোন পুরুষ ছিল না ॥২২

নষ্টপ্রায় শান্তনু-বংশের পুনরুদ্ধার হইতে দেখিয়া সকল রাষ্ট্রের লোকেরা এইরূপ বলিতে লাগিল—“বীরপ্রসবিনী নারীদের মধ্যে কাশীরাজকন্যারা, দেশসমূহের মধ্যে কুরুজাঙ্গল, সকল ধর্ম্মজ্ঞের মধ্যে ভীষ্ম এবং নগরসমূহের মধ্যে হস্তিনাপুরই শ্রেষ্ঠ ॥২৩-২৪

চক্ষু না থাকায় ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যের অধিকারী হইলেন না, বিদুর পারশব (ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত) হওয়ায় রাজা হইতে পারিলেন না; সুতরাং পাণ্ডুই রাজা হইলেন ॥২৫

এক সময়ে সর্ব্বনীতিবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ বিদুরকে তাঁহার যথোচিত বাক্য বলিয়াছিলেন ॥২৬

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশপ্রণীত ভারতকৌমুদী সহিত মহাভারতের আদিপর্ব্বের সম্ভবপর্ব্বে পাণ্ডুরাজ্যাভিষেক নামক অষ্টাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ।]

ভীষ্ম উবাচ।

গুণৈঃ সমুদিতং সম্যগিদং নঃ প্রথিতং কুলম্।
অত্যন্যান্ পৃথিবীপালান্ পৃথিব্যামধিরাজ্যভাক্॥১
রক্ষিতং রাজভিঃ পূর্বং ধর্মবিদ্ভির্মহাত্মভিঃ।
নোৎসাদমগমচ্চেদং কদাচিদিহ নঃ কুলম্॥২
ময়া চ সত্যবত্যা চ কৃষ্ণেন চ মহাত্মনা।
সমবস্থাপিতং ভূয়ো যুষ্মাসু কুলতন্তুষু॥৩
তথৈতদ্ বর্দ্ধতে ভূয়ঃ কুলং সাগরবদ্ যথা।
তথা ময়া বিধাতব্যং ত্বয়া চৈব ন সংশয়ঃ (১)॥৪
শ্রূয়তে যাদবী কন্যা অনুরূপা কুলস্য নঃ।
সুবলস্যাত্মজা চৈব তথা মদ্রেশ্বরস্য চ॥৫
কুলীনা রূপবত্যশ্চ তাঃ কন্যাঃ পুত্র সর্বশঃ (২)।
উচিতাশ্চৈব সম্বন্ধে তেঽস্মাকং ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ॥৬
মন্যে বরয়িতব্যা ইত্যহং ধীমতাং বর।
সন্তানার্থং কুলস্যাস্য যদ্ বা বিদুর মন্যসে॥৭

বিদুর উবাচ।

ভবান্ পিতা ভবান্ মাতা ভবান্ নঃ পরমো গুরুঃ।
তস্মাৎ স্বয়ং কুলস্যাস্য বিচার্য কুরু যদ্ধিতম্॥৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ শুশ্রাব বিপ্রেভ্যো গান্ধারীং সুবলাত্মজাম্।
আরাধ্য বরদং দেবং ভগনেত্রহরং হরম্॥৯
গান্ধারী কিল পুত্রাণাং শতং লেভে বরং শুভা।
ইতি শ্রুত্বা চ তত্ত্বেন ভীষ্মঃ কুরুপিতামহঃ॥১০
ততো গান্ধাররাজস্য প্রেষয়ামাস ভারত।
অচক্ষুরিতি তত্রাসীৎ সুবলস্য বিচারণা॥১১
কুলং খ্যাতিঞ্চ বৃত্তঞ্চ বুদ্ধ্যা তু প্রসমীক্ষ্য সঃ।
দদৌ তাং ধৃতরাষ্ট্রায় গান্ধারীং ধর্মচারিণীম্॥১২

নবাধিকশততম অধ্যায়।

[রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—আমাদের এই বংশ পূর্ব হইতে গুণসম্পন্ন হইয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অন্যান্য রাজগণকে জয় করিয়া সমস্ত পৃথিবীতে সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছে॥১

ধর্মজ্ঞ ও মহাত্মা পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক এই কুল রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং আমাদের কুলের উচ্ছেদ কোন না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন॥২

আমি, সত্যবতী ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন—এই তিন জনে মিলিয়া পুনরায় এই কুলতন্তুসমূহকে ব্যবস্থাপিত করিয়াছি॥৩

যাহাতে এই কুল পুনঃ সাগরের ন্যায় বর্দ্ধিত হয়, তাহা আমাকে অবশ্যই করিতে হইবে॥৪

যদুবংশীয় শূরসেনের কন্যা, গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা এবং মদ্রেশ্বরের কন্যা—এই তিন কন্যা আমাদের উপযুক্ত বলিয়া শুনা যাইতেছে॥৫

ইহারা সকলেই যেমন উচ্চকুলজাতা, তেমনই রূপ ও গুণে অনুরূপা, সুতরাং এই ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণের সহিত আমাদের সম্বন্ধ স্থাপন করা কর্তব্য॥৬

হে বুদ্ধিমচ্ছ্রেষ্ঠ! আমার মনে হয়—এই বংশের বৃদ্ধির জন্য ঐ কন্যাগুলিকে আমাদের বরণ করিয়া লওয়া কর্তব্য। হে বিদুর! ইহাতে তোমার কি মনে হয়?॥৭

বিদুর বলিলেন,—আপনি আমাদের পিতা, মাতা ও পরমগুরু, সুতরাং আপনি বিবেচনা করিয়া কুলের পক্ষে যাহা হিতকর, তাহাই করুন॥৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! কুরুপিতামহ ভীষ্ম ব্রাহ্মণগণের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা গান্ধারী ভগনেত্র-

---

পাঠান্তর— (১) ত্বয়া চৈব বিশেষতঃ।
(২) —[illegible] সর্বশঃ।

গান্ধারী ত্বথ শুশ্রাব ধৃতরাষ্ট্রমচক্ষুষম্ ।
আত্মানং দিৎসিতং চাস্মৈ পিত্রা মাত্রা চ ভারত ॥১৩

ততঃ সা পট্টমাদায় কৃত্বা বহুগুণং তদা ।
ববন্ধ নেত্রে স্বে রাজন্ পতিব্রতপরায়ণা ॥১৪

নাভ্যসূয়াং পতিমহমিত্যেবং কৃতনিশ্চয়া ।
ততো গান্ধাররাজস্য পুত্রঃ শকুনিরভ্যয়াৎ ॥১৫

স্বসারং বয়সা লক্ষ্ম্যা যুক্তামাদায় কৌরবান্ ।
তাং তদা ধৃতরাষ্ট্রায় দদৌ পরমসৎকৃতাম্ ।
ভীষ্মস্যানুমতে চৈব বিবাহং সমকারয়ৎ ॥১৬

দত্ত্বা স ভগিনীং বীরো যথার্হঞ্চ পরিচ্ছদম্ ।
পুনরায়াৎ স্বনগরং ভীষ্মেণ প্রতিপূজিতঃ ॥১৭

গান্ধার্য্যপি বরারোহা শীলাচারবিচেষ্টিতৈঃ ।
তুষ্টিং কুরূণাং সর্ব্বেষাং জনয়ামাস ভারত ॥১৮

বৃত্তেনারাধ্য তান্ সর্ব্বান্ গুরূন্ পতিপরায়ণা ।
বাচাপি পুরুষানন্যান্ সুব্রতা নান্বকীর্ত্তয়ৎ ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিবাহে
নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৯

গান্ধারী ভগবান্ শঙ্করের উপাসনা করিয়া শতপুত্রলাভের বর পাইয়াছেন। হে ভারত! ইহা শুনিয়াই ভীষ্ম গান্ধাররাজের নিকট দূত পাঠাইলেন। কিন্তু সুবল ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া কন্যাদান সম্বন্ধে মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন ।১০-১১

কিন্তু তিনি কুল, খ্যাতি ও সদাচারের কথা বিবেচনা করিয়া [illegible] গান্ধারীকে ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বিবাহ দিলেন ।১২

যে কারণ; গান্ধারী শুনিতে পাইলেন, তাঁহার পিতামাতা অন্ধের হাতে তাঁহাকে দিতেছেন, তিনি অন্ধ। সুতরাং তিনি পট্টবস্ত্র আনিয়া তাহা বহুগুণ করত তাহার দ্বারা নিজ চোখ বাঁধিলেন। কারণ, তিনি পাতিব্রত্যপরায়ণা ছিলেন। তিনি ভাবিলেন— আমার চোখ অনাচ্ছাদিত থাকিলে স্বামী পতির অপেক্ষা গৌরব হইতে পারে। গান্ধাররাজের পুত্র শকুনি রূপলাবণ্যযুক্তা ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া কৌরবের অনুমতিতে ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বিবাহ দিলেন ।১৩-১৬

সেই শকুনি যথোপযুক্ত পরিচ্ছদ ভগিনীকে দান করিয়া ভীষ্মের পূজা গ্রহণ করত স্বপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন ।১৭

হে ভারত! সুন্দরী গান্ধারী নিজ স্বভাব ও চরিত্রগুণে সকলের সন্তোষ বিধান করিলেন ।১৮

পতিব্রতা গান্ধারী নিজ সদাচারের দ্বারা গুরুজনবর্গকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং কখনও তিনি কথাপ্রসঙ্গেও অন্য পুরুষের নাম করিতেন না ।১৯

---

* কোন কোন পুস্তকে ১১ শ্লোকের পরে একটি পংক্তি দেখা যায়,—
'নাভিনিন্দেৎ পতিমহমিত্যেবং কৃতনিশ্চয়া'।

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশপ্রণীত ভারতকৌমুদী সহিত মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে
ধৃতরাষ্ট্র-বিবাহ-বিষয়ক নবাধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[দুর্বাসসঃ কুন্ত্যৈ মন্ত্রপ্রদানং, সূর্য্যদেবস্যাহ্বানম্, কর্ণস্য জন্ম, ইন্দ্রায় কর্ণস্য কবচকুণ্ডলদানঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শূরো নাম যদুশ্রেষ্ঠো বসুদেবপিতাঽভবৎ ।
তস্য কন্যা পৃথা নাম রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ॥১
পিতৃষ্বস্রীয়ায় স তামনপত্যায় ভারত ।
অগ্র্যমগ্রে প্রতিজ্ঞায় স্বস্যাপত্যং স সত্যবাক্ (১)॥২
অগ্রজামথ তাং কন্যাং শূরোঽনুগ্রহকাঙ্ক্ষিণে ।
প্রদদৌ কুন্তিভোজায় সখা সখ্যে মহাত্মনে ॥৩
সা নিযুক্তা পিতুর্গেহে দেবতাতিথিপূজনে ।
উগ্রং পর্য্যচরৎ তত্র ব্রাহ্মণং সংশিতব্রতম্ ॥৪
নিগূঢ়নিশ্চয়ং ধর্ম্মে যং তং দুর্ব্বাসসং বিদুঃ ।
তমুগ্রং সংশিতাত্মানং সর্ব্বযত্নৈরতোষয়ৎ ॥৫
তস্যৈ স প্রদদৌ মন্ত্রমাপদ্ধর্ম্মান্ববেক্ষয়া ।
অভিচারাভিসংযুক্তমব্রবীচ্চৈব তাং মুনিঃ ॥৬
যং যং দেবং ত্বমেতেন মন্ত্রেণাবাহয়িষ্যসি ।
তস্য তস্য প্রসাদেন পুত্রস্তব ভবিষ্যতি ॥৭
তথোক্তা সা তু বিপ্রেণ কুন্তী কৌতূহলান্বিতা ।
কন্যা সতী দেবমর্কমাজুহাব যশস্বিনী * ॥৮
সা দদর্শ তমায়ান্তং ভাস্করং লোকভাবনম্ ।
বিস্মিতা চানবদ্যাঙ্গী দৃষ্ট্বা তন্মহদদ্ভুতম্ ॥৯
তাং সমাসাদ্য দেবস্তু বিবস্বানিদমব্রবীৎ ।
অয়মস্ম্যসিতাপাঙ্গি ব্রূহি কিং করবাণি তে ॥১০

দশাধিকশততম অধ্যায়।

[দুর্বাসার নিকট হইতে কুন্তীর মন্ত্রপ্রাপ্তি, সূর্য্যদেবের আহ্বান, কর্ণের জন্ম এবং ইন্দ্রকে কর্ণের কবচকুণ্ডল দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যদুশ্রেষ্ঠ শূর বসুদেবের পিতা ছিলেন। তাঁহার কন্যার নাম পৃথা; তিনি রূপে ভূতলে অতুলনীয়া ছিলেন।১

হে ভারত! তিনি নিজের পিসতুত ভাই নিঃসন্তান কুন্তিভোজকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন—আমার প্রথম যে সন্তান হইবে, তাহা তোমাকে দিব।২

শূরের নিজ প্রতিশ্রুতি অনুসারে অগ্রজা এই কন্যাকে বন্ধু কুন্তিভোজের হস্তে অর্পণ প্রদান করিলেন।৩

তিনি পিতার গৃহে অভ্যাগতগণের সেবা ও অতিথির পূজায় নিযুক্তা হইয়াছিলেন। সেই সময় একদিন দুর্বাসা অতিথিরূপে আসিলে পিতাকর্ত্তৃক নিযুক্তা হইয়া তিনি দুর্বাসার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। জিতেন্দ্রিয়, কঠোর-ব্রতপালনকারী ও ধর্ম্মে উগ্রতপস্বী দুর্বাসাকে কুন্তী সর্ব্বপ্রকারে সেবা করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন।৪-৫।

আপৎকালীন ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য করিয়া [illegible] বিচার করিয়া দুর্বাসা তাঁহাকে অভিচারবিশিষ্ট একটী মন্ত্র উপদেশ করিলেন এবং বলিলেন—"যে যে দেবতাকে তুমি এই মন্ত্র দ্বারা আহ্বান করিবে, তাহার তাহার প্রসাদে তোমার পুত্র হইবে।৬-৭

সেই মন্ত্র পাইয়া যশস্বিনী কুন্তী কন্যা হইয়াও কৌতূহলের বশে সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন।৮

তিনি অকস্মাৎ দেখিতে পাইলেন যে, লোকভাবন সূর্য্যদেব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া সুন্দরী কুন্তী অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন।৯

তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সূর্য্যদেব বলিলেন,—"হে কৃষ্ণলোচনে! আমি আসিয়াছি, বল আমি তোমার কি কার্য্য সম্পাদন করিব?"১০

পাঠান্তর।—(১) [illegible]।

* কোন কোন পুস্তকে * চিহ্নিত স্থলে নিম্নলিখিত শ্লোকটী অধিক দেখা যায়,—

[illegible] ।
[illegible] ॥

(অনুরূপাভিকং [illegible] ।
বিধিং মাং পুত্রলাভায় দেবকৃতং [illegible] ॥)
কুন্ত্যুবাচ ।
দর্শিতো ভগবান্ প্রাপ্য [illegible] ।
ত্বদর্শনমাত্রাৎ [illegible] দেব বিভো ॥১১
এতদ্বিজ্ঞায় [illegible] প্রাপ্য ।
যোষিতো হি সদা রক্ষ্যাঃ স্বপরাধেঽপি নিত্যশঃ ॥১২
সূর্য্য উবাচ ।
বেদাহং সর্ব্বমেবৈতদ্ যদ্ দুর্ব্বাসা বরং দদৌ ।
সন্ত্যজ্য ভয়মেবেহ ক্রিয়তাং সঙ্গমো মম ॥১৩
অমোঘং দর্শনং মহ্যমাহূতশ্চাস্মি তে শুভে ।
বৃথাহ্বানেঽপি তে ভীরু দোষঃ স্যান্নাত্র সংশয়ঃ ॥১৪
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
এবমুক্তা বহুবিধং সান্ত্বপূর্ব্বং বিভাবসুঃ ।
না তু নৈচ্ছদ্বরারোহা কন্যাহমিতি ভারত ॥১৫
বন্ধুপক্ষভয়াদ্ ভীতা লজ্জয়া চ যশস্বিনী ।
তামর্কঃ পুনরেবেদমব্রবীদ্ ভরতর্ষভ ॥১৬

(পুত্রস্তে বিহিতঃ [illegible] ।
আদিত্যো কুণ্ডলে বিভ্রৎ কবচং চৈব ভাস্বরম্ ।
[illegible] ।
ন [illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ॥)

মৎপ্রসাদান্ন তে রাজ্ঞি ভবিতা দোষ ইত্যুত ।
এবমুক্তা ন ভগবান্ কুন্তিভোজসুতাং তদা ॥১৭

প্রকাশকর্ত্তা তপনঃ সম্বভূব তয়া সহ ।
তত্র বীরঃ সমভবৎ সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ ।
আমুক্তকবচঃ শ্রীমান্ দেবগর্ভঃ শ্রিয়ান্বিতঃ ॥১৮

সহজং কবচং বিভ্রৎ কুণ্ডলোদ্দ্যোতিতাননঃ ।
অজায়ত সুতঃ কর্ণঃ সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতঃ ॥১৯

প্রাদাচ্চ তস্যৈ কন্যাত্বং পুনঃ স পরমদ্যুতিঃ ।
দত্ত্বা চ তপতাং শ্রেষ্ঠো দিবমাচক্রমে ততঃ ॥২০

(হে কল্যাণি ! [illegible] তোমার পুত্রলাভের জন্য আমি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। হে [illegible] ! তুমি আমাকে [illegible] ।)

কুন্তী বলিলেন,—হে [illegible] ! হে বিভো ! কোন ব্রাহ্মণ আমাকে এই দেব বিদ্যা প্রদান করিয়াছেন। মন্ত্রের শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্যই আপনাকে আহ্বান করিয়াছিলাম ।১১

এই অপরাধের জন্য আমি মাথা নত করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। যেহেতু স্ত্রীলোক অপরাধিনী হইলেও [illegible] ।১২

সূর্য্য বলিলেন,—দুর্ব্বাসা যে বর দান করিয়াছেন, এ সব সমস্তই আমি জানি। সুতরাং ভয় ত্যাগ করিয়া আমার সহিত সঙ্গম কর ।১৩

হে শুভে ! আমার দর্শন কখনও ব্যর্থ হয় না, আর তুমি আমাকে আহ্বান করিয়া [illegible] । হে ভীরু ! আহ্বান বৃথা হইলেও দোষ হয় ।১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভারত ! বিভাবসু (সূর্য্য) সান্ত্বনাপূর্ব্বক এই কথা বলিলেও সুন্দরী কুন্তী কন্যাভাবশতঃ তাঁহার সহিত সঙ্গম করিতে উন্মুখ হইলেন না ।১৫

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! যশস্বিনী কুন্তী [illegible] ও নিজ লজ্জাবশতঃ [illegible] অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সূর্য্যদেব পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন ।১৬

(হে সুভ্রু ! হে অজ্ঞানে ! তোমার যেমন

---

* কোন কোন পুস্তকে ১৭ [illegible] এই [illegible] পাওয়া যায়,—

কুন্ত্যুবাচ ।
[illegible] ।
[illegible] ॥
সূর্য্য উবাচ ।
[illegible] ।
[illegible] ॥

দৃষ্ট্বা কুমারং জাতং সা বার্ষ্ণেয়ী দীনমানসা।
একাগ্রং চিন্তয়ামাস কিং কৃত্বা সুকৃতং ভবেৎ ॥২১
গূহমানাপচারং সা বন্ধুপক্ষভয়াৎ তদা।
উৎসসর্জ কুমারং তং জলে কুন্তী মহাবলম্ ॥২২
তমুৎসৃষ্টং জলে গর্ভং রাধাভর্তা মহাযশাঃ।
পুত্রত্বে কল্পয়ামাস সভার্য্যঃ সূতনন্দনঃ ॥২৩
নামধেয়ঞ্চ চক্রাতে তস্য বালস্য তাবুভৌ।
বসুনা সহ জাতোঽয়ং বসুষেণো ভবত্বিতি ॥২৪
স বর্দ্ধমানো বলবান্ সর্ব্বাস্ত্রেষূদ্যতোঽভবৎ।
আ পৃষ্ঠতাপাদাদিত্যমুপাতিষ্ঠত বীর্য্যবান্ ॥২৫
যস্মিন্ কালে জপন্নাস্তে স বীরঃ সত্যসঙ্গরঃ।
নাদেয়ং ব্রাহ্মণেষ্বাসীৎ কিঞ্চিদ্ বসু মহীতলে ॥২৬
(তত্র কালে তু কস্মিংশ্চিৎ স্বপ্নান্তে [illegible]।
আদিত্যো ব্রাহ্মণো ভূত্বা পুত্র শৃণু বচো মম।
প্রভাতে [illegible] বাসবঃ।
ন তস্য [illegible] বিপ্ররূপী [illegible]।
[illegible] কবচং কুণ্ডলে তথা।
অতস্ত্বাং বোধয়াম্যেষ পূর্ব্বং [illegible] মম।

কর্ণ উবাচ।

শক্রো মাং বিপ্ররূপেণ যদি বৈ যাচতে বিভো।
কবচং [illegible]।
বিপ্রাঃ পূজ্যাস্তু দেবানাং সততং শ্রুতিনিশ্চয়াৎ।
অহং দেবেশ্বরং [illegible] বৈ ন শক্তো [illegible]।

পুত্র হওয়া স্থির হইয়া আছে, তাহা শুন ; যে পুত্র তোমার জন্মিবে, সে [illegible] সহজাত কুণ্ডল ও কবচ ধারণ করিয়াই জন্মিবে। সে সমস্ত অস্ত্রধারীর শ্রেষ্ঠ হইবে। হে [illegible]! সে এমন দাতা হইবে যে, ব্রাহ্মণকে অদেয় তাহার কিছুই থাকিবে না। আর কি, আমি নিষেধ করিলেও পরে সে নিবৃত্ত হইবে না এবং পুনরায় কুমারী হইবে।)

সূর্য্য। আমার প্রসাদে তোমার (কন্যাভাবের) কোন দোষ হইবে না। এই কথা বলিয়া প্রভাবশালী সূর্য্যদেব [illegible] কুন্তীর সহিত সঙ্গত হইলেন। তাহার ফলে সহজাত কবচ ও কুণ্ডলশোভিত সর্ব্বাস্ত্রধারীর শ্রেষ্ঠ দেবশিশুতুল্য এক বীর পুত্র জন্মিল। তাঁহার নাম হইল কর্ণ। সূর্য্যদেব তাঁহাকে পুনরায় কন্যাত্ব প্রদান করত স্বর্গে প্রস্থান করিলেন ॥১৮-২০

দুঃখিতমনা কুন্তী কুমারকে দেখিয়া নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন—কি করিলে ভাল হইবে। আত্মীয়বর্গের ভয়ে তিনি পুত্রজন্মের ব্যাপার গোপন করিয়া রাখিয়া মহাবল সেই বালক[illegible] জলে ভাসাইয়া দিলেন ॥২১-২২

পরে রাধার স্বামী যশস্বী সূতপুত্র অধিরথ সেই জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত গর্ভটি পাইয়া স্ত্রীর সহিত তাহাকে পুত্রের ভাবে পালন করিতে লাগিলেন ॥২৩

যেহেতু কুণ্ডল ও কবচের সহিত সেই শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সেই হেতু তাহারা উভয়ে তাহার নাম রাখিল 'বসুষেণ' ॥২৪

সেই শিশু ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া সর্ব্বাস্ত্রে পারদর্শী হইল। সে প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সূর্য্যের উপাসনা করিত ॥২৫

বীর ও বুদ্ধিমান্ বসুষেণ সেই সূর্য্যোপাসনার জপ করিবার সময়ে ব্রাহ্মণকে অদেয় তাহার কোন বস্তুই ছিল না ॥২৬

(অনন্তর এক রাত্রিতে আদিত্যদেব ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া স্বপ্নে তাহাকে বলিলেন,—[illegible] প্রভাত হইলেই ইন্দ্র ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া তোমার কবচ ও কুণ্ডল প্রার্থনা করিতে আসিবেন। তুমি তাহাকে তাহা দিবে না। অতএব তোমাকে পূর্ব্ব হইতেই সাবধান করিয়া দিতেছি। আমার কথা মনে রাখিবে।

সূর্য্য উবাচ।

যদ্যেবং পুত্র তে বীর যদা তে সোঽপি দাস্যতি।
শক্তিং তদপি যাচেথাঃ সর্বশত্রুবিনাশিনীম্॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা বিভুঃ সূর্য্যস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
কর্ণঃ প্রবুদ্ধঃ স্বপ্নং চিন্তয়ামাস তৎ তদা॥)
ততঃ শক্রো ব্রাহ্মণো ভূত্বা ভিক্ষার্থী সমুপাগমৎ।
কুণ্ডলে প্রার্থয়ামাস কবচঞ্চ মহাদ্যুতিঃ(১)॥২৭

স্বশরীরাৎ সমুৎকৃত্য কবচং স্বং নিসর্গজম্।
কর্ণস্তু কুণ্ডলে ছিত্ত্বা প্রায়চ্ছৎ স কৃতাঞ্জলিঃ (২)॥২৮

প্রতিগৃহ্য তু দেবেশস্তুষ্টস্তেনাস্য কর্মণা।
(অহো সাহসমিত্যেবং মত্বা বাসবো হসন্।
দেব-দানব-যক্ষাণাং গন্ধর্বোরগ-রক্ষসাম্॥
ন তং পশ্যামি যো হ্যেতৎ কর্ম কর্ত্তা ভবিষ্যতি।
প্রীতোঽস্মি কর্মণা তেন বরং বৃণু যদিচ্ছসি॥)

কর্ণ উবাচ।

ইচ্ছামি ভগবদ্দত্তাং শক্তিং শত্রুনিবর্হিণীম্।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দদৌ শক্তিং সুরপতির্বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ (৩)॥২৯

দেবাসুর-মনুষ্যাণাং গন্ধর্বোরগ-রক্ষসাম্।
যমেকং জেতুমিচ্ছসি সোঽনয়া ন ভবিষ্যতি॥৩০

কর্ণ বলিলেন,—ইন্দ্র যদি ব্রাহ্মণরূপে আমার নিকট দান লইতে আসেন, তথাপি নিশ্চয় করিয়াছি আমি তাঁহাকে দিব না; কেন না? দেবতার হিতাভিলাষী সকলের নিকটেই ব্রাহ্মণ পূজনীয়। তিনি দেবতা হইলেও তাঁহাকে আমি 'না' বলিতে পারিব না।

সূর্য্য বলিলেন,—যদি এইরূপই হয়, তবে তুমি তাঁহার নিকট সর্বশত্রুবিনাশিনী 'একাঘ্নী' নামক শক্তিমাত্রই চাহিয়া লইবে। তিনি তাহা তোমাকে প্রদান করিবেন।

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া বিভু সূর্য্য অন্তর্হিত হইলেন। কর্ণ তখন জাগরিত হইয়া স্বপ্নের কথা ভাবিতে লাগিলেন।)

তাহার পর ব্রাহ্মণরূপে মহাতেজস্বী ইন্দ্র আসিয়া তাঁহার নিকট কবচ ও কুণ্ডল চাহিলেন। কর্ণও স্বাভাবিক কবচ ও কুণ্ডল নিজ শরীর হইতে ছিন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া ইন্দ্রকে দান করিলেন॥২৭-২৮

(কর্ণের দান করিবার সাহস দেখিয়া ইন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—দেবতা, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, সর্প প্রভৃতি কাহারও মধ্যে এইরূপ কর্ম করিতে সাহস নাই।) এই কথা ভাবিয়া কর্ণের নিকট হইতে কবচ ও কুণ্ডল প্রতিগ্রহ করত ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—‘তোমার উপর আমি প্রীত হইয়াছি, তুমি ইচ্ছানুরূপ বর চাহিয়া লও”। কর্ণ বলিলেন,—“আপনার শত্রুঘাতিনী শক্তি আমি প্রার্থনা করি”।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ইন্দ্র কবচ ও কুণ্ডল গ্রহণ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে তাহাকে ‘একাঘ্নী’ শক্তি দান করিলেন এবং বলিলেন॥২৯

দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, সর্প, রাক্ষস, বা মানুষ ইহাদের মধ্যে যাহার প্রতি তুমি একবার এই শক্তি নিক্ষেপ করিবে, তাহার অবশ্যই মৃত্যু হইবে॥৩০

পাঠান্তর :— (১) কবচং প্রার্থয়ামাস চ কুণ্ডলে দ্বিজবেশধৃক্।
(২) ছিত্ত্বাসৌ প্রদদৌ তস্মৈ কর্ণঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
(৩) শক্তিং দত্ত্বা ততো বাক্যম্ বিস্মিতঃ পাকশাসনঃ।

প্রাঙ্ নাম তস্য কথিতং বসুষেণ ইতি ক্ষিতৌ।
কর্ণো বৈকর্ত্তনশ্চৈব কর্ম্মণা তেন সোহভবৎ ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি কর্ণসম্ভবে দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১০

পূর্ব্বে তাহার নাম ছিল বসুষেণ, পরে সহজাত কবচকর্ত্তনরূপ এই কার্য্য করিবার পর তাহার 'কর্ণ' ও 'বৈকর্ত্তন' এই দুইটী নাম হইল ॥৩১

শ্রীমদ্বৈপায়নব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতামহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে কর্ণের উৎপত্তিবিষয়ক দশাধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

[কুন্ত্যা স্বয়ংবরকালে পাণ্ডোর্বরণম্, তেন সহ বিবাহশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
সত্ত্বরূপগুণোপেতা ধর্ম্মারামা মহাব্রতা।
দুহিতা কুন্তিভোজস্য পৃথা পৃথুললোচনা ॥১
তাং তু তেজস্বিনীং কন্যাং রূপযৌবনশালিনীম্।
ব্যাবৃণ্বন্ পার্থিবাঃ কেচিদতীব স্ত্রীগুণৈর্যুতাম্ ॥২
ততঃ সা কুন্তিভোজেন রাজ্ঞাহূয় নরাধিপান্।
পিত্রা স্বয়ম্বরে দত্তা দুহিতা রাজসত্তম ॥৩
ততঃ সা রঙ্গমধ্যস্থং তেষাং রাজ্ঞাং মনস্বিনী।
দদর্শ রাজশার্দ্দূলং পাণ্ডুং ভরতসত্তমম্ ॥৪
সিংহদর্পং মহোরস্কং বৃষভাক্ষং মহাবলম্।
আদিত্যমিব সর্ব্বেষাং রাজ্ঞাং প্রচ্ছাদ্য বৈ প্রভাঃ ॥৫
তিষ্ঠন্তং রাজসমিতৌ পুরন্দরমিবাপরম্।
তং দৃষ্ট্বা সানবদ্যাঙ্গী কুন্তিভোজসুতা শুভা ॥৬
পাণ্ডুং নরবরং রঙ্গে হৃদয়েনাকুলাভবৎ।
ততঃ কামপরীতাঙ্গী সকৃৎ প্রচলমানসা ॥৭
ব্রীড়মানা স্রজং কুন্তী রাজ্ঞঃ স্কন্ধে সমাসজৎ।
তং নিশম্য বৃতং পাণ্ডুং কুন্ত্যা সর্ব্বে নরাধিপাঃ ॥৮
যথাগতং সমাজগ্মুর্গজৈরশ্বৈ রথৈস্তথা।
ততস্তস্যাঃ পিতা রাজন্ বিবাহমকরোৎ প্রভুঃ ॥৯

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

[কুন্তীকর্তৃক স্বয়ংবরসভায় পাণ্ডুর বরণ ও তাঁহার সহিত বিবাহ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহাব্রতচারিণী ধর্ম্মপরায়ণা কুন্তী তেজ, রূপ ও গুণসম্পন্না ছিলেন। রাজা কুন্তিভোজের এই বিশালনয়না তেজস্বিনী কন্যাকে অনেক রাজাই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তখন কুন্তিভোজ রাজগণকে সভায় আনাইয়া স্বয়ংবরে নিমন্ত্রণ করিলেন। হে মহারাজ! তাঁহারা উপস্থিত হইলে পিতা কুন্তিভোজ কন্যা কুন্তীকে স্বয়ংবর সভায় দান করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥১-৩

অনন্তর মনস্বিনী কুন্তী রাজগণের মধ্যে অবস্থিত ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুকে দেখিলেন। সিংহের ন্যায় দর্পশালী, বিশালবক্ষা, বৃষের ন্যায় নয়নবিশিষ্ট ও মহাবলশালী পাণ্ডু আদিত্যের ন্যায় সকল রাজার তেজকে যেন অভিভূত করিতেই

স তয়া কুন্তিভোজস্য দুহিত্রা কুরুনন্দনঃ।
যুযুজেঽমিতসৌভাগ্যঃ পৌলোম্যা মঘবানিব ॥১০
কুন্ত্যাঃ পাণ্ডোশ্চ রাজেন্দ্র কুন্তিভোজো মহীপতিঃ।
কৃত্বোদ্বাহং তদা তং তু নানাবসুভিরর্চিতম্।
স্বপুরং প্রেষয়ামাস স রাজা কুরুসত্তম ॥১১
ততো বলেন মহতা নানাধ্বজপতাকিনা।
স্তূয়মানঃ স চাশীর্ভির্ব্রাহ্মণৈশ্চ মহর্ষিভিঃ ॥১২
সম্প্রাপ্য নগরং রাজা পাণ্ডুঃ কৌরবনন্দনঃ।
সংবেশ্য চ তাং ভার্য্যাং কুন্তীং স্বভবনে প্রভুঃ ॥১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি কুন্তীবিবাহে
একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১১॥

অবস্থান করিতেছেন; রাজগণের মধ্যে তিনি দেবগণের মধ্যে পুরন্দরের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। অনিন্দ্যসুন্দরী কুন্তিভোজকন্যা পৃথা সেই পাণ্ডুকে দেখিয়াই চঞ্চলচিত্তা হইলেন এবং আকুলহৃদয়ে চঞ্চলচিত্তে লজ্জাভাবে পাণ্ডুর স্কন্ধদেশে মালা পরাইয়া দিলেন। হে রাজন্! কুন্তী পাণ্ডুকে বরণ করিয়াছেন—ইহা শুনিয়া অন্যান্য রাজগণ নিজ নিজ হস্তী, অশ্ব ও রথে চড়িয়া স্ব স্ব দেশে চলিয়া গেলেন। তদনন্তর কুন্তিভোজ পাণ্ডুর সহিত কুন্তীর যথাবিধি বিবাহ দিলেন ॥৬-৯

পৌলোমীর (শচীর) সহিত ইন্দ্রের ন্যায় কুন্তীর সহিত অমিতভাগ্যবান্ পাণ্ডু মিলিত হইলেন ॥১০

হে কুরুনন্দন! তদনন্তর রাজা কুন্তিভোজ পাণ্ডু ও কুন্তীর বিবাহের পর বহু ধনরত্নাদি দ্বারা কুন্তীর সহিত পাণ্ডুকে নিজ পুরীতে প্রেরণ করিলেন ॥১১ ৯০

অনন্তর নানাধ্বজ ও পতাকাধারী মহতী সৈন্যবাহিনী লইয়া মহর্ষি ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ ও স্তুতি শ্রবণ করিতে করিতে কৌরবনন্দন রাজা পাণ্ডু কুন্তীর সহিত নিজ পুরীতে যাইয়া তাঁহাকে স্বভবনে প্রবেশ করাইলেন ॥১২-১৩

ইতিশ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় বৈয়াসিকীতে আদিপর্ব্বের অন্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে
কুন্তীবিবাহবিষয়ক-উপাখ্যানে একাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

(মাদ্রী সহ পাণ্ডোর্বিবাহঃ, দিগ্‌বিজয়শ্চ ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ শান্তনবো ভীষ্মো রাজ্ঞঃ পাণ্ডোর্যশস্বিনঃ।
বিবাহস্যাপরস্যার্থে চকার মতিমান্ মতিম্ ॥১
সোঽমাত্যৈঃ স্থবিরৈঃ সার্দ্ধং ব্রাহ্মণৈশ্চ মহর্ষিভিঃ।
বলেন চতুরঙ্গেণ যযৌ মদ্রপতেঃ পুরম্ ॥২

(মাদ্রীর সহিত পাণ্ডুর বিবাহ ও দিগ্বিজয়)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তদনন্তর শান্তনুনন্দন বুদ্ধিমান্ ভীষ্ম যশস্বী রাজা পাণ্ডুর দ্বিতীয় বিবাহের কথা চিন্তা করিলেন ॥১

তিনি বৃদ্ধ অমাত্য ও মহর্ষি ব্রাহ্মণগণকে সঙ্গে লইয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সহ মদ্রপতি শল্যের রাজধানীতে গমন করিলেন ॥২

ততস্তমভিগম্যাথ ভীমঃ সংপ্রীতিপূর্বকঃ (১)।
প্রত্যুদ্গম্যার্চয়িত্বা চ পুরং প্রাবেশয়ংস্তদা ॥৩
[illegible] ততঃ পাদ্যমর্ঘ্যং ততোऽথ চ।
মধুপর্কং ততঃ [illegible] পপ্রচ্ছানাময়ং [illegible] ॥৪
ততো ভীমঃ কৃষ্ণমুখ্যানাং সমক্ষং নৃপমুক্তবান্।
আগতোऽহং বিবাহার্থী কন্যাবিবাহবিধৌ ॥৫
স্বগৃহে বর্ততে সাধ্বী কন্যা যৌবনশালিনী।
তামহং ধর্মবিধিনা পৌত্রার্থং প্রার্থয়ে নৃপ (২) ॥৬
সুসম্বন্ধো হি সম্বন্ধো [illegible] রাজন্ [illegible]।
এতৎ সঞ্চিন্ত্য মহারাজ প্রস্তাবং [illegible] ॥৭
তমুবাচাথ তং ভীমং প্রত্যুবাচ মহামনাঃ।
ন হি শ্রেয়ো মমাস্ত্যন্যৎ [illegible] ॥৮
পূর্বৈঃ প্রবর্তিতঃ কিন্তু কুলেऽস্মিন্ নিয়মো মহান্।
সাধু বা যদি বাসাধু নাতিক্রমিতুমুৎসহে ॥৯
জানন্তি সর্বে লোকাস্তে বিদিতং [illegible] সম্ভবঃ।
ন চ যুক্তং তথা বক্তুং দেহীতি [illegible] ॥১০
কুলধর্মো ন বো বীর প্রমাণং [illegible]।
তেন বক্তুং ন [illegible] নিঃসন্দেহং [illegible] ॥১১
তং ভীমঃ প্রত্যুবাচেদং মহাবাহুর্মহামতিঃ (৩)।
ধর্ম এষ পরো রাজন্ [illegible] ॥১২
নাত্র কশ্চন দোষোऽস্তি পূর্বৈর্বিহিতঃ কৃতঃ।
[illegible] ॥১৩
ইত্যুক্তঃ স মহাতেজাঃ [illegible]।
ধনানি চ বিচিত্রাণি [illegible] ॥১৪
[illegible] বাসাংস্যাভরণানি চ।
মণিমুক্তাপ্রবালঞ্চ [illegible] ॥১৫
তং [illegible] সর্বং [illegible]।
[illegible] ॥১৬

বাসুদেবপ্রমুখ যাদবেরা ভীমের আগমনের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন ও পূজা করিয়া পুরীতে প্রবেশ করাইলেন।৩

তদনন্তর ভীমসেন পাদ্য, অর্ঘ্য, ও মধুপর্ক এবং সম্পূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিয়া যাদবদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।৪

কৃষ্ণপ্রমুখের সমক্ষে ভীমসেন মহারাজকে বলিলেন,—"হে মহীপাল! আমি বরার্থী হইয়া আপনার নিকটে আসিয়াছি। শুনিয়াছি আপনার বাটীতে এক যৌবনবতী সাধ্বী কন্যা আছে, আমি সেই ধর্মবিধি অনুসারে পৌত্রের জন্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। হে রাজন্! আপনার সহিত আমাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ সঙ্গতই হইবে। হে মহারাজ! সুতরাং আমি আশা করি আপনি আমার প্রস্তাব বিবাহার্থে স্বীকার করিবেন।৫-৭

মহারাজ বলিলেন,—আমার পক্ষে ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কি হইতে পারে? কিন্তু আমার পূর্বপুরুষগণ আমার কুলে একটা নিয়ম প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন। তাহা ভাল হউক বা মন্দই হউক, তাহাকে আমরা অতিক্রম করিতে পারি না। ঐ নিয়মের কথা সকলেই জানে, আপনিও খুব সম্ভব জানেন। হে মহাবাহো! সুতরাং ঐ শর্ত পূর্ণ না করিয়া আপনার পক্ষে "কন্যা আমাকে দাও" একথা বলা সঙ্গত হইবে না। হে বীর! ইহা আমাদের কুলধর্ম; সুতরাং ইহাকে আমরা প্রমাণ না মানিয়া পারি না। সুতরাং হে অরিন্দম! আমি নিঃসন্দেহে একথা আপনাকে বলিতে পারিতেছি না "আপনাকে কন্যা দিলাম"।৮-১১

ভীম তখন মহারাজকে বলিলেন,—"হে রাজন্! কুলধর্ম যে পরম ধর্ম, ইহা সকলেই জানিয়াছেন। সুতরাং পূর্বপুরুষগণের কৃত এই নিয়মে কোনও দোষ নাই। হে মহা! এই শর্তটা কিরূপ আমাকে বলুন"।১২-১৩

পাঠান্তর।—(১)—[illegible]।
(২)—[illegible]।

পাঠান্তর :— (৩)—মহাত্মা [illegible]।

স তাং মাদ্রীমুপাদায় ভীষ্মঃ সাগরগাসুতঃ।
আজগাম পুরীং ধীমান্ প্রবিষ্টো গজসাহ্বয়ম্ ॥১৭

ততঃ ইষ্টেঽহনি প্রাপ্তে মুহূর্তে সাধুসম্মতে।
জগ্রাহ বিধিবৎ পাণিং মাদ্র্যাঃ পাণ্ডুর্নরাধিপঃ ॥১৮

ততো বিবাহে নির্বৃত্তে স রাজা কুরুনন্দনঃ।
স্থাপয়ামাস তাং ভার্য্যাং শুভে বেশ্মনি ভাবিনীম্ ॥১৯

স তাভ্যাং ব্যচরৎ সার্দ্ধং ভার্য্যাভ্যাং রাজসত্তমঃ।
কুন্ত্যা মাদ্র্যা চ রাজেন্দ্রো যথাকামং যথাসুখম্ ॥২০

ততঃ স কৌরবো রাজা বিহৃত্য ত্রিদশা নিশাঃ।
জিগীষয়া মহীং পাণ্ডুর্নিশ্চক্রাম পুরাৎ প্রভো ॥২১

স ভীষ্মপ্রমুখান্ বৃদ্ধানভিবাদ্য প্রণম্য চ।
ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ কৌরব্যং তথান্যান্ কুরুসত্তমান্।
আমন্ত্র্য প্রযযৌ রাজা তৈশ্চৈবাভ্যনুমোদিতঃ ॥২২

মঙ্গলাচারযুক্তাভিরাশীর্ভিরভিনন্দিতঃ।
গজবাজিরথৌঘেন বলেন মহতা বৃতঃ ॥২৩

স রাজা দেবগর্ভাভো বিজিগীষুর্বসুন্ধরাম্।
হৃষ্টপুষ্টবলৈঃ প্রায়াৎ পাণ্ডুঃ শত্রূননেকশঃ ॥২৪

পূর্বমাগস্কৃতো গত্বা দশার্ণাঃ সমরে জিতাঃ।
পাণ্ডুনা নরসিংহেন কৌরবাণাং যশোভৃতা ॥২৫

ততঃ সেনামুপাদায় পাণ্ডুর্নানাবিধধ্বজাম্।
প্রভূতহস্ত্যশ্বযুতাং পদাতিরথসঙ্কুলাম্ ॥২৬

আগস্কারী মহীপানাং বহূনাং বলগর্বিতঃ।
গোপ্তা মগধরাষ্ট্রস্য দার্বো রাজগৃহে হতঃ ॥২৭

ততঃ কোষং সমাদায় বাহনানি চ ভূরিশঃ।
পাণ্ডুনা মিথিলাং গত্বা বিদেহাঃ সমরে জিতাঃ ॥২৮

এই বলিয়া মহাতেজস্বী ভীষ্ম পূর্ব্বোল্লিখিত অলঙ্কার, বিবিধ প্রকার স্বর্ণ এবং নানা জাতীয় হস্তী, অশ্ব, রথ, বস্ত্র, মণি, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি মদ্ররাজকে দিলেন ।১৪-১৫

সেই সকল ধন এবং রত্ন মদ্ররাজ শল্য সন্তুষ্ট হইয়া ভগিনীকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের হস্তে অর্পণ করিলেন ।১৬

তখন গঙ্গানন্দন ধীমান্ ভীষ্ম মাদ্রীকে লইয়া হস্তিনাপুরে আসিলেন। তাহার পর সেই সাধুজনের দ্বারা অনুমোদিত দিন ও মুহূর্তে রাজা পাণ্ডু বিধিপূর্ব্বক মাদ্রীর পাণিগ্রহণ করিলেন ।১৭-১৮

অনন্তর বিবাহ হইয়া গেলে কুরুনন্দন রাজা পাণ্ডু সেই কল্যাণবতী ভার্য্যা মাদ্রীকে একটি সুন্দর রাজপ্রাসাদে রাখিলেন ।১৯

রাজশ্রেষ্ঠ মহারাজ পাণ্ডু উভয় ভার্য্যা কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত ইচ্ছামত আনন্দে বিহার করিতে লাগিলেন ।২০

হে রাজন্! এইরূপে ত্রিশ রাত্রি বিহার করিয়া মহারাজ পাণ্ডু পৃথিবী জয় করিবার ইচ্ছায় পুরী হইতে নির্গত হইলেন ।২১

ভীষ্মপ্রমুখ বৃদ্ধগণকে এবং ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কৌরবগণকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ও অনুমতি লইয়া হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি-সমন্বিত চতুরঙ্গিণী মহতী সেনাবাহিনী লইয়া পুরী হইতে নির্গত হইলেন ।২২-২৩

দেবকুমারসদৃশ তেজস্বী রাজা পাণ্ডু পৃথিবী-বিজয়মানসে হৃষ্টপুষ্ট চতুরঙ্গিণী সেনার সহ অনেক শত্রুর প্রতি যাত্রা করিলেন। কৌরবকুলের যশোবর্দ্ধক রাজা পাণ্ডু প্রথমতঃ পূর্ব্বাপরাধী দশার্ণরাজকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিলেন। অনন্তর তিনি নানা প্রকার ধ্বজ ও পতাকাযুক্ত এবং বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিপূর্ণ প্রচুর সৈন্যবাহিনী লইয়া মগধদেশে গমন পূর্ব্বক পূর্ব্বাপরাধী মহাবল দার্ব্বকে রাজগৃহ নগরে যুদ্ধস্থলে বধ করিলেন ।২৪-২৭

মগধরাজের ধন ও বাহনাদি ছিনাইয়া লইয়া

তথা কাশিষু সুহ্মেষু পুণ্ড্রেষু চ নরর্ষভঃ।
স্বেন বাহুবলেনাজৌ কুরূণামকরোদ্ যশঃ ॥২৯
তং শরৌঘমহাজ্বালং শস্ত্রার্চিষমরিন্দমম্।
পাণ্ডুপাবকমাসাদ্য ব্যদহ্যন্ত নরাধিপাঃ ॥৩০
তে সসেনাঃ সসেনেন বিধ্বংসিতবলা নৃপাঃ।
পাণ্ডুনা বশগাঃ কৃত্বা কুরুকর্ম্মসু যোজিতাঃ ॥৩১
তেন তে নির্জ্জিতাঃ সর্ব্বে পৃথিব্যাং সর্ব্বপার্থিবাঃ।
তমেকং মেনিরে শূরং দেবেষ্বিব পুরন্দরম্ ॥৩২
তং কৃতাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে প্রণতা বসুধাধিপাঃ।
উপাজগ্মুর্ধনং গৃহ্য রত্নানি বিবিধানি চ ॥৩৩
মণিমুক্তাপ্রবালঞ্চ সুবর্ণং রজতং বহু।
গোরত্নাশ্বরত্নানি রথরত্নানি কুঞ্জরান্ ॥৩৪
খরোষ্ট্রমহিষীশ্চৈব যচ্চ কিঞ্চিদজাবিকম্।
কম্বলাজিনরত্নানি রাঙ্কবাস্তরণানি চ।
তৎ সর্ব্বং প্রতিজগ্রাহ রাজা নাগপুরাধিপঃ ॥৩৫
তদাদায় যযৌ পাণ্ডুঃ পুনর্মুদিতবাহনঃ।
হর্ষয়িষ্যন্ স্বরাষ্ট্রাণি পুরঞ্চ গজসাহ্বয়ম্ ॥৩৬
শান্তনো রাজসিংহস্য ভরতস্য চ ধীমতঃ।
প্রণষ্টঃ কীর্ত্তিজঃ শব্দঃ পাণ্ডুনা পুনরুদ্ধৃতঃ ॥৩৭
যে পুরা কুরুরাষ্ট্রাণি জহ্রুঃ কুরুধনানি চ।
তে নাগপুরসিংহেন পাণ্ডুনা করদীকৃতাঃ ॥৩৮
ইত্যভাষন্ত রাজানো রাজামাত্যাশ্চ সঙ্গতাঃ।
প্রতীতমনসো হৃষ্টাঃ পৌরজানপদৈঃ সহ ॥৩৯
প্রত্যুদ্যযুস্তং প্রাপ্তং সর্ব্বে ভীষ্মপুরোগমাঃ।
তে নাতিদূরমধ্বানং গত্বা নাগপুরালয়াঃ ॥৪০

তিনি মিথিলায় যাইয়া এবং সেখানে বিদেহবংশীয় ক্ষত্রিয়গণকে পরাভূত করিলেন ।২৮

নরশ্রেষ্ঠ জনমেজয় ! তদনন্তর পাণ্ডু, কাশী, সুহ্ম ও পুণ্ড্রদেশ জয় করিয়া নিজ বাহুবলে যুদ্ধক্ষেত্রে কুরুবংশের কীর্ত্তি বিস্তার করিলেন ।২৯

শরসমূহরূপশিখাবিশিষ্ট ও শস্ত্ররূপ শিখাবিশিষ্ট শত্রুদমন পাণ্ডুরূপ অগ্নিতে পতিত হইয়া সব রাজাই ভস্মীভূত হইলেন ।৩০

সেনার সহিত সমস্ত নৃপতিই সসৈন্যে পরাস্ত করিয়া সৈন্যবিশিষ্ট রাজা পাণ্ডু, তাহাদিগকে কুরুকুলের আজ্ঞাবাহী করিলেন ।৩১

তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া পৃথিবীর রাজগণ দেবগণের মধ্যে পুরন্দরের (ইন্দ্রের) ন্যায় তাঁহাকেই রাজগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া মনে করিলেন ।৩২

তখন রাজগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং ধন ও বিবিধ রত্নসমূহ লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ।৩৩

রাজগণ বহুতর মণি, মুক্তা, প্রবাল, সুবর্ণ, রজত প্রভৃতি বহু রত্ন, উৎকৃষ্ট গো, অশ্ব, রথ, হস্তী, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ, মেষ প্রভৃতি বহু পশু এবং কম্বল, মৃগচর্ম্ম প্রভৃতি ও মৃগলোমের বহু উৎকৃষ্ট আস্তরণ হস্তিনাপুরাধিপ পাণ্ডু গ্রহণ করিলেন ।৩৪-৩৫

রাজশ্রেষ্ঠ এই সব উপহার লইয়া মহারাজ রাজ্যবাসী সকলের আনন্দবর্দ্ধন করত হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার বাহনগুলিও প্রফুল্ল ছিল ।৩৬

রাজসিংহ শান্তনু ও বুদ্ধিমান্ ভরতের নষ্ট কীর্ত্তিকে পাণ্ডু পুনরুদ্ধার করিলেন ।৩৭

"যাহারা পূর্ব্বে কুরুরাষ্ট্রের আক্রমণ করত ধনরত্ন হরণ করিয়াছিলেন, হস্তিনাপুরাধীশ পাণ্ডু তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া কর দানে বাধিত করিলেন" ।৩৮

ভীষ্মপ্রমুখ পুরবাসী এবং জনপদবাসিগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজগণ ও রাজমন্ত্রিগণ হৃষ্ট এবং বিশ্বস্ত হৃদয়ে তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ বলাবলি করিতে লাগিলেন ।৩৯

আহৃতং বহুভিঃ লোকৈঃ বহুবিধৈর্ধনৈঃ ।
নানাযানসমাযুক্তৈ রত্নৈরুচ্চাবচৈস্তথা ॥৪১

হস্ত্যশ্বরথরত্নানি গোষ্ঠীমুষ্ট্রাজাবিকম্ ।
নান্তং দদৃশুরাসাদ্য ভীষ্মেণ সহ কৌরবাঃ ॥৪২

সোঽভিবাদ্য পিতুঃ পাদৌ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ ।
যথার্হং মানয়ামাস পৌরজানপদানপি ॥৪৩

প্রমৃদ্য পররাষ্ট্রাণি কৃতার্থং পুনরাগতম্ ।
পুত্রমালিঙ্গ্য ভীষ্মস্তু হর্ষাদশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ ॥৪৪

স তূর্য্যশতসঙ্ঘানাং ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনৈঃ ।
হর্ষয়ন্ সর্ব্বশঃ পৌরান্ বিবেশ গজসাহ্বয়ম্ ॥৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি পাণ্ডুদিগ্বিজয়ে দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১২

বহুদিন পর তাঁহাকে প্রত্যাগত দেখিয়া ভীষ্মপ্রমুখ কুরুগণ এবং পুরবাসী জনগণ হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং কিয়দ্দূর যাইয়া তাঁহারা পথিক উপায়ন বহন হস্তী, অশ্ব, রথ ও প্রচুর রত্ন দেখিয়া তাঁহারা পরম আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহারা বিবিধ যানে করিয়া আগত সৈন্যগণের শেষ সীমা দেখিতে পাইলেন না ॥৪০-৪২

কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন মহাবিক্রমশালী পাণ্ডু পিতৃব্য ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া পুরবাসী ও জনপদবাসিগণকে যথোচিত সম্মান দিলেন ॥৪৩

ভীষ্ম সমস্ত রাষ্ট্রকে জয় করিয়া পুনরাগত কৃতার্থ পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিলেন ॥৪৪

রাজা পাণ্ডু শত শত ভেরী ও শঙ্খাদির শব্দধ্বনির মধ্যে পুরবাসিগণকে আনন্দিত করিতে করিতে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন ॥৪৫

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে পাণ্ডুদিগ্বিজয়-বিষয়ক দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[পত্নীভ্যাং সহ রাজ্ঞঃ পাণ্ডোর্বনবাসঃ, বিদুরস্য বিবাহশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ধৃতরাষ্ট্রাভ্যনুজ্ঞাতঃ স্ববাহুবিজিতং ধনম্ ।
ভীষ্মায় সত্যবত্যৈ চ মাত্রে চোপাহরন্নৃপঃ ॥১
বিদুরায় চ বৈ পাণ্ডুঃ প্রেষয়ামাস তদ্ধনম্ ।
সুহৃদশ্চাপি ধর্ম্মাত্মা ধনেন সমতর্পয়ৎ ॥২

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায় ।

[পত্নীদ্বয় সহিত রাজা পাণ্ডুর বনবাস এবং বিদুরের বিবাহ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয় ! ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে পাণ্ডু দিগ্বিজয়ে নিজ বাহুবলে অর্জিত সমস্ত ধন ভীষ্ম, সত্যবতী ও মাতা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে দান করিলেন ॥১

বিদুরকেও তিনি কিছু ধন দিলেন এবং তাহারই কিছু অংশে সুহৃদ্গণকেও তৃপ্ত করিলেন ॥২

ততঃ সত্যবতীং ভীষ্মঃ কৌসল্যাঞ্চ যশস্বিনীম্।
শুভৈঃ পাণ্ডুজিতৈরর্থৈস্তোষয়ামাস ভারত ॥১৩
ননন্দ মাতা কৌসল্যা তমপ্রতিমতেজসম্।
জয়ন্তমিব পৌলোমী পরিষ্বজ্য নরর্ষভম্ ॥১৪
তস্য বীরস্য বিক্রান্তৈঃ সহস্রশতদক্ষিণৈঃ।
অশ্বমেধশতৈরীজে ধৃতরাষ্ট্রো মহামখৈঃ ॥১৫
সম্প্রযুক্তশ্চ কুন্ত্যা চ মাদ্র্যা চ ভরতর্ষভ।
জিততন্দ্রীস্তদা পাণ্ডুর্বভূব বনগোচরঃ ॥১৬
হিত্বা প্রাসাদনিলয়ং শুভানি শয়নানি চ।
অরণ্যনিত্যঃ সততং বভূব মৃগয়াপরঃ ॥১৭
স চরন্ দক্ষিণং পার্শ্বং রম্যং হিমবতো গিরেঃ।
উবাস গিরিপৃষ্ঠেষু মহাশালবনেষু চ ॥১৮
ররাজ কুন্ত্যা মাদ্র্যা চ পাণ্ডুঃ সহ বনে বসন্।
করেণ্বোরিব মধ্যস্থঃ শ্রীমান্ পৌরন্দরো গজঃ ॥১৯

ভারতং সহ ভার্য্যাভ্যাং খড়্গবাণধনুর্দ্ধরম্।
বিচিত্রকবচং বীরং পরমাস্ত্রবিদং নৃপম্।
দেবোঽয়মিত্যমন্যন্ত চরন্তং বনবাসিনঃ ॥২০
তস্য কামাংশ্চ ভোগাংশ্চ নরা নিত্যমতন্দ্রিতাঃ।
উপজহ্রুর্বনান্তেষু ধৃতরাষ্ট্রেণ চোদিতাঃ ॥২১
অথ পারশবীং কন্যাং দেবকস্য মহীপতেঃ।
রূপযৌবনসম্পন্নাং স শুশ্রাবাপগাসুতঃ ॥২২
ততস্তু বরয়িত্বা তামানায্য পুরুষর্ষভঃ (১)।
বিবাহং কারয়ামাস বিদুরস্য মহামতেঃ ॥২৩
তস্যাঞ্চোৎপাদয়ামাস বিদুরঃ কুরুনন্দনঃ।
পুত্রান্ বিনয়সম্পন্নানাত্মনঃ সদৃশান্ গুণৈঃ ॥২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি বিদুরপরিণয়ে
ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৩

হে ভারত! সত্যবতী পাণ্ডু-অর্জিত বিত্ত দ্বারা আনীত হইলে তাহা ভীষ্ম যশস্বিনী কৌশল্যা ও সত্যবতীকে দান করিলেন ॥১৩

যেমন শচীদেবী নিজ পুত্র জয়ন্তকে আলিঙ্গন করিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করেন, সেইরূপ কৌশল্যা অনুপমতেজঃসম্পন্ন পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দ লাভ করিলেন ॥১৪

পাণ্ডুর পরাক্রমে অর্জিত ধনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র শতসহস্রমুদ্রা (একলক্ষ মুদ্রা) দক্ষিণা দিয়া এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন ॥১৫

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কুন্তী ও মাদ্রীর প্রেরণায় পাণ্ডু আলস্য, রাজপ্রাসাদে বাস এবং রাজোচিত শয্যা ও আসন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া বনমধ্যেই বাস করিতে লাগিলেন এবং মৃগয়ায় নিরত থাকিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন ॥১৬-১৭

তিনি হিমালয়ের রমণীয় দক্ষিণপার্শ্বে বিচরণ করিতে করিতে পর্ব্বতের সানুদেশসমূহে ও বৃহৎ শালবনসমূহে বাস ও পত্নীদ্বয়ের সহিত বিহার করিতেন ; দেখিয়া মনে হইত যেন দুইটী হস্তিনীর মধ্যে যেন ঐরাবত হস্তী বিচরণ করিতেছে ॥১৮-১৯

উভয় পত্নীর সহিত বিচরণশীল, খড়্গ, বাণ ও ধনুর্ধারী, পরমাস্ত্রবিৎ ও বিচিত্র কবচ পরিহিত মহারাজ পাণ্ডুকে দেখিয়া বনবাসিগণ তাঁহাকে দেবতা মনে করিতেন ॥২০

তাঁহার আর কিছু কাম্য ও ভোগ্যবস্তুর প্রয়োজন হইলে, ধৃতরাষ্ট্রচালিত রাজপুরুষগণ তাহা সর্ব্বদা সেই বনমধ্যে পৌঁছাইয়া দিত ॥২১

অনন্তর গঙ্গানন্দন ভীষ্ম জানিতে পারিলেন রাজা দেবকের যে কন্যা আছে, সে ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রার গর্ভজাত এবং রূপ ও যৌবনশালিনী ॥২২

তৎপরে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম তাঁহাকে বরণ করিয়া আনিয়া মহামতি বিদুরের সহিত বিবাহ দিলেন ॥২৩

কুরুনন্দন বিদুর সেই পত্নীতে আত্মতুল্য গুণসম্পন্ন বিনয়ী পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥২৪

পাঠান্তর :—(১) —আনায্য পুরুষর্ষভঃ।

শ্রীমদ্‌হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য কৃত মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে
বিদুরবিবাহ-বিষয়ক ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[ধৃতরাষ্ট্রেণ গান্ধারীগর্ভে শতপুত্রাণাম্ একস্যাঃ কন্যায়াশ্চ, তথাপি চ বৈশ্যাগর্ভে চ যুযুৎসোরিতি নামপুত্রস্যোৎপত্তিঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং পুত্রশতং জজ্ঞে গান্ধার্য্যাং জনমেজয়।
ধৃতরাষ্ট্রস্য বৈশ্যায়ামেকশ্চাপি শতাৎ পরঃ ॥১॥

পাণ্ডোঃ কুন্ত্যাঞ্চ মাদ্র্যাঞ্চ পঞ্চ পুত্রা মহারথাঃ।
দেবেভ্যঃ সমপদ্যন্ত সন্তানায় কুলস্য বৈ ॥২॥

জনমেজয় উবাচ।

কথং পুত্রশতং জজ্ঞে গান্ধার্য্যাং দ্বিজসত্তম।
কিয়তা চৈব কালেন তেষামায়ুশ্চ কিং পরম্ ॥৩॥

কথং চৈকঃ স বৈশ্যায়াং ধৃতরাষ্ট্রসুতোঽভবৎ।
কথঞ্চ সদৃশীং ভার্য্যাং গান্ধারীং ধর্ম্মচারিণীম্ ॥৪॥

আনুকূল্যে বর্ত্তমানাং ধৃতরাষ্ট্রোঽত্যবর্ত্তত।
কথঞ্চ শপ্তস্য সতঃ পাণ্ডোস্তেন মহাত্মনা ॥৫॥

সমুৎপন্না দৈবতেভ্যঃ পুত্রাঃ পঞ্চ মহারথাঃ।
এতদ্বিদ্বন্ যথান্যায়ং বিস্তরেণ তপোধন ॥৬॥

কথয়স্ব ন মে তৃপ্তিঃ কথ্যমানেষু বন্ধুষু।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ক্ষুচ্ছ্রমাভিপরিশ্রান্তং দ্বৈপায়নমুপস্থিতম্ ॥৭॥

তোষয়ামাস গান্ধারী ব্যাসস্তস্যৈ বরং দদৌ।
সা বব্রে সদৃশং ভর্ত্তুঃ পুত্রাণাং শতমাত্মনঃ ॥৮॥

ততঃ কালেন সা গর্ভং ধৃতরাষ্ট্রাদথাগ্রহীৎ।
সংবৎসরদ্বয়ং তং তু গান্ধারী গর্ভমাহিতম্ ॥৯॥

অপ্রজা ধারয়ামাস ততস্তাং দুঃখমাবিশৎ।
শ্রুত্বা কুন্তীসুতং জাতং বালার্কসমতেজসম্ ॥১০॥

উদরস্যাত্মনঃ স্থৈর্য্যমুপলভ্যান্বচিন্তয়ৎ।
অজ্ঞাতং ধৃতরাষ্ট্রস্য যত্নেন মহতা ততঃ ॥১১॥

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্র হইতে গান্ধারীর গর্ভে এক শত পুত্র ও এক কন্যা এবং কোন এক বৈশ্যার গর্ভে যুযুৎসুনামে এক পুত্রের উৎপত্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! এইরূপে গান্ধারীতে ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র এবং বৈশ্যার গর্ভে অধিক আর একটি পুত্র উৎপন্ন হইল ॥১॥

কুন্তী ও মাদ্রীতে রাজা পাণ্ডুর পাঁচ মহারথী পুত্র দেবগণকর্তৃক কুলরক্ষার্থ উৎপন্ন হইল ॥২॥

জনমেজয় বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! গান্ধারীর শত পুত্র কত সময়ের মধ্যে কি করিয়া উৎপন্ন হইল এবং তাঁহাদের আয়ুই বা কিরূপ ছিল ॥৩॥

বৈশ্যার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রই বা কেমন করিয়া হইল? গান্ধারী পতিব্রতা, ধর্ম্মচারিণী ও সকল ধৃতরাষ্ট্রের অনুবর্ত্তিনী ছিলেন; তাহার সহিত ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহার বা কিরূপ ছিল? শাপগ্রস্ত পাণ্ডুরাজার পাঁচটি মহারথ পুত্রই বা দেবগণকর্তৃক কেমন করিয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন? হে বিদ্বন্ তপোধন! আপনি এই সকল কথা বিস্তার করিয়া বলুন। হে তপোধন! আপনার নিকট জ্ঞাতিবর্গের সম্বন্ধে কথা শুনিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ক্ষুধা ও পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া উপস্থিত মহর্ষি দ্বৈপায়নের নিকট যখন গান্ধারী তাঁহাকে সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, আমার পতির সদৃশ শত পুত্র আমার হউক ॥৭-৮॥

অনন্তর যথাকালে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের সহিত মিলনে গর্ভধারণ করিলেন। কিন্তু দুই বৎসর পর্য্যন্ত তিনি গর্ভধারণের দুঃখ সহ্য করিতে লাগিলেন।

সোদর্য্যং ঘাতয়ামাস (১) গান্ধারী দুঃখমূর্চ্ছিতা।
ততো জজ্ঞে মাংসপেশী লোহাষ্ঠীলেব সংহতা ॥১২
দ্বিবর্ষসংভৃতাং কুক্ষৌ তামুৎস্রষ্টুং প্রচক্রমে।
অথ দ্বৈপায়নো জ্ঞাত্বা ত্বরিতঃ সমুপাগমৎ ॥১৩
তাং স মাংসময়ীং পেশীং দদর্শ জপতাং বরঃ।
ততোঽব্রবীৎ সৌবলেয়ীং কিমিদং তে
চিকীর্ষিতম্ ॥১৪
সা চাত্মনো মতং সত্যং শশংস পরমর্ষয়ে।

গান্ধার্য্যুবাচ।

জ্যেষ্ঠং কুন্তীসুতং জাতং শ্রুত্বা রবিসমপ্রভম্ ॥১৫
দুঃখেন পরমেণেদমুদরং ঘাতিতং ময়া।
শতঞ্চ কিল পুত্রাণাং বিতীর্ণং মে ত্বয়া পুরা ॥১৬
ইয়ঞ্চ মে মাংসপেশী জাতা পুত্রশতায় বৈ।

ব্যাস উবাচ।

এবমেতৎ সৌবলেয়ি নৈতজ্জাত্বন্যথা ভবেৎ ॥১৭
বিতথং নোক্তপূর্ব্বং মে স্বৈরেষ্বপি কুতোঽন্যথা।
ঘৃতপূর্ণং কুণ্ডশতং ক্ষিপ্রমেব বিধীয়তাম্ ॥১৮
সুগুপ্তেষু চ দেশেষু (২) রক্ষা চৈব বিধীয়তাম্।
শীতাভিরদ্ভিরষ্ঠীলামিমাঞ্চ পরিষিঞ্চত ॥১৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা সিচ্যমানা হ্যষ্ঠীলা অভবচ্ছতধা তদা।
অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্রাণাং গর্ভাণাং পৃথগেব তু ॥২০
একাধিকশতং পূর্ণং যথাযোগং বিশাম্পতে।
মাংসপেশ্যাস্তদা রাজন্ ক্রমশঃ কালপর্য্যয়াৎ ॥২১
ততস্তাংস্তেষু কুণ্ডেষু গর্ভানবদধে তদা।
স্বনুগুপ্তেষু দেশেষু রক্ষাং বৈ ব্যদধাৎ ততঃ ॥২২
শশংস চৈব ভগবান্ কালেনৈতাবতা পুনঃ।
বিঘট্টনীয়ান্যেতানি কুণ্ডানীতি চ সৌবলীম্ ॥২৩

কুন্তীর একটী উজ্জ্বল সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী পুত্র হইয়াছে ইহা শুনিয়া তাঁহার দুঃখ আরও তীব্র হইল। তিনি দেখিলেন তাঁহার নিজ প্রসব হইবার কোন লক্ষণ নাই, তখন তিনি দুঃখাতুরা অজ্ঞাতে মহাবলে মুষ্টিতে সেই গর্ভের উপরে আঘাত করিয়া পাত করিলেন; কিন্তু তাহাতে লৌহপিণ্ডের ন্যায় কঠিন একটী মাংসপেশী উৎপন্ন হইল ॥৮-১২

দুই বৎসর পর্য্যন্ত ধৃত সেই গর্ভকে গান্ধারী ফেলিয়া দিতে উদ্যতা হইলেন। এমন সময় যোগবলে জাপকশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেব তাহা জানিতে পারিয়া অবিলম্বে সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং গান্ধারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি গর্ভকে কি করিতে চাহিতেছ?" গান্ধারী উত্তরে মহর্ষির নিকট অভিপ্রায় সত্য করিয়া বলিলেন।

গান্ধারী বলিলেন,—সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট কুন্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখে আমার উদরে আঘাত করিয়াছিলাম। আপনি বর দিয়াছিলেন যে, আমার শত পুত্র হইবে; কিন্তু দেখিতেছি শত পুত্রের স্থানে একটী মাংসপেশী মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে সুবলনন্দিনি! আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার অন্যথা হইতে পারে না। আমি স্বেচ্ছাবিহারেও কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই। সুতরাং তুমি ঘৃতপূর্ণ একশত কুণ্ডের ব্যবস্থা কর। সুরক্ষিত স্থানে ঐ ঘৃতপূর্ণ কুণ্ডগুলি রক্ষা কর। তাহার পর শীতল জলের দ্বারা প্রতিদিন ঐ পিণ্ডটিকে অভিষিক্ত করিতে থাক ॥১৮-১৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ঐ মাংসপিণ্ডকে শীতল জলের দ্বারা সেচন করায় কিছুদিনের মধ্যে উহা

পাঠান্তর:—(১) সোদরং পাতয়ামাস—।

পাঠান্তর:—(২) স্বনুগুপ্তেষু দেশেষু—।

[illegible]। ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ ব্যাসস্তথা প্রতিবিধায় চ।
জগাম তপসে ধীমান্ হিমবন্তং শিলোচ্চয়ম্ ॥২৪
জজ্ঞে ক্রমেণ চৈতেন তেষাং দুর্যোধনো নৃপঃ।
জন্মতস্তু প্রমাণেন জ্যেষ্ঠো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৫
[illegible] তু ভীষ্মস্য বিদুরস্য চ ধীমতঃ।
[illegible] দুর্যোধো জজ্ঞে দুর্যোধনস্তদা ॥২৬
অজনিষ্ট মহাবাহুর্ভীমসেনোঽপি বীর্যবান্।
স জাতমাত্র এবাথ ধৃতরাষ্ট্রসুতো নৃপ ॥২৭
রাসভারাবসদৃশং রুরাব চ ননাদ চ।
তং খরাঃ প্রত্যভাষন্ত গৃধ্র-গোমায়ু-বায়সাঃ ॥২৮
বাতাশ্চ প্রববুশ্চাপি দিগ্দাহশ্চাভবৎ তদা।
ততস্তু ভীতবদ্ রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽব্রবীদিদম্ ॥২৯
সমানীয় বহূন্ বিপ্রান্ ভীষ্মং বিদুরমেব চ।
অন্যাংশ্চ সুহৃদো রাজন্ কুরূন্ সর্বাংস্তথৈব চ ॥৩০
যুধিষ্ঠিরো রাজপুত্রো জ্যেষ্ঠো নঃ কুলবর্দ্ধনঃ।
প্রাপ্তঃ স্বগুণতো রাজ্যং ন তস্মিন্ বাচ্যমস্তি নঃ ॥৩১
অয়ং ত্বনন্তরস্তস্মাদপি রাজা ভবিষ্যতি।
এতদ্ বিব্রূত মে তথ্যং যদত্র ভবিতা ধ্রুবম্ ॥৩২
বাক্যস্যৈতস্য নিধনে দিক্ষু সর্বাসু ভারত।
ক্রব্যাদাঃ প্রাণদন্ ঘোরাঃ শিবাশ্চাশিবশংসিনঃ ॥৩৩
লক্ষয়িত্বা নিমিত্তানি তানি ঘোরাণি সর্বশঃ।
তেঽব্রুবন্ ব্রাহ্মণা রাজন্ বিদুরশ্চ মহামতিঃ ॥৩৪
যথেমানি নিমিত্তানি ঘোরাণি মনুজাধিপ।
উত্থিতানি সুতে জাতে জ্যেষ্ঠে তে পুরুষর্ষভ ॥৩৫

অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ একশত এক খণ্ড বিভক্ত হইল। এইভাবে ঘৃতসিক্ত স্থানে রক্ষিত সেই কুণ্ডস্থ একশত এক বিভক্ত মাংসপিণ্ডগুলি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। "ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উপদেশ দিয়াছিলেন—এ কুণ্ডগুলিকে এতদিন পরে অর্থাৎ পূর্ণ দুই বৎসর পরে কুণ্ডগুলি খুলিয়া দেখিবে।" ধীমান্ ভগবান্ ব্যাসদেব এই কথা বলিয়া উহাদিগকে যথারীতি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া তপস্যার্থ হিমালয়ে চলিয়া গেলেন ॥২০-২৪

অনন্তর যথাদিন পরে (দুই বৎসর পরে) যে ক্রমানুসারে পিণ্ডগুলি কুণ্ডমধ্যে রাখা ছিল, সেই ক্রমানুসারেই প্রথমতঃ রাজা দুর্যোধনের উৎপত্তি হইল। কিন্তু জন্মকাল অনুসারে যুধিষ্ঠিরই সকলের জ্যেষ্ঠ ছিলেন ॥২৫

দুর্যোধনের জন্মে তথা ভীষ্ম ও বিদুরের আনন্দ হইল। যেদিন দুর্যোধনের জন্ম, সেইদিন মহাবাহু ও মহাবল বলবান্ ভীমসেনেরও জন্ম হইল। দুর্যোধন জন্মিবামাত্রই গর্দ্দভের ন্যায় শব্দ করিয়া উঠিল, সেই সঙ্গে চারিদিকে যত গর্দ্দভ ছিল, তাহারা এবং শকুনি, শৃগাল ও কাকগুলি চীৎকার করিতে লাগিল ॥২৬-২৮

প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল এবং চারিদিকে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাহা বুঝিতে পারিয়া ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম, বিদুর এবং বহু ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া এবং অন্যান্য সুহৃদ্ ও কুরুবংশীয়গণকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন—"সকলের জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র যুধিষ্ঠির নিজের গুণেই রাজ্য পাইয়াছেন। বিষয়ে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু তাহার পরেই জাত আমার এই জ্যেষ্ঠ পুত্র কি রাজা হইবে? এই সব লক্ষণ কি তাহারই সূচক? আপনারা এ বিষয়ে যাহা সত্য স্থির করিবেন, তাহাই আমাকে বলুন" ॥২৯-৩২

হে রাজন্! ধৃতরাষ্ট্রের কথা শেষ হইতে না হইতেই চারিদিকে মাংসাশী প্রাণীগুলি চীৎকার ও শৃগালগুলি অমঙ্গল ধ্বনি করিতে লাগিল ॥৩৩

এই সকল ঘোর দুর্নিমিত্তসমূহ লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মণগণ ও মহামতি বিদুর চিন্তাপূর্বক

ব্যক্তং কুলান্তকরণো ভবিতৈষ সুতস্তব।
তস্য শান্তিঃ পরিত্যাগে গুপ্তাবপনয়ো মহান্ ॥৩৬

শতমেকোনমপ্যস্তু পুত্রাণাং তে মহীপতে।
ত্যজৈনমেকং শান্তিং চেৎ কুলস্যেচ্ছসি ভারত ॥৩৭

একেন কুরু বৈ ক্ষেমং কুলস্য জগতস্তথা।
ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ ॥৩৮

গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ।
স তথা বিদুরেণোক্তস্তৈশ্চ সর্ব্বৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ ॥৩৯

ন চকার তথা রাজা পুত্রস্নেহসমন্বিতঃ।
ততঃ পুত্রশতং পূর্ণং ধৃতরাষ্ট্রস্য পার্থিব ॥৪০

মাসমাত্রেণ সংজজ্ঞে কন্যা চৈকা শতাধিকা।
গান্ধার্য্যাং ক্লিশ্যমানায়ামুদরেণ বিবর্দ্ধতা ॥৪১

ধৃতরাষ্ট্রং মহারাজং বৈশ্যা পর্য্যচরৎ কিল।
তস্মিন্ সংবৎসরে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্রান্মহাযশাঃ ॥৪২

জজ্ঞে ধীমাংস্ততস্তস্যাং যুযুৎসুঃ করণো নৃপ।
এবং পুত্রশতং জজ্ঞে ধৃতরাষ্ট্রস্য ধীমতঃ ॥৪৩

মহারথানাং বীরাণাং কন্যা চৈকা শতাধিকা।
যুযুৎসুশ্চ মহাতেজা বৈশ্যাপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি গান্ধারীপুত্রোৎপত্তৌ চতুর্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৪

বলিলেন,—"হে রাজন্! আপনার পুত্র জন্মিবামাত্রই যে সকল দুর্নিমিত্ত দেখা দিয়াছে, তাহাতে ইহা স্পষ্ট যে, আপনার এই পুত্র সম্পূর্ণ কুলের নাশক হইবে। ইহাকে ত্যাগ করিলেই শান্তি, নতুবা মহান্ অনর্থ হইবে। হে রাজন্! হে ভারত! আপনি যদি কুলের শান্তি চান, তবে ঐ একটীকে বাদ দিয়া নিরানব্বইটী পুত্রকেই রক্ষা করুন। কেবল একটী পুত্রকে ত্যাগ করিয়া আপনি এই কুল ও পৃথিবীর শান্তি বিধান করুন। শাস্ত্রে আছে—"কুলের জন্য একটী লোককে, গ্রামের জন্য কুলকে, জনপদের জন্য গ্রামকে এবং নিজের জন্য সমস্ত পৃথিবীকেও ত্যাগ করিবে"। বিদুর ও ব্রাহ্মণগণ সকলে এইরূপ বলিলেও রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে আকুল হইয়া তাহা করিলেন না। হে রাজন্! তাহার ফলে তাঁহার একশতই পুত্র পূর্ণ থাকিল ॥৩৬-৪০

অবশ্য এক মাসের মধ্যেই একটী কন্যা উৎপন্ন হইল, সে ঐ একশত ভাইয়ের অতিরিক্ত ছিল। গান্ধারী যখন গর্ভবতী ছিলেন এবং তজ্জন্য ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করিতে তাঁহার কষ্ট হইত, তখন এক বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রী ধৃতরাষ্ট্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল। হে রাজন্! সেই বৎসরেই ধৃতরাষ্ট্র হইতে সেই বৈশ্যার গর্ভে বুদ্ধিমান্ যুযুৎসু জন্ম লয়, হে নৃপ! তাহার জাতির নাম ছিল 'করণ'। এইরূপে ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র জন্মে এবং তদতিরিক্ত এক কন্যা ও বৈশ্যার গর্ভজাত প্রতাপশালী ও মহাতেজস্বী এক পুত্র যুযুৎসু—মোট একশত এক পুত্র ও একটী কন্যা ধৃতরাষ্ট্রের হইয়াছিল ॥৪১-৪৪

শ্রীমদ্বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে গান্ধারী-পুত্রোৎপত্তিনামক চতুর্দশাধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

(দুঃশলায়া জন্মবিবরণম্ ।)

জনমেজয় উবাচ।

ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাণামাদিতঃ কথিতং ত্বয়া।
ঋষেঃ প্রসাদাৎ তু শতং ন চ কন্যা প্রকীর্ত্তিতা ॥১
বৈশ্যাপুত্রো যুযুৎসুশ্চ কন্যা চৈকা শতাধিকা।
গান্ধাররাজদুহিতা শতপুত্রেতি চানঘ ॥২
উক্তা মহর্ষিণা তেন ব্যাসেনামিততেজসা।
কথং ত্বিদানীং ভগবন্ কন্যাং ত্বং তু ব্রবীষি মে ॥৩
যদি ভাগশতং পেশী কৃতা তেন মহর্ষিণা।
ন প্রজাস্যতি চেদ্ ভূয়ঃ সৌবলেয়ী কথঞ্চন ॥৪
কথং তু সম্ভবস্তস্যা দুঃশলায়া বদস্ব মে।
যথাবদিহ বিপ্রর্ষে পরং মেঽত্র কুতূহলম্ ॥৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সাধ্বয়ং প্রশ্ন উদ্দিষ্টঃ পাণ্ডবেয় ব্রবীমি তে।
তাং মাংসপেশীং ভগবান্ স্বয়মেব মহাতপাঃ ॥৬
শীতাভিরদ্ভিরাসিচ্য ভাগং ভাগমকল্পয়ৎ।
যো যথা কল্পিতো ভাগস্তং তং ধাত্র্যা তথা নৃপ ॥৭
ঘৃতপূর্ণেষু কুণ্ডেষু একৈকং প্রাক্ষিপৎ তদা।
এতস্মিন্নন্তরে সাধ্বী গান্ধারী সুদৃঢ়ব্রতা ॥৮
দুহিতুঃ স্নেহসংযোগমনুধ্যায় বরাঙ্গনা।
মনসাচিন্তয়দ্ দেবী এতৎ পুত্রশতং মম ॥৯
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো ন ব্রবীত্যন্যথা মুনিঃ।
মমেয়ং পরমা তুষ্টির্দুহিতা মে ভবেদ্ যদি ॥১০
একা শতাধিকা বালা ভবিষ্যতি কনীয়সী।
ততো দৌহিত্রজাল্লোকাদবাহ্যোঽসৌ পতির্মম ॥১১
অধিকা কিল নারীণাং প্রীতির্জামাতৃজা ভবেৎ।
যদি নাম মমাপি স্যাদ্ দুহিতৈকা শতাধিকা ॥১২
কৃতকৃত্যা ভবেয়ং বৈ পুত্রদৌহিত্রসংবৃতা।
যদি সত্যং তপস্তপ্তং দত্তং বাপ্যথবা হুতম্ ॥১৩

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

(দুঃশলার জন্মবিবরণ।)

জনমেজয় বলিলেন,—আপনি প্রথম হইতেই ধৃতরাষ্ট্রের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি ব্যাসের বরে তাঁহার একশত পুত্র হয়; কিন্তু কন্যার কথা তখন বলেন নাই। এখন বলিতেছেন,—একশতের অধিক তাঁহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। হে নিষ্পাপ! পুত্রের অধিক সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হয় না, কারণ সে বৈশ্যার গর্ভে জন্মিয়াছে। কিন্তু কন্যা অধিক হইল কি করিয়া? কারণ, অমিততেজাঃ মহর্ষি বেদব্যাসের বর ছিল—গান্ধারী শত পুত্রের জননী হইবেন, কন্যালাভের বর তো তিনি দেন নাই। যদি মহর্ষি মাংসপেশী শতভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও কন্যা হইতে পারে না—ইহা স্পষ্ট। গান্ধারী যদি দ্বিতীয় বার প্রসব না করিয়া থাকেন, তবে এই দুঃশলা কন্যার জন্ম হয় কেমন করিয়া? হে বিপ্রর্ষে! আপনি দুঃশলার জন্মবিষয়ে আমার এই কৌতূহল নিবৃত্ত করুন ॥১-৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি ভাল প্রশ্ন করিয়াছেন। ভগবান্ মহাতপা বেদব্যাস স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সেই মাংসপেশীটিকে শীতল জলে সেচন করিয়া ভাগ ভাগ করাইয়াছিলেন। হে নৃপ! যেমন যেমন ভাগ করিতে লাগিলেন, তেমন তেমনই এক এক ভাগকে ধাত্রীগণ এক একটী ঘৃতপূর্ণ কুণ্ডে রাখাইয়াছিলেন। এই সময় দৃঢ়ব্রতচারিণী সাধ্বী গান্ধারীর কন্যাস্নেহ জাগিল। তাঁহার মনে হইল—একশত পুত্র তো হইবেই,—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কারণ মুনি অন্যরূপ মিথ্যা কথা বলেন নাই। কিন্তু একটী কন্যা হইলে পূর্ণ আনন্দ হইত। একশত পুত্রের অধিক যদি একটী কন্যা হয়, তবে আমার পতি দৌহিত্রের নিবন্ধন উত্তমলোক হইতে বঞ্চিত হইবেন না ॥৬-১১

জামাতা হইতে নারীগণের আনন্দ বেশী হয়,

অভ্যধিকা যদি পুত্রাদ্ দুহিতা মম ।
একাধিকশতে কালে তু কৃতকৃত্যা ভবাম্যহম্ ॥১৪
সুতানাং ন তথা লোকাঃ পৌত্রৈঃ কন্যাসুতৈর্যথা ।
মনসা সদা পুত্রিকানামধ্যায়মানাং সৌবলীম্ ॥১৫

ব্যাস উবাচ ।

পূর্ণং পুত্রশতং ত্বেতন্ন মিথ্যা বাগুদাহৃতা ।
দৌহিত্রযোগায় ভাগ একঃ শিষ্টঃ শতাৎ পরঃ (১) ।
এষা তে সুভগা কন্যা ভবিষ্যতি যথেপ্সিতা ॥১৬
ততোঽন্যং ঘৃতকুম্ভঞ্চ সমানায্য মহাতপাঃ ।
তঞ্চাপি প্রাক্ষিপৎ তত্র কন্যাভাগং তপোধনঃ ॥১৭
এতৎ তে কথিতং রাজন্ দুঃশলাজন্ম ভারত ।
ব্রূহি রাজেন্দ্র কিং ভূয়ো বর্তয়িষ্যামি তেঽনঘ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি দুঃশলোৎপত্তৌ পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৫

যদি আমার একটি অধিক কন্যা হয়, তবে আমি জামাতা প্রভৃতি আনন্দ অনুভব করিয়া কৃতার্থা হইতে পারি। যদি আমি দৌহিত্র, কন্যা, হরি এবং জামাতাদের গণনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার একটি কন্যাও হউক। এমন সময়ে ভগবান্ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বয়ং মনে মনে ধ্যান করিয়া দেখিলেন, একশতের উপরেও একটা অধিক ভাগ আছে। তিনি তখন গান্ধারীকে বলিলেন।১৩-১৫

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে দেবি! তোমার এক শত অণ্ড একশত পুত্র হইবে। আমার কথা মিথ্যা হইবে না। কিন্তু এই ভাগ অবশিষ্ট আছে, উহা তোমার দৌহিত্র লাভের জন্য; সুতরাং তুমি যেরূপ অভিলাষ করিয়াছ, তদনুসারে তোমার একটি ভাগ্যবতী কন্যা হইবে।১৬

অনন্তর আর একটি ঘৃতপূর্ণ কলসী আনাইয়া মহাতপস্বী বেদব্যাস সেই মাংসপিণ্ডের অবশিষ্ট ভাগটি তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। হে রাজন্! হে ভারত! এই তোমাকে দুঃশলার জন্মবৃত্তান্ত বলিলাম। বল, তোমার আর কি জিজ্ঞাস্য আছে?।১৭-১৮

পাঠান্তরঃ—(১) দৌহিত্রার্থং ভাগ এক পরিশিষ্টঃ শতাৎ পরঃ।

ইতিমহাভারতেপ্রকটিত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত সম্ভবপর্বে দুঃশলোৎপত্তি-বিষয়ক পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[ধৃতরাষ্ট্র-শতপুত্রনামানি ।]

জনমেজয় উবাচ ।

জ্যেষ্ঠানুজ্যেষ্ঠতাং তেষাং নামানি চ পৃথক্ পৃথক্ ।
ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাণামানুপূর্ব্যাৎ প্রকীর্তয় ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

দুর্যোধনো যুযুৎসুশ্চ রাজন্ দুঃশাসনস্তথা ।
দুঃসহো দুঃশলশ্চৈব জলসন্ধঃ সমঃ সহঃ ॥২

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্রের নাম ।]

জনমেজয় বলিলেন,—জ্যেষ্ঠ হইতে কনিষ্ঠক্রমে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের পৃথক্ পৃথক্ নাম বলুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—১। দুর্যোধন, ২। যুযুৎসু, ৩। দুঃশাসন, ৪। দুঃসহ, ৫। দুঃশল, ৬। জলসন্ধ,

বিন্দানুবিন্দৌ দুর্দ্ধর্ষঃ সুবাহুর্দুষ্প্রধর্ষণঃ ।
দুর্ম্মর্ষণো দুর্ম্মুখশ্চ দুষ্কর্ণঃ কর্ণ এব চ ॥৩

বিবিংশতির্ব্বিকর্ণশ্চ শলঃ সত্ত্বঃ সুলোচনঃ ।
চিত্রোপচিত্রৌ চিত্রাক্ষশ্চারুচিত্রঃ শরাসনঃ ॥৪

দুর্ম্মদো দুর্ব্বিগাহশ্চ বিবিৎসুর্ব্বিকটাননঃ ।
ঊর্ণনাভঃ সুনাভশ্চ তথা নন্দোপনন্দকৌ ॥৫

চিত্রবাণশ্চিত্রবর্ম্মা সুবর্ম্মা দুর্ব্বিমোচনঃ ।
অয়োবাহুর্ম্মহাবাহুশ্চিত্রাঙ্গশ্চিত্রকুণ্ডলঃ ॥৬

ভীমবেগো ভীমবলো বলাকী বলবর্দ্ধনঃ ।
উগ্রায়ুধঃ সুষেণশ্চ কুণ্ডোদর-মহোদরৌ ॥৭

চিত্রায়ুধো নিষঙ্গী চ পাশী বৃন্দারকস্তথা ।
দৃঢ়বর্ম্মা দৃঢ়ক্ষত্রঃ সোমকীর্ত্তিরনূদরঃ ॥৮

দৃঢ়সন্ধো জরাসন্ধঃ সত্যসন্ধঃ সদঃসুবাক্ ।
উগ্রশ্রবা উগ্রসেনঃ সেনানীর্দুষ্পরাজয়ঃ ॥৯

অপরাজিতঃ পণ্ডিতকো বিশালাক্ষো দুরাধরঃ ।
দৃঢ়হস্তঃ সুহস্তশ্চ বাতবেগ-সুবর্চ্চসৌ ॥১০

আদিত্যকেতুর্ব্বহ্বাশী নাগদত্তোঽগ্রযায্যপি ।
কবচী ক্রথনো দণ্ডী দণ্ডধারো ধনুর্গ্রহঃ ॥১১

উগ্র-ভীমরথৌ বীরৌ বীরবাহুরলোলুপঃ ।
অভয়ো রৌদ্রকর্ম্মা চ তথা দৃঢ়রথাশ্রয়ঃ ॥১২

অনাধৃষ্যঃ কুণ্ডভেদী বিরাবী চিত্রকুণ্ডলঃ ।
প্রমথশ্চ প্রমাথী চ দীর্ঘরোমশ্চ বীর্য্যবান্ ॥১৩

দীর্ঘবাহুর্ম্মহাবাহুর্ব্যূঢোরস্কঃ কনকধ্বজঃ ।
কুণ্ডাশী বিরজাশ্চৈব দুঃশলা চ শতাধিকা ॥১৪

ইতি পুত্রশতং রাজন্ কন্যা চৈব শতাধিকা ।
নামধেয়ানুপূর্ব্বেণ বিদ্ধি জন্মক্রমং নৃপ ॥১৫

৭। সহ, ৮। সম, ৯। বিন্দ, ১০। অনুবিন্দ, ১১। দুর্দ্ধর্ষ, ১২। সুবাহু, ১৩। দুষ্প্রধর্ষণ, ১৪। দুর্ম্মর্ষণ, ১৫। দুর্ম্মুখ, ১৬। দুষ্কর্ণ, ১৭। কর্ণ, ১৮। বিবিংশতি ১৯। বিকর্ণ, ২০। শল, ২১। সত্ত্ব, ২২। সুলোচন, ২৩। চিত্র, ২৪। উপচিত্র, ২৫। চিত্রাক্ষ, ২৬। চারুচিত্র-শরাসন (চিত্রচাপ), ২৭। দুর্ম্মদ, ২৮। দুর্ব্বিগাহ, ২৯। বিবিৎসু, ৩০। বিকটানন, ৩১। ঊর্ণনাভ, ৩২। সুনাভ (পদ্মনাভ), ৩৩। নন্দ, ৩৪। উপনন্দ, ৩৫। চিত্রবাণ (চিত্রবাহ), ৩৬। চিত্রবর্ম্মা, ৩৭। সুবর্ম্মা, ৩৮। দুর্ব্বিমোচন, ৩৯। অয়োবাহু, ৪০। মহাবাহু চিত্রাঙ্গ (চিত্রাঙ্গদ), ৪১। চিত্রকুণ্ডল(সুকুণ্ডল), ৪২। ভীমবেগ, ৪৩। ভীমবল, ৪৪। বলাকী, ৪৫। বলবর্দ্ধন (বিক্রম), ৪৬। উগ্রায়ুধ, ৪৭। সুষেণ, ৪৮। কুণ্ডোদর, ৪৯। মহোদর, ৫০। চিত্রায়ুধ (দৃঢ়ায়ুধ) ৫১। নিষঙ্গী, ৫২। পাশী, ৫৩। বৃন্দারক, ৫৪। দৃঢ়বর্ম্মা, ৫৫। দৃঢ়ক্ষত্র, ৫৬। সোমকীর্ত্তি, ৫৭। অনূদর, ৫৮। দৃঢ়সন্ধ, ৫৯। জরাসন্ধ, ৬০। সত্যসন্ধ, ৬১। সদঃসুবাক্ (সহস্রবাক্), ৬২। উগ্রশ্রবা, ৬৩। উগ্রসেন, ৬৪। সেনানী (সেনাপতি), ৬৫। দুষ্পরাজয়, ৬৬। অপরাজিত, ৬৭। পণ্ডিতক, ৬৮। বিশালাক্ষ, ৬৯। দুরাধর (দুরাবর), ৭০। দৃঢ়হস্ত, ৭১। সুহস্ত, ৭২। বাতবেগ, ৭৩। সুবর্চ্চা, ৭৪। আদিত্যকেতু, ৭৫। বহ্বাশী, ৭৬। নাগদত্ত, ৭৭। অগ্রযায়ী (অনুযায়ী) ৭৮। কবচী, ৭৯। ক্রথন, ৮০। দণ্ডী, ৮১। দণ্ডধার, ৮২। ধনুর্গ্রহ, ৮৩। উগ্র, ৮৪। ভীমরথ, ৮৫। বীরবাহু ৮৬। অলোলুপ, ৮৭। অভয়, ৮৮। রৌদ্রকর্ম্মা, ৮৯। দৃঢ়রথাশ্রয় (দৃঢ়রথ), ৯০। অনাধৃষ্য, ৯১। কুণ্ডভেদী, ৯২। বিরাবী, ৯৩। বিচিত্রকুণ্ডলী প্রমথ, ৯৪। প্রমাথী ৯৫। বীর্য্যবান্ দীর্ঘরোমা (দীর্ঘলোচন), ৯৬। দীর্ঘবাহু, ৯৭। মহাবাহু ব্যূঢ়োরস্ক, ৯৮। কনকধ্বজ (কনকাঙ্গদ), ৯৯। কুণ্ডাশী (কুণ্ডজ) এবং ১০০। বিরজা—ধৃতরাষ্ট্রের এই একশত পুত্র ছিল। ইহা ছাড়া দুঃশলা নামে এক কন্যা ছিল, যে ঐ একশতের অতিরিক্ত ॥৩-১৫

সর্ব্বে ধার্ম্মিকাঃ শূরাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ।
সর্ব্বে বেদবিদশ্চৈব সর্ব্বে সর্ব্বাস্ত্রকোবিদাঃ ॥১৬

সর্ব্বেষামনুরূপাশ্চ কৃতা দারা মহীপতে।
কুরুরাজেন সময়ে পরীক্ষ্য বিধিবন্নৃপ ॥১৭

দুঃশলা চাপি সময়ে ধৃতরাষ্ট্রো নরাধিপঃ।
জয়দ্রথায় প্রদদৌ বিধিনা ভরতর্ষভ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রনাম-কথনে ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৬

হে রাজন্! এই একশত পুত্র এবং অধিক এক কন্যার নামগুলি জ্যেষ্ঠক্রমে বলিলাম, তুমি ইহা মনে রাখিবে ॥১৫

তাঁহারা সকলেই অতিরথ, যুদ্ধবিশারদ ও সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী এবং সকল অস্ত্রে নিপুণ ছিলেন ॥১৬

হে মহীপতে! ধৃতরাষ্ট্র উপযুক্ত বিচার করিয়া যথাসময়ে সকলেরই অনুরূপ কন্যাসমূহের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন ॥১৭

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! দুঃশলা নামক কন্যাকেও ধৃতরাষ্ট্র যথা সময়ে জয়দ্রথের সহিত বিধি অনুসারে বিবাহ দিয়াছিলেন ॥১৮

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বের সম্ভবপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রনামকথনে ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

(পাণ্ডুনা কিন্দমমুনের্মৃগরূপিণো হননং, মুনিতঃ শাপপ্রাপ্তিশ্চ।)

জনমেজয় উবাচ।
কথিতো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণামার্ষঃ সম্ভব উত্তমঃ।
অমানুষো মানুষাণাং ভবতা ব্রহ্মবাদিনা ॥১

নামধেয়ানি চাপ্যেষাং কথ্যমানানি ভাগশঃ।
ত্বত্তঃ শ্রুতানি মে ব্রহ্মন্ পাণ্ডবানাঞ্চ কীর্ত্তয় ॥২

তে হি সর্ব্বে মহাত্মানো দেবরাজপরাক্রমাঃ।
ত্বয়ৈবাংশাবতরণে দেবভাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৩

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুমদ্ভুতকর্ম্মণাম্।
তেষামাজননং সর্ব্বং বৈশম্পায়ন কীর্ত্তয় ॥৪

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

(পাণ্ডু কর্ত্তৃক মৃগরূপী মুনির বধ ও মুনি হইতে শাপ প্রাপ্তি।)

জনমেজয় বলিলেন,—আপনি ব্রহ্মবাদী ঋষি। আপনি মহর্ষি বেদব্যাসের কৃপাতে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের অলৌকিক জন্ম কথা বলিলেন ॥১

আপনার নিকট তাঁহাদের নামও পৃথক্ পৃথক্ শুনিলাম। হে ব্রহ্মন্! আপনি পাণ্ডবগণের জন্ম কথা বলুন ॥২

তাঁহারা সকলেই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী, মহাত্মা এবং দেবতাদের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—ইহা পূর্ব্বেই আপনি বলিয়াছেন ॥৩

হে বৈশম্পায়ন! অলৌকিক কার্য্যকারী সেই পাণ্ডুপুত্রগণের জন্ম হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে শুনিতে চাই, আপনি কৃপা করিয়া বলুন ॥৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

রাজা পাণ্ডুর্মহারণ্যে মৃগব্যালনিষেবিতে।
চরন্ মৈথুনধর্ম্মস্থং দদর্শ মৃগযূথপম্ ॥৪
ততস্তাঞ্চ মৃগীং তঞ্চ রুক্মপুঙ্খৈঃ সুপত্রিভিঃ।
নির্বিভেদ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পাণ্ডুঃ পঞ্চভিরাশুগৈঃ ॥৫
স চ রাজন্ মহাতেজা ঋষিপুত্রস্তপোধনঃ।
ভার্য্যয়া সহ তেজস্বী মৃগরূপেণ সঙ্গতঃ ॥৭
সংসক্তশ্চ তয়া মৃগ্যা মানুষীমীরয়ন্ গিরম্।
ক্ষণেন পতিতো ভূমৌ বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥৮

মৃগ উবাচ।

কামমন্যুপরীতা হি বুদ্ধ্যা বিরহিতা অপি।
বর্জয়ন্তি নৃশংসানি পাপেষ্বভিরতা নরাঃ ॥৯
ন বিধিং গ্রসতে প্রজ্ঞা প্রজ্ঞাং তু গ্রসতে বিধিঃ।
বিধিপর্য্যাগতানর্থান্ প্রাজ্ঞো ন প্রতিপদ্যতে ॥১০
শশ্বদ্ধর্ম্মাত্মনাং মুখ্যে কুলে জাতস্য ভারত।
কামলোভাভিভূতস্য কথং তে চলিতা মতিঃ ॥১১

পাণ্ডুরুবাচ।

শত্রূণাং যা বধে বৃত্তিঃ সা মৃগাণাং বধে স্মৃতা।
রাজ্ঞাং মৃগ ন মাং মোহাৎ ত্বং গর্হয়িতুমর্হসি ॥১২
অচ্ছদ্মনা মায়য়া চ মৃগাণাং বধ ইষ্যতে।
স এব ধর্ম্মো রাজ্ঞাং তু তদ্বিদ্বান্ কিং নু গর্হসে ॥১৩
অগস্ত্যঃ সত্রমাসীনশ্চচার মৃগয়ামৃষিঃ।
আরণ্যান্ সর্ব্বদৈবত্যান্ মৃগান্ প্রোক্ষ্য মহাবনে(১)॥
প্রমাণদৃষ্টধর্ম্মেণ কথমস্মান্ বিগর্হসে।
অগস্ত্যস্যাভিচারেণ যুষ্মাকং বিহিতা বপাঃ (২)॥১৫

মৃগ উবাচ।

ন রিপূন্ বৈ সমুদ্দিশ্য বিমুঞ্চন্তি শরান্ নরাঃ।
রন্ধ্র এষাং বিশেষেণ বধঃ কালে প্রশস্যতে ॥১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—একদিন রাজা পাণ্ডু মৃগ ও সর্পাদি পরিপূর্ণ মহারণ্যে বিচরণ করিতে করিতে মৃগযূথের যূথপতিকে দেখিলেন ॥৪

পাণ্ডু তৎক্ষণাৎ স্বর্ণনির্ম্মিত পুঙ্খযুক্ত তীক্ষ্ণগামী পাঁচটী বাণের দ্বারা সেই মৃগ ও মৃগী উভয়কেই বিদ্ধ করিলেন ॥৫

হে রাজন্! সেই মৃগটি এক মহাতেজস্বী তপোধন ঋষিপুত্র ছিলেন। সেই তেজস্বী ঋষি মৃগরূপে স্ত্রীর সহিত রমণ করিতেছিলেন; সেই অবস্থায় পাণ্ডু-কর্তৃক বাণবিদ্ধ হইয়া তিনি মাটিতে পড়িয়া ব্যাকুলচিত্তে মানুষের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥৬-৮

মৃগরূপী ঋষি বলিলেন,—কাম ও ক্রোধের অধীন, বুদ্ধিশূন্য এবং সাধারণ পাপিষ্ঠ লোকও (নৃশংসতাজনক ব্যবহার) এইরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করে না। প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) দৈবকে গ্রাস করিতে পারে না, কিন্তু দৈবই প্রজ্ঞাকে গ্রাস করে। সুতরাং বুদ্ধিমান্ লোকও দৈবপ্রাপ্ত বিষয়কে জানিতে পারে না ॥৯-১০

হে ভারত! তুমি সর্ব্বদা ধর্ম্মনিরত রাজকুলে জন্মিয়াছ; তোমার কাম ও লোভবশতঃ বুদ্ধি বিচলিত হইল কেন? ॥১১

পাণ্ডু বলিলেন,—শত্রুবধে রাজার যে আচার, মৃগবধেও সেই আচার বিহিত। অতএব হে মৃগ! তুমি আমাকে নিন্দা করিতে পার না ॥১২

প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নভাবে উভয় প্রকারেই মৃগবধ বিধান আছে। ইহাই রাজার ধর্ম্ম, সুতরাং তুমি কেন নিন্দা করিতেছ? ॥১৩

মহর্ষি অগস্ত্য মহাবনে যজ্ঞে দীক্ষিত অবস্থায়ও মৃগয়া করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত দেবতাগণের প্রীতির জন্য বনজাত পশুগণকে প্রোক্ষণ করিয়া দিয়াছিলেন। আমি মহর্ষি অগস্ত্যপ্রদর্শিত পথেই তোমাকে বধ করিয়াছি; তুমি আমাকে নিন্দা করিতেছ কেন? ॥১৪-১৫

মৃগ বলিল,—মানুষেরা শত্রুর উদ্দেশেও তাহার অসাবধান অবস্থায় বাণ নিক্ষেপ করে না; আপদেই শত্রুর বধ প্রশংসনীয় ॥১৬

পাঠান্তর :—(১) আরণ্যান্ সর্ব্বদৈবত্যান্ মৃগান্ প্রোক্ষ্য মহাবনে।
(২)—যুষ্মাকঞ্চ বপা হুতা।

পাণ্ডুরুবাচ ।

অপ্রমত্তপ্রমত্তং বা বিবৃতং ঘ্নন্তি চৌজসা ।
উপায়ৈর্বিবিধৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কস্মান্মৃগ বিগর্হসে ॥১৭

মৃগ উবাচ ।

নাহং ঘ্নন্তং মৃগান্ রাজন্ বিগর্হে আত্মকারণাৎ ।
মৈথুনং তু প্রতীক্ষ্যং মে ত্বয়েহাদ্যানৃশংস্যতঃ ॥১৮
সর্ব্বভূতহিতে কালে সর্ব্বভূতেপ্সিতে তথা ।
কো হি বিদ্বান্ মৃগং হন্যাচ্চরন্তং মৈথুনং বনে ॥১৯
অস্যাং মৃগ্যাঞ্চ রাজেন্দ্র হর্ষান্মৈথুনমাচরম্ ।
পুরুষার্থফলং কর্ত্তুং তৎ ত্বয়া বিফলীকৃতম্ ॥২০
পৌরবাণাং মহারাজ তেষামক্লিষ্টকর্ম্মণাম্ ।
বংশে জাতস্য কৌরব্য নানুরূপমিদং তব ॥২১
নৃশংসং কর্ম্ম সুমহৎ সর্ব্বলোকবিগর্হিতম্ ।
অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ অধর্ম্মিষ্ঠঞ্চ ভারত ॥২২
স্ত্রীভোগানাং বিশেষজ্ঞঃ শাস্ত্রধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ ।
নার্হস্ত্বং সুরসঙ্কাশ কর্ত্তুমস্বর্গ্যমীদৃশম্ ॥২৩
ত্বয়া নৃশংসকর্ত্তারঃ পাপাচারাশ্চ মানবাঃ ।
নিগ্রাহ্যাঃ পার্থিবশ্রেষ্ঠ ত্রিবর্গপরিবর্জ্জিতাঃ ॥২৪
কিং কৃতং তে নরশ্রেষ্ঠ নিঘ্নতো মামনাগসম্ ।
মুনিং মূলফলাহারং মৃগবেশধরং নৃপ ॥২৫
বসমানমরণ্যেষু নিত্যং শমপরায়ণম্ ।
ত্বয়াহং হিংসিতো যস্মাৎ তস্মাৎ ত্বামহং শপে ॥২৬
দ্বয়োর্নৃশংসকর্ত্তারমবশং কামমোহিতম্ ।
জীবিতান্তকরো ভাব এবমেবাগমিষ্যতি ॥২৭

পাণ্ডু বলিলেন,—রাজগণ প্রমত্ত, অপ্রমত্ত অথবা প্রকাশ্য যে কোন অবস্থাতেই বিবিধ তীক্ষ্ণ উপায়ে মৃগগণকে বধ করিয়া থাকেন। সুতরাং হে মৃগ! তুমি কেন নিন্দা করিতেছ? ॥১৭

মৃগ বলিল,—হে রাজন্! তোমার মৃগবধকে আমি নিন্দা করিতেছি না, কিন্তু দয়া করিয়া আমার মৈথুনক্রিয়া সমাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত তোমার অপেক্ষা করা উচিত ছিল ॥১৮

সকল প্রাণীর হিত এবং অভীপ্সিত সম্ভোগে নিরত এমন কোন বিদ্বান্ পুরুষ মৈথুনরত মৃগকে বধ করে? ॥১৯

আমি এই হরিণীতে আনন্দের সহিত মৈথুন আচরণ করত পুত্ররূপ পুরুষার্থফল লাভ করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহা বিফল করিলে ॥২০

কিন্তু হে মহারাজ! পুণ্যকর্ম্মকারী পুরুবংশীয়গণের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার অনুরূপ কাজ কর নাই ॥২১

হে রাজন্! তুমি এমন অত্যন্ত নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিয়াছ, যাহা সর্ব্বলোকনিন্দিত, স্বর্গের প্রতিবন্ধক, অযশস্কর ও অধর্ম্মজনক ॥২২

হে দেবোপম! শাস্ত্রধর্ম্ম ও অর্থতত্ত্বে প্রাজ্ঞ এবং স্ত্রীসম্ভোগবিষয়ে অভিজ্ঞ, সুতরাং তোমার পক্ষে এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য করা উচিত হয় নাই ॥২৩

হে মহারাজ! যাহারা নিষ্ঠুরকার্য্যকারী, ত্রিবর্গবর্জ্জিত ও পাপাচারী, তুমি তাহাদিগকে শাসন করিবে ॥২৪

হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছিলাম, যাহার জন্য তুমি নিরপরাধ আমাকে বধ করিলে? আমি মূলফলাহারী, মৃগবেশধারী, অরণ্যবাসী শমপরায়ণ মুনি। তুমি আমাকে যখন বধ করিলে, তখন আমিও তোমাকে অভিশাপ দিব ॥২৫-২৬

তুমি যখন কামমোহিত অবস্থায় আমাদের উভয়কে বধ করিয়াছ, তখন তোমাকেও এই কামমোহিত অবস্থায় মৃত্যু আক্রমণ করিবে ॥২৭

অহং হি কিন্দমো নাম তপসা ভাবিতো মুনিঃ।
ব্যপত্রপন্মনুষ্যাণাং মৃগ্যাং মৈথুনমাচরম্॥২৮
মৃগো ভূত্বা মৃগৈঃ সার্দ্ধং চরামি গহনে বনে।
ন তু তে ব্রহ্মহত্যেয়ং ভবিষ্যত্যবিজানতঃ॥২৯
মৃগরূপধরং হত্বা মামেবং কামমোহিতম্।
অস্য তু ত্বং ফলং মূঢ় প্রাপ্স্যসীদৃশমেব হি॥৩০
প্রিয়য়া সহ সংবাসং প্রাপ্য কামবিমোহিতঃ।
ত্বমপ্যস্যামবস্থায়াং প্রেতলোকং গমিষ্যসি॥৩১
অন্তকালে হি সংবাসং যয়া গন্তাসি কান্তয়া।
প্রেতরাজপুরং প্রাপ্য সর্বভূতদুরত্যয়ম্।
ভক্ত্যা মতিমতাং শ্রেষ্ঠ সৈব ত্বামনুযাস্যতি॥৩২
বর্তমানঃ সুখে দুঃখং যথাহং প্রাপিতস্ত্বয়া।
তথা ত্বাঞ্চ সুখং প্রাপ্তং দুঃখমভ্যাগমিষ্যতি॥৩৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্ত্বা সুদুঃখার্ত্তো জীবিতাৎ স ব্যযুজ্যত।
মৃগঃ পাণ্ডুশ্চ দুঃখার্ত্তঃ ক্ষণেন সমপদ্যত॥৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি পাণ্ডুমৃগশাপে সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১১৭

আমার নাম কিন্দম; আমি তপস্বী মুনি; মনুষ্যগণের দৃষ্টিতে লজ্জিত হইয়া—এই জন্য আমি মৃগরূপে আমার মৃগীরূপিণী স্ত্রীতে রমণ করিতেছিলাম। আমি মৃগ হইয়া এই গহন বনে মৃগগণের সহিত বিচরণ করিয়া থাকি। তুমি আমাকে না জানিয়া বধ করিয়াছ, এজন্য তোমার ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইবে না।২৮-২৯

মূর্খ! মৃগরূপধারী কামমোহিত আমাকে বধ করায় তুমিও এইরূপ ফল পাইবে। তুমি যখন কামমোহিত হইয়া পত্নীর সহিত সঙ্গত হইবে, তখনই সেই অবস্থায় মৃত্যু তোমাকে গ্রাস করিবে।৩০-৩১

হে প্রাজ্ঞোত্তম! মৃত্যুকালে যে পত্নীর সহিত সঙ্গম প্রবৃত্ত হইবে, সেই সাধ্বী পত্নী সমস্ত প্রাণীর দুরতিক্রমণীয় প্রেতলোকে তোমার সহিত সহমরণে অনুগমন করিবে।৩২

সুখে রত অবস্থায় তুমি যেমন আমাকে দুঃসহ দুঃখ প্রদান করিয়াছ, এইরূপ কামসুখে রত অবস্থায় তোমাকেও দুঃসহ দুঃখ গ্রাস করিবে।৩৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া অত্যন্ত দুঃখার্ত হইয়া মৃগরূপী মুনি প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ পাণ্ডুও এই ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখার্ত হইয়া পড়িলেন।৩৪

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে
পাণ্ডুর প্রতি মৃগশাপনামক সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[পাণ্ডোরনুতাপঃ, সন্ন্যাসগ্রহণেচ্ছা, পত্নীদ্বয়ানুরোধেন সস্ত্রীকস্য তস্য বানপ্রস্থধর্মগ্রহণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তং ব্যতীতমতিক্রম্য রাজা স্বমিব বান্ধবম্।
সভার্য্যঃ শোকদুঃখার্ত্তঃ পর্য্যদেবয়দাতুরঃ ॥১

পাণ্ডুরুবাচ।

সতামপি কুলে জাতাঃ কর্ম্মণা বত দুর্গতিম্।
প্রাপ্নুবন্ত্যকৃতাত্মানঃ কামজালবিমোহিতাঃ ॥২

শশ্বদ্ধর্ম্মাত্মনা জাতো বাল এব পিতা মম।
জীবিতান্তমনুপ্রাপ্তঃ কামাত্মৈবেতি নঃ শ্রুতম্ ॥৩

তস্য কামাত্মনঃ ক্ষেত্রে রাজ্ঞঃ সংযতবাগৃষিঃ।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সাক্ষাদ্ ভগবান্ মামজীজনৎ ॥৪

তস্যাদ্য ব্যসনে বুদ্ধিঃ সংজাতেয়ং মমাধমা।
ত্যক্তস্য দেবৈরনয়ান্মৃগয়ায়াং পরিধাবতঃ ॥৫

মোক্ষমেব ব্যবস্যামি বন্ধো হি ব্যসনং মহৎ।
সুবৃত্তিমনুবর্ত্তিষ্যে তামহং পিতুরব্যয়াম্ ॥৬

অতীব তপসাত্মানং যোজয়িষ্যাম্যসংশয়ম্।
তস্মাদেকোঽহমেকাকী একৈকস্মিন্ বনস্পতৌ ॥৭

চরন্ ভৈক্ষ্যং মুনির্মুণ্ডশ্চরিষ্যামি মহীমিমাম্।
পাংশুনা সমবচ্ছন্নঃ শূন্যাগারপ্রতিশ্রয়ঃ ॥৮

বৃক্ষমূলনিকেতো বা ত্যক্তসর্ব্বপ্রিয়াপ্রিয়ঃ।
ন শোচন্ ন প্রহৃষ্যংশ্চ তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥৯

নিরাশীর্নির্নমস্কারো নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ।
ন চাপ্যবহসন্ কঞ্চিৎ ন কুর্ব্বন্ ভ্রূকুটিং ক্বচিৎ ॥১০

প্রসন্নবদনো নিত্যং সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
জঙ্গমাজঙ্গমং সর্ব্বমবিহিংসংশ্চতুর্ব্বিধম্ ॥১১

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডুর অনুতাপ, সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা, পত্নীদ্বয়ের অনুরোধে সস্ত্রীক বানপ্রস্থধর্ম্ম গ্রহণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা পাণ্ডু নিজ আত্মীয় জনের ন্যায় মুনিকে পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত দুঃখপূর্ব্বক পত্নীদ্বয়ের সহিত আকুল হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥১॥

পাণ্ডু বলিলেন—সৎকুলে জন্মিয়াও কামজালে বিমোহিত হইয়া অসংযতচিত্ত পুরুষেরা এইরূপ দুর্গতিই প্রাপ্ত হয় ॥২॥

ধর্ম্মনিষ্ঠ শান্তনু হইতে উৎপন্ন আমার পিতাও কামমোহিত হইয়া অল্পবয়সে প্রাণ হারাইয়াছিলেন—ইহা আমি শুনিয়াছি ॥৩॥

কামাত্মা সেই পিতার ক্ষেত্রে সংযতবাক্ ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমাকে জন্ম দিয়াছেন ॥৪॥

সেই দেবতারাও আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন; মৃগয়া করিতে করিতে আমার এই দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল কেন ? ॥৫॥

বন্ধনই মানুষের বিপদের কারণ; সুতরাং পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অবলম্বিত সেই চিরস্থায়ী বৃত্তিকেই অবলম্বন করিব ॥৬॥

সুতরাং আমি তপস্যায় মনোনিবেশ করিব। আমি একাকী এক একটা বনস্পতির নীচে বাস করিব। মুণ্ডিতমস্তকে ভিক্ষা করিয়া খাইব এবং ধূলায় ধূসর অবস্থায় শূন্য গৃহে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিব ॥৭-৮॥

অথবা আমি সকল প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তু এবং উহাতে হর্ষ ও দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া নিন্দা ও প্রশংসাতে সমভাব করত বৃক্ষমূলেই বাস করিব ॥৯॥

আমি আশীর্ব্বাদপ্রার্থনার ইচ্ছা ও নমস্কার করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বশূন্য ও পরিগ্রহশূন্য হইব। কাহাকেও উপহাস বা ভ্রূকুটী করিব না ॥১০॥

যাবৎ [illegible] প্রাণভৃতাং প্রতি ।
এককালং চরন্ ভৈক্ষ্যং গৃহাণি দশ পঞ্চ বা ॥১২

অলাভে বা ভৈক্ষ্যস্য চোপবাসপরোঽপি ।
[illegible] পূর্বাপাত্রে ন জাতুচিৎ ॥১৩

অন্যানপি চ [illegible] পুনঃ ।
অলাভে যদি বা লাভে সমদর্শী মহাতপাঃ ॥১৪

বাস্যৈকং তক্ষতো বাহুং চন্দনেনৈকমুক্ষতঃ ।
নাকল্যাণং ন কল্যাণং চিন্তয়ন্নুভয়োস্তয়োঃ ॥১৫

ন জিজীবিষুবৎ কিঞ্চিন্ন মুমূর্ষুবদাচরন্ ।
জীবিতং মরণং চৈব নাভিনন্দন্ ন চ দ্বিষন্ ॥১৬

যাঃ কাশ্চিজ্জীবতা শক্যাঃ কর্তুমভ্যুদয়ক্রিয়াঃ ।
তাঃ সর্বাঃ সমতিক্রম্য নিমেষাদিষ্ববস্থিতঃ ॥১৭

তাসু চাপ্যনবস্থাসু ত্যক্তসর্বেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।
সম্পরিত্যক্তধর্মার্থঃ সুনির্ণিক্তাত্মকল্মষঃ ॥১৮

নির্মুক্তঃ সর্বসঙ্গেভ্যো [illegible] সর্বাশ্রয়ঃ ।
ন বশে কস্যচিৎ তিষ্ঠন্ সধর্মা মাতরিশ্বনঃ ॥১৯

এতয়া সততং বৃত্ত্যা চরন্নেবংপ্রকারয়া ।
[illegible] নির্জিত্য [illegible] ॥২০

অতঃ মহাপথে মার্গে সর্বোপকরণোজ্ঝিতে ।
মহতি লোকক্ষয়ে [illegible] পৌর্বাপরিকে ॥২১

সংকুচ্যাঙ্গানি সংকুচ্য যানি যোঽঙ্গঃ কূর্মবৎ ।
উদেতি বৃত্তিঃ [illegible] ন তস্য বর্ততে পথি ॥২২

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্ত্বা [illegible] নৃপঃ ।
অষ্টকাদ্যাঃ [illegible] ॥২৩

সর্বদা প্রাণরক্ষণে সর্বপ্রাণীর হিতে নিরত থাকিয়া জরায়ুজাদি চতুর্বিধ প্রাণিগণের মধ্যে কাহাকেও কখনও হিংসা করিব না ॥১১

কিন্তু মুনির ন্যায় সমস্ত প্রাণীতে সমান জ্ঞান রাখিব, একবেলা দশ বা পাঁচ গৃহে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিব ॥১২

যদি প্রচুর ভিক্ষা না পাওয়া যায়, তবে অনাহারেই থাকিব; একেবারে ভিক্ষা না মিলিলে অনশনেই থাকিব। যদি পাঁচটি গৃহে কোথাও কিছুই না দিল, তবে ভিক্ষার জন্য সাতটি গৃহের বা পর্যন্ত যাইব। পাই ভাল, না পাই না পাইলাম; লাভালাভে সমদর্শী হইয়াই মহাতপস্বীর অবস্থান করিব ॥১৩-১৪

কেহ যদি কুঠারাদির দ্বারা আমার হাত কাটিয়াও ফেলে, আবার কেহ যদি আমার হাতে চন্দনও লাগায়, তাহা হইলেও আমি শুভাশুভ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া উভয় অবস্থাতেই সমভাবে অবস্থান করিব। জিজীবিষু লোকের ন্যায় কিংবা মুমূর্ষুর ন্যায় কার্য করিব না। যেমন প্রাণরক্ষার জন্য অধিক আদর বা দ্বেষ করিব না, তেমনই মরণের প্রতি বিদ্বেষ করিব না ॥১৫-১৬

আমি নিমেষাদি কালের দ্বারা ব্যবহিত অভ্যুদয়জনক সমস্ত যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া পরিত্যাগ করত সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া সমস্ত ধর্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিব; এইরূপে আমার অন্তর সমস্ত পাপের নাশ করত সর্বসঙ্গমুক্ত হইয়া বায়ুর ন্যায় কাহারও বশীভূত হইয়া থাকিব না ॥১৭-১৯

এইরূপে ধৈর্যের সহিত চলিয়া আমার অভীষ্ট নির্বিঘ্ন মার্গে (মহাপ্রস্থানমার্গে) যাপিত করিব ॥২০

কিন্তু অর্থের মহান হইলেও আমি পৌর্বাপর্যকারী ও লোকক্ষয়ের এই বৃহৎ মার্গে আর অবস্থান করিব না ॥২১

কচ্ছপ যা কিম্বার পাইয়া যে মানুষ বীর্যপূর্ণ বৃত্তি লইয়া অন্যত্র নিবৃত্ত যায়, সে সুন্দর বুদ্ধির অবস্থান করিয়া থাকে ॥২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া অষ্টক

কৌশল্যা বিদুরঃ ক্ষত্তা রাজা চ সহ বন্ধুভিঃ।
আর্য্যা সত্যবতী ভীষ্মস্তে চ রাজপুরোহিতাঃ ।২৪
ব্রাহ্মণাশ্চ মহাত্মানঃ সোমপাঃ সংশিতব্রতাঃ।
পৌরবৃদ্ধাশ্চ যে তত্র নিবসন্ত্যস্মদাশ্রয়াঃ।
প্রসাদ্য সর্ব্বে বক্তব্যাঃ পাণ্ডুঃ প্রব্রজিতো বনম্ ।২৫
নিশম্য বচনং ভর্ত্তুর্বনবাসে ধৃতাত্মনঃ।
তৎসমং বচনং কুন্তী মাদ্রী চ সমভাষতাম্ ।২৬
অন্যেঽপি হ্যাশ্রমাঃ সন্তি যে শক্যা ভরতর্ষভ।
আস্থাতুং ধর্ম্মপত্নীভ্যাং সহ তপ্ত্বা তপো মহৎ ।২৭
শরীরস্যাপি মোক্ষায় স্বর্গং প্রাপ্য মহাফলম্।
ত্বমেব ভবিতা ভর্ত্তা স্বর্গস্যাপি ন সংশয়ঃ ।২৮
প্রণিধায়েন্দ্রিয়গ্রামং ভর্ত্তৃলোকপরায়ণে।
ত্যক্তকামসুখে হ্যাবাং তপস্যাবো বিপুলং তপঃ ।২৯
যদি চাবাং মহাপ্রাজ্ঞ ত্যক্ষ্যসি ত্বং বিশাম্পতে।
অদ্যৈবাবাং প্রহাস্যাবো জীবিতং নাত্র সংশয়ঃ ।৩০

পাণ্ডুরুবাচ।

যদি ব্যবসিতং হ্যেতদ্ যুবয়োর্ধর্ম্মসংহিতম্।
স্ববৃত্তিমনুবর্ত্তিষ্যে তামহং পিতুরব্যয়াম্ ।৩১
ত্যক্ত্বা গ্রাম্যসুখাচারং তপ্যমানো মহত্তপঃ।
বল্কলী ফলমূলাশী চরিষ্যামি মহাবনে ।৩২
অগ্নৌ জুহ্বন্নুভৌ কালাবুভৌ কালানুপস্পৃশন্।
কৃশঃ পরিমিতাহারশ্চীরচর্ম্মজটাধরঃ ।৩৩
শীতবাতাতপসহঃ ক্ষুৎপিপাসাশ্রমক্ষমঃ।
তপসা দুশ্চরেণেদং শরীরমুপশোষয়ন্ ।৩৪
পিতৄন্ দেবাংশ্চ বন্যেন বাগ্ভিরদ্ভিশ্চ তর্পয়ন্।
একান্তশীলী বিমৃশন্ পক্বাপক্বেন বর্ত্তয়ন্ ।৩৫

দুঃখিতভাবে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে রাজা পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"কৌশল্যা অর্থাৎ মাতা অম্বালিকা, ক্ষত্তা বিদুর, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, জ্ঞাতিগণ, আর্য্যা সত্যবতী, ভীষ্ম, রাজপুরোহিতগণ, সোমপায়ী ব্রতধারী ব্রাহ্মণগণ এবং পুরবাসী বৃদ্ধগণ—যাঁহারা আমাদের আশ্রিত, তাঁহাদের সকলকে প্রসন্ন করিয়া বলিবে যে, পাণ্ডু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন" ।২৪-২৫

স্বামীর সন্ন্যাসগ্রহণের কথা শুনিয়া কুন্তী ও মাদ্রী তাঁহাকে তদনুরূপ কথা বলিলেন—"হে ভরতশ্রেষ্ঠ। আরও তো শাস্ত্রবিহিত আশ্রম আছে, যে আশ্রমে আমাদের উভয়ের সহিত বিপুল তপস্যা করিতে পারেন। সেই আশ্রমোচিত তপস্যার দ্বারাই আপনি মুক্তির জন্য যত্ন করিতে পারেন এবং তাহাতেই স্বর্গজনক মহাফল লাভ করিয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে পারেন। ভর্ত্তৃলোকপরায়ণা হইয়া আমরাও উভয়ে ইন্দ্রিয়কে সংযত করত আপনার সহিত দুষ্কর তপস্যা করিব। যদি আপনি আমাদের দুইজনকে পরিত্যাগ করেন, তবে আমরা নিশ্চয়ই আজ এইখানেই শরীর পরিত্যাগ করিব ।২৬-৩০

পাণ্ডু বলিলেন,—যদি তোমাদের উভয়েরই এইরূপ নিশ্চয় হয়, তবে আমি পিতৃ-প্রবর্ত্তিত (ব্যাসদেবের) অক্ষয় পথ (বানপ্রস্থাশ্রম) অবলম্বন করিব। (বানপ্রস্থাশ্রমে সস্ত্রীক থাকা চলে, সুতরাং) আমি গ্রাম্য সুখ ও আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক বল্কলধারণ ও ফলমূল আহার করিয়া মহাবনে তীব্র তপস্যা করিব ।৩১-৩২

আমি চীর ও জটা ধারণপূর্ব্বক পরিমিত আহার করত প্রাতঃকালে ও সায়াহ্নে সলিলে স্নান করিয়া উভয় সময়েই অগ্নিতে হোম করিব ।৩৩

শীত, উষ্ণ ও বায়ুকে সহন, ক্ষুধা ও পিপাসাকে উপেক্ষা করিয়া দুষ্কর তপস্যার দ্বারা শরীরকে শোষণ করিব। নির্জ্জনে বাস, আহারবিচার ও পক্বাপক্ব ফলমূলাহার করিয়া জল ও বন্য-ফলাদি এবং মন্ত্র ও হবিঃ দ্বারাই পিতৃপুরুষ এবং দেবতা-গণের তর্পণ করিব ।৩৪-৩৫

[illegible] সর্ব্বং [illegible]।
[illegible] কিং পুনর্[illegible] ॥৩৬
[illegible] বিভো।
[illegible] ॥৩৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেবমুক্ত্বা ভার্য্যে তে রাজা কৌরবনন্দনঃ। (১)
ততশ্চূড়ামণিং নিষ্কমঙ্গদে কুণ্ডলানি চ ॥৩৮
বাসাংসি চ মহার্হাণি স্ত্রীণামাভরণানি চ।
প্রদায় সর্ব্বং বিপ্রেভ্যঃ পাণ্ডুঃ পুনরভাষত ॥৩৯
গত্বা নাগপুরং বাচ্যং পাণ্ডুঃ প্রব্রজিতো বনম্।
অর্থং কামং সুখঞ্চৈব রতিঞ্চ পরমাত্মিকাম্ ॥৪০
প্রতস্থে সর্ব্বমুৎসৃজ্য সভার্য্যঃ কুরুনন্দনঃ। (২)
ততস্তস্যানুযাত্রাশ্চ তে চৈব পরিচারকাঃ ॥৪১
শ্রুত্বা ভরতসিংহস্য বিবিধাঃ করুণা গিরঃ।
ভীমমার্ত্তস্বরং কৃত্বা হাহেতি পরিচুক্রুশুঃ ॥৪২

উষ্ণমশ্রু বিমুঞ্চন্তস্তং বিহায় মহীপতিম্।
যযুর্নাগপুরং তূর্ণং সর্ব্বমাদায় তদ্বচঃ ॥৪৩
তে গত্বা নগরং রাজ্ঞো যথাবৃত্তং মহাত্মনঃ।
কথয়াঞ্চক্রিরে রাজ্ঞস্তদ্ধনং বিবিধং দদুঃ ॥৪৪
শ্রুত্বা তেভ্যস্ততঃ সর্ব্বং যথাবৃত্তং মহাবনে।
ধৃতরাষ্ট্রো নরশ্রেষ্ঠঃ পাণ্ডুমেবান্বশোচত ॥৪৫
ন শয্যাসনভোগেষু রতিং বিন্দতি কর্হিচিৎ।
ভ্রাতৃশোকসমাবিষ্টস্তমেবার্থং বিচিন্তয়ন্ ॥৪৬
রাজপুত্রস্তু কৌরব্যঃ পাণ্ডুর্মূলফলাশনঃ।
জগাম সহ পত্নীভ্যাং ততো নাগশতং গিরিম্ ॥৪৭
স চৈত্ররথমাসাদ্য কালকূটমতীত্য চ।
হিমবন্তমতিক্রম্য প্রযযৌ গন্ধমাদনম্ ॥৪৮
রক্ষ্যমাণো মহাভূতৈঃ সিদ্ধৈশ্চ পরমর্ষিভিঃ।
উবাস স মহারাজ সমেষু বিষমেষু চ ॥৪৯

বানপ্রস্থাশ্রমী ও বৃক্ষদিগের সম্বন্ধে বিবিধ বা এবং তাহাদের কোন অহিত আচরণ করিব না, আশ্রমবাসীদিগের যে দুরূহ কথা।৩৬

এইরূপ বানপ্রস্থাশ্রমের সমস্ত নিয়ম পালনপূর্ব্বক দেহের মর্য্যাদা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব।৩৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দুই পত্নীকে এই কথা বলিয়া কৌরবনন্দন রাজা পাণ্ডু মস্তকের চূড়ামণি ও গলদেশের স্বর্ণনির্ম্মিত হার ও বালা, নিজ অর্থাৎ অঙ্গের অলঙ্কার, অঙ্গদ যুগল, কুণ্ডল প্রভৃতি অলঙ্কার এবং মহামূল্য বসনসমূহ ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া পুনরায় বলিলেন,—তোমরা হস্তিনাপুরে এই সংবাদ দিবে যে, মহারাজ পাণ্ডু অর্থ, কাম ও সুখ এবং সকল সুখকর পরিত্যাগ করিয়া দুই পত্নীর সহিত বনে প্রস্থান করিয়াছেন। তখন রাজার অনুগামী পরিচারকগণ সকলে ভরতবংশশ্রেষ্ঠের বিবিধ করুণ কথা শুনিয়া ভয়ঙ্কর ভাবে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।৩৮-৪২

তখন অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে সকলে ধন লইয়া তাঁহাকে অগত্যা পরিত্যাগ করত হস্তিনাপুরে গেলেন এবং সকল কথা রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়া সকল ধন তাঁহাকে অর্পণ করিলেন।৪৩-৪৪

রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহাদের নিকট সকল কথা শুনিয়া পাণ্ডুর জন্য অত্যন্ত শোক করিতে লাগিলেন।৪৫

তিনি পাণ্ডুর কথা স্মরণ করিয়া শোকবশতঃ আহারে, শয্যা ও আসনে রতি পরিত্যাগ করিলেন।৪৬

রাজপুত্র পাণ্ডুও ফলমূল আহার অবলম্বন করিয়া দুই পত্নীর সহিত নাগশতনামক পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন।৪৭

পাঠান্তর— (১) কৌরবনন্দন।
(২) স কুরূদ্বহঃ।

ইন্দ্রদ্যুম্নসরঃ প্রাপ্য হংসকূটমতীত্য চ ।
শতশৃঙ্গে মহারাজ তাপসঃ সমতপ্যত ॥৫০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি পাণ্ডুচরিতে অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৮॥

তিনি চৈত্ররথ ও কালকূট পর্ব্বত অতিক্রম করত হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিলেন ॥৪৮

তিনি মহাভুজ, সিদ্ধ পরমর্ষিগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া সমতল ও উচ্চনীচ সকল স্থানে চলিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর ও হংসকূট পর্ব্বতও অতিক্রম করিয়া তিনি শতশৃঙ্গপর্ব্বতে বাস করত তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥৪৯-৫০

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে পাণ্ডুচরিতে অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

পৃথাং প্রতি পাণ্ডোঃ সন্তানকামেচ্ছা ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
তত্রাপি তপসি শ্রেষ্ঠে বর্ত্তমানঃ স বীর্য্যবান্ ।
সিদ্ধচারণসঙ্ঘানাং বভূব প্রিয়দর্শনঃ ॥১॥
শুশ্রূষুরনহংবাদী সংযতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
স্বর্গং গন্তুং পরাক্রান্তঃ স্বেন বীর্য্যেণ ভারত ॥২॥
কেষাঞ্চিদভবদ্ভ্রাতা কেষাঞ্চিদভবৎ সখা ।
ঋষয়স্ত্বপরে চৈনং পুত্রবৎ পর্য্যপালয়ন্ ॥৩॥
স তু কালেন মহতা প্রাপ্য নিষ্কল্মষং তপঃ ।
ব্রহ্মর্ষিসদৃশঃ পাণ্ডুর্বভূব ভরতর্ষভ ॥৪॥
অমাবাস্যাং তু সহিতা ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।
ব্রহ্মাণং দ্রষ্টুকামাস্তে সম্প্রতস্থুর্মহর্ষয়ঃ ॥৫॥
সম্প্রযাতানৃষীন্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডুর্বচনমব্রবীৎ ।
ভবন্তঃ ক্ব গমিষ্যন্তি ব্রূত মে বদতাং বরাঃ ॥৬॥

একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডু কর্ত্তৃক কুন্তীর প্রতি সন্তানকামনা জ্ঞাপন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই শতশৃঙ্গে তিনি তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে করিতে সিদ্ধচারণগণের নিকটে অত্যন্ত প্রিয় হইলেন ॥১

হে ভারত! তিনি ঋষি মুনিগণের সেবা এবং ইন্দ্রিয় ও মনের সংযম পূর্ব্বক নিজ বীর্য্যরূপ পুরুষকার দ্বারাই স্বর্গলাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥২

তিনি কোনও ঋষির ভ্রাতা এবং কাহারও সখা হইলেন; অপর ঋষিরা তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন ॥৩

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি দীর্ঘকাল পাপনাশক কঠিন তপস্যা করিয়া ব্রহ্মর্ষির তুল্য হইলেন ॥৪

কঠিন ব্রতধারী ঋষি ও মহর্ষিগণ অমাবস্যা তিথিতে সমবেত হইয়া ব্রহ্মাকে দর্শন করিবার জন্য যাইতে উদ্যত হইলেন ॥৫

ঋষিগণকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া পাণ্ডু জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ঋষিগণ! আপনারা কোথায় যাইতেছেন আমায় বলুন" ॥৬

---

* মহাবল।

ঋষয় ঊচুঃ।

সমবায়ো মহানদ্য ব্রহ্মলোকে মহাত্মনাম্।
দেবানাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ পিতৄণাঞ্চ মহাত্মনাম্।
বয়ং তত্র গমিষ্যামো দ্রষ্টুকামাঃ স্বয়ম্ভুবম্ ॥৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পাণ্ডুরুত্থায় সহসা গন্তুকামো মহর্ষিভিঃ।
স্বর্গপারং তিতীর্ষুঃ স শতশৃঙ্গাদুদঙ্মুখঃ ॥৮
প্রতস্থে সহ পত্নীভ্যামব্রুবংস্তঞ্চ তাপসাঃ।
উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তঃ শৈলরাজমুদঙ্মুখাঃ ॥৯
দৃষ্টবন্তো গিরৌ রম্যে দুর্গান্ দেশান্ বহূন্ বয়ম্।
বিমানশতসম্বাধাং গীতস্বরনিনাদিতাম্ ॥১০
আক্রীড়ভূমিং দেবানাং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং তথা।
উদ্যানানি কুবেরস্য সমানি বিষমাণি চ ॥১১
মহানদীনিতম্বাংশ্চ গহনান্ গিরিগহ্বরান্।
সন্তি নিত্যহিমা দেশা নির্বৃক্ষমৃগপক্ষিণঃ ॥১২
সন্তি কচিন্মহাবর্ষা (১) দুর্গাঃ কেচিদ্দুরাসদাঃ।
নাতিক্রামেত পক্ষী যান্ কুত এবেতরে মৃগাঃ ॥১৩
বায়ুরেকো হি যাত্যত্র সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
গচ্ছন্ত্যৌ শৈলরাজেঽস্মিন্ রাজপুত্র্যৌ কথন্ত্বিমে ॥১৪
ন সীদেতামদুঃখার্হে মা গমো ভরতর্ষভ।

পাণ্ডুরুবাচ।

অপ্রজস্য মহাভাগা ন দ্বারং পরিচক্ষতে ॥১৫
স্বর্গে তেনাভিতপ্তোঽহমপ্রজস্তদ্ ব্রবীমি বঃ।
পিত্র্যাদৃণাদনির্ম্মুক্তস্তেন তপ্যে তপোধনাঃ ॥১৬
দেহনাশে ধ্রুবো নাশঃ পিতৄণামেষ নিশ্চয়ঃ।
ঋণৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তা জায়ন্তে মানবা ভুবি ॥১৭
পিতৃ-দেবর্ষি-মনুজৈর্দেয়ং তেভ্যশ্চ ধর্ম্মতঃ।
এতানি তু যথাকালং যো ন বুধ্যতি মানবঃ ॥১৮
ন তস্য লোকাঃ সন্তীতি ধর্ম্মবিদ্ভিঃ প্রতিষ্ঠিতম্।
যজ্ঞৈশ্চ দেবান্ প্রীণাতি স্বাধ্যায়তপসা মুনীন্ ॥১৯

ঋষিগণ বলিলেন,—অদ্য ব্রহ্মলোকে পিতৃপুরুষ দেবতা ও ঋষিগণের এক মহাসমিতি হইবে, আমরা সেইস্থানে দেবদেব ব্রহ্মার দর্শনের জন্য যাইতেছি।৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডুও তখন সহসা উঠিয়া দুই পত্নীর সহিত ঋষিগণের সহিত যাইতে উদ্যত হইলে ঋষিগণ তাঁহাকে বলিলেন,—"আমরা যে সকল স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, ঐ স্থানগুলি দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের ক্রীড়াভূমি। পর্ব্বতের উচ্চনীচ ভূমিবিশিষ্ট কুবেরের উদ্যানসমূহ রহিয়াছে। এমন সব মহানদী, দুর্গম পর্ব্বতসমূহ অতিক্রম করিতে হইবে, যেগুলি সর্ব্বদাই হিমাচ্ছন্ন; মৃগ ও পক্ষিগণও তথায় থাকিতে পারে না। এমন অনেক দুর্গম পর্ব্বতকন্দর আছে, যাহা পক্ষীও অতিক্রম করিতে পারে না, পশু তো দূরের কথা। এখানে একমাত্র বায়ু, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণই যাইতে পারেন। তোমার পত্নী এই রাজপুত্রীদ্বয় কেমন করিয়া যাইবে? ইহারা অবসন্ন হইয়া যাইতে অসমর্থা হইবেন, সুতরাং আপনি যাইবেন না" ৮-১৪

পাণ্ডু বলিলেন,—হে মহাভাগগণ! মহর্ষিগণ বলেন যে, নিঃসন্তান পুরুষের নিকট স্বর্গের দ্বার অবরুদ্ধ। আমি নিঃসন্তান, সুতরাং দুঃখিত হইয়া আপনাদিগকে বলিতেছি,—আমি পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই, এজন্য অত্যন্ত কাতর। আমার এই শরীর নিঃসন্তান অবস্থায় নষ্ট হইলে আমার পিতৃপুরুষগণেরও পতন হইবে। মনুষ্যমাত্রই চারিটি ঋণে বদ্ধ হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। ঐ চারিটি ঋণ এই—পিতৃঋণ, দেবঋণ,

---

পাঠান্তর:— (১) মহাবর্ষা।

পুত্রৈঃ শ্রাদ্ধৈঃ পিতৄংশ্চাপি আনৃশংস্যেন মানবান্।
ঋষি-দেব-মনুষ্যাণাং পরিমুক্তোঽস্মি ধর্ম্মতঃ ॥২০
অনপত্যবিয়োগাত্ তু নাশ আত্মনি দর্শিতঃ।
পিত্র্যাদৃণাদনির্মুক্ত ইদানীমস্মি তাপসাঃ ॥২১
ইহ তস্মাৎ প্রজাহেতোঃ প্রজায়ন্তে নরোত্তমাঃ।
যথৈবাহং পিতুঃ ক্ষেত্রে জাতস্তেন মহর্ষিণা ॥২২
তথৈবাস্মিন্ মম ক্ষেত্রে কথং বৈ সম্ভবেৎ প্রজা।

ঋষয় ঊচুঃ।

অস্তি বৈ তব ধর্ম্মাত্মন্ বিদ্ম দেবোপমং শুভম্ ॥২৩
অপত্যমনঘং রাজন্ বয়ং দিব্যেন চক্ষুষা।
দৈবদিষ্টং নরব্যাঘ্র কর্ম্মণেহোপপাদয় ॥২৪
অক্লিষ্টং ফলমব্যগ্রো বিন্দতে বুদ্ধিমান্ নরঃ।
তস্মিন্ দৃষ্টে ফলে তাত প্রযত্নং কর্তুমর্হসি ॥২৫
অপত্যং গুণসম্পন্নং লব্ধা প্রীতিকরং হ্যসি।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা তাপসবচঃ পাণ্ডুশ্চিন্তাপরোঽভবৎ ॥২৬
আত্মনো মৃগশাপেন জানন্নুপহতাং ক্রিয়াম্।
সোঽব্রবীদ্ বিজনে কুন্তীং ধর্ম্মপত্নীং যশস্বিনীম্।
অপত্যোৎপাদনে যত্নমাপদি ত্বং সমর্থয় ॥২৭
অপত্যং নাম লোকেষু প্রতিষ্ঠা ধর্ম্মসংহিতা।
ইতি কুন্তি বিদুর্ধীরাঃ শাশ্বতং ধর্ম্মবাদিনঃ ॥২৮
ইষ্টং দত্তং তপস্তপ্তং নিয়মশ্চ স্বনুষ্ঠিতঃ।
সর্ব্বমেবানপত্যস্য ন পাবনমিহোচ্যতে ॥২৯
সোঽহমেবং বিদিত্বৈতৎ প্রপশ্যামি শুচিস্মিতে।
অনপত্যঃ শুভাল্লোকান্ ন প্রাপ্স্যামীতি
চিন্তয়ন্ ॥৩০

ঋষিঋণ ও মনুষ্যঋণ। ধর্ম্মবিদ্‌গণ বলেন—যে মনুষ্য পিতৃঋণ এবং দেবতা প্রভৃতির ঋণ পরিশোধ করে না, তাহার উত্তমলোক কখনও লাভ হয় না। লোকে যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ, বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিঋণ, পুত্র, শ্রাদ্ধ ও তর্পণ দ্বারা পিতৃঋণ এবং অহিংসা দ্বারা মনুষ্যঋণ পরিশোধ করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত ঋষি, দেব ও মনুষ্য ঋণ—এই তিনটী ঋণের আমি পরিশোধ করিয়াছি, কিন্তু পিতৃঋণ এখনও পরিশোধ করা হয় নাই। আমার মৃত্যুতে পিতৃপুরুষগণের পতন হইবে। হে তাপসগণ! পুত্রোৎপাদন করিতে না পারায় আমি পিতৃঋণ হইতে মুক্ত নহি। এই লোকে সন্তানোৎপত্তির জন্য মনুষ্যগণ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। আমি যেমন পিতার ক্ষেত্রে সেই মহর্ষি বেদব্যাস কর্তৃক উৎপন্ন হইয়াছি, সেইরূপ আমার ক্ষেত্রে সন্তানোৎপত্তি কি উপায়ে সম্ভব হইতে পারে?

ঋষিগণ বলিলেন,—হে ধর্ম্মাত্মন্ নৃপতে! আমরা দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছি যে, আপনার দেবতুল্য অনঘ পুণ্যবান্ পুত্র উৎপন্ন হইবে। হে নরব্যাঘ্র! সুতরাং আপনার ভাগ্যানুসারে প্রাপ্য পুত্রের জন্য যত্ন করুন।২৩-২৪

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ব্যগ্রতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চেষ্টা করিলেই অক্লেশেই ফললাভ করেন। আপনার যে ফল দৃষ্ট হইতেছে, উহার জন্য প্রযত্ন করুন—গুণসম্পন্ন প্রীতিকর পুত্র পাইয়া আনন্দিত হইবেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাপসগণের কথা শুনিয়া পাণ্ডু চিন্তান্বিত হইলেন। মৃগশাপে নিজের সন্তানোৎপত্তির সামর্থ্য নাই জানিয়া রাজা নির্জ্জনে যশস্বিনী ধর্ম্মপত্নী কুন্তীকে ডাকিয়া বলিলেন—তুমি আপৎকালে পুত্রোৎপাদন কার্য্যের সমর্থন কর।২৫-২৭

সনাতনধর্ম্মোপদেষ্টা পণ্ডিতগণ বলেন—ইহলোকে সন্তানই একমাত্র প্রতিষ্ঠাকারণ। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ব্রত, নিয়ম প্রভৃতি ভালরূপে অনুষ্ঠান করিলেও উহারা সন্তানহীন লোককে পবিত্র করে না।২৮-২৯

কুন্তি! আমি এরূপ জানিয়াই আজ তোমার

[illegible] যে জনকঃ [illegible]।
[illegible] শৃণু ॥৩১

ইমে বৈ বন্ধুদায়াদাঃ ষট্ পুত্রা ধর্মদর্শনে।
ষড়েবাবন্ধুদায়াদাঃ পুত্রাস্তান্ শৃণু মে পৃথে ॥৩২

স্বয়ংজাতঃ প্রণীতশ্চ তৎসমঃ পুত্রিকাসুতঃ (১)।
পৌনর্ভবশ্চ কানীনঃ স্বৈরিণ্যাং যশ্চ জায়তে (২) ॥৩৩

দত্তঃ ক্রীতঃ কৃত্রিমশ্চ উপগচ্ছেৎ স্বয়ঞ্চ যঃ।
সহোঢ়ো জ্ঞাতিরেতাশ্চ হীনযোনিধৃতশ্চ যঃ ॥৩৪

পূর্ব্বপূর্ব্বতমাভাবে মত্বা (৩) লিপ্সেত বৈ সুতম্।
উত্তমাদ্দেবরাৎ (৪) পুংসঃ কাঙ্ক্ষন্তে পুত্রমাপদি ॥৩৫

অপত্যং ধর্ম্মফলদং শ্রেষ্ঠং বিন্দন্তি মানবাঃ।
আত্মশুক্রাদপি পৃথে মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ ॥৩৬

তস্মাৎ প্রহেষ্যাম্যদ্য ত্বাং হীনঃ প্রজননাৎ স্বয়ম্।
সদৃশাচ্ছ্রেয়সো বা ত্বং বিদ্ধ্যপত্যং যশস্বিনি ॥৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি পাণ্ডুপৃথাসংবাদে
উনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৯

মহাত্মাদের কথা বলিতেছি। কারণ, অদৃষ্টবশতঃ আমি কোন উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিতে পারিব না ॥৩০

হে কুন্তি! আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ সন্তানহানি ঘটিবে বলিয়া আমার পুত্রজননশক্তি প্রতিহত হইয়াছে, আমার নিষ্ঠুর শাপের ফলস্বরূপ ঐ শাপ ঘটিয়াছে ॥৩১

ধর্ম্মশাস্ত্রে ছয় প্রকার পুত্রকে পিতার ধনভাগী অর্থাৎ সম্পত্তির অধিকারী বলা হইয়াছে। হে পৃথে! আর ছয়টি পুত্র সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে না,—তাহা বলি শুন। ১। স্বয়ং পিতাকর্তৃক উৎপাদিত, ২। প্রণীত (নিজপত্নীর গর্ভে উত্তম পুরুষের দ্বারা উৎপাদিত), ৩। পুত্রিকাভাবে দত্ত কন্যার পুত্র, ৪। বিধবাকে বিবাহকরিয়া তাহার উৎপন্ন পুত্র, ৫। কন্যা অবস্থায় জাত পুত্র এবং ৬। স্বৈরিণীর গর্ভজাত পুত্র (জারজ)—এই ছয় প্রকার পুত্র ধনাধিকারী। ১। দত্তক, ২। ক্রীত ও কৃত্রিম (পাতান পুত্র), ৩। যে স্বয়ং পুত্র বলিয়া উপস্থিত হয়, ৪। গর্ভবতী কন্যাকে বিবাহ করিলে তজ্জাত, ৫। জ্ঞাতির পুত্র এবং ৬। হীনজাতিতে নিজের পুত্র—এই ছয় প্রকার পুত্র পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হয় না। উহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্রের অভাবে পরবর্ত্তী পুত্র পাইবার কামনা করিবে। আপৎকালে উত্তম পুত্র পরিত্যাগ করিয়া অধম পুত্র কামনা করে ॥৩২-৩৫

হে পৃথে! স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন—নিজ বীর্য্যজাত পুত্র ভিন্ন উত্তম অন্য পুত্র হইতেও আপৎকালে মানব শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মফল পাইতে পারে ॥৩৬

হে যশস্বিনি! আমি নিজ পুত্রোৎপাদনে অক্ষম, সুতরাং সদৃশ বা আমা হইতেও উত্তম পুরুষের দ্বারা তুমি সন্তান উৎপাদন কর—ইহা আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি ॥৩৭

পাঠান্তর—(১)—পরিণীতস্তু চ সুতঃ।
(২)—স্বৈরিণ্যাং যশ্চ জায়তে।

পাঠান্তর।—(৩) পূর্ব্বপূর্ব্বতমাভাবে মত্বা—।
(৪) উত্তমাদ্ দেবরাৎ—।

* কোন কোন পুস্তকে এই স্থলে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি অধিক দেখা যায়,—
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]"।

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশকৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদে আদিপর্ব্বের সম্ভবপর্ব্বে পাণ্ডু-পৃথা-সংবাদ-উনবিংশত্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[পাণ্ডুসমীপে কুন্ত্যাঃ পতিব্রতায়া ব্যুষিতাশ্বভার্য্যায়াঃ বৃত্তান্তবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তা মহারাজ কুন্তী পাণ্ডুমভাষত।
কুরূণামৃষভং বীরং তদা ভূমিপতিং পতিম্॥১
ন মামর্হসি ধর্ম্মজ্ঞ বক্তুমেবং কথঞ্চন।
ধর্ম্মপত্নীমভিরতাং ত্বয়ি রাজীবলোচন॥২
ত্বমেব তু মহাবাহো ময্যপত্যানি ভারত।
বীর বীর্য্যোপপন্নানি ধর্ম্মতো জনয়িষ্যসি॥৩
স্বর্গং মনুজশার্দ্দূল গচ্ছেয়ং সহিতা ত্বয়া।
অপত্যায় চ মাং গচ্ছ ত্বমেব কুরুনন্দন॥৪
ন হ্যহং মনসাপ্যন্যং গচ্ছেয়ং ত্বদৃতে নরম্।
ত্বত্তঃ প্রতিবিশিষ্টশ্চ কোঽন্যোঽস্তি ভুবি মানবঃ॥৫
ইমাঞ্চ তাবদ্ ধর্ম্ম্যাম্ পৌরাণীং শৃণু মে কথাম্।
পরিশ্রুতাং বিশালাক্ষ কীর্ত্তয়িষ্যামি যামহম্॥৬
ব্যুষিতাশ্ব ইতি খ্যাতো বভূব কিল পার্থিবঃ।
পুরা পরমধর্ম্মিষ্ঠঃ পূরোর্বংশবিবর্দ্ধনঃ॥৭
তস্মিংশ্চ যজমানে বৈ ধর্ম্মাত্মনি মহাভুজে।
উপাগমংস্ততো দেবাঃ সেন্দ্রা দেবর্ষিভিঃ সহ॥৮
অমাদ্যদিন্দ্রঃ সোমেন দক্ষিণাভির্দ্বিজাতয়ঃ।
ব্যুষিতাশ্বস্য রাজর্ষেস্ততো যজ্ঞে মহাত্মনঃ॥৯
দেবা ব্রহ্মর্ষয়শ্চৈব চক্রুঃ কর্ম্ম স্বয়ং তদা।
ব্যুষিতাশ্বস্ততো রাজন্নতিমর্ত্ত্যান্ ব্যরোচত॥১০
সর্ব্বভূতান্ প্রতি যথা তপনঃ শিশিরাত্যয়ে।
স বিজিত্য গৃহীত্বা চ নৃপতীন্ রাজসত্তমঃ॥১১
প্রাচ্যানুদীচ্যান্ পাশ্চাত্যান্ দাক্ষিণাত্যানকালয়ৎ।
অশ্বমেধে মহাযজ্ঞে ব্যুষিতাশ্বঃ প্রতাপবান্॥১২
বভূব স হি রাজেন্দ্রো দশনাগবলান্বিতঃ।
অপ্যত্র গাথাং গায়ন্তি যে পুরাণবিদো জনাঃ॥১৩

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডুর নিকটে কুন্তীকর্তৃক পতিব্রতা ব্যুষিতাশ্ব-পত্নীর বৃত্তান্তবর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! পাণ্ডুর কথা শুনিয়া কুন্তী বীর পতি কুরুশ্রেষ্ঠ বীর রাজা পাণ্ডুকে বলিলেন—হে রাজীবলোচন! হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি আপনার ধর্ম্মপত্নী ও আপনাতে অনুরক্তা। সুতরাং আমাকে এইরূপ কথা বলিবেন না। হে ভারত! হে বীর! হে মহাবাহো! আপনিই ধর্ম্মানুসারে আমাতে বলিষ্ঠ পুত্র উৎপাদন করুন। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার সহিতই স্বর্গে যাইব। সুতরাং হে কুরুনন্দন! অপত্যের জন্য আমার সহিত আপনিই সঙ্গত হউন॥১-৪

আমি আপনাকে ব্যতীত মনে মনেও অন্য কাহাকেও চিন্তা করিতে পারিব না। আপনার সমান বা আপনা হইতেও বিশিষ্ট কোন্ পুরুষ এ পৃথিবীতে আছে?॥৫

হে ধর্ম্মজ্ঞ! বিশাললোচন! প্রাচীনগণের নিকট শ্রুত ধর্ম্মবোধক একটি পৌরাণিক কাহিনী আছে, যাহা অনেকেই জানেন, আপনাকে তাহা বলিতেছি শুনুন॥৬

পুরাকালে পুরুবংশবর্দ্ধন পরমধার্ম্মিক ব্যুষিতাশ্ব নামে এক রাজা ছিলেন॥৭

সেই ধর্ম্মাত্মা যখন যজ্ঞ করিতেছিলেন, তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ দেবর্ষিগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। মহাত্মা রাজর্ষি ব্যুষিতাশ্বের সেই যজ্ঞে ইন্দ্র সোমরস পান করিয়া ও ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণালাভ করিয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন। দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ স্বয়ং তাঁহার যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন; হে রাজন্! তাহার ফলে ব্যুষিতাশ্ব অতিমানবরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। শীতের পর বসন্তে সূর্য্যের ন্যায় সমস্ত প্রাণীর নিকট তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। প্রতাপশালী ব্যুষিতাশ্ব অশ্বমেধ মহাযজ্ঞসময়ে প্রাচ্য, উদীচ্য, পাশ্চাত্য এবং দাক্ষিণাত্য সকল দেশের রাজগণকে বিজয় করিয়া নিজ বশে আনিয়াছিলেন॥৮-১২

ব্যুষিতাশ্বে যশোবৃদ্ধে মনুজেন্দ্রে কুরূদ্বহ ।
ব্যুষিতাশ্বঃ সমুদ্রান্তাং বিজিত্যেমাং বসুন্ধরাম্ ॥১৪
অপালয়ৎ সর্ব্ববর্ণান্ পিতা পুত্রানিবৌরসান্ ।
যজমানো মহাযজ্ঞৈর্ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বসু ॥১৫
অনন্তরত্নান্যাদায় স জহার মহাক্রতূন্ ।
সুষাব চ বহূন্ সোমান্ সোমসংস্থাস্ততান চ ॥১৬
আসীৎ কাক্ষীবতী চাস্য ভার্য্যা পরমসম্মতা ।
ভদ্রা নাম মনুষ্যেন্দ্র রূপেণাসদৃশী ভুবি ॥১৭
কাময়ামাসতুস্তৌ চ পরস্পরমিতি শ্রুতম্ ।
স তস্যাং কামসম্মত্তো যক্ষ্মাণং সমপদ্যত ॥১৮
তেনাচিরেণ কালেন জগামাস্তমিবাংশুমান্ ।
তস্মিন্ প্রেতে মনুষ্যেন্দ্রে ভার্য্যাস্য ভৃশদুঃখিতা ॥১৯
অপুত্রা পুরুষব্যাঘ্র বিললাপেতি নঃ শ্রুতম্ ।
ভদ্রা পরমদুঃখার্ত্তা তন্নিবোধ জনাধিপ ॥২০

ভদ্রোবাচ ।

নারী পরমধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বা ভর্ত্তৃবিনাকৃতা ।
পতিং বিনা জীবতি যা ন সা জীবতি দুঃখিতা ॥২১
পতিং বিনা মৃতং শ্রেয়ো নার্য্যাঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গব ।
ত্বদ্গতিং গন্তুমিচ্ছামি প্রসীদস্ব নয়স্ব মাম্ ॥২২
ত্বয়া হীনা ক্ষণমপি নাহং জীবিতুমুৎসহে ।
প্রসাদং কুরু মে রাজন্নিতস্তূর্ণং নয়স্ব মাম্ ॥২৩
পৃষ্ঠতোঽনুগমিষ্যামি সমেষু বিষমেষু চ ।
ত্বামহং নরশার্দ্দূল গচ্ছন্তমনিবর্ত্তিনম্ ॥২৪
ছায়েবানুগতা রাজন্ সততং বশবর্ত্তিনী ।
ভবিষ্যামি নরব্যাঘ্র নিত্যং প্রিয়হিতে রতা ॥২৫

যশে বৃদ্ধিত মনুষ্যশ্রেষ্ঠ রাজা ব্যুষিতাশ্ব রাজচক্রবর্তী ছিলেন। হে কুরুবর! তাঁহার রাজত্বকালে অদ্যাপিও লোকে একটি গাথা পৌরাণিকগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল—ব্যুষিতাশ্ব সমুদ্রান্ত বসুন্ধরা জয় করিয়া সকল বর্ণের পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন এবং বহু মহাযজ্ঞ (অশ্বমেধাদি) অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধন দিয়াছেন।১৪-১৫

তিনি অগণিত রত্ন আহরণ করিয়া বিবিধ মহাযজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং বহু সোমরস সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন প্রকার সোমযাগের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।১৬

হে রাজন্! কাক্ষীবান্ রাজার কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল; তাঁহার নাম ছিল ভদ্রা। তিনি রূপে জগতে অতুলনীয়া ছিলেন।১৭

উভয়েই উভয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিল। ফলে রাজার অতিরিক্ত স্ত্রীসম্ভোগবশতঃ যক্ষ্মারোগ হইল এবং অচিরকালের মধ্যে তিনি সূর্য্যাস্তগমনের ন্যায় [illegible] গেলেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার পত্নী অত্যন্ত দুঃখার্তা হইয়া পড়িলেন।১৮-১৯

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! হে রাজন্! অপুত্রা ভদ্রা শোকার্ত্তা হইয়া অত্যন্ত যে বিলাপ করিতে লাগিলেন, তাহা শুনুন।২০

ভদ্রা বলিলেন,—হে পরমধর্মজ্ঞ! নারী ভর্তৃহীনা হইলে যদি জীবিতও থাকে, তবে দুঃখার্ত্তা হইয়া জীবিত থাকা না থাকারই সমান। হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! পতিবিহীনা নারীর মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। সুতরাং আমি তোমার গমনপথেই যাইব; তুমি প্রসন্ন হও, আমাকে লইয়া যাও। তোমার অভাবে আমি ক্ষণকালও বাঁচিয়া থাকিতে চাই না; সুতরাং হে রাজন্! তুমি আমাকে শীঘ্র লইয়া যাও।২১-২৩

হে নরশ্রেষ্ঠ! যেখানে গেলে মানুষকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, আমি সেইখানেই তোমার পিছনে পিছনে যাইব; সেই স্থান সমতল অথবা উঁচুনীচু যাহাই হউক না কেন।২৪

হে রাজন্! আমি তোমার বশবর্ত্তিনী হইয়া ছায়ার ন্যায় তোমার অনুগমন করিয়া তোমার হিত-সাধনই করিব।২৫

অদ্য প্রভৃতি মাং রাজন্ কষ্টা হৃদয়শোষণাঃ।
আধয়োঽভিভবিষ্যন্তি ত্বামৃতে পুষ্করেক্ষণ ॥২৬

অভাগ্যয়া ময়া নূনং বিযুক্তাঃ সহচারিণঃ।
তেন মে বিপ্রয়োগোঽয়মুপপন্নস্ত্বয়া সহ ॥২৭

বিপ্রযুক্তা তু যা পত্যা মুহূর্ত্তমপি জীবতি।
দুঃখং জীবতি সা পাপা নরকস্থেব পার্থিব ॥২৮

সংযুক্তা বিপ্রযুক্তাশ্চ পূর্ব্বদেহে কৃতা ময়া।
তদিদং কর্ম্মভিঃ পাপৈঃ পূর্ব্বদেহেষু সঞ্চিতম্ ॥২৯

দুঃখং মামনুসম্প্রাপ্তং রাজংস্ত্বদ্বিপ্রয়োগজম্।
অদ্যপ্রভৃত্যহং রাজন্ কুশপ্রস্তরশায়িনী।
ভবিষ্যাম্যসুখাবিষ্টা ত্বদ্দর্শনপরায়ণা ॥৩০

দর্শয়স্ব নরব্যাঘ্র শাধি মামসুখান্বিতাম্।
কৃপণাং চাথ করুণং বিলপন্তীং নরেশ্বর ॥৩১

হে কমললোচন! হে রাজন্! আজ হইতে তোমার বিরহে আমার হৃদয়শোষক আধিসমূহ (মানস দুঃখ) আমাকে অভিভব করিবে।২৬

ভাগ্যহীনা আমি নিশ্চয়ই কোনও স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলাম, এইজন্যই আজ তোমার সহিত আমার এই বিচ্ছেদ হইল।২৭

হে রাজন্! পতিবিরহিণী হইয়াও যে নারী এক মুহূর্ত্তও বাঁচিয়া থাকে, তাহার সেই জীবন নরকবাসতুল্য।২৮

পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই বহু স্ত্রীপুরুষের বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলাম, সেই পাপকর্ম্মের ফলেই আজ আমি তোমার বিচ্ছেদ ভোগ করিতেছি। হে রাজন্! আজ হইতে আমি তোমার দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় কুশশয্যায় শয়ন করিয়া সমস্ত বৈষয়িক সুখে জলাঞ্জলি দিব।২৯-৩০

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ নরেশ্বর! তুমি আমাকে দর্শন দাও, করুণভাবে বিলাপকারিণী আমাকে কৃপা করিয়া আদেশ কর।৩১

কুন্ত্যুবাচ।

এবং বহুবিধং তস্যাং বিলপন্ত্যাং পুনঃ পুনঃ।
তং শবং সম্পরিষ্বজ্য বাক্ কিলান্তর্হিতাব্রবীৎ ॥৩২

উত্তিষ্ঠ ভদ্রে গচ্ছ ত্বং দদানীহ বরং তব।
জনয়িষ্যাম্যপত্যানি ত্বয্যহং চারুহাসিনি ॥৩৩

আত্মীয়ে বরারোহে শয়নীয়ে চতুর্দ্দশীম্।
অষ্টমীং বা ঋতুস্নাতা সংবিশেথা ময়া সহ ॥৩৪

এবমুক্তা তু সা দেবী তথা চক্রে পতিব্রতা।
যথোক্তমেব তদ্বাক্যং ভদ্রা পুত্রার্থিনী তদা ॥৩৫

সা তেন সুষুবে দেবী শবেন ভরতর্ষভ।
ত্রীন্ শাল্বাংশ্চতুরো মদ্রান্ সুতান্ ভরতসত্তম ॥৩৬

কুন্তী বলিলেন,—পতিব্রতা ভদ্রা (মৃতদেহ) আলিঙ্গন করিয়া যখন বহুপ্রকার বিলাপ করিতেছিলেন, তখন আকাশবাণী হইল—"হে ভদ্রে! তুমি উঠ; তোমাকে বর দিতেছি—আমি তোমাতে পুত্র উৎপাদন করিব। হে সুন্দরি! তুমি অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীতে ঋতুস্নাতা অবস্থায় আমার এই শবের সহিত নিজ শয্যায় শয়ন করিবে"।৩২-৩৪

এই কথা শুনিয়া পতিব্রতা ভদ্রা দেবী পুত্রলাভার্থিনী হইয়া সেইরূপই করিলেন।৩৫

হে জনমেজয়! এইভাবে সেই শবের দ্বারা গর্ভবতী হইয়া ভদ্রাদেবী তিনটি শাল্বদেশীয় এবং চারটি মদ্রদেশীয় পুত্র প্রসব করিলেন।৩৬

তথা ত্বমপি মামেবং মনসা ভরতর্ষভ।
শক্তো জনয়িতুং পুত্রাংস্তপোযোগসমন্বিতঃ ॥৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি ব্যুষিতাশ্বোপাখ্যানে বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২০

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপ আপনিও তপস্যা ও যোগবলে মনের দ্বারাই আমাতে পুত্র উৎপাদন করিতে সমর্থ বলিয়া আমি বিশ্বাস করি ॥৩৭

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে ব্যুষিতাশ্বোপাখ্যানে বিংশত্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[কুন্ত্যা পাণ্ডোরাদেশশ্রবণং, পুত্রার্থ কুন্ত্যাঃ সম্মতিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তয়া রাজা তাং দেবীং পুনরব্রবীৎ।
ধর্ম্মবিদ্ ধর্ম্মসংযুক্তমিদং বচনমুত্তমম্ ॥১

পাণ্ডুরুবাচ।

এবমেতৎ পুরা কুন্তি! ব্যুষিতাশ্বশ্চকার হ।
যথা ত্বয়োক্তং কল্যাণি! স হ্যাসীদমরোপমঃ ॥২

অথ ত্বিমং প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মতত্ত্বং নিবোধ মে।
পুরাণমৃষিভির্দৃষ্টং ধর্ম্মবিদ্ভির্মহাত্মভিঃ ॥৩

ধর্ম্মমেবং জনাঃ সন্তঃ পুরাণং পরিচক্ষতে।
ভর্ত্তা ভার্য্যাং রাজপুত্রি ধর্ম্ম্যং বাধর্ম্ম্যমেব বা ॥৪

যদ্ ব্রূয়াৎ তৎ তথা কার্য্যমিতি বেদবিদো বিদুঃ।
বিশেষতঃ পুত্রগৃধ্নী হীনঃ প্রজননাৎ স্বয়ম্ ॥৫

যথাহমনবদ্যাঙ্গি পুত্রদর্শনলালসঃ।
তথা রক্তাঙ্গুলিতলঃ পদ্মপত্রনিভঃ শুভে ॥৬

প্রসাদার্থং ময়া তেঽয়ং শিরস্যভ্যুদ্যতোঽঞ্জলিঃ।
মন্নিয়োগাৎ সুকেশান্তে দ্বিজাতেস্তপসাধিকাৎ ॥৭

পুত্রান্ গুণসমাযুক্তানুৎপাদয়িতুমর্হসি।
ত্বৎকৃতেঽহং পৃথুশ্রোণি! গচ্ছেয়ং পুত্রিণাং গতিম্ ॥৮

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

(পাণ্ডু কর্ত্তৃক কুন্তীকে আদেশ দান এবং পুত্রের জন্য কুন্তীর সম্মতি।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কুন্তী এই উক্ত কাহিনী বলিলে রাজা পাণ্ডু পুনরায় কুন্তীকে ধর্ম্মযুক্ত এই কথা বলিলেন ॥১

পাণ্ডু বলিলেন,—হে কুন্তি! তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্যই; ব্যুষিতাশ্ব ঐরূপই করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু হে কল্যাণি! তিনি দেবতুল্য পুরুষ ছিলেন ॥২

এখন তোমাকে প্রাচীন মহাত্মা ধর্ম্মজ্ঞ ঋষিদৃষ্ট ধর্ম্মতত্ত্বের কথা বলিতেছি শুন ॥৩

ধর্ম্মজ্ঞ সজ্জনগণ সনাতন ধর্ম্ম এই বলেন। পতি পত্নীকে ধর্ম্মযুক্ত অথবা ধর্ম্মবিরোধী যাহাই বলুন না কেন পত্নী তাহাই করিবে—ইহাই বেদবিদ্‌গণ বলিয়াছেন। বিশেষতঃ আমার ন্যায় প্রজননশক্তিহীন এবং পুত্রলাভেচ্ছু পতি যাহা বলে, তাহা অবশ্যই করা উচিত। হে অনিন্দ্যসুন্দরি।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তা তদা কুন্তী পাণ্ডুং পরপুরঞ্জয়ম্।
প্রত্যুবাচ বরারোহা ভর্তুঃ প্রিয়হিতে রতা ॥৯
(অনর্থং [illegible] [illegible],
যৎ প্রসাদাত্তে [illegible] প্রসাদঃ করিষ্যতি।
ধ্রুবং তেন মহাত্মনা মম প্রীতিকরঃ কৃতঃ ॥)
পিতৃবেশ্মন্যহং বালা নিযুক্তাতিথিপূজনে।
উগ্রং পর্যচরং তত্র ব্রাহ্মণং সংশিতব্রতম্ ॥১০
নিগূঢ়নিশ্চয়ং ধর্মে যং তং দুর্বাসসং বিদুঃ।
তমহং সংশিতাত্মানং সর্বযত্নৈরতোষয়ম্ ॥১১
স মেঽভিচারসংযুক্তমাচষ্ট ভগবান্ বরম্।
মন্ত্রং ত্বিমঞ্চ মে প্রাদাদব্রবীচ্চৈব মামিদম্ ॥১২
যং যং দেবং ত্বমেতেন মন্ত্রেণাবাহয়িষ্যসি।
অকামো বা সকামো বা বশং তে সমুপৈষ্যতি ॥১৩
তস্য তস্য প্রসাদাত্তে রাজ্ঞি পুত্রো ভবিষ্যতি।
ইত্যুক্তাহং তদা তেন পিতৃবেশ্মনি ভারত ॥১৪
ব্রাহ্মণস্য বচস্তথ্যং তস্য কালোঽয়মাগতঃ।
অনুজ্ঞাতা ত্বয়া দেবমাহ্বয়েয়মহং নৃপ।
তেন মন্ত্রেণ রাজর্ষে যথা স্যান্নৌ প্রজা হিতা ॥১৫
(যং মে বিপ্রো মহাতেজা অবদৎ স মহাতপাঃ।
[illegible] সুতঃ পুত্রঃ [illegible]।
[illegible] লোকে ন [illegible] ॥
[illegible] এবং [illegible] ভবেতি চ ॥)
আবাহয়ামি কং দেবং ব্রূহি সত্যবতাং বর।
ত্বত্তোঽনুজ্ঞাপ্রতীক্ষাং মাং বিদ্ধ্যস্মিন্ কর্মণি স্থিতাম্ ॥১৬

পাণ্ডুরুবাচ।

([illegible] যৎ পরং সো [illegible]
[illegible] কি।
[illegible] তেন [illegible] বরম্ ॥
ন চাধর্মেণ [illegible] পাণ্ডুপুত্রঃ প্রজাঃ ॥)
অদ্যৈব ত্বং বরারোহে প্রযতস্ব যথাবিধি।
ধর্মমাবাহয় শুভে স হি লোকেষু পুণ্যভাক্ ॥১৭

আমি পুত্রবর্গের লালনার্থ অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। আমার মস্তকে পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত রক্তবর্ণ অঙ্গুলি দ্বারা কৃতাঞ্জলি হইয়া তোমাকে বলিতেছি, তুমি আমার কথা শুন। হে ভদ্রে! যাহাতে আমি গুণবান্ পুত্রসকল লাভ করিতে পারি, তাহারই ব্যবস্থা কর। হে সুশ্রোণি! আমাদের অন্যের উৎকৃষ্ট কোন তপস্বী ব্রাহ্মণ থাকিলেও তুমি তাহার উপাসনা কর ॥৩-৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডু এইরূপ বলিলে পর, স্বামীর প্রিয় ও হিতে নিরতা কুন্তী তখন পরপুরঞ্জয় পাণ্ডুকে বলিলেন—(হে মহারাজ ! স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহাই অনর্থের কথা যে, স্বামী তাহাকে কোন বিষয়ে বার বার অনুরোধ করে, যেমন আমার [illegible]। হে মহাভাগ ! আপনার আনন্দজনক একটি কথা বলিতেছি, শুনুন।) পিতৃগৃহে আমি অতিথিসেবায় নিযুক্ত থাকিতাম, সেই সময়, ধর্মে যাঁহার অভিপ্রায় অত্যন্ত গোপনীয় ছিল, সেই জিতেন্দ্রিয় উগ্রতপা দুর্বাসা মুনি অতিথিরূপে আসিলেন। তাঁহাকে আমি সর্বপ্রকার যত্নে সেবা করিয়া সন্তুষ্ট করিলাম। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া প্রয়োগবিধির সহিত একটি মন্ত্র দিয়া বলিলেন—"তুমি এই মন্ত্র দ্বারা যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তোমার কামনা থাকুক অথবা নাই থাকুক, সেই সেই দেবতা তোমার বশীভূত হইয়া তোমার নিকটে আসিবেন এবং তাঁহাদের প্রসাদে তুমি পুত্রলাভ করিবে।" এই কথা দুর্বাসা আমাকে পিতৃগৃহে বলিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের বাক্য সত্য কি না তাহা পরীক্ষা করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। আপনার অনুমতি অনুসারে আমি যে দেবতাকে আহ্বান করিব, তিনিই ঐ মন্ত্রের বলে আকৃষ্ট হইয়া আপনার হিতকারী পুত্র প্রদান করিবেন ॥৯-১৫

অধর্ম্মেণ ন নো ধর্ম্মঃ সংযুজ্যেত কথঞ্চন।
লোকশ্চায়ং বরারোহে ধর্ম্মোঽয়মিতি মংস্যতে ॥১৮
ধার্ম্মিকশ্চ কুরূণাং স ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
ধর্ম্মেণ চাপি দত্তস্য নাধর্ম্মে রংস্যতে মনঃ ॥১৯
তস্মাদ্ ধর্ম্মং পুরস্কৃত্য নিয়তা ত্বং শুচিস্মিতে।
উপচারাভিচারাভ্যাং ধর্ম্মমারাধয়স্ব বৈ ॥২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।
সা তথোক্তা তথেত্যুক্ত্বা তেন ভর্ত্রা বরাঙ্গনা।
অভিবাদ্যাভ্যনুজ্ঞাতা প্রদক্ষিণমবর্ত্তত ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি কুন্তীপুত্রোৎপত্ত্যনুজ্ঞানে একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২১

(হে মহারাজ! উক্ত মহাযশা মুনি আমাকে যে বর প্রদান করিয়াছেন, তাহার দ্বারা আহূত হইয়া দেবতা আপনাকে যেরূপ পুত্র প্রদান করিবেন, তাহাতে আপনি অনুরূপ সুখলোকে যুক্ত হইবেন।) হে নরাধিপশ্রেষ্ঠ! কোন্ দেবতাকে আমি আহ্বান করিব বলুন, আমি এ বিষয়ের জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, আপনার অনুমতিমাত্র প্রতীক্ষা করিতেছি।১৬

পাণ্ডু বলিলেন,—(আমি ধন্য হইলাম, আমি অনুগৃহীত হইলাম; কেন না, তুমি আমার কুলের রক্ষাকারী হইলে। যে ঋষি তোমাকে এই বর দিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমি নমস্কার করিতেছি। হে ভদ্রে! অধর্ম্ম দ্বারা কখনও প্রজাপালন করা সম্ভব নয়।) হে বরারোহে! আজই তুমি যথাবিধি প্রস্তুত হও। হে ভদ্রে! তুমি ধর্ম্মকে আহ্বান কর, কেননা, তিনি ত্রিলোকে পুণ্যবান্।১৭

আমাদের ধর্ম্ম কখনও অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে পারে না। হে বরারোহে! সকল লোকই তাঁহাকে 'ধর্ম্ম' বলে। কৌরবগণের মধ্যে এই পুত্র ধার্ম্মিক হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। আবার ধর্ম্মকর্ত্তৃক প্রদত্ত হওয়ায় এই পুত্রের মন ধর্ম্মেই নিরত থাকিবে। সুতরাং হে শুচিস্মিতে! তুমি নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক উপচারবিধি দ্বারা পূজা করিয়া ধর্ম্মকে আহ্বান কর।১৮-২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডুর কথা শুনিয়া কুন্তী দেবী "তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করত প্রদক্ষিণ করিলেন।২১

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বের সম্ভবপর্ব্বে কুন্তীপুত্রোৎপত্তির অনুমতিদাননামক একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুনোৎপত্তিঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
সংবৎসরধৃতে গর্ভে গান্ধার্য্যা জনমেজয়।
আহ্বয়ামাস বৈ কুন্তী গর্ভার্থং ধর্ম্মমচ্যুতম্ ॥১

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনের উৎপত্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! গান্ধারী এক বৎসর গর্ভধারণ করার পর কুন্তী গর্ভধারণের জন্য ধর্ম্মকে আহ্বান করিলেন।১

সা বলিং ত্বরিতা দেবী ধর্ম্মায়োপজহার হ।
জজাপ বিধিবজ্জপ্যং দত্তং দুর্ব্বাসসা পুরা ॥১২
আজগাম ততো দেবো ধর্ম্মো মন্ত্রবলাৎ ততঃ।
বিমানে সূর্য্যসঙ্কাশে কুন্তী যত্র জপস্থিতা ॥১৩
বিহস্য তাং ততো ব্রূয়াঃ কুন্তি কিং তে দদাম্যহম্।
সা তং বিহস্যমানাপি পুত্রং দেহ্যব্রবীদিদম্ ॥১৪
সংযুক্তা সা হি ধর্ম্মেণ যোগমূর্ত্তিধরেণ হ।
লেভে পুত্রং বরারোহা সর্ব্বপ্রাণভৃতাং হিতম্ ॥১৫
ঐন্দ্রে চন্দ্রসমাযুক্তে মুহূর্ত্তেঽভিজিতেঽষ্টমে।
দিবামধ্যগতে সূর্য্যে তিথৌ পূর্ণেঽতিপূজিতে ॥১৬
সমৃদ্ধযশসং কুন্তী সুষাব প্রবরং সুতম্।
জাতমাত্রে সুতে তস্মিন্ বাগুবাচাশরীরিণী ॥১৭
এষ ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো ভবিষ্যতি নরোত্তমঃ।
বিক্রান্তঃ সত্যবাক্ চৈব রাজা পৃথ্ব্যাং ভবিষ্যতি ॥১৮
যুধিষ্ঠির ইতি খ্যাতঃ পাণ্ডোঃ প্রথমজঃ সুতঃ।
ভবিতা প্রথিতো রাজা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥১৯

যশসা তেজসা চৈব বৃত্তেন চ সমন্বিতঃ।
ধার্ম্মিকং তং সুতং লব্ধ্বা পাণ্ডুস্তাং পুনরব্রবীৎ ॥২০

প্রাহুঃ ক্ষত্রং বলজ্যেষ্ঠং বলজ্যেষ্ঠং সুতং বৃণু।
(অশ্বমেধঃ ক্রতুশ্রেষ্ঠো জ্যোতিশ্রেষ্ঠো দিবাকরঃ।
ব্রাহ্মণো দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠো বলজ্যেষ্ঠস্তু মারুতঃ ॥
মারুতং মরুতাং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বপ্রাণিভিরীড়িতম্।
আবাহয় ত্বং নিয়মাৎ পুত্রার্থং বরবর্ণিনি ॥
স নো যং দাস্যতি শ্রেষ্ঠং স প্রাণবতাম্ নৃপ।)
ততস্তথোক্তা ভর্ত্রা তু বায়ুমেবাজুহাব সা ॥২১
ততস্তামাগতো বায়ুর্মৃগারূঢ়ো মহাবলঃ।
কিং তে কুন্তি দদাম্যদ্য ব্রূহি যত্তে হৃদি স্থিতম্ ॥২২

কুন্তী ত্বরান্বিতা হইয়া ধর্ম্মদেবের পূজা করত দুর্ব্বাসার দত্ত মন্ত্র বিধিপূর্ব্বক জপ করিতে লাগিলেন ॥১২

তখন কুন্তী যে স্থানে জপ করিতেছিলেন, সেই স্থানে ধর্ম্মদেব সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় বিমানে চড়িয়া উপস্থিত হইলেন ॥১৩

তিনি হাসিয়া কুন্তীকে বলিলেন—"তোমাকে কি দিব?" কুন্তীও হাসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"আমাকে পুত্র দিন" ॥১৪

যোগবলে মনুষ্যের ন্যায় মূর্ত্তিধারণকারী ধর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া সুন্দরী কুন্তী সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারী পুত্র লাভ করিলেন ॥১৫

অনন্তর যে সময় জ্যৈষ্ঠানক্ষত্রে চন্দ্র যোগী ছিলেন এবং সূর্য্য মধ্যাকাশে বিরাজমান ছিলেন, তদানীন্তন প্রশস্ত (পূর্ণা) তিথি ছিল এবং অভিজিন্নামক অষ্টম মুহূর্ত্ত বিরাজমান ছিল, সেই সময় দিবাভাগে যশস্বিনী কুন্তী দেবী প্রধান ও উত্তম পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্র জন্মিবামাত্রই আকাশবাণী হইল—"এই পুত্র ধার্ম্মিকগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সত্যবাদী, বিক্রমশীল ও সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর রাজা হইবে ॥১৬—১৮

পাণ্ডুর এই প্রথম পুত্রের নাম হইবে যুধিষ্ঠির এবং এই পুত্র যশ, তেজ ও সদাচারের দ্বারা জগতে খ্যাতি লাভ করিবে। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ করিয়া মহারাজ পাণ্ডু কুন্তীকে পুনরায় বলিলেন—"ক্ষত্রিয়দিগকে বলে জ্যেষ্ঠ বলা হয়। সুতরাং বলজ্যেষ্ঠ একটি পুত্র প্রার্থনা করিয়া লও। (অশ্বমেধ সকল যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সূর্য্য জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ মনুষ্যগণের

---

* কোন কোন পুস্তকে ৮ শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটী অধিক দেখা যায়,—

"তস্মিন্ [illegible] [illegible]। [illegible] মহাতেজা কুন্তী ধর্ম্মমথাহ্বয়ৎ।
অনুমান্য পতিং বালা [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]।"

† মূলে 'পূর্ণেঽতিপূজিতে' এই স্থলে কোন কোন টীকাকার পূর্ণস্থলে পূর্ণিমা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

স বলাঢ্যং বিক্রমং পুত্রং দেহি সুরোত্তম ।
বলবন্তং মহাকায়ং সর্ব্বদর্পপ্রভঞ্জনম্ ॥১৩
তস্মাজ্জজ্ঞে মহাবাহুর্ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ।
তমপ্যতিবলং জাতং বাগুবাচাশরীরিণী ॥১৪
সর্ব্বেষাং বলিনাং শ্রেষ্ঠো জাতোঽয়মিতি ভারত ।
ইদমত্যদ্ভুতঞ্চাসীজ্জাতমাত্রে বৃকোদরে ॥১৫
যদঙ্কাৎ পতিতো মাতুঃ শিলাং গাত্রৈরচূর্ণয়ৎ ।
(কুন্তী তু সহ পুত্রেণ যাত্বা সুরুচিরং সরঃ ।
স্নাত্বা তু সুতমাদায় দশমেঽহনি যাদবী ॥
দৈবতান্যর্চ্চয়িষ্যন্তী নির্জগামাশ্রমাৎ পৃথা ।
শৈলাভ্যাশেন গচ্ছন্ত্যা তদা ভরতসত্তম ॥
নিশ্চক্রাম মহান্ ব্যাঘ্রো জিঘাংসন্ গিরিগহ্বরাৎ ।
তমাপতন্তং শার্দ্দূলং বিকৃষ্য কুরুনন্দন ।
নিবিভেদ শরৈঃ পাণ্ডুস্ত্রিভিস্ত্রিদশবিক্রমঃ ॥
নাদেন মহতা তাং তু পূরয়ন্ গিরিগহ্বরম্ ।)
কুন্তী ব্যাঘ্রভয়োদ্বিগ্না সহসোৎপতিতা কিল ॥১৬
নাববুধ্যত সংসুপ্তমুৎসঙ্গে স্বে বৃকোদরম্ ।
ততঃ স বজ্রসংঘাতঃ কুমারো ন্যপতদ্গিরৌ ॥১৭
পততা তেন শতধা শিলা গাত্রৈর্বিচূর্ণিতা ।
তাং শিলাং চূর্ণিতাং দৃষ্ট্বা পাণ্ডুর্বিস্ময়মাগমৎ ॥১৮
মঘে চন্দ্রমসা যুক্তে সিংহে চাভ্যুদিতে গুরৌ ।
দিবামধ্যগতে সূর্য্যে তিথৌ পুণ্যে ত্রয়োদশে ॥
মৈত্রে মুহূর্ত্তে সা কুন্তী সুষুবে ভীমমচ্যুতম্ ॥১৯
যস্মিন্নহনি ভীমস্তু জজ্ঞে ভরতসত্তম ।
দুর্য্যোধনোঽপি তত্রৈব প্রজজ্ঞে বসুধাধিপ ॥২০

মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বায়ু বলবান্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং হে বরবর্ণিনি! তুমি বায়ুকে আহ্বান কর, তিনি যে পুত্র আমাদিগকে দান করিবেন, সে সমস্ত প্রাণিগণের শ্রেষ্ঠ বলবান্ হইবে।) স্বামী এইরূপ বলিলে কুন্তীদেবী বায়ুকেই আহ্বান করিলেন ।৮-১১

তখন মহাবলশালী বায়ুদেবতা মৃগের উপর চড়িয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কুন্তীকে বলিলেন, —হে কুন্তি! তোমার মনে যাহা আছে, তাহাই বল, আমি তাহাই তোমাকে দিব।" কুন্তী লজ্জাসহকারে হাসিয়া বলিলেন,—"হে সুরোত্তম! সকলের দর্পচূর্ণকারী বিশালদেহ বলবান্ পুত্র দান করুন" ।১২-১৩

বায়ু হইতে ভীমপরাক্রম মহাবাহু ভীমের জন্ম হইল। তাহারও জন্মের সময়েই আকাশবাণী হইল,—"এই বালক বলবানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবে।" বৃকোদরের জন্মমাত্র আর একটী অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। (ভীমের জন্মের দশম দিনে কুন্তী পুত্রকে লইয়া একটি সুন্দর সরোবরে স্নান করত দেবতাগণের অর্চনা করিয়া নিজ স্থানে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। সেই সময় পর্ব্বতগহ্বর হইতে একটি বাঘ বাহির হইয়া আসিয়াছিল; পাণ্ডু তাহাকে তিনটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তখন বাঘটি গর্জ্জন করিয়া পর্ব্বতগহ্বর নিনাদিত করিল।) কুন্তী সেই সময় ব্যাঘ্রভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কোলে যে ভীম ছিল, তাহা তাঁহার মনেই ছিল না। অমনি বজ্রদেহ ভীম পর্ব্বতের একটী পাথরের উপর পড়িয়া গেল। কিন্তু তাহাতে ভীমের কিছুই হইল না, পাথরটি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া পাণ্ডু বিস্মিত হইলেন ।১৬-১৮

যে সময়ে চন্দ্র মঘা নক্ষত্রে এবং বৃহস্পতি সিংহরাশিতে ছিল এবং পুণ্যজনক ত্রয়োদশী তিথিতে মৈত্র মুহূর্ত্ত আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময় দিবামধ্যভাগে কুন্তীদেবী ভীমকে প্রসব করিলেন। হে ভরতনন্দন! হে রাজন্! যেদিন অরণ্যে ভীম জন্মিল, সেইদিন হস্তিনাপুরে দুর্য্যোধনেরও জন্ম হইল ।১৯-২০

জাতে বৃকোদরে পাণ্ডুরিদং পুনরচিন্তয়ৎ।
কথং নু মে বরঃ পুত্রো লোকশ্রেষ্ঠো ভবেদিতি ॥২১
দৈবে পুরুষকারে চ লোকোঽয়ং সম্প্রতিষ্ঠিতঃ।
তত্র দৈবং তু বিধিনা কালযুক্তেন লভ্যতে ॥২২
ইন্দ্রো হি রাজা দেবানাং প্রধান ইতি নঃ শ্রুতম্।
অপ্রমেয়বলোৎসাহো বীর্য্যবানমিতদ্যুতিঃ ॥২৩
তং তোষয়িত্বা তপসা পুত্রং লপ্স্যে মহাবলম্।
যং দাস্যতি স মে পুত্রঃ স বরীয়ান্ ভবিষ্যতি ॥২৪
অমানুষান্ মানুষাংশ্চ সংগ্রামে স হনিষ্যতি।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তস্মাৎ তপ্স্যে মহৎ তপঃ ॥২৫
ততঃ পাণ্ডুর্মহারাজো মন্ত্রয়িত্বা মহর্ষিভিঃ।
দিদেশ কুন্ত্যাঃ কৌরব্যো ব্রতং সাংবৎসরং শুভম্ ॥২৬
আত্মনা চ মহাবাহুরেকপাদস্থিতোঽভবৎ।
উগ্রং স তপ আস্থায় পরমেণ সমাধিনা ॥২৭
আরিরাধয়িষুর্দেবং ত্রিদশানাং তমীশ্বরম্।
সূর্য্যেণ সহ ধর্ম্মাত্মা পর্য্যতপ্যত ভারত ॥২৮

তং তু কালেন মহতা বাসবঃ প্রত্যপদ্যত।

শক্র উবাচ।

পুত্রং তব প্রদাস্যামি ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥২৯

ব্রাহ্মণানাং গবাঞ্চৈব সুহৃদাং চার্থসাধকম্।
দুর্হৃদাং শোকজননং সর্ববান্ধবনন্দনম্ ॥৩০

সুতং তেঽগ্র্যং প্রদাস্যামি সর্ব্বামিত্রবিনাশনম্।
ইত্যুক্তঃ কৌরবো রাজা বাসবেন মহাত্মনা ॥৩১

উবাচ কুন্তীং ধর্ম্মাত্মা দেবরাজবচঃ স্মরন্।
উদর্কস্তব কল্যাণি তুষ্টো দেবগণেশ্বরঃ ॥৩২

দাতুমিচ্ছতি তে পুত্রং যথা সঙ্কল্পিতং ত্বয়া।
অতিমানুষকর্ম্মাণং যশস্বিনমরিন্দমম্ ॥৩৩

নীতিমন্তং মহাত্মানমাদিত্যসমতেজসম্।
দুরাধর্ষং ক্রিয়াবন্তমতীবাদ্ভুতদর্শনম্ ॥৩৪

বৃকোদরের জন্মের পর পাণ্ডু পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন—"কেমন করিয়া ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ করা যায়" ॥২১

দৈব ও পুরুষকার—উভয়েই লোকসকল অধিষ্ঠিত। কিন্তু যথাকালে পুরুষকার না করিলে দৈব অনুকূল হয় না ॥২২

আমরা শুনিয়াছি, ইন্দ্র হইতেছেন দেবগণের রাজা ও প্রধান; তাঁহার বল ও উৎসাহ অপরিমেয়, তিনি বীর্য্যবান্ ও অমিততেজা। সুতরাং তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া মহাবলশালী পুত্র লাভ করিব। তিনি যে পুত্র দান করিবেন, সে সকলের শ্রেষ্ঠ হইবে। সেই পুত্র যুদ্ধে মানুষ ও অমানুষ সকলকেই বধ করিতে সমর্থ হইবে। অতএব এইক্ষণ পুত্রলাভের জন্য কর্ম্ম, বাক্য ও মনের দ্বারা মহাতপস্যা করিব ॥২৩-২৫

অনন্তর মহারাজ পাণ্ডু মহর্ষিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কুন্তীকে এক বৎসরকালব্যাপী ব্রত করিতে বলিলেন ॥২৬

তিনি নিজেও একপদে দাঁড়াইয়া সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত একাগ্রচিত্তে দেবরাজ ইন্দ্রের আরাধনা করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল পরে বাসব তাঁহাকে দর্শন দিলেন ॥২৭-২৮

ইন্দ্র বলিলেন—"তোমাকে এমন পুত্র দিব, যে ত্রিলোকে বিখ্যাত হইবে। সেই পুত্র ব্রাহ্মণ, গো এবং সুহৃদ্গণের কার্য্যসাধক হইবে, শত্রুর শোকজনক এবং জ্ঞাতিগণের আনন্দবর্দ্ধক হইবে ॥২৯-৩০

এমন শ্রেষ্ঠ পুত্র তোমাকে দিব, যে সর্ব্বশত্রু বিনাশ করিবে"। ইন্দ্র এইরূপ বর দিলে রাজা পাণ্ডু কুন্তীকে বলিলেন—"হে কল্যাণি! তোমার ভাগ্যোদয় হইয়াছে, দেবরাজ ইন্দ্র আমার উপর তুষ্ট

পুত্রং জনয় সুশ্রোণি ধাম ক্ষত্রিয়তেজসাম্ ।
লব্ধঃ প্রসাদো দেবেন্দ্রাৎ তমাহ্বয় শুচিস্মিতে ॥৩৫

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তা ততঃ শক্রমাজুহাব যশস্বিনী ।
অথাজগাম দেবেন্দ্রো জনয়ামাস চার্জ্জুনম্ ॥৩৬

উত্তরাভ্যাং তু পূর্ব্বাভ্যাং ফল্গুনীভ্যাং ততো দিবা ।
জাতস্তু ফাল্গুনে মাসি তেনাসৌ ফাল্গুনঃ স্মৃতঃ ॥৩৭

জাতমাত্রে কুমারে তু বাগুবাচাশরীরিণী ।
মহাগম্ভীরনির্ঘোষা নভো নাদয়তী তদা ॥৩৮

শৃণ্বতাং সর্ব্বভূতানাং তেষাং চাশ্রমবাসিনাম্ ।
কুন্তীমাভাষ্য বিস্পষ্টমুবাচেদং শুচিস্মিতাম্ ॥৩৯

কার্ত্তবীর্য্যসমঃ কুন্তি শিবতুল্যপরাক্রমঃ ।
এষ শক্র ইবাজেয়ো যশস্তে প্রথয়িষ্যতি ॥৪০

অদিত্যা বিষ্ণুনা প্রীতির্যথাভূদভিবর্দ্ধিতা ।
তথা বিষ্ণুসমঃ প্রীতিং বর্দ্ধয়িষ্যতি তেঽর্জ্জুনঃ ॥৪১

এষ মদ্রান্ বশে কৃত্বা কুরূংশ্চ সহ সোমকৈঃ ।
চেদি-কাশি-করূষাংশ্চ কুরুলক্ষ্মীং বহিষ্যতি ॥৪২

([illegible] বীরো বিজিত্য ভুবি পার্থিবান্ ।
[illegible] পাণ্ডব ॥)

এতস্য ভুজবীর্য্যেণ খাণ্ডবে হব্যবাহনঃ ।
মেদসা সর্ব্বভূতানাং তৃপ্তিং যাস্যতি বৈ পরাম্ ॥৪৩

গ্রামণীশ্চ মহীপালানেষ জিত্বা মহাবলঃ ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরস্ত্রীন্ মেধানাহরিষ্যতি ॥৪৪

জামদগ্ন্যসমঃ কুন্তি বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমঃ ।
এষ বীর্য্যবতাং শ্রেষ্ঠো ভবিষ্যতি মহাযশাঃ ॥৪৫

এষ যুদ্ধে মহাদেবং তোষয়িষ্যতি শঙ্করম্ ।
অস্ত্রং পাশুপতং নাম তস্মাৎ তুষ্টাদবাপ্স্যতি ॥৪৬

নিবাতকবচা নাম দৈত্যা বিবুধবিদ্বিষঃ ।
শক্রাজ্ঞয়া মহাবাহুস্তান্ বধিষ্যতি তে সুতঃ ॥৪৭

হইয়াছেন। দেবতারা তোমাকে এমন পুত্র দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, যে পুত্র অলৌকিক কর্মকারী, যশস্বী, শত্রুদমন, নীতিমান্, মহাত্মা, সূর্য্যতুল্যতেজস্বী, দুর্দ্ধর্ষ, ক্রিয়াবান্ এবং অতীব অদ্ভুত কর্ম্মকারী হইবে।৩১-৩৩

হে সুশ্রোণি! হে শুচিস্মিতে! দেবরাজ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তুমি এমন পুত্র উৎপাদন কর, যে সকল ক্ষত্রিয়ের আশ্রয়স্থল হইবে। সুতরাং দেবরাজকে আহ্বান কর'।৩৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পাণ্ডুর এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মবিদুষী কুন্তী দেবরাজকে আহ্বান করিলেন এবং দেবরাজ আসিয়া অর্জ্জুনকে জন্ম দিলেন।৩৬

ফাল্গুন মাসে দিবাভাগে উত্তরফল্গুনী ও পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রের সন্ধিকালে পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। এইজন্য তাঁহার নাম হইল 'ফাল্গুন'। পুত্র জন্মিবামাত্র মেঘের মত আকাশবাণী মহাগম্ভীর স্বরে গগন নিনাদিত করিয়া বলিলেন। শুচিস্মিতা কুন্তীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আশ্রমবাসী সকল প্রাণীই শুনিতে পাইতেছিলেন।৩৭-৩৯

"হে কুন্তি! এই পুত্র বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের তুল্য এবং পরাক্রমে শিবতুল্য হইবে। এ ইন্দ্রের ন্যায় অজেয় হইয়া তোমার যশ প্রচার করিবে। অদিতি বিষ্ণুকে পাইয়া লাভ করিয়া যেমন প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন, এই বিষ্ণুসদৃশ পুত্রও তোমার সেইরূপ আনন্দ বর্দ্ধন করিবে। এই পুত্র মদ্র, কুরু, সোমক, চেদি, কাশী ও করূষ প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া কুরুবংশের লক্ষ্মীকে বৃদ্ধি করিবে। (এই [illegible] না করিয়া [illegible] পূর্ব্বক [illegible] পূর্ণ

তথা দিব্যানি চাস্ত্রাণি নিখিলেনাহরিষ্যতি ।
বিপ্রনষ্টাং শ্রিয়ং চায়মাহর্তা পুরুষর্ষভঃ ॥৪৮
এতামত্যদ্ভুতাং বাচং কুন্তী শুশ্রাব সূতকে ।
বাচমুচ্চারিতামুচ্চৈস্তাং নিশম্য তপস্বিনাম্ ॥৪৯
বভূব পরমো হর্ষঃ শতশৃঙ্গনিবাসিনাম্ ।
তথা দেবনিকায়ানাং সেন্দ্রাণাঞ্চ দিবৌকসাম্ ॥৫০
আকাশে দুন্দুভীনাঞ্চ বভূব তুমুলঃ স্বনঃ ।
উদতিষ্ঠন্মহানাদঃ পুষ্পবৃষ্টিভিরাবৃতঃ ॥৫১
সমবেত্য চ দেবানাং গণাঃ পার্থমপূজয়ন্ ।
কাদ্রবেয়া বৈনতেয়া গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা ।
প্রজানাং পতয়ঃ সর্বে সপ্ত চৈব মহর্ষয়ঃ ॥৫২
ভরদ্বাজঃ কশ্যপো গৌতমশ্চ
বিশ্বামিত্রো জমদগ্নির্বশিষ্ঠঃ ।
যশ্চোদিতো ভাস্করেঽভূৎ প্রনষ্টে
সোঽপ্যত্রাত্রির্ভগবানাজগাম ॥৫৩
মরীচিরঙ্গিরাশ্চৈব পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।
দক্ষঃ প্রজাপতিশ্চৈব গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা ॥৫৪
দিব্যমাল্যাম্বরধরাঃ সর্বালঙ্কারভূষিতাঃ ।
উপগায়ন্তি বীভৎসুং নৃত্যন্তেঽপ্সরসাং গণাঃ ॥৫৫
তথা মহর্ষয়শ্চাপি জেপুস্তত্র সমন্ততঃ ।
গন্ধর্বৈঃ সহিতঃ শ্রীমান্ প্রাগায়ত চ তুম্বুরুঃ ॥৫৬
ভীমসেনোগ্রসেনৌ চ ঊর্ণায়ুরনঘস্তথা ।
গোপতির্ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সূর্য্যবর্চাশ্চ সপ্তমঃ ॥৫৭
যুগপস্তৃণপঃ কার্ষ্ণির্নন্দিশ্চিত্ররথস্তথা ।
ত্রয়োদশঃ শালিশিরাঃ পর্জন্যশ্চ চতুর্দশঃ ॥৫৮

করিবে।) ইহারই বাহুবলে খাণ্ডববনে অগ্নি সর্ব্বপ্রাণীর মেদ পান করত তৃপ্তি লাভ করিবেন। প্রাদেশিক ও মহীপালগণকে পরাজিত করিয়া ধন আহরণ করত ভ্রাতৃগণের সহিত তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে। পরশুরাম ও বিষ্ণুর তুল্য পরাক্রমশালী, বীর্য্যবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মহাযশস্বী হইবে। এই পুত্র যুদ্ধে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া পাশুপত অস্ত্র লাভ করিবে। নিবাতকবচনামক যে সকল দেবদ্বেষী দৈত্য আছে, তোমার পুত্র ইন্দ্রের আদেশে তাহাদের সকলকে বধ করিবে। আবার এই মহাবাহু অর্জুন সমস্ত দিব্য অস্ত্র আহরণ করিবে এবং বিনষ্টপ্রায় রাজলক্ষ্মী ফিরাইয়া আনিবে ॥৪০-৪৮

এইরূপ অদ্ভুত আকাশবাণী কুন্তী সূতিকাগৃহে থাকিয়াই শুনিলেন। শতশৃঙ্গবাসী সমস্ত তপস্বী এই উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত বাণী শুনিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন এবং দেবগণ ও স্বর্গবাসী ইন্দ্রাদি-গণও পরম হৃষ্ট হইলেন ॥৪৯-৫০

পুষ্পবৃষ্টির সহিত আকাশে দেবদুন্দুভির তুমুল শব্দ হইতে লাগিল ॥৫১

দেব, সর্প, গরুড়গণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, প্রজাপতি এবং সপ্তর্ষিগণ সকলে সমবেত হইয়া অর্জুনের স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥৫২

মহর্ষি ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ এবং সূর্য্যাস্তের পর নক্ষত্ররূপে যিনি উদিত হন, সেই অত্রিমুনিও তথায় আগমন করিলেন ॥৫৩

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রজাপতি দক্ষ, গন্ধর্ব ও অপ্সরোগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। দিব্য বস্ত্র, মাল্য, আভরণ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া অপ্সরোগণ নৃত্যের সহ বীভৎসুর (অর্জুনের) স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥৫৪-৫৫

মহর্ষিগণ সেখানে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন এবং শোভমান গন্ধর্বরাজ তুম্বুরু গন্ধর্ব-গণের সহিত গান করিতে লাগিলেন ॥৫৬

ভীমসেন, উগ্রসেন, ঊর্ণায়ু, অনঘ, গোপতি,

কলিঃ পঞ্চদশশ্চৈব নারদশ্চাথ ষোড়শঃ।
ঋতা বৃহত্তা বৃহকঃ করালশ্চ মহামনাঃ॥৫৯
ব্রহ্মচারী বহুগুণঃ সুবর্ণশ্চেতি বিশ্রুতঃ।
বিশ্বাবসুর্ভূমন্যুশ্চ সুচন্দ্রশ্চ শরুস্তথা॥৬০
গীতমাধুর্য্যসম্পন্নৌ বিখ্যাতৌ চ হাহাহূহূ।
ইত্যেতে দেবগন্ধর্ব্বাঃ প্রধাপুত্রা মহাবলাঃ॥৬১
তথৈবাপ্সরসো হৃষ্টাঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাঃ।
অসূয়ত মহাভাগা প্রধাপ্যায়তলোচনা॥৬২
অনূচানানবদ্যা চ গুণমুখ্যা গুণাবরা।
অদ্রিকা চ তথা সোমা মিশ্রকেশী অলম্বুষা॥৬৩
মরীচিঃ শুচিকা চৈব বিদ্যুৎপর্ণা তিলোত্তমা।
অম্বিকা লক্ষণা ক্ষেমা দেবী রম্ভা মনোরমা॥৬৪
অসিতা চ সুবাহুশ্চ সুপ্রিয়া চ বপুস্তথা।
পুণ্ডরীকা সুগন্ধা চ সুরসা চ প্রমাথিনী॥৬৫
কাম্যা শারদ্বতী চৈব শুশুভুর্গণশঃ।
মেনকা সহজন্যা চ কর্ণিকা পুঞ্জিকস্থলা॥৬৬
ঋতুস্থলা ঘৃতাচী চ বিশ্বাচী পূর্ব্বচিত্ত্যপি।
উম্লোচেতি চ বিখ্যাতা প্রম্লোচেতি চ তা দশ॥৬৭
উর্ব্বশ্যেকাদশী তাসাং সর্ব্বাসাং বরলোচনা।
ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোহংশো ভগস্তথা॥৬৮
ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ ত্বষ্টা চ সবিতা তথা।
পর্জ্জন্যশ্চৈব বিষ্ণুশ্চ আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ।
মহিমানং পাপকৃতাং খর্ব্বয়ন্তস্তদা স্থিতাঃ॥৬৯
মৃগব্যাধশ্চ শর্ব্বশ্চ নির্ঋতিশ্চ মহাযশাঃ।
অজৈকপাদহির্বুধ্ন্যঃ পিনাকী চ পরন্তপ॥৭০
দহনোহথেশ্বরশ্চৈব কপালী চ বিশাম্পতে।
স্থাণুর্ভগশ্চ ভগবান্ রুদ্রা একাদশ স্মৃতাঃ॥৭১
অশ্বিনৌ বসবশ্চাষ্টৌ মরুতশ্চ মহাবলাঃ।
বিশ্বেদেবাস্তথা সাধ্যাস্তত্র পরিতঃ স্থিতাঃ॥৭২

ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চা, সুপর্ণ, প্রযুত, ভীম, রবি, চিত্ররথ, শালিশিরা, পর্জ্জন্য, কলি, নারদ, ঋতা, বৃহত্তা, বৃহক, করাল, ব্রহ্মচারী, সুবর্ণ, বিশ্বাবসু, ভূমন্যু, সুচন্দ্র, শরু, গীতমাধুর্য্যে নিপুণ হাহা ও হূহূ —এই সকল দেবগন্ধর্ব্বগণও প্রধার পুত্র ছিলেন ॥৫৭-৬১

আয়তলোচনা মহাভাগা প্রধা অপ্সরাগণও সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হৃষ্ট ও [illegible] করিলেন ॥৬২

অনূচানা, অনবদ্যা, গুণমুখ্যা, গুণাবরা, অদ্রিকা, সোমা, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, মরীচি, শুচিকা, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অম্বিকা, লক্ষণা, ক্ষেমা, দেবী, রম্ভা, মনোরমা, অসিতা, সুবাহু, সুপ্রিয়া, বপু, পুণ্ডরীকা, সুগন্ধা, সুরসা, প্রমাথিনী, কাম্যা, শারদ্বতী প্রভৃতি অপ্সরাগণ নৃত্য করিলেন। তাহার মেনকা, সহজন্যা, কর্ণিকা, পুঞ্জিকস্থলা, ঋতুস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, পূর্ব্বচিত্তি, উম্লোচা ও প্রম্লোচা প্রভৃতি দশজন বিখ্যাত অপ্সরাও [illegible] করিয়াছিলেন ॥৬৩-৬৭

তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা একাদশী উর্ব্বশীও গান করিলেন। ইন্দ্র ধাতা বিধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, (সূর্য্য), বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, পর্জ্জন্য, বিষ্ণু প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্য —ইঁহারা সকলেই পাপকর্ম্মা অসুরদের মহিমা খর্ব্বের জন্য তথায় আকাশে আসিয়া সকলের উপরে রহিলেন ॥৬৮-৬৯

মৃগব্যাধ, শর্ব্ব, নির্ঋতি, অজৈকপাৎ, অহির্বুধ্ন্য, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, স্থাণু এবং ভগ—এই একাদশ রুদ্রও তথায় আসিয়া আকাশে অবস্থান করিলেন ॥৭০-৭১

অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অষ্টবসু, উনপঞ্চাশ মরুৎ, বিশ্বদেব ও সাধ্যগণও তথায় আসিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিলেন ॥৭২

কর্কোটকোঽথ সর্পশ্চ বাসুকিশ্চ ভুজঙ্গমঃ।
কচ্ছপশ্চাথ কুণ্ডশ্চ তক্ষকশ্চ মহোরগঃ ॥৭৩

আযযুস্তপসা যুক্তা মহাক্রোধা মহাবলাঃ।
এতে চান্যে চ বহবস্তত্র নাগা ব্যবস্থিতাঃ ॥৭৪

তার্ক্ষ্যশ্চারিষ্টনেমিশ্চ গরুড়শ্চাসিতধ্বজঃ।
অরুণশ্চারুণিশ্চৈব বৈনতেয়া ব্যবস্থিতাঃ ॥৭৫

তাংশ্চ দেবগণান্ সর্বাংস্তপঃসিদ্ধা মহর্ষয়ঃ।
বিমানগিরিশৃঙ্গস্থান্ দদৃশুর্নেতরে জনাঃ ॥৭৬

তদ্ দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্যং বিস্মিতা মুনিসত্তমাঃ।
অধিকাং স্ম ততো বৃত্তিমবর্তন্ পাণ্ডবান্ প্রতি ॥৭৭

পাণ্ডুস্তু পুনরেবৈনাং পুত্রলোভান্মহাযশাঃ।
বক্তুমৈচ্ছদ্ ধর্মপত্নীং কুন্তী ত্বেনমথাব্রবীৎ ॥৭৮

নাতশ্চতুর্থং প্রসবমাপৎস্বপি বদন্ত্যুত।
অতঃ পরং স্বৈরিণী স্যাদ্ বন্ধকী পঞ্চমে ভবেৎ ॥৭৯

স ত্বং বিদ্বন্ ধর্মমিমমধিগম্য কথং নু মাম্।
অপত্যার্থং সমুৎক্রম্য প্রমাদাদিব ভাষসে ॥৮০

(পাণ্ডুরুবাচ।
এবমেতদ্ ধর্মশাস্ত্রং যথা বদসি তৎ তথা।)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি পাণ্ডবোৎপত্তৌ
দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২২

কর্কোটক, সর্প, বাসুকিনাগ, কচ্ছপ, কুণ্ড, তক্ষক, আর প্রভৃতি বিশিষ্ট নাগগণ এবং তপস্বী মহাক্রোধী ও মহাবলী আরও বহু নাগ সেখানে আসিলেন ।৭৩-৭৪

তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, গরুড়, অসিতধ্বজ, অরুণ ও আরুণি প্রভৃতি বিনতানন্দনগণও তথায় উপস্থিত হইলেন ।৭৫

তপস্যাসিদ্ধ মহর্ষিগণই আকাশে বিমানারূঢ় ঐ দেবগণকে দেখিতে পাইলেন, অন্যে নহে ।৭৬

ইহা দেখিয়া মুনিশ্রেষ্ঠগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি বিশেষ সম্মান ব্যবহার করিতে লাগিলেন ।৭৭

পাণ্ডু পুত্রলোভে যশস্বী কুন্তীকে পুনরায় বলিতে ইচ্ছা করিলেই কুন্তী তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন—চতুর্থ প্রসবের কথা আপৎকালেও বলিবে না; কেননা, চারিটি পুরুষ গমন করিলে স্ত্রী স্বৈরিণী (বেশ্যা) হয় এবং পঞ্চপুরুষগামিনী স্ত্রী 'বন্ধকী' নামে আখ্যাত হয় ।৭৮-৭৯

হে বিদ্বন্! আপনি এই ধর্ম জানিয়াও কেন প্রমাদী পুরুষের ন্যায় সন্তানোৎপত্তির জন্য আমাকে বলিতে চাহিতেছেন ।৮০

(পাণ্ডু বলিলেন—তুমি যাহা বলিতেছ, ধর্মশাস্ত্রও তাহাই বলেন।)

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত সম্ভবপর্বে পাণ্ডবোৎপত্তিনামক দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[নকুলস্য সহদেবস্য চ জন্ম, পাণ্ডুপুত্রাণাং নামকরণঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
কুন্তীপুত্রেষু জাতেষু ধৃতরাষ্ট্রাত্মজেষু চ ।
মদ্ররাজসুতা পাণ্ডুং রহো বচনমব্রবীৎ ॥১॥

ন মেঽস্তি ত্বয়ি সন্তাপো বিগুণেঽপি পরন্তপ ।
নাবরত্বে বরার্হায়াঃ স্থিত্বা চানঘ নিত্যদা ॥২॥

গান্ধার্য্যাশ্চৈব নৃপতে জাতং পুত্রশতং তথা ।
শ্রুত্বা ন মে তথা দুঃখমভবৎ কুরুনন্দন ॥৩॥

ইদং তু মে মহদ্দুঃখং তুল্যতায়ামপুত্রতা ।
দিষ্ট্যা ত্বিদানীং ভর্ত্তুর্মে কুন্ত্যামপ্যস্তি সন্ততিঃ ॥৪॥

যদি ত্বপত্যসন্তানং কুন্তিরাজসুতা ময়ি ।
কুর্য্যাদনুগ্রহো মে স্যাৎ তব চাপি হিতং ভবেৎ ॥৫॥

সংরম্ভো হি সপত্নীত্বাদ্ বক্তুং কুন্তিসুতাং প্রতি ।
যদি তু ত্বং প্রসন্নো মে স্বয়মেনাং প্রচোদয় ॥৬॥

পাণ্ডুরুবাচ ।
মমাপ্যেষ সদা মাদ্রি হৃদ্যর্থঃ পরিবর্ততে ।
ন তু ত্বাং প্রসহে বক্তুমিষ্টানিষ্টবিবক্ষয়া ॥৭॥

তব ত্বিদং মতং জ্ঞাত্বা প্রযতিষ্যাম্যতঃ পরম্ ।
মন্যে ধ্রুবং ময়োক্তা সা বচনং প্রতিপৎস্যতে ॥৮॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ততঃ কুন্তীং পুনঃ পাণ্ডুর্বিবিক্ত ইদমব্রবীৎ ।
কুলস্য মম সন্তানং লোকস্য চ কুরু প্রিয়ম্ ॥৯॥

মম চাপিণ্ডনাশায় পূর্ব্বেষামপি চাত্মনঃ ।
মৎপ্রিয়ার্থঞ্চ কল্যাণি কুরু কল্যাণমুত্তমম্ ॥১০॥

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় ।

[নকুল ও সহদেবের জন্ম এবং পাণ্ডুপুত্রগণের নামকরণসংস্কার ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কুন্তীর পুত্রগণ এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ উৎপন্ন হইলে পর মাদ্রী গোপনে পাণ্ডুকে বলিলেন ॥১॥

হে মহারাজ! আপনি সন্তানোৎপাদনের শক্তিহীনই হউন—তজ্জন্য আমার দুঃখ নাই, হে নিষ্পাপ! আমি বংশ ও গুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও কুন্তী অপেক্ষা সর্ব্ব সময় হীন হইয়া থাকিলেও দুঃখ নাই। মহারাজ! গান্ধারীর শত পুত্র হইয়াছে শুনিয়াও আমার তেমন দুঃখ হয় নাই ॥২-৩॥

আমার অত্যন্ত দুঃখ হইতেছে এই ভাবিয়া, আমরা উভয় সমান হইলেও আমি অপুত্রিণী। ইহা অবশ্য সৌভাগ্যের কথা যে কুন্তীর গর্ভ হইতে আপনার সন্তান লাভ হইয়াছে ॥৪॥

যদি রাজনন্দিনী কুন্তী অনুগ্রহ করিয়া আমার গর্ভে পুত্রাদি অর্থাৎ আমার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করেন, তবে আমারও আনন্দ হয় এবং আপনারও হিত হয় ॥৫॥

আমার সতীন হওয়ায় আমার একটু অভিমান আছে, এজন্য আমি নিজে তাঁহাকে বলিতে পারিতেছি না, আপনি যদি আমার উপর প্রসন্ন থাকেন, আপনি এ বিষয়ে উঁহাকে প্রেরণা দিন ॥৬॥

পাণ্ডু বলিলেন,—আমার মনে পূর্ব্বে এই কথা উদিত হইয়াছে, কিন্তু ইষ্টানিষ্ট চিন্তা করিয়া আমি তোমাকে এ কথা বলি নাই ॥৭॥

তোমারও এইরূপই মত, ইহা এখন জানিলাম, আমি ইহার জন্য প্রযত্ন করিব; আমার বিশ্বাস—আমি বলিলে সে আমার কথা রাখিবে ॥৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তদনন্তর রাজা কুন্তীকে গোপনে বলিলেন—আমার কুলের সন্তান বিস্তার এবং লোকসমাজের উপকার তুমি কর। আমার ও পূর্ব্বপুরুষের যাহাতে পিণ্ডনাশ না হয় এবং আমার প্রিয়কার্য্য করিবার জন্যও তুমি এই কল্যাণকর কাজটি কর ॥৯-১০॥

যশসোঽর্থায় চৈব ত্বং কুরু কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
প্রাপ্যাধিপত্যমিন্দ্রেণ যজ্ঞৈরিষ্টং যশোঽর্থিনা ॥১১॥

তথা মন্ত্রবিদো বিপ্রাস্তপস্তপ্ত্বা সুদুষ্করম্।
গুরূনভ্যুপগচ্ছন্তি যশসোঽর্থায় ভাবিনি ॥১২॥

তথা রাজর্ষয়ঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণাশ্চ তপোধনাঃ।
চক্রুরুচ্চাবচং কর্ম্ম যশসোঽর্থায় দুষ্করম্ ॥১৩॥

সা ত্বং মাদ্রীং প্লবেনেব তারয়েমামনিন্দিতে।
অপত্যসংবিভাগেন পরাং কীর্ত্তিমবাপ্নুহি ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তাব্রবীন্মাদ্রীং সকৃচ্চিন্তয় দৈবতম্।
তস্মাৎ তে ভবিতাপত্যমনুরূপমসংশয়ম্ ॥১৫॥

ততো মাদ্রী বিচার্য্যৈব জগাম মনসাশ্বিনৌ।
তাবাগম্য সুতৌ তস্যাং জনয়ামাসতুর্যমৌ ॥১৬॥

নকুলং সহদেবঞ্চ রূপেণাপ্রতিমৌ ভুবি।
তথৈব তাবপি যমৌ বাগুবাচাশরীরিণী ॥১৭॥

সত্ত্বরূপগুণোপেতৌ ভবতোঽত্যশ্বিনাবিতি।
ভাসতস্তেজসাত্যর্থং রূপদ্রবিণসম্পদা ॥১৮॥

নামানি চক্রিরে তেষাং শতশৃঙ্গনিবাসিনঃ।
ভক্ত্যা চ কর্ম্মণা চৈব তথাশীর্ভির্বিশাম্পতে ॥১৯॥

জ্যেষ্ঠং যুধিষ্ঠিরেত্যাহুর্ভীমসেনেতি মধ্যমম্।
অর্জ্জুনেতি তৃতীয়ঞ্চ কুন্তীপুত্রানকল্পয়ন্ ॥২০॥

পূর্ব্বজং নকুলেত্যেবং সহদেবেতি চাপরম্।
মাদ্রীপুত্রাবকথয়ংস্তে বিপ্রাঃ প্রীতমানসাঃ ॥২১॥

ইন্দ্র আধিপত্য পাইয়াও যশের জন্য যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ যশের জন্য এই দুষ্কর কার্য্য কর ॥১১॥

হে ভাবিনি! মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণগণ দুষ্কর তপস্যা করিয়া গুরুর নিকটে শিষ্য হইয়া সৎকারে গমন ও ব্যবহার করিয়া থাকেন, তদ্রূপ যশের জন্য ॥১২॥

সকল রাজর্ষি ও তপোধন ব্রাহ্মণগণ কেবল যশের জন্য নানাবিধ দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছেন ॥১৩॥

হে কুন্তি! তুমি মাদ্রীকে ভেলার ন্যায় সন্তান বিভাগ দ্বারা দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার কর, এবং জগতে কীর্ত্তি লাভ কর ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডু এইরূপ বলিলে কুন্তী মাদ্রীকে বলিলেন—তুমি একবার মাত্র কোন দেবতার চিন্তা কর, তাঁহা হইতে তোমার অনুরূপ পুত্র হইবে তাহাতে সংশয় নাই ॥১৫॥

তখন মাদ্রী মনে মনে বিচার করিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে চিন্তা করিলেন এবং তাঁহারা আসিয়া মাদ্রীতে যমজ পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিলেন ॥১৬॥

অনুপমরূপ রূপবান্ সেই দুইটীর নাম নকুল ও সহদেব। পূর্ব্বের মত উঁহাদের জন্ম সময়েও ঐ যমজ সন্তানদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া আকাশবাণী হইল ॥১৭॥

রূপ, উৎসাহ ও সৌভাগ্যবিশিষ্ট এই দুইটি বালক নিজ রূপে ও তেজে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কেও অতিক্রম করিবে ॥১৮॥

হে রাজন্! শতশৃঙ্গনিবাসী মহর্ষিগণ স্নেহবশতঃ যাগকর্ম্মসহকারে করিয়া তাঁহাদের নামকরণ করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন ॥১৯॥

তাঁহারা কুন্তীপুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম যুধিষ্ঠির, দ্বিতীয়ের নাম ভীমসেন ও তৃতীয়ের নাম অর্জ্জুন রাখিলেন ॥২০॥

সেই ব্রাহ্মণগণ প্রীতচিত্তে মাদ্রীপুত্রদ্বয়ের

---

* কোন কোন পুস্তকে ১৪ শ্লোকের পর নিম্নলিখিত অধিক শ্লোক আছে,—

"কুন্ত্যুবাচ।
[illegible]।
[illegible] ॥"

অনুসংবৎসরং জাতা অপি তে কুরুসত্তমাঃ।
পাণ্ডুপুত্রা ব্যরাজন্ত পঞ্চসংবৎসরা ইব ॥২২

মহাসত্ত্বা মহাবীর্য্যা মহাবলপরাক্রমাঃ।
পাণ্ডুর্দৃষ্ট্বা সুতাংস্তাংস্তু দেবরূপান্ মহৌজসঃ ॥২৩

মুদং পরমিকাং লেভে ননন্দ চ নরাধিপঃ।
ঋষীণামপি সর্ব্বেষাং শতশৃঙ্গনিবাসিনাম্ ॥২৪

প্রিয়া বভূবুস্তাসাঞ্চ তথৈব মুনিযোষিতাম্।
কুন্তীমথ পুনঃ পাণ্ডুর্মাদ্র্যর্থে সমচোদয়ৎ ॥২৫

তমুবাচ পৃথা রাজন্ রহস্যুক্তা তদা সতী।
উক্তা সকৃদ্ দ্বন্দ্বমেষা লেভে তেনাস্মি বঞ্চিতা ॥২৬

বিভেম্যস্যাঃ পরিভবাৎ কুস্ত্রীণাং গতিরীদৃশী।
নাজ্ঞাসিষমহং মূঢ়া দ্বন্দ্বাহ্বানে ফলদ্বয়ম্ ॥২৭

তস্মান্নাহং নিয়োক্তব্যা ত্বয়ৈষোঽস্তু বরো মম।
এবং পাণ্ডোঃ সুতাঃ পঞ্চ দেবদত্তা মহাবলাঃ ॥২৮

সম্ভূতাঃ কীর্ত্তিমন্তশ্চ কুরুবংশবিবর্দ্ধনাঃ।
শুভলক্ষণসম্পন্নাঃ সোমবৎ প্রিয়দর্শনাঃ ॥২৯

সিংহদর্পা মহেষ্বাসাঃ সিংহবিক্রান্তগামিনঃ।
সিংহগ্রীবা মনুষ্যেন্দ্রা ববৃধুর্দেববিক্রমাঃ ॥৩০

বিবর্দ্ধমানাস্তে তত্র পুণ্যে হৈমবতে গিরৌ।
বিস্ময়ং জনয়ামাসুর্মহর্ষীণাং সমেয়ুষাম্ ॥৩১

(জাতমাত্রানুপাদায় শতশৃঙ্গনিবাসিনঃ।
পাণ্ডোঃ পুত্রানমন্যন্ত তাপসাঃ স্বানিবাত্মজান্ ।
ততস্তু বৃষ্ণয়ঃ সর্ব্বে বসুদেবপুরোগমাঃ।
পাণ্ডুঃ শাপভয়াদ্ ভীতঃ শতশৃঙ্গমুপেয়িবান্।
তথৈব মুনিভিঃ সার্দ্ধং কাশ্যপোঽভ্যুৎ [illegible] ।

মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম নকুল ও কনিষ্ঠের নাম সহদেব রাখিলেন ।২১

কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্রগণ এক এক বৎসর অন্তর জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহারা পাঁচজনেই পঞ্চবৎসরের ন্যায় শোভা পাইতেন; কারণ, তাঁহারা সকলেই মহাশক্তিশালী, মহাবীর্য্যশালী ও মহাপরাক্রমী ছিলেন। মহাতেজস্বী দেবোপম পুত্রগণকে দেখিয়া মহারাজ পাণ্ডু অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই শতশৃঙ্গবাসী ঋষি এবং ঋষিপত্নীগণের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। অনন্তর পাণ্ডু মাদ্রীর জন্য কুন্তীকে পুনরায় প্রেরণা দিলেন ।২২-২৫

তখন রাজ্ঞী কুন্তী রাজাকে গোপনে বলিলেন,—মহারাজ! আমি ইহাকে একবার নিযুক্ত করিয়াছিলাম, কিন্তু এ একবারেই দুইটি সন্তান লাভ করিয়াছে। সুতরাং ইহার দ্বারা প্রবঞ্চিতা হইয়াছি ।২৬

ইহার দ্বারা আমার পরাভব হইতে পারে, আমি এই ভয় করিতেছি, কুস্ত্রীগণের এইরূপই প্রকৃতি হয়। আমি নির্বোধ ছিলাম; তাই আমার ইহা জানা ছিল না যে, দেবদ্বয়কে একত্রে আহ্বান করিলে দুইটি পুত্র লাভ হয় ।২৭

সুতরাং আপনার কাছে আমার প্রার্থনা এই বিষয়ে আমাকে আর আদেশ করিবেন না—আদেশ না করাই আমার প্রতি আপনার বর দেওয়া হউক। এইরূপে মহারাজ পাণ্ডুর দেবগণকর্তৃক প্রদত্ত মহাবলী, মহাপরাক্রমশালী, কুরুবংশবর্দ্ধন, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, কীর্ত্তিমান্, শুভলক্ষণসম্পন্ন পাঁচটি পুত্র জন্মিল ।২৮-২৯

তাঁহারা যেমন যেমন বড় হইতে লাগিলেন, তেমন তেমন তাঁহাদের সিংহের ন্যায় দর্প, ধনুর্বিদ্যা নিপুণতা এবং সিংহের ন্যায় গমনভঙ্গী হইতে লাগিল। এইভাবে হিমালয়পর্ব্বতে থাকিয়া বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহারা সমাগত মহর্ষিগণের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন ।৩০-৩১

শাকমূলফলাহারস্তপস্বী নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
ধ্যানযোগপরো রাজা বহুভিশ্চ বাহকাঃ॥
এতদ্বিধং ন ব্যবহারা শোককর্শিতাঃ।
পাণ্ডোঃ ক্রিয়াযুক্তাঃ কথং ভবেয়ুঃ সংস্কারাঃ॥
ইত্যেবং কথয়ন্তস্তে বৃষ্ণয়ঃ সহ বান্ধবৈঃ।
পাণ্ডোঃ পুত্রাগমং শ্রুত্বা সর্ব্বে হর্ষসমন্বিতাঃ॥
সভাজয়ন্তোঽবদংস্তু বসুদেবং মহাদ্যুতিম্।

বৃষ্ণয় ঊচুঃ।
ন ভবেয়ুঃ ক্রিয়াহীনাঃ পাণ্ডোঃ পুত্রা মহাযশাঃ।
পাণ্ডোঃ প্রিয়হিতান্বেষী প্রেষয় ত্বং পুরোহিতম্॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।
বসুদেবস্তথেত্যুক্ত্বা বিসসর্জ্জ পুরোহিতম্।
দ্রব্যাণি চ কুমারাণাং শরীরার্থান্যনেকশঃ॥

কুন্ত্যা মাদ্র্যাশ্চ সহিতং দাসীদাসপরিচ্ছদম্।
গাশ্চ রৌপ্যং হিরণ্যঞ্চ প্রেষয়ামাস ভারত॥
তানি সর্ব্বাণি সংগৃহ্য প্রযযৌ স পুরোহিতঃ।
তমাগতং দ্বিজশ্রেষ্ঠং কাশ্যপং বৈ পুরোহিতম্॥
পূজয়ামাস বিধিবৎ পাণ্ডুঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
পৃথা মাদ্রী চ সংহৃষ্টে বসুদেবং প্রশংসতাম্॥
ততঃ পাণ্ডুঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ পাণ্ডবানামকারয়ৎ।
গর্ভাধানাদিকৃত্যানি চৌলোপনয়নানি চ॥
কাশ্যপঃ কৃতবান্ সর্ব্বমুপাকর্ম্ম চ ভারত।
চৌলোপনয়নাদূর্দ্ধং ঋষভাক্ষা যশস্বিনঃ॥
বৈদিকাধ্যয়নে সর্ব্বে সমপদ্যন্ত পারগাঃ।
শর্য্যাতেঃ পৃষতঃ পুত্রঃ শুকো নাম পরন্তপঃ॥
যেন সাগরপর্য্যন্তা ধনুষা নির্জ্জিতা মহী।
অশ্বমেধশতৈরিষ্ট্বা স মহাত্মা মহামনাঃ॥

(শতশৃঙ্গবাসী তাপসগণ তাহাদের পাণ্ডুপুত্রগণকে নিজ পুত্রের ন্যায় মনে করিয়া পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বসুদেব প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয়গণ পাণ্ডবের বিষয়ে এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন,—মহারাজ পাণ্ডু অপরাধে ভীত হইয়া শতশৃঙ্গপর্ব্বতে গিয়া মুনিদের সহিত তপস্বীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেছেন। সেখানে তিনি শাক, মূল ও ফল আহার, ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক ধ্যান যোগাভ্যাসে তপস্যা করিতেছেন—ইহা অনেক সংবাদবাহক মহাত্মা আমাদের নিকট আসিয়া বলিতেছেন। তাহা শুনিয়া তাঁহারা সকলেই শোকাকুল হইয়া বলিলেন—"এই মহাত্মা পাণ্ডুর সংস্কারকর্ম্ম কাহারা করিতে পারিবে?" এইরূপ আলোচনাকালে তাঁহারা লোকমুখে শুনিতে পাইলেন যে, পাণ্ডুর দেবতুল্য পাঁচটী পুত্র হইয়াছে। ইহা শুনিয়া তাঁহারা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বসুদেবকে বলিলেন। বৃষ্ণিগণ বলিলেন—হে বসুদেব! আপনি রাজা পাণ্ডুর হিতান্বেষী, সুতরাং পাণ্ডুর পুত্রগণ যাহাতে ক্রিয়াহীন না হয়, এজন্য পুরোহিত প্রেরণ করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—'তাহাই হউক' এই বলিয়া বসুদেব পুরোহিতকে প্রেরণ করিলেন এবং কুমারগণের পোষাক পরিচ্ছদ, কুন্তী ও মাদ্রীর জন্য দাসদাসী, গাভী, রৌপ্য, স্বর্ণমুদ্রা প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ পুরোহিতের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। পুরোহিত সেই সমস্ত দ্রব্য সঙ্গে লইয়া শতশৃঙ্গপর্ব্বতে গেলেন। সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ কাশ্যপকে আসিতে দেখিয়া শত্রুনিসূদন পাণ্ডু, কুন্তী ও মাদ্রী সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং বসুদেবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডু তখন সেই দ্বিজ দ্বারা গর্ভাধানাদি উপনয়নান্ত সমস্ত সংস্কার-কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠান করিলেন। কাশ্যপ তাঁহাদের উপাকর্ম্ম সংস্কার পর্য্যন্ত করাইয়া বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করাইলেন। এইরূপে কুমারগণ বেদাধ্যয়নে পারদর্শী হইলেন। শর্য্যাতিবংশের পৃষৎ নামে এক পুত্র ছিল; তাঁহার পুত্র রাজা শুক; তিনি

আযাতা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ পিতৃন্ অপি মহর্ষয়ঃ।
নকুলস্য তপোবেশে শতশৃঙ্গনিবাসিনঃ ॥
শৈলোপকণ্ঠবাসৈস্তৈঃ শিক্ষা তেষাং বিধীয়তে।
স সংপ্রাপ্য যথাকালং সর্ব্বশস্ত্রাণি পাণ্ডবাঃ ॥
প্রতাপী পাণ্ডবো ভীমসেনাগ্রজো যুধিষ্ঠিরঃ।
অভিজ্ঞাণি বিজয়স্তে ততো নকুলসহদেবৌ ॥
সর্ব্বশস্ত্রে গতা পাত্র সহদেবো শতশৃঙ্গঃ।
তপসা ধন্বনাথাতো মহাবাহুর্ধৃতির্ব্রতে ॥
অর্জুনায় দত্তা রাজা শক্তিঃ খড়্গং তথা শরান্।
বালুকে সমতাঃ শ্রেষ্ঠাঃ শস্ত্রজাঃ মহাপ্রভুম্।
বিপাঠ-ক্ষুর-নারাচান্ গৃধ্রপত্রানলঙ্কৃতান্।

ততো পার্থস্য সংহৃষ্টো মহোৎসবমকারয়ৎ।
অবাপ্য সর্ব্বশস্ত্রাণি বুদ্ধিতো বাসবাত্মজঃ ॥
তেনে সর্ব্বান্ মহীপালান্ অপর্য্যাপ্তান্ স মন্যত।
এবমেব মহাবাহুঃ পাণ্ডবাস্তে বিবর্দ্ধিতাঃ।
অবর্দ্ধন্ত পার্থাশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ তথৈব চ ॥)
তে চ পঞ্চ শতং চৈব কুরুবংশবিবর্দ্ধনাঃ।
সর্ব্বে ববৃধিরে কালেনাল্পেনৈব নীরজাঃ ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাম্ আদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি পাণ্ডবোৎপত্তৌ
ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৩

অনন্তর তাহারা পবিত্র সমস্ত শতশৃঙ্গে বাস করিতে-ছিলেন এবং বাল্য হইতেই তাহারা সকলে দেবতার মত হইয়াছিলেন। তিনি পুত্রকৌশলে দেবতা ও পিতৃগণকে এইভাবে আরাধনা করিয়া পাণ্ডুরাজ প্রাণ করত ঐ শতশৃঙ্গপর্ব্বতে অবস্থান করিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। সেই রাজা সেই উপকাননে ও শিখরে থাকিয়া পাণ্ডুপুত্রগণকে সহর্ষচিত্তে পাদমূলে লইয়া তুষিলেন। ভীমসেন দ্যূতসুত, যুধিষ্ঠির। তোমরাপুত্র, নকুল ও সহদেব অতি ও সর্ব্বগুণ এবং অর্জুন ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। রাজা তখন যখন বুঝিলেন যে, অর্জুন ধনুর্ব্বেদে শিক্ষায় সমর্থ হইয়াছে, তখন তিনি তাঁহার শক্তি, খড়্গ, শর, কালকূট শরে বিপাঠ নামক, শিলাই, ক্ষুর, নারাচ প্রভৃতি গৃধ্রপত্রযুক্ত বাণ সমস্ত অর্জুনকে দিলেন। সেই সময় অনেক ও বহু পাইয়া বিজয়ের মনে করিলেন, আমি পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে নির্বিঘ্নভাবে পরাজিত করিতে পারিব। এবং এই সময় অত্যন্ত প্রিয়দর্শন ভীম যুধিষ্ঠির এবং নকুল ও সহদেব সকলেই এইভাবে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।) যুধিষ্ঠিরাদি সেই পাঁচ ভাই শতশৃঙ্গপর্ব্বতে এবং কুমারেরা সব পুত্র হস্তিনাপুরে অল্পকাল মধ্যেই রাজ-বৃদ্ধির সার এইভাবে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ॥৩২

শ্রীমদ্বৈপায়নব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে
পাণ্ডবোৎপত্তিনামক ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[রাজ্ঞঃ পাণ্ডোর্মৃত্যু, মাদ্র্যাঃ সহমরণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দর্শনীয়াংস্ততঃ পুত্রান্ পাণ্ডুঃ পঞ্চ মহাবনে।
তান্ পশ্যন্ পর্ব্বতে রেমে স্ববাহুবলপালিতান্॥১॥
(পূর্ণে চতুর্দশে বর্ষে ফাল্গুনস্য চ ধীমতঃ।
তদা উত্তরফল্গুন্যাং প্রবৃত্তে স্বস্তিবাচনে॥
রক্ষণে বিস্মৃতা কুন্তী ব্যগ্রা ব্রাহ্মণভোজনে।
পুরোহিতেন সহিতা ব্রাহ্মণান্ পর্য্যবেষয়ৎ॥
তস্মিন্ কালে সমাহূয় মাদ্রীং মন্মথমোহিতঃ।)
সুপুষ্পিতবনে কালে কদাচিন্মধুমাধবে।
ভূতসম্মোহনে রাজা সভার্য্যো ব্যচরদ্ বনম্॥২॥
পলাশৈস্তিলকৈশ্চূতৈশ্চম্পকৈঃ পারিভদ্রকৈঃ।
অন্যৈশ্চ বহুভির্বৃক্ষৈঃ ফলপুষ্পসমৃদ্ধিভিঃ *॥৩॥
জলস্থানৈশ্চ বিবিধৈঃ পদ্মিনীভিশ্চ শোভিতম্।
পাণ্ডোর্বনং তু সংপ্রেক্ষ্য প্রজজ্ঞে হৃদি মন্মথঃ॥৪॥
প্রহৃষ্টমনসং তত্র বিচরন্তং যথামরম্।
তং মাদ্র্যনুজগামৈকা বসনং বিভ্রতী শুভম্॥৫॥
সমীক্ষমাণঃ স তু তাং বয়ঃস্থাং তনুবাসসম্।
তস্য কামঃ প্রববৃধে গহনেঽগ্নিরিবোত্থিতঃ॥৬॥
রহস্যাত্মসমাং দৃষ্ট্বা রাজা রাজীবলোচনাম্।
ন শশাক নিয়ন্তুং তং কামং কামবশীকৃতঃ॥৭॥

চতুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[রাজা পাণ্ডুর মৃত্যু এবং মাদ্রীর সহমরণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তদনন্তর পাণ্ডু দর্শনীয়াকৃতিবিশিষ্ট পাঁচ পুত্রকে দর্শন করিয়া আনন্দ অনুভব করত ঐ মহাবনে সেই পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন।১

(অর্জ্জুনের বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, তখন উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে অর্জ্জুনের জন্মতিথিনিমিত্ত স্বস্তিবাচনাদি করাইয়া কুন্তী দেবী ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতে ব্যস্ত ছিলেন। সেজন্য রাজা পাণ্ডুর দিকে দৃষ্টি রাখিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সেই অবসরে মদনবাণে ব্যথিত রাজা পাণ্ডু মাদ্রীকে ডাকিলেন।) সকল প্রাণীর মোহজনক চৈত্র ও বৈশাখের অধিকালে বনভাগস্থিত সুপুষ্পিত সময়ে রাজা মাদ্রীর সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন।২

পলাশ, তিলক, আম্র, চম্পক, দেবদারু প্রভৃতি বহু পুষ্পফলে সমন্বিত এবং বিবিধ জলাশয় কমলবনসমূহে পরিপূর্ণ সেই বন দেখিয়া রাজার মনে মদনের উদয় হইল।৩-৪

বিচরণরত দেবতার ন্যায় রাজাকে বনবিহারে আনন্দিতচিত্ত দেখিয়া মাদ্রী সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া রাজার সহিত একাকী বনবিহারে বাহির হইলেন।৫

মাদ্রী যৌবনবতী ছিলেন এবং তিনি তখন পাতলা সূক্ষ্ম কাপড় পরিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া গহন বনে প্রদীপ্ত দাবাগ্নির ন্যায় রাজার কাম উদ্দীপ্ত হইল।৬

একান্তে কমললোচনা মাদ্রীকে দেখিয়া রাজা কামবেগ রোধ করিতে না পারিয়া কামেরই বশীভূত হইলেন।৭

---

* কোন কোন পুস্তকে * চিহ্নের পর [illegible] নিম্নলিখিত শ্লোক তিনটি অধিক দেখা যায়—

“অতিমুক্তলতাভিশ্চ কেতকৈর্বকুলৈরপি।
তথা [illegible]। [illegible]।
[illegible]॥”

তত এনাং বলাদ্ রাজা নিজগ্রাহ রহোগতাম্।
বার্য্যমাণস্তয়া দেব্যা বিস্ফুরন্ত্যা যথাবলম্ ॥৮

স তু কামপরীতাত্মা তং শাপং নাম্ববুধ্যত।
মাদ্রীং মৈথুনধর্ম্মেণ সোহন্বগচ্ছদ্ বলাদিব ॥৯

জীবিতান্তায় কৌরব্য মন্মথস্য বশং গতঃ।
শাপজং ভয়মুৎসৃজ্য বিধিনা সম্প্রচোদিতঃ ॥১০

তস্য কামাত্মনো বুদ্ধিঃ সাক্ষাৎ কালেন মোহিতা।
সম্প্রমথ্যেন্দ্রিয়গ্রামং প্রনষ্টা সহ চেতসা ॥১১

স তয়া সহ সঙ্গম্য ভার্য্যয়া কুরুনন্দনঃ।
পাণ্ডুঃ পরমধর্ম্মাত্মা যুযুজে কালধর্ম্মণা ॥১২

ততো মাদ্রী সমালিঙ্গ্য রাজানং গতচেতনম্।
মুমোচ দুঃখজং শব্দং পুনঃ পুনরতীব হি ॥১৩

সহ পুত্রৈস্ততঃ কুন্তী মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
আজগ্মুঃ সহিতাস্তত্র যত্র রাজা তথাগতঃ ॥১৪

ততো মাদ্র্যব্রবীদ্ রাজন্নার্ত্তা কুন্তীমিদং বচঃ।
একৈব ত্বমিহাগচ্ছ তিষ্ঠন্ত্বত্রৈব দারকাঃ ॥১৫

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তত্রাবস্থাপ্যৈব দারকান্।
হতাহমিতি বিক্রুশ্য সহসৈবাজগাম সা ॥১৬

দৃষ্ট্বা পাণ্ডুঞ্চ মাদ্রীঞ্চ শয়ানৌ ধরণীতলে।
কুন্তী শোকপরীতাঙ্গী বিললাপ সুদুঃখিতা ॥১৭

রক্ষ্যমাণো ময়া নিত্যং বীরঃ সততমাত্মবান্।
কথং ত্বামভ্যতিক্রান্তঃ শাপং জানন্ বনৌকসঃ ॥১৮

ননু নাম ত্বয়া মাদ্রি রক্ষিতব্যো নরাধিপঃ।
সা কথং লোভিতবতী বিজনে ত্বং নরাধিপম্ ॥১৯

তখন তিনি নির্জনে প্রাপ্ত মাদ্রীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। দেবী মাদ্রী তাঁহাকে নিষেধ করত নিজের বাহুবলে চেষ্টা করিয়া অসমর্থা হইলেন ॥৮

হে কুরুনন্দন! রাজার চিত্ত কামে আকুল হইয়া গিয়াছিল, তাই তিনি শাপের কথা মনে রাখিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি বলপূর্ব্বকই মাদ্রীর সহিত মৈথুনে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা বিধির দ্বারা মোহিত হওয়াতেই তিনি মৃত্যুর জন্য যেন সে সময়ে শাপকথা বিস্মৃত হইলেন ॥৯-১০

কাল সাক্ষাৎ পাণ্ডুর বুদ্ধিকে ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে প্রমথিত করিয়া মোহিত করিল; ফলে তাঁহার বুদ্ধি চিত্তের সহিত নষ্ট হইল ॥১১

সুতরাং কুরুনন্দন পরমধার্ম্মিক পাণ্ডু সেই ভার্য্যা মাদ্রীর সহিত সঙ্গম করিয়া তখন মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন ॥১২

তখন মাদ্রী অচৈতন্য রাজার শরীরকে আলিঙ্গন করিয়া দুঃখার্ত্তস্বরে পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥১৩

মাদ্রীর বিলাপ শুনিয়া তিন পুত্রের সহিত কুন্তী এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব যেখানে পাণ্ডু মৃত হইয়াছেন, সেইস্থানে ছুটিয়া আসিলেন ॥১৪

হে রাজন্! তখন মাদ্রী আর্ত্তভাবে কুন্তীকে বলিলেন—"তুমি একাকীই এই দিকে আইস, ছেলেরা ঐখানেই থাক" ॥১৫

তাহা শুনিয়া কুন্তী পুত্রদিগকে সেখানে রাখিয়া 'হায় আমি হতা হইলাম' বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে অকস্মাৎ সেইস্থানে আসিলেন ॥১৬

পাণ্ডু ও মাদ্রীকে ভূমিতে শয়ান দেখিয়া কুন্তী শোকার্ত্তা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥১৭

আমি জিতেন্দ্রিয় বীর পুরুষকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতাম; সেই তিনি শাপ জানিয়াও কেমন করিয়া তোমার সহিত বলপূর্ব্বক সঙ্গম করিলেন ॥১৮

হে মাদ্রি! রাজাকে তোমার সর্ব্বদা রক্ষা করা উচিত, তুমি এই নির্জন স্থানে কেন রাজাকে প্রলোভিত করিলে? ॥১৯

কথং দীনস্য সততং ত্বামাসাদ্য রহোগতম্ ।
তং বিচিন্তয়তঃ শাপং প্রহর্ষঃ সমজায়ত ॥২০
ধন্যা ত্বমসি বাহ্লীকি মত্তো ভাগ্যতরা তথা ।
দৃষ্টবত্যসি যদ্ বক্ত্রং প্রহৃষ্টস্য মহীপতেঃ ॥২১

মাদ্র্যুবাচ ।

বিলপন্ত্যা ময়া দেবী বার্য্যমাণেন চাসকৃৎ ।
আত্মা ন বারিতোঽনেন সত্যং দিষ্টং চিকীর্ষুণা ॥২২

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

(তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা কুন্তী শোকাগ্নিতাপিতা ।
পপাত সহসা ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ ॥
নিশ্চেষ্টা পতিতা ভূমৌ মোহাদৈব চচাল না ॥

কুন্তীমুত্থাপ্য মাদ্রী চ শোকেনাবিষ্টচেতনাম্ ।
এহ্যেহীতি তাং কুন্তীং দর্শয়ত কৌরবম্ ॥
পাদয়োঃ পতিতা কুন্তী পুনরুত্থায় দুঃখিতম্ ।
সস্বজেন তু মৃতং গন্ধর্ব্বাপি কাতরা ॥
পরিষজ্য তদা মোহাৎ বিলপন্ত্যাকুলেন্দ্রিয়া ।
মাদ্রী চাপি সমালিঙ্গ্য রাজানং বিললাপ হ ॥
তং তথাবিধকং পাণ্ডুং দৃষ্ট্বা সহ চারণৈঃ ।
অভ্যেত্য ঋষয়ঃ সর্ব্বে শোকাদশ্রূণ্যবর্ত্তয়ন্ ॥
তত আশ্রমবাসিন্যো হুতবর্হিষ তাপসাম্ ।
দৃষ্ট্বা পাণ্ডুং মহাত্মানং শোকার্ত্তা ন মর্ষিতা ॥
সমানশোকা ভবতঃ পাণ্ডবাশ্চ মহর্ষিভিঃ ।
তে সমাশ্বাসিতে বিপ্রৈঃ বিলেপতুর্ধৃতিম্বিতে ॥

কুন্ত্যুবাচ ।

হা রাজন্ কস্য নৌ হিত্বা গচ্ছসি ত্রিদশালয়ম্ ॥
হা রাজন্ মম মন্দায়াঃ কথং মাদ্রীং সমেত্য বৈ ।
নিধনং প্রাপ্তবান্ রাজন্ মহাত্মাপি নিকৃষ্টবাৎ ॥
যুধিষ্ঠিরং ভীমসেনমর্জ্জুনঞ্চ যমাবুভৌ ।
কস্য হিত্বা প্রিয়ান্ পুত্রান্ প্রয়াতোঽসি বিশাম্পতে ॥
নূনং ত্বাং ত্রিদশা দেবাঃ প্রতিনন্দন্তি ভারত ।
যথা হি তপ উগ্রং তে চরিতং বিপ্রসংসদি ।
আবাভ্যাং সহিতো রাজন্ গমিষ্যসি দিবং শুভম্ ।
আজমীঢাজমীঢ়ানাং কর্ম্মণা চরিতাং গতিম্ ॥

তিনি তোমাকে নির্জ্জনে পাইলেও সর্ব্বদাই শাপের কথা স্মরণ করিয়া বিমনা থাকিতেন, আজ কেন তাঁহার আনন্দ হইল ?২০

হে বাহ্লীকনন্দিনি ! তুমিই ধন্যা, যেহেতু তুমি রাজার প্রসন্ন মুখখানি দেখিয়াছ ।২১

মাদ্রী বলিলেন—দেবি ! আমি বিলাপ করিয়া বার বার তাঁহাকে বারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি শাপকে সত্য করিবার জন্যই বিধিপ্রেরিত হইয়া নিজেকে সংযত করিতে পারেন নাই ।২২

(বৈশম্পায়ন বলিলেন—কুন্তী মাদ্রীর কথা শুনিয়া শোকাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইলেন। মূর্চ্ছিতা হইয়া কুন্তী চেষ্টাশূন্যা হইলেন। মাদ্রী মূর্চ্ছিতা কুন্তীকে উঠাইয়া বলিলেন,—"এস এস, কুরুনন্দনকে একবার দর্শন করিয়া যেও।" কুন্তী পাদযুগলের সমীপে পতিতা হইয়া তাঁহার প্রসন্ন মুখ নিরীক্ষণ করত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। মাদ্রীও রাজাকে আলিঙ্গন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুকে তদবস্থায় পতিত দেখিয়া চারণগণের সহিত মহর্ষিগণ তথায় আসিলেন এবং আশ্রমবাসিরাও পাণ্ডুকে মৃত দেখিয়া সকলে শোকে আর্ত্ত হইয়া তাঁহারাও অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ কুন্তী ও মাদ্রীকে সান্ত্বনা দিলেও তাঁহারা বিলাপ করিতে লাগিলেন।

কুন্তী বলিলেন,—হা রাজন্ ! আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেন স্বর্গে চলিয়া গেলেন ? হা রাজন্ ! আমি মন্দভাগ্যা ; অতএব আপনি মাদ্রীর সহিত সমাগম করিয়া প্রাণ হারাইবেন কেন ?

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিলপিত্বা ভৃশং দেবী বিলপন্তী পতিতা ভুবি।
যুধিষ্ঠিরমুখাঃ সর্বে পাণ্ডবা বেদপারগাঃ॥
(অভ্যাগম্য পিতুস্তে বিলপন্তঃ পতিতা ভুবি।
পাদৌ তাতস্য পরিষ্বজ্য বিলপন্তি স্ম পাণ্ডবাঃ॥)

কুন্ত্যুবাচ।

অহং জ্যেষ্ঠা ধর্মপত্নী জ্যেষ্ঠং ধর্মফলং মম।
অবশ্যম্ভাবিনো ভাবান্মা মাং মাদ্রি নিবর্ত্তয় ॥২৩

অন্বিষ্যামীহ ভর্ত্তারমহং প্রেতবশং গতম্।
উত্তিষ্ঠ ত্বং বিসৃজ্যৈনমিমান্ পালয় দারকান্।
অবাপ্য পুত্রাংল্লব্ধার্থা বীরপত্নীত্বমর্থয়ে ॥২৪

মাদ্র্যুবাচ।

অহমেবানুযাস্যামি ভর্ত্তারমপলায়িনম্।
ন হি তৃপ্তাস্মি কামানাং জ্যেষ্ঠা মামনুমন্যতাম্ ॥২৫
মাং চাভিগম্য ক্ষীণোঽয়ং কামাদ্ ভরতসত্তমঃ।
তমুচ্ছিন্দ্যামস্য কামং কথং নু যমসাদনে ॥২৬
ন চাপ্যহং বর্ত্তয়ন্তী নির্বিশেষং সুতেষু তে।
বৃত্তিমার্য্যে চরিষ্যামি স্পৃশেদেনস্তথা চ মাম্ ॥২৭
তস্মান্মে সুতয়োঃ কুন্তি বর্ত্তিতব্যং স্বপুত্রবৎ।
মাং হি কাময়মানোঽয়ং রাজা প্রেতবশং গতঃ ॥২৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

(ততস্তান্ মহাভাগ পাণ্ডবান্ সমাশ্বাসয়ন্।
ঊচুঃ কুন্তীঞ্চ মাদ্রীঞ্চ সমেত্য চ তপস্বিনঃ॥

যুধিষ্ঠির প্রভৃতি প্রিয় পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি কোথায় চলিয়া গেলেন? আপনি বনমধ্যে সস্ত্রীক যে উগ্র তপস্যা করিয়াছেন, সেজন্য দেবগণ নিশ্চয়ই আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছেন। হে [illegible]! [illegible] মহর্ষিগণ যে গতি লাভ করিয়াছেন, আপনি আমাদের সহিতই সেই গতি লাভ করিবেন—ইহাই আমাদের ইচ্ছা ছিল।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপ বিলাপ করিয়া কুন্তী অচেতনা হইয়া ভূতলে পতিতা হইলে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডুপুত্রগণও পিতার চরণদ্বয়ে অচেতন হইয়া পড়িলেন এবং পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া পিতার চরণদ্বয় আলিঙ্গন করত বিলাপ করিতে লাগিলেন।)

কুন্তী বলিলেন,—আমি জ্যেষ্ঠা ধর্মপত্নী; জ্যেষ্ঠ ধর্মের ফল আমারই প্রাপ্য; সুতরাং হে মাদ্রি! তুমি আমাকে অবশ্যম্ভাবী সহমরণ হইতে বিরত করিও না।২৩

আমি মৃতপতির অনুগমন করিব, তুমি ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পুত্রগণকে পালন কর; আমি পুত্রগণকে লাভ করিয়াছি; এখন বীরপত্নীর গতি লাভ করিতে ইচ্ছা করি।২৪

মাদ্রী বলিলেন,—যে স্বামী কখনও যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নাই, আমিই সেই স্বামীর অনুগমন করিব। আমি কামভোগে তৃপ্ত হই নাই। তুমি জ্যেষ্ঠা হইয়া আমাকে অনুমতি কর।২৫

এই ভরতশ্রেষ্ঠ আমাতে আসক্ত হইয়াই মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন, আমি পরলোকে গিয়া তাঁহার সেই অভিলাষ পূর্ণ করিব।২৬

হে দেবি! তা ছাড়া আমি সকল পুত্রের প্রতি সমানভাবে ব্যবহার করিতে পারিব না, তাহাতে আমাকে পাপ স্পর্শ করিবে।২৭

কুন্তি! আমার প্রতি কামভাবে আসক্ত হইয়াই রাজা মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন; সুতরাং আমিই সহমরণে যাই; তুমি আমার দুই পুত্রের প্রতি নিজ পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে—ইহা আমি বিশ্বাস করি।২৮

এককে বালপুত্রে তু ন বর্দ্ধেত কথঞ্চন।
পাণ্ডবাস্তেঽপি সেৎস্যন্তি কুন্ত্যাঙ্কে পরন্তপান্ ॥

অধর্ম্মবর্জ্জিতাঙ্গেন্দ্ ধৃতরাষ্ট্রেণ পোষণম্।
ন শক্ষ্যামি বর্দ্ধিত পাণ্ডবম্ যথাবিধি ॥

কুন্ত্যাশ্চ যুবতো নাথো যুধিষ্ঠিরোঽস্ত্যেব চ।
মাদ্র্যাশ্চ বনিতা শ্রেষ্ঠা পত্যা সাকং মৃতা ॥

ভর্ত্তা তু ধর্ম্মং নার্হং কামমার্ত্ত সংশয়ঃ।
যুধিষ্ঠিরং স্বজনং চৈতম্ বর্ষ্টি বিকল্পয়ঃ ॥

কুত্র বর্ত্তিব বা সাধ্বী ব্রহ্মধারকে পিতা।
প্রেতৈশ্চ বিবেচ্য আত্মা মন্যোধাকারটৈঃ শুভৈঃ ॥

অক্ষোপবাসনিষ্ঠৈশ্চ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ।
কুর্য্যাৎ শাস্ত্রসম্মতৈঃ চৈকভোজনম্ ॥

যেন কেনাপি বিধিনা দেহশোষণতৎপরা।
দেহশোষণযুক্তা বিধবোর্দ্ধং ব্রজেত্তথা ॥

দেহপাতেন নারকং অপাপোঽত্যাপ্নুবন্তথা।
তস্মাৎ সংশোষয়েদ্ দেহং বিধবা স্বর্গকাম্যয়া ॥

ভর্ত্তারং চিন্তয়ন্তী সা ভর্ত্তারং নিত্যমেব চ।
অবিভক্তাপি ভর্ত্তা ভাবনায় পুত্রবত্যৈব চ ॥
তস্মাজ্জীবিতমেবেদম্ পুত্রাদিপোষণম্ ॥

কুন্ত্যুবাচ।

যথা পাণ্ডোশ্চ নির্দ্দেশঃ তথা বিপ্রগণস্য চ।
আজ্ঞা শিরসি নিক্ষিপ্য করিষ্যামি চ তৎ তথা ॥

যথাহুর্ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞা হি তদ্বচো শোচনং পরম্।
কর্ত্তব্যং মম পুত্রাণাং মম চৈব ন সংশয়ঃ ॥

মাদ্র্যুবাচ।

কুন্তী সমর্থা পুত্রাণাং যোগক্ষেমস্য ধারণে।
অন্যা হি ন সমা কুন্ত্যা বর্দ্ধনে ভরতর্ষভৌ ॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহর্ষিগণ সত্যবিক্রম পাণ্ডবগণ এবং কুন্তী ও মাদ্রীকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক বলিলেন—তোমরা উভয়েই সৌভাগ্যবতী ও ধর্ম্মপত্নী; সুতরাং তোমাদের সন্তাপ উচিত নয়। আমরা বালকগণকে সঙ্গে করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পৌঁছাইয়া দিব। ধৃতরাষ্ট্র লোভী, যদি সে অধর্ম্মবুদ্ধিবশতঃ পাণ্ডবদিগকে আশ্রয় না দেয় বা উচিত আচরণ না করে, তবে কুন্তীর পিতা কুন্তিভোজ ও বসুদেব—ইহারা আশ্রয় দিবে এবং মাদ্রীর ভ্রাতা মহারাজ শল্য মাদ্রীপুত্রদ্বয়কে অবশ্যই পালন করিবে। পতির সহিত সহমরণ দুইই কল্যাণী সন্দেহ নাই, তথাপি বিজ্ঞলোকেরা বলিয়াছেন, তোমাদের সহমরণ যোগ্য নয়। শাস্ত্র বলেন, পতির মৃত্যুর পরে যে নারী ব্রহ্মচারিণী হইয়া থাকে, নিয়ম প্রভৃতি পালনপূর্ব্বক কামক্রোধাদিকে জয় করে, উপবাস ও নিয়মের দ্বারা, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদির দ্বারা এবং ভূমিতে শয়ন ও অক্ষারলবণাদিবর্জ্জন পূর্ব্বক একাহারাদির দ্বারা শরীরকে শোষণ করে, সে সহমরণ অপেক্ষাও অধিক কল্যাণ লাভ করে। অর্থাৎ শাস্ত্রীয়বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক যে কোন উপায়ে শরীরকে শোষণ করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম; কিন্তু যে বিধবা বিধবাধর্ম্মে থাকিয়া দেহশোষণে অক্ষমা হয়, সে নরকে গমন করে। মনে মনে পতির চিন্তা করিয়া যে বিধবা নারী উক্তরূপে জীবন যাপন করেন, তিনি শুধু নিজেই উদ্ধার পান না, পতি ও পুত্রকেও উদ্ধার করেন। সুতরাং তোমরা উভয়ে জীবিত থাকিলেই ভাল কাজ হইবে।

কুন্তী বলিলেন,—রাজা পাণ্ডু ও ব্রাহ্মণগণের নির্দ্দেশ আমি শিরোধার্য্য করিয়া উঁহারা যেরূপ বলিবেন—সেইরূপই করিব। তখন মাদ্রী বলিলেন, আমি মনে করি তাহাই আমার,

কুন্ত্যাশ্চ পুত্রকা নাথাঃ যুধিষ্ঠিরমতস্তথৈব চ।
অহং যদি পুত্রানাং সর্বা পালনে তথা॥
নাহং ধর্ম্মাত্মজস্যেব অন্তরা নহং তথা।
ধর্ম্মলোকস্য তু জ্যেষ্ঠা দেবী মামনুমন্যতাম্॥
ধর্ম্মজ্ঞ ভূতহন্ত সর্ব্বত্র যৌবনঃ।
[illegible] পরিচর্য্যামি [illegible] [illegible]॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্ত্বা মহারাজ মদ্ররাজসুতা শুভা।
কুন্তী কুন্তেয়ী মাদ্রী [illegible] চ।
ঋষিগণান্ সর্বান্ পরিষজ্য চ পাণ্ডবান্।
মূর্দ্ধ্ন্যাঘ্রায় বহুশঃ পার্শ্বাভ্যামুভৌ তথা।
হস্তে যুধিষ্ঠিরং কৃত্বা মাদ্রী বাক্যমথাব্রবীৎ।

মাদ্র্যুবাচ।
কুন্তী-প্রভা অহং মাদ্রী [illegible] তু পিতা প্রভো।
যুধিষ্ঠিরঃ পিতা জ্যেষ্ঠশ্চতুর্ণাং ধর্ম্মতঃ সদা॥
গুরুশুশ্রূষণে রক্তাঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণাঃ।
অন্যথা ন বিনশ্যন্তি নৈব যান্তি পরাভবম্॥
তস্মাৎ সর্ব্বে কুমারাঃ তে গুরুবৃত্তিমবস্থিতাঃ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ঋষীংশ্চ পৃথাঞ্চ বহুশঃ পুনঃ পুনঃ।
আমন্ত্র্য মাদ্রী প্রস্থাস্যা পৃথাং তথা॥
ধন্যা ত্বমসি নাস্তি ত্বা তুল্যা স্ত্রী সদৃশী ভুবি।
বীর্য্যং তেজশ্চ যোগঞ্চ মাহাত্ম্যঞ্চ যশস্বিনাম্॥

আমার ভার্য্যা ও পুত্রগণ। অতএব অন্যথাচার হইবে সন্দেহ নাই।

মাদ্রী বলিলেন,—কুন্তী পুত্রগণের পালনপোষণে সম্পূর্ণ সমর্থা। ইহা তুমি আমি অপেক্ষাও হইতেও উৎকৃষ্ট মনে করি এবং কুন্তীর প্রভু যুধিষ্ঠির ও অন্য যুধিষ্ঠিরের আয়ত্ত আছেন। আমি তাঁহার ন্যায় পুত্রগণের পালন করিতে সমর্থা নহি, তাহাতে আমি দোষে অন্তর্গত ঘটে; সুতরাং আমি পতিরই অনুগমন করিতে ইচ্ছা করি। ধর্ম্মলোকের জ্যেষ্ঠা দেবী কুন্তীদেবী আমাকে অনুমতি দিন। আমি ধর্ম্ম [illegible] [illegible], [illegible], যুধিষ্ঠির কল্যাণজনক পর্য্যন্ত [illegible] সেবা করিব; তাহারা এক সময়ে আমাকে অনুমতি দিন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে মহারাজ! এই কথা বলিয়া মাদ্রী কুন্তীকে প্রণাম করিয়া নিজ পুত্রদ্বয়কে কুন্তীর হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি ঋষিগণকে প্রণাম এবং পাণ্ডবগণকে আলিঙ্গন ও তাঁহাদের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া এক হস্তে নকুল পুত্রদ্বয় ও অন্য হস্তে যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিয়া এই কথা বলিলেন।

মাদ্রী বলিলেন,—কুন্তী তোমার প্রকৃত জননী, আমি শুধু বিমাতা মাত্রই কল্পনা করিয়াছি। তোমরা অবর্ণিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তোমাদের অন্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতা যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান রহিয়াছেন; সে তোমাদের চতুর্ব্বর্গেরই পিতা। যাহারা পবিত্রমনে অনুশাসনে থাকে ও বশীভূত হইয়া অবস্থান করে, তাহারা কখনও বিনাশ বা পরাভব প্রাপ্ত হয় না। অতএব তোমরা সকলেই যথাযোগ্যভাবে গুরুজনের বাক্য পালন করিবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ঋষিগণ ও পৃথাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া মাদ্রী পুনরায় কুন্তীকে বলিলেন—হে যুধিষ্ঠিরজননি! তুমি ধন্য, তোমার তুল্য নারী কেহই নাই। যেহেতু, তুমি যশস্বী অতি তেজস্বী পুত্রগণের বীরা, তেজ, কীর্ত্তি ও মহিমা

ত্বমসি জ্যেষ্ঠা পূজ্যানাং পূজনীয়াভিবন্দনাম্।
[illegible] মম মাননীয়াসি চ ॥

ধর্ম্মে নিপুণমার্গায়াং [illegible] ন কৃতা ভবেৎ।
আর্য্যে [illegible] চ মম পূজ্যা চ সর্ব্বদা ॥

জ্যেষ্ঠা বরিষ্ঠা চ দেবী ভূষিতা সদ্গুণৈঃ শুভৈঃ।
অভ্যনুজ্ঞাতুমর্হাসি ত্বং মাং ধর্ম্মদর্শিনি ॥

স্বর্গং ধর্ম্মঞ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ত্বৎপ্রসাদাদবাপ্নুয়াম্।
যথা তথা বিধৎস্বেহ মা চ কার্য্যা বিচারণাম্ ॥

বাষ্পসন্দিগ্ধয়া বাচা কুন্ত্যুবাচ যশস্বিনী।
অনুজ্ঞাতাসি কল্যাণি ত্রিদিবে সঙ্গমোঽস্তু তে।
ভর্ত্রা সহ বিশালাক্ষি ক্ষিপ্রমদ্যৈব ভামিনি ॥
সঙ্গতা স্বর্গলোকে ত্বং রমেথাঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥)

রাজ্ঞঃ শরীরেণ সহ মমাপীদং কলেবরম্।
দগ্ধব্যং সুপ্রতিচ্ছন্নমেতদার্য্যে প্রিয়ং কুরু ॥২৯

দারকেষ্বপ্রমত্তা চ ভবেথাশ্চ হিতা মম।
অতোঽন্যন্ন প্রপশ্যামি সন্দেষ্টব্যং হি কিঞ্চন ॥৩০

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা তং চিতাগ্নিস্থং ধর্ম্মপত্নী নরর্ষভম্।
মদ্ররাজসুতা তূর্ণমন্বারোহদ্ যশস্বিনী ॥৩১

(ততঃ পুরোহিতঃ প্রাজ্ঞঃ প্রেতকর্ম্মণি পারগঃ।
হিরণ্যশকলাজ্যাক্তৈঃ তিলান্ দধি চ তণ্ডুলান্ ॥

উদকুম্ভং [illegible] সমানীয় তপস্বিভিঃ।
অগ্নিহোত্রবিধানজ্ঞো ধ্যানাত্মা [illegible]।
কাশ্যপঃ কারয়ামাস পাণ্ডোঃ প্রেতস্য তং ক্রিয়াম্ ॥

অমাত্যবন্ধুভিঃ সার্দ্ধং ঋত্বিগ্ভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
উদকং কৃতবাংস্তত্র পুরোহিতমতে স্থিতঃ ॥

সমভাবে দর্শন করিবে। ধর্ম্ম রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়া আমি দেবিগণের সমক্ষে যে কথা বলিলাম, তাহা কখনও মিথ্যা হইবে না। তুমি আর্য্যা, অতএব আমার অভিবাদন ও পূজার পাত্র। তুমি জ্যেষ্ঠা ও সকলগুণে আমা হইতে শ্রেষ্ঠা। হে ধর্ম্মদর্শিনি! তুমি আমাকে অনুমতি দাও, তোমার প্রসাদে আমি স্বর্গ ও কীর্ত্তি যেন লাভ করিতে পারি; বিনা বিচারে তুমি এইরূপ ব্যবস্থা করিবে। তখন অশ্রুপূর্ণবাক্যে যশস্বিনী কুন্তী বলিলেন—হে কল্যাণি! আমি তোমাকে অনুমোদন করিতেছি, মহারাজের সহিত স্বর্গে তোমার মিলন হউক। হে বিশালাক্ষি! হে ভামিনি! তুমি আজই স্বর্গে গিয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইবে এবং দীর্ঘকাল তাঁহার সহিত রমণ করিবে।)

মাদ্রী বলিলেন,—দেবি! আমার স্বামীর দেহের সহিত আমাকে ভাল করিয়া ঢাকিয়া দিয়া শীঘ্র দাহ করিয়া আমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন কর।২৯

পুত্রদ্বয়ের প্রতি সাবধান হইয়া উহাদের পালন করিবে এবং আমাদের হিতসাধনে ব্যস্ত থাকিবে। আমার আর কিছু বলিবার নাই।৩০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই বলিয়া চিতাস্থিত ধার্ম্মিক মহারাজের অপর পার্শ্বে যশস্বিনী ধর্ম্মপত্নী মাদ্রী সত্বর আরোহণ করত শয়ন করিলেন।৩১

(তদনন্তর প্রেতকার্য্যে অভিজ্ঞ পুরোহিত কাশ্যপ, সুবর্ণখণ্ড, ঘৃত, তিল, দধি, তণ্ডুল, জলপূর্ণ কলস প্রভৃতি তপস্বিগণের দ্বারা আনাইয়া অনবরত অগ্নি আহুতি করত যথাবিধি মহারাজ পাণ্ডুর প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিলেন। ঋষিগণের সহিত নিষ্পাপ মুনিও সূক্ত পাঠ করিয়া পুরোহিতের মতানুসারে তিলাঞ্জলি প্রেতের উদ্দেশ্যে

অশৌচস্য কৃত্যানি শতশৃঙ্গনিবাসিনঃ।
তাপসা বিধিবচ্চক্রুশ্চারণা ঋষিভিঃ সহ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি পাণ্ডুশ্রাদ্ধে
চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৪

শ্রাদ্ধ করিলেন। শতশৃঙ্গনিবাসী মুনিগণ ঋষি ও চারণগণের সহিত মিলিয়া মহারাজ পাণ্ডুর (অশৌচকার্য্যসমূহ যথারীতি পালন করাইলেন।)

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত সম্ভবপর্বে পাণ্ডুশ্রাদ্ধে চতুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

(কুন্ত্যাঃ পাণ্ডবানাং মুনীনাং হস্তিনাপুরে গমনং, ভীষ্মায় ধৃতরাষ্ট্রায় চ তৎসমর্পণঞ্চ ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।
পাণ্ডোরবিরতং দৃষ্ট্বা দেবকল্পা মহর্ষয়ঃ।
ততো মন্ত্রবিদঃ সর্বে মন্ত্রয়াঞ্চক্রিরে মিথঃ ॥১

তাপসা ঊচুঃ।
হিত্বা রাজ্যঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ স মহাত্মা মহাযশাঃ।
অস্মিন্ স্থানে তপস্তপ্তুং তাপসান্ শরণং গতঃ ॥২

স জাতমাত্রান্ পুত্রাংশ্চ দারাংশ্চ ভবতামিহ।
প্রদায়োপনিধিং রাজা পাণ্ডুঃ স্বর্গমিতো গতঃ ॥৩

তস্যেমানাত্মজান্ দেহং ভার্য্যাঞ্চ সুমহাত্মনঃ।
স্বরাষ্ট্রং(১) গৃহ্য গচ্ছামো ধর্ম এষ হি নঃ স্মৃতঃ ॥৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তে পরস্পরমামন্ত্র্য দেবকল্পা মহর্ষয়ঃ।
পাণ্ডোঃ পুত্রান্ পুরস্কৃত্য নগরং নাগসাহ্বয়ম্ ॥৫

উদারমনসঃ সিদ্ধা গমনে চক্রিরে মনঃ।
ভীষ্মায় পাণ্ডবান্ দাতুং ধৃতরাষ্ট্রায় চৈব হি ॥৬

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ঋষিগণ কর্তৃক কুন্তী ও পাণ্ডবগণকে লইয়া হস্তিনাপুরে গমন এবং ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাঁহাদের সমর্পণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডুর মৃত্যু দেখিয়া মন্ত্রবিদ্ দেবতুল্য মহর্ষিগণ সকলে মিলিয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিলেন ॥১

তাপসগণ বলিলেন,—সেই মহাযশস্বী মহাত্মা পাণ্ডু এই স্থানে তপস্যা করিয়া তাপসগণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন ॥২

তিনি জন্মিবামাত্রই পুত্রগণকে এবং নিজের দুই পত্নীকে আপনাদের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন ॥৩

আমাদের এখন উচিত এই কার্য্য যে, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রগণ, তাঁর শরীর* ও মাদ্রীর শরীর এবং কুন্তীকে লইয়া হস্তিনাপুরে যাওয়া ॥৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া উদারচিত্ত, সিদ্ধপুরুষ মহর্ষিগণ পাণ্ডুর পুত্রগণের সহিত কুন্তীকে লইয়া ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের হাতে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবার জন্য হস্তিনাপুরে যাইতে উদ্যত হইলেন ॥৫-৬

পাঠান্তর:—(১) স্বরাষ্ট্রে।

* টীকাতে নীলকণ্ঠের মতে 'অস্থি'।

তস্মিন্নেব ক্ষণে সর্বে তানাদায় প্রতস্থিরে ।
পাণ্ডোর্দারাংশ্চ পুত্রাংশ্চ শরীরঞ্চ তে চ তাপসাঃ ॥৭
সুখিনী সা পুরা ভূত্বা সততং পুত্রবৎসলা ।
প্রপন্না দীর্ঘমধ্বানং সংক্ষিপ্তং তদমন্যত ॥৮
সা নাতিদীর্ঘেণ কালেন সম্প্রাপ্তা কুরুজাঙ্গলম্ ।
বর্দ্ধমানপুরদ্বারমাসসাদ যশস্বিনী * ॥৯
দ্বারিণং তাপসা ঊচূ রাজানঞ্চ প্রকাশয় ।
তে তু গত্বা ক্ষণেনৈব সভায়াং বিনিবেদিতাঃ ॥১০
তং চারণসহস্রাণাং মুনীনামাগমং তদা ।
শ্রুত্বা নাগপুরে নৄণাং বিস্ময়ঃ সমপদ্যত ॥১১
মুহূর্তোদিত আদিত্যে সর্বে ধর্মপুরস্কৃতাঃ ।
সদারাস্তাপসান্ দ্রষ্টুং নির্যযুঃ পুরবাসিনঃ ॥১২
স্ত্রীসংঘাঃ ক্ষত্রসংঘাশ্চ যানসংঘান্ সমাস্থিতাঃ ।
ব্রাহ্মণৈঃ সহ নির্জগ্মুর্ব্রাহ্মণানাঞ্চ যোষিতঃ ॥১৩
তথা বিট্শূদ্রসংঘানাং মহান্ ব্যতিকরোঽভবৎ ।
ন কশ্চিদকরোদীর্ষ্যামভবন্ ধর্মবুদ্ধয়ঃ ॥১৪
তথা ভীষ্মঃ শান্তনবঃ সোমদত্তোঽথ বাহ্লিকঃ ।
প্রজ্ঞাচক্ষুশ্চ রাজর্ষিঃ ক্ষত্তা চ বিদুরঃ স্বয়ম্ ॥১৫
সা চ সত্যবতী দেবী কৌশল্যা চ যশস্বিনী ।
রাজদারৈঃ পরিবৃতা গান্ধারী চাপি নির্যযৌ ॥১৬

অনন্তর সেই তাপসগণ পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃতদেহ (১) এবং পুত্রগণের সহিত কুন্তীকে লইয়া হস্তিনাপুরের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।৭

পুত্রবৎসলা কুন্তী পূর্বে সুখিনী থাকিলেও তখন দীর্ঘ পথে যাইবার আগ্রহ এবং ঋষিগণের যোগশক্তির উদয়ের বলে দীর্ঘপথকে সংক্ষিপ্ত পথ বলিয়া মনে করিলেন।৮

যশস্বিনী কুন্তী অল্পদিনের মধ্যেই কুরুজাঙ্গলে পৌঁছিয়া হস্তিনাপুরের বর্দ্ধমাননামক পুরদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।৯

তাপসগণ দ্বারিগণকে বলিলেন—'তুমি গিয়া রাজাকে সংবাদ দাও'। তাহা শুনিয়া তাহারা সত্বর গিয়া মুহূর্তমধ্যেই রাজসভায় সংবাদ দিল।১০

সহস্র চারণের সহিত মুনিগণের আগমন শুনিয়া হস্তিনাপুরবাসিগণ সকলেই বিস্মিত হইলেন।১১

তখন সূর্যোদয়ের পর মাত্র দুই দণ্ড অতীত হইয়াছিল, এমন সময় পুরবাসিগণ তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য বাহির হইলেন।১২

ক্ষত্রিয়গণের স্ত্রীগণ, ক্ষত্রিয়গণ এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত ব্রাহ্মণীগণও বিভিন্ন প্রকার যানে আরোহণ করিয়া চলিলেন।১৩

তখন বৈশ্য ও শূদ্রগণের সংঘও পরস্পর মিশিয়া গেল; সকলেই ধর্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত

---

* কোন কোন [illegible] নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি ৯ শ্লোকের পর অধিক দেখা যায়—

কুন্ত্যুবাচ ।
[illegible]
[illegible]
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(১) টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে 'অস্থি'।

ধৃতরাষ্ট্রস্য তনয়া দুর্যোধনপুরোগমাঃ।
ভূষিতা ভূষণৈশ্চিত্রৈঃ শতসংখ্যা বিনির্যযুঃ ॥১৭
তান্ মহর্ষিগণান্ দৃষ্ট্বা শিরোভিরভিবাদ্য চ।
উপোপবিবিশুঃ সর্বে কৌরব্যাঃ সপুরোহিতাঃ ॥১৮
তথৈব শিরসা ভূমাবভিবাদ্য প্রণম্য চ।
উপোপবিবিশুঃ সর্বে পৌরজানপদা অপি ॥১৯

তমকূজমভিজ্ঞায় জনৌঘং সর্বশস্তদা।
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং পাদ্যেনার্ঘ্যেণ চ প্রভুঃ (১) ॥২০

ভীষ্মো রাজ্যঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ মহর্ষিভ্যো ন্যবেদয়ৎ।
তেষামথো বৃদ্ধতমঃ প্রত্যুত্থায় জটাজিনী।
ঋষীণাং মতমাজ্ঞায় মহর্ষিরিদমব্রবীৎ ॥২১

তাহার কেহ তাহাদের প্রতি উহা প্রকাশ করিল না ॥১৩

অনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লীক, প্রজ্ঞাচক্ষু রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র, ক্ষত্তা বিদুর এবং দেবী সত্যবতী, কৌশল্যা ও গান্ধারী রাজপত্নীগণে পরিবৃত হইয়া বাহির হইলেন। দুর্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্রও সকলেই বিচিত্র ভূষণে বিভূষিত হইয়া নির্গত হইলেন ॥১৪-১৭

পুরোহিতগণের সহিত কৌরবগণ মহর্ষিগণকে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করত তাঁহাদের নিকটে উপবেশন করিলেন। পুরবাসিগণও তাঁহাদিগকে ভূমিতে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের নিকটে বসিলেন ॥১৮-১৯

নিঃশব্দে শান্তভাবে জনতা উপবিষ্ট হইয়াছে দেখিয়া প্রভাবশালী ভীষ্মদেব পাদ্য ও অর্ঘ্যদ্বারা তাঁহাদের যথারীতি পূজা করিয়া রাজ্য ও রাষ্ট্রের বিবরণ নিবেদন করিলেন ॥২০

যঃ স কৌরব্যদায়াদঃ পাণ্ডুর্নাম নরাধিপঃ।
কামভোগান্ পরিত্যজ্য শতশৃঙ্গমিতো গতঃ ॥২২
(স যথোক্তং তপস্তেপে তত্র মূলফলাশনঃ।
পত্নীভ্যাং সহ ধর্মাত্মা কঞ্চিৎ কালমতন্দ্রিতঃ।
তেন বৃত্তসমাচারৈস্তপসা চ তপস্বিনঃ।
তোষিতাস্তাপসাস্তত্র শতশৃঙ্গনিবাসিনঃ।)
ব্রহ্মচর্যব্রতস্থস্য তস্য দিব্যেন হেতুনা।
সাক্ষাদ্ ধর্মাদয়ং পুত্রস্তস্য জাতো যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৩
তথৈনং বলিনাং শ্রেষ্ঠং তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
মাতরিশ্বা দদৌ পুত্রং ভীমং নাম মহাবলম্ ॥২৪
পুরুহূতাদয়ং জজ্ঞে কুন্ত্যামেব ধনঞ্জয়ঃ (২)।
যস্য কীর্তির্মহেষ্বাসান্ সর্বানভিভবিষ্যতি ॥২৫

ঋষিদলের মধ্য হইতে একজন বৃদ্ধতম মহর্ষি অন্যান্য ঋষিগণের সম্মতি অনুসারে উঠিয়া বলিতে লাগিলেন ॥২১

কুরুবংশের উত্তরাধিকারী যে মহারাজ পাণ্ডু কাম্য বিষয় ভোগ পরিত্যাগ করত এস্থান হইতে শতশৃঙ্গ পর্বতে গিয়াছিলেন ॥২২

(সেই ধর্মাত্মা পাণ্ডু সেখানে ফল-মূল আহার করত সাবধান হইয়া দুই পত্নীর সহিত অবধান-পূর্বক শাস্ত্রবিধি অনুসারে কিছুকাল কঠোর তপস্যা করিলেন। তিনি স্বীয় আচার, ব্যবহার ও তপস্যাদ্বারা শতশৃঙ্গবাসী মুনিগণকে সন্তুষ্ট করিলেন।)

তিনি সেখানে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত আচরণ করেন, কিন্তু কোন অলৌকিক উপায়ে তাঁহার অনুমতি অনুসারে তাঁহারই ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ ধর্ম হইতে এই জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠির উৎপন্ন হইয়াছেন ॥২৩

এইরূপে সেই মহাত্মা রাজা পাণ্ডুকে (অনুরূপ অলৌকিক উপায়েই) বায়ুদেবতা এই মহাবলশালী ভীমসেননামে পুত্র প্রদান করিয়াছেন ॥২৪

পাঠান্তর—(১)—প্রভো।

পাঠান্তর :—(২)—ইন্দ্রাৎ সত্যপরাক্রমঃ।

যৌ তু মাদ্রী মহেষ্বাসাবসূত পুরুষর্ষভৌ।
অশ্বিভ্যাং পুরুষব্যাঘ্রাবিমৌ তাবপি পশ্যত ॥২৬
([illegible] ।
পাণ্ডবৌ [illegible] ॥)
চরতা ধর্ম্মনিত্যেন বনবাসং যশস্বিনা।
এষ(১) পৈতামহো বংশঃ পাণ্ডুনা পুনরুদ্ধৃতঃ ॥২৭
পুত্রাণাং জন্ম বৃদ্ধিঞ্চ বৈদিকাধ্যয়নানি চ।
পশ্যতঃ সততং পাণ্ডোঃ পরা প্রীতিরবর্দ্ধত ॥২৮
বর্ত্তমানঃ সতাং বৃত্তে পুত্রলাভমবাপ্য চ।
পিতৃলোকং গতঃ পাণ্ডুরিতঃ সপ্তদশেঽহনি ॥২৯
তং চিতাগতমাজ্ঞায় বৈশ্বানরমুখে হুতম্।
প্রবিষ্টা পাবকং মাদ্রী হিত্বা জীবিতমাত্মনঃ ॥৩০

আর এই মহাধনুর্দ্ধর পুত্রটি কুন্তীর গর্ভে জাত, ইন্দ্র কর্তৃক উৎপন্ন হইয়াছে; ইঁহার কীর্ত্তি পৃথিবীর সকল ধনুর্দ্ধরকে অভিভূত করিবে ॥২৫

মাদ্রী অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে যে বীর মহাধনুর্দ্ধর, পুরুষশ্রেষ্ঠ দুইটি সন্তান প্রসব করিয়াছেন, তাহারাই এই যমজ দুই ভাই, তাহাদিগকেও আপনারা সকলেই দেখুন ॥২৬

(তাঁহাদের নাম নকুল ও সহদেব। এই দুই পাণ্ডুপুত্রই মনোহর, অমিততেজা ও অপরাজেয়।)

ধর্ম্মনিষ্ঠ যশস্বী পাণ্ডু বনবাস করেন এবং তখন তাঁহার বংশ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই এই পুত্রগণ দ্বারা তাহার উদ্ধার হইয়াছে ॥২৭

সর্ব্বদাই পাণ্ডুর পুত্রগণের জন্ম হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি এবং তাহাদের বেদাধ্যয়নাদি দর্শন করিয়া অন্তরে বড়ই আনন্দ হইত ॥২৮

এইরূপ সদাচারে অবস্থান করত পুত্রলাভ করিয়া তিনি আজ হইতে সপ্তদশ দিবসের পূর্ব্বে পিতৃলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥২৯

সা গতা সহ তেনৈব পতিলোকমনুব্রতা।
তস্যাস্তস্য চ যৎ কার্য্যং ক্রিয়তাং তদনন্তরম্ ॥৩১
(পুত্রাংশ্চ [illegible] পাণ্ডবানাং দর্শিতাঃ।
যথানুগৃহ্য ধর্ম্মো হ্যেষ সনাতনঃ ॥)
ইমে তয়োঃ শরীরে দ্বে পুত্রাশ্চেমে তয়োর্বরাঃ।
ক্রিয়াভিরনুগৃহ্যন্তাং সহ মাত্রা পরন্তপাঃ ॥৩২
প্রেতকার্য্যে নিবৃত্তে তু পিতৃমেধং মহাযশাঃ।
লভতাং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ পাণ্ডুঃ কুরুকুলোদ্বহঃ ॥৩৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা কুরূন্ সর্ব্বান্ কুরূণামেব পশ্যতাম্।
ক্ষণেনান্তর্হিতাঃ সর্ব্বে তাপসা গুহ্যকৈঃ সহ ॥৩৪

পাণ্ডু দেহত্যাগ করিয়াছেন জানিয়া তাঁহার চিতাগ্নিতে সহমরণের ইচ্ছায় মাদ্রীদেবী প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন ॥৩০

পতিব্রতা মাদ্রীদেবী তাঁহার সহিতই পতিলোকে গমন করিয়াছেন। এখন তাঁহার এবং পাণ্ডুর প্রেতকার্য্য আপনারা করুন ॥৩১

(পুত্রের (তৃতীয়) সন্তানও এই যশস্বী পাণ্ডুপুত্রগণকে আপনারা অনুগ্রহ করুন। এইটিই সনাতন ধর্ম্ম।)

পাণ্ডু ও মাদ্রীর এই শরীরদ্বয় এবং তাঁহাদের পুত্রগণকে আমরা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি; আপনারা উভয়ের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করত মাতার সহিত ইহাদিগকে অনুগ্রহ করুন ॥৩২

অনন্তর প্রেতকার্য্য শেষ হইলে মহাযশস্বী সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ কুরুকুলশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু পিতৃমেধযজ্ঞফল লাভ করুন ॥৩৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কুরুবংশীয়গণকে এই কথা বলিয়া তাঁহাদের সমক্ষে সমস্ত তপস্বিগণ* গুহ্যকদিগের সহিত মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন ॥৩৪

পাঠান্তর :—(১) এব—।

* গুহ্যকেরা দেবযোনিবিশেষ।

সর্বৈর্বিপ্রগণৈস্তাভ্যাং ঋষিভিশ্চ পূজ্য।
ঋষিভিস্তান্ দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং তে পরং যযুঃ ॥৩৮

(কৌরবাঃ সমন্ততঃ সাধু সাধ্বিতি বিস্মিতাঃ ॥)

সেখানে উপস্থিত সকল লোকই বহুকালমৃত তাহা ঋষি ও বিদ্যাধরগণের পূজিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি ঋষিসংবাদে
পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৫

(তখন কৌরবগণ সকলেই সহসা উচ্চৈঃ বিস্ময়াপন্নভাবে সাধু সাধু বলিয়া একবারে কহিতে লাগিলেন।)

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশপ্রণীত ভারতকৌমুদী টীকা সহিত মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত সম্ভবপর্বে
ঋষিসংবাদে পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[পাণ্ডোর্মাদ্র্যাশ্চ সংস্কারঃ, জ্ঞাতীনাং তর্পণম্।]

ভীষ্ম উবাচ।

পাণ্ডোর্বিদুর! সর্বাণি প্রেতকার্য্যাণি কারয়।
রাজবদ্ রাজসিংহস্য মাদ্র্যাশ্চৈব বিশেষতঃ ॥১
পশূন্ বাসাংসি (১) রত্নানি ধনানি বিবিধানি চ।
পাণ্ডোঃ প্রযচ্ছ মাদ্র্যাশ্চ যেভ্যো যাবচ্চ বাঞ্ছিতম্ ॥২
যথা চ কুন্তী সৎকারং কুর্য্যান্মাদ্র্যাস্তথা কুরু।
যথা ন বায়ুর্নাদিত্যঃ পশ্যেতাং তাং সুসংবৃতাম্ ॥৩

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডু ও মাদ্রীর সৎকার এবং জ্ঞাতিগণকর্তৃক তর্পণ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—হে বিদুর! তুমি মহারাজ পাণ্ডু ও মহিষী মাদ্রীর রাজ-যোগ্য ভাবে প্রেতকার্য্যসমূহ সম্পাদন করাও ॥১

পাণ্ডু ও মাদ্রীর পারলৌকিক জন্য পশু, বস্ত্র, রত্ন, ধন ও বিবিধ বস্তুসমূহ ব্রাহ্মণগণকে প্রার্থনানুসারে দান কর ॥২

ন শোচ্যঃ পাণ্ডুরনঘঃ প্রশস্যঃ স নরাধিপঃ।
যস্য পঞ্চ সুতা বীরা জাতাঃ সুরসুতোপমাঃ ॥৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিদুরস্তং তথেত্যুক্ত্বা ভীষ্মেণ সহ ভারত।
পাণ্ডুং সংস্কারয়ামাস দেশে পরমপূজিতে ॥৫

কুন্তী যেরূপ ইচ্ছা করিবে, তাহার দ্বারা সেই রূপেই মাদ্রীর প্রেতকার্য্যসমূহ অনুষ্ঠান করাও। মাদ্রীর দেহকে এমনভাবে আচ্ছাদিত করাইবে, যাহাতে সূর্য্য ও বায়ু তাহাকে দেখিতে না পায় ॥৩

রাজা পাণ্ডুর জন্য তোমরা শোক করিও না, বরং তাহার প্রশংসা কর, যেহেতু, তাহার দেবতুল্য পাঁচটী পুত্র জন্মিয়াছে ॥৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভারত! বিদুরও "তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া ভীষ্মের সহিত পবিত্র স্থানে পাণ্ডুর অস্থির সংস্কার করাইলেন ॥৫

পাঠান্তরঃ—(১) পশূন্ ধনানি—।

ততস্ত নগরাৎ তূর্ণমাজ্যহোমপুরস্কৃতাঃ ।
নির্জগ্মঃ পাবকা দীপ্তাঃ পাণ্ডো রাজন্
পুরোহিতৈঃ(১) ॥৬
অথৈনমার্ত্তবৈর্গন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ বিবিধৈর্বরৈঃ ।
শিবিকাং সমলঞ্চক্রুর্বাসসাচ্ছাদ্য সর্ব্বশঃ ॥৭
তাং তথা শোভিতাং মাল্যৈর্বাসোভিশ্চ মহাধনৈঃ ।
অমাত্যা জ্ঞাতয়শ্চৈব সুহৃদশ্চোপতস্থিরে ॥৮
নৃসিংহং নরযুক্তেন পরমালঙ্কৃতেন তম্ ।
অবহন্ যানমুখ্যেন সহ মাদ্র্যা সুসংবৃতম্(২) ॥৯
পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ(৩) চামরব্যজনেন চ ।
সর্ব্ববাদিত্রনাদৈশ্চ সমলঞ্চক্রিরে ততঃ ॥১০
রত্নানি চাপ্যুপাদায় বহূনি শতশো নরাঃ ।
প্রদদুঃ কাঙ্ক্ষমাণেভ্যঃ পাণ্ডোস্তত্রৌর্দ্ধদেহিকম্(৪) ॥
অথচ্ছত্রাণি শুভ্রাণি চামরাণি বৃহন্তি চ ।
আজহ্রুঃ কৌরবস্যার্থে বাসাংসি রুচিরাণি চ ॥১২
যাজকৈঃ শুক্লবাসোভির্হূয়মানা হুতাশনাঃ(৫) ।
অগচ্ছন্নগ্রতস্তস্য দীপ্যমানাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥১৩
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব সহস্রশঃ ।
রুদন্তঃ শোকসন্তপ্তা অনুজগ্মুর্নরাধিপম্ ॥১৪
অয়মস্মানপাহায় দুঃখে চাধায় শাশ্বতে ।
কৃত্বাঽনাথান্ পরো নাথঃ ক্ব যাস্যতি নরাধিপঃ ॥১৫
ক্রোশন্তঃ পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে ভীষ্মো বিদুর এব চ ।
রমণীয়ে বনোদ্দেশে গঙ্গাতীরে সমে শুভে ॥১৬
ন্যাসয়ামাসুরথ তাং শিবিকাং সত্যবাদিনঃ ।
সভার্য্যস্য নৃসিংহস্য পাণ্ডোরক্লিষ্টকর্ম্মণঃ ॥১৭

হে রাজন্! তদনন্তর পাণ্ডু ও মাদ্রীর দাহসংস্কার করাইবার জন্য পুরোহিতগণ ঘৃতহোমপূর্ব্বক অগ্নিহোত্রের অগ্নি লইয়া দ্রুত নগর হইতে বাহির হইলেন ॥৬

অনন্তর বসন্তঋতুজাত নানাপ্রকার সুন্দর পুষ্প এবং শ্রেষ্ঠ গন্ধ দ্বারা এক শিবিকা আনিয়া সজ্জিত করত চতুর্দিকে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইল। এইরূপ বহুমূল্য বস্ত্র ও পুষ্পমাল্যশোভিত শিবিকার নিকট মন্ত্রী, জ্ঞাতি, বন্ধু, সুহৃদ্গণ সকলে সমবেত হইলেন। ঐ শিবিকায় পাণ্ডু ও মাদ্রীর শবদেহ সজ্জিত করিয়া স্থাপন হইল এবং ঐ শিবিকা দ্বারা সকল মনুষ্যগণ মাদ্রীর সহিত নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুর শবদেহ বহন করিতে লাগিল। ঐ শিবিকার উপর শ্বেতবর্ণ ছত্র ধরা হইল এবং চামর ব্যজন করান হইয়াছিল। সমস্ত বাদ্যধ্বনি করিয়া লোকেরা বাজাইতে লাগিল ॥৭-১০

পাণ্ডুর ঔর্দ্ধদেহিক কৃত্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন রত্ন লইয়া শত শত লোক প্রার্থিগণকে দিতে লাগিল। অনেকে পাণ্ডুর জন্য শুভ্রছত্র, চামর এবং সুন্দর সুন্দর বস্ত্র সমূহ লইয়া চলিল ॥১১-১২

পুরোহিতেরা শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিয়া অগ্নিহোত্রের অগ্নিতে আহুতি দিতে দিতে শিবিকার আগে আগে চলিতে লাগিলেন এবং পিছনে পিছনে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতীয় লোকেরা কাঁদিতে কাঁদিতে পাণ্ডুর অনুগমন করিলেন ॥১৩-১৪

তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—হে রাজন্! আমাদের সকলকে অনাথ করিয়া এবং চিরকালের জন্য দুঃখের মধ্যে ফেলিয়া আপনি কোথায় যাইতেছেন? ॥১৫

ভীষ্ম, বিদুর ও পাণ্ডবেরা সকলেই কাঁদিতে কাঁদিতে গঙ্গাতীরে রমণীয় বনমধ্যে গিয়া সমতলে, সত্যবাদী, অক্লান্তকর্মকারী পাণ্ডু ও মাদ্রীর সেই শিবিকা রাখিতে লাগাইলেন ॥১৬-১৭

পাঠান্তরম্।—(১)—পাণ্ডোঃ পুরোহিতাঃ। (২)—সুসংস্কৃতম্।
(৩)—পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ।
(৪)—পাণ্ডোস্তত্রৌর্দ্ধদেহিকম্।

পাঠান্তরম্ :—(৫)—হূয়মানৈর্হুতাশনৈঃ।

ততস্তস্য শরীরং তু(১) সর্বগন্ধাধিবাসিতম্ ।
শুচিকালীয়কাদিগ্ধং দিব্যচন্দনরূষিতম্ ॥১৮
পর্যষিঞ্চন্ জলেনাশু (২) শাতকুম্ভময়ৈর্ঘটৈঃ ।
চন্দনেন চ শুক্লেন সর্বতঃ সমলেপয়ন্ ॥১৯
কালাগুরুবিমিশ্রেণ তথা তুঙ্গরসেন চ ।
অথৈনং দেশজৈঃ শুক্লৈর্বাসোভিঃ সমযোজয়ন্ ॥২০
সংছন্নঃ স তু বাসোভির্জীবন্নিব নরাধিপঃ ।
শুশুভে স নরব্যাঘ্রো মহার্হশয়নোচিতঃ ॥২১
(হংসবর্ণাভিনা সর্বে বাসসা সম্পুটীকৃতাঃ ।
বেদোক্তেন বিধানেন ক্রিয়াশ্চক্রুঃ সমন্ততঃ ॥)
যাজকৈরভ্যনুজ্ঞাতে প্রেতকর্মণ্যনুষ্ঠিতে ।
ঘৃতাবসিক্তং রাজানং সহ মাদ্র্যা স্বলঙ্কৃতম্ ॥২২

তুঙ্গপদ্মকমিশ্রেণ চন্দনেন সুগন্ধিনা ।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্গন্ধৈর্বিধিনা সমদাহয়ন্ ॥২৩
ততস্তয়োঃ শরীরে তে দৃষ্ট্বা মোহবশং গতা ।
হা হা পুত্রেতি কৌসল্যা পপাত সহসা ভুবি ॥২৪
তাং প্রেক্ষ্য পতিতামার্তাং পৌরজানপদো জনঃ ।
রুরোদ দুঃখসন্তপ্তো রাজভক্ত্যা কৃপান্বিতঃ ॥২৫
ক্লান্তানীবার্তনাদেন সর্বাণি চ বিচুক্রুশুঃ ।
মানুষৈঃ সহ ভূতানি তির্যগ্যোনিগতান্যপি ॥২৬
তথা ভীষ্মঃ শান্তনবো বিদুরশ্চ মহামতিঃ ।
সর্বশঃ কৌরবাশ্চৈব প্রাণদন্ ভৃশদুঃখিতাঃ ॥২৭
ততো ভীষ্মোঽথ বিদুরো রাজা চ সহ পাণ্ডবৈঃ ।
উদকং চক্রিরে তস্য সর্বাশ্চ কুরুযোষিতঃ ॥২৮

তাহারা ঐ পাণ্ডুর দেহটি সকল প্রকার গন্ধদ্রব্য, দিব্য পবিত্র কৃষ্ণ অগুরু চন্দনে চর্চিত করিয়া জলপূর্ণ সুবর্ণ কলসের দ্বারা স্নান করাইলেন, তাহার পর আবার শ্বেতচন্দন দিয়া লেপিত করিলেন এবং অগুরু মিশ্রিত তুঙ্গরসের উপর দেশজাত শুক্লবস্ত্রের দ্বারা শরীরকে আচ্ছাদন করিলেন ।১৮-২০

মহামূল্য শয্যায় শয়নের যোগ্য নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু বস্ত্রসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া জীবিতের ন্যায় সুন্দর দেখাইতে লাগিলেন ।২১

(যাজক ও পুরোহিতগণ হংসবর্ণ বস্ত্রদ্বারা সর্বাঙ্গ আচ্ছাদনপূর্বক বেদোক্তবিধানে ক্রিয়াকলাপপূর্বক সকলে অগ্নিসংযোগ করিলেন ।)

যাজকগণের অনুমতি অনুসারে যখন প্রেতকার্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল, তখন মাদ্রীর সহিত রাজাকে ঘৃতে অভিষিক্ত করিয়া তুঙ্গ ও পদ্মক মিশ্রিত সুগন্ধি চন্দন ও অন্যান্য আরও সুগন্ধি কাষ্ঠসমূহের দ্বারা যথাবিধানে দাহ করান হইল ।২২-২৩

তখন তাঁহাদের দুইজনের শরীর জ্বলিতে দেখিয়া কৌসল্যা (অম্বালিকা) "হা পুত্র" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইলেন ।২৪

তাঁহাকে পতিত ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া পুরবাসিগণ ও জনপদবাসিগণ রাজার প্রতি ভক্তিবশতঃ ও মাদ্রীর প্রতি করুণাবশতঃ রোদন করিতে লাগিলেন ।২৫

মনুষ্যের আর্তনাদবশতঃ মানুষ হইতে তির্যগ্-যোনি পর্যন্ত সকল প্রাণীই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল ।২৬

এইরূপ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, মহামতি বিদুর এবং অন্যান্য কৌরবগণও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন ।২৭

তদনন্তর ভীষ্ম, বিদুর, রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডবগণের সহিত পাণ্ডুর উদ্দেশে উদকাঞ্জলি দান অর্পণ করিলেন ।২৮

পাঠান্তর:—(১)—তৎ— । (২) পর্যষিঞ্চন্ ততস্তে—।

রুদন্তঃ পাণ্ডবাঃ সর্বে ভীষ্মঃ শান্তনবস্তথা।
বিদুরো জ্ঞাতয়শ্চৈব চক্রুশ্চাপ্যুদকক্রিয়াঃ॥২৯
কৃতোদকাংস্তানাদায় পাণ্ডবাঞ্ছোককর্শিতান্(১)।
সর্বাঃ প্রকৃতয়ো রাজন্ শোচমানা ন্যবারয়ন্(২)॥৩০
যথৈব পাণ্ডবা ভূমৌ সুষুপুঃ সহ বান্ধবৈঃ।
তথৈব নাগরা রাজন্ শিশ্যিরে ব্রাহ্মণাদয়ঃ॥৩১
তদনানন্দমস্বস্থমাকুমারমহৃষ্টবৎ।
বভূব পাণ্ডবৈঃ সার্ধং নগরং দ্বাদশ ক্ষপাঃ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি পাণ্ডুদাহে ষড়্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১২৬

পাণ্ডুপুত্রগণ, শান্তনুপুত্র ভীষ্ম, বিদুর এবং জ্ঞাতিগণ সকলেই কাঁদিতে থাকিলেন এবং সেই সঙ্গে তর্পণ করিলেন॥২৯

হে রাজন্! সকল প্রজা স্বয়ং শোকার্ত হইয়াও জলাঞ্জলি হইতে বিরত এবং শোকে দুর্বল পাণ্ডবগণকে শোক করিতে বারণ করিতে লাগিলেন॥৩০

হে রাজন্! জ্ঞাতিগণের সহিত পাণ্ডুপুত্রগণ যেমন ভূমিতে শয়ন করিলেন, তেমনই ব্রাহ্মণাদি সকল প্রজাও বাহিরে পর্যন্ত ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন। আবালবৃদ্ধবনিতা সকল নগরের লোক বার রাত্রি পর্যন্ত পাণ্ডবগণের সহিত অস্বস্থ, হর্ষহীন পরিতাপ করত দুঃখিত হইয়া রহিলেন॥৩১-৩২

পাঠান্তরম্—(১) —পাণ্ডবান্ শোকবিহ্বলান্।
(২) —শোচমানাঃ সমবারয়ন্।

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত সম্ভবপর্বে পাণ্ডুদাহনামক ষড়্বিংশত্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[পাণ্ডব-কৌরবকুমারাণাং বাল্যক্রীড়া, ভীমস্য দুর্যোধনকৃত বিষদানম্, গঙ্গায়াং নিক্ষেপঃ, ভীমস্য নাগলোকপ্রাপ্তিঃ, অষ্টকুণ্ডামৃত-রসপানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ কুন্তী চ রাজা চ ভীষ্মশ্চ সহ বন্ধুভিঃ।
দদুঃ শ্রাদ্ধং তদা পাণ্ডোঃ স্বধামৃতময়ং তদা॥১
কুরূংশ্চ বিপ্রমুখ্যাংশ্চ ভোজয়িত্বা সহস্রশঃ।
রত্নৌঘান্ বিপ্রমুখ্যেভ্যো দত্ত্বা গ্রামবরানপি॥২
কৃতশৌচাংস্ততস্তাংস্তু(১) পাণ্ডবান্ ভরতর্ষভান্।
আদায় বিবিশুঃ সর্বে পুরং বারণসাহ্বয়ম্(২)॥৩
সততং স্মানুশোচন্তস্তমেব(৩) ভরতর্ষভম্।
পৌরজানপদাঃ সর্বে মৃতং স্বমিব বান্ধবম্॥৪

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডব ও কৌরব কুমারগণের বাল্যক্রীড়া, ভীমকে দুর্যোধনের বিষদান ও গঙ্গায় নিক্ষেপ, ভীমের নাগলোকপ্রাপ্তি ও আট হাঁড়ি অমৃতরস পান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তদনন্তর কুন্তী, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম জ্ঞাতিগণের সহিত বিধিপূর্বক অমৃতময় স্বধা দ্বারা পাণ্ডুর শ্রাদ্ধ করিলেন॥১

কুরুবংশীয় জ্ঞাতিগণকে এবং সহস্র সহস্র

পাঠান্তরম্ :—(১) —[illegible]। (২) —নাগসাহ্বয়ম্।
(৩) —সততমনুশোচন্তস্তব।

শ্রাদ্ধাবসানে তু তদা দৃষ্ট্বা তং দুঃখিতং জনম্।
সম্মূঢ়াং দুঃখশোকার্তাং ব্যাসো মাতরমব্রবীৎ ॥৫
অতিক্রান্তসুখাঃ কালাঃ পর্যুপস্থিতদারুণাঃ।
শ্বঃ শ্বঃ পাপিষ্ঠদিবসাঃ পৃথিবী গতযৌবনা ॥৬
বহুমায়াসমাকীর্ণো নানাদোষসমাকুলঃ।
লুপ্তধর্মক্রিয়াচারো ঘোরঃ কালো ভবিষ্যতি ॥৭
কুরূণামনয়াচ্চাপি পৃথিবী ন ভবিষ্যতি।
গচ্ছ ত্বং যোগমাস্থায় যুক্তা বস তপোবনে ॥৮
মা দ্রাক্ষীঃ কুলস্যাস্য ঘোরং সংক্ষয়মাত্মনঃ।
তথেতি সমনুজ্ঞায় সা প্রবিশ্যাব্রবীৎ স্নুষাম্ ॥৯
অম্বিকে তব পৌত্রস্য দুর্নয়াৎ কিল ভারতাঃ।
সানুবন্ধা বিনঙ্ক্ষ্যন্তি পৌরাশ্চৈবেতি নঃ শ্রুতম্।
তৎ কৌশল্যামিমামার্তাং পুত্রশোকাভিপীড়িতাম্।
বনমাদায় ভদ্রং তে গচ্ছাব(১) যদি মন্যসে ॥১১

তথেত্যুক্তা অম্বিকয়া (২) ভীষ্মমামন্ত্র্য সুব্রতা।
বনং যযৌ সত্যবতী স্নুষাভ্যাং সহ ভারত ॥১২
তাঃ সুঘোরং তপস্তপ্ত্বা দেব্যো ভরতসত্তম।
দেহং ত্যক্ত্বা মহারাজ গতিমিষ্টাং যযুস্তদা ॥১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ

অথাপ্তবন্তো (৩) বেদোক্তান্ সংস্কারান্ পাণ্ডবাস্তদা।
সংব্যবর্ধন্ত ভোগাংস্তে ভুঞ্জানাঃ পিতৃবেশ্মনি ॥১৪
ধার্তরাষ্ট্রৈশ্চ সহিতাঃ ক্রীড়ন্তো মুদিতাঃ সুখম্।
বালক্রীড়াসু সর্বাসু বিশিষ্টাস্তেজসাভবন্ (৪) ॥১৫

ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া এবং ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ রত্নসমূহ ও গ্রাম দান করিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ অশৌচমুক্ত পাণ্ডুপুত্রগণকে সঙ্গে করিয়া নগরে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন ॥২-৩

পুরবাসী ও জনপদবাসী প্রজাগণ পাণ্ডুর জন্য এমন শোক করিয়াছিলেন, মনে হইতেছিল যেন তাঁহাদের কোন আত্মীয় মৃত্যু হইয়াছে ॥৪

শ্রাদ্ধাবসানে সকলকেই শোকার্ত দেখিয়া এবং জননী সত্যবতীকে দুঃখিতা ও শোকার্তা দেখিয়া ব্যাসদেব আসিয়া মাতাকে বলিলেন—"সুখের দিনগুলি চলিয়া গিয়াছে, ভয়ানক সময় সম্মুখে আসিয়াছে, পূর্ব পূর্ব দিন অপেক্ষা উত্তরোত্তর দিনগুলি অত্যন্ত পাপময় হইবে; পৃথিবীর যৌবনকাল গত হইয়াছে। অতএব এখন বনগমন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে ॥৫-৬

এমন ভয়ঙ্কর দিন আসিতেছে, যখন চারিদিকে কপটতা ও নানাদোষে ব্যাপ্ত থাকিবে এবং ধর্ম-ক্রিয়া ও আচারসমূহ লুপ্তপ্রায় হইবে ॥৭

(দুর্যোধনাদি) কৌরবগণের অনাচারে পৃথিবী ধ্বংস হইবে। সুতরাং মাতঃ! তুমি তপোবনে যাও, যোগাবলম্বনে দিন কাটাইবে ॥৮

এই বংশের ক্ষয় আর তুমি দেখিও না"। এই কথা শুনিয়া সত্যবতী "তাহাই হউক" বলিয়া পুত্রবধূ অম্বিকাকে বলিলেন—"হে অম্বিকে! তোমার পৌত্রের দুরাচারে ভারতবংশীয়েরা সহিত সমস্ত আত্মীয়গণ ও পুরবাসীরা বিনষ্ট হইবে—এই কথা আমি (ব্যাসমুখে) শুনিলাম। যদি তুমি সঙ্গত বলিয়া মনে কর, তবে আমরা পুত্রশোকার্তা কৌশল্যাকে (অম্বালিকাকে) সঙ্গে করিয়া বনে যাই" ॥৯-১১

হে ভারত! 'তাহাই হউক' বলিয়া অম্বিকাও বনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখন সত্যবতী ভীষ্মের নিকট বিদায় গ্রহণ করত দুই পুত্রবধূকে সঙ্গে করিয়া বনে চলিয়া গেলেন ॥১২

হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ! সেই তিন দেবী বনমধ্যে ঘোর তপস্যা করিয়া দেহত্যাগ করত অভীষ্ট গতি প্রাপ্ত হইলেন ॥১৩

পাঠান্তর:—(১) গচ্ছাম। (২) সাম্বিকা। (৩) অবাপ্নুবন্। (৪) বিশিষ্টাস্তে মহাত্মনাম্।

জবে লক্ষ্যাভিহরণে ভোজ্যে পাংশুবিকর্ষণে।
ধার্তরাষ্ট্রান্ ভীমসেনঃ সর্বান্ স পরিমর্দতি ॥১৬
হর্ষাৎ প্রক্রীড়মানাংস্তান্ গৃহ্য রাজন্ নিলীয়তে(১)।
শিরঃসু বিনিগৃহ্যৈতান্ যোধয়ামাস পাণ্ডবৈঃ(২) ॥১৭
শতমেকোত্তরং তেষাং কুমারাণাং মহৌজসাম্।
এক এব বিমৃদ্নাতি নাতিকৃচ্ছ্রাদ্ বৃকোদরঃ ॥১৮
কচেষু চ নিগৃহ্যৈনান্(৩) বিনিহত্য বলাদ্ বলী।
চকর্ষ ক্রোশতো ভূমৌ ঘৃষ্টজানুশিরোংসকান্ ॥১৯
দশ বালান্ জলে ক্রীড়ন্ ভুজাভ্যাং পরিগৃহ্য সঃ।
আস্তে স্ম সলিলে মগ্নো মৃতকল্পান্ বিমুঞ্চতি ॥২০
ফলানি বৃক্ষমারুহ্য বিচিন্বন্তি চ তে যদা(৪)।
তদা পাদপ্রহারেণ ভীমঃ কম্পয়তে দ্রুমান্ ॥২১
প্রহারবেগাভিহতা দ্রুমা ব্যাঘূর্ণিতাস্ততঃ।
সফলাঃ প্রপতন্তি স্ম দ্রুতং ত্রস্তাঃ কুমারকাঃ ॥২২
ন তে নিযুদ্ধে ন জবে ন যোগ্যাসু কদাচন।
কুমারা উত্তরং চক্রুঃ স্পর্ধমানা বৃকোদরম্ ॥২৩
এবং স ধার্তরাষ্ট্রাংশ্চ স্পর্ধমানো বৃকোদরঃ।
অপ্রিয়েঽতিষ্ঠদত্যন্তং বাল্যান্ন দ্রোহচেতসা ॥২৪
ততো বলমতিখ্যাতং(৫) ধার্তরাষ্ট্রঃ প্রতাপবান্।
ভীমসেনস্য তজ্‌জ্ঞাত্বা দুষ্টভাবমদর্শয়ৎ(৬) ॥২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডুপুত্রেরা বৈদিক সংস্কারসমূহে সংস্কৃত হইয়া এবং পিতৃগৃহে ভোগসমূহ ভোগ করিয়া দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন ॥১৪

ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সহিত একত্র সুখে খেলা করত পাণ্ডবগণ আনন্দিত হইতেন এবং সকল খেলাতেই বৈশিষ্ট্য অর্জন করিতেন ॥১৫

দৌড়দেওয়া, দূরস্থিত কোন লক্ষ্যবস্তুর সমীপে গিয়া উঠাইয়া আনা, আহারে এবং ধূলিক্ষেপণ প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই ভীমসেন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সকলকেই পরাভূত করিতে লাগিলেন ॥১৬

হে রাজন্! ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ আনন্দে খেলা করিতেছে, ভীম হঠাৎ আসিয়া তাহাদের কতকগুলিকে উঠাইয়া লইয়া পলাইয়া যাইতেন, আবার অনেক সময়ে মাথা একত্র করিয়া অন্য পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধাযুদ্ধি করাইয়া দিতেন। এইরূপে একা ভীম একশত এক জনকেই অনায়াসে নিষ্পীড়ন করিতেন। বলবান্ ভীম তাহাদের চুল ধরিয়া পরস্পর ঠোকর লাগাইতেন এবং তাহাদিগকে চুল ধরিয়া ভূমির উপর হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে লইয়া যাইতেন; তাহারা চীৎকার করিত এবং মাথা হাত ছড়িয়া গেলেও ছাড়িতেন না ॥১৭-১৯

জলক্রীড়ার সময় বালকদিগকে লইয়া এমন ডুব দিতেন, তাহারা মৃতকল্প হইয়া যাইত, তবে ছাড়িয়া দিতেন ॥২০

যখন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ গাছে উঠিয়া ফল পাড়িতেন, তখন ভীম নীচে থাকিয়া লাথি দিয়া গাছকে কাঁপাইয়া দিতেন ॥২১

তাহারা লাথির আঘাতে ঘুরিতে ঘুরিতে ফলসহ পড়িয়া যাইত, তবে কুমারেরা ভয়ে পলাইতেন ॥২২

যুদ্ধে, বেগে অথবা কোন শিক্ষায় ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ স্পর্ধা রাখিলেও ভীমসেনের সামনে কিছু বলিতেন না ॥২৩

বৃকোদর এইভাবে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের প্রতি স্পর্ধা রাখিয়া তাহাদের অপ্রিয় কার্য করিলেও তাহাদের প্রতি তাঁহার কোন দ্বেষভাব ছিল না, বাল-চপলতাবশতই তিনি ঐরূপ করিতেন ॥২৪

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধন ভীমসেনের ঐরূপ অতিবল দেখিয়া ঈর্ষা ও দ্বেষবশতঃ মনে মনে দুষ্টভাব পোষণ করিতে লাগিলেন ॥২৫

পাঠান্তর :—(১)—নিলীয়ত। (২)—পাণ্ডবঃ।
(৩)—বিগৃহ্যৈতান্।

পাঠান্তর :—(৪)—তদা। (৫)—বলমতিখ্যাতং।
(৬)—দুষ্টভাবমকরোৎ।

ততো ধর্ম্মাদপেতস্য পাপানি পরিপশ্যতঃ।
মোহাদৈশ্বর্য্যলোভাচ্চ পাপা মতিরজায়ত ॥২৬

অয়ং বলবতাং শ্রেষ্ঠঃ কুন্তীপুত্রো বৃকোদরঃ।
মধ্যমঃ পাণ্ডুপুত্রাণাং নিকৃত্যা সন্নিগৃহ্যতাম্ ॥২৭

প্রাণবান্ বিক্রমী(১) চৈব শৌর্য্যেণ মহতান্বিতঃ।
স্পর্দ্ধতে চাপি সহিতানস্মানেকো বৃকোদরঃ ॥২৮

তং তু সুপ্তং পুরোদ্যানে গঙ্গায়াং প্রক্ষিপামহে।
অথ তস্মাদবরজং শ্রেষ্ঠঞ্চৈব(২) যুধিষ্ঠিরম্ ॥২৯

প্রসহ্য বন্ধনে বদ্ধ্বা প্রশাসিষ্যে বসুন্ধরাম্।
এবং স নিশ্চয়ং পাপঃ কৃত্বা দুর্য্যোধনস্তদা।
নিত্যমেবান্তরপ্রেক্ষী ভীমস্যাসীন্মহাত্মনঃ ॥৩০

ততো জলবিহারার্থং কারয়ামাস ভারত।
চেলকম্বলবেশ্মানি বিচিত্রাণি মহান্তি চ ॥৩১

সর্ব্বকামৈঃ সুপূর্ণানি পতাকোচ্ছ্রায়বন্তি চ।
তত্র সঞ্জনয়ামাস নানাগারাণ্যনেকশঃ ॥৩২

উদকক্রীড়নং নাম কারয়ামাস ভারত।
প্রমাণকোট্যাং তং দেশং স্থলং কিঞ্চিদুপেত্য হ।
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ চোষ্যং লেহ্যমথাপি চ।
উপপাদিতং(৩) নরৈস্তত্র কুশলৈঃ সূদকর্ম্মণি ॥৩৩

ন্যবেদয়ংস্তৎ পুরুষা ধার্ত্তরাষ্ট্রায় বৈ তদা।
ততো দুর্য্যোধনস্তত্র পাণ্ডবানাহ দুর্ম্মতিঃ ॥৩৪

গঙ্গাঞ্চৈবানুযাস্যাম উদ্যানবনশোভিতাম্।
সহিতা ভ্রাতরঃ সর্ব্বে জলক্রীড়ামবাপ্নুমঃ ॥৩৫

এবমস্ত্বিতি তঞ্চাপি প্রত্যুবাচ যুধিষ্ঠিরঃ।
তে রথৈর্নগরাকারৈর্দেশজৈশ্চ গজোত্তমৈঃ ॥৩৬

ধর্ম্ম হইতে দূরে থাকায় দুর্য্যোধনের পাপকর্ম্মে আসক্তি ছিল। সুতরাং মোহ ও ঐশ্বর্য্যলোভের বশীভূত হইয়া দুর্য্যোধনের পাপবুদ্ধি উদয় হইল।২৬

কুন্তীপুত্র মধ্যম পাণ্ডব ভীম সকল বলবানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং ছলে নিগৃহীত করিতে হইবে।২৭

এ প্রাণশক্তিবিশিষ্ট, বিক্রমশীল এবং মহাশৌর্য্যশালী। এ একাই আমাদের মিলিত অবস্থার সঙ্গেও স্পর্দ্ধা করে।২৮

ইহাকে সুপ্ত অবস্থায় গঙ্গায় ফেলিয়া দিব। এ মরিলে যেমন যুধিষ্ঠিরকে বাঁধিয়া রাখিয়াই আমি সমস্ত পৃথিবীতে শাসন করিতে পারিব। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পাপী দুর্য্যোধন তখন হইতে সর্ব্বদাই ভীমের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হইলেন।২৯-৩০

হে ভারত! তদনন্তর দুর্য্যোধন জলক্রীড়ার জন্য বস্ত্র ও কম্বলসমূহের দ্বারা অনেকগুলি বিচিত্র ও বৃহৎ বৃহৎ ঘর তৈয়ারী করাইলেন।৩১

পতাকা প্রভৃতি দ্বারা ঘরগুলিকে সাজাইয়া সকল প্রকার কাম্যবস্তুসমূহের দ্বারা ঐগুলি পরিপূর্ণ করিলেন এবং সেইগুলির মধ্যে অনেক গৃহ তৈয়ার করিলেন।৩২

হে ভারত! গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রমাণকোটি নামক স্থানে ঐ ঘরগুলি তৈয়ার করিয়া উহার নাম দিলেন "উদকক্রীড়ন" অর্থাৎ জলক্রীড়াস্থান।৩৩

পাককর্ম্মে নিপুণ পাচকগণের দ্বারা চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ আহারের ব্যবস্থা করিলেন।৩৩

তদনন্তর দুর্য্যোধনের নিয়োজিত পুরুষেরা তাঁহাকে সংবাদ দিল যে "সব প্রস্তুত"। তখন দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে বলিলেন—"চল ভাই! আমরা সকলে মিলিয়া উদ্যান ও বনে সুশোভিত গঙ্গাতীরে যাই; সেখানে আমরা সকল ভাইয়ে মিলিয়া জলক্রীড়া করিব।৩৪-৩৫

পাঠান্তর :—(১) বিক্রান্ত। (২) জ্যেষ্ঠঞ্চৈব।

পাঠান্তর :—(৩) উপাহৃতম্।

নির্যযুর্নগরাদ্ধৃষ্টাঃ কৌরবাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ।
উদ্যানবনমাসাদ্য বিসৃজ্য চ মহাজনম্ ।৩৮
বিশন্তি স্ম তদা বীরাঃ সিংহা ইব গিরের্গুহাম্ ।
উদ্যানমভিপশ্যন্তো ভ্রাতরঃ সর্ব এব তে ।৩৯
উপস্থানগৃহৈঃ শুভ্রৈর্বলভীভিশ্চ (১) শোভিতম্ ।
গবাক্ষকৈস্তথা জালৈর্যন্ত্রৈঃ সাঞ্চারিকৈরপি ।৪০
সম্মার্জিতং সৌধকারৈশ্চিত্রকারৈশ্চ চিত্রিতম্ ।
দীর্ঘিকাভিশ্চ পূর্ণাভিস্তথা পদ্মাকরৈরপি (২) ।৪১
জলং তচ্ছুশুভে ছন্নং ফুল্লৈর্জলরুহৈস্তথা ।
উপচ্ছন্না বসুমতী তথা পুষ্পৈর্যথর্তুকৈঃ ।৪২
তত্রোপবিষ্টাস্তে সর্বে পাণ্ডবাঃ কৌরবাশ্চ হ ।
উপচ্ছন্নান্ বহূন্ কামাংস্তে ভুঞ্জন্তি ততস্ততঃ ।৪৩

অথোদ্যানবরে তস্মিংস্তথা ক্রীড়াগতাশ্চ তে ।
পরস্পরস্য বক্ত্রেভ্যো দদুর্ভক্ষ্যাংস্ততস্ততঃ ।৪৪
ততো দুর্যোধনঃ পাপস্তদ্ভক্ষ্যে কালকূটকম্ ।
বিষং প্রক্ষেপয়ামাস ভীমসেনজিঘাংসয়া ।৪৫
স্বয়মুত্থায় চৈবাথ হৃদয়েন ক্ষুরোপমঃ ।
স বাচামৃতকল্পশ্চ (৩) ভ্রাতৃবচ্চ সুহৃদ্ যথা ।৪৬
স্বয়ং প্রক্ষিপতে ভক্ষ্যং বহু (৪) ভীমস্য পাপকৃৎ ।
প্রতীচ্ছিতং স্ম ভীমেন (৫) তং বৈ দোষমজানতা ।৪৭
ততো দুর্যোধনস্তত্র হৃদয়েন হসন্নিব ।
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মন্যতে পুরুষাধমঃ ।৪৮
ততস্তে সহিতাঃ সর্বে জলক্রীড়ামকুর্বত ।
পাণ্ডবা ধার্তরাষ্ট্রাশ্চ তদা মুদিতমানসাঃ ।৪৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"বেশ তো; তাহাই হউক"। তখন কৌরবগণ পাণ্ডবগণের সহিত হৃষ্টমনে [illegible] [illegible] হস্তিনাপুর নগর হইতে বহির্গত হইলেন এবং জনসমাজ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা উদ্যান দর্শনে আনন্দিত হইয়া গিরিগুহাতে সিংহের ন্যায় তাঁহারা উদ্যানে প্রবেশ করিলেন ।৩৭-৩৯

ঐ উদ্যানবর্তী প্রাসাদের বৈঠকখানা, বাটী, গবাক্ষ (জানালা), জাল ও বিভিন্নপ্রকার জলযন্ত্র রত্নসমূহের দ্বারা সুশোভিত ছিল, শিল্পীগণের দ্বারা গঠিত ছাদ ও চিত্রকরদের দ্বারা চিত্রিত করা ছিল। সেখানে সরসী অনেক বড় ও ছোট পুষ্প সমূহে পরিপূর্ণ ছিল; বিকশিত কমলে পরিপূর্ণ দীর্ঘিকার জল স্বচ্ছ নীল উর্মিময় ছিল এবং সর্ব ঋতুর সর্বপ্রকার পুষ্পে ঐ উদ্যান সুশোভিত ছিল ।৪০-৪২

কৌরব ও পাণ্ডবগণ সকলেই সেখানে উপবিষ্ট হইয়া নানাপ্রকার ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিতে লাগিলেন ।৪৩

অনন্তর তাঁহারা খেলিতে খেলিতে একজন অপরের মুখে তোলা খাদ্যসমূহ ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। দুর্যোধন সেই সুযোগে ভীমকে বধ করিবার নিমিত্ত কালকূট বিষ মিশ্রিত করিয়া সেই খাদ্য ভীমের মুখে ফেলিয়া দিলেন ।৪৪-৪৫

দুর্যোধন অন্তরে ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ হইয়াও মুখে অমৃততুল্য বাক্য বলিয়া ভাই ও বন্ধুর ন্যায় তাহার মুখে কালকূটবিষমিশ্রিত প্রচুর ভক্ষ্যদ্রব্য ফেলিয়া দিলেন এবং ভীমও সেই দোষ না বুঝিয়া তাহা সবই খাইয়া ফেলিলেন। তখন দুর্যোধন তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিয়া নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করত অন্তরে যেন হাসিতে লাগিলেন ।৪৬-৪৮

পাঠান্তর :—(১) [illegible] । (২) [illegible] ।

পাঠান্তর :—(৩) বাচামৃতকল্পেন । (৪) ভক্ষ্য ।
(৫) প্রতীচ্ছিতঞ্চ ভীমেন ।

ক্রীড়াবসানে তে সর্বে শুচিবস্ত্রাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
দিবসান্তে পরিশ্রান্তা বিহৃত্য চ কুরূদ্বহাঃ ॥৫০

বিহারাবসথেষ্বেব বীরা বাসমরোচয়ন্।
খিন্নস্তু বলবান্ ভীমো ব্যায়ামাভ্যধিকং তদা ॥৫১

বাহয়িত্বা কুমারাংস্তান্ জলক্রীড়াগতাংস্তদা।
প্রমাণকোট্যাং বাসার্থী সুষ্বাপাবাপ্য তৎ স্থলম্ ॥৫২

শীতং বাসং সমাসাদ্য শ্রান্তো মদবিমোহিতঃ।
বিষেণ চ পরীতাঙ্গো নিশ্চেষ্টঃ পাণ্ডুনন্দনঃ ॥৫৩

ততো বদ্ধ্বা লতাপাশৈর্ভীমং দুর্যোধনঃ স্বয়ম্।
মৃতকল্পং তদা বীরং স্থলাজ্জলমপাতয়ৎ ॥৫৪

স নিঃসংজ্ঞো জলস্যান্তমথ(১) বৈ পাণ্ডবোঽবিশৎ।
আক্রামন্নাগভবনে তদা নাগকুমারকান্ ॥৫৫

ততঃ সমেত্য বহুভিস্তদা নাগৈর্মহাবিষৈঃ।
অদশ্যত ভৃশং ভীমো মহাদংষ্ট্রৈর্বিষোল্বণৈঃ ॥৫৬

ততোঽস্য দশ্যমানস্য তদ্ বিষং কালকূটকম্।
হতং সর্পবিষেণৈব স্থাবরং জঙ্গমেন তু ॥৫৭

দংষ্ট্রাশ্চ(২) দংষ্ট্রিণাং তেষাং মর্মাণ্যপি নিপাতিতাঃ।
ত্বচং নৈবাস্য বিভিদুঃ সারত্বাৎ পৃথুবক্ষসঃ ॥৫৮

ততঃ প্রবুদ্ধঃ কৌন্তেয়ঃ সর্বং সংছিদ্য বন্ধনম্।
পোথয়ামাস তান্ সর্বান্ কেচিদ্ ভীতাঃ
প্রদুদ্রুবুঃ ॥৫৯

তদনন্তর কুমারেরা ও পাণ্ডুপুত্রগণ সকলে মিলিয়া আনন্দিতচিত্তে জলক্রীড়া করিলেন। ক্রীড়াবসানে তাঁহারা পবিত্র ও সুন্দর বস্ত্রসমূহ পরিধান করিলেন এবং অলঙ্কারসমূহে অলঙ্কৃত হইলেন। দিবসান্তে সকলেই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভীম অধিক ব্যায়াম করায় অধিক পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বিহার গৃহেই রাত্রিযাপন করিতে মনস্থ করিলেন ।৪৮-৫১

সকল কুমারকে সঙ্গে করিয়া যুধিষ্ঠিরাদি সকলেই সেই প্রমাণকোটির স্থলে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন ।৫২

শ্রান্ত ও বিষমদে মোহিত ভীম ঠাণ্ডা বাতাস পাইয়া একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন ।৫৩

তখন দুর্যোধন লতাপাশে ভীমকে বদ্ধ করিয়া নিজেই মৃতকল্প অবস্থায় তাঁহাকে স্থল হইতে জলমধ্যে ফেলিয়া দিলেন ।৫৪

ভীমসেন অচেতন অবস্থায় জলে ডুবিয়া নাগলোকে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে বহু নাগের উপর চাপিয়া পড়িলেন। নাগসমূহ তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দৃঢ় বিস্তারপূর্বক দংশন করিতে লাগিলেন ।৫৫-৫৬

উহাদের দংশনে ভীমের শরীরস্থিত কালকূট বিষের প্রভাব নষ্ট হইল। জঙ্গম (প্রাণী) সর্পের বিষ-দ্বারা বিষকে নাশ করিল ।৫৭

নাগসমূহ তাহাদের দন্তের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাগুলি ভীমের বক্ষ প্রভৃতি মর্মস্থানে বসাইয়া দিল, কিন্তু ভীমের কঠিন সেই বিশাল বক্ষে বিদ্ধ হইয়া প্রবেশ করিল না ।৫৮

ভীমের তখন চেতন ফিরিয়া আসিলেই সে ক্রমপূর্বক সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া নাগগণকে আছড়াইয়া মারিতে লাগিলেন; সেই ভয়ে অনেক সর্প পলাইয়া গেল ।৫৯

পাঠান্তর :—(১) [illegible]।

পাঠান্তর :—(২) [illegible]।

যে যৈ পাপানি কুর্ব্বন্তি যাবজ্জন্মার্জিতানি চ ।
যদি পাপযুতাঃ পুত্র ন পশ্যন্তি যমং কদা ।১২২

পূর্ব্বে বয়সি পাপানি কৃত্বাপি চ কৃতাঞ্জলিঃ ।
অন্তকালে চ কৃষ্ণেতি স্মৃত্বা মামেতি নাশয়ম্ ।১২৩

নমঃ কৃষ্ণায় স্বাহেতি বিবশোঽপি বদেদ্ যদি ।
ক্লেশঃ শতস্য যোনি নশ্যেৎ পর্য্যাপ্তিরেব চ ।১২৪

শ্রীকৃষ্ণেতি মহামন্ত্রং প্রাণেষু বিমুঞ্চতঃ ।
দূরতঃ পশ্যতি চ তং বর্জিতঃ যোজনশতঃ ।১২৫

জাগরে বাপি স্বপ্নে বা কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি বাদিনঃ ।
ত্যজেদ্ যদি দেহং পুত্র মামেবৈতি ন সংশয়ঃ ।১২৬

মদ্ভক্ত-স্পর্শনং যস্য মৃত্যুকালেঽপি বা যদি ।
বিনা সংস্মরণাৎ পুত্র মুক্তির্ভবতি মানবঃ ।১২৭

হে পুত্র! যাহারা জন্মের উপার্জন হইলে আমার 'কৃষ্ণ' এই নাম উচ্চারণ করে, যদি তাহারা পাপযুক্ত হয়, তাহা হইলেও কখন যমকে দেখে না ।১২২

বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধ বয়সে পাপ করিয়াও অন্তকালে 'কৃষ্ণ' এই নাম স্মরণ পূর্ব্বক অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত হয় ।১২৩

মরণকাল আসন্ন হইলে নিদ্রা অবস্থাতে যদি কেহ "নমঃ কৃষ্ণায় স্বাহা" ইহা উচ্চারণ করে, তাহা হইলে জন্মের নাশ করিয়া থাকে ।১২৪

'শ্রীকৃষ্ণ' এই নাম বলিতে বলিতে যদি প্রাণবিয়োগ হয়, তাহা হইলে যোজন শত দূর হইতে যমদূতেরা তাহাকে দেখে না ।১২৫

হে পুত্র! জাগরে অথবা স্বপ্নে যদি কেহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ উচ্চারণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করে, তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হয়। ইহাতে কোন সংশয় নাই ।১২৬

যে কেহ মৃত্যুকালে যদি আমার ভক্তগণের স্পর্শ লাভ করে, তাহা হইলে আমার স্মরণ না করিলেও সেই মানব মুক্তি লাভ করে ।১২৭

পাপানলস্য দীপ্তস্য মা কুরু [illegible] পুরুষ।
শ্রীকৃষ্ণনামমেঘানাং [illegible] নীরবিন্দুভিঃ ১২৮

কলিকালকুসর্পস্য তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য কিং ভয়ম্।
শ্রীকৃষ্ণনামদাবাগ্নি-দগ্ধঃ [illegible] ১২৯

[illegible] কৃষ্ণকীর্তিবিবর্জিতানাম্।
ঔষধং নাস্তি মর্ত্যানাং শ্রীকৃষ্ণনামতঃ বিনা ১৩০

প্রয়াগে বৈ যথা গঙ্গা তপস্তীর্থে চ নর্মদা।
সরস্বতী কুরুক্ষেত্রে তথা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনম্ ১৩১

[illegible]
ন [illegible] শ্রীকৃষ্ণনামতঃ বিনা ১৩২

[illegible]
[illegible] নাস্তি [illegible] শ্রীকৃষ্ণনামতঃ বিনা ১৩৩

হে পুরুষ! প্রদীপ্ত পাপ-অনলের ভয় করিও না, শ্রীকৃষ্ণনামরূপ মেঘসমূহের বারি বর্ষণে তাহা [illegible] নির্বাপিত হইবে ১২৮

তীক্ষ্ণ বিষধর কালরূপ সর্পের ভয় কী? শ্রীকৃষ্ণনামরূপ [illegible] (দাবানলে) [illegible] সে বিনষ্ট হইবে ১২৯

পাপরূপ মহারোগে ও কৃষ্ণকীর্তিবিহীন মানবদের শ্রীকৃষ্ণ নাম বিনা অন্য কোন ঔষধ নাই ১৩০

যেমন প্রয়াগে গঙ্গা, তপস্তীর্থে নর্মদা, কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী পাপনাশিনী, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন জানিবে ১৩১

[illegible] নিমিত্ত, ব্যাকুলে পতিত মানবদের শ্রীকৃষ্ণনাম ব্যতীত [illegible] নাই ১৩২

মৃত্যুকালে [illegible] পাপী মানবদের শ্রীকৃষ্ণের নাম ব্যতীত [illegible] নাই ১৩৩

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY

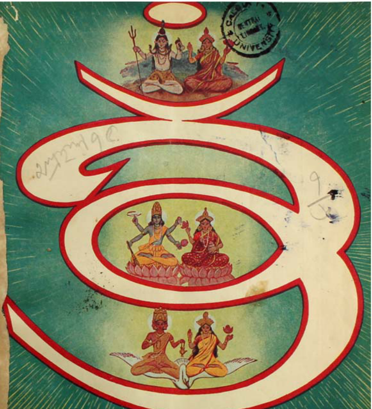

২৭/২/৭৫

৭/৩

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামমহিমা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঁকারনাথ

[illegible] পুত্র [illegible] কাশী [illegible] ।
[illegible] কৃষ্ণ [illegible] কীর্তনম্ ॥১০৪

[illegible] ।
[illegible] কৃষ্ণ [illegible] ॥১০৫

[illegible] ।
[illegible] কৃষ্ণ [illegible] কীর্তনাৎ ॥১০৬

[illegible] ।
[illegible] ॥১০৭

[illegible] ।
[illegible] ॥১০৮

[illegible] কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই নাম কীর্তন হয়, হে পুত্র! সে স্থানে [illegible] কাশী [illegible] কোটি তীর্থফল [illegible] ॥১০৯

[illegible] কৃষ্ণ কৃষ্ণ উচ্চারণ করে, তাঁহারাই [illegible] ॥১১০

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কীর্তন হেতু আমার শরীর ও মানস [illegible], পাপ বা [illegible] হয় না ॥১১১

যে মানব কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ এই নামরূপ পথ ত্যাগ করে না, তাহার স্বপ্নে পাপ বোধ হয় না ॥১১২

[illegible] শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়াছে তাহা শুনিয়া [illegible] পাপ [illegible] করেন (মুক্তি দেখেন) ॥১১৩

UNIVERSITY

(মহাভারত— [illegible]

[সপ্তমবর্ষ, অগ্রহায়ণ মাস, ১৩৭৫] [ষষ্ঠ সংখ্যা—দ্বাদশী যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার
উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য [illegible]
সর্বসাধারণে এই পুস্তক স্বল্পমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

মুখ্য-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা) [প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রী[illegible]
([illegible])

সহ-সম্পাদকগণ

শ্রী[illegible] বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য
শ্রীযদুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রী[illegible] তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন ন্যায়-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রী[illegible]কুমার মুখোপাধ্যায় এম্. এ

মুদ্রণ-কার্যাধিকার :—
[illegible]
ডাঃ শ্রীবিজয়েন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. এ. এম্. এস্,
ডি. পি. এইচ., ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ্ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন ন্যায়-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৮২, পি. [illegible] ডি. রোড, কলিকাতা—৩৪ হইতে প্রকাশিত ও ১৯, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত।
১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪।

কার্যালয় ঃ—
[illegible], বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪১০৮

নিয়মাবলী

১। আর্যশাস্ত্র মাসিক পত্র। প্রতি মাসে নিয়মিত ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তকৌমুদী, প্রস্থানত্রয়ী-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ পুঁথিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। বাংলা আর্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত ভারতীয় আর্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫.০০, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০, প্রতি সংখ্যা ২.০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে ঠিক সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সম্পাদক আর্যশাস্ত্র, ৩০বি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্যলোক মারফৎ বা কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৩-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দাবির গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭২, পি. ডব্লু. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পাদক—আর্যশাস্ত্র

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

[illegible]
[illegible]
গৌহাটী
৮।৪।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঁকারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঁকার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্র প্রেমিকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা	৩'০০	টাকা
২। বিংশসংহিতা ও স্মৃতি	২২'৫০	,,

(সংহিতা—অত্রি, হরি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুযম, শঙ্খ-লিখিত, দেবল, বৃহদ্যম, লঘুহারীত, [illegible], [illegible], আঙ্গিরস, কপিল, লঘুআশ্বলায়ন, [illegible], বৃদ্ধগৌতম, লোহিত, দালভ্য, বুধ, বৃদ্ধশাতাতপ, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ	৩০'০০	টাকা
৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ	৯'০০	,,
৫। শ্রীমদ্ভাগবত	৪২'০০	,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

হতশেষা ভীমেন সর্বে (১) বাসুকিমভ্যয়ুঃ।
ঊচুশ্চ সর্পরাজানং বাসুকিং বাসবোপমম্ ॥৬০

অয়ং নরো বৈ নাগেন্দ্র (২) হ্যপ্সু বদ্ধঃ প্রবেশিতঃ।
যথা চ নো মতির্বীর বিষপীতো ভবিষ্যতি ॥৬১

নিশ্চেষ্টোঽস্মাননুপ্রাপ্তঃ স চ দষ্টোঽব্যবুধ্যত (৩)।
সসংজ্ঞশ্চাপি সংবৃত্তশ্ছিত্ত্বা বন্ধনমাশু নঃ (৪) ॥৬২

পোথয়ন্তং মহাবাহুং তং বৈ ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি।
ততো বাসুকিরভ্যেত্য নাগৈরনুগতস্তদা ॥৬৩

পশ্যতি স্ম মহাবাহুং ভীমং ভীমপরাক্রমম্।
আর্যকেণ চ দৃষ্টঃ স পৃথায়া আর্যকেণ চ ॥৬৪

তদা দৌহিত্রদৌহিত্রঃ পরিষ্বক্তঃ সুনির্ভরম্।
সুপ্রীতশ্চাভবৎ তস্য বাসুকিঃ স মহাযশাঃ ॥৬৫

অব্রবীচ্চ মহাতেজাঃ কিমস্য ক্রিয়তাং প্রিয়ম্।
ধনৌঘো রত্ননিচয়ো বসু চাস্য প্রদীয়তাম্ ॥৬৬

এবমুক্তস্তদা নাগো বাসুকিং প্রত্যভাষত।
যদি নাগেন্দ্র তুষ্টোঽসি কিমস্য ধনসঞ্চয়ৈঃ ॥৬৭

রসং পিবেৎ কুমারোঽয়ং ত্বয়ি প্রীতে মহাবল।
বলং নাগসহস্রস্য যস্মিন্ কুণ্ডে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৬৮

যাবৎ পিবতি বালোঽয়ং তাবদস্মৈ প্রদীয়তাম্।
এবমস্ত্বিতি তং নাগং বাসুকিঃ প্রত্যভাষত ॥৬৯

ততো ভীমস্তদা নাগৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নঃ শুচিঃ।
প্রাঙ্মুখশ্চোপবিষ্টশ্চ রসং পিবতি পাণ্ডবঃ ॥৭০

একোচ্ছ্বাসাৎ ততঃ কুণ্ডং পিবতি স্ম মহাবলঃ।
এবমষ্টৌ স কুণ্ডানি হ্যপিবৎ পাণ্ডুনন্দনঃ ॥৭১

ভীমকর্তৃক নিহত হইবার পর যে কয়টি সর্প বাঁচিয়া ছিল, তাহারা ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী সর্পরাজ বাসুকির নিকটে গিয়া নিবেদন করিল—"হে বীর নাগেন্দ্র! একটী মানুষ হাত পা বাঁধা অবস্থায় এখানে আসিয়াছে। আমাদের মনে হয়, তাহাকে বিষপান করান হইয়াছে। সে নিশ্চেষ্ট হইয়া আমাদের লোকে আসিয়াছিল; আমরা কামড়াইলে সে জ্ঞান ফিরিয়া পাইল এবং তেজের দ্বারা নিজ বন্ধন ছেদন করিয়া আমাদিগকে আছড়াইয়া মারিতে লাগিল। এ কে—তাহা আপনি একবার জানুন।"

তখন বাসুকি নাগগণের সহিত তথায় গিয়া ভীমপরাক্রমশালী ভীমকে দেখিলেন। নাগরাজ আর্যক পৃথানন্দন ভীমকে এবং ভীমও আর্যক নাগরাজকে দেখিলেন। ভীমকে দেখিয়াই আর্যক (পৃথা অর্থাৎ কুন্তীর পিতা শূরসেনের মাতামহ) "এ আমার দৌহিত্র পুত্রের দৌহিত্র" এই বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। মহাযশা বাসুকিও ভীমের উপর অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং নাগরাজ মহাতেজস্বী সেই নাগকে বলিলেন—"ইহার কি প্রিয় আচরণ করি, প্রচুর ধনরত্নাদি ইহাকে দিয়া দাও।"৬০-৬৬

বাসুকি এই কথা বলিলে সেই নাগ তখন বলিল—"হে নাগরাজ! যদি আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আর ইহাকে ধনদানে প্রয়োজন কি? আপনার কৃপা হইলে এই মহাবলশালী কুমার রস পান করিতে পারে। ঐ কুণ্ডে যে রস আছে, তাহা পান করিলে এক সহস্র হস্তীর বল হয়। এই বালক সেই রস যাবৎ পরিমাণ পান করিতে পারে, ইহাকে তাহাই দেওয়া হউক।" বাসুকি অনুকূলভাবে সেই নাগকে বলিলেন—"তাহাই হউক।"৬৭-৬৯

তখন নাগগণ ভীমের জন্য স্বস্ত্যয়ন অর্থাৎ স্বস্তিবাচন করিলেন; ভীম শুচি হইয়া পূর্বমুখে

পূর্বতন :—(১) সর্পা। (২) নাগেন্দ্র। (৩) দষ্টোঽপ্যবুধ্যত। (৪) বন্ধনাশু নঃ।

ভুক্ত্বা শয়নে দিব্যে নাগদত্তে মহাভুজঃ।
আশেত ভীমসেনস্তু যথাসুখমরিন্দম ॥৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি ভীমসেনরসপানে সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৭

করিলেন এবং এক নিঃশ্বাসে এক কুণ্ড রস পান করিতে লাগিলেন। এইভাবে তিনি আটটি কুণ্ড রস পান করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর মহাবল মহাবাহু ভীমসেন নাগগণের প্রদত্ত শয্যায় আরামে শয়ন করিলেন।৭০-৭২

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে
ভীমসেনের রসপানবিষয়ক সপ্তবিংশত্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[ভীমসেনায় কুন্তীপ্রভৃতীনাং চিন্তা, ভীমস্যাগমনম্, তং প্রতি দুর্য্যোধনস্য পুনঃ পুনঃ কুমন্ত্রণং চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে কৌরবাঃ সর্বে বিনা ভীমঞ্চ পাণ্ডবাঃ।
বৃত্তক্রীড়াবিহারাশ্চ প্রতস্থুর্গজসাহ্বয়ম্ ॥১

রথৈর্গজৈস্তথা চাশ্বৈর্যানৈশ্চান্যৈরনেকশঃ।
ব্রুবন্তো ভীমসেনস্তু যাতো হ্যগ্রত এব নঃ ॥২

ততো দুর্য্যোধনঃ পাপস্তত্রাপশ্যন্ বৃকোদরম্।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো হৃষ্টো নগরং প্রবিবেশ হ ॥৩

যুধিষ্ঠিরস্তু ধর্ম্মাত্মা হ্যবিদন্ পাপমাত্মনি।
স্বেনানুমানেন পরং সাধুং (১) সমনুপশ্যতি ॥৪

সোঽভ্যুপেত্য তদা পার্থো মাতরং ভ্রাতৃবৎসলঃ।
অভিবাদ্যাব্রবীৎ কুন্তীমম্ব ভীম ইহাগতঃ ॥৫

ক্ব গতো ভবিতা মাতর্নেহ পশ্যামি তং শুভে।
উদ্যানানি বনঞ্চৈব বিচিতানি সমন্ততঃ ॥৬

তদর্থং ন চ তং বীরং দৃষ্টবন্তো বৃকোদরম্।
মন্যমানাস্ততঃ সর্বে যাতো নঃ পূর্ব্বমেব সঃ ॥৭

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

(ভীমসেনের জন্য কুন্তী প্রভৃতির চিন্তা, ভীমের আগমন, তাঁহার প্রতি দুর্য্যোধনের পুনঃ পুনঃ কুমন্ত্রণা।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এদিকে ভীম ছাড়া কৌরব ও পাণ্ডব সকল ভাই জলক্রীড়াবিহার শেষ করিয়া হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিলেন। রথ, হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি বিবিধ যানে চড়িয়া তাঁহারা যাইতে যাইতে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—"ভীমসেন আমাদের সকলের আগে যাইতেছে"। পাপী দুর্য্যোধন তাহাদের মধ্যে ভীমসেনকে না দেখিয়া মনে মনে হর্ষ অনুভব করত হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন।১-৩

যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন, তাঁহার মনে কোন পাপ ছিল না; তিনি নিজের দৃষ্টান্তে অপরকেও সাধু মনে করিতেন। ভ্রাতৃবৎসল যুধিষ্ঠির নিজেদের মধ্যে ভীমকে না দেখিয়া কুন্তীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, ভীম কি এখানে আসিয়াছে ?৪-৫

হে কল্যাণময়ি জননি! ভীম কোথায় গেলেন

পাঠান্তর :—(১) সাধুঃ।

আগতাঃ স্ম মহাভাগে ব্যাকুলেনান্তরাত্মনা।
ইহাগম্য ক নু গতস্ত্বয়া বা প্রেষিতঃ ক নু ॥৮
কথয়স্ব মহাবাহুং ভীমসেনং যশস্বিনি।
ন হি মে শুধ্যতে ভাবস্তং বীরং প্রতি শোভনে ॥৯
যতঃ প্রসুপ্তং মন্যেঽহং ভীমং নেতি হতঃ সঃ(১)।
ইত্যুক্তা চ ততঃ কুন্তী ধর্ম্মরাজেন ধীমতা ॥১০
হাহেতি কৃত্বা সম্ভ্রান্তা প্রত্যুবাচ যুধিষ্ঠিরম্।
ন পুত্র ভীমং পশ্যামি ন মামভ্যেত্যসাবিতি ॥১১
শীঘ্রমন্বেষণে যত্নং কুরু তস্যানুজৈঃ সহ।
ইত্যুক্ত্বা তনয়ং জ্যেষ্ঠং হৃদয়েন বিদূয়তা ॥১২
ক্ষত্তারমানায্য তদা কুন্তী বচনমব্রবীৎ।
ক গতো ভগবন্ ক্ষত্তর্ভীমসেনো ন দৃশ্যতে ॥১৩
উদ্যানান্নির্গতাঃ সর্ব্বে ভ্রাতরো ভ্রাতৃভিঃ সহ।
তত্রৈকস্তু মহাবাহুর্ভীমো নাভ্যেতি মামিহ ॥১৪
ন চ প্রীণয়তে চক্ষুঃ সদা দুর্য্যোধনস্য সঃ।
ক্রূরোঽসৌ দুর্ম্মতিঃ ক্ষুদ্রো রাজ্যলুব্ধোঽনপত্রপঃ।
নিহন্যাদপি তং বীরং জাতমন্যুঃ সুযোধনঃ।
তেন মে ব্যাকুলং চিত্তং হৃদয়ং দহ্যতীব চ ॥১৬

বিদুর উবাচ।

মৈবং বদস্ব কল্যাণি শেষসংরক্ষণং কুরু।
প্রত্যাদিষ্টো হি দুষ্টাত্মা শেষেঽপি প্রহরেৎ তব ॥১৭
দীর্ঘায়ুষস্তব সুতা যথোবাচ মহামুনিঃ।
আগমিষ্যতি তে পুত্রঃ প্রীতিং চোৎপাদয়িষ্যতি ॥১৮

কোথায় গেল? মাতঃ! বন ও উদ্যানসমূহ আমরা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছি, কিন্তু তাহাকে কোথাও না দেখিয়া মনে করিলাম যে, আমাদের পূর্ব্বেই সে এখানে আসিয়াছে। মহাভাগে! তাই আমরা ব্যাকুল হৃদয়ে এখানে আসিয়াছি। সে কোথায় গেল মা! আপনি কি তাহাকে কোথাও পাঠাইয়াছেন? হে যশস্বিনি! আপনি মহাবাহু ভীমসেনের কথা আমাকে বলুন। শোভনে! বীর ভীমের জন্য আমার মন বড়ই ব্যস্ত হইতেছে। আমি তো মনে করিয়াছিলাম, সে কোথাও ঘুমাইয়া আছে। কেহ তাহাকে মারিয়া ফেলে নাই তো?" ধীমান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে কুন্তী ব্যস্ত হইয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—"হে পুত্র! আমি ভীমকে দেখি নাই; সে আমার নিকটে আসে নাই ॥৮-১১

তুমি ভাইদের সহিত তাহাকে তাড়াতাড়ি খুঁজিবার যত্ন কর।" কুন্তী এই কথা বলিয়া অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয়ে ক্ষত্তাকে (বিদুরকে) ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন—"হে ভগবন্ ক্ষত্তঃ! ভীমসেন কোথায় গেল? তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না ॥১২-১৩

উদ্যান হইতে নির্গত হইয়া সকল ভাই-ই ভাইদের সহিত এখানে আসিয়াছে, কেবল মহাবাহু ভীমই আমার নিকট আসে নাই ॥১৪

দুর্য্যোধন অত্যন্ত ক্রূর প্রকৃতি, দুর্ম্মতি, ক্ষুদ্রাশয় এবং রাজ্যলোভী ও নির্লজ্জ। সে ভীমকে কখনও প্রীতির চক্ষে দেখে না। সে ক্রোধে কৌশলে তাহাকে বধও করিতে পারে; এই কারণে আমার হৃদয় ব্যাকুল ও শোকে দগ্ধ হইতেছে" ॥১৫-১৬

বিদুর বলিলেন,—"কল্যাণি! আপনি এরূপ (ভীমের মৃত্যুর কথা) অমঙ্গল কথা বলিবেন না। অপর চারিটিকে রক্ষা করুন। ভীমের [illegible] দুর্য্যোধন [illegible] হইয়া [illegible] আপনার [illegible] পারে ॥১৭

পাঠান্তর:—(১) [illegible] হতশ্চ সঃ।

* কোন কোন পুস্তকে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি ১৬ শ্লোকের পর অধিক দেখা যায়।—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্ত্বা ততো বিদ্বান্ বিদুরঃ স্বং নিবেশনম্ ।
কুন্তী চিন্তাপরা ভূত্বা সহাসীনা সুতৈর্গৃহে ॥১৯
ততোঽষ্টমে তু দিবসে প্রত্যবুধ্যত পাণ্ডবঃ ।
তস্মিংস্তদা(১) রসে জীর্ণে সোঽপ্রমেয়বলো বলী ॥২০
তং দৃষ্ট্বা প্রতিবুদ্ধং (২) পাণ্ডবং তে ভুজঙ্গমাঃ ।
সান্ত্বয়ামাসুরব্যগ্রা বচনং চেদমব্রুবন্ ॥২১
যৎ তে পীতো মহাবাহো রসোঽয়ং বীর্য্যসম্ভৃতঃ ।
তস্মান্নাগায়ুতবলো রণেঽধৃষ্যো ভবিষ্যসি ॥২২
গচ্ছাদ্য ত্বং গৃহং স্নাতো দিব্যৈরিমৈর্জলৈঃ (৩) ।
ভ্রাতরস্তেঽনুতপ্যন্তি (৪) ত্বাং বিনা কুরুপুঙ্গব ॥২৩
ততঃ স্নাতো মহাবাহুঃ শুচিঃ শুক্লাম্বরস্রজঃ ।
ততো নাগস্য ভবনে কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ ॥২৪

ঔষধীভির্বিষঘ্নীভিঃ সুরভীভির্বিশেষতঃ ।
ভুক্তবান্ পরমান্নঞ্চ নাগৈর্দত্তং মহাবলঃ ॥২৫
পূজিতো ভুজগৈর্বীর আশীর্ভিশ্চাভিনন্দিতঃ ।
দিব্যাভরণসংছন্নো নাগানামন্ত্র্য পাণ্ডবঃ ॥২৬
উদতিষ্ঠৎ প্রহৃষ্টাত্মা নাগলোকাদরিন্দমঃ ।
উৎক্ষিপ্তঃ স তু নাগেন জলাজ্জলরুহেক্ষণঃ ॥২৭
তস্মিন্নেব বনোদ্দেশে স্থাপিতঃ কুরুনন্দনঃ ।
তে চান্তর্দধিরে নাগাঃ পাণ্ডবস্যৈব পশ্যতঃ ॥২৮
তত উত্থায় কৌন্তেয়ো ভীমসেনো মহাবলঃ ।
আজগাম মহাবাহুর্মাতুরন্তিকমঞ্জসা ॥২৯
ততোঽভিবাদ্য জননীং জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরমেব চ ।
কনীয়সঃ সমাঘ্রায় শিরঃস্বরিবিমর্দনঃ ॥৩০

মহামুনি বেদব্যাস বলিয়াছেন—আপনার পুত্রগণ সকলেই দীর্ঘায়ু, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিবেন এবং আপনার প্রীতি উৎপাদন করিবে" ॥১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া বিদ্বান্ বিদুর নিজ গৃহে গমন করিলেন। কুন্তী চিন্তান্বিত হইয়া সব পুত্রকে লইয়া এক ঘরে রহিলেন ॥১৯

নাগলোকে রসপানে নিদ্রিত অমিতবলশালী তেজস্বী ভীম আট দিন ঘুমাইলেন; ঐ রস জীর্ণ করিতে তাঁহার আট দিন লাগিয়াছিল ॥২০

তাঁহাকে জাগ্রত দেখিয়া নাগগণ এই কথা বলিয়া ধীর ভাবে সান্ত্বনা দিলেন—"হে মহাবাহো! এই বলকারক যে পরিমাণ রস তুমি পান করিয়াছ, তাহাতে তুমি অযুত হস্তীর তুল্য বলশালী হইয়া যুদ্ধে অজেয় হইবে। তুমি এই দিব্য জলে স্নান করিয়া নিজগৃহে চলিয়া যাও; তোমার ভাইগণ তোমার জন্য অনুতাপ করিতেছেন।" ২১-২৩

তাহার পর ভীম সেই দিব্য জলে স্নান করিয়া শুচি হইলেন এবং শুক্লবস্ত্র ও মালা পরিধান করিলে নাগগণ নিজেরা সুগন্ধি ঔষধিদ্বারা তাঁহার মঙ্গলানুষ্ঠান করিলেন। তখন মহাবলী ভীম নাগগণের প্রদত্ত দিব্য পায়স ভোজন করিলেন ॥২৪-২৫

সে বীর। নাগগণ ভীমসেনের আদর ও সৎকার করিয়া আশীর্ব্বাদের দ্বারা অভিনন্দিত করিলেন এবং দিব্য বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করিলেন। তখন পাণ্ডুনন্দন শত্রুঘাতী ভীম আনন্দিতচিত্তে তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া হস্তিনাপুর আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। নাগগণ তখন কমললোচন ভীমকে লইয়া নিজেদের জল হইতে সেই বনোদ্দেশে উপস্থিত হইলেন এবং কুরুনন্দন ভীমকে সেইস্থানে রাখিয়া তাঁহার সমক্ষেই সেইখানে অন্তর্হিত হইলেন ॥২৬-২৮

তখন মহাবলশালী কুন্তীপুত্র ভীমসেন জল হইতে উঠিয়া মাতার নিকট সত্বরই উপস্থিত হইলেন ॥২৯

তদনন্তর জননী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম করিয়া

পাঠান্তর।—(১) বর্ত্তিতবান্। (২) প্রতিবুদ্ধম্।
(৩) গচ্ছাদ্য বসনং সাধো দিব্যৈরিমৈর্জলৈঃ শোভনৈঃ।
(৪) —স্তপ্যন্তে।

তৈশ্চাপি সম্পরিষ্বক্তঃ সহ মাত্রা নরর্ষভৈঃ।
অন্যোন্যগতসৌহার্দ্দাদ্ দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি চাব্রুবন্ ।৩১
ততস্তৎ সর্বমাচষ্ট দুর্য্যোধনবিচেষ্টিতম্।
ভ্রাতৄণাং ভীমসেনশ্চ মহাবলপরাক্রমঃ ।৩২
নাগলোকে চ যদ্ বৃত্তং গুণদোষমশেষতঃ।
তচ্চ সর্বমশেষেণ কথয়ামাস পাণ্ডবঃ ।৩৩
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ভীমমাহ বচোঽর্থবৎ।
তূষ্ণীং ভব ন তে জল্প্যমিদং কার্য্যং কথঞ্চন ।৩৪
ইতঃ প্রভৃতি কৌন্তেয়া রক্ষতান্যোন্যমাদৃতাঃ।
এবমুক্তা মহাবাহুর্ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সর্বৈরপ্রমত্তোঽভবৎ তদা ।৩৫
সারথিং চাস্য দয়িতমপহস্তেন জঘ্নিবান্।
ধর্ম্মাত্মা বিদুরস্তেষাং পার্থানাং প্রদদৌ মতিম্ ।৩৬
ভোজনে ভীমসেনস্য পুনঃ প্রাক্ষেপয়দ্ বিষম্।
কালকূটং নবং তীক্ষ্ণং সম্ভৃতং লোমহর্ষণম্ ।৩৭
বৈশ্যাপুত্রস্তদাচষ্ট পার্থানাং হিতকাম্যয়া।
তচ্চাপি ভুক্ত্বা জরয়দবিকারো বৃকোদরঃ ।৩৮
বিকারং ন হ্যজনয়ৎ সুতীক্ষ্ণমপি তদ্ বিষম্।
ভীমসংহননে ভীমে অজীর্য্যত বৃকোদরে ।৩৯
এবং দুর্য্যোধনঃ কর্ণঃ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ।
অনেকৈরভ্যুপায়ৈস্তান্ জিঘাংসন্তি স্ম পাণ্ডবান্ ।৪০

ছোট ভাইদিগকে আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণ করায় পরম আনন্দ লাভ করিলেন। মাতার সহিত ভ্রাতৃগণ সকলেই আনন্দে "আজ ভাগ্য। আজ ভাগ্য" বলিতে লাগিলেন।৩০-৩১

অনন্তর মহাবল ও মহাপরাক্রমশালী ভীম ভ্রাতৃগণের নিকট দুর্য্যোধনের বিষদানের কথা বিবৃত করিলেন।৩২

নাগলোকের গুণ ও দোষযুক্ত যে সব ঘটনা ঘটিয়াছিল, তৎসমস্তই পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন ভ্রাতৃগণের নিকট বলিলেন।৩৩

তখন রাজা যুধিষ্ঠির ভীমকে এই যুক্তিসঙ্গত কথা বলিলেন—"চুপচাপ থাক, কাহাকেও এমন কথা বলিও না"।৩৪

'হে ভ্রাতৃগণ! অতঃপর তোমরা পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা কর' এই বলিয়া মহাবাহু ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত সেইদিন হইতে খুব সাবধানে রহিলেন।৩৫

ভীমের সারথিকে দুর্য্যোধন হস্তের দ্বারা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলেন। এ ব্যাপারেও বিদুর তাঁহাদিগকে চুপচাপ থাকিবার পরামর্শ দিলেন।৩৬

দুর্য্যোধন পুনরায় ভীমসেনের ভোজনের সহিত নবজাত শানিত ও রোমহর্ষক তীব্র কালকূট বিষ মিশাইল।৩৭

বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু পার্থগণের হিতকামনায় সে কথা তাঁহাদিগকে বলিয়া দিল। কিন্তু ভীমসেন তাহা গ্রাহ্য না করিয়া ভোজনের সেই বিষ পরিপাক করিয়া ফেলিল।৩৮

যদিও ঐ বিষ অত্যন্ত তীব্র ছিল, তথাপি ভীমের কোন বিকার আসিল না; কারণ ভয়ঙ্কর শরীরশালী ভীমসেনের উদরে বৃক নামক অগ্নি আছেন, তিনিই ঐ বিষ পরিপাক করিয়া দিলেন।৩৯

---

* কোন কোন মহাভারতে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয়ও অধিক দেখা যায়।—
[illegible]
[illegible]। [illegible] বিদুরবচঃ [illegible]।
দুর্য্যোধনোঽপি [illegible]। [illegible]।

পাণ্ডবানপি তং সর্বঃ প্রত্যজানন্নবুধিয়া ।
গূহমানমবুদ্ধর্যো বিদুরস্য মতে স্থিতা ॥৪১

যুধ্যমান্ কৌরব্যান্ তান্ দৃষ্ট্বা বারাভিমর্দনম্ ।
তত্র নিবার্থমিহ গৌতমং তান্ অবেদয়ৎ ॥৪২

শরস্তম্বে সমুদ্ভূতং বেদশাস্ত্রার্থপারগম্ ।
অধিজগ্মুশ্চ কুরবো ধনুর্বেদং কৃপাৎ তু তে ॥৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি ভীমপ্রত্যাগমনে
অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৮

কৌরবগণ দুর্যোধন, কর্ণ ও সুবলপুত্র শকুনি সকলে মিলিয়া অনেক দুষ্ট উপায়ে পাণ্ডবগণকে মারিতে চেষ্টা করিলেন ॥৪০

কিন্তু পাণ্ডুপুত্রগণ সে সব জানিয়া সাবধানে থাকিলেন এবং বিদুরের পরামর্শ অনুসারে তাহার কিছুই প্রকাশ করিলেন না ॥৪১

কুমারগণকে ক্রীড়ারত ও অতিদুর্বিনীত থাকিতে দেখিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের অস্ত্রশিক্ষার জন্য গৌতমগোত্রীয়, শরোৎপন্ন, শাস্ত্রে উৎপন্ন বেদশাস্ত্রে পারদর্শী কৃপাচার্য্যকে অন্বেষণ করিয়া তাঁহার হস্তে কুমারগণকে শিক্ষা দিবার জন্য সমর্পণ করিলেন। তখন দুর্যোধনাদি কুমারগণ তাঁহার কৃপায় ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন ॥৪২-৪৩

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত সম্ভবপর্বে ভীমপ্রত্যাগমনে অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[কৃপাচার্য্যস্য দ্রোণস্য, অশ্বত্থাম্নশ্চ উৎপত্তিঃ, পাণ্ডবাদেঃ দ্রোণাচার্য্যাদ্বিদ্যাশিক্ষণম্ ।]

জনমেজয় উবাচ ।
কৃপস্যাপি মম ব্রহ্মন্ সম্ভবং বক্তুমর্হসি ।
শরস্তম্বাৎ কথং জজ্ঞে কথং চাস্ত্রাণ্যবাপ্তবান্ (১) ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
মহর্ষের্গৌতমস্যাসীচ্ছরদ্বান্ নাম গৌতমঃ ।
পুত্রঃ কিল মহারাজ জাতঃ সহ শরৈর্বিভো ॥২

ন তস্য বেদাধ্যয়নে তথা বুদ্ধিরজায়ত ।
যথাস্য বুদ্ধিরভবদ্ধনুর্বেদে পরন্তপ ॥৩

অধিজগ্মুর্যথা বেদাংস্তপসা ব্রহ্মবাদিনঃ ।
তথা স তপসোপেতঃ সর্বাণ্যস্ত্রাণ্যবাপ হ ॥৪

একোনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

[কৃপাচার্য্য, দ্রোণ ও অশ্বত্থামার উৎপত্তি এবং পাণ্ডবাদের নিকট হইতে অস্ত্রাদি-প্রাপ্তি বিধান।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! কৃপাচার্য্যের জন্মও বিস্তারিতভাবে বলুন। কিরূপে তিনি শরস্তম্বে জন্মলাভ করিলেন এবং কেমন করিয়াই বা অস্ত্রবিদ্যা প্রাপ্ত হইলেন ॥১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহর্ষি গৌতমের শরদ্বান্ নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিলেন। হে বিভো! সেই পুত্র শরের সহিত জন্মগ্রহণ করায় তাঁহার নাম শরদ্বান্ হইয়াছিল ॥২

পাঠান্তর।—(১) শস্ত্রাণ্যবাপ্তবান্ ।

ধনুর্বেদপরত্বাচ্চ তপসা বিপুলেন চ।
ভূশং সন্তাপয়ামাস দেবরাজং স গৌতমঃ ॥৫

ততো জানপদীং নাম দেবকন্যাং সুরেশ্বরঃ।
প্রাহিণোৎ তপসো বিঘ্নং কুরু তস্যেতি কৌরব ॥৬

সা হি গত্বাশ্রমং তস্য রমণীয়ং শরদ্বতঃ।
ধনুর্বাণধরং বালা লোভয়ামাস গৌতমম্ ॥৭

তামেকবসনাং দৃষ্ট্বা গৌতমোঽপ্সরসং বনে।
লোকেঽপ্রতিমসংস্থানাং প্রোৎফুল্লনয়নোঽভবৎ (১) ॥৮

ধনুশ্চ হি শরাশ্চ (২) করাভ্যামপতদ্ ভুবি (৩)।
বেপথুশ্চাপি তাং দৃষ্ট্বা শরীরে সমজায়ত ॥৯

স তু জ্ঞানগরীয়স্ত্বাৎ তপসশ্চ সমর্থনাৎ(৪)।
অবতস্থে মহাপ্রাজ্ঞো ধৈর্য্যেণ পরমেণ হ ॥১০

যস্তস্য সহসা রাজন্ বিকারঃ সমদৃশ্যত।
তেন সুস্রাব রেতোঽস্য স চ তন্নাববুধ্যত(৫) ॥১১

ধনুশ্চ সশরং ত্যক্ত্বা তথা কৃষ্ণাজিনানি চ।
স বিহায়াশ্রমং তঞ্চ তাঞ্চৈবাপ্সরসং মুনিঃ ॥১২

জগাম রেতস্তৎ তস্য শরস্তম্বে পপাত চ।
শরস্তম্বে চ পতিতং দ্বিধা তদভবন্নৃপ ॥১৩

তস্যাথ মিথুনং জজ্ঞে গৌতমস্য শরদ্বতঃ।
মৃগয়াং চরতো রাজ্ঞঃ শান্তনোস্তু যদৃচ্ছয়া ॥১৪

হে পাণ্ডব! শরদ্বানের (বেদাধ্যয়নে) তেমন প্রবৃত্তি ছিল না, যেমন প্রবৃত্তি ধনুর্বেদে ছিল।৩

ব্রহ্মচারিগণ তপস্যা দ্বারা যেমন বেদসমূহ অধিগত করেন, তিনিও তেমনই তপস্যা দ্বারা অস্ত্রসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।৪

ধনুর্বেদে অতিশয় আসক্তি এবং তীব্র তপস্যা দ্বারা সেই গৌতম দেবরাজকেও অত্যন্ত চিন্তান্বিত করিয়াছিলেন।৫

হে কৌরব! তখন দেবরাজ ইন্দ্র জানপদীনামক দেবকন্যাকে বলিলেন—"তুমি উহার তপস্যার বিঘ্ন সম্পাদন কর।"৬

তখন দেবকন্যা শরদ্বানের রমণীয় আশ্রমে গিয়া ধনুর্বাণধারী সেই গৌতমকে প্রলোভিত করিলেন।৭

একবস্ত্রধারিণী সেই অপ্সরাকে নির্জন বনের মধ্যে দেখিয়া তাহার অতুলনীয় রূপে আকৃষ্ট হইয়া গৌতম আনন্দে উৎফুল্লনয়ন হইলেন।৮

তিনি এমন আসক্তিযুক্ত হইয়াছিলেন যে, সেই দেবকন্যাকে দেখিয়া তাঁহার হাতের ধনু ও বাণ খসিয়া পড়িল এবং শরীর কম্পিত হইতে লাগিল।৯

কিন্তু তাঁহার জ্ঞানগরীয়তা ও তপস্যার মহিমা থাকায় তিনি বিচলিত না হইয়া পরম ধৈর্য্যের সহিত সেইস্থানেই অবস্থান করিলেন।১০

হে রাজন্! স্বাভাবিকতাবশতঃ তাঁহার চিত্তে যে বিকার উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার বীর্য্য স্খলিত হইল; কিন্তু তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন না।১১

তিনি শরের সহিত ধনু ও কৃষ্ণাজিন ফেলিয়া দিয়া সেই অপ্সরা ও আশ্রম উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। হে নৃপ! শরস্তম্বোপরি স্খলিত ও শরস্তম্বে পতিত তাঁহার সেই বীর্য্য দুইভাগে বিভক্ত হইল।১২-১৩

হে রাজন্! গৌতমবংশীয় সেই শরদ্বানের সেই

পাঠান্তর:—(১) উৎফুল্লনয়নোঽভবৎ। (২)—শরাস্ত। (৩) [illegible]

পাঠান্তর:—(৪)—[illegible]। (৫)—[illegible]।

* কোন কোন বাঙ্গালা লিপিলিখিত পুস্তকে ১৩ শ্লোকের পরে এই অধিক শ্লোক দেখা যায়:—

[illegible]

কশ্চিৎ সেনাচরোঽরণ্যে মিথুনং তদপশ্যত।
ধনুশ্চ সশরং দৃষ্ট্বা তথা কৃষ্ণাজিনানি চ ॥১৫
জ্ঞাত্বা দ্বিজস্য চাপত্যে ধনুর্বেদান্তগস্য হ।
স রাজ্ঞে দর্শয়ামাস মিথুনং সশরং ধনুঃ ॥১৬
স তদাদায় মিথুনং রাজা চ কৃপয়ান্বিতঃ।
আজগাম গৃহানেব মম পুত্রাবিতি ব্রুবন্ ॥১৭

ততঃ সংবর্দ্ধয়ামাস সংস্কারৈশ্চাপ্যযোজয়ৎ।
প্রাতিপেয়ো নরশ্রেষ্ঠো মিথুনং গৌতমস্য তৎ ॥১৮

গৌতমোঽপি ততোঽভ্যেত্য ধনুর্বেদপরোঽভবৎ।
কৃপয়া যন্ময়া বালাবিমৌ সংবর্দ্ধিতাবিতি ॥১৯

তস্মাৎ তয়োর্নাম চক্রে তদেব স মহীপতিঃ *
গোপিতৌ(১) গৌতমস্তত্র তপসা সমবিন্দত(২) ॥২০
আগম্য তস্মৈ গোত্রাদি সর্বমাখ্যাতবাংস্তদা
চতুর্বিধং ধনুর্বেদং শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥২১
নিখিলেনাস্য তৎ সর্বং গুহ্যমাখ্যাতবাংস্তদা (৩)।
সোঽচিরেণৈব কালেন পরমাচার্য্যতাং গতঃ ॥২২
ততোঽধিজগ্মুঃ সর্বে তে ধনুর্বেদং মহারথাঃ।
ধৃতরাষ্ট্রাত্মজাশ্চৈব পাণ্ডবাঃ সহ যাদবৈঃ(৪) ॥২৩
বৃষ্ণয়শ্চ নৃপাশ্চান্যে নানাদেশসমাগতাঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শিক্ষার্থং ক্রমশস্তত্র গৌতমাৎ শিক্ষিতাস্ত্রতাঃ ॥২৪

দ্বিধা বিভক্ত অবস্থায় শীঘ্রই পুত্র ও কন্যা মিথুনরূপে জন্মগ্রহণ করিল। ঐ দিন মহারাজ শান্তনু মৃগয়াক্রমে বনমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। একজন সৈনিক সেই পুত্র ও কন্যা দুইটিকে দেখিতে পাইল এবং শরের সহিত ধনু ও কৃষ্ণসার চর্ম দেখিয়া জানিল যে, উহারা ধনুর্বেদের পারদর্শী কোন ব্রাহ্মণের সন্তান। তখন সেই সৈনিক শর ও ধনু সহ সেই পুত্রকন্যা দুইটিকে আনিয়া রাজাকে দেখাইল। রাজা কৃপাপরবশ হইয়া "সেই সন্তানযুগল আমারই সন্তান" বলিয়া গৃহে আসিলেন ॥১৪-১৭

অনন্তর মহারাজ প্রতীপনন্দন শান্তনু সেই দুটী সন্তানের বাল্যকালোচিত সব সংস্কার করাইলেন ॥১৮

গৌতমবংশীয় শরদ্বান্ও সেই আশ্রম পরিত্যাগ করত অন্যত্র গিয়া ধনুর্বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। যেহেতু রাজা শান্তনু কৃপাবশতঃ তাহাদিগকে আনিয়া পালন করিয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি তাহাদের নাম রাখিলেন "কৃপ" ও "কৃপী"। গৌতমগোত্রীয় শরদ্বান্ও তপস্যার বলে ঐ ঘটনা পরে জানিতে পারিলেন ॥১৯-২০

পরে তিনি গোপনে কৃপ ও কৃপীর নিকট নিজ গোত্র ও নামের পরিচয় দিলেন এবং (মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তামুক্ত এবং যন্ত্রমুক্ত) চারিপ্রকার ধনুর্বেদ, বিবিধ শাস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ্যার অন্তর্গত গুহ্য বিষয়সমূহ কৃপের নিকট বলিতে লাগিলেন। তাহাতে অচিরকালের মধ্যেই কৃপাচার্য্যও ধনুর্বেদের বিশিষ্ট আচার্য্য পদবী প্রাপ্ত হইলেন ॥২১-২২

এইরূপে বিখ্যাত কৃপাচার্য্যের নিকট ধৃতরাষ্ট্রের মহারথী পুত্রগণ যাদবগণের সহিত পাণ্ডবেরা ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিলেন ॥২৩

তাঁহার নাম শুনিয়া বৃষ্ণিবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ এবং নানাদেশাগত অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণও কৃপাচার্য্যের নিকট ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

পাঠান্তর—(১)[illegible] (২)—চাপ্যবিন্দত।

* কোন কোন পুস্তকে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি আমাদের ২০ শ্লোকের প্রথম পাদের এবং ২০ শ্লোকের প্রথম পাদের পর অধিক দেখা যায়—।

(ক) ততঃ কৃপ ইতি খ্যাতঃ কৃপী কন্যা চ নামতঃ।
(খ) [illegible]
(গ) কৃপাচার্য্যস্তথা পরমাচার্য্যতাং গতঃ।

পাঠান্তর:—(৩)—গুহ্যমাখ্যাতবান্ পিতা।
(৪)—পাণ্ডবাশ্চ মহাবলাঃ।

ইষ্বস্ত্রজ্ঞান্ পর্য্যপৃচ্ছদাচার্য্যান্ বীর্য্যসম্মতান্।
নাল্পধীর্নামহাভাগস্তথানানাস্ত্রকোবিদঃ ॥২৫
নাদেবসত্ত্বো বিনয়েৎ কুরূনস্ত্রে মহাবলান্।
ইতি সঞ্চিন্ত্য গাঙ্গেয়স্তদা ভরতসত্তম(১) ॥২৬
দ্রোণায় বেদবিদুষে ভারদ্বাজায় ধীমতে।
পাণ্ডবান্ কৌরবাংশ্চৈব দদৌ শিষ্যান্ নরর্ষভ ॥২৭
শাস্ত্রতঃ পূজিতশ্চৈব সম্যক্ তেন মহাত্মনা।
স ভীষ্মেণ মহাভাগস্তুষ্টোঽস্ত্রবিদুষাং বরঃ ॥২৮
প্রতিজগ্রাহ তান্ সর্ব্বান্ শিষ্যত্বেন মহাযশাঃ।
শিক্ষয়ামাস চ দ্রোণো ধনুর্ব্বেদমশেষতঃ ॥২৯
তেঽচিরেণৈব কালেন সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ।
বভূবুঃ কৌরবা রাজন্ পাণ্ডবাশ্চামিতৌজসঃ ॥৩০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! কৃপাচার্য্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষা শেষ হইবার পর ভীষ্মদেব তাঁহার পৌত্রগণের বিশেষ শিক্ষার জন্য ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী বীর্য্যশালী আচার্য্যগণের খোঁজ করিলেন। "বিশিষ্ট বুদ্ধিমান্, মহাভাগ্যশালী, নানা অস্ত্রে পারদর্শী এবং দেবতুল্য পরাক্রমশালী আচার্য্য ভিন্ন অন্য কেহ মহাবলশালী কৌরবগণকে ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শী করিতে পারিবে না" এইরূপ চিন্তা করিয়া গঙ্গানন্দন কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব জ্ঞানবান্ বেদবিদ্ দ্রোণকে আচার্য্যপদে বরণ করিয়া কুরুপাণ্ডবগণকে তাঁহার নিকট শিষ্যরূপে অর্পণ করিলেন ॥২৪-২৭

অস্ত্রবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ, মহাভাগ্যবান্ দ্রোণাচার্য্যকে শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভীষ্ম পূজা করিলে, তিনি খুবই সন্তুষ্ট হইলেন ॥২৮

তখন মহাযশস্বী দ্রোণাচার্য্য কৌরব ও পাণ্ডবকুমারগণকে শিষ্যরূপে স্বীকার করিয়া ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন ॥২৯

জনমেজয় উবাচ।

কথং চাগাৎ কুরূন্ ব্রহ্মন্ কস্য পুত্রঃ স বীর্য্যবান্।
কথং সমভবদ্ দ্রোণঃ কথং চাস্ত্রাণ্যবাপ্তবান্ ॥৩১
কথঞ্চাস্য সুতো জাতঃ সোঽশ্বত্থামাস্ত্রবিত্তমঃ।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ প্রকীর্ত্তয় (২) ॥৩২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গঙ্গাদ্বারং প্রতি মহান্ বভূব ভগবানৃষিঃ।
ভরদ্বাজ ইতি খ্যাতঃ সততং সংশিতব্রতঃ ॥৩৩
সোঽভিষেক্তুং ততো গঙ্গাং পূর্ব্বমেবাগমন্নদীম্।
মহর্ষিভির্ভরদ্বাজো হবির্দ্ধানে চরন্ পুরা ॥৩৪
দদর্শাপ্সরসং সাক্ষাদ্ ঘৃতাচীমাপ্লুতামৃষিঃ।
রূপযৌবনসম্পন্নাং মদদৃপ্তাং মদালসাম্ ॥৩৫

হে রাজন্! তাহাতে অল্পকালের মধ্যে অমিততেজস্বী কৌরব ও পাণ্ডবগণ ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন ॥৩০

জনমেজয় বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! দ্রোণাচার্য্যের কিরূপে উৎপত্তি হইয়াছিল, তিনি অস্ত্রশিক্ষা কিরূপে লাভ করিলেন, তিনি কুরুদেশে কেন গিয়াছিলেন এবং সেই মহাপরাক্রমী দ্রোণ কাহার পুত্র ॥৩১

তাঁহার অস্ত্রবিদ্গণশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা নামক পুত্রই বা কেমন করিয়া হইল?—এই সব কথা বিস্তারপূর্ব্বক আমাকে বলুন ॥৩২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে) ভরদ্বাজ নামক এক মহর্ষি ছিলেন; তিনি সর্ব্বদাই ব্রতস্থ হইয়া তপস্যা করিতেন। তিনি একদা মহর্ষিগণের সহিত হবির্দ্ধাননামক যজ্ঞে গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছিলেন। তখন সেইখানে রূপযৌবনসম্পন্না মদমত্তা ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরা স্নান

পাঠান্তর :—(১) ভরতর্ষভ।

পাঠান্তর :—(২)—তত্ত্বতঃ।

ততঃ পুনর্বীতহোত্রে (১) বসনং পর্য্যবর্ত্তত।
অপকৃষ্টাম্বরাং দৃষ্ট্বা তামৃষিশ্চকমে ততঃ ১০৬
তত্র সংসক্তমনসো ভরদ্বাজস্য ধীমতঃ।
ততোঽস্য রেতশ্চস্কন্দ তদৃষির্দ্রোণ আদধে ১০৭
ততঃ সমভবদ্ দ্রোণঃ কলশে তস্য ধীমতঃ।
অধ্যগীষ্ট স বেদাংশ্চ বেদাঙ্গানি চ সর্ব্বশঃ ১০৮
অগ্নিবেশ্যং(২) মহাভাগং ভরদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
প্রত্যপাদয়দাগ্নেয়মস্ত্রং ধর্ম্মভৃতাং বরঃ ১০৯
অগ্নেস্তু জাতঃ স মুনিস্ততো ভরতসত্তম।
ভারদ্বাজং তদাগ্নেয়ং মহাস্ত্রং প্রত্যপাদয়ৎ ১১০
ভরদ্বাজসখা চাসীৎ পৃষতো নাম পার্থিবঃ।
তস্যাপি দ্রুপদো নাম তদা সমভবৎ সুতঃ ১১১

করিতেছিল; এমন সময়ে বায়ু আসিয়া হঠাৎ তাহার বসন খসিয়া গেল। সেই অবস্থায় তাহাকে দর্শন করিয়া ভরদ্বাজ মহর্ষি কামার্ত্ত হইয়া পড়েন, ফলে তাঁহার বীর্য্য স্খলিত হয়; মহর্ষি তাঁহার বীর্য্য [illegible] রাখিয়া দিয়া কলসের মধ্যে রক্ষা করেন। পরে দেখা গেল সেই কলসের মধ্যে একটি পুত্র জন্মিয়াছে। সেই পুত্র পরে বড় হইয়া বেদ ও বেদাঙ্গাদি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিল ॥১০৬-১০৮

প্রতাপশালী, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ঋষি ভরদ্বাজ মহাভাগ অগ্নিবেশ্যকে আগ্নেয় অস্ত্র শিক্ষারূপে দিয়াছিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অগ্নির ঋষি হইতে জাত অগ্নিবেশ্য মুনি ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণকে সেই আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা প্রদান করেন ॥১০৯-১১০

পৃষতনামে এক রাজা ছিলেন; তিনি ভরদ্বাজের বন্ধু ছিলেন; তাঁহার একটী পুত্র হইয়াছিল, তাহার নাম ছিল দ্রুপদ ॥১১১

স নিত্যমাশ্রমং গত্বা দ্রোণেন সহ পার্থিব (৩)।
চিক্রীড়াধ্যয়নঞ্চৈব চকার ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ১১২
ততো ব্যতীতে পৃষতে স রাজা দ্রুপদোঽভবৎ।
পাঞ্চালেষু মহাবাহুরুত্তরেষু নরেশ্বরঃ ১১৩
ভরদ্বাজোঽপি ভগবানারুরোহ দিবং তদা।
তত্রৈব চ বসন্ দ্রোণস্তপস্তেপে মহাতপাঃ ১১৪
বেদবেদাঙ্গবিদ্বান্ স তপসা দগ্ধকিল্বিষঃ।
ততঃ পিতৃনিযুক্তাত্মা পুত্রলোভান্মহাযশাঃ ১১৫
শারদ্বতীং ততো ভার্য্যাং কৃপীং দ্রোণোঽন্ববিন্দত।
অগ্নিহোত্রে চ ধর্ম্মে চ দমে চ সততং রতাম্ ১১৬
অলভদ্ গৌতমী পুত্রমশ্বত্থামানমেব চ।
স জাতমাত্রো ব্যনদদ্ যথৈবোচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ ১১৭

সেই ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ দ্রুপদ তখন নিত্যই আশ্রমে যাইয়া দ্রোণের সহিত খেলা করিতেন এবং অধ্যয়ন করিতেন ॥১১২

ক্রমে উত্তরের মধ্যে পৃষত রাজা হইয়াছিলেন। পরে রাজা পৃষতের মৃত্যু হইলে মহাবাহু দ্রুপদ উত্তর পাঞ্চালের রাজা হইলেন ॥১১৩

এদিকে মহর্ষি ভরদ্বাজও স্বর্গে গেলেন। তখন মহাতপস্বী দ্রোণ সেই আশ্রমে অবস্থান করিয়া তপস্যা করিতে থাকেন ॥১১৪

বেদ ও বেদাঙ্গপারদর্শী বিদ্বান্ দ্রোণ তপস্যাদ্বারা নিষ্পাপ হইলেন। এই সময়ে পিতৃপুরুষগণের আদেশে ও মহাযশা দ্রোণের পুত্রলাভের ইচ্ছা হইল। তিনি তখন মহর্ষি শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে পত্নীরূপে লাভ করিলেন। কৃপী অগ্নিহোত্রে, ধর্ম্মে ও দমে (ইন্দ্রিয়নিগ্রহে) সর্ব্বদাই নিরত ছিলেন ॥১১৫-১১৬

গৌতমবংশজাতা কৃপী যথাসময়ে অশ্বত্থামা নামে একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। শিশুটী ভূমিষ্ঠ-

---

পাঠান্তরম্—(১)—ততো বায়ুর্বীতহোত্রে বসনং পর্য্যবর্ত্তত।
(২)—অগ্নিবেশং—।

পাঠান্তরম্—(৩)—পার্ষতঃ।

অন্তর্হিতং ভূতমন্তরীক্ষস্থমব্রবীৎ।
অশ্বস্যেবাস্য যৎ স্থাম নদতঃ প্রদিশো গতম্ ॥৪৮
অশ্বত্থামৈব বালোঽয়ং তস্মান্নাম্না ভবিষ্যতি।
সুতেন তেন সুপ্রীতো (১) ভারদ্বাজস্ততোঽভবৎ ॥৪৯
তত্রৈব চ বসন্ ধীমান্ ধনুর্ব্বেদপরোঽভবৎ।
স শুশ্রাব মহাত্মানং জামদগ্ন্যং পরন্তপম্ ॥৫০
সর্ব্বজ্ঞানবিদং বিপ্রং সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরম্।
ব্রাহ্মণেভ্যস্তদা রাজন্ দিৎসন্তং বসু সর্ব্বশঃ ॥৫১
স রামস্য ধনুর্ব্বেদং দিব্যান্যস্ত্রাণি চৈব হ।
শ্রুত্বা তেষু মনশ্চক্রে নীতিশাস্ত্রে তথৈব চ ॥৫২
ততঃ স ব্রতিভিঃ শিষ্যৈস্তপোযুক্তৈর্মহাতপাঃ।
বৃতঃ প্রায়ান্ মহাবাহুর্মহেন্দ্রং পর্ব্বতোত্তমম্ ॥৫৩
ততো মহেন্দ্রমাসাদ্য ভারদ্বাজো মহাতপাঃ।
ক্ষান্তং দান্তমমিত্রঘ্নমপশ্যদ্ ভৃগুনন্দনম্ ॥৫৪
ততো দ্রোণো বৃতঃ শিষ্যৈরুপগম্য ভৃগূদ্বহম্।
আচখ্যাবাত্মনো নাম জন্ম চাঙ্গিরসঃ কুলে ॥৫৫
নিবেদ্য শিরসা ভূমৌ পাদৌ চৈবাভ্যবাদয়ৎ।
ততস্তং সর্ব্বমুৎসৃজ্য বনং জিগমিষুং তদা ॥৫৬
জামদগ্ন্যং মহাত্মানং ভারদ্বাজোঽব্রবীদিদম্।
ভরদ্বাজাৎ সমুৎপন্নং তথা ত্বং মাময়োনিজম্ ॥৫৭
আগতং বিত্তকামং মাং বিদ্ধি দ্রোণং দ্বিজর্ষভ (২)।
তমব্রবীন্মহাত্মা স সর্ব্বক্ষত্রিয়মর্দ্দনঃ ॥৫৮
স্বাগতং তে দ্বিজশ্রেষ্ঠ যদিচ্ছসি বদস্ব মে।
এবমুক্তস্তু রামেণ ভারদ্বাজোঽব্রবীদ্ বচঃ ॥৫৯
রামং প্রহরতাং শ্রেষ্ঠং দিৎসন্তং বিবিধং বসু।
অহং ধনমনন্তং হি প্রার্থয়ে বিপুলব্রত ॥৬০

রাম উবাচ।

হিরণ্যং মম যচ্চান্যদ্ বসু কিঞ্চিদিহ স্থিতম্।
ব্রাহ্মণেভ্যো ময়া দত্তং সর্ব্বমেতৎ (৩) তপোধন ॥৬১

মাত্রই উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিল ॥৪৭

তাহা শুনিয়া আকাশস্থিত অদৃশ্য কোন জীব দ্রোণাচার্য্যকে বলিলেন—"এই শিশু যেহেতু অশ্বের ন্যায় শব্দ করিয়া চতুর্দিক পূরিত করিয়াছে, সেই হেতু ইহার নাম 'অশ্বত্থামা' হইবে।" এই আকাশবাণী শ্রবণে অশ্বত্থামার নাম স্থির হওয়ায় ভারদ্বাজ দ্রোণ অত্যন্ত [illegible] হইলেন ॥৪৮-৪৯

বুদ্ধিমান্ দ্রোণ ঐ আশ্রমে থাকিয়া ধনুর্ব্বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন—শত্রুবিজয়ী মহাত্মা পরশুরাম যিনি ভগবান্, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাস্ত্রধারীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন তিনি ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বস্ব দান করিতেছেন ॥৫১

তাঁহার ইচ্ছা হইল তিনি ধনুর্ব্বেদ, দিব্যাস্ত্রসমূহ ও নীতিবিদ্যা পরশুরামের নিকট শিক্ষা করেন ॥৫২

অনন্তর ব্রহ্মচারী ব্রতপরায়ণ তপস্বী শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া মহাতপাঃ দ্রোণ মহেন্দ্রপর্ব্বতে গমন করিলেন ॥৫৩

মহাতপস্বী ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ তথায় গিয়া ক্ষমাবান্ দমগুণসম্পন্ন ও শত্রুহন্তা ভৃগুনন্দনকে দর্শন করিলেন ॥৫৪

দ্রোণ তখন শিষ্যগণের সহিত পরশুরামের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ নাম ও অঙ্গিরাকুলোৎপত্তি বলিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন ॥৫৫

তিনি মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিলেন। অনন্তর [illegible] পরশুরাম সব দান করিয়া যখন বনে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে বলিলেন—হে দ্বিজবর! "আমি ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ, আমাকে অযোনিজ সন্তান বলিয়া জানিবেন। আমি আপনার নিকট ধন লাভের উদ্দেশ্যে আসিয়াছি"।

তাহা শুনিয়া সর্ব্বক্ষত্রিয়নিহন্তা মহাত্মা পরশুরাম

পাঠান্তর:—(১) সম্প্রীতো।

পাঠান্তর:—(২) দ্বিজোত্তম। (৩) [illegible]।

তথৈবেয়ং ধরা দেবী সাগরান্তা সপত্তনা।
কশ্যপায় ময়া দত্তা কৃৎস্না নগরমালিনী ॥৬২
শরীরমাত্রমেবাদ্য ময়েদমবশেষিতম্।
অস্ত্রাণি চ মহার্হাণি শস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥৬৩
অস্ত্রাণি বা শরীরং বা বরয়ৈতন্ময়োদ্যতম্ (১)।
বৃণীষ্ব কিং প্রযচ্ছামি তুভ্যং দ্রোণ বদাশু তৎ ॥৬৪

দ্রোণ উবাচ।

অস্ত্রাণি মে সমগ্রাণি সসংহারাণি ভার্গব।
সপ্রয়োগরহস্যানি দাতুমর্হস্যশেষতঃ ॥৬৫
তথেত্যুক্ত্বা ততস্তস্মৈ প্রাদাদস্ত্রাণি ভার্গবঃ।
সরহস্যব্রতঞ্চৈব ধনুর্বেদমশেষতঃ ॥৬৬
প্রতিগৃহ্য তু তৎ সর্বং কৃতাস্ত্রো দ্বিজসত্তম(২)।
প্রিয়ং সখায়ং সুপ্রীতো জগাম দ্রুপদং প্রতি ॥৬৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি দ্রোণস্য ভার্গবাদস্ত্রপ্রাপ্তৌ ঊনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৯

বলিলেন,—"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তোমার শুভাগমন হউক। তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, বলিতে পার।" রাম এ কথা বলিলে ভারদ্বাজ দ্রোণ বলিলেন—"হে বিপুলব্রতধারিন্! আপনি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও দাতাদিগের অগ্রগণ্য; সেই জন্য আমি আপনার নিকট অক্ষয় ধন প্রার্থনা করি" ॥৬০-৬১

তখন (পরশু) রাম বলিলেন—"হে তপোধন! আমার যাহা কিছু স্বর্ণাদি ধন ছিল, তাহা সবই ব্রাহ্মণদের দান করিয়া দিয়াছি এবং গ্রাম ও নগরের সহিত সাগর পর্যন্ত এই সমস্ত পৃথিবীও মহাত্মা কশ্যপকে দান করিয়া দিয়াছি। এখন আমার এই শরীর এবং বহুমূল্য অস্ত্র ও বিবিধ শস্ত্রসমূহ অবশিষ্ট আছে। হে দ্রোণ! তুমি আমার এই শরীর চাও অথবা অস্ত্রসমূহ চাও, তাহা তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেল ॥৬২-৬৪

দ্রোণ বলিলেন,—"হে ভার্গব! আপনি সমস্ত অস্ত্র ও শস্ত্র প্রয়োগ এবং সংহারবিধানের সহিত আমাকে প্রদান করুন।" তখন ভার্গবরাম "তথাস্তু" বলিয়া রহস্য, প্রয়োগ ও সংহারবিধির সহিত সর্বপ্রকার অস্ত্র ও শস্ত্রের সহিত ধনুর্বেদ দ্রোণাচার্যকে দান করিলেন ॥৬৫-৬৬

সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া দ্রোণাচার্য কৃতাস্ত্র হইলেন এবং তখন অতি প্রীত মনে মহারাজ প্রিয় সখা দ্রুপদের নিকট গেলেন ॥৬৭

পাঠান্তর :—(১) [illegible]। শরীরে বা পুনঃ।

পাঠান্তর :— (২) [illegible] দ্বিজোত্তমঃ।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত সম্ভবপর্বে ভার্গবের নিকট হইতে দ্রোণাচার্যের অস্ত্রপ্রাপ্তিনামক একোনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[দ্রুপদেন তিরস্কৃতস্য দ্রোণস্য হস্তিনাপুরগমনম্, পাণ্ডুপুত্রৈঃ সহ সাক্ষাৎকারঃ, তেষাং বীটা-মুদ্রিকোত্তোলনম্, ভীষ্মেণ আচার্যপদে তস্য বরণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো দ্রুপদমাসাদ্য ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
অব্রবীৎ পার্থিবং রাজন্ সখায়ং বিদ্ধি মামিতি (১)॥১

ইত্যেবমুক্তঃ সখ্যা স প্রীতিপূর্বং জনেশ্বরঃ।
ভারদ্বাজেন পাঞ্চাল্যো নামৃষ্যত বচোঽস্য তৎ ॥২

স ক্রোধামর্ষজিহ্মভ্রূঃ কষায়ীকৃতলোচনঃ।
ঐশ্বর্যমদসম্পন্নো দ্রোণং রাজাব্রবীদিদম্ ॥৩

দ্রুপদ উবাচ।

অকৃতেয়ং তব প্রজ্ঞা ব্রহ্মন্ নাতিসমঞ্জসা।
যন্মাং ব্রবীষি প্রসভং সখা তেঽহমিতি দ্বিজ ॥৪

ন হি রাজ্ঞামুদীর্ণানামেবম্ভূতৈর্নরৈঃ ক্বচিৎ।
সখ্যং ভবতি মন্দাত্মন্ শ্রিয়া হীনৈর্ধনচ্যুতৈঃ ॥৫

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

(দ্রুপদকর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া দ্রোণের হস্তিনাপুরে গমন, রাজকুমারগণের সহিত সাক্ষাৎকার, উঁহাদের বীটা ও আংটীর উত্তোলন এবং ভীষ্মকর্তৃক আচার্য্যপদে বরণ।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! তদনন্তর প্রতাপশালী দ্রোণ রাজা দ্রুপদের নিকটে গিয়া পরিচয় দিলেন,—"আমি তোমার বাল্যসখা দ্রোণ"—ইহা জানিবে ॥১॥

সখা দ্রোণ প্রীতির সহিত রাজা দ্রুপদকে এই কথা বলিলে, তাঁহার কথা সহ্য করিতে না পারিয়া ঐশ্বর্য্যমদমত্ত পাঞ্চালরাজ ক্রোধ ও অসহিষ্ণুতাপ্রযুক্ত ও ভ্রূকুটিত চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দ্রোণকে বলিলেন ॥২-৩॥

দ্রুপদ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তোমার বুদ্ধি অসংস্কৃতা ও অতি অসামঞ্জস্যযুক্তা; কারণ, তুমি আমাকে প্রসভে 'সখা' বলিয়া পরিচয় দিতেছ ॥৪॥

সৌহৃদান্যপি জীর্যন্তে কালেন পরিজীর্যতঃ।
সৌহৃদং মে (৩) ত্বয়া হ্যাসীৎ পূর্বং সামর্থ্যবন্ধনম্ ॥৬

ন সখ্যমজরং লোকে হৃদি তিষ্ঠতি কস্যচিৎ।
কালো হ্যেনং (৪) বিহরতি ক্রোধো বৈনং হরত্যুত ॥৭

মৈবং জীর্ণমুপাস্স্ব ত্বং সখ্যং ভবদপাকৃধি (৫)।
আসীৎ সখ্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ত্বয়া মেঽর্থনিবন্ধনম্ ॥৮

ন দরিদ্রো বসুমতো নাবিদ্বান্ বিদুষঃ সখা।
ন শূরস্য সখা ক্লীবঃ সখিপূর্বং কিমিষ্যতে ॥৯

যয়োরেব সমং বিত্তং যয়োরেব সমং শ্রুতম্ (৬)।
তয়োর্বিবাহঃ সখ্যঞ্চ (৭) ন তু পুষ্ট-বিপুষ্টয়োঃ ॥১০

নাশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়স্য নারথী রথিনঃ সখা।
না রাজা পার্থিবস্যাপি সখিপূর্বং কিমিষ্যতে ॥১১

নির্বোধ! মহোন্নত রাজা ধনবান্, শ্রীমানের সহিত তোমার ন্যায় শ্রীহীন ও ধনহীন মানুষের কখনও সখ্য হইতে পারে না ॥৫॥

বাল্যকালের বন্ধুত্ব সকল ও সামর্থ্য থাকিবার সময়েই ক্ষীণ হইতে থাকে; তোমার সহিত পূর্ব্বে সৌহার্দ্দ ছিল, তাহার কারণ তখন আমাদের উভয়েরই সামর্থ্য সমান ছিল ॥৬॥

কাহারও হৃদয়ে সখ্য চিরকাল অজর অমর হইয়া থাকে না; কাল ও ক্রোধ পূর্ব্বসখ্যকে হরণ করে ॥৭॥

জীর্ণপ্রায় জীবমান সখ্যের উপাসনা করিও না, নূতন হইবে উহা বুঝিয়া দেখ; হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তোমার সঙ্গে বাল্যকালে যে সখ্য ছিল, উহা কেবল তোমার ও আমার স্বার্থের জন্য ॥৮॥

দরিদ্র কখনও ধনীর, মূর্খ কখনও পণ্ডিতের এবং ক্লীব কখনও বীরের সখা হইতে পারে না। সুতরাং

পাঠান্তর।—(১) মামিতি।

পাঠান্তর:—(৩) সৌহৃদ্যং। (৪) হ্যেবং। (৫) ভবতাপিহিতম্। (৬) বপুঃ। (৭) তয়োঃ সখ্যং বিবাহশ্চ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অমর্ষাবিষ্টচিত্তস্তু ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
মুহূর্ত্তং চিন্তয়িত্বা তু মন্যুনাভিপরিপ্লুতঃ ॥১২
স বিনিশ্চিত্য মনসা পাঞ্চালং প্রতি বুদ্ধিমান্।
জগাম কুরুমুখ্যানাং নগরং নাগসাহ্বয়ম্ ॥১৩
স নাগপুরমাগত্য গৌতমস্য নিবেশনে।
ভারদ্বাজোঽবসৎ তত্র প্রচ্ছন্নং দ্বিজসত্তমঃ ॥১৪
ততোঽস্য তনুজঃ পার্থান্ কৃপস্যানন্তরং প্রভুঃ।
অস্ত্রাণি শিক্ষয়ামাস নাবুধ্যন্ত চ তং জনাঃ ॥১৫
এবং স তত্র গূঢ়াত্মা কঞ্চিৎ কালমুবাস হ।
কুমারাস্ত্বথ নিষ্ক্রম্য সমেতা গজসাহ্বয়াৎ ॥১৬
ক্রীড়ন্তো বীটয়া তত্র বীরাঃ পর্য্যচরন্ মুদা।
পপাত কূপে সা বীটা তেষাং বৈ ক্রীড়তাং তদা ॥১৭
ততস্তে যত্নমাতিষ্ঠন্ বীটামুদ্ধর্ত্তুমাদৃতাঃ।
ন চ তে প্রত্যপদ্যন্ত কর্ম্ম বীটোপলব্ধয়ে ॥১৮
ততোঽন্যোন্যমবৈক্ষন্ত ব্রীড়য়াবনতাননাঃ।
তস্যা যোগমবিন্দন্তো ভৃশং চোৎকণ্ঠিতাভবন্ ॥১৯
তেঽপশ্যন্ ব্রাহ্মণং শ্যামমাপন্নং পলিতং কৃশম্।
কৃত্যবন্তমদূরস্থমগ্নিহোত্রপুরস্কৃতম্ ॥২০
তে তং দৃষ্ট্বা মহাত্মানমুপগম্য কুমারকাঃ।
ভগ্নোৎসাহক্রিয়াত্মানো ব্রাহ্মণং পর্য্যবারয়ন্ ॥২১
অথ দ্রোণঃ কুমারাংস্তান্ দৃষ্ট্বা কৃত্যবতস্তদা।
প্রহস্য মন্দং পৈশল্যাদভ্যভাষত বীর্য্যবান্ ॥২২

এখনও কোন পূর্ব্বের সখা চলিতেছে ॥৯

যাহাদের ধন সমান এবং যাহাদের বিদ্যা সমান, তাহাদেরই পরস্পর বন্ধুত্ব হয় এবং বিবাহ হয়; কিন্তু প্রবল ও দুর্ব্বলের বন্ধুত্ব হয় না এবং বিবাহও হয় না ॥১০

অবেদবিদ্ বেদবিদের, অরথী রথীর এবং অরাজা রাজার সখা হয় না। সুতরাং পূর্ব্বসখ্যের আর কি করিতে চাও? ॥১১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজা দ্রুপদের ঐ সকল কথা শুনিয়া দ্রোণ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ক্রোধে অভিভূত হইলেন এবং বুদ্ধিমান্ (আচার্য্য) মনে মনে রাজা দ্রুপদের অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য স্থির নিশ্চয় করিয়া হস্তিনাপুরের দিকে চলিলেন ॥১২-১৩

দ্বিজবর দ্রোণ হস্তিনাপুরে আসিয়া গৌতমবংশীয় কৃপাচার্য্যের গৃহে গোপনে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৪

অনন্তর তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্যের অনুমতি অনুসারে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে কুরুকুমারগণকে গোপনে অস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগিলেন। কেহ ইহা জানিতে পারিল না ॥১৫

এইভাবে তিনি কিছুদিন সেখানে অবস্থান করিলেন। এদিকে একদিন রাজকুমারেরা সকলে মিলিয়া খেলিবার জন্য হস্তিনাপুর নগর হইতে বাহিরে আসিলেন এবং তথায় তাঁহারা বীটা* দ্বারা খেলিতে খেলিতে ঐ বীটা এক কূপের মধ্যে পড়িয়া গেল ॥১৬-১৭

তাঁহারা সেই বীটাকে তুলিবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু কেমন করিয়া উহা তোলা যাইবে, তাহার উপায় স্থির করিতে পারিলেন না ॥১৮

তাঁহারা লজ্জায় অবনতমুখে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন, কিন্তু কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন ॥১৯

এমন সময় তাঁহারা দূরে একজন পাকাচুল রোগা ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন। তিনি অগ্নিহোত্রের সেবা করিয়া যেন কোন কার্য্যবশতঃ অদূরে অবস্থান করিতেছিলেন ॥২০

---

* বীটা শব্দের কেহ কেহ বিভিন্ন গোলাকার ক্রীড়াবস্তুর অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কেহ আবার ‘গুলি ডাণ্ডা’ খেলার গুলি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অহো নু ধিগ্ বলং ক্ষাত্রং ধিগেতাং বঃ কৃতাস্ত্রতাম্।
ভরতস্যান্বয়ে জাতা যে বীটাং নাধিগচ্ছত ॥২৩
বীটাঞ্চ মুদ্রিকাঞ্চৈব হ্যহমেতদপি (১) দ্বয়ম্।
উদ্ধরেয়মিষীকাভির্ভোজনং মে প্রদীয়তাম্ ॥২৪
এবমুক্ত্বা কুমারাংস্তান্ দ্রোণঃ স্বাঙ্গুলিবেষ্টনম্।
কূপে নিরুদকে তস্মিন্নপাতয়দরিন্দমঃ ॥২৫
যুধিষ্ঠির উবাচ।
কৃপস্যানুমতে ব্রহ্মন্ ভিক্ষামাপ্নুহি শাশ্বতীম্ ॥২৬
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ প্রহস্য ভরতানিদম্।
দ্রোণ উবাচ।
এষা মুষ্টিরিষীকাণাং ময়াস্ত্রেণাভিমন্ত্রিতা ॥২৭
অস্যা বীর্যং নিরীক্ষধ্বং যদন্যস্য ন বিদ্যতে।
বেৎস্যামীষীকয়া বীটাং তামিষীকামথান্যয়া ॥২৮
তামন্যয়া সমাযোগে বীটায়া গ্রহণং মম।
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো যথোক্তং দ্রোণেন তৎ সর্বং কৃতমঞ্জসা ॥২৯
তদবেক্ষ্য কুমারাস্তে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ।
আশ্চর্যমিদমত্যর্থমিতি মত্বা বচোঽব্রুবন্ ॥৩০
কুমারা ঊচুঃ।
মুদ্রিকামপি বিপ্রর্ষে শীঘ্রমেতাং সমুদ্ধর।
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ শরং সমাদায় (২) ধনুর্দ্রোণো মহাযশাঃ ॥৩১
শরেণ বিদ্ধ্বা মুদ্রাং তামূর্ধ্বমাবাহয়ৎ প্রভুঃ।
সশরং সমুপাদায় কূপাদঙ্গুলিবেষ্টনম্ ॥৩২
দদৌ ততঃ কুমারাণাং বিস্মিতানামবিস্মিতঃ।
মুদ্রিকামুদ্ধৃতাং দৃষ্ট্বা তমাহুস্তে কুমারকাঃ ॥৩৩

কুমারগণ তাঁহাদের সেই কার্য ব্যর্থ হওয়ায় ভগ্নোৎসাহ হইয়া মহাত্মার নিকটে গিয়া সেই ব্রাহ্মণকে ঘিরিয়া বসিলেন ।২১

দ্রোণ বুঝিলেন,—কুমারগণ তাহাদের বীটা নিতে না পারায় মনে মনে ঐ বিষয় লইয়াই তাঁহার নিকট আসিয়াছে; তখন তিনি ঈষৎ হাসিয়া মিষ্ট কথায় তাঁহাদিগকে বলিলেন—"তোমাদের ক্ষত্রবীর্য ও কৃতাস্ত্রতাকে ধিক্! কেননা, তোমরা ভরতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও কূপ হইতে একটা বীটা উঠাইতে সমর্থ হইলে না" ।২২-২৩

তোমরা যদি আমার ভোজনের ব্যবস্থা কর, তবে আমি ঈষীকা দ্বারাই তোমাদের বীটা ও আংটিটা উঠাইয়া দিব ।২৪

এই কথা বলিয়া শত্রুদমন দ্রোণ সেই জলশূন্য কূপে নিজ অঙ্গুরীয় ফেলিয়া দিলেন। তখন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন ।২৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—কৃপাচার্যের অনুমতি লইয়া আপনি নিত্যই ভিক্ষা গ্রহণ করুন। এই কথা শুনিয়া তখন ব্রাহ্মণ হাস্য করিয়া ভরতগণকে বলিলেন ।২৬

দ্রোণ বলিলেন,—এই দেখ; আমি এই ঈষীকামুষ্টি অস্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিলাম। যাহা অন্য অস্ত্রে নাই, ইহাদের সেই শক্তি লক্ষ্য কর। আমি একটি ঈষীকার দ্বারা তোমাদের ঐ বীটাকে বিদ্ধ করিয়া অন্য ঈষীকার দ্বারা ঐ ঈষীকাকে বিদ্ধ করিব। এইরূপে যে পর্যন্ত বীটাটী হস্তের দ্বারা তুলিবার যোগ্য না হয়, সে পর্যন্ত এক ঈষীকার দ্বারা অন্য ঈষীকাকে বিদ্ধ করিতে থাকিব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অনন্তর দ্রোণ যেরূপ বলিলেন; ঠিক সেইরূপই করিলেন। তাহা দেখিয়া কুমারগণ সকলেই বিস্ময়ে উৎফুল্ললোচন হইয়া ঐ কার্যকে অত্যন্ত অদ্ভুত বলিয়া মনে করিয়া তাঁহাকে বলিলেন ।২৯-৩০

কুমারগণ বলিলেন,—হে বিপ্রর্ষে! আপনি ঐ মুদ্রিকাটিও তুলুন। বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন মহাযশস্বী দ্রোণ ধনু লইয়া শর দ্বারা বিদ্ধ করত মুদ্রিকাটিকে উপরে উঠাইলেন এবং তাহা অবিস্মিত থাকিয়া বিস্মিত কুমারগণের হাতে দিয়া দিলেন। মুদ্রিকা উত্তোলিত হইয়াছে দেখিয়া কুমারগণ

পাঠান্তরঃ—(১) মুদ্রিকাঞ্চাহমেতদপি।

পাঠান্তরঃ—(২) শরমাদায়।

কুমারা উচুঃ।

অভিবাদয়ামহে (১) ব্রহ্মন্ নৈতদন্যেষু বিদ্যতে।
কোঽসি কস্যাসি জানীমো বয়ং কিং করবামহে ॥৩৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্ততো দ্রোণঃ প্রত্যুবাচ কুমারকান্।

দ্রোণ উবাচ।

আচক্ষধ্বঞ্চ ভীষ্মায় রূপেণ চ গুণৈশ্চ মাম্ ॥৩৫
স এব সুমহাতেজাঃ সাম্প্রতং প্রতিপৎস্যতে।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা চ গত্বা চ ভীষ্মমূচুঃ কুমারকাঃ ॥৩৬
ব্রাহ্মণস্য বচস্তথ্যং তচ্চ কর্ম তথাবিধম্ (২)।
ভীষ্মঃ শ্রুত্বা কুমারাণাং দ্রোণং তং প্রত্যজানত ॥৩৭
যুক্তরূপঃ স হি গুরুরিত্যেবমনুচিন্ত্য চ।
অথৈনমানীয় তদা স্বয়মেব সুসৎকৃতম্ ॥৩৮
পরিপপ্রচ্ছ নিপুণং ভীষ্মঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
হেতুমাগমনে তচ্চ দ্রোণঃ সর্বং ন্যবেদয়ৎ ॥৩৯

দ্রোণ উবাচ।

মহর্ষেরগ্নিবেশস্য সকাশমহমচ্যুত।
অস্ত্রার্থমগমং পূর্বং ধনুর্বেদজিগীষয়া ॥৪০
ব্রহ্মচারী বিনীতাত্মা জটিলো বহুলাঃ সমাঃ।
অবসং সুচিরং তত্র গুরুশুশ্রূষণে রতঃ ॥৪১
পাঞ্চালরাজপুত্রশ্চ যজ্ঞসেনো মহাবলঃ।
ইষ্বস্ত্রহেতোর্ন্যবসৎ তস্মিন্নেব গুরৌ প্রভুঃ ॥৪২
স মে তত্র সখা চাসীদুপকারী প্রিয়শ্চ মে।
তেনাহং সহ সঙ্গম্য বর্তয়ন্ সুচিরং প্রভো ॥৪৩
বাল্যাৎ প্রভৃতি কৌরব্য সহাধ্যয়নমেব চ।
স মে সখা সদা তত্র প্রিয়বাদী প্রিয়ঙ্করঃ ॥৪৪

তাঁহাকে বলিলেন ॥৩১-৩৩

কুমারগণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনাকে আমরা অভিবাদন জানাইতেছি। আপনি কে এবং কাহার পুত্র তাহা জানিতে চাই। আপনার কি সেবা আমরা করিতে পারি ॥৩৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই কথা শুনিয়া দ্রোণ প্রত্যুত্তরে কুমারগণকে বলিলেন—তোমরা সকলে গিয়া মহাতেজস্বী ভীষ্মের নিকট আমার পরিচয় দাও। তিনিই আমাকে এ সময় চিনিতে পারিবেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কুমারগণ 'তাহাই হউক' বলিয়া পিতামহ ভীষ্মের নিকট দ্রোণাচার্যের কথা ও কার্যের সম্পূর্ণ পরিচয় দিল। ভীষ্মদেব তাহাদের কথা শুনিবামাত্রই উঁহাকে দ্রোণ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন ॥৩৫-৩৭

তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, "ইনিই উপযুক্ত গুরু হইবার যোগ্য পুরুষ।" তখন তিনি কুমারগণের দ্বারা তাঁহাকে আনাইলেন এবং স্বয়ংই তাঁহার সৎকার করিলেন। তাহার পর অস্ত্রবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম তাঁহাকে তথায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্রোণাচার্য তাঁহাকে সবই বলিলেন ॥৩৮-৩৯

দ্রোণ বলিলেন,—হে কুরুনন্দন! আমি পূর্বে ধনুর্বেদ শিক্ষা করিব ইচ্ছা করিয়া মহর্ষি অগ্নিবেশের নিকট গিয়াছিলাম ॥৪০

আমি তথায় ব্রহ্মচর্য আচরণপূর্বক জটাধারণ করিয়া বিনয় ও শ্রদ্ধার সহিত গুরুসেবা করিয়া তাঁহার নিকট বহু বৎসর বাস করিলাম ॥৪১

পাঞ্চালরাজের পুত্র মহাবলী যজ্ঞসেনও ঐ একই উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট বাস করিতে লাগিলেন ॥৪২

সে তখন আমার সখা এবং প্রিয় ও হিতকারী ছিল এবং ঐভাবে তাহার সহিত সখ্যভাবে হইয়া আমি সুদীর্ঘকাল তথায় বাস করিয়াছিলাম ॥৪৩

হে কুরুনন্দন! বাল্যকাল হইতেই একসঙ্গে (ধনুর্বেদাদি) অধ্যয়ন করায় সে আমার কেবল সখা, তেমনই প্রিয়বাদী প্রিয়কারী হইয়াছিল ॥৪৪

পাঠান্তর :—(১) অভিবাদয়ে। (২) বিধেয়বিৎ।

অব্রবীদিতি মাং ভীষ্ম বচনং প্রীতিবর্দ্ধনম্।
অহং প্রিয়তমঃ পুত্রঃ পিতুর্দ্রোণ মহাত্মনঃ ॥৪৬
অভিষেক্ষ্যতি মাং রাজ্যে স পাঞ্চাল্যো (১) যদা তদা।
তদ্ভোগ্যং ভবিতা তাত(২) সখে সত্যেন তে শপে ॥
মম ভোগাশ্চ বিত্তঞ্চ ত্বদধীনং সুখানি চ।
এবমুক্তঃ প্রবব্রাজ কৃতাস্ত্রঃ পূজিতো ময়া ॥৪৭
তচ্চ(৩) বাক্যমহং নিত্যং মনসা ধারয়ংস্তদা।
সোঽহং পিতৃনিয়োগেন (৪) পুত্রলোভাদ্ যশস্বিনীম্ ॥৪৮
নাতিকেশীং মহাপ্রাজ্ঞামুপযেমে মহাব্রতাম্।
অগ্নিহোত্রে চ সত্রে চ দমে চ সততং রতাম্ ॥৪৯
অলভদ্ গৌতমী পুত্রমশ্বত্থামানমৌরসম্।
ভীমবিক্রমকর্ম্মাণমাদিত্যসমতেজসম্ ॥৫০
পুত্রেণ তেন প্রীতোঽহং ভরদ্বাজো ময়া যথা।
গোক্ষীরং পিবতো দৃষ্ট্বা ধনিনস্তত্র পুত্রকান্ ॥
অশ্বত্থামারুদদ্ বালস্তন্মে সন্দেহয়দ্ দিশঃ ॥৫১
ন স্নাতকোঽবসীদেত বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মসু।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা তং দেশং বহুশো ভ্রমন্ ॥৫২
বিশুদ্ধমিচ্ছন্ গাঙ্গেয় ধর্ম্মোপেতং প্রতিগ্রহম্।
অন্তাদন্তং পরিক্রম্য নাধ্যগচ্ছং পয়স্বিনীম্ ॥৫৩
অথ পিষ্টোদকেনৈনং লোভয়ন্তি কুমারকাঃ।
পীত্বা পিষ্টরসং বালঃ ক্ষীরং পীতং ময়াপি চ ॥৫৪
ননর্ত্তোত্থায় কৌরব্য হৃষ্টো বাল্যাদ্ বিমোহিতঃ।
তং দৃষ্ট্বা নৃত্যমানং তু বালৈঃ পরিবৃতং সুতম্ ॥৫৫
হাস্যতামুপসম্প্রাপ্তং কশ্মলং তত্র মেঽভবৎ।
দ্রোণং ধিগস্ত্বধনিনং যো ধনং নাধিগচ্ছতি ॥৫৬

হে ভীষ্ম! সে তখন প্রীতিজনক বাক্য বলিয়া আমাকে বলিয়াছিল,—"হে দ্রোণ! আমি আমার মহাত্মা পিতার প্রিয়তম পুত্র। আমাকে যখন পিতা রাজ্যে অভিষেক করিবেন, তখন সেই রাজ্য তোমারও ভোগ্য হইবে—ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতেছি। আমার ভোগ, ধন ও সুখ সবই তোমার অধীন।" এই বলিয়া সে কৃতাস্ত্র হইয়া আমা কর্তৃক সম্মানিত হইয়াই নিজ রাজ্যে প্রস্থান করিল ॥৪৬-৪৭

তাহার সেই কথা আমি সর্ব্বদাই মনে রাখিলাম। তাহার পর পুত্রলোভবশতঃ পিতার আদেশে আমি মহাপ্রজ্ঞাশালিনী মহাব্রতধারিণী এবং অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ ও দমকর্ম্মে নিপুণা, অল্পকেশী যশস্বিনী গৌতমীকে বিবাহ করিলাম ॥৪৮-৪৯

তাহার পর গৌতমী ভীমপরাক্রম ও ভীমকর্ম্মা সূর্য্যতুল্য তেজস্বী অশ্বত্থামানামক ঔরস পুত্র লাভ করিলেন ॥৫০

ভরদ্বাজ আমাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়া যেমন আনন্দিত হইয়াছিলেন, আমিও পুত্রলাভে সেইরূপ আনন্দিত হইলাম। এক সময়ে ধনীর পুত্রগণকে গোদুগ্ধ পান করিতে দেখিয়া অশ্বত্থামা রোদন করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া আমার চোখ ধাঁধাঁ হইয়া গেল ॥৫১

"আমার এই বালক স্নাতক হইলে (ব্রহ্মচর্য্য সমাপনের পর) স্বধর্ম্মে অবস্থান করিয়া যেন অভাবে অবসন্ন হইয়া না পড়ে—এই কথা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া আমি সেই দেশে প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে ভ্রমণ করিয়াও কাহারও নিকট হইতে পবিত্র ধর্ম্মসিদ্ধ উপায়ে কোন দুগ্ধবতী—গাভী যোগাড় করিতে পারিলাম না ॥৫২-৫৩

তদনন্তর আমি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে, আমার পুত্র অশ্বত্থামাকে অন্যান্য ধনীর বালকগণ

পাঠান্তর:—(১) পাঞ্চালস্য। (২) ভবিতা রাজ্যং। (৩) তত্র। (৪) পিতুর্নিয়োগেন।

শিরোধরং হৃতো মম পীত্বা [illegible] স্তুবন্ ।
দৃষ্টাপি ন দুষ্টোক্তিঃ (১) ক্রোধং পীত্বা
মহাদ্যুত (২) ॥৫৭
ইতি সম্ভাষতস্তস্য ব্রাহ্মণ্যে দুঃখিতাস্মৎ ।
আত্মানমাত্মনা গর্হন্ মনসেন পতিতাহভবৎ ॥৫৮
অপি ত্বয়া পুরা বিপ্রোহর্ব্বাক্ষিতো প্রতিশ্রুতো মম (৩) ।
মনোগতিজ্ঞো নাভিজ্ঞো ন চ দুর্গতো দদেপাত্ম ॥৫৯
ইতি মম প্রিয়ঃ পুত্রঃ শৌভাগ্যং সুব্রো ধনম্ ।
পূর্ব্বভবান্মুপগিবানাৎ [illegible] কৌতুকং মতঃ ॥৬০
অভিবিক্রম্য ক্রুদ্ধৈব প্রত্যর্থিনামতি চিন্তয়ন্ ।
কিং মমাহং দুষ্টবাক্যো [illegible] স্তুপাসনম্ ॥৬১

ধনপ্রদম্ শক্রস্তৈব দানং ধ্রুবং তুল্য ধং ।
অতো জগদবাপ্য পরিপূর্ণমহং প্রাপ্তো ॥৬২

প্রত্যক্ষ পুরুষব্যাঘ্র সর্বান্ বিধি বাদিবিং ।
উপস্থিতঃ জগদং প্রতিবক্তাদি (৪) পদ্মজ ॥৬৩

ন মহ বিচারজাভিদ বাক্যমিদ্রবাধীৎ ।
অনুভবন ধন প্রাপ্ত জগৎ নাভিসমন্বিতঃ ॥৬৪

যদাহ মাং ত্বং প্রজানং যথা মেহপূর্বমিতি বিভ ।
ন্যাজনীয় জীবদ্ভি (৫) জানেন পরিকীর্তিতঃ ॥৬৫

সৌভাগ্য যে ময়া জানীত পূর্বং নান্যদর্শনম্ ।
নাবোধিতা সোহভিবক্ত বাক্যো বদিতা যথা ॥৬৬

তাহলে [illegible] না আসিয়া [illegible] [illegible] বিদায়ইয়া সেই অবস্থে দুর বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, হে মুনিবরেণ্য! [illegible] যে ব্রাহ্মণ পান করিয়া 'হে পান করিয়াছি' মনে করত বাল্যসম্ভাবণতঃ আমাকে দূরে করিয়াছে এবং তাহারা ঐ দুরে দেখিয়া আনন্দ করিতেছে। ইহা দেখিয়া আমার ভয়ানক ক্রোধ হইল। তখন এই বলিয়া আমাকে নিবারণ দিতে লাগিল যে, 'সেই ব্যক্তির দোষকে দিক্। তাহার পুত্র সিদ্ধিকর্মকে মন করিয়া তাহারই পান করত আনন্দ লাভ করে।' তাহাদের এই কথা শুনিয়া আমার বুদ্ধি আচ্ছন্ন ও উদ্বেগ হইতে লাগিল। আমি তখন মনে মনে নিজেই নিজেকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলাম—"আমি আত্মাভিমানবশতঃ পতিত ও নির্দ্দয় হইয়া এই জগতে বাস করিব, তথাপি নির্দ্দয় হইয়া অবস্থান করত এমন ভাবে অবস্থান করিব যেন দর্শন প্রীতিপূর্ব্বক আমার নিকট আসিয়া কোন কার্য্য অবলম্বন করিতে না।"৫৩-৬১

হে বীর! এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি পুত্র-সহকারে ইনি ও পুত্রক হাতে লইয়া সৌভাগ্য (জন্মদের) নিকটে যাইলাম ॥৬০

সে বালক বাল্যকাল অতিক্রম করিয়াছে—ইহা ভাবিয়াই আমার উদ্বেগ নিবৃত্ত হইয়াছে মনে করিলাম এবং তখন তুমি সম্ভবতঃ আমার প্রতি দয়াশীল হইবে মনে করিয়া নিকট উপস্থিত হইলাম ॥৬১

হে বিপ্রকুলশ্রেষ্ঠ! হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তাহার সহিত পূর্ব্বকার ও পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি বাক্য স্মরণ করিয়া রাজসভায় উপস্থিত জনগণের নিকট আমি সভার মধ্যে নির্ভয়ে উপস্থিত হইয়া বলিলাম—"তুমি আমাকে তোমার ধর্ম্মপত্নী বোধ করিয়া থাকিবে। আমাকে নিকটে নিয়া সভার মধ্যে জনগণকে পরিচয় করিয়ে যাইলাম।"৬২-৬৩

কিন্তু সে আমাকে দাসীর মত মনে করিয়া উপহাস করত বলিতে লাগিল—"হে অজ্ঞ! তোমার বুদ্ধি পরিপক্ব হয় নাই, সুতরাং তুমি অসম্বন্ধপূর্ণ কথা বলিতেছ ॥৬৪

হে বিপ্র! তুমি যে আমাকে সত্য বলিয়াছ, এই সত্য পূর্ব্বের প্রত্যক্ষ বাক্য সত্য নয়, কারণ, মাতৃদেবী বাল্যবিধি দেবে পূর্ণ। [illegible]

পাঠান্তর:—(১) দৃষ্টা দৃষ্টঃ। (২) মহাদ্যুতে। (৩) দৃশম্।

পাঠান্তর:—(৪) প্রতিবক্তাদি (৫) জীবন্তে।

সাম্যাদ্ধি সখ্যং ভবতি বৈষম্যান্নোপপদ্যতে।
ন সখ্যমজরং লোকে বিদ্যতে জাতু কস্যচিৎ(১) ॥৬৭
কামো বৈনং বিহরতি ক্রোধো বৈনং হরত্যুত।
মৈবং জীর্ণমুপাস্স্ব ত্বং সখ্যং(২) ভবদপাকুরু(৩)॥৬৮
আসীৎ সখ্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ত্বয়া মেঽর্থনিবন্ধনম্।
ন হ্যনাঢ্যঃ সখাঢ্যস্য নাবিদ্বান্ বিদুষঃ সখা ॥৬৯
ন শূরস্য সখা ক্লীবঃ সখিপূর্বং কিমিষ্যতে।
ন হি রাজ্ঞামুদীর্ণানামেবম্ভূতৈর্নরৈঃ ক্বচিৎ ॥৭০
সখ্যং ভবতি মন্দাত্মন্ শ্রিয়া হীনৈর্ধনচ্যুতৈঃ।
নাশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়স্য নারথী রথিনঃ সখা ॥৭১
নারাজা পার্থিবস্যাপি সখিপূর্বং কিমিষ্যতে।
অহং ত্বয়া ন জানামি রাজ্যার্থে সংবিদং কৃতাম্ ॥৭২

একরাত্রং তে ব্রহ্মন্ কামং দাস্যামি ভোজনম্।
এবমুক্তস্ত্বহং তেন সদারঃ প্রস্থিতস্ত্বরন্ ॥৭৩
তাং প্রতিজ্ঞাং প্রতিজ্ঞায় যাং কর্তাস্ম্যচিরাদিব।
দ্রুপদেনৈবমুক্তোঽহং মন্যুনাভিপরিপ্লুতঃ ॥৭৪
অভ্যাগচ্ছং কুরূন্ ভীষ্ম শিষ্যৈরর্থী গুণান্বিতৈঃ।
ততোঽহং ভবতঃ কামং সংবর্ধয়িতুমাগতঃ ॥৭৫
ইদং নাগপুরং রম্যং ব্রূহি কিং করবাণি তে।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু ভীষ্মো ভারদ্বাজমভাষত ॥৭৬

ভীষ্ম উবাচ।

অপজ্যং ক্রিয়তাং চাপং সাধ্বস্ত্রং প্রতিপাদয়।
ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্ ভৃশং প্রীতঃ পূজ্যমানঃ
কুরুক্ষয়ে ॥৭৭

পরিবর্তন হইতে পারে ॥৬৫

তোমার সঙ্গে পূর্বে যে আমার সৌহার্দ্য ছিল, উহার মূলে আমাদের সমান সামর্থ্যই ছিল। এক জন [illegible] ছিল সেই সামর্থ্য। [illegible] লোকেরই এবং কাহারও কখনও স্থায়ী সখ্য হয় না ॥৬৬

সম বিষয়ে সমতা থাকিলেই সখ্য হয়, বৈষম্য থাকিলে সখ্য হয় না। এ সংসারে কাহারও সহিত কাহারও সখ্য অজর বা অমর হয় না ॥৬৭

কাম ও ক্রোধ পূর্ব সখ্যকে হরণ করে। সুতরাং জীর্ণ সখ্যের উপর আর ভরসা করিও না, পূর্ব সখ্যের কথা ভুলিয়া যাও ॥৬৮

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তোমার সহিত আমার যে সখ্য ছিল, উহা স্বার্থবন্ধন। অধনী ধনীর, অবিদ্বান্ বিদ্বানের এবং ক্লীব কখনও বীরের সখা হয় না, সুতরাং প্রাচীন সখ্যের কথা তুলিয়া তোমার কোন লাভ হইবে না। প্রভূত উন্নতিশালী রাজার সহিত তোমার ন্যায় দরিদ্র ও শ্রীহীন মানুষের কখনও সখ্য হইতে পারে না। হে মন্দমতে! অশ্রোত্রিয়ের সহিত শ্রোত্রিয়ের, রথীর সহিত অরথীর, অরাজার সহিত রাজার কখনও সখ্যতা হয় না; সুতরাং এই জীর্ণ সখ্যের উপর নির্ভর করিয়া কি করিবে? আমি যে রাজ্যবিষয়ে তোমাকে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, ইহা আমার স্মরণ হইতেছে না ॥৬৯-৭২

হে ব্রহ্মন্! "আমি একরাত্রির জন্য তোমাকে ভোজন দিতে পারি, ইহার অধিক নয়।" দ্রুপদ এই কথা বলিলে আমি পত্নীর সহিত চলিয়া আসিলাম ॥৭৩

আমি এ প্রকার উক্তিতে যেরূপ দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, তাহাতে মনে মনে যে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা আমি অচিরকালের মধ্যেই পূর্ণ করিব ॥৭৪

হে ভীষ্ম! আমি গুণবান্ শিষ্যগণের দ্বারা নিজ

পাঠান্তর:—(১)—কস্যচিৎ হৃদি। (২)—সখ্যম্।
(৩)—ভবদুপাকুরু।

কুরূণামস্তি যদ্ বিত্তং রাজ্যঞ্চেদং সরাষ্ট্রকম্ ।
ত্বমেব পরমো রাজা সর্ব্বে চ কুরবস্তব ॥৭৮
যচ্চ তে প্রার্থিতং ব্রহ্মন্ কৃতং তদিতি চিন্ত্যতাম্ ।
দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি বিপ্রর্ষে মহান্ মেঽনুগ্রহঃ
কৃতঃ ॥৭৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি দ্রোণাগমনে ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩০

[illegible] স্থির করিবার জন্য আসিয়াছি ।৭৫

তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্যই এই সুন্দর কুরুরাজ্য আশ্রয় করিয়াছি। বল, আমি তোমার কি কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই কথা শুনিয়া তখন ভীষ্ম বলিলেন—আপনি ধনুকে জ্যা-যুক্ত করুন এবং এই কুরুকুমারগণকে অস্ত্রশিক্ষা দিউন। এই কুরুরাজ্যে সম্মানিত অবস্থায় থাকিয়া [illegible] বিবিধ ভোগ করুন ।৭৬-৭৭

কৌরবগণের যা কিছু ধন ও রাজ্য রাষ্ট্রের সহিত আছে, এ সমস্তের আপনি রাজা হইবেন এবং কৌরবগণ সকলেই আপনারই অধীন বলিয়া মনে করিবেন ।৭৮

হে ব্রহ্মন্! আপনার মনের যাহা অভিপ্রায়, তাহা পূর্ণ হইয়াছে বলিয়াই মনে করিবেন। হে বিপ্রর্ষে! আমাদের সৌভাগ্যবশতই আপনি এখানে আসিয়াছেন এবং আমরা ইহাতে পরম অনুগৃহীত হইয়াছি বলিয়া মনে করি ।৭৯

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য অনূদিত মহাভারতের আদিপর্ব্বীয় সম্ভবপর্ব্বে
ভীষ্ম-দ্রোণ-সমাগমনাত্মক ত্রিংশদধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[দ্রোণাচার্য্যস্য রাজকুমারাণামস্ত্রশিক্ষা, একলব্যস্য গুরুভক্তিঃ, শিষ্যাণাং পরীক্ষা চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।০
ততঃ সম্পূজিতো দ্রোণো ভীষ্মেণ দ্বিপদাং বরঃ ।
বিশশ্রাম মহাতেজাঃ পূজিতঃ কুরুবেশ্মনি ॥১

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

[দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক রাজকুমারগণের অস্ত্রশিক্ষা, একলব্যের গুরুভক্তি এবং শিষ্যগণের পরীক্ষা]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তদনন্তর মহাতেজস্বী নরশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ভীষ্মকর্ত্তৃক সম্পূজিত হইয়া কুরুরাজ-ভবনে বিশ্রাম করিলেন ।১

---

* কোন কোন পুস্তকে ইহার পূর্ব্বে [illegible] এই শ্লোকগুলি অধিক পঠিত দেখা যায়—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

বিশ্রান্তেহথ গুরৌ তস্মিন্ পৌত্রানাদায় কৌরবান্।
শিষ্যত্বেন দদৌ ভীষ্মো বসূনি বিবিধানি চ ॥২
গৃহঞ্চ সুপরিচ্ছন্নং ধনধান্যসমাকুলম্।
ভারদ্বাজায় সুপ্রীতঃ প্রত্যপাদয়ত প্রভুঃ ॥৩
স তান্ শিষ্যান্ মহেষ্বাসঃ প্রতিজগ্রাহ কৌরবান্।
পাণ্ডবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রাংশ্চ দ্রোণো মুদিতমানসঃ ॥৪
প্রতিগৃহ্য চ তান্ সর্ব্বান্ দ্রোণো বচনমব্রবীৎ।
রহস্যেকঃ প্রতীতাত্মা কৃতোপসদনাংস্তথা ॥৫

দ্রোণ উবাচ।

কার্য্যং মে কাঙ্ক্ষিতং কিঞ্চিদ্ধৃদি সম্পরিবর্ত্ততে।
কৃতাস্ত্রৈস্তৎ প্রদেয়ং মে তদেতদ্ (১) বদতানঘাঃ ॥৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা কৌরবেয়াস্তে তূষ্ণীমাসন্ বিশাম্পতে।
অর্জ্জুনস্তু ততঃ সর্ব্বং প্রতিজজ্ঞে পরন্তপ ॥৭
ততোহর্জ্জুনং তদা মূর্দ্ধ্নি সমাঘ্রায় পুনঃপুনঃ।
প্রীতিপূর্ব্বং পরিষ্বজ্য প্ররুরোদ মুদা তদা ॥৮
ততো দ্রোণঃ পাণ্ডুপুত্রানস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
গ্রাহয়ামাস দিব্যানি মানুষাণি চ বীর্য্যবান্ ॥৯
রাজপুত্রাস্তথা চান্যে (২) সমেত্য ভরতর্ষভ।
অভিজগ্মুস্ততো দ্রোণমস্ত্রার্থে দ্বিজসত্তমম্ ॥১০
বৃষ্ণয়শ্চান্ধকাশ্চৈব নানাদেশ্যাশ্চ পার্থিবাঃ।
সূতপুত্রশ্চ রাধেয়ো গুরুং দ্রোণমিয়াৎ তদা ॥১১

তাঁহার বিশ্রাম এলনের পর ভীষ্ম পৌত্র কুরুকুমারগণকে আনিয়া বহু ধন ও ধান্য শিষ্যরূপে দ্রোণের নিকট অর্পণ করিলেন এবং উদারভাবে সুপ্রসন্ন প্রভু ভীষ্ম দ্রোণকে এমন গৃহ প্রদান করিলেন, যাহা পরিচ্ছন্ন ও ধনধান্যে পরিপূর্ণ ছিল ॥২-৩

মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণও আনন্দে পাণ্ডবগণ ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে বিধিপূর্ব্বক শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন ॥৪

অনন্তর একদিন দ্রোণাচার্য্য একাকী প্রীতচিত্তে একান্তে বসিয়াছিলেন এবং শিষ্য কুমারগণও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তখন তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন ॥৫

দ্রোণ বলিলেন,—হে নিষ্পাপ শিষ্যগণ! আমার মনের মধ্যে একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান আছে; তোমাদের অস্ত্রশিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে আমার সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে হইবে। ইহাতে তোমাদের মধ্যে যে যে সমর্থ, তাহা বল ॥৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজা! সেই কথা শুনিয়া কৌরবকুমারেরা সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন উহাতে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন ॥৭

তখন দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের মস্তক আঘ্রাণ করত তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥৮

অনন্তর শক্তিমান্ দ্রোণ পাণ্ডুপুত্রগণকে দৈব ও মনুষ্যলোকোচিত নানাবিধ অস্ত্র শিক্ষা দিলেন ॥৯

হে জনমেজয়! দ্রোণাচার্য্যের খ্যাতি শুনিয়া তখন চারিদিক হইতে অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজপুত্রগণ অস্ত্রশিক্ষার জন্য তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন ॥১০

পাঠান্তর :—(১) বদত।

পাঠান্তর :—(২) রাজপুত্রাস্তথৈবান্যে :

এই শ্লোক কোন কোন মহাভারতে নিম্নলিখিত শ্লোকত্রয় অধিক দেখা যায়—

[illegible] দ্রোণঃ [illegible]। [illegible] পার্থ [illegible]।
[illegible] পার্থ [illegible]। [illegible]।
[illegible]। [illegible] পার্থঃ [illegible]।

স্পর্দ্ধমানস্তু পার্থেন সূতপুত্রোঽত্যমর্ষণঃ।
দুর্য্যোধনং সমাশ্রিত্য (১) সোঽবমন্যত পাণ্ডবান্॥১২
অভ্যয়াৎ স ততো দ্রোণং ধনুর্ব্বেদচিকীর্ষয়া।
শিক্ষাভুজবলোদ্যোগৈস্তেষু সর্ব্বেষু পাণ্ডবঃ।
অস্ত্রবিদ্যানুরাগাচ্চ বিশিষ্টোঽভবদর্জ্জুনঃ॥১৩
তুল্যেষ্বস্ত্রপ্রয়োগেষু লাঘবে সৌষ্ঠবেষু চ।
সর্ব্বেষামেব শিষ্যাণাং বভূবাভ্যধিকোঽর্জ্জুনঃ॥১৪
ঐন্দ্রিমপ্রতিমং দ্রোণ উপদেশেষ্বমন্যত।
এবং সর্ব্বকুমারাণামিষ্বস্ত্রং প্রত্যপাদয়ৎ॥১৫
কমণ্ডলুং সর্ব্বেষাং প্রায়চ্ছচ্চিরকারণাৎ।
পুত্রায় চ দদৌ কুম্ভমবিলম্বনকারণাৎ॥১৬
যাবৎ তে নোপগচ্ছন্তি তাবদস্মৈ পরাং ক্রিয়াম্।
দ্রোণ আচষ্ট পুত্রায় তৎ কর্ম্ম জিষ্ণুরৌহত॥১৭
ততঃ স বারুণাস্ত্রেণ পূরয়িত্বা কমণ্ডলুম্।
সমমাচার্য্যপুত্রেণ গুরুমভ্যেতি ফাল্গুনঃ॥১৮
আচার্য্যপুত্রাৎ তস্মাৎ তু বিশেষোপচয়ে পৃথক্।
ন ব্যহীয়ত মেধাবী পার্থোঽপ্যস্ত্রবিদাং (২) বরঃ॥১৯
অর্জ্জুনঃ পরমং যত্নমাতিষ্ঠদ্ গুরুপূজনে।
অস্ত্রে চ পরমং যোগং প্রিয়ো দ্রোণস্য চাভবৎ॥২০
তং দৃষ্ট্বা নিত্যমুদ্যুক্তমিষ্বস্ত্রং প্রতি ফাল্গুনম্।
আহূয় বচনং দ্রোণো রহঃ সূদমভাষত॥২১
অন্ধকারেঽর্জ্জুনায়ান্নং ন দেয়ং তে কদাচন।
ন চাখ্যেয়মিদঞ্চাপি মদ্বাক্যং বিজয়ে ত্বয়া॥২২

সেই সময় বৃষ্ণিবংশীয় ও অন্ধকবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ, নানাদেশের অন্যান্য রাজপুত্রগণ এবং রাধার পালিত সূতপুত্র কর্ণও দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্রশিক্ষা লাভ করিলেন।১১

অর্জ্জুনের সমকক্ষ কর্ণের স্পর্দ্ধা থাকায় অর্জ্জুনের শ্রেষ্ঠতাকে সহ্য করিতে না পারিয়া সূতপুত্র কর্ণ দুর্য্যোধনের পক্ষ আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণের অবমাননা করিতে লাগিলেন।১২

ধনুর্ব্বেদে শ্রেষ্ঠতা অর্জ্জনের ইচ্ছায় অর্জ্জুন সেই আচার্য্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষা এমনভাবে করিতে লাগিলেন যে, তিনি শিক্ষা, বাহুবল ও উৎসাহ দ্বারা সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা অর্জ্জন করিলেন। অস্ত্রবিদ্যাতে অত্যধিক অনুরাগ থাকায় অর্জ্জুন অস্ত্রের প্রয়োগ, লাঘব এবং প্রয়োগের সৌষ্ঠব সকল শিষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জ্জন করিলেন।১৩-১৪

আচার্য্য দ্রোণ ইন্দ্রনন্দন অর্জ্জুনকে উপদেশ গ্রহণের শ্রেষ্ঠ অধিকারী বলিয়া বুঝিলেন। এইভাবে সকল কুমারকেই অস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগিলেন।১৫

তিনি জল আনিবার জন্য শিষ্যগণকে কমণ্ডলু দিতেন, যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ জল লইয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হয়; কিন্তু অশ্বত্থামাকে বড় ঘড়া দিতেন, যাহাতে সে অল্প সময়ের মধ্যেই সেই পরিমাণ জল লইয়া গুরুর পৌঁছিতে পারে; অন্যান্য কুমারগণ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তিনি সেই সময়ের মধ্যে অশ্বত্থামাকে বিশেষ অস্ত্রশিক্ষা দিতেন। কিন্তু অর্জ্জুন তাহা বুঝিতে পারিলেন।১৬-১৭

বুঝিতে পারিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বারুণ অস্ত্র দ্বারা কমণ্ডলু পূর্ণ করিয়া গুরুপুত্রের সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্যসমীপে পৌঁছিতেন। এজন্য আচার্য্যপুত্র অপেক্ষা বিশেষ অস্ত্রশিক্ষায় মেধাবী ও অস্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের ন্যূনতা থাকিল না। গুরুসেবায় অর্জ্জুন পরম যত্ন করিলেন। অস্ত্রশিক্ষাতেও তাঁহার একাগ্রতা এমন তীব্র ছিল যে, তিনি দ্রোণের অত্যন্ত প্রিয় হইলেন।১৮-২০

অর্জ্জুনের এইরূপ শিক্ষায় অত্যন্ত একাগ্রতা দেখিয়া আচার্য্য একদিন নির্জ্জনে পাচককে বলিলেন—'দেখ! তুমি অন্ধকারে অর্জ্জুনকে অন্ন পরিবেশন করিবে না এবং আমি একথা তোমাকে যে

পাঠান্তর—(১) দুর্য্যোধনমুপাশ্রিত্য।

পাঠান্তর :—(২) পার্থোঽস্ত্রবিদুষাং।

ততঃ কদাচিদ্ ভুঞ্জানে প্রববৌ বায়ুরর্জ্জুনে।
তেন তত্র প্রদীপো নির্বাপ্যবাতো বিনাশিতঃ (১) ॥

ভুঙ্ক্ত (২) এব তু কৌন্তেয়ো নাস্যাদন্যত্র বর্ত্তত।
হস্তস্তেজস্বিনস্তস্য অনুগ্রহণকারণাৎ ॥২৪

তদভ্যাসকৃতং মত্বা রাত্রাবপি স পাণ্ডবঃ।
যোগ্যাং চক্রে মহাবাহুর্ধনুষা পাণ্ডুনন্দনঃ ॥২৫

তস্য জ্যাতলনির্ঘোষং দ্রোণঃ শুশ্রাব ভারত।
উপেত্য চৈনমুত্থায় পরিষজ্যেদমব্রবীৎ ॥২৬

দ্রোণ উবাচ।

প্রযতিষ্যে তথা কর্ত্তুং যথা নান্যো ধনুর্দ্ধরঃ।
ত্বৎসমো ভবিতা লোকে সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥২৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো দ্রোণোঽর্জ্জুনং ভূয়ো হয়েষু চ গজেষু চ।
রথেষু ভূমাবপি চ রণশিক্ষামশিক্ষয়ৎ ॥২৮

গদাযুদ্ধেঽসিচর্য্যায়াং তোমর-প্রাস-শক্তিষু।
দ্রোণঃ সঙ্কীর্ণযুদ্ধে চ শিক্ষয়ামাস কৌরবান্ ॥২৯

তস্য তৎ কৌশলং শ্রুত্বা ধনুর্ব্বেদজিঘৃক্ষবঃ।
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সমাজগ্মুঃ সহস্রশঃ ॥৩০

ততো নিষাদরাজস্য হিরণ্যধনুষঃ সুতঃ।
একলব্যো মহারাজ দ্রোণমভ্যাজগাম হ ॥৩১

ন স তং প্রতিজগ্রাহ নৈষাদিরিতি চিন্তয়ন্।
শিষ্যং ধনুষি ধর্ম্মজ্ঞস্তেষামেবান্ববেক্ষয়া ॥৩২

স তু দ্রোণস্য শিরসা পাদৌ গৃহ্য পরন্তপঃ।
অরণ্যমনুসম্প্রাপ্য কৃত্বা দ্রোণং মহীময়ম্ ॥৩৩

বলিলাম—ইহা অর্জ্জুনকে বলিও না ॥২১-২২

একদিন অর্জ্জুন আহার করিতেছেন, তখন বলবান্ বায়ু আসিয়া প্রদীপটি নিবাইয়া দিল ॥২৩

অন্ধকারেও মুখেই অর্জ্জুন খাইতে থাকিলেন এবং অভ্যাসবশতঃ তাঁহার হাত অন্যত্র না গিয়া মুখের মধ্যেই যাইতে লাগিল ॥২৪

অর্জ্জুন ভাবিলেন,—অভ্যাসবশতঃ হাত যেমন মুখে যাইতেছিল, সেইরূপ অভ্যাসবশতঃ হাত অন্ধকারেও বাণ ছুড়িতে পারে। তখন তিনি রাত্রিকালেও ধনুর্ব্বেদের অভ্যাস করিতে লাগিলেন ॥২৫

হে ভারত! দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের জ্যাঘর্ষণ শ্রবণ করিয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া এইরূপ বলিলেন ॥২৬

দ্রোণ বলিলেন,—হে অর্জ্জুন! তুমি ধনুর্বিদ্যায় যদি এইরূপ যত্ন করিতে থাক, তবে তোমার সমান ধনুর্দ্ধর এ পৃথিবীতে কেহই হইবে না—ইহা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি ॥২৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তদনন্তর দ্রোণ অর্জ্জুনকে অশ্বপৃষ্ঠে, গজপৃষ্ঠে, রথে ও ভূমিতে অবস্থান করিয়া কিরূপে যুদ্ধ করিতে হয়, তাহাও শিখাইলেন ॥২৮

গদা, অসি, তোমর, প্রাস ও শক্তি দ্বারা যুদ্ধ এবং বহু রথীর সহিত একাকী কিরূপে যুদ্ধ করিতে হয়, তাহাও সকল কৌরবকেই শিখাইলেন ॥২৯

দ্রোণের এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের যুদ্ধ অপূর্ব্ব কৌশলের কথা শুনিয়া বিভিন্ন দেশ হইতে সহস্র সহস্র রাজপুত্র তথায় আসিতে লাগিলেন ॥৩০

তদনন্তর নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষার্থ আসিলেন ॥৩১

নিষাদপুত্রের ধনুর্বিদ্যায় অধিকার নাই—এই ন্যায়বিধি স্মরণ করিয়া এবং কৌরবগণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তিনি একলব্যকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন না ॥৩২

পাঠান্তর:—(১) নির্ব্বাপিতঃ। (২) ভুক্তে।

তস্মিন্নাচার্য্যবৃত্তিঞ্চ পরমামাস্থিতস্তদা।
ইষ্বস্ত্রে যোগমাতস্থে পরং নিয়মমাস্থিতঃ ॥৩৪
পরয়া শ্রদ্ধয়োপেতো যোগেন পরমেণ চ।
বিমোক্ষাদানসন্ধানে লঘুত্বং পরমাপ সঃ ॥৩৫
অথ দ্রোণাভ্যনুজ্ঞাতাঃ কদাচিৎ কুরুপাণ্ডবাঃ।
রথৈর্বিনির্যযুঃ সর্ব্বে মৃগয়ামরিমর্দ্দন ॥৩৬
তত্রোপকরণং গৃহ্য নরঃ কশ্চিদ্ যদৃচ্ছয়া।
রাজন্নুজগামৈকঃ শ্বানমাদায় পাণ্ডবান্ ॥৩৭
তেষাং বিচরতাং তত্র তত্তৎকর্ম্মচিকীর্ষয়া।
শ্বা চরন্ স বনে মূঢ়ো নৈষাদিং প্রতি জগ্মিবান্ ॥৩৮
স কৃষ্ণং মলদিগ্ধাঙ্গং কৃষ্ণাজিনজটাধরম্।
নৈষাদিং শ্বা সমালক্ষ্য ভষংস্তস্থৌ তদন্তিকে ॥৩৯
তদা তস্যাথ ভষতঃ শুনঃ সপ্ত শরান্ মুখে।
লাঘবং দর্শয়ন্নস্ত্রে মুমোচ যুগপদ্ যথা ॥৪০
স তু শ্বা শরপূর্ণাস্যঃ পাণ্ডবানাজগাম হ।
তং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবা বীরা বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥৪১
লাঘবং শব্দবেধিত্বং দৃষ্ট্বা তৎ পরমং তদা।
প্রেক্ষ্য তং ব্রীড়িতাশ্চাসন্ প্রশশংসুশ্চ সর্ব্বশঃ ॥৪২
তং ততোঽন্বেষমাণাস্তে বনে বননিবাসিনম্।
দদৃশুঃ পাণ্ডবা রাজন্নস্যন্তমনিশং শরান্ ॥৪৩
ন চৈনমভ্যজানংস্তে তদা বিকৃতদর্শনম্।
অথৈনং পরিপপ্রচ্ছুঃ কো ভবান্ কস্য বেত্যুত ॥৪৪

একলব্য উবাচ।

নিষাদাধিপতের্বীরা হিরণ্যধনুষঃ সুতম্।
দ্রোণশিষ্যঞ্চ মাং বিত্ত ধনুর্ব্বেদকৃতশ্রমম্ ॥৪৫

তখন একলব্য দ্রোণের চরণে মস্তকদ্বারা পাদযুগলে প্রণাম করিয়া বনে চলিয়া গেলেন এবং দ্রোণের মৃন্ময়মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাতে আচার্য্যবৃত্তি স্থাপন করত তাঁহার সম্মুখে নিয়মনিষ্ঠার সহিত অস্ত্রাভ্যাস করিতে লাগিলেন ॥৩৩-৩৪

অতিশয় ভক্তি ও উচ্চ একাগ্রতাবশতঃ সে ধনুর্ব্বিদ্যায় বাণের আদান ও সন্ধানে পরম লঘুহস্ততা (ক্ষিপ্রকারিতা) প্রাপ্ত হইলেন ॥৩৫

হে জনমেজয়! তাহার পর এক সময়ে দ্রোণের অনুমতি অনুসারে কৌরব ও পাণ্ডবকুমারগণ মৃগয়ার জন্য রথে চড়িয়া বাহির হইলেন ॥৩৬

তাঁহাদের সঙ্গে আবশ্যক উপকরণ লইয়া একজন রাজভৃত্য একটী কুকুর সঙ্গে করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাদের পশ্চাতে চলিতে লাগিল ॥৩৭

রাজকুমারেরা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিবার জন্য বনের মধ্যে ঘুরিতেছিলেন; সেই সময়ে সেই মূঢ় কুকুরটী ঘুরিতে ঘুরিতে নিষাদপুত্র একলব্যের আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইল ॥৩৮

কুকুরটী মলিনাঙ্গ, কৃষ্ণাজিন পরিহিত ও জটাধারী সেই নিষাদপুত্রকে দেখিয়া তাহার নিকটে গিয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল ॥৩৯

তাহার চীৎকারে বিরক্ত হইয়া একলব্য অস্ত্রের লাঘব এবং সেই কুকুরের মুখে নিক্ষেপ করিলেন ॥৪০

সেই কুকুর বাণপূর্ণমুখে পাণ্ডবগণের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। বীর পাণ্ডবগণ তাহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥৪১

লাঘবদর্শিতার চরমাবস্থা, শব্দবেধিত্ব ও শক্তি দেখিয়া কুমারগণ সকলেই লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥৪২

তদনন্তর বনবাসী সেই লোকটীকে খুঁজিতে খুঁজিতে তাঁহারা যাইয়া দেখিলেন যে, তিনি অনবরত বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন ॥৪৩

বিকৃতমূর্ত্তি সেই নিষাদকুমারকে দেখিয়া তাঁহারা চিনিতে না পারিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "আপনি কে এবং কাহার পুত্র ?" ॥৪৪

একলব্য বলিলেন,—আমি নিষাদাধিপতি হিরণ্যধনুর পুত্র; দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য এবং করিয়া আমি ধনুর্ব্বিদ্যাতে বহু পরিশ্রম করিয়াছি ॥৪৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তে তমাজ্ঞায় তত্ত্বেন পুনরাগম্য পাণ্ডবাঃ।
যথাবৃত্তং বনে সর্ব্বং দ্রোণায়াচখ্যুরদ্ভুতম্ ॥৪৬॥

কৌন্তেয়স্ত্বর্জ্জুনো রাজন্নেকলব্যমনুস্মরন্।
রহো দ্রোণং সমাগম্য প্রণয়াদিদমব্রবীৎ ॥৪৭॥

অর্জ্জুন উবাচ।

ত্বমাহ পরিরভ্যৈকং প্রীতিপূর্ব্বমিদং বচঃ
ভবতোক্তো ন মে শিষ্যস্ত্বদ্বিশিষ্টো ভবিষ্যতি ॥৪৮॥

অথ কস্মান্মদ্বিশিষ্টো লোকাদপি চ বীর্য্যবান্।
অন্যোঽস্তি(১) ভবতঃ শিষ্যো নিষাদাধিপতেঃ
সুতঃ ॥৪৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

মুহূর্ত্তমিব তং দ্রোণশ্চিন্তয়িত্বা বিনিশ্চয়ম্।
সব্যসাচিনমাদায় নৈষাদিং প্রতি জগ্মিবান্ ॥৫০॥

দদর্শ মলদিগ্ধাঙ্গং জটিলং চীরবাসসম্।
একলব্যং ধনুষ্পাণিমস্যন্তমনিশং শরান্ ॥৫১॥

একলব্যস্তু তং দৃষ্ট্বা দ্রোণমায়ান্তমন্তিকাৎ।
অভিগম্যোপসংগৃহ্য জগাম শিরসা মহীম্ ॥৫২॥

পূজয়িত্বা ততো দ্রোণং বিধিবৎ স নিষাদজঃ।
নিবেদ্য শিষ্যমাত্মানং তস্থৌ প্রাঞ্জলিরগ্রতঃ ॥৫৩॥

ততো দ্রোণোঽব্রবীদ্ রাজন্নেকলব্যমিদং বচঃ।
যদি শিষ্যোঽসি মে বীর বেতনং দীয়তাং মম ॥৫৪॥

একলব্যস্তু তচ্ছ্রুত্বা প্রীয়মাণোঽব্রবীদিদম্।

একলব্য উবাচ।

কিং প্রযচ্ছামি ভগবন্নাজ্ঞাপয়তু মাং গুরুঃ ॥৫৫॥
ন হি কিঞ্চিদদেয়ং মে গুরবে ব্রহ্মবিত্তম।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তমব্রবীৎ ত্বয়াঙ্গুষ্ঠো দক্ষিণো দীয়তামিতি ॥৫৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! পাণ্ডবেরা তাহার যথার্থ পরিচয় জানিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকটে আসিলেন এবং তাঁহাকে সেই সমস্ত অদ্ভুত বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বলিলেন ॥৪৬॥

হে রাজন্! কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন একলব্যের কথা স্মরণ করিয়া একাকী দ্রোণাচার্য্যের নিকটে গেলেন এবং প্রণয়বশতঃ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥৪৭॥

অর্জ্জুন বলিলেন,—আপনি পূর্ব্বে প্রীতিপূর্ব্বক আলিঙ্গন করত আমাকে বলিয়াছিলেন—"তোমার চেয়ে অধিক নিপুণ আমার কোন শিষ্যই হইবে না" ॥৪৮॥

কিন্তু তাহা হইলে আপনারই শিষ্য বলবান্ এই নিষাদরাজপুত্র আমা হইতে এবং সমস্ত লোক হইতে শ্রেষ্ঠ হইল কেমন করিয়া? ॥৪৯॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া এক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন; পরে সব্যসাচীকে (অর্জ্জুনকে) লইয়া সেই নিষাদরাজপুত্রের নিকটে গেলেন ॥৫০॥

সেখানে গিয়া মলিনাঙ্গ জটাচীরধারী ধনুষ্পাণি একলব্যকে অনবরত বাণ নিক্ষেপ করিতে দেখিলেন ॥৫১॥

একলব্য দ্রোণাচার্য্যকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার নিকটে গমন করত মাটিতে প্রণাম করিলেন ॥৫২॥

তখন সেই নিষাদপুত্র যথাবিধি তাঁহার পূজা করত নিজকে তাঁহার শিষ্যরূপে পরিচয় দিয়া করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৫৩॥

হে রাজন্! তখন দ্রোণ একলব্যকে এই কথা বলিলেন—হে বীর! "তুমি যদি সত্যই আমার শিষ্য হও, তবে আমাকে দক্ষিণা দাও।" তাহা শুনিয়া একলব্য সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—

পাঠান্তর।—(১) অন্যোঽপি।

একলব্যস্তু তচ্ছ্রুত্বা বচো দ্রোণস্য দারুণম্।
প্রতিজ্ঞামাত্মনো রক্ষন্ সত্যে চ নিয়তঃ সদা ॥৫৭
তথৈব হৃষ্টবদনস্তথৈবাদীনমানসঃ।
ছিত্ত্বাবিচার্য্য তং প্রাদাদ্ দ্রোণায়াঙ্গুষ্ঠমাত্মনঃ ॥৫৮
(ন সত্যসন্ধং নৈষাদিং দৃষ্ট্বা [illegible]।
এবং [illegible] ন একলব্যসমো ভুবি।)
ততঃ শরং তু নৈষাদিরঙ্গুলীভির্ব্যকর্ষত।
ন তথা চ স শীঘ্রোঽভূদ্ যথা পূর্ব্বং নরাধিপ ॥৫৯
ততোঽর্জ্জুনঃ প্রীতমনা বভূব বিগতজ্বরঃ।
দ্রোণশ্চ সত্যবাগাসীন্নান্যোঽভিভবিতার্জ্জুনম্(১) ॥৬০
দ্রোণস্য তু তদা শিষ্যৌ গদাযোগ্যৌ বভূবতুঃ।
দুর্য্যোধনশ্চ ভীমশ্চ সদা সংরব্ধমানসৌ ॥৬১
অশ্বত্থামা রহস্যেষু সর্ব্বেষ্বভ্যধিকোঽভবৎ।
তথাতি পুরুষানন্যান্ ৎসারুকৌ যমজাবুভৌ ॥৬২
যুধিষ্ঠিরো রথশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বত্র তু ধনঞ্জয়ঃ।
প্রথিতঃ সাগরান্তায়াং রথযূথপযূথপঃ ॥৬৩
বুদ্ধিযোগবলোৎসাহৈঃ সর্ব্বাস্ত্রেষু চ নিষ্ঠিতঃ।
অস্ত্রে গুর্ব্বনুরাগে চ বিশিষ্টোঽভবদর্জ্জুনঃ ॥৬৪
তুল্যেষ্বস্ত্রোপদেশেষু সৌষ্ঠবেন চ বীর্য্যবান্।
একঃ সর্ব্বকুমারাণাং বভূবাতিরথোঽর্জ্জুনঃ ॥৬৫
প্রাণাধিকং ভীমসেনং কৃতবিদ্যং ধনঞ্জয়ম্।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা দুরাত্মানো নামৃষ্যন্ত নরাধিপ ॥৬৬
তাংস্তু সর্ব্বান্ সমানীয় সর্ব্ববিদ্যাস্ত্রশিক্ষিতান্।
দ্রোণঃ প্রহরণজ্ঞানে জিজ্ঞাসুঃ পুরুষর্ষভঃ ॥৬৭

“হে ভগবন্! আপনি আমার গুরু। আপনি আমাকে আজ্ঞা করুন, আপনাকে কি দিব; হে ব্রহ্মবিত্তম! আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই।” বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন দ্রোণ তাহাকে বলিলেন—“তোমার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ (বুড়া আঙ্গুল) আমাকে প্রদান কর।”৫৫-৫৬

দ্রোণের সেই দারুণ কথা শুনিয়া সত্যপ্রতিজ্ঞ একলব্য নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে কোন বিচার না করিয়া প্রফুল্ল বদনে অকাতরচিত্তে নিজ দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন।৫৭-৫৮

(নিষাদপুত্রের সত্যনিষ্ঠা দর্শন করার জন্যই দ্রোণ অঙ্গুষ্ঠ চাহিয়াছিলেন ও অশ্বত্থামার ন্যায় তাহাকে বিদ্যার বহু আদর্শ করিতে হয়, তাহা শিখাইলেন।)

তাহার পর হইতে নিষাদনন্দন অন্যান্য অঙ্গুলি দ্বারা ধনু আকর্ষণ করিলেও পূর্ব্বের ন্যায় শীঘ্র শরনিক্ষেপ করিবার শক্তি হারাইলেন।৫৯

তখন অর্জ্জুনের ক্ষোভ দূর হওয়ায় তিনি প্রীত হইলেন এবং দ্রোণেরও “তোমার চেয়ে ধনুর্ব্বিদ্যায় কেহ শ্রেষ্ঠ হইবে না”—এই কথা সত্য হইল।৬০

তদনন্তর গদাভ্যাসী দ্রোণাচার্য্যের দুই শিষ্য ভীম ও দুর্য্যোধন সর্ব্বদাই অত্যন্ত আক্রোশী হইলেন।৬১

অশ্বত্থামা ধনুর্ব্বিদ্যার রহস্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং যমজপুত্র নকুল ও সহদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন।৬২

যুধিষ্ঠির রথযুদ্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন। কিন্তু অর্জ্জুন সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন, সাগরান্ত পৃথিবীতে অর্জ্জুন সকল রথিদলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেন।৬৩

বুদ্ধি, শিক্ষা, উৎসাহ, বল ও উদ্যমের আধিক্যবশতঃ সর্ব্বাস্ত্রে ও গুর্ব্বনুরাগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অর্জ্জুনই পাইলেন।৬৪

অস্ত্রশিক্ষার উপদেশ সমান হইলেও উৎকৃষ্ট প্রয়োগ ও সৌষ্ঠবের আধিক্যবশতঃ অর্জ্জুন সকল কুমারকে অতিক্রম করত অতিরথ হইলেন।৬৫

প্রাণশক্তিতে ভীমকে সর্ব্বাধিক বলশালী ও

পাঠান্তরঃ—(১) দ্রোণশ্চ সত্যবাগাসীন্নান্যোঽভিভবিতার্জ্জুনম্।

কৃত্রিমং ভাসমারোপ্য বৃক্ষাগ্রে শিল্পিভিঃ কৃতম্।
অবিজ্ঞাতং কুমারাণাং লক্ষ্যভূতমুপাদিশৎ ॥৬৮

দ্রোণ উবাচ।

শীঘ্রং ভবন্তঃ সর্ব্বেঽপি ধনূংষ্যাদায় সর্ব্বশঃ।
ভাসমেতং সমুদ্দিশ্য তিষ্ঠধ্বং সংহিতেষবঃ ॥৬৯

মদ্বাক্যসমকালন্তু শিরোঽস্য বিনিপাত্যতাম্।
একৈকশো নিযোক্ষ্যামি তথা কুরুত পুত্রকাঃ ॥৭০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো যুধিষ্ঠিরং পূর্ব্বমুবাচাঙ্গিরসাং বরঃ।
সন্ধৎস্ব বাণং দুর্দ্ধর্ষ মদ্বাক্যান্তে বিমুঞ্চ তম্(১) ॥৭১

ততো যুধিষ্ঠিরঃ পূর্ব্বং ধনুর্গৃহ্য পরন্তপঃ।
তস্থৌ ভাসং সমুদ্দিশ্য গুরুবাক্যপ্রচোদিতঃ ॥৭২

ততো বিততধন্বানং দ্রোণস্তং কুরুনন্দনম্।
স মুহূর্ত্তাদুবাচেদং বচনং ভরতর্ষভ ॥৭৩

পশ্যৈনং(২) তং দ্রুমাগ্রস্থং ভাসং নরবরাত্মজ।
পশ্যামীত্যেবমাচার্য্যং প্রত্যুবাচ যুধিষ্ঠিরঃ ॥৭৪

স মুহূর্ত্তাদিব পুনর্দ্রোণস্তং প্রত্যভাষত।

দ্রোণ উবাচ।

অথ বৃক্ষমিমং মাং বা ভ্রাতৄন্ বাপি প্রপশ্যসি ॥৭৫

তমুবাচ স কৌন্তেয়ঃ পশ্যাম্যেনং বনস্পতিম্।
ভবন্তঞ্চ তথা ভ্রাতৄন্ ভাসঞ্চেতি পুনঃ পুনঃ ॥৭৬

তমুবাচাপসর্পেতি দ্রোণোঽপ্রীতমনা ইব।
নৈতচ্ছক্যং ত্বয়া বেদ্ধুং লক্ষ্যমিত্যেব কুৎসয়ন্ ॥৭৭

অর্জ্জুনের লক্ষ্যবিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়া দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ মনে মনে দ্রোণের উপর অসন্তুষ্ট হইল ॥৬৭

দ্রোণ তাঁহাদিগকে লক্ষ্যবিষয়ে সুশিক্ষিত হইতে দেখিয়া তাঁহাদের বিদ্যা পরীক্ষা করিবার জন্য শিল্পিগণকে বৃক্ষাগ্রে স্থাপনের জন্য একটি কৃত্রিম "ভাসপক্ষী"* নির্মাণ করিতে আদেশ করিলেন এবং তাহাই কুমারগণের লক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করিলেন ॥৬৮

দ্রোণ বলিলেন,—হে কুমারগণ! তোমরা সকলেই ধনুর্ব্বাণ লইয়া আইস; শরসন্ধান করিয়া ঐ পক্ষীটিকে লক্ষ্য করিয়া অবস্থান কর ॥৬৯

আমি যখনই বলিব, তখনই উহার শিরশ্ছেদন করিবে। হে পুত্রগণ! তোমরা এক একজন করিয়া আইস এবং সেইভাবে শরসন্ধান কর ॥৭০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—আঙ্গিরসবংশশ্রেষ্ঠ দ্রোণ প্রথম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—"হে যুধিষ্ঠির! তুমি শরসন্ধান কর, আমি যখন অনুমতি করিব, তখন উহা ত্যাগ করিবে ॥৭১

তাহার পর শত্রুতাপন যুধিষ্ঠির গুরুবাক্যানুসারে ধনু লইয়া শরসন্ধান করত লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন ॥৭২

হে ভারত! তাহার পর শরসন্ধানবিশিষ্ট কুরুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে তখন দ্রোণ বলিলেন—"তুমি কি বৃক্ষাগ্রস্থিত ভাসপক্ষীটিকে দেখিতেছ"? যুধিষ্ঠির দ্রোণকে উত্তর করিলেন—"হাঁ! দেখিতেছি" ॥৭৩-৭৪

তখন দ্রোণ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—দ্রোণ বলিলেন—"তুমি এই বৃক্ষ, আমাকে এবং তোমার ভ্রাতৃগণকে দেখিতে পাইতেছ কি?" ॥৭৫

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন—"হে গুরুদেব! আমি এই পক্ষী, বৃক্ষ, আপনি এবং ভ্রাতৃগণ—সকলকেই বার বার দেখিতেছি" ॥৭৬

তাঁহার উত্তর শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করত বলিলেন—"তোমার দ্বারা এই লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব নয়" ॥৭৭

পাঠান্তরঃ—(১) বিমুঞ্চ চ।

* "ভাস" শব্দের অর্থ কেহ "শকুনি", কেহ বা "কুলিঙ্গপক্ষী" বলিয়াছেন।

পাঠান্তরঃ—(২) পশ্যস্বৈনং।

ততো দুর্য্যোধনাদীংশ্চ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ মহাযশাঃ।
তেনৈব ক্রমযোগেন জিজ্ঞাসুঃ পর্য্যপৃচ্ছত ॥১৮
অন্যাংশ্চ শিষ্যান্ ভীমাদীন্ রাজ্ঞশ্চৈবান্যদেশজান্।
তথা চ সর্ব্বে তৎ সর্ব্বং পশ্যাম ইতি কুৎসিতাঃ ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি দ্রোণশিষ্য-
পরীক্ষায়ামেকত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩১

তখন যশস্বী দ্রোণাচার্য্য ক্রমে দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধার্ত্ত-রাষ্ট্রগণ, অর্জ্জুন ভিন্ন ভীমাদি এবং অন্যান্য রাজপুত্রগণের সকলকেই এক এক করিয়া পরীক্ষা করিলেন এবং তাঁহারা প্রত্যেক উত্তরে সকলেই উত্তর করিলেন যে "আমি ঐ পক্ষী, বৃক্ষ, আপনি এবং ভ্রাতৃগণ সকলকে দেখিতেছি।" তাহাতে দ্রোণাচার্য্য সকলকেই অবজ্ঞার সহিত অনুপযুক্ত বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন ॥১৮-১৯

ইতি শ্রীবেদব্যাসকৃত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে
দ্রোণাচার্য্যকৃত শিষ্যগণের পরীক্ষানামক একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[অর্জ্জুনস্য লক্ষ্যভেদঃ, দ্রোণস্য গ্রাহমুক্তিঃ, অর্জ্জুনস্য 'ব্রহ্মশিরোঽস্ত্রলাভশ্চ'।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো ধনঞ্জয়ং দ্রোণঃ স্ময়মানোঽভ্যচোদয়ৎ।
ত্বয়েদানীং প্রহর্ত্তব্যমেতল্লক্ষ্যং বিলোক্যতাম্ ॥১
মদ্বাক্যসমকালং তে মোক্তব্যোঽত্র ভবেচ্ছরঃ।
বিতত্য কার্ম্মুকং পুত্র তিষ্ঠ তাবন্মুহূর্ত্তকম্ ॥২
এবমুক্তঃ সব্যসাচী মণ্ডলীকৃতকার্ম্মুকঃ।
তস্থৌ ভাসং সমুদ্দিশ্য গুরুবাক্যপ্রচোদিতঃ ॥৩
মুহূর্ত্তাদিব তং দ্রোণস্তথৈব সমভাষত।
পশ্যস্যেনং স্থিতং ভাসং দ্রুমং মামপি চার্জ্জুন(১) ॥৪
পশ্যাম্যেকং ভাসমিতি দ্রোণং পার্থোঽভ্যভাষত।
ন তু বৃক্ষং ভবন্তং বা পশ্যামীতি চ ভারত ॥৫

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ, দ্রোণের গ্রাহমুক্তি ও অর্জ্জুনের ব্রহ্মশির অস্ত্রলাভ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন অর্জ্জুনের দিকে ঈষৎ হাসিয়া দ্রোণ বলিলেন—এখন তোমাকেই লক্ষ্যভেদ করিতে হইবে; সুতরাং লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি কর ॥১

আমার আদেশ মাত্রই তোমাকে লক্ষ্যের উপর বাণ ক্ষেপ করিতে হইবে; বৎস! এখন মুহূর্ত্তকাল ধনু আকর্ষণ করিয়া থাক ॥২

এই কথা বলিবা মাত্রই অর্জ্জুন ধনু মণ্ডলীকৃত করিয়া গুরুবাক্যানুসারে সেই পক্ষীর দিকে দৃষ্টি করত অবস্থান করিলেন ॥৩

কিছুক্ষণ পরে দ্রোণ বলিলেন,—"হে অর্জ্জুন! তুমি কি ঐ বৃক্ষস্থিত পক্ষী, বৃক্ষ ও আমাকে দেখিতেছ?" ॥৪

হে ভারত! উত্তরে অর্জ্জুন বলিলেন,—"আমি একমাত্র ঐ ভাসটিকেই দেখিতেছি, বৃক্ষ ও আপনাকে দেখিতেছি না ॥৫

পাঠান্তরঃ—(১) পশ্যসীমং দ্বিজং ভাসং [illegible] অথবাপি [illegible]।

ততঃ প্রীতমনা দ্রোণো মুহূর্ত্তাদিব তং পুনঃ ।
প্রত্যভাষত দুর্দ্ধর্ষঃ পাণ্ডবানাং মহারথম্ ॥৬
ভাসং পশ্যসি যদ্যেনং তথা ব্রূহি পুনর্ব্বচঃ ।
শিরঃ পশ্যামি ভাসস্য ন গাত্রমিতি সোঽব্রবীৎ ॥৭
অর্জ্জুনেনৈবমুক্তস্তু দ্রোণো হৃষ্টতনূরুহঃ ।
মুঞ্চস্বেত্যব্রবীৎ পার্থং স মুমোচাবিচারয়ন্ ॥৮
ততস্তস্য নগস্থস্য ক্ষুরেণ নিশিতেন চ ।
শির উৎকৃত্য তরসা পাতয়ামাস পাণ্ডবঃ ॥৯
তস্মিন্ কর্ম্মণি সংসিদ্ধে পর্য্যষ্বজত পাণ্ডবম্ ।
মেনে চ দ্রুপদং সংখ্যে সানুবন্ধং পরাজিতম্ ॥১০
কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য সশিষ্যোঽঙ্গিরসাং বরঃ ।
জগাম গঙ্গামভিতো মজ্জিতুং ভরতর্ষভ ॥১১
অবগাঢ়মথো দ্রোণং সলিলে সলিলেচরঃ ।
গ্রাহো জগ্রাহ বলবান্ জঙ্ঘান্তে কালচোদিতঃ ॥১২

স সমর্থোঽপি মোক্ষায় শিষ্যান্ সর্ব্বানচোদয়ৎ ।
গ্রাহং হত্বা মোক্ষয়ধ্বং মামিতি ত্বরয়ন্নিব ॥১৩
তদ্বাক্যসমকালন্তু বীভৎসুর্নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
আবাপৈঃ পঞ্চভির্গ্রাহং মগ্নমম্ভস্যতাড়য়ৎ ॥১৪
ইতরে ত্বথ সম্মূঢ়াস্তত্র তত্র প্রপেদিরে ।
তং তু দৃষ্ট্বা ক্রিয়োপেতং দ্রোণোঽমন্যত
পাণ্ডবম্ ॥১৫
বিশিষ্টং সর্ব্বশিষ্যেভ্যঃ প্রীতিমাংশ্চাভবৎ তদা ।
স পার্থবাণৈর্ব্বহুধা খণ্ডশঃ পরিকল্পিতঃ ॥১৬

গ্রাহঃ পঞ্চত্বমাপেদে জঙ্ঘাং ত্যক্ত্বা মহাত্মনঃ ।
অথাব্রবীন্মহাত্মানং ভারদ্বাজো মহারথম্ ॥১৭

গৃহাণেদং মহাবাহো বিশিষ্টমতিদুর্দ্ধরম্
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো নাম সপ্রয়োগনিবর্ত্তনম্ ॥১৮

তাহার পর দ্রোণ সন্তুষ্ট হইয়া কিছুকাল পরে পুনরায় মহারথ অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে অর্জ্জুন! যদি পক্ষীটিকেই দেখিতেছ, তবে বল উহাকে কিরূপ দেখিতেছ?" উত্তরে অর্জ্জুন বলিলেন—"আমি পক্ষীটির মস্তক মাত্রই দেখিতেছি, উহার শরীর দেখিতে পাইতেছি না" ॥৬-৭

অর্জ্জুন এইরূপ বলিলে দ্রোণাচার্য্যের আনন্দে রোমাঞ্চ হইল। তিনি অর্জ্জুনকে আদেশ করিলেন—"বাণ নিক্ষেপ কর"। অর্জ্জুন বিচার না করিয়াই বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥৮

তখন পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত ক্ষুরাকৃতি সেই বৃক্ষস্থ পক্ষীর মস্তকটি বেগে কাটিয়া পাতিত করিলেন ॥৯

অর্জ্জুনের এই কার্য্য দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য আনন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন যে, অনুচরবর্গের সহিত রাজা দ্রুপদ পরাজিত হইয়াছে ॥১০

হে ভরতর্ষভ! কিছু দিন যাইবার পর অঙ্গিরোবংশশ্রেষ্ঠ দ্রোণ শিষ্যগণের সহিত গঙ্গায় স্নান করিতে গেলেন ॥১১

দ্রোণ যেমন জলে ডুব দিয়াছেন, অমনই কালপ্রেরিত হইয়াই যেন এক কুম্ভীর আসিয়া তাঁহার জঙ্ঘাদেশ (ঠ্যাং) কামড়াইয়া ধরিল ॥১২

তিনি আপনি সমর্থ হইয়াও মুক্ত হইতে চেষ্টা না করিয়া শিষ্যগণকে বলিলেন—"তোমরা শীঘ্র এই কুম্ভীরকে মারিয়া আমাকে মুক্ত কর" ॥১৩

দ্রোণ বলিতে না বলিতেই অর্জ্জুন পাঁচটী অনিবার্য্য বাণনিক্ষেপপূর্ব্বক জলমগ্ন কুম্ভীরকে বিদ্ধ করিলেন ॥১৪

অপর কুমারগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অর্জ্জুনের এই কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া সর্ব্বশিষ্যগণের মধ্যে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। সেই কুম্ভীর অর্জ্জুনের পাঁচ বাণে পাঁচ খণ্ড খণ্ডিত হইয়া দ্রোণের জঙ্ঘাকে পরিত্যাগ

ন চ তে মানুষেষ্বেতৎ প্রয়োক্তব্যং কথঞ্চন।
জগদ্বিনির্দহেদেতদল্পতেজসি পাতিতম্॥১৯
অসামান্যমিদং তাত লোকেষ্বস্ত্রং নিগদ্যতে।
তদ্ ধারয়েথাঃ প্রয়তঃ শৃণু চেদং বচো মম॥২০
বাধেতামানুষঃ শত্রুর্যদি ত্বাং বীর কশ্চন।
তদ্বধায় প্রযুঞ্জীথাস্তদস্ত্রমিদমাহবে॥২১
তথেতি সম্প্রতিশ্রুত্য(১) বীভৎসুঃ স কৃতাঞ্জলিঃ।
জগ্রাহ পরমাস্ত্রং তদাহ চৈনং পুনর্গুরুঃ।
ভবিতা ত্বৎসমো নান্যঃ পুমাঁল্লোকে ধনুর্ধরঃ * ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি দ্রোণগ্রাহমোক্ষণে
দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৩২

করিলেন। তখন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দ্রোণ মহাত্মা অর্জ্জুনকে বলিলেন,—"হে অর্জ্জুন! হে মহাবাহো! প্রয়োগ ও সংহার কৌশলের সহিত তুমি এই 'ব্রহ্মশির' নামক অতিদুর্দ্ধর্ষ দিব্য অস্ত্র গ্রহণ কর॥১৬-১৮

এই অস্ত্র মানুষের উপর নিক্ষেপ করিবে না। কেননা, অল্পতেজস্বী পুরুষের উপর নিক্ষেপ করিলে ইহা জগৎ দগ্ধ করিবে॥১৯

বৎস! এই তিন লোকে ইহাকে অসাধারণ অস্ত্র বলে। তুমি সংযতচিত্তে ইহাকে ধারণ করিবে। আমার আর একটী কথা শুন॥২০

হে বীর! "যদি অমানুষ কোন শত্রু যুদ্ধে তোমাকে নিপীড়িত করে, তাহা হইলে তাহার উপর ইহা প্রয়োগ করিবে"॥২১

তখন বীভৎসু করজোড়ে 'তাহাই হইবে' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করত সেই পরমাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। দ্রোণ তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন,—"তোমার সমান ধনুর্দ্ধর এ পৃথিবীতে কেহই হইবে না"॥২২

শ্রীমদ্‌হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশকৃত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে দ্রোণের গ্রাহমুক্তিনামক দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

কোন কোন পুস্তকে [illegible] ২২ শ্লোকের পর অধিক দেখা যায়—

* [illegible]।

পাঠান্তর :—(১) তং প্রতিজ্ঞায়।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

(রঙ্গভূমৌ রাজপুত্রাণাম্ অস্ত্রকৌশলপ্রদর্শনম্।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।
কৃতাস্ত্রান্ ধার্তরাষ্ট্রাংশ্চ পাণ্ডুপুত্রাংশ্চ ভারত।
দৃষ্ট্বা দ্রোণোঽব্রবীদ্ রাজন্ ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্॥১
কৃপস্য সোমদত্তস্য বাহ্লীকস্য চ ধীমতঃ।
গাঙ্গেয়স্য চ সান্নিধ্যে ব্যাসস্য বিদুরস্য চ॥২

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

(রঙ্গভূমিতে রাজপুত্রগণের অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভারত! হে রাজন্! দ্রোণাচার্য্য ধৃতরাষ্ট্রের ও পাণ্ডুর পুত্রগণকে অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছে দেখিয়া ব্যাস, কৃপ, বিদুর, ভীষ্ম, সোমদত্ত

রাজন্ সন্নাহবিজয়ে কৃতাঃ সৃঞ্জয়াঃ (১)।
যে সর্ব্বযুক্তা বাং দিব্যাঃ গাণ্ডীবধন্বন ॥৩
স ধার্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজো ধর্ম্মমেবানুচিন্তয়ন্।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আবয়োশ্চ মহৎ কর্ম কৃষ্ণ যে বিজানত ॥৪
যত্নানুরূপং কার্য্যং যদিদং দেশে যথা যথা।
তথা তথা বিধাতব্যং বাসুদেবস্য মাম্ ॥৫
ধৃষ্টদ্যুম্ন বিধিবৎ পুরুষশ্চ সুবুধান্।
স্বয়মেবোঃ পরাক্রান্তান্ যে যে তৎকর্ম্ম পুরুষান্ ॥৬
সর্ব্বং যুদ্ধমন্যাচার্য্যো ব্রবীতি কৃষ্ণ তৎ তথা।
ন চৈতৎ বিধিঃ যথা কৰ্ত্তা বর্ত্ততেন ॥৭
ততো বাসুদেবদ্য বিষ্টো যিষ্টো বহিঃ।
তাবন্তো যথা তাস্তো মন্যতাম যেপ্সিতম্ ॥৮
ন্যাবিদ্ধঃ বিশ্বাসুকৃতস্তকপাবিতান্।
তস্মাত্ ভূমৌ বলিঃ কৃতে বিধৌ স্বর্ভূমিকে ॥৯
অবভূমৌ ন্যাবে চ অর্থং অবাঃ যথা।
যথাভূমৌ প্রতিপুলা সম্ভূতৈঃ ব্যাদিব ॥১০
যেকাপ্যার ঘটিতিরে চক্রপেত্ত তত্র পিচিত্ত।
রাজ্ঞ সর্ব্বাভূবনাশোচ্চ চৌপারৈশ্চ নাবিক ॥১১
সকাস্তে কাবধাবিজস্ত্র দাস্যপা ক্রুধা।
বিপুলান্বুযোগেতান্ শিবিরাংশ্চ মহাবলাঃ ॥১২
অধিবেতজোঽপৰ্ব্বি প্রাগ্বে রাজা সর্ব্বতস্ততা।
তীব্র অনুগতাঃ কৃতা কৃতং চচাপগমম্ ॥১৩
(বাল্মীকি গোষ্পদক বৃত্তিমণ্ডলে চ।
কুরুক্ষেত্রে শিবিরাদি সকল বর্হিঃ ॥)

ধীমান্ বাসুদেবের সমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠির বলিলেন,—'হে রাজন্! সৃঞ্জয়গণ সকলেই প্রস্তুত হইয়াছে। আপনার অনুমতি হইলে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে সকলের সমক্ষে প্রদর্শন করিতে পারে' ॥১-৩

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবকে বলিলেন, যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে বিষ্ণো বাসুদেব! আপনি এবং কর্ম সম্পাদন করিয়াছেন। যে সময়ে যে স্থানে যেরূপ যে ব্যবস্থা করিতে হইবে, আপনি সেইরূপ আজ্ঞা করিবেন, আমি তদনুসারে ব্যবস্থা করিব ॥৪-৫

আর যেরূপ আমি অতি দুঃখে সেই সকল সৈন্যদল সুসজ্জিত করিয়াছি, যাহারা আমার পরাক্রমশালী পুরুষের সাহায্য অবশ্য বিধান করিবে ॥৬

হে সর্ব্বলোক কৃষ্ণ (বিষ্ণু)! আচার্য্য যেরূপ যেরূপ বলেন, তুমি সেইরূপ সেইরূপ ব্যবস্থা কর। ইহা হইতে আমার প্রিয় আর কিছু হইবে বলিয়া আমি মনে করি না ॥৭

রাজা যুধিষ্ঠির সমস্ত সৈন্য নিয়া যাইতে লাগিলেন এবং ধার্ম্মিকগণ তাহাদের উত্তর দ্বারা ভূমি পরিমাণ করিলেন ॥৮

এমন একটি স্থান তাঁহারা বাছিয়া লইলেন, যেখানে কোন তৃণ ও কাষ্ঠ ছিল না, শ্মশান ছিল। আশ্রমী দিক দিকে নীচু ছিল। সেই স্থানে তাঁহারা কোষ বাসভূমি করাইলেন। চারিদিকে এরূপ করা হইল যে, এখানে যুদ্ধভূমিতে অস্ত্রকৌশল দেখান হইবে। হে মহর্ষে! সেই যুদ্ধভূমির সম্মুখ এমন কেন্দ্রস্থল নির্মাণ করা হইল, যেখানে মহারাজ রাজগণ ও অস্ত্রপুরবাসীগণ বসিয়া অস্ত্রকৌশল দেখিতে পারে। জনপদবাসিগণ উহা দেখিবার নিমিত্ত বিস্তারই যুদ্ধভূমির পরিমাণে বিরাট্ এক মঞ্চ নির্মাণ করিল। তাঁহাদের সেখানে থাকিবার জন্য বহুমূল্য শিবিরসমূহ প্রস্তুত করা হইল ॥৯-১২

তাহার কিছুদিন পরে রাজা যুধিষ্ঠির সকলের

[illegible]

মুক্তাহারাবলীভিশ্চ বৈদূর্য্যবিনির্ম্মিতম্ ।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরং দিব্যং প্রেক্ষাগারমুপাগমৎ ॥১৪
শাস্তারো চ অমাত্যাশ্চ মন্ত্রী চ অপরে তথা ।
দ্বিজাশ্চ রাজ্ঞা সর্ব্বত্র সংপ্রাপ্তা [illegible] ॥১৫
[illegible] কেচিৎ [illegible] তথা ।
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদ্যাশ্চ চাতুর্ব্বর্ণ্যং পৃথক্ তথা ॥১৬
দদৃশুস্তং [illegible] কুতূহলাৎ [illegible] (১)
[illegible] তত্র দদৃশুস্তং তথা হ ॥১৭
[illegible] বাদিত্রৈর্ম্মহোৎসবে চ ।
মহার্ণব ইব ক্ষুব্ধঃ [illegible] তদা ॥১৮
ততঃ শুক্লাম্বরঃ শুক্লমাল্যানুলেপনঃ ।
শুক্লকেশঃ [illegible] শুক্লযজ্ঞোপবীতবান্ ॥১৯

[illegible] অশ্বপুত্রঃ প্রবিবেশ হ ।
[illegible] ইত্যাদ্যম্ ॥২০

স [illegible] ভাতি তদা ।
আচার্য্যস্য [illegible](২) [illegible] ॥২১

([illegible] বিবিধানি চ ।
[illegible] রাজা [illegible] চ [illegible](৩) ॥)

[illegible](৪) [illegible] ।
[illegible] ॥২২

[illegible] ।
[illegible] ॥২৩

থাকিত নদীসমূহের সহিত, শৈব ও কুলাচার্য্যের সমূহে থাকিয়া শাক্তীয়, সোমক, বৃক্ষিকা এবং অন্যান্য মুখ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া মুক্তা ও বৈদূর্য্যমণিখচিত সুবর্ণময় দিব্য প্রেক্ষাগৃহে গমন করিলেন ॥১৩-১৪

মহামাত্যগণ শাস্তারী, মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী সকলেই যথাস্থানে বিভূষিত হইয়া রাজ্যাধীশ্বরের সহিত [illegible] সেবকদিগের ন্যায় সেই স্থানে অবস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের প্রজাবৃন্দ কুতূহলের আতিশয্যে দর্শন করিবার জন্য অনেকেই সেই স্থানে সমবেত হইলেন ॥১৫-১৭

চারিদিকে বিবিধ বাদ্যসমূহ বাজিতে লাগিল। তাহাতে দর্শক জনগণের মধ্যে কৌতূহলবশতঃ মহাকোলাহল সমুত্থিত হইল। সেইরূপ ঐ সময়ে [illegible] বিপুল [illegible] তাল দেখাইতে লাগিল ॥১৮

অনন্তর যেরূপ আকাশে সকলের সহিত সূর্য্য যোগ উদিত হয়, সেইরূপ সেই সময়েতে সূর্য্য অশ্বপালের সহিত আচার্য্য যোগ প্রবেশ করিলেন। আচার্য্যের পরিধানে শুক্ল [illegible] ও [illegible] শুভ্র উত্তরীয়। তাঁহার কেশ ও শ্মশ্রু শুভ্র ছিল এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলে শুভ্র যজ্ঞোপবীত সুশোভিত এবং শরীর শুভ্র চন্দনে লিপ্ত ছিল ॥১৯-২০

[illegible] মধ্যে যেই [illegible] যথাস্থানে [illegible] দেবপূজা ও [illegible] করাইলেন ॥২১

(রাজা [illegible] যোগ ও কুলাচার্য্যকে বিবিধ বস্ত্র এবং সুবর্ণ, মণি ও রত্নসমূহ দক্ষিণারূপে প্রদান করিলেন।)

[illegible] ও [illegible] বাদ্যসমূহ বাজিয়া উঠিলে সব [illegible] বিবিধ [illegible] ও [illegible] উপকরণসমূহ লইয়া [illegible] প্রবেশ করিলেন ॥২২

অনন্তর [illegible] মহারাজ [illegible] অশ্বশিক্ষায়, অশ্ব, দুর্গা ও [illegible] লইয়া সেই সভাতে আবির্ভূত হইলেন ॥২৩

পাঠান্তর :—(১) [illegible] ।

পাঠান্তর :—(২) [illegible] ।
(৩) [illegible] ।
(৪) [illegible] ।

অনুজ্যেষ্ঠন্তু তে তত্র যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ ।
(ক্রমতো পিতুঃ দ্রোণমভিবাদ্য সর্ব্বশঃ ।
পূজাং চক্রুর্যথাচারং দ্রোণস্য চ কৃপস্য চ ॥
আশীর্ভিশ্চ প্রযুক্তাভিঃ সর্ব্বে সংহৃষ্টমানসাঃ ।
অভিবাদ্য পুনঃ শস্ত্রান্ বলিপুষ্পৈঃ সমর্চ্চিতান্ ॥
রক্তচন্দনমিশ্রৈশ্চ স্বয়মর্চ্চ্য চ কৌরবাঃ ।
রক্তচন্দনদিগ্ধাশ্চ রক্তমাল্যানুধারিণঃ ॥
সর্ব্বে রক্তপতাকাশ্চ সর্ব্বে রক্তান্তলোচনাঃ ।
দ্রোণেন সমনুজ্ঞাতা গৃহ্য শস্ত্রং পরন্তপাঃ ॥
ধনূংষি পূর্ব্বং সংগৃহ্য তপনীয়বিভূষিতাঃ ।
শস্ত্রাণি বিবিধাকারৈঃ শরৈঃ সহ চ কৌরবাঃ ॥
জ্যাঘোষং তলঘোষঞ্চ কৃত্বা কুমারপুঙ্গবাঃ ।)
চক্রুরস্ত্রং মহাবীর্য্যাঃ কুমারাঃ পরমাদ্ভুতম্ ॥২৪

কেচিচ্ছরাক্ষেপভয়াচ্ছিরাংস্যবননামিরে ।
মনুজা ধৃষ্টমপরে বীক্ষাঞ্চক্রুঃ সুবিস্মিতাঃ ॥২৫
তে স্ম লক্ষ্যাণি বিব্যধুর্বাণৈর্নামাঙ্কশোভিতৈঃ ।
বিবিধৈর্লাঘবোৎসৃষ্টৈরুহ্যন্তো বাজিভির্দ্রুতম্ ॥২৬
তৎ কুমারবলং তত্র গৃহীতশরকার্ম্মুকম্ ।
গন্ধর্ব্বনগরাকারং প্রেক্ষ্য তে বিস্মিতাভবন্ ॥২৭
সহসা চুক্রুশুস্তত্র নরাঃ শতসহস্রশঃ ।
বিস্ময়োৎফুল্লনয়নাঃ সাধু সাধ্বিতি ভারত ॥২৮
কৃত্বা ধনুষি তে মার্গান্ রথচর্য্যাসু চাসকৃৎ ।
গজপৃষ্ঠেঽশ্বপৃষ্ঠে চ নিযুদ্ধে চ মহাবলাঃ ॥২৯
গৃহীতখড়্গচর্ম্মাণস্ততো ভূয়ঃ প্রহারিণঃ ।
ৎসরুমার্গান্ যথোদ্দিষ্টাংশ্চেরুঃ সর্ব্বাসু ভূমিষু ॥৩০
লাঘবং সৌষ্ঠবং শোভাং স্থিরত্বং দৃঢ়মুষ্টিতাম্ ।
দদৃশুস্তত্র সর্ব্বেষাং প্রয়োগে খড়্গচর্ম্মণাম্ ॥৩১

(যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি রাজপুত্রগণ জ্যেষ্ঠানুক্রমে দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্যকে অভিবাদন করিয়া যথোচিত পূজা করিলেন। তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিলে কুমারগণ তখন রক্তচন্দনমিশ্রিত পুষ্পাদি দ্বারা অস্ত্রসমূহের পূজা করিলেন। কুমারগণের সকলেরই শরীর রক্তচন্দনে লিপ্ত ছিল, তাঁহাদের সমস্তদেহে রক্তমাল্যসমূহ দুলিতেছিল, এবং তাঁহাদের সকলেরই নয়ন ঈষৎ আরক্ত ছিল এবং সকলেরই রথে রক্তপতাকাসমূহ শোভা পাইতেছিল। তাঁহারা সকলেই ধনুতে জ্যা আঘাত করিয়া জ্যাতলনির্ঘোষের দ্বারা সকল প্রাণীর আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।)

অনন্তর জ্যেষ্ঠানুক্রমে যুধিষ্ঠিরাদি মহাবলিষ্ঠ কুমারেরা ভিন্ন ভিন্ন পথে অদ্ভুত অস্ত্রকৌশলসমূহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।২৪

দর্শকদের মধ্যে কতকগুলি লোক বাণপাতের ভয়ে মাথা নীচু করিতে লাগিল; আবার কেহ কেহ ভয় পরিত্যাগ করিয়া ধৃষ্টতার সহিত অতিবিস্মিত মনে দেখিতে লাগিল।২৫

রাজপুত্রগণ ঘোড়ায় চড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন নামাঙ্কিত বাণসমূহের দ্বারা লঘুহস্তে লক্ষ্যসমূহ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।২৬

দর্শকগণ কুমারগণের ধনুর্বিদ্যার শক্তি দেখিয়া এমন বিস্মিত হইলেন যে, তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল তাঁহারা যেন গন্ধর্ব্বনগর দেখিতেছেন।২৭

হাজার হাজার দর্শক তাঁহাদের অস্ত্রলাঘব দর্শন করত বিস্ময়ে উৎফুল্লনয়ন হইয়া 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন।২৮

মহাবল রাজকুমারগণ ধনুর্ব্বেদের বিভিন্ন প্রকার কৌশল, রথচালনার বিভিন্ন প্রকার মার্গ, হাতী ও ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধ করিবার নানা প্রকার নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।২৯

কেহ কেহ খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ করত বিভিন্ন প্রকার মার্গে বিচরণ করিয়া অসি ও চর্ম্মের নানাপ্রকার

অথ তৌ নিশ্চয়করৌ(১) দুর্যোধন-বৃকোদরৌ ।
অবতীর্ণৌ গদাহস্তাবেকশৃঙ্গাবিবাচলৌ ॥৩২
বদ্ধকক্ষৌ মহাবাহূ পৌরুষে পর্যবস্থিতৌ ।
বৃংহন্তৌ বাশিতাহেতোঃ সমদাবিব কুঞ্জরৌ ॥৩৩
তৌ প্রদক্ষিণ-সব্যানি মণ্ডলানি মহাবলৌ ।
চেরতুর্মণ্ডলগতৌ মদাবিব কুঞ্জরৌ ॥৩৪

বিদুরো ধৃতরাষ্ট্রায় গান্ধার্য্যৈ পাণ্ডবারণিঃ ।
ন্যবেদয়ত তৎ সর্বং কুমারাণাং বিচেষ্টিতম্ ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি অস্ত্রদর্শনে
ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩৩

কৌশল দেখাইতে লাগিলেন ॥৩০

[illegible] ঋষি ও [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], বিদ্যা, [illegible] প্রভৃতি [illegible] হৃষ্ট হইলেন ॥৩১

তাহার পর দুর্যোধন ও ভীম দৃঢ়নিশ্চয়চিত্তে গদাহস্তে একশৃঙ্গবিশিষ্ট পর্ব্বতদ্বয়ের ন্যায় রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন ॥৩২

দৃঢ় পৌরুষে অবস্থান করিয়া কটিবদ্ধ মহাবাহু বীরদ্বয়কে দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন হস্তিনীর জন্য দুইটি হস্তী যেন পরস্পরকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে ॥৩৩

ঐ দুই মহাবল যোদ্ধা মত্ত হস্তিদ্বয়ের ন্যায় সেই স্থানে বামে ও দক্ষিণে বিভিন্ন প্রকার মণ্ডলাকারে গদা ঘুরাইতে ঘুরাইতে [illegible] বিচরণ করিতেছিলেন ॥৩৪

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে ও কুন্তী গান্ধারীকে কুমারগণের অস্ত্রকৌশলসমূহ বর্ণনা করিতেছিলেন ॥৩৫

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বের সম্ভবপর্ব্বে
অস্ত্রদর্শনবিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[ভীমেন, দুর্যোধনেন, অর্জুনেন চ অস্ত্রকৌশলস্য প্রদর্শনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
কুরুরাজে হি রঙ্গস্থে ভীমে চ বলিনাং বরে ।
পক্ষপাতকৃতস্নেহঃ স দ্বিধেবাভবজ্জনঃ ॥১
হা বীর(১) কুরুরাজেতি হা ভীম ইতি শব্দবান্(২)
পুরুষাণাং সুবিপুলঃ প্রণাদঃ সহসোত্থিতঃ ॥২
ততঃ ক্ষুব্ধার্ণবনিভং রঙ্গমালোক্য বুদ্ধিমান্ ।
ভারদ্বাজঃ(৩) প্রিয়ং পুত্রমশ্বত্থামানমব্রবীৎ ॥৩

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

[ভীমসেন, দুর্যোধন ও অর্জুন কর্তৃক অস্ত্র-কৌশল প্রদর্শন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কুরুরাজ দুর্যোধন ও বলিশ্রেষ্ঠ ভীম রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলে দর্শক জনতার মধ্যে যেন পক্ষপাতবিশেষবশতঃ দুই দল হইয়া গেল ॥১

একদল বলিতে লাগিল "কুরুরাজই অধিক বীর" আবার অন্যদল বলিতে লাগিল "ভীমসেনই অধিক বীর"—এইভাবে তাহাদের মধ্যে মহা কোলাহল সমুত্থিত হইল ॥২

পাঠান্তর:—(১) নিশ্চয়জ্ঞৌ

পাঠান্তর:—(১) অয় রে । (২) অয় রে ভীম ইত্যপি ।
(৩) দ্রোণস্তু ।

দ্রোণ উবাচ।

বারয়ৈতৌ মহাবীর্য্যৌ কৃতযোগ্যাবুভাবপি।
মা ভূদ্ রঙ্গপ্রকোপোহয়ং ভীমদুর্য্যোধনোদ্ভবঃ ॥৪

(বৈশম্পায়ন উবাচ।
তত উত্থায় বেগেন অশ্বত্থামা ন্যবারয়ৎ।
অবোধয়ত্তৌ ভীম ইতি গদায়াং গুরুশাসনম্।
অলং যোগ্যত্বং বেগশ্চ সাহসিকত্বম্ ॥)
তাবুদ্যতগদৌ গুরুপুত্রেণ বারিতৌ।
যুগান্তানিলসংক্ষুব্ধৌ মহাবেগাবিবার্ণবৌ ॥৫
ততো রঙ্গাঙ্গণগতো দ্রোণো বচনমব্রবীৎ।
নিবার্য্য বাদিত্রগণং মহামেঘনিভস্বনম্ ॥৬
যো মে পুত্রাৎ প্রিয়তরঃ সর্ব্বশস্ত্রবিশারদঃ।
ঐন্দ্রিরিন্দ্রানুজসমঃ স পার্থো দৃশ্যতামিতি ॥৭

আচার্য্যবচনেনাথ কৃতস্বস্ত্যয়নো যুবা।
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণঃ পূর্ণতূণঃ সকার্ম্মুকঃ ॥৮
কাঞ্চনং কবচং বিভ্রৎ প্রত্যদৃশ্যত ফাল্গুনঃ।
সার্কঃ সেন্দ্রায়ুধতড়িৎ সসন্ধ্য ইব তোয়দঃ ॥৯
ততঃ সর্ব্বস্য রঙ্গস্য সমুৎপিঞ্জলকোহভবৎ।
প্রাবাদ্যন্ত চ বাদ্যানি সশঙ্খানি সমন্ততঃ ॥১০
এষ কুন্তীসুতঃ শ্রীমানেষ মধ্যমপাণ্ডবঃ।
এষ পুত্রো মহেন্দ্রস্য কুরূণামেষ রক্ষিতা ॥১১
এষোহস্ত্রবিদুষাং শ্রেষ্ঠ এষ ধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
এষ শীলবতাঞ্চাপি শীলজ্ঞাননিধিঃ পরঃ ॥১২
ইত্যেবং তুমুলা(১) বাচঃ শুশ্রুবুঃ প্রেক্ষকেরিতাঃ।
কুন্ত্যাঃ প্রস্রবসংযুক্তৈরস্রৈঃ ক্লিন্নমুরোহভবৎ ॥১৩

রঙ্গভূমিতে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় দর্শন করিয়া ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ প্রিয় পুত্র অশ্বত্থামাকে বলিলেন ।৩

দ্রোণ বলিলেন,—বৎস ! তুমি উহাদিগকে আমার আজ্ঞা বলিয়া বারণ কর। উহারা উভয়েই মহাবীর এবং গদাযুদ্ধে পারদর্শী। উহাদের উভয়কে লইয়া রঙ্গভূমির দর্শকগণের মধ্যে কলহ হইবার উপক্রম হইয়াছে ॥৪

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন অশ্বত্থামা তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাদিগকে গুরুর আজ্ঞা জানাইয়া নিবারণ করিলেন এবং বলিলেন,—তোমাদের উভয়েরই যোগ্যতা, বেগ ও সাহস প্রশংসনীয়।) তখন যুগান্তকালীন বায়ু যেমন উদ্বেলিত ভয়ঙ্কর দুইটি সমুদ্রের ন্যায় বিক্ষুব্ধ বীরদ্বয় আচার্য্যপুত্র কর্তৃক নিবারিত হইয়া নিবৃত্ত হইলেন ॥৫

অনন্তর দ্রোণ রঙ্গমধ্যে আবির্ভূত হইয়া মহামেঘের ন্যায় শব্দকারী বাদ্যবাদকগণকে নিবারিত করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥৬

যিনি আমার পুত্র অপেক্ষাও অধিক প্রিয়, যিনি সর্ব্বশস্ত্রজ্ঞানী, যিনি ইন্দ্রের পুত্র এবং যিনি পরাক্রমে উপেন্দ্রের (বিষ্ণুর) তুল্য, তিনি রঙ্গস্থলে আসিয়া উপস্থিত হউন ।৭

আচার্য্যের কথায় যুবক অর্জ্জুন স্বস্ত্যয়ন করাইয়া গোধাঙ্গুলিত্রাণ, পূর্ণতূণ, কার্ম্মুক ও স্বর্ণ কবচ ধারণ করত রঙ্গমধ্যে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যেন মেঘ সূর্য্য, সন্ধ্যাকাল, ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুতের সহিত যুক্ত হইয়াছে ॥৮-৯

তখন সমস্ত রঙ্গভূমি হর্ষকোলাহলে ব্যাপ্ত হইয়া গেল এবং চারিদিকে শঙ্খ ও বাদ্যসমূহ বাজিয়া উঠিল ॥১০

অর্জ্জুন রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিবামাত্রই চারিদিকে এইরূপ তুমুল শব্দ শুনা যাইতে লাগিল—"ইনিই কুন্তীপুত্র মধ্যম পাণ্ডব; ইনিই ইন্দ্রপুত্র, ইনিই কৌরবগণের রক্ষাকর্তা; ইনি অস্ত্রবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধার্ম্মিকগণের অগ্রগণ্য; ইনিই সদাচারী সচ্চরিত্র ও জ্ঞানের নিধিস্বরূপ"। এই সকল কথা

পাঠান্তর।—(১) বচঃ।

তেন শব্দেন মহতা পূর্ণশ্রুতিরথাব্রবীৎ।
ধৃতরাষ্ট্রো নরশ্রেষ্ঠো বিদুরং হৃষ্টমানসঃ ॥১৪
ক্ষত্তঃ ক্ষুব্ধার্ণবনিভঃ কিমেষ সুমহাস্বনঃ।
সহসৈবোত্থিতো রঙ্গে ভিন্দন্নিব নভস্তলম্ ॥১৫

বিদুর উবাচ।

এষ পার্থো মহারাজ ফাল্গুনঃ পাণ্ডুনন্দনঃ।
অবতীর্ণঃ সকবচস্তত্রৈষ(১) সুমহাস্বনঃ ॥১৬

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি রক্ষিতোঽস্মি মহামতে।
পৃথারণিসমুদ্ভূতৈস্ত্রিভিঃ পাণ্ডববহ্নিভিঃ ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্ প্রমুদিতে রঙ্গে কথঞ্চিৎ প্রত্যুপস্থিতে(২)।
দর্শয়ামাস বীভৎসুরাচার্য্যাদস্ত্রলাঘবম্ ॥১৮

আগ্নেয়েনাসৃজদ্ বহ্নিং বারুণেনাসৃজৎ পয়ঃ।
বায়ব্যেনাসৃজদ্ বায়ুং পার্জন্যেনাসৃজদ্ ঘনান্ ॥১৯
ভৌমেন প্রাবিশদ্ ভূমিং পার্বত্যেনাসৃজদ্ গিরীন্।
অন্তর্ধানেন চাস্ত্রেণ পুনরন্তর্হিতোঽভবৎ ॥২০
ক্ষণাৎ প্রাংশুঃ ক্ষণাদ্ধ্রস্বঃ ক্ষণাচ্চ রথধূর্গতঃ।
ক্ষণেন রথমধ্যস্থঃ ক্ষণেনাবতরন্মহীম্ ॥২১
সুকুমারঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চ গুরুঞ্চাপি গুরুপ্রিয়ঃ।
সৌষ্ঠবেনাভিসংযুক্তঃ(৩) সোঽবিধ্যদ্ বিবিধৈঃ
শরৈঃ ॥২২

ভ্রমতশ্চ বরাহস্য লোহস্য প্রমুখে সমম্।
পঞ্চ বাণানসংসক্তান্ স মুমোচৈকবাণবৎ ॥২৩
গব্যে বিষাণকোষে চ চলে রজ্জ্ববলম্বিনি।
নিচখান মহাবীর্য্যঃ সায়কানেকবিংশতিম্ ॥২৪

[illegible] [illegible] ধৃতরাষ্ট্রের কর্ণ পূর্ণ করিয়া হৃষ্ট ও [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] আকাশ বিদীর্ণ [illegible] ।১১-১৩

হৃষ্টচিত্ত নরশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র সেই কোলাহল শুনিয়া বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ক্ষত্তঃ (বিদুর)! বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় আকাশকে যেন বিদীর্ণ করিয়া সহসা রঙ্গস্থলে এ কোলাহল উত্থিত হইতেছে, ইহার কারণ কি ?।১৪-১৫

বিদুর বলিলেন,—হে মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন ফাল্গুন (অর্জুন) কবচ ধারণ করিয়া রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাতেই এই কোলাহল শুনা যাইতেছে ।১৬

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে মহামতে! পৃথারূপ অরণি হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ পৃথানন্দন এই পাণ্ডবরূপ অগ্নিত্রয় দ্বারা অর্থাৎ তিন পাণ্ডুপুত্রের দ্বারা আমি ধন্য হইলাম, অনুগৃহীত ও রক্ষিত হইলাম ।১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই আনন্দকোলাহল-মুখরিত রঙ্গভূমি যখন কথঞ্চিৎ শান্ত হইল, তখন বীভৎসু (অর্জুন) আচার্য্যকে অস্ত্রলাঘব দেখাইতে লাগিলেন। তিনি আগ্নেয়াস্ত্রদ্বারা অগ্নি, বারুণাস্ত্রের দ্বারা জল, বায়ব্যাস্ত্রের দ্বারা বায়ু এবং পার্জন্যাস্ত্রের দ্বারা মেঘসমূহ সৃষ্টি করিলেন ।১৮-১৯

তিনি ভৌমাস্ত্রের দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পার্বত্যাস্ত্রের দ্বারা পর্বতসমূহ সৃষ্টি করিলেন এবং অন্তর্ধানাস্ত্রের দ্বারা অন্তর্হিত হইলেন ।২০

তিনি ক্ষণমধ্যে দীর্ঘ ও ক্ষণমধ্যে হ্রস্ব হইলেন, আবার ক্ষণমধ্যে রথধুরায় উঠিয়া ক্ষণমধ্যেই রথমধ্যস্থিত হইয়া মাটিতে অবতীর্ণ হইলেন ।২১

গুরুর প্রিয় সেই অর্জুন কোমল, সূক্ষ্ম ও ভারী লক্ষ্যসমূহকে [illegible] [illegible] সৌষ্ঠবসহকারে বিবিধ বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ।২২

ভ্রমণশীল লৌহ বরাহের মুখে সমান করিয়া তাহার

পাঠান্তর—(১) সকবচোঽয়ং। (২) প্রত্যুপস্থিতে।

পাঠান্তর:—(৩) সদ্গুণৈঃ।

ইত্যেবমাদি সুমহৎ খড়্গে ধনুষি চানঘ ।
গদায়াং শস্ত্রকুশলো মণ্ডলানি অদর্শয়ৎ ॥২৫
ততঃ সমাপ্তভূয়িষ্ঠে তস্মিন্ কর্ম্মণি ভারত ।
মন্দীভূতে সমাজে চ বাদিত্রস্য চ নিস্বনে ॥২৬
দ্বারদেশাৎ সমুদ্ভূতো মাহাত্ম্যবলসূচকঃ ।
বজ্রনিষ্পেষসদৃশঃ শুশ্রুবে ভুজনিস্বনঃ ॥২৭
দীর্যন্তে কিং নু গিরয়ঃ কিংস্বিদ্ ভূমির্বিদীর্যতে ।
কিংস্বিদাপূর্যতে ব্যোম জলধারাঘনৈর্ঘনৈঃ ॥২৮
রঙ্গস্যৈবং মতিরভূৎ ক্ষণেন বসুধাধিপ ।
দ্বারং চাভিমুখাঃ সর্ব্বে বভূবুঃ প্রেক্ষকাস্তদা ॥২৯
পঞ্চভির্ভ্রাতৃভিঃ পার্থৈর্দ্রোণঃ পরিবৃতো বভৌ ।
পঞ্চতারেণ সংযুক্তঃ সাবিত্রেণেব চন্দ্রমাঃ ॥৩০
অশ্বত্থাম্না চ সহিতং ভ্রাতৄণাং শতমূর্জিতম্ ।
দুর্য্যোধনমমিত্রঘ্নমুত্থিতং পর্য্যবারয়ৎ ॥৩১
স তৈস্তদা ভ্রাতৃভিরুদ্যতায়ুধৈ-
　　র্গদাগ্রপাণিঃ সমবস্থিতৈর্বৃতঃ ।
বভৌ যথা দানবসংক্ষয়ে পুরা
　　পুরন্দরো দেবগণৈঃ সমাবৃতঃ ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি অস্ত্রদর্শনে
চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩৪

মুখের মধ্যে পাঁচটি বাণকে একটি বাণের ন্যায় প্রবেশ করাইলেন ।২৩

এক স্থানে গোরুর শিং রজ্জুর দ্বারা ঝুলান ছিল এবং উহা অনবরত নড়িতেছিল। মহাবীর্য্যশালী অর্জ্জুন তাহার ছিদ্রমধ্যে একুশটি শর নিখাত করিলেন ।২৪

হে নিষ্পাপ রাজন্ ! এইরূপ খড়্গ, ধনু, গদা ও অস্ত্রকৌশলে বহুপ্রকার কৌশল অর্জ্জুন সকলকে দেখাইলেন ।২৫

এইভাবে যখন অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন সমাপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং সভা ও বাদ্য মন্দীভূত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন দ্বারদেশে [illegible] মহিমা ও বলের সূচক বজ্রপাততুল্য ভীষণ বাহ্বাস্ফোটনের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল ।২৬-২৭

লোকে বলাবলি করিতে লাগিল—পর্ব্বত অথবা ভূমি কি বিদীর্ণ হইতেছে ? অথবা মেঘগর্জনে আকাশ পূরিত হইতেছে ?২৮

হে কুরুরাজ ! তৎকালে সভামধ্যে এইরূপ আলোচনা হওয়াতে সকলেই দ্বারদেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ।২৯

একদিকে পঞ্চতারাযুক্ত হস্তনক্ষত্রে সংযুক্ত চন্দ্রের ন্যায় আচার্য্য দ্রোণ পঞ্চপাণ্ডবে পরিবৃত হইয়া রঙ্গস্থলের শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন ।৩০

অপরদিকে বলবান্ ও শত্রুঘাতী দুর্য্যোধন সভামধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলে অশ্বত্থামার সহিত দুঃশাসন প্রভৃতি এক শত ভাই আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন ।৩১

এদিকে ভাইদের পরিবৃত গদাপাণি দুর্য্যোধন দানবসংহারকালে দেবগণপরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ।৩২

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে অস্ত্রদর্শনবিষয়ক চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[কর্ণস্য রঙ্গভূমৌ প্রবেশঃ, রাজ্যলাভশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

দত্তেঽবকাশে পুরুষৈর্বিস্ময়োৎফুল্ললোচনৈঃ ।
বিবেশ রঙ্গং বিস্তীর্ণং কর্ণঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥১
সহজং কবচং বিভ্রৎ কুণ্ডলোদ্দ্যোতিতাননঃ ।
সধনুর্বদ্ধনিস্ত্রিংশঃ পাদচারীব পর্বতঃ ॥২
কন্যাগর্ভঃ পৃথুযশাঃ পৃথায়াঃ পৃথুলোচনঃ ।
তীক্ষ্ণাংশোর্ভাস্করস্যাংশঃ কর্ণোঽরিগণসূদনঃ ॥৩
সিংহর্ষভগজেন্দ্রাণাং বলবীর্য্যপরাক্রমঃ ।
দীপ্তিকান্তিদ্যুতিগুণৈঃ সূর্য্যেন্দুজ্বলনোপমঃ ॥৪
প্রাংশুঃ কনকতালাভঃ সিংহসংহননো যুবা ।
অসংখ্যেয়গুণঃ শ্রীমান্ ভাস্করস্যাত্মসম্ভবঃ ॥৫
স নিরীক্ষ্য মহাবাহুঃ সর্বতো রঙ্গমণ্ডলম্ ।
প্রণামং দ্রোণকৃপয়োর্নাত্যাদৃতমিবাকরোৎ ॥৬
স সমাজজনঃ সর্বো নিশ্চলঃ স্থিরলোচনঃ ।
কোঽয়মিত্যাগতক্ষোভঃ কৌতূহলপরোঽভবৎ ॥৭
সোঽব্রবীন্মেঘগম্ভীরস্বরেণ বদতাং বরঃ ।
ভ্রাতা ভ্রাতরমজ্ঞাতং সাবিত্রঃ পাকশাসনিম্ ॥৮
পার্থ যৎ তে কৃতং কর্ম বিশেষবদহং ততঃ ।
করিষ্যে পশ্যতাং নৄণাং মাত্মনা বিস্ময়ং গমঃ ॥৯
অসমাপ্তে ততস্তস্য বচনে বদতাং বর ।
যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত ইবোত্তস্থৌ ক্ষিপ্রং বৈ সর্বতো জনঃ ॥১০
প্রীতিশ্চ মনুজব্যাঘ্র দুর্য্যোধনমুপাবিশৎ ।
হ্রীশ্চ ক্রোধশ্চ বীভৎসুং ক্ষণেনান্ববিশচ্চ হ ॥১১
ততো দ্রোণাভ্যনুজ্ঞাতঃ কর্ণঃ প্রিয়রণঃ সদা ।
যৎ কৃতং তত্র পার্থেন তচ্চকার মহাবলঃ ॥১২

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[কর্ণের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ ও রাজ্যলাভ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিস্ময়োৎফুল্লনয়ন জনগণ অবকাশ দিবে দৃষ্টি করিয়া আছেন, তখন শত্রুনগরবিজয়ী কর্ণ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন ॥১

কর্ণের স্বভাবজাত কবচ ও কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডলযুগল, হাতে ধনু, কটিতে তরবারি ছিল; তিনি পাদচারী পর্বতের ন্যায় রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥২

কর্ণ কন্যাবস্থায় কুন্তীর গর্ভজাত, মহাযশস্বী ও বিশালনয়নবিশিষ্ট ছিলেন, শত্রুনিসূদন কর্ণ তীক্ষ্ণরশ্মিবিশিষ্ট সূর্য্যের অংশের ন্যায় দেখাইতেছিলেন ॥৩

সিংহ, বৃষ ও হস্তীর ন্যায় তাঁহার পরাক্রম ছিল এবং দীপ্তি, কান্তি ও দ্যুতিগুণে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির ন্যায় তাঁহাকে দেখাইতেছিল। তাঁহার শরীর উন্নত ছিল, সেইজন্য সুবর্ণময় তালবৃক্ষের ন্যায় তাঁহাকে দেখাইতেছিল, সিংহের ন্যায় দৃঢ় শরীর এবং অসংখ্য গুণশালিত্বে তরুণ সূর্য্যপুত্র শ্রীমান্ কর্ণ বিভূষিত ছিলেন ॥৪-৫

মহাবাহু কর্ণ রঙ্গভূমির চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া দ্রোণ ও কৃপকে অত্যাদরশূন্য হইয়া প্রণাম করিলেন ॥৬

তখন জনতা সমস্ত স্থির হইলেও কৌতূহলের পরবশ হইয়া "এ কে আসিল আসিয়াছে" মনে করিয়া একদৃষ্টে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল ॥৭

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ সেই সূর্য্যনন্দন কর্ণ নিজের অজ্ঞাত সহোদর ইন্দ্রনন্দন অর্জ্জুনকে মেঘগম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"হে পার্থ! তুমি যে কর্ম্ম করিয়া দর্শক জনকে অদ্ভুত করিয়াছ, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই, আমিও তাহা করিয়া দর্শকগণকে দেখাইতে পারি ॥৮-৯

হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! তাঁহার কথা শেষ না হইতেই জনসমূহের সকলে যন্ত্রোৎক্ষিপ্তের ন্যায় হঠাৎ উঠিয়া পড়িল ॥১০

হে রাজন্! কর্ণের কথায় দুর্য্যোধনের মনে আনন্দ এবং অর্জ্জুনের চিত্তে লজ্জা ও ক্রোধ ক্ষণকাল আবির্ভূত হইল ॥১১

অথ দুর্য্যোধনস্তত্র ভ্রাতৃভিঃ সহ ভারত।
কর্ণং পরিষ্বজ্য মুদা ততো বচনমব্রবীৎ ॥১৩

দুর্য্যোধন উবাচ।

স্বাগতং তে মহাবাহো দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি মানদ।
অহঞ্চ কুরুরাজ্যঞ্চ যথেষ্টমুপভুজ্যতাম্ ॥১৪

কর্ণ উবাচ।

কৃতং সর্ব্বমহং মন্যে সখিত্বঞ্চ ত্বয়া বৃণে(১)
দ্বন্দ্বযুদ্ধঞ্চ পার্থেন কর্ত্তুমিচ্ছাম্যহং প্রভো ॥১৫

দুর্য্যোধন উবাচ।

ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্ ময়া সার্দ্ধং বন্ধূনাং প্রিয়কৃদ্ ভব।
দুর্হৃদাং কুরু সর্ব্বেষাং মূর্দ্ধ্নি পাদমরিন্দম ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ ক্ষিপ্তমিবাত্মানং মত্বা পার্থোঽভ্যভাষত।
কর্ণং ভ্রাতৃসমূহস্য মধ্যেঽচলমিব স্থিতম্ ॥১৭

অর্জ্জুন উবাচ।

অনাহূতোপসৃষ্টানামনাহূতোপজল্পিনাম্।
যে লোকাস্তান্ হতঃ কর্ণ ময়া ত্বং প্রতিপৎস্যসে ॥১৮

কর্ণ উবাচ।

রঙ্গোঽয়ং সর্ব্বসামান্যঃ কিমত্র তব ফাল্গুন।
বীর্য্যশ্রেষ্ঠাশ্চ রাজানো বলং ধর্ম্মোঽনুবর্ত্ততে ॥১৯

কিং ক্ষেপৈর্দুর্ব্বলাশ্বাসৈঃ শরৈঃ কথয় ভারত।
গুরোঃ সমক্ষং যাবৎ তে হরাম্যদ্য শিরঃ শরৈঃ ॥২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো দ্রোণাভ্যনুজ্ঞাতঃ পার্থঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
ভ্রাতৃভিস্ত্বরয়াশ্লিষ্টো রণায়োপজগাম তম্ ॥২১

ততো দুর্য্যোধনেনাপি ভ্রাত্রা সমরোদ্যতঃ।
পরিষ্বক্তঃ স্থিতঃ কর্ণঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ ॥২২

তদনন্তর দ্রোণাচার্য্যের অনুমতি পাইয়া মহাবল ও যুদ্ধপ্রিয় কর্ণ অর্জ্জুন-প্রদর্শিত সমস্ত অস্ত্রক্রীড়া-কৌশলই প্রদর্শন করাইলেন ॥১২

হে ভারত! তখন ভ্রাতৃগণের সহিত দুর্য্যোধন কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া হৃষ্টচিত্তে এই কথা বলিলেন ॥১৩

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে মহাবাহো! তোমার শুভাগমন হউক; হে মানদ! আমাদের সৌভাগ্যক্রমেই তুমি এখানে উপস্থিত হইয়াছ, তুমি আমার সহিত এই কুরুরাজ্য যথেষ্ট ভোগ কর ॥১৪

কর্ণ বলিলেন,—আপনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা করা হইয়াছে বলিয়াই আমি মনে করি; আমি আপনার সহিত সখ্য এবং অর্জ্জুনের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ কামনা করি ॥১৫

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে অরিন্দম! তুমি আমার সহিত ভোগসমূহ ভোগ কর, বন্ধুগণের প্রিয়কারী হও এবং শত্রুগণের মস্তকে পদার্পণ কর ॥১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নিজের উপর আক্ষেপ করা হইয়াছে মনে করিয়া অর্জ্জুন তখন দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃগণ পরিবেষ্টিত পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিত কর্ণকে বলিলেন ॥১৭

অনাহূতভাবে আগমন ও বক্তৃতাকারী পুরুষগণ যে লোক প্রাপ্ত হয়, তুমিও আমার হাতে নিহত হইয়া সেই লোক প্রাপ্ত হইবে ॥১৮

কর্ণ বলিলেন,—হে অর্জ্জুন! এই রঙ্গস্থল সর্ব্বসাধারণের জন্য, সুতরাং তোমার ইহাতে বলিবার কি আছে? রাজগণ বীর্য্যপ্রযুক্তই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া থাকেন, আবার ধর্ম্মও বলকেই অনুবর্ত্তন করেন ॥১৯

হে ভারত! আক্ষেপ করা দুর্ব্বলের কার্য্য; অতএব বাণ দ্বারা কথা বল। দেখ গুরুর সমক্ষেই শরসমূহের দ্বারা আমি তোমার মস্তক ছেদন করিব ॥২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তদনন্তর দ্রোণের অনুমতি লাভ করিয়া শত্রুনগরবিজেতা পার্থ ভ্রাতৃগণের দ্বারা

পাঠান্তর।—(১) কৃতং সর্ব্বং ত্বয়োক্তং সখিত্বঞ্চ ত্বয়া প্রভো।

ততঃ সবিদ্যুৎস্তনিতৈঃ সেন্দ্রায়ুধপুরোজবৈঃ।
আবৃতং গগনং মেঘৈর্বলাকাপংক্তিহাসিভিঃ ॥২৩

ততঃ স্নেহাদ্ধরিহয়ং দৃষ্ট্বা রঙ্গাবলোকিনম্।
ভাস্করোঽপ্যনয়ন্নাশং সমীপোপগতান্ ঘনান্ ॥২৪

মেঘচ্ছায়োপগূঢ়স্তু ততোঽদৃশ্যত পাণ্ডবঃ।
সূর্যাতপপরিক্ষিপ্তঃ কর্ণোঽপি সমদৃশ্যত ॥২৫

ধার্তরাষ্ট্রা যতঃ কর্ণস্তস্মিন্ দেশে ব্যবস্থিতাঃ।
ভারদ্বাজঃ কৃপো ভীষ্মো যতঃ পার্থস্ততোঽভবন্ ॥২৬

দ্বিধা রঙ্গঃ সমভবৎ স্ত্রীণাং দ্বৈধমজায়ত।
কুন্তিভোজসুতা মোহং বিজ্ঞাতার্থা জগাম হ ॥২৭

তাং তথা মোহসম্পন্নাং বিদুরঃ সর্বধর্মবিৎ।
কুন্তীমাশ্বাসয়ামাস প্রেষ্যাভিশ্চন্দনোদকৈঃ ॥২৮

ততঃ প্রত্যাগতপ্রাণা তাবুভৌ পরিদংশিতৌ।
পুত্রৌ দৃষ্ট্বা সুসন্ত্রস্তা নান্বপদ্যত কিঞ্চন ॥২৯

তাবুদ্যতমহাচাপৌ কৃপঃ শারদ্বতোঽব্রবীৎ।
দ্বন্দ্বযুদ্ধসমাচারে কুশলঃ সর্বধর্মবিৎ ॥৩০

অয়ং পৃথায়াস্তনয়ঃ কনীয়ান্ পাণ্ডুনন্দনঃ।
কৌরবো ভবতা সার্দ্ধং দ্বন্দ্বযুদ্ধং করিষ্যতি ॥৩১

ত্বমপ্যেবং মহাবাহো মাতরং পিতরং কুলম্।
কথয়স্ব নরেন্দ্রাণাং যেষাং ত্বং কুলভূষণঃ ॥৩২

আচ্ছাদিত হইয়া সূর্য্য ও সকল দিক অন্ধকার হইল।২১

এদিকে দুর্যোধনও ভ্রাতৃগণের সহিত কর্ণকে আলিঙ্গন করিলেন এবং শরাসন ও শর গ্রহণ করত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।২২

তখন আকাশে বিদ্যুৎ, গর্জন ও ইন্দ্রধনুর সহিত মেঘসমূহে আচ্ছন্ন হইল এবং তাহার নীচে বক-পংক্তিগণ উড়িতে লাগিল।২৩

অনন্তর অর্জুনের প্রতি স্নেহবশতঃ ইন্দ্র রঙ্গভূমি অবলোকন করিতেছেন দেখিয়া সূর্য্যও নিকটবর্তী মেঘসমূহকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া নাশ করিল।২৪

অনন্তর অর্জুনকে মেঘচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন দেখা যাইতে লাগিল, কর্ণকেও তেমনই সূর্য্যের আতপে উজ্জ্বল দেখাইতেছিল।২৫

যে স্থানে কর্ণ অবস্থান করিতেছিলেন, সেইস্থানে দুর্যোধনাদি ধার্তরাষ্ট্রগণ এবং যেখানে অর্জুন ছিলেন, সেইখানে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ অবস্থান করিতেছিলেন।২৬

রঙ্গভূমি দুইভাগে বিভক্ত হইল এবং স্ত্রীলোকদলের মধ্যেও দুই পক্ষ হইল। এদিকে কুন্তী উভয়কেই চিনিয়া বুঝিয়া মূর্ছিতা হইলেন।২৭

কুন্তীকে মূর্ছিতা দেখিয়া সর্বজ্ঞ বিদুর চন্দনোদকের দ্বারা পরিচারিকাগণের সাহায্যে তাঁহার চৈতন্য জন্মাইয়া আশ্বস্ত করিলেন।২৮

অনন্তর জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে কুন্তী উভয় পুত্রকেই বর্ম ধারণ করিতে অর্থাৎ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত দেখিয়া তিনি এমন মুহ্যমানা হইলেন যে, কেমন করিয়া উভয়ের যুদ্ধ বন্ধ করা যায়, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।২৯

ধনুর্দ্ধর [illegible] তিনি থাকিলে, এমন সময়ে সর্বধর্মবিৎ কৃপাচার্য দ্বন্দ্বযুদ্ধাচারী কর্ণ ও অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুন কুন্তীর কনিষ্ঠ পাণ্ডুর ছেলে কৌরব আবার কুন্তীর পুত্র তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবেন। এখন তুমিও তোমার পিতা মাতা ও কুলের পরিচয় দাও, যাহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে, তুমিও কোন রাজকুলের ভূষণ করিয়াছ; কুল শীল জানা না হইলে অর্জুন যুদ্ধ করিবেন না।৩১-৩২

ততো বিদিত্বা পার্থস্ত্বাং প্রতিযোৎস্যতি বা ন বা।
বৃথাকুলসমাচারৈর্ন যুধ্যন্তে নৃপাত্মজাঃ ॥৩৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্য কর্ণস্য ব্রীড়াবনতমাননম্।
বভৌ বর্ষাম্বুবিক্লিন্নং পদ্মমাগলিতং যথা ॥৩৪॥

দুর্য্যোধন উবাচ।

আচার্য্য ত্রিবিধা যোনী রাজ্ঞাং শাস্ত্রবিনিশ্চয়ে।
সৎকুলীনশ্চ শূরশ্চ যশ্চ সেনাং প্রকর্ষতি ॥৩৫॥
যদ্যয়ং ফাল্গুনো যুদ্ধে নারাজ্ঞা যোদ্ধুমিচ্ছতি।
তস্মাদেষোঽঙ্গবিষয়ে ময়া রাজ্যেঽভিষিচ্যতে ॥৩৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

(ততো রাজানমাপৃচ্ছ্য গাঙ্গেয়ঞ্চ পিতামহম্।
অভিষেকস্য সম্ভারান্ সমানীয় দ্বিজাতিভিঃ ॥)
ততস্তস্মিন্ ক্ষণে কর্ণঃ সলাজকুসুমৈর্ঘটৈঃ।
কাঞ্চনৈঃ কাঞ্চনে পীঠে মন্ত্রবিদ্ভির্মহারথঃ ॥৩৭॥

অভিষিক্তোঽঙ্গরাজ্যে স শ্রিয়া যুক্তো মহাবলঃ।
(সকিরীটহারকেয়ূরো মহাকঙ্কণাদিভিঃ।
রাজার্হৈরপ্যলঙ্কারৈর্ভূষিতো ভূষণৈস্তথা ॥)
সচ্ছত্রবালব্যজনো জয়শব্দোত্তরেণ চ ॥৩৮॥

(গজাশ্বাদীন্ বিপ্রেভ্যো দত্ত্বা ধনং বহু।)
উবাচ কৌরবং রাজন্ বচনং স বৃষস্তদা।
অস্য রাজ্যপ্রদানস্য সদৃশং কিং দদানি তে ॥৩৯॥

প্রব্রূহি রাজশার্দূল কর্ত্তাস্মি তথা নৃপ।
অত্যন্তং সখ্যমিচ্ছামীত্যাহ তং স সুযোধনঃ ॥৪০॥

তোমার কুলের পরিচয় জানিয়া পার্থ তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে কি না করিবে—তাহা স্থির হইবে। যাহার কুল ও সদাচারের কোন পরিচয় নাই (অথবা যে নীচকুলজাত ও অসদাচারসম্পন্ন), তাহার সহিত রাজপুত্রগণ কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না।৩৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কৃপাচার্য্যের এই কথা শুনিয়া কর্ণের মুখ বর্ষাকালীন বৃন্তচ্যুত আর্দ্রীকৃত কমলের ন্যায় লজ্জায় অবনত হইল।৩৪

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে আচার্য্য! শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনুসারে রাজা হয় তিন প্রকারে। সৎকুলজাত, বীর এবং সেনাপতি। যে রাজা নয়, তাহার সহিত যদি ফাল্গুন (অর্জ্জুন) যুদ্ধ করিতে না চান, তবে আমি ইঁহাকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছি।৩৫-৩৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—(দুর্য্যোধন তখনই রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া এবং ভীষ্ম পিতামহকে জানাইয়া ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অভিষেকের দ্রব্যসমূহ আনাইলেন)। অনন্তর সেই ক্ষণেই কর্ণকে স্বর্ণপীঠে বসাইয়া লাজ (খই) সহিত পুষ্পের দ্বারা সজ্জিত স্বর্ণময় পূর্ণকলসের দ্বারা তাঁহাকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করা হইল এবং স্বর্ণ মুকুট, হার, কেয়ূর, বলয় প্রভৃতি রাজভূষণে ভূষিত করিয়া 'জয়' শব্দ উচ্চারণ করত তাঁহার মস্তকে ছত্র ধারণ ও উভয় পার্শ্বে চামরসমূহের বায়ু বীজন করা হইল।৩৭-৩৮

(ব্রাহ্মণগণকে বহু ধন দান করা হইল।) তখন কর্ণ কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনকে বলিলেন,—আপনি আমাকে যে এই অঙ্গরাজ্য প্রদান করিলেন, ইহার বিনিময়ে আমি আপনাকে কি দিতে পারি?৩৯

হে রাজশার্দূল! আপনি বলুন, আমি তাহা করিতে প্রস্তুত। তখন দুর্য্যোধন বলিলেন,—"আমি তোমার সহিত অত্যন্ত বন্ধুত্ব কামনা করি"।৪০

এবমুক্তস্ততঃ কর্ণস্তথেতি প্রত্যুবাচ তম্।
হর্ষাচ্চোভৌ সমাশ্লিষ্য পরাং মুদমবাপতুঃ ॥৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি কর্ণাভিষেকে পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩৫॥

এই কথা শুনিয়া কর্ণ "তাহাই হউক" বলিলেন, তখন উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন ॥৪১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত সম্ভবপর্বে কর্ণাভিষেকনামক পঞ্চত্রিংশদধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[ভীমের কর্ণ তিরস্কার, দুর্যোধনের ভীমকে প্রত্যুত্তর দান]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ স্রস্তোত্তরপটঃ সপ্রস্বেদঃ সবেপথুঃ।
বিবেশাধিরথো রঙ্গং যষ্টিপ্রাণো হ্বয়ন্নিব ॥১

তমালোক্য ধনুস্ত্যক্ত্বা পিতৃগৌরবযন্ত্রিতঃ।
কর্ণোঽভিষেকার্দ্রশিরাঃ শিরসা সমবন্দত ॥২

ততঃ পাদাববচ্ছাদ্য পটান্তেন সসম্ভ্রমঃ।
পুত্রেতি পরিপূর্ণার্থমব্রবীদ্রথসারথিঃ ॥৩

পরিষ্বজ্য চ তস্যাথ মূর্ধানং স্নেহবিক্লবঃ।
অঙ্গরাজ্যাভিষেকার্দ্রমশ্রুভিঃ সিষিচে পুনঃ ॥৪

তং দৃষ্ট্বা সূতপুত্রোঽয়মিতি নিশ্চিত্য পাণ্ডবঃ।
ভীমসেনস্তদা বাক্যমব্রবীৎ প্রহসন্নিব ॥৫

ন ত্বমর্হসি পার্থেন সূতপুত্র রণে বধম্।
কুলস্য সদৃশস্তূর্ণং প্রতোদো গৃহ্যতাং ত্বয়া ॥৬

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[ভীম কর্তৃক কর্ণের তিরস্কার এবং দুর্যোধন কর্তৃক সমাধান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তদনন্তর সেই সময়ে কর্ণের পিতা অধিরথ যষ্টি ভর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে এবং কর্ণের নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে সেই রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চাদর খসিয়া পড়িতেছিল এবং সমস্ত শরীরে ঘাম ঝরিতেছিল ॥১

তাঁহাকে দেখিয়া ধনু ত্যাগপূর্বক পিতার গৌরববোধবশতঃ কর্ণ অভিষেকার্দ্র-মস্তকেই তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন ॥২

তখন অধিরথ সারথি অতিশয় কাপড়ের আঁচলের দ্বারা নিজের পা ঢাকিয়া 'পুত্র, পুত্র' বলিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন এবং কর্ণকে স্নেহবশতঃ আলিঙ্গন ও তাহার মস্তক আঘ্রাণ করত রাজ্যাভিষেকে আর্দ্রমস্তক পুনরায় আনন্দাশ্রু দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন ॥৩-৪

তাহা দেখিয়া পাণ্ডুনন্দন ভীম কর্ণকে সূতপুত্র বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং যেন হাসিতে হাসিতেই বলিলেন—"হে সূতপুত্র! তুমি পার্থের হস্তে সম্মুখ সমরে বধ্য হইয়া মৃত্যু লাভ করিবার

[illegible] ।
[illegible] ॥৭
[illegible] ।
[illegible] ॥৮
[illegible] ।
[illegible] ॥৯
[illegible] ।
[illegible] ॥১০
[illegible] ।
[illegible] ॥১১
[illegible] ।
[illegible] ॥১২

[illegible] ।
[illegible] ॥১৩
[illegible] ।
[illegible] ॥১৪
[illegible] ।
[illegible] ॥১৫
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ॥১৬
([illegible] ।
[illegible] ।)
[illegible] ।
[illegible] ॥১৭

বোঝা যায়। তোমার [illegible] চাননা; সুতরাং তুমি [illegible] নও ॥৫-৬

[illegible] পাইতে পারে না, [illegible]। তেমনই তুমিও [illegible] ভোগ করিবার যোগ্য নও ॥৭

[illegible] এইরূপ বলিলে [illegible]; তিনি [illegible] দিকে [illegible] ॥৮

তখন মহারাজ দুর্য্যোধন [illegible] ॥৯

তিনি [illegible] বলিলেন—"হে [illegible]! তোমার এইরূপ [illegible] নাই। [illegible] ([illegible]) [illegible] হয়। [illegible]

[illegible] ॥১০-১১

[illegible] যে [illegible] এবং যে [illegible] ॥১২

[illegible], জল ও [illegible]—এই চারিটির [illegible] (১) ॥১৩

[illegible] হইতে [illegible]—ইহা জানা যায় ॥১৪

[illegible] হইতে [illegible] হইয়াছেন এবং [illegible] করিয়াছেন ॥১৫

তোমাকে [illegible] আমি জানি। [illegible] পারে না, তেমনই এই [illegible] পারে না ॥১৬

* [illegible]

(১) [illegible]

যস্য বা মনুজস্যেদং ন ক্ষান্তং মদ্বিচেষ্টিতম্।
রথমারুহ্য পদ্ভ্যাং বা বিনাময়তু কার্ম্মুকম্॥১৮
ততঃ সর্ব্বস্য রঙ্গস্য হাহাকারো মহানভূৎ।
সাধুবাদানুসম্বদ্ধঃ সূর্য্যশ্চাস্তমুপাগমৎ॥১৯
ততো দুর্য্যোধনঃ কর্ণমালম্ব্যাথ করে নৃপ।
দীপিকাগ্নিকৃতালোকস্তস্মাদ্ রঙ্গাদ্ বিনির্যযৌ॥২০
পাণ্ডবাশ্চ সহদ্রোণাঃ সকৃপাশ্চ বিশাম্পতে।
ভীষ্মেণ সহিতাঃ সর্ব্বে যযুঃ স্বং স্বং নিবেশনম্॥২১
অর্জ্জুনেতি জনাঃ কেচিৎ কেচিৎ কর্ণেতি ভারত।
কেচিদ্ দুর্য্যোধনেত্যেবং ব্রুবন্তঃ প্রস্থিতাস্তদা॥২২
কুন্ত্যাশ্চ প্রত্যভিজ্ঞায় দিব্যলক্ষণসূচিতম্।
পুত্রমঙ্গেশ্বরং স্নেহাচ্ছন্না প্রীতিরবর্দ্ধত॥২৩
দুর্য্যোধনস্যাপি তদা কর্ণমাসাদ্য পার্থিব।
ভয়মর্জ্জুনসঞ্জাতং ক্ষিপ্রমন্তরধীয়ত॥২৪
স চাপি বীরঃ কৃতশস্ত্রনিশ্রমঃ
পরেণ সাম্নাভ্যবদৎ সুযোধনম্।
যুধিষ্ঠিরস্যাপ্যভবৎ তদা মতি-
র্ন কর্ণতুল্যোঽস্তি ধনুর্দ্ধরঃ ক্ষিতৌ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি অস্ত্রদর্শনে
ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৩৬॥

(যেমন [illegible] সকল লক্ষণসম্পন্ন বীর আদিত্যতুল্য, তেমনি এই কর্ণকে এই মৃগ জননীও জন্ম দিতে পারে না।) অতএব যে পুরুষ, তিনি এ পৃথিবীর অধীশ্বর হইবার যোগ্য; ইঁহার সাহায্যে আমি পৃথিবীকেও জয় করিতে পারি॥১৭

আমার এই কার্য্য যাহার সহ্য হইবে না, সে রথে চড়িয়া পাদচারী হইয়া ধনু আরোপণ করত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হউক॥১৮

ইহা শুনিয়া কিছু লোক দুর্য্যোধনকে সাধুবাদ প্রদান করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই রঙ্গভূমিতে ([illegible]) হাহাকার পড়িয়া গেল। সেই সময় সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন॥১৯

তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের হাত ধরিয়া মশালের আলোকে সেই রঙ্গভূমি হইতে নির্গত হইলেন॥২০

হে রাজন্! দ্রোণ, কৃপ ও ভীষ্মের সহিত পাণ্ডবগণও সভা হইতে নিজ নিজ আবাসে প্রবেশ করিলেন॥২১

সেই জনগণের মধ্যে কেহ অর্জ্জুনের, কেহ কর্ণের এবং কেহ দুর্য্যোধনের প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন॥২২

কুন্তী নিজ দিব্যলক্ষণলক্ষিত পুত্রকে অঙ্গরাজ হইতে দেখিয়া মনে মনে প্রীতিলাভ করিলেন (কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিলেন না)॥২৩

হে রাজন্! অর্জ্জুন হইতে দুর্য্যোধনের মনে যে ভয় জন্মিয়াছিল, কর্ণকে মিত্ররূপে পাইয়া তাঁহার সেই ভয় শীঘ্রই অন্তর্হিত হইল॥২৪

অস্ত্রশিক্ষা অর্জ্জনে কর্ণও বহুই পরিশ্রম করিয়াছিলেন, আর সে পরিশ্রম সার্থক হইতে দেখিয়া কর্ণও দুর্য্যোধনের প্রতি পরম প্রীতির সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে যুধিষ্ঠিরের মনে হইল, কর্ণের তুল্য ধনুর্দ্ধর পৃথিবীতে আর নাই॥২৫

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যকৃত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে
অস্ত্রদর্শননামক ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[দ্রোণদেবস্য নিকটে [illegible], দুর্যোধনাদীনাং পলায়নম্, অর্জুনের [illegible] পরাজয়, দ্রোণের [illegible] প্রদানক ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পাঞ্চালান্ মার্গণৈস্তীক্ষ্ণৈ দ্রুতমাসাদ্য [illegible] ।
[illegible] ব্যাবেশয়ত দৈব তৎ ।১

তত্র সিংহান্ নদানীর আচার্য্যোভিমুখোঽভবৎ ।
দ্রোণঃ সর্বানশেষেণ [illegible] ।২

পাঞ্চালানাশু জয়তঃ গৃহীত্বা [illegible] ।
[illegible] ।৩

[illegible] ।
[illegible] দ্রোণস্য সহিতা যযুঃ ।৪

[illegible] পাঞ্চালান্ [illegible] ।
[illegible] ।৫

দুর্যোধনশ্চ কর্ণশ্চ বৃষসেনশ্চ মহাবলঃ ।
দুঃশাসনো বিকর্ণশ্চ জলসন্ধঃ সুলোচনঃ ।৬

এতে চান্যে চ বহবঃ কুমারা বহুবিক্রমাঃ ।
অদ্য পূর্বমহং পূর্বমিত্যেবং কৃতনিশ্চয়াঃ ।৭

ততো [illegible] কৃতাস্ত্রাঃ [illegible] ।
প্রবিশ্য বলং সর্বে [illegible] ।৮

তস্মিন্ কালে তু পাঞ্চালাঃ [illegible] দৃষ্ট্বা মহদ্ বলম্ ।
আকৃতিঃ [illegible] নির্গতো গৃহাৎ ।৯

তত্র [illegible] ।
[illegible] সর্ব এব তে ।১০

ততো রথেন [illegible] তু কৌরবান্ ।
[illegible] দুর্জয়ঃ ।১১

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[দ্রোণের আদেশে [illegible] উপর আক্রমণ, কর্ণ দুর্যোধনাদির পলায়ন, অর্জুন কর্তৃক [illegible] পরাজয় এবং দ্রোণকর্তৃক [illegible] ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—[illegible] কুরুর হইয়াছেন—উহা প্রজাদিগের ক্ষয়ের শুরু দ্রোণ মনে করিলেন উহাদের অস্ত্রনিপাতের উপযুক্ত সময় হইয়াছে ।১

হে রাজন্! তখন দ্রোণ সিংহনাদ করিয়া [illegible] পাঞ্চালগণের বধ এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন ।২

তোমরা পাঞ্চালগণকে দূরে পরাজিত করতঃ বন্দী করিয়া আন—উহা তোমাদের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি হইবে। তোমাদের মঙ্গল হউক ।৩

তখন দুর্যোধন সকলেই রথে চড়িয়া দ্রোণের সহিত অবস্থিত আচার্য্যের অভিপ্রায়মত উদ্দেশে [illegible] দিকে ধাবিত হইলেন ।৪

দুর্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন, দুঃশাসন, বিকর্ণ, জলসন্ধ, সুলোচন প্রভৃতি রাজপুত্রগণ এবং অন্যান্য বীর ক্ষত্রিয়গণ "মারি মারি" "কাটি কাটি" এইরূপ বলিয়া মহাবল [illegible] পাঞ্চালসেনা যাইয়া আক্রমণ করত সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন ।৫-৭

অনন্তর তাঁহারা [illegible] রথে চড়িয়া সৈন্যগণের সহিত [illegible] প্রবেশ করিলেন ।৮

পাঞ্চালগণও কৌরবগণের মধ্যে সৈন্যবাহিনী [illegible] সহিত রথে চড়িয়া [illegible] হইতে অতি দ্রুত নির্গত হইলেন ।৯

অনন্তর [illegible] ([illegible]) [illegible] সকলেই [illegible] পরিত্যাগ করত [illegible] করিতে করিতে [illegible] বর্ষণ করিতে লাগিলেন ।১০

এদিকে দুর্জয় [illegible] ([illegible]) নাম [illegible] রথে চড়িয়া কৌরবগণের প্রতি [illegible] শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ।১১

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
পূর্বমেব তু সম্প্রাপ্য পার্থো দ্রোণমথাব্রবীৎ ।
কর্ণোদ্রেকাৎ কৃতাশ্বাসাদদ্য [illegible] বিক্রমম্ ॥১২
এবং পাণ্ডবসৈন্যেষু সংখ্যে দুর্যোধন নাহবম্ ।
[illegible] পাণ্ডবেয়া [illegible] সমূর্ধনি ॥১৩
এবমুক্ত্বা তু কৌন্তেয়ো আকর্ণ [illegible] ।
অর্জুনেন তু [illegible] বহিতেন [illegible] ॥১৪
অন্যান্ কৌরবান্ দৃষ্ট্বা [illegible] ।
[illegible] কৌরবাঃ [illegible] ॥১৫
[illegible] ।
[illegible] কৌরবাঃ ॥১৬
[illegible] বিকর্ণঃ [illegible] ।
[illegible] ॥১৭
[illegible] বিবশদ্বৈ ।
[illegible] মহাবাহুম্ ॥১৮
[illegible] ।
দুর্যোধনো বিকর্ণশ্চ [illegible] ॥১৯

দুঃশাসনস্য [illegible] শরৈর্বৈবস্বতক্ষয়ম্ ।
সোঽভিবিদ্ধো মহাবাহুঃ পার্থেন বৃষ দুর্মুখঃ ॥২০
[illegible] ।
দুর্যোধনঃ বিকর্ণ কর্ণং চাপি [illegible] ॥২১
[illegible] বিবিধানি চ ।
[illegible] ॥২২
(দুঃশাসনং [illegible] বিকর্ণঃ [illegible] ।
[illegible] ।
কর্ণ দুর্যোধনৌ [illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] বিবিধৈঃ [illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ॥)
[illegible] ।
[illegible] কৌরবান্ [illegible] ২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জুন অগ্রে দুর্যোধনের [illegible] দেখিয়া [illegible] পাণ্ডব [illegible] দ্রোণকে বলিলেন, —"আমার বিনাশ [illegible] পাঞ্চালগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং উঁহাদের পরাক্রম প্রকাশ শেষ হইলে আমরা [illegible] করিব" ॥১০-১৩

এই বলিয়া [illegible] অর্জুন [illegible] লইয়া [illegible] থাকিয়া [illegible] হইতে [illegible] করিতে লাগিলেন ॥১৪

তাহা [illegible] কৌরবগণ দেখিয়া [illegible] উভয় [illegible] হইতে [illegible] লইয়া [illegible] কৌরবগণকে [illegible] করিয়া ফেলিলেন। [illegible] বিক্রমশালী [illegible] তিনি একাকী হইলেও কৌরবদের [illegible] অন্যকে [illegible] করিতে লাগিলেন ॥১৫-১৬

সে সময়ে। অন্যদিকে বিভিন্ন যোদ্ধা পাণ্ডব চারিদিকে [illegible] লাগিল। [illegible] হাতী, অশ্ব, রথী, মনুষ্য প্রভৃতি [illegible] থাকিতে লাগিল; চারিদিকে [illegible] ও [illegible] বিতাড়িত হইতে লাগিল।

দুর্যোধন, বিকর্ণ, সুবাহু, শৈনেয় ও দুঃশাসন [illegible] হইয়া [illegible] আচ্ছাদিত করিলেন। [illegible] দিয়া হইয়া [illegible] দুর্যোধন, বিকর্ণ, [illegible] কর্ণ ও [illegible] বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১৭-২২

(তিনি দুঃশাসনকে [illegible], বিকর্ণকে বিদ্ধ,

[illegible] পৌরা কৌরবানভ্যবর্ত্তন ।
[illegible] কৌরবাণাং [illegible] ॥২৪
[illegible] ন কর্ণং ন দ্রোণশ্চ পাণ্ডবান্ প্রতি ।
(পাঞ্চালানভিযাতো [illegible] বৈ নৃপঃ ।
কর্ণং [illegible] ॥ [illegible] ॥)
পাণ্ডবান্ [illegible] আর্ত্তানাং লোমহর্ষণম্ ॥২৫
অভিভাব্য [illegible] দ্রোণঃ [illegible] ।
যুধিষ্ঠিরং [illegible] পাণ্ডবম্ ॥২৬
নকুলো সহদেবো তু [illegible] ।
সেনাগ্রগো ভীমসেনঃ [illegible] ॥২৭
[illegible] আর্ত্তিঃ [illegible] ।
[illegible] কৌরবেয়া [illegible] ॥২৮
পাঞ্চালানাং [illegible] ।
ভীমসেনো [illegible] ॥২৯
[illegible] ।
[illegible] ভীমো [illegible] ॥৩০
ন [illegible] ।
[illegible] ॥৩১
তে [illegible] ।
ভীমসেনস্য [illegible] ॥৩২
[illegible] ।
[illegible] ॥৩৩
[illegible] ।
[illegible] ॥৩৪

[illegible] বিদ্ধ, কর্ণ ও দুর্য্যোধনকে [illegible] দুঃশাসনকে পীড়ন এবং অন্যান্য কৌরবগণকে বিবিধ শরে বিদ্ধ করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া [illegible] যেমন করিলে সকল পাঞ্চাল যোদ্ধগণ [illegible] নিবারণ করিতে লাগিল।)

[illegible] কৌরবগণের উপর [illegible] শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥২৪

হে ভারত! কৌরবগণ [illegible] কৌরবগণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। পাণ্ডবগণের উপর [illegible] করিতে লাগিলেন ॥২৫

(পাঞ্চালরাজ [illegible] হইয়া কর্ণ [illegible] হইতে [illegible] করিতে লাগিলেন) কৌরব সৈন্যগণ পলায়নপর হইয়া [illegible] পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইল। তখন আর্ত্ত কৌরবগণের লোমহর্ষণ [illegible] শুনিয়া পাণ্ডুপুত্রগণ দ্রোণকে [illegible] করিয়া যুদ্ধে [illegible] করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে [illegible] করিবার [illegible] দিকে অগ্রসর হইলেন ॥২৫-২৬

মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব [illegible] করিয়া [illegible] অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভীমসেন মহাবেগে [illegible] গমন করিতে লাগিলেন ॥২৭

তখন [illegible] নিবারণ [illegible] করিয়া [illegible] অগ্রসর হইলেন ॥২৮

[illegible] পাঞ্চাল সেনাবাহিনীর মধ্যে মহাবীর ভীমসেন [illegible] সৈন্যগণের প্রতি [illegible] প্রতি [illegible] হইলেন ॥২৯-৩০

[illegible] পার্থ (ভীম) [illegible] করিতে লাগিলেন ॥৩১

পর্ব্বতাকার [illegible] মহাবেগে [illegible] ছিন্নভিন্ন [illegible] করিতে [illegible] হইল। [illegible]

সমন্তং বাধমানশ্চ সঞ্চচার মুহুর্মুহুঃ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ

অলাতচক্রবৎ সর্ব্বং চচারাস্ত্রেণ পাণ্ডবঃ ॥৫৫

পার্থস্য শরজালেন ক্লিশ্যমানাঃ স পার্ষতাঃ ।
শরৌঘাংশ্চ শরৌঘৈশ্চ শরৌঘাংশ্চ সমন্ততঃ ॥৫৬

পাতয়ন্ সমরে রাজন্ দুন্দুভীরিব সর্ব্বশঃ ।
ততস্তু সমরে বৈ পাঞ্চালাঃ সমাগতাঃ ॥৫৭

পরৈর্নানাবিধৈঃ শস্ত্রৈঃ পার্থং সম্প্রাপ্য সর্ব্বতঃ ।
শিরস্যাপ্য দুঃখা কৃত্বা সম্মুখেব পাণ্ডবম্ ॥৫৮

তদ্ যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং সম্মারকমপ্রিয়ম্ ।
শিরস্ত্রাণবতাং শ্রেষ্ঠা সহস্রং পাঞ্চালাঃ ॥৫৯

তস্য কিরীটী সহসা পাঞ্চালান্ সমবেক্ষ্য চ ।
দ্রোণাভিপ্রায়েন সহসা যোধয়ামাস ॥৬০

পীড়্যমানস্তে বালাম্ সমবাবস্ব চালিতম্ ।
আবাহঃ মূলে কিঞ্চিৎ কৌন্তেয়স্য কর্ষিত্বা ॥৬১

(ন বিশেষ্যাহতবিক্ষতা তদা চৈব চ যেধিনী ।
অস্ত্রজং ম্যয়ায় তত্র কিঞ্চ সংপ্লুত ।

যাদৃক্কালে যদিনা কৃতে দাওবিক্ষতা ।)
শিরস্যোনং সমেত্য সাহসেন বিনিক্ষত ।
ততঃ পাঞ্চালরাজস্য তথা সব্যসাচী পদ ॥৬২

স্বযোধনোধিকুরাপ দধুর্ মহতা বলা ।
হত্যা সমেত্য পার্থঃ পাঞ্চালেন্দ্রমুপাদ ॥৬৩

অন্যৈ স্বরথানাম্ আসীৎ পাঞ্চালস্য রথে ।
বিক্ষুব্ধঃ মহাসিংহো মহানাগমিব দুষ্টম্ ॥৬৪

এক বিচার করিতে লাগিলেন; দেখিয়া মনে হইল যেন হাতাম হাতাহি পরস্পরকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ফাল্গুন (অর্জ্জুন) দ্রোণের শিক্ষায় শাসনের। উহারে পুনর্ব্বার অন্যকে পরাজয়ে আঘাত করিয়া পাণ্ডবদের বধ, গদ ও রথসমূহ নিপাতিত করত প্রভৃতি। তার পাঞ্চালগণে ভীতি উৎপাদন করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! অর্জ্জুন বহুতর বাণবিদ্ধ হইয়া ক্রুদ্ধ পাঞ্চাল ও অন্য যোদ্ধগণ নানাবিধ অস্ত্রে শারীরিকসমর্থ সিংহনাদ করতঃ উহারা অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৫৬-৫৮

তখন অস্ত্রবর্ষণের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পাঞ্চালগণ (দ্রুপদ) পাঞ্চালগণের শিরস্ত্রাণ প্রাপ্ত না করিয়া ক্রুদ্ধ তখন অর্জ্জুন সঙ্কোচ বর্ষণ করত দ্রোণশিষ্য আচ্ছাদিত করিয়া যেন যোদ্ধার করিলেন ॥৫৯-৬০

অর্জ্জুন পুরোভাগে তিনি এক এক বাণ নিক্ষেপ করিতেছিলেন যে, কখন তিনি বাণ গ্রহণ ও কখন নিক্ষেপ করিতেছিলেন—ইহা কেহ বুঝিতে পারিতেছিল না ॥৬১

(মহাবলশালী পাঞ্চালবীর বাণবর্ষণে আচ্ছাদিত হইয়া আকাশ মাৎকার, দিক্ ও ভূমি প্রভৃতি কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না।) তখন পাঞ্চালরাজ শিরস্ত্রাণ ও সাত্যকিও তথা যাইতে লাগিল। অনন্তর পাঞ্চালরাজ তাই সত্যজিতের সহিত যুদ্ধ প্রতি সমাগত হইল অর্জ্জুনের প্রতি ধাবিত হইলে অর্জ্জুন তাঁহারও সংহারে আরম্ভ করিলেন ॥৬২-৬৩

মহাসিংহ যেমন গজযূথপতিকে ধরিতে যায়, অর্জ্জুনও সেইরূপ পাঞ্চালরাজকে ধরিতে ধাবিত হইলেন। ইহা দেখিয়া পাঞ্চালসৈন্যগণের মধ্যে কোলাহল সমুত্থিত হইল ॥৬৪

দৃষ্ট্বা পার্থং তদায়ান্তং সত্যজিৎ সত্যবিক্রমঃ।
পাঞ্চালং বৈ পরিপ্রেপ্সুর্বেগেনাভ্যপতৎ ॥৬৫
তাবর্জুন-পাঞ্চাল্যৌ যুদ্ধায় সমুপাগতৌ।
শক্রবৈরোচনৌ তৌ সৈন্যসিন্ধু-বিক্ষোভণাবিব ॥৬৬
ততঃ সত্যজিতং পার্থো দশভির্মর্মভেদিভিঃ।
বিব্যাধ সময়ে গাঢ়ং তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥৬৭
ততঃ শরশতৈঃ পার্থং পাঞ্চালঃ শীঘ্রমার্দয়ৎ।
পার্থস্তু শরবর্ষেণ ছাদ্যমানো মহারথঃ ॥৬৮
বেগং চক্রে মহাবেগো ধনুর্জ্যামবমৃজ্য চ।
ততঃ সত্যজিতশ্চাপং ছিত্বা রাজানমভ্যয়াৎ ॥৬৯
অথান্যদ্ ধনুরাদায় সত্যজিদ্ বেগবত্তরম্।
সাশ্বং সসূতং সরথং পার্থং বিব্যাধ সত্বরঃ ॥৭০
স তং ন মমৃষে পার্থঃ পাঞ্চালেনাভিপীড়িতো মৃধে।
ততস্তস্য বিনাশার্থং সত্বরং ব্যসৃজচ্ছরান্ ॥৭১

হয়ান্ ধ্বজং ধনুর্মুষ্টিমুভৌ তৌ পার্ষ্ণি-সারথী।
স তথা ছিদ্যমানেষু কার্মুকেষু পুনঃ পুনঃ ॥৭২
হয়েষু বিনিযুক্তেষু বিমুখোঽভবদাহবে।
স সত্যজিতমালোক্য তথা বিমুখমাহবে ॥৭৩
বেগেন মহতা রাজন্নভ্যবর্ষত পাণ্ডবম্।
তদা চক্রে মহদ্ যুদ্ধমর্জুনো জয়তাং বরঃ ॥৭৪
তস্য পার্থো ধনুশ্ছিত্ত্বা ধ্বজং চোর্বীমপাতয়ৎ।
পঞ্চভিস্তস্য বিব্যাধ হয়ান্ সূতঞ্চ সায়কৈঃ ॥৭৫
তত উৎসৃজ্য তচ্চাপমাদদানঃ শরাসনম্।
খড়্গমুদ্ধৃত্য কৌন্তেয়ঃ সিংহনাদমথাকরোৎ ॥৭৬
পাঞ্চালস্য রথস্যেষামাপ্লুত্য সহসাপতৎ।
পাঞ্চালরথমাস্থায় অবিত্রস্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥৭৭
বিক্ষোভ্যাম্ভোনিধিং পার্থস্তং নাগমিব সোঽগ্রহীৎ।
ততস্তু সর্বপাঞ্চালা বিদ্রবন্তি দিশো দশ ॥৭৮

পাঞ্চালরাজকে ধরিতে আসিতেছেন দেখিতে পাইয়া সত্যবিক্রম সত্যজিৎ অর্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন। তখন অর্জুন ও সত্যজিৎ উভয়ে ইন্দ্র ও বিরোচনের ন্যায় উভয়পক্ষের সৈন্যসিন্ধুকে বিক্ষুব্ধ করিতে লাগিলেন ॥৬৫-৬৬

অনন্তর পার্থ দশটি মর্মভেদী বাণের দ্বারা সত্যজিৎকে এমন গাঢ়ভাবে বিদ্ধ করিলেন যে, সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল ॥৬৭

তৎক্ষণাৎ পাঞ্চাল সত্যজিৎ পার্থকে শতসংখ্যক শরের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ঐ বাণবর্ষণে আচ্ছাদিত হইয়া বেগশালী মহারথ অর্জুন ধনুকের জ্যা মার্জনপূর্বক মহাবেগ প্রকাশ করত সত্যজিতের ধনু কাটিয়া ফেলিলেন এবং দ্রুপদের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৬৮-৬৯

তাহা দেখিয়া সত্যজিৎ অন্য একটা দৃঢ় ধনু গ্রহণ করত অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত পার্থকে বাণবিদ্ধ করিলেন ॥৭০

তাহার সেই বিক্রমে অসহিষ্ণু হইয়া পার্থ তাহার বিনাশের জন্য অসংখ্য শর নিক্ষেপ করত তাহার অশ্ব, ধ্বজ, ধনু, মুষ্টি, পার্ষ্ণিরক্ষক ও সারথিকে খণ্ডবিখণ্ড করিলেন। পুনঃ পুনঃ ধনু ছিন্ন হওয়ায় এবং অশ্বসমূহ নিহত হওয়ায় সত্যজিৎ রণে ভঙ্গ দিলেন। হে রাজন্! এইরূপ সত্যজিৎকে যুদ্ধে বিমুখ দেখিয়া মহাবেগে পাঞ্চালরাজ উভয় বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন বিজয়ীশ্রেষ্ঠ অর্জুন তাঁহার সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥৭১-৭৪

অর্জুন তাহার ধনু ও ধ্বজ ছেদনপূর্বক ভূমিতে পতিত করিলেন এবং পাঁচটি বাণে রাজার ঘোড়ার সহিত সারথিকে গাঢ় বিদ্ধ করিলেন ॥৭৫

অনন্তর অর্জুন যখন ছিন্ন ধনু পরিত্যাগপূর্বক অন্য ধনু গ্রহণ করিতেছিলেন, সেই অবসরে খড়্গ উত্তোলন করিয়া সিংহনাদ করত সহসা অশ্বরথে লাফাইয়া পড়িলেন এবং নির্ভয়ে পাঞ্চালরাজের

দর্শয়ন্ সর্বসৈন্যানাং স বাহ্বোর্বলমাত্মনঃ।
সিংহনাদরবং কৃত্বা নির্জগাম ধনঞ্জয়ঃ ॥৫৯
আয়ান্তমর্জুনং দৃষ্ট্বা কুমারাঃ সহিতাস্তদা।
মমৃদুস্তস্য নগরং দ্রুপদস্য মহাত্মনঃ ॥৬০

অর্জুন উবাচ।

সম্বন্ধী কুরুবীরাণাং দ্রুপদো রাজসত্তমঃ।
মা বধীস্তদ্বলং ভীম গুরুদানং প্রদীয়তাম্ ॥৬১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভীমসেনস্তদা রাজন্নর্জুনেনৈব বারিতঃ।
অতৃপ্তো যুদ্ধধর্মেষু ন্যবর্তত মহাবলঃ ॥৬২
তে যজ্ঞসেনং দ্রুপদং গৃহীত্বা রণমূর্দ্ধনি।
উপাজহ্রুঃ সহামাত্যং দ্রোণায় ভরতর্ষভ ॥৬৩

ভগ্নদর্পং হৃতধনং তং তথা বশমাগতম্।
স বৈরং মনসা ধ্যাত্বা দ্রোণো দ্রুপদমব্রবীৎ ॥৬৪
বিমৃদ্য তরসা রাষ্ট্রং পুরং তে মৃদিতং ময়া।
প্রাপ্য জীবং রিপুবশং সখিপূর্বং কিমিষ্যতে ॥৬৫
এবমুক্ত্বা প্রহস্যৈনং কিঞ্চিৎ স পুনরব্রবীৎ।
মা ভৈঃ প্রাণভয়াদ্ বীর ক্ষমিণো ব্রাহ্মণা বয়ম্ ॥৬৬
আশ্রমে ক্রীড়িতং যৎ তু ত্বয়া বাল্যে ময়া সহ।
তেন সংবর্দ্ধিতঃ স্নেহঃ প্রীতিশ্চ ক্ষত্রিয়র্ষভ ॥৬৭
প্রার্থয়েয়ং ত্বয়া সখ্যং পুনরেব জনাধিপ।
বরং দদামি তে রাজন্ রাজ্যস্যার্দ্ধমবাপ্নুহি ॥৬৮
অরাজা কিল নো রাজ্ঞঃ সখা ভবিতুমর্হতি।
অতঃ প্রযতিতং রাজ্যে যজ্ঞসেন ময়া তব ॥৬৯

উপর পড়িয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন; যেন [illegible] বড় সাপকে নিগৃহীত করিয়া নাগ ধরিয়াছেন। তাহা দেখিয়া সমস্ত পাঞ্চালসৈন্যগণ দশদিকে পলাইতে লাগিল ॥৫৪-৫৮

সকল সৈন্যের সমক্ষে নিজ বাহুবল প্রদর্শনপূর্ব্বক অর্জুন সিংহনাদ করিতে করিতে দ্রুপদকে ধরিয়া লইয়া ফিরিলেন ॥৫৯

অর্জুনকে আসিতে দেখিয়া ভীমাদি রাজকুমারগণ মিলিত হইয়া মহাত্মা দ্রুপদের রাজধানীকে বিমর্দ্দন করিতে লাগিলেন ॥৬০

অর্জুন বলিলেন,—"ভীমসেন! মহারাজ দ্রুপদ কুরুবীরগণের আত্মীয়; সুতরাং হে ভীম! আপনি উঁহার সৈন্যগণকে বিনাশ করিবেন না।" গুরুদক্ষিণাস্বরূপ দ্রুপদকে লইয়া তাঁহার নিকট সমর্পণ করুন ॥৬১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! অর্জুন এইরূপে নিবারণ করিলে, ভীমসেন যুদ্ধে তৃপ্ত না হইলেও নিবৃত্ত হইলেন ॥৬২

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজকুমারগণ এইভাবে দ্রুপদকে রণমস্তকে অমাত্যের সহিত বন্দী করিয়া দ্রোণাচার্য্যের সমর্পণ করিলেন ॥৬৩

পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া [illegible] এবং বন্দীকৃত দ্রুপদকে দ্রোণ বলিলেন—"তোমার রাজ্য ও পুরীকে আমি বিমর্দ্দিত করিয়াছি। তোমার জীবন এখন সম্পূর্ণ শত্রুর অধীন। এখন তুমি পূর্ব্বমিত্রতা চাও কি না?" ॥৬৪-৬৫

এই কথা বলিয়া দ্রোণাচার্য্য উচ্চহাস্য করিয়া পুনরায় বলিলেন—"হে বীর! তুমি প্রাণের ভয় করিও না। আমরা ব্রাহ্মণ, সুতরাং ক্ষমাশীল। হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! বাল্যকালে আশ্রমে একসঙ্গে খেলাধূলা করিয়াছি, তাহাতে তোমার প্রতি আমার স্নেহ ও প্রীতি বাড়িয়া রহিয়াছিল। হে রাজন্! তোমার সহিত পুনরায় সখ্য কামনা করি। তোমাকে বর দিতেছি; তুমি তোমার রাজ্যের অর্দ্ধভাগ ফিরিয়া পাইবে। অরাজা তো রাজার সখা হইতে পারে না,

রাজাসি দক্ষিণে কূলে ভাগীরথ্যাহমুত্তরে।
সখায়ং মাং বিজানীহি পাঞ্চাল যদি মন্যসে ॥৭০

দ্রুপদ উবাচ।

অনাশ্চর্য্যমিদং ব্রহ্মন্ বিক্রান্তেষু মহাত্মসু।
প্রীয়ে ত্বয়াহং ত্বত্তশ্চ প্রীতিমিচ্ছামি শাশ্বতীম্ ॥৭১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু তং দ্রোণো মোক্ষয়ামাস ভারত।
সৎকৃত্য চৈনং প্রীতাত্মা রাজ্যার্দ্ধং প্রত্যপাদয়ৎ ॥৭২

মাকন্দীমথ গঙ্গায়াস্তীরে জনপদায়ুতাম্।
সোঽধ্যাবসদ্দীনমনাঃ কাম্পিল্যঞ্চ পুরোত্তমম্ ॥৭৩

দক্ষিণাংশ্চাপি পাঞ্চালান্ যাবচ্চর্ম্মণ্বতী নদী।
দ্রোণেন চৈবং দ্রুপদঃ পরিভূয়াথ পালিতঃ ॥৭৪

ক্ষাত্রেণ চ বলেনাস্য নাপশ্যৎ স পরাজয়ম্।
হীনং বিদিত্বা চাত্মানং ব্রাহ্মেণ স বলেন তু ॥৭৫

পুত্রজন্ম পরীপ্সন্ বৈ পৃথিবীমন্বসঞ্চরৎ।
অহিচ্ছত্রঞ্চ বিষয়ং দ্রোণঃ সমভিপদ্যত ॥৭৬

এবং রাজন্নহিচ্ছত্রা পুরী জনপদায়ুতা।
যুধি নির্জ্জিত্য পার্থেন দ্রোণায় প্রতিপাদিতা ॥৭৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি দ্রুপদশাসনে
সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩৭

এজন্যই যে বলেন। তোমার সখ্যতা ফিরাইয়া দিলাম। (নতুবা আমার উচিত সখ্য তোমার সহিত হইতে পারে না।) তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত পাঞ্চালদেশের রাজা। হে পাঞ্চাল! তুমি যদি মনে কর, তবে এখনও আমি তোমার সখাই আছি" ॥৬৮-৭০

দ্রুপদ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! আপনার ন্যায় পরাক্রমশালী মহাত্মাদের পক্ষে এইরূপ উদারতা থাকা আশ্চর্য্য নহে। আমি আপনার উপর সন্তুষ্ট ও প্রীত হইতেছি এবং আপনার সহিত এইরূপ স্থায়ী প্রীতি কামনা করি ॥৭১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিলেন এবং প্রীতিমনে তাঁহার সৎকারপূর্ব্বক রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলেন ॥৭২

গঙ্গার দক্ষিণতীরে বহু জনপদে পরিপূর্ণ মাকন্দী-নামক পুরী এবং কাম্পিল্যনামক নগর এবং চর্ম্মণ্বতী নদীর দক্ষিণতীরবর্তী পাঞ্চালদেশের দ্রুপদ বিষণ্ণমনে শাসন করিতে লাগিলেন। এইভাবে দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদকে পরাজিত করিয়াও স্নেহবশতঃ পুনরায় রক্ষা করিলেন ॥৭৩-৭৪

দ্রুপদ বুঝিলেন যে, তাঁহার নিজ ক্ষত্রবলের দ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে কোন কালেই তিনি পরাজিত করিতে পারিবেন না এবং তাঁহার এমন ব্রাহ্মতেজও (তপস্যাও) নাই, যাহার দ্বারা তিনি দ্রোণাচার্য্যকে পরাজিত করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহাকে পরাজিত করিবার মত শক্তিশালী পুত্রলাভের জন্য তিনি সমস্ত পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দ্রোণ এদিকে ভাগীরথীর উত্তরতীরবর্তী অহিচ্ছত্রনামক পাঞ্চালদেশকে নিজ অধিকারে গ্রহণ করিলেন ॥৭৫-৭৬

হে রাজন্! এইভাবে পার্থ (অর্জ্জুন) দ্রুপদকে পরাজিত করিয়া অহিচ্ছত্রনামী পুরী দ্রোণাচার্য্যকে দক্ষিণাস্বরূপ দান করিলেন ॥৭৭

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশপ্রণীত ভারতকৌমুদী সহিত মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে
দ্রুপদশাসনবিষয়ক সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

(যৌবরাজ্যে যুধিষ্ঠিরাভিষেকো, ধৃতরাষ্ট্রস্য চিন্তা চ ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ সংবৎসরস্যান্তে যৌবরাজ্যায় পার্থিব ।
স্থাপিতো ধৃতরাষ্ট্রেণ পাণ্ডুপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১
ধৃতিস্থৈর্য্যসহিষ্ণুত্বাদানৃশংস্যাত্তথার্জ্জবাৎ ।
ভৃত্যানামনুকম্পার্থং তথৈব স্থিরসৌহৃদাৎ ॥২
ততোঽদীর্ঘেণ কালেন কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
পিতুরন্তর্দধে কীর্ত্তিং শীলবৃত্তসমাধিভিঃ ॥৩
অসিযুদ্ধে গদাযুদ্ধে রথযুদ্ধে চ পাণ্ডবঃ ।
সঙ্কর্ষণাদশিক্ষদ্ বৈ শশ্বচ্ছিক্ষাং বৃকোদরঃ ॥৪
সমাপ্তশিক্ষো ভীমস্তু দ্যুমৎসেনসমো বলে ।
পরাক্রমেণ সম্পন্নো ভ্রাতৄণামচরদ্ বশে ॥৫
প্রগাঢ়দৃঢ়মুষ্টিত্বে লাঘবে বেধনে তথা ।
ক্ষুর-নারাচ-ভল্লানাং বিপাঠানাঞ্চ তত্ত্ববিৎ ॥৬
ঋজু-বক্র-বিশালানাং প্রযোক্তা ফাল্গুনোঽভবৎ ।
লাঘবে সৌষ্ঠবে চৈব নান্যঃ কশ্চন বিদ্যতে ॥৭
বীভৎসুসদৃশো লোকে ইতি দ্রোণো ব্যবস্থিতঃ ।
ততোঽব্রবীদ্ গুড়াকেশং দ্রোণঃ কৌরবসংসদি ॥৮
অগস্ত্যস্য ধনুর্ব্বেদে শিষ্যো মম গুরুঃ পুরা ।
অগ্নিবেশ ইতি খ্যাতস্তস্য শিষ্যোঽস্মি ভারত ॥৯
তীর্থাৎ তীর্থং গময়িতুমহমেতৎ সমুদ্যতঃ ।
তপসা যন্ময়া প্রাপ্তমমোঘমশনিপ্রভম্ ॥১০
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো নাম যদ্ দহেৎ পৃথিবীমপি ।
দদতা গুরুণা চোক্তং ন মনুষ্যেষ্বিদং ত্বয়া ॥১১
ভারদ্বাজ বিমোক্তব্যমল্পবীর্য্যেষ্বপি প্রভো ।
যথা প্রাপ্তমিদং বীর ত্বত্তো নান্যোঽর্হতি ত্বিদম্ ॥১২
সময়স্তু ত্বয়া রক্ষ্যো মুনিসৃষ্টো বিশাম্পতে ।
আচার্য্যদক্ষিণাং দেহি জ্ঞাতিগ্রামস্য পশ্যতঃ ॥১৩

অষ্টাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

(যৌবরাজ্যে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক এবং ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তা ।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্ ! তাহার পর একবৎসর গত হইলে অনন্তর প্রজাপালনের যোগ্য ধৈর্য্য, স্থিরতা, সহিষ্ণুতা, অনিষ্ঠুরতা, সরলতা ও অনুকম্পা প্রভৃতি গুণে বিমুগ্ধ হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥১-২

অনন্তর অল্পকালের মধ্যে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির নিজ-চরিত্র, সদাচার ও একাগ্রতা দ্বারা নিজ পিতার কীর্ত্তিকেও ঢাকিয়া ফেলিলেন ॥৩

বৃকোদর বলরামের নিকট হইতে সর্ব্বদা অসি, গদা ও রথযুদ্ধ শিক্ষা করিলেন এবং শিক্ষাশেষে বলে বিখ্যাত হইলেন, তখন তিনি বলে দ্যুমৎসেনের তুল্য পরাক্রমশালী হইয়া ভ্রাতৃগণের মধ্যে একভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৪-৫

দৃঢ়মুষ্টিত্ব, লাঘব, বেধন, এবং ক্ষুর, নারাচ, ভল্ল ও বিপাঠ প্রভৃতি অস্ত্রের তত্ত্ব (মর্ম্ম) ও ঋজু-বক্র-বিশাল অস্ত্রের প্রয়োগে অর্জ্জুন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। দ্রোণ ইহা নিশ্চিতভাবে বুঝিলেন যে, লাঘব ও সৌষ্ঠবে অর্জ্জুনের তুল্য জগতে কেহ নাই। তখন তিনি কৌরবসভায় গুড়াকেশ (নিদ্রাজয়ী) অর্জ্জুনকে বলিলেন,—আমার গুরু ধনুর্ব্বিদ্যায় বিখ্যাত মহর্ষি অগ্নিবেশ মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিখিয়াছিলেন। আমি তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে গমন করত তপস্যা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সমগ্র পৃথিবীকেও দগ্ধ করিতে সমর্থ যে অমোঘ বজ্রতুল্য ব্রহ্মশিরোনামক অস্ত্র পাইয়াছিলাম, সেই অস্ত্র আমাকে দিবার সময় গুরু আমাকে বলিয়াছিলেন,—"হে ভারদ্বাজ ! তুমি অল্পবীর্য্য মনুষ্যগণের উপরও এই অস্ত্র প্রয়োগ করিও না।" হে বীর ! তুমিই সেই অস্ত্রলাভের উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া আমি তাহা তোমাকে দিতেছি। হে বীর ! তুমি মুনিকৃত সেই নিয়ম

তথাস্তীতি প্রতিজ্ঞাতে ফাল্গুনেনাব্রবীদ্ গুরুঃ।
যুদ্ধেঽহং প্রতিযোদ্ধব্যো যুধ্যমানস্ত্বয়াঽনঘ ॥১৪
তথেতি চ প্রতিজ্ঞায় দ্রোণায় কুরুপুঙ্গবঃ।
উপসংগৃহ্য চরণৌ স প্রায়াদুত্তরাং দিশম্ ॥১৫
স্বভাবাদগমচ্ছব্দো মহীং সাগরমেখলাম্।
অর্জ্জুনেন সমো লোকে নাস্তি কশ্চিদ্ ধনুর্দ্ধরঃ ॥১৬
গদাযুদ্ধেঽসিযুদ্ধে চ রথযুদ্ধে চ পাণ্ডবঃ।
পারগশ্চ ধনুর্যুদ্ধে বভূবাথ ধনঞ্জয়ঃ ॥১৭
নীতিমান্ সকলাং নীতিং বিবুধাধিপতেস্তথা।
অবাপ্য সহদেবোঽপি ভ্রাতৄণাং বর্ত্ততে বশে ॥১৮
দ্রোণেনৈব বিনীতশ্চ ভ্রাতৄণাং নকুলঃ প্রিয়ঃ।
চিত্রযোধী সমাখ্যাতো বভূবাতিরথোদিতঃ ॥১৯

ত্রিবর্ষকৃতযজ্ঞস্তু গন্ধর্ব্বাণামুপপ্লবে।
অর্জ্জুনপ্রমুখৈঃ পার্থৈঃ সৌবীরঃ সমরে হতঃ ॥২০

ন শশাক বশে কর্ত্তুং যং পাণ্ডুরপি বীর্য্যবান্।
সোঽর্জ্জুনেন বশং নীতো রাজাসীদ্ যবনাধিপঃ ॥২১

অতীব বলসম্পন্নঃ সদা মানী কুরূন্ প্রতি।
বিপুলো নাম সৌবীরঃ শস্তঃ পার্থেন ধীমতা ॥২২

দত্তামিত্র ইতি খ্যাতং সংগ্রামে কৃতনিশ্চয়ম্।
সুমিত্রং নাম সৌবীরমর্জ্জুনোঽদময়চ্ছরৈঃ ॥২৩

ভীমসেনসহায়শ্চ রথানাময়ুতঞ্চ সঃ।
অর্জ্জুনঃ সমরে প্রাচ্যান্ সর্ব্বানেকরথোঽজয়ৎ ॥২৪

রক্ষা করিবে। এখন তুমি সকল শিষ্যগণের সম্মুখে আমাকে আচার্য্যদক্ষিণা প্রদান কর ॥৮-১৩

অর্জ্জুন তখন "আমি আচার্য্যদক্ষিণা দিব" এইরূপ বলিলে গুরু দ্রোণাচার্য্য বলিলেন—"আমি যদি তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, তবে তুমি আমার সহিত প্রতিযুদ্ধ করিবে—ইহা স্বীকার কর; ইহাই আমার দক্ষিণা" ॥১৪

"তাহাই হইবে"—এই বলিয়া দ্রোণের নিকট প্রতিজ্ঞা করত অর্জ্জুন তাঁহার চরণযুগল প্রণাম করিয়া দক্ষিণক্রমে উত্তর দিকে চলিয়া গেলেন ॥১৫

তখন সাগরান্ত সমস্ত পৃথিবীতে এই কথা প্রচারিত হইল যে "অর্জ্জুনের সমান কোন ধনুর্দ্ধর পৃথিবীতে নাই" ॥১৬

পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় ধনুর্যুদ্ধে, গদা যুদ্ধে, অসি ও রথযুদ্ধেও পারদর্শী হইয়াছিলেন ॥১৭

সহদেবও বৃহস্পতিতুল্য দ্রোণাচার্য্যের নিকট নীতিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া 'নীতিমান্' বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করত ভ্রাতৃগণের বশীভূত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। নকুলও দ্রোণাচার্য্যের নিকট শিক্ষালাভ করত ভ্রাতৃগণের অত্যন্ত প্রিয় হইলেন এবং চিত্রযোধী ও অতিরথ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন ॥১৮-১৯

সৌবীর দেশের রাজা, যিনি গন্ধর্ব্বগণের উপদ্রবসত্ত্বেও তিনবৎসরব্যাপী* যজ্ঞ করিয়াছিলেন, অর্জ্জুনপ্রমুখ পার্থগণ তাঁহাকেও যুদ্ধে বধ করিয়াছেন। যে যবনরাজকে মহারাজ পাণ্ডুও বশে আনিতে পারেন নাই, অর্জ্জুন তাঁহাকেও পরাজিত করিয়া বশে আনিয়াছিলেন ॥২০-২১

অত্যন্ত বলবান্ ও কৌরবগণের প্রতি গর্ব্বিত বিপুলনামক সৌবীরাধিপতিকেও অর্জ্জুন যুদ্ধে বধ করিলেন। আর সৌবীরদেশীয় সুমিত্র, যিনি যুদ্ধে দৃঢ়চিত্ত এবং দত্তামিত্র নামে বিখ্যাত ছিলেন, অর্জ্জুন তাঁহাকে যুদ্ধে শরাঘাতে দমন করিয়াছিলেন ॥২২-২৩

ভীমসেনের সহায় হইয়া অর্জ্জুন একরথে প্রাচ্য দেশের সমস্ত রাজাকে এবং তাঁহাদের দশ হাজার রথীকে পরাজিত করিলেন ॥২৪

---

* ২০ শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যাও দেখা যায়,—
যিনি গন্ধর্ব্বগণের 'উপপ্লব' নামক স্থানে তিন বৎসর ধরিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যবনরাজ সৌবীরকে অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডবেরা যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন।

তথৈবৈকরথো গত্বা পশ্চিমামপরাং দিশম্ ।
ধনৌঘং প্রাপয়ামাস ধৃতরাষ্ট্রং ধনঞ্জয়ঃ ॥২৫
এবং সর্বে মহাত্মানঃ পাণ্ডবা মনুজোত্তমাঃ ।
পররাষ্ট্রাণি নির্জিত্য স্বরাষ্ট্রং ববৃধুঃ পুরা ॥২৬
ততো বলমতিখ্যাতং বিজ্ঞায় দৃঢ়ধন্বিনাম্ ।
দূষিতঃ সহসা ভাবো ধৃতরাষ্ট্রস্য পাণ্ডুষু ।
স চিন্তাপরমো রাজা ন নিদ্রামলভন্নিশি ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রচিন্তা-নামাষ্টত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩৮॥

এইরূপে একরথে পশ্চিম দেশ জয় করিয়া অর্জ্জুন প্রচুর ধন আনয়ন করত ধৃতরাষ্ট্রের রাজ-কোষকে পরিপূর্ণ করিলেন ॥২৫

এইরূপে মহাত্মা পাণ্ডবগণ সকলে মিলিয়া পররাষ্ট্রসমূহ জয় করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিলেন ॥২৬

দৃঢ়ধন্বা পাণ্ডবগণের এইরূপ অধিক বল দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের হঠাৎ তাঁহাদের উপর দ্বেষ হইল; তাহার ফলে তিনি চিন্তাকুল হইয়া রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারিলেন না ॥২৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বে
ধৃতরাষ্ট্রচিন্তানামক অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

একোনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[কণিকেন ধৃতরাষ্ট্রায় কূটনীত্যুপদেশঃ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শ্রুত্বা পাণ্ডুসুতান্ বীরান্ বলোদ্রিক্তান্ মহৌজসঃ ।
ধৃতরাষ্ট্রো মহীপালশ্চিন্তামগমদাতুরঃ ॥১
তত আহূয় মন্ত্রজ্ঞং রাজশাস্ত্রার্থবিত্তমম্ ।
কণিকং মন্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠং ধৃতরাষ্ট্রোঽব্রবীদ্ বচঃ ॥২

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

উৎসিক্তাঃ পাণ্ডবা নিত্যং তেভ্যোঽসূয়ে দ্বিজোত্তম ।
তত্র মে নিশ্চিততমং সন্ধিবিগ্রহকারণম্ ।
কণিক ত্বং মমাচক্ষ্ব করিষ্যে বচনং তব ॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স প্রসন্নমনাস্তেন পরিপৃষ্টো দ্বিজোত্তমঃ ।
উবাচ বচনং তীক্ষ্ণং রাজশাস্ত্রার্থদর্শনম্ ॥৪

একোনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

[কণিক কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের কূটনীতির উপদেশ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জ্জুন ভীম ও অন্যান্য পাণ্ডবদের বল চিন্তা করিয়া ধৃতরাষ্ট্র বুঝিলেন যে, পাণ্ডুপুত্রগণ বলবীর্য্যে তাঁহার পুত্রগণ অপেক্ষা বলবান্। তিনি চিন্তাকুল হইয়া মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ কণিককে ডাকাইলেন এবং তিনি উপস্থিত হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥১-২

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবগণ দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে এবং তাহাদের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তারলাভ করিতেছে। ইহাতে

কণিক উবাচ।

শৃণু রাজন্নিদং তত্র প্রোচ্যমানং ময়ানঘ।
ন মেহভ্যসূয়া কর্ত্তব্যা শ্রুত্বৈতৎ কুরুসত্তম ॥৫

নিত্যমুদ্যতদণ্ডঃ স্যান্নিত্যং বিবৃতপৌরুষঃ।
অচ্ছিদ্রশ্ছিদ্রদর্শী স্যাৎ পরেষাং বিবরানুগঃ ॥৬

নিত্যমুদ্যতদণ্ডাদ্ধি ভৃশমুদ্বিজতে জনঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি কার্য্যাণি দণ্ডেনৈব বিধারয়েৎ ॥৭

নাস্য ছিদ্রং পরঃ পশ্যেচ্ছিদ্রেণ পরমন্বিয়াৎ।
গূহেৎ কূর্ম্ম ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্বিবরমাত্মনঃ ॥৮

নাসম্যক্কৃতকারী স্যাদুপক্রম্য কদাচন।
কণ্টকো হ্যপি দুশ্ছিন্ন আস্রাবং জনয়েচ্চিরম্ ॥৯

বধমেব প্রশংসন্তি শত্রূণামপকারিণাম্।
সুবিদীর্ণং সুবিক্রান্তং সুযুদ্ধং সুপলায়িতম্ ॥১০

আপদ্যাপদি কালে চ কুর্ব্বীত ন বিচারয়েৎ।
নাবজ্ঞেয়ো রিপুস্তাত দুর্ব্বলোহপি কথঞ্চন ॥১১

অল্পোহপ্যগ্নির্বনং কৃৎস্নং দহত্যাশ্রয়সংশ্রয়াৎ।
অন্ধঃ স্যাদন্ধবেলায়াং বাধির্য্যমপি চাশ্রয়েৎ ॥১২

কুর্য্যাৎ তৃণময়ং চাপং শয়ীত মৃগশায়িকাম্।
সান্ত্বাদিভিরুপায়ৈস্তু হন্যাচ্ছত্রুং বশে স্থিতম্ ॥১৩

আমার কথায় ঈর্ষা করিবেন। বিদ্বান্ কণিক আমাদের এখন সন্ধি বা বিগ্রহ কোনটী করা উচিত, আপনি নিশ্চয় করিয়া বলুন, আমি তাহাই করিব ॥৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিজ্ঞতম কণিক ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া [illegible] তাঁহাকে দুষ্ট রাজনীতি উপদেশ করিতে লাগিলেন ॥৪

কণিক বলিলেন,—“হে নিষ্পাপ কুরুশ্রেষ্ঠ রাজন্। আমি যাহা বলিব, তাহাতে আমার প্রতি অসূয়া পোষণ করিবেন না; কারণ, আমি এখন দুষ্ট রাজনীতির উপদেশ করিব” ॥৫

রাজা সর্ব্বদাই দণ্ড বিধান জন্য প্রস্তুত থাকিবে এবং সর্ব্বদাই নিজের পৌরুষকে প্রকাশ করিবে। নিজ ছিদ্র সর্ব্বদা গোপন রাখিয়া শত্রুর ছিদ্রান্বেষণে তৎপর থাকিবে ॥৬

যাহার দণ্ড সর্ব্বদাই থাকে, তাঁহাকে প্রজাগণ অত্যন্ত ভয় করে। অতএব রাজা দণ্ডদ্বারাই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবেন ॥৭

কচ্ছপ যেমন অঙ্গ সকল নিজ শরীরের ভিতরে গোপন করে, রাজাও তেমনই নিজ ছিদ্র কখনও প্রকাশ করিবেন না, কিন্তু সর্ব্বদা শত্রুর ছিদ্র দেখিয়া তাহাকে আক্রমণ করিবেন। কোন কার্য আরম্ভ করিয়া অর্দ্ধপথে ছাড়িবেন না, কারণ, কণ্টক যদি অর্দ্ধছিন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়, তবে দীর্ঘকাল পরেও তাহা পূঁয সৃষ্টি করে ॥৮-৯

নিজের অপকারী শত্রুদের বধ করাই প্রশংসনীয় নীতি। অত্যন্ত পরাক্রমশালী, যুদ্ধকুশলী অথবা পলায়নে নিপুণও যদি হয়, তবে শত্রুকে আপৎকালে তাহাকে বধ করাই শ্রেয় এবং আপৎকালে তাহাকে বধ করিবার সময় তাহার সহিত আত্মীয়তা আছে অথবা ভাল মানুষ এমন বিচারই করিবে না। শত্রু দুর্ব্বল হইলেও তাহাকে কখনও অবজ্ঞা করিবে না ॥১০-১১

অগ্নি অল্প হইলেও যেমন নিকটের আশ্রয়ে সমস্ত বনকে দগ্ধ করে, তেমনই ক্ষুদ্র শত্রুও অবলম্বনে আশ্রয় পাইয়া রাজাকেও বিনাশ করিতে পারে। শত্রুর ছিদ্র আবিষ্কার করিবার জন্য প্রয়োজনমত অন্ধত্ব ও বধিরতা ভাণ করিবে ॥১২

শত্রুর ছিদ্র আবিষ্কারের সময় প্রয়োজন হইলে তৃণনির্মিত ধনু ও মৃগশয্যাও ব্যবহার করিবে

[illegible] ন [illegible] কর্ত্তব্যা [illegible] ইত্যপি।
[illegible] হি [illegible] ন [illegible] ॥১৪
[illegible] [illegible] তথা [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥১৫
[illegible] [illegible] বিক্রয়া।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥১৬
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভক্ষ্যা।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥১৭
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥১৮

[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥১৯
[illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥২০
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥২১
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥২২
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥২৩

এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহার বিষয়ে [illegible] করিয়া তাহার [illegible] করিবে ॥১৩

[illegible] হইতে [illegible] [illegible] করিবে না; কারণ [illegible] হইলেই তাহার [illegible] নষ্ট হইবে, [illegible] হইতে ভয় থাকিবে ॥১৪

[illegible] এবং পূর্ণিমাতে এই উভয় প্রকার [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] করিবে। নন্দা, রিক্তা, [illegible] এবং [illegible] নাম করিবে। (রিক্তা—[illegible] [illegible] ও [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] নাম করিবে। [illegible]—[illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible]। [illegible]—[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] এবং [illegible]) ॥১৫

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিবে; তাহার [illegible] [illegible] [illegible] নাম করিবে ॥১৬

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে হইবে [illegible] [illegible] এই হইবে। কারণ [illegible] যদি [illegible] হয়, তাহার [illegible] [illegible] [illegible] থাকিতে পারে ॥১৭

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকারে [illegible] করিবে। [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকিয়া [illegible] করিবে ॥১৮

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥১৯

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলা হইয়াছে। যেমন [illegible] দ্বারা [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করা কর্ত্তব্য ॥২০

বিদ্বান্ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] করিবে ॥২১

[illegible] যখন উপযুক্ত সময় আসিবে, তখন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

তথৈব ভেদদণ্ডাভ্যাং সর্বোপায়ৈঃ প্রসাধয়েৎ ২৩

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কথং সাম্না চ দানেন ভেদৈর্দণ্ডেন বা পুনঃ ।২৪
অমিত্রঃ শক্যতে হন্তুং তন্মে ব্রূহি যথাতথম্।

কণিক উবাচ।

শৃণু রাজন্ যথাবৃত্তং বনে নিবসতঃ পুরা ।২৫
জম্বুকস্য মহারাজ নীতিশাস্ত্রার্থদর্শিনঃ।
অথ কশ্চিৎ কৃতপ্রজ্ঞঃ শৃগালঃ স্বার্থপণ্ডিতঃ ।২৬
সখিভির্ন্যবসৎ সার্দ্ধং ব্যাঘ্রাখুবৃকবভ্রুভিঃ।
তেঽপশ্যন্ বিপিনে তস্মিন্ বলিনং মৃগযূথপম্ ।২৭
অশক্তা গ্রহণে তস্য ততো মন্ত্রমমন্ত্রয়ন্।

জম্বুক উবাচ।

অসকৃদ্ যতিতো হ্যেষ হন্তুং ব্যাঘ্র বনে ত্বয়া ।২৮
যুবা বৈ জবসম্পন্নো (১) বুদ্ধিশালী ন শক্যতে।
মূষিকোঽস্য শয়ানস্য চরণৌ ভক্ষয়ত্বয়ম্ ।২৯
অথৈনং ভক্ষিতৈঃ পাদৈর্ব্যাঘ্রো গৃহ্ণাতু বৈ ততঃ।
ততো বৈ ভক্ষয়িষ্যামঃ সর্বে মুদিতমানসাঃ ।৩০
জম্বুকস্য তু তদ্ বাক্যং তথা চক্রুঃ সমাহিতাঃ।
মূষিকাভক্ষিতৈঃ পাদৈর্মৃগং ব্যাঘ্রোঽবধীৎ তদা ।৩১
দৃষ্ট্বৈবাচেষ্টমানং তু ভূমৌ মৃগকলেবরম্।
স্নাত্বাগচ্ছত ভদ্রং বো রক্ষামীত্যাহ জম্বুকঃ ।৩২
শৃগালবচনাৎ তেঽপি গতাঃ সর্বে নদীং ততঃ।
স চিন্তাপরমো ভূত্বা তস্থৌ তত্রৈব জম্বুকঃ ।৩৩
অথাজগাম পূর্বং তু স্নাত্বা ব্যাঘ্রো মহাবলঃ।
দদর্শ জম্বুকং চৈব চিন্তাকুলিতমানসম্ ।৩৪

শত্রুকে বিনাশ করিবে; তখন শত্রু যদি বিপদে বা করুণা ভিক্ষা করিলেও তাহাকে ছাড়িবে না। অপকারী শত্রুকে কখনই ছাড়িবে না; সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড সর্ব উপায়েই শত্রুকে বিনাশ করিবে ।২২-২৩

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডের দ্বারা শত্রুকে কিরূপে বিনাশ করিতে হয়, তাহা আমাকে যথার্থরূপে বলুন ।২৪

কণিক বলিলেন,—হে রাজন্! বনবাসী নীতিমান এক জম্বুকের (শৃগালের) ইতিহাস বলিতেছি, তাহা হইতেই আপনি ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। এক বনে স্বার্থসাধনসমর্থ নীতিজ্ঞ বুদ্ধিমান্ এক শৃগাল তাহার ব্যাঘ্র, মূষিক, বৃক ও বেজী প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত বাস করিত। তাহারা সেই বনে এক বলিষ্ঠ মৃগযূথপতিকে দেখিল ।২৫-২৭

তাহাকে ধরিতে সমর্থ না হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিল। জম্বুক বলিল,—হে ব্যাঘ্র! তোমরা ইহাকে বধিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছ, কিন্তু সফল হও নাই; তাহার কারণ, এ মৃগ যুবক, বেগবান্ ও বুদ্ধিমান্। এখন পরামর্শ বলিতেছি, শুন। ঐ মৃগ যখন ঘুমাইয়া থাকিবে, তখন ইঁদুর গিয়া উহার পা কাটিয়া দিবে; তখন সেই কর্তিত পায়ে সে দৌড়াইতে পারিবে না; সুতরাং ব্যাঘ্র তখন তাহাকে ধরিবে; তখন আমরা সকলে মিলিয়া আনন্দে তাহাকে খাইব ।২৮-৩০

জম্বুকের সেই পরামর্শানুসারে সকলে সাবধান হইয়া তাহাই করিল। মূষিক মৃগের পা খাইয়া ফেলিলে ব্যাঘ্র তাহাকে বধ করিল ।৩১

ভূমিতে মৃগ দেখিয়া শৃগাল বলিল,—হে মিত্রগণ! তোমরা সকলে স্নান করিয়া পবিত্রভাবে আইস, আমি, ততক্ষণ রহিলাম, এখানে রক্ষা করিতেছি ।৩২

শৃগালের কথায় সকলেই নদীতে স্নান করিতে

পাঠা০ ।—(১) যুবা চ জবসম্পন্নো— ।

ব্যাঘ্র উবাচ।

কিং শোচসি মহাপ্রাজ্ঞ ত্বং নো বুদ্ধিমতাং বরঃ।
অর্দ্দিতা পিশিতাশন্ত বিহরিষ্যামহে বয়ম্ ॥৩৫

শৃগাল উবাচ।

শৃণু মে ত্বং মহাবাহো যদ্ বাক্যং মূষিকোহব্রবীৎ।
ধিক্ বলং মৃগরাজস্য ময়াদ্য নিহতো মৃগঃ ॥৩৬

মদ্বাহুবলমাশ্রিত্য তৃপ্তিমদ্য গমিষ্যতি।
গর্জ্জমানস্য যদ্বাক্যমতো ভক্ষ্যং ন রোচতে (১) ॥৩৭

ব্যাঘ্র উবাচ।

ব্রবীতি যদি স হ্যেবং কালে হ্যস্মিন্ (২) প্রবোধিতঃ।
স্ববাহুবলমাশ্রিত্য হনিষ্যেহহং বনেচরান্ ॥৩৮

খাদিষ্যে তত্র মাংসানি ইত্যুক্ত্বা প্রস্থিতো বনম্।
এতস্মিন্নেব কালে তু মূষিকোহপ্যাগমত্তথা ॥৩৯

গেল; তখন শৃগাল সেইস্থানে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।৩৩

তদনন্তর ব্যাঘ্র নদীতে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিল এবং দেখিল শৃগাল চিন্তা করিতেছে।৩৪

ব্যাঘ্র বলিল,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি কি চিন্তা করিতেছ? তুমি আমাদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান্; তুমি কেন চিন্তা করিতেছ? এস আমরা হরিণের মাংস খাইয়া আনন্দে বেড়াইব।৩৫

শৃগাল বলিল—হে মহাবাহো! শুন, মূষিক আমায় যে কথা বলিয়াছে। সে বলিল—"মৃগরাজের বলকে ধিক্। আমিই তো আজ এই মৃগকে সংহার করিয়াছি।৩৬

আমার বাহুবলকে আশ্রয় করিয়া তোমরা আজ তৃপ্তি লাভ করিবে।" তাহার এই গর্জ্জন শুনিয়া আমার আর মাংসভক্ষণে রুচি হইতেছে না।৩৭

তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য(৩) শৃগালোহপ্যব্রবীদ্ বচঃ।

শৃগাল উবাচ।

শৃণু মূষিক ভদ্রং তে নকুলো যদিহাব্রবীৎ ॥৪০

মৃগমাংসং ন খাদেয়ং গরমেতন্ন রোচতে।
মূষিকং ভক্ষয়িষ্যামি তদ্ ভবাননুমন্যতাম্ ॥৪১

তচ্ছ্রুত্বা মূষিকো বাক্যং সন্ত্রস্তঃ প্রাদ্রবদ্ বিলম্।
ততঃ স্নাত্বা স বৈ তত্র আজগাম বৃকো নৃপ ॥৪২

তমাগতমিদং বাক্যমব্রবীজ্জম্বুকস্তদা।
মৃগরাজো হি সংক্রুদ্ধো ন তে সাধু ভবিষ্যতি ॥৪৩

সকলত্রস্ত্বিহায়াতি কুরুষ্ব যদনন্তরম্।
এবং সংচোদিতস্তেন জম্বুকেন তদা বৃকঃ ॥৪৪

ব্যাঘ্র বলিল—"যদি সে এইরূপ বলিয়া থাকে, তবে সে উপযুক্ত সময়ে আমার চোখ খুলিয়া দিয়াছে। আচ্ছা, অতএব আমি নিজ বাহুবলেই বনচর বধিয়া খাইব, কাহারও সাহায্য লইব না"—এই বলিয়া ব্যাঘ্র চলিয়া গেল। ইত্যবসরে মূষিকও সেখানে আসিল।৩৮-৩৯

তাহাকে আসিতে দেখিয়া শৃগাল বলিল—হে মূষিক! তোমার মঙ্গল হউক। নকুল যাহা বলিয়া গেল, তাহা শুন। সে বলিল—"আমি মৃগমাংস খাইব না, উহা আমার ভাল লাগে না। যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে ঐ মূষিকটাকেই আমি খাইয়া ফেলি।৪০-৪১

সেই কথা শুনিয়া মূষিক সন্ত্রস্ত হইয়া গর্ত্তে ঢুকিল। হে নৃপ! তৎপরে বৃক স্নান করিয়া আসিল।৪২

পাঠান্তর ১—(১) —রোচয়ে।
(২) যদি।

পাঠান্তর ১—(৩) তমাগতমভিবীক্ষ্য।

ততোঽপক্রান্তবান্ ক্রুদ্ধঃ প্রযাতঃ পিশিতাশনঃ ।
এতস্মিন্নেব কালে তু নকুলোঽপ্যাজগাম হ ॥১৫
অভ্যাভাষত নকুলং জম্বুকো বনে ।
স্ববাহুবলমাশ্রিত্য নির্জ্জিতাস্তে ময়া রণে ॥১৬
মম দত্ত্বা নিযুদ্ধং বা ভুঙ্‌ক্ষ্ব মাংসং যথেপ্সিতম্ ।

নকুল উবাচ ।

মৃগরাজো বৃকশ্চৈব বুদ্ধিমানপি মূষিকঃ ॥১৭
নির্জ্জিতা যৎ ত্বয়া বীরাস্তস্মাদ্বীরতরো ভবান্ ।
ন ত্বয়াপ্যুৎসহে যোদ্ধুমিত্যুক্ত্বা সোঽপ্যপাগমৎ(১) ॥১৮

কণিক উবাচ ।

এবং তেষু প্রযাতেষু জম্বুকো হৃষ্টমানসঃ ।
খাদতি স্ম তদা মাংসমেকঃ সন্মন্ত্রনিশ্চয়াৎ ॥১৯
এবং সমাচরন্নিত্যং সুখমেধেত ভূপতিঃ ।
ভয়েন ভেদয়েদ্ ভীরুং শূরমঞ্জলিকর্ম্মণা ॥২০
লুব্ধমর্থপ্রদানেন সমং ন্যূনং তথৌজসা ।
এবং তে কথিতং রাজন্ শৃণু চাপ্যপরং তথা ॥২১
পুত্রঃ সখা বা ভ্রাতা বা পিতা বা যদি বা গুরুঃ ।
রিপুস্থানেষু বর্ত্তন্তো হন্তব্যা ভূতিমিচ্ছতা ॥২২
শপথেনাপ্যরিং হন্যাদর্থদানেন বা পুনঃ ।
বিষেণ মায়য়া বাপি নোপেক্ষেত কথঞ্চন ।
উভৌ চেৎ সংশয়োপেতৌ শ্রদ্ধাবাংস্তত্র বর্দ্ধতে ॥২৩
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য ন্যায্যং ভবতি শাসনম্ ॥২৪

তাহাকে দেখিয়া শৃগাল বলিল—"মৃগরাজ আজ তোমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তোমার ভাল হইবে না। তিনি আজ পত্নীর সঙ্গে দেখা করিয়া এখানে আসিতেছেন। এখন তুমি যাহা ভাল বুঝ, তাহাই কর।" বৃকাধম (এই কথা শুনিয়া তাঁহার ভয়ে পলাইয়া দীর্ঘ দীর্ঘ লম্ফ দিয়া যাহা হউক করিয়া) সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। এই সময়ে নকুল আসিয়া উপস্থিত হইল ॥১৩-১৫

হে মহারাজ! তাহাকে দেখিয়া শৃগাল বলিল—"আমি নিজ বাহুবলে সকলকে পরাজিত করিয়াছি। তাহারা সকলে ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে। তুমি আমাকে যুদ্ধ দান করিয়া পরে এই মাংস খাও"।

নকুল বলিল,—মৃগরাজ, বৃক এবং বুদ্ধিমান্ মূষিকও যখন আপনার নিকট পরাজিত হইয়াছে তখন আপনি যে সকলের চেয়ে অধিক বীর হইবেন, সন্দেহ নাই। আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহ বোধ করিতেছি না—এই বলিয়া নকুলও চলিয়া গেল ॥১৬-১৮

কণিক বলিলেন, এইভাবে তাহারা সকলে চলিয়া গেলে শৃগাল মন্ত্রণাশক্তির প্রভাবে একাকী সেই মাংস খাইল ॥১৯

এইরূপ আচরণ করিতে পারিলে রাজা সুখলাভ করিতে পারে। ভীরু শত্রুকে ভয় দেখাইয়া এবং বীর শত্রুকে হাত যোড় করিয়া বশ করিবে ॥২০

লোভী শত্রুকে অর্থদান এবং সমকক্ষ ও হীনবল শত্রুকে বলের প্রয়োগে বশ করিবে। হে রাজন্! এই তোমাকে নীতিকথা বলিলাম, আরও অন্য নীতিকথা শুন ॥২১

যদি শত্রুর স্থানে থাকিয়া অর্থাৎ শত্রুপক্ষপাতী হয়, তবে পিতা, সখা, ভ্রাতা, পুত্র অথবা গুরুকেও কল্যাণকামী পুরুষ বধ করিবে ॥২২

শপথের দ্বারা অথবা অর্থের দ্বারা কিংবা বিষের দ্বারা বা কপট কৌশলের দ্বারা শত্রুর বিনাশ উৎপাদন করিয়া বধ করিবে, কোনমতেই উপেক্ষা করিবে না। যদি উভয় রাজা পরস্পর সমকক্ষ হয়, তাহা হইলেও তাহাদের মধ্যে যে আমার

পাঠান্তরঃ—(১) ন ত্বয়াপ্যুৎসহে যোদ্ধুমিত্যুক্ত্বা প্রপলায়িতঃ।

ক্রুদ্ধোঽপ্যক্রুদ্ধরূপঃ স্যাৎ স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিতা।
ন চাপ্যন্যমপধ্বংসেৎ কদাচিৎ কোপসংযুতঃ ॥৪৫

প্রহরিষ্যন্ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ প্রহরন্নপি ভারত।
প্রহৃত্য চ কৃপায়ীত শোচেত চ রুদেত চ ॥৪৬

আশ্বাসয়েচ্চাপি পরং সান্ত্বধর্ম্মার্থবৃত্তিভিঃ(১)।
অথাস্য(২) প্রহরেৎ কালে যদা বিচলিতে পথি ॥৪৭

অপি ঘোরাপরাধস্য ধর্ম্মমাশ্রিত্য তিষ্ঠতঃ।
স হি প্রচ্ছাদ্যতে দোষঃ শৈলো মেঘৈরিবাসিতৈঃ ॥৪৮

যঃ স্যাদনুপ্রাপ্তবধস্তস্যাগারং প্রদীপয়েৎ।
অধনান্(৩) নাস্তিকাংশ্চৌরান্ বিষয়ে স্বে ন বাসয়েৎ ॥৪৯

প্রত্যুত্থানাভিবাদেন সম্প্রদানেন কেনচিৎ।
প্রতিবিশ্রব্ধঘাতী স্যাৎ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রো নিরায়ুধঃ ॥৫০

অশঙ্কিতেভ্যঃ শঙ্কেত শঙ্কিতেভ্যশ্চ সর্ব্বশঃ।
অশঙ্ক্যাদ্ভয়মুৎপন্নমপি মূলং নিকৃন্ততি ॥৫১

ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে বিশ্বস্তে নাতিবিশ্বসেৎ।
বিশ্বাসাদ্ভয়মুৎপন্নং মূলান্যপি নিকৃন্ততি ॥৫২

চারঃ সুবিহিতঃ কার্য্য আত্মনশ্চ পরস্য চ।
পাষণ্ডাংস্তাপসাদীংশ্চ পররাষ্ট্রেষু যোজয়েৎ ॥৫৩

উদ্যানেষু বিহারেষু দেবতায়তনেষু চ।
পানাগারেষু রথ্যাসু সর্ব্বতীর্থেষু চাপ্যথ ॥৫৪

এই নীতিবাক্যের উপর শ্রদ্ধা থাকিবে, সেই উন্নতি লাভ করিবে ॥৪৩

গুরু যদি গর্ব্বিত হইয়া কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বিপথগামী হন, তাহা হইলে তাঁহাকেও শাসন করিবে ॥৪৪

ক্রুদ্ধ হইলেও অক্রোধীর ভাব করিবে এবং মৃদু হাসিয়া কথা বলিবে; ক্রুদ্ধ হইলেও তিরস্কারযুক্ত বাক্য ব্যবহার করিবে না। কাহাকে প্রহার করিবে, তাহাকেও প্রহার করিবার পূর্ব্বে এবং প্রহারের সময়েও প্রিয় কথা বলিবে। প্রহারের পরেও তাহার প্রতি কৃপা, শোক ও রোদনের ভাব করিবে ॥৪৫-৪৬

শত্রুকে সামনীতি, ধর্ম্মাচরণ, ধনদান ও জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া আশ্বাস দান করিবে, তাহার পর যখনই নিজ মার্গ হইতে বিচলিত হইবে, তখনই সময় বুঝিয়া তাহাকে প্রহার করিবে ॥৪৭

উৎকৃষ্ট মেঘ যেমন পর্ব্বতকে আচ্ছাদন করে, সেইরূপ ধর্ম্মাশ্রয়ও গুরুতর অপরাধকেও ঢাকিয়া ফেলে ॥৪৮

যাহাকে বধ করিতে হইবে, তাহার গৃহে আগুন লাগাইয়া দিবে এবং নির্ধন, নাস্তিক এবং চোরকে নিজ রাজ্যে বাস করিতে দিবে না ॥৪৯

প্রত্যুত্থান, অভিবাদন এবং কিঞ্চিৎ উপহারের দ্বারা যে শত্রু বিশ্বস্ত হইয়াছে, তাহাকেই তীক্ষ্ণদন্ত সর্পের ন্যায় তীক্ষ্ণদন্তে কাটিবে, যাহাতে তাহার আর পুনর্জীবন সম্ভব না হয় ॥৫০

যে শত্রু হইতে ভয় পাইবার সম্ভাবনাই নাই, তাহাকেও আশঙ্কা করিবে; আর যাহাদের নিকট হইতে ভয়ের সম্ভাবনা আছে, তাহাদের সম্বন্ধে সর্ব্বদা আশঙ্কা করিবে। আশঙ্কাশূন্য হইয়া অবস্থান করিলে উৎপন্ন ভয় মূলকেও নাশ করিবে ॥৫১

বিশ্বাসের অযোগ্যকে কখনই বিশ্বাস করিবে না এবং বিশ্বস্তকেও অতিবিশ্বাস করিবে না। কারণ বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন ভয় মূলকেও ছেদন করে ॥৫২

পাঠান্তর :—(১) সান্ত্বদানার্থবৃত্তিভিঃ।
(২) অথ চ।
(৩) অধমান্।

চত্বরেষু চ কূপেষু পর্ব্বতেষু বনেষু চ ।
সমবায়েষু সর্ব্বেষু সরিৎসু চ বিচারয়েৎ ।১৬৫
বাচা ভৃশং বিনীতঃ স্যাদ্ধৃদয়েন তথা ক্ষুরঃ ।
স্মিতপূর্ব্বাভিভাষী স্যাৎ সৃষ্টো রৌদ্রেণ কর্ম্মণা ।১৬৬
অঞ্জলিং শপথং সান্ত্বং শিরসা পাদবন্দনম্ ।
আশাকরণমিত্যেবং কর্ত্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা ।১৬৭
সুপুষ্পিতঃ স্যাদফলঃ ফলবান্ স্যাদ্দুরারুহঃ ।
আমঃ স্যাৎ পক্বসঙ্কাশো ন চ শীর্য্যেত কর্হিচিৎ ।১৬৮
ত্রিবর্গে ত্রিবিধা পীড়া অনুবন্ধাস্তথৈব চ ।
অনুবন্ধাঃ শুভা জ্ঞেয়াঃ পীড়াশ্চ পরিবর্জয়েৎ ।১৬৯

ধর্ম্মং বিচরতঃ পীড়া সাপি দ্বাভ্যাং নিবর্ত্ততে ।
অর্থঞ্চাপ্যর্থলুব্ধস্য কামঞ্চাতিপ্রবর্ত্তিনঃ ।১৭০
অগর্ব্বিতাত্মা যুক্তশ্চ সান্ত্বযুক্তোঽনসূয়িতা ।
অবেক্ষিতার্থঃ শুদ্ধাত্মা মন্ত্রয়ীত দ্বিজৈঃ সহ ।১৭১
কর্ম্মণা যেন কেনৈব মৃদুনা দারুণেন চ(১) ।
উদ্ধরেদ্দীনমাত্মানং সমর্থো ধর্ম্মমাচরেৎ ।১৭২
ন সংশয়মনারুহ্য নরো ভদ্রাণি পশ্যতি ।
সংশয়ং পুনরারুহ্য যদি জীবতি পশ্যতি ।১৭৩
যস্য বুদ্ধিঃ পরিভবেত্তমতীতেন সান্ত্বয়েৎ ।
অনাগতেন দুর্ব্বুদ্ধিং প্রত্যুৎপন্নেন পণ্ডিতম্ ।১৭৪

নিজের ও পরের রাজ্যে উপযুক্ত লোক গুপ্তচর নিযুক্ত করিবে। পাষণ্ড ও তাপসগণকে পররাষ্ট্রে গুপ্তচর নিযুক্ত করিবে ।১৬৩

উদ্যান, বিহারভূমি, দেবালয়, পানাগার, রাস্তা, সকল তীর্থস্থান, চত্বর, কূপ, পর্ব্বত, বন, জনসমাজে এবং সকল নদীতীরে গুপ্তচরগণকে ঘোরাফেরা করিবার আদেশ দিবে ।১৬৪-৬৫

রাজা বাক্যে খুব বিনীত হইবে, হৃদয়ে ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ হইবে এবং ভয়ানক কর্ম্ম করিবার সময়েও হাসিয়া কথা বলিবে ।১৬৬

সময় বুঝিয়া হাতজোড় করা, শপথ, সান্ত্বনাবাক্য, মস্তক দ্বারা পাদবন্দন, এবং আশা দেওয়া— এইগুলি উন্নতিকামী রাজা আচরণ করিবে ।১৬৭

নীতিজ্ঞ রাজা এমন বৃক্ষের ন্যায় থাকিবে, যাহাতে বহু পুষ্প হইলেও ফল হইবে না। ফলবান্ হইলেও দুরারোহ হইবে। তিনি কাঁচা থাকিবে, কিন্তু দেখাইবে পাকা ফলের ন্যায়; [illegible] কখনও জীর্ণ দশাপন্ন হইবে না ।১৬৮

ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গ হইতে তিন প্রকার পীড়া বা বাধা উৎপন্ন হয়, এবং উহাদের ফল তিন প্রকার হয়। কিন্তু পীড়া ত্যাগ করিয়া ত্রিবর্গের ফল এমন ভাবে ভোগ করিবে, যাহাতে উহারা ফলোৎপাদক হয় ।১৬৯

ধর্ম্ম আচরণে যে বাধা উৎপন্ন হয়, তাহা অর্থ ও কামের দ্বারা নিবৃত্ত হয়, অর্থলুব্ধ পুরুষের অর্থ এবং কামাসক্ত পুরুষের কাম অত্যাসক্তি বশতঃ পীড়া উৎপন্ন হয় ।১৭০

অহঙ্কারশূন্য একাগ্রচিত্ত সান্ত্বনা অবলম্বন পূর্ব্বক অসূয়াশূন্য হইয়া সকল বিষয়ে সাবধানে দৃষ্টি রাখিয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিয়া মন্ত্রণা করিবেন ।১৭১

রাজা সঙ্কটে পতিত হইয়া মৃদু বা দারুণ যে কোন কর্ম্মের দ্বারা নিজেকে সঙ্কটাবস্থা হইতে মুক্ত করিবেন। পরে সমর্থ হইলে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন ।১৭২

জীবনসংশয় অবস্থায় না পড়িয়া কেহ মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। যদি সংশয় অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় বাঁচিয়া থাকে, তবে মঙ্গল লাভ করে ।১৭৩

পাঠান্তরং :—(১) দারুণেন বা ।

যোঽর্থিনা [illegible] নাত্র [illegible] ।
ন তুষ্যতে যদা [illegible] পণ্ডিতঃ প্রতিবুধ্যতে ॥৭৪
অনুশ্রবণে(১) [illegible] কার্য্যাণ্যনুষ্ঠিতা ।
আত্মানমবিশেষেণ [illegible] ॥৭৫
নাচ্ছিত্ত্বা পরমর্ম্মাণি নাকৃত্বা কর্ম্ম দারুণম্ ।
নাহত্বা মৎস্যঘাতীব প্রাপ্নোতি মহতীং শ্রিয়ম্ ॥৭৬
কর্ষিতঃ ব্যাধিতঃ ক্লিন্নমানীতঃ [illegible] ।
পরিবির্জ্জিত [illegible] প্রত্যবায়ঃ [illegible] ॥৭৮
নাস্তিকোঽবিনয়োঽপি চ [illegible] শক্তিমন্তম্ ।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি [illegible](২) [illegible] ॥৭৯

সংশ্রয়ে বিগ্রহে চৈব যানে কার্য্যাণ্যনুপূর্ব্বশঃ ।
উৎসাহ [illegible] কর্ত্তব্যো বুদ্ধিনিশ্চয়ঃ ॥৮০
নীচ কৃত্যানি কুর্ব্বন্ [illegible] বিশঙ্কতা ।
[illegible] দর্পাদ্বিশঙ্কতাপি ॥৮১
যৌবনং [illegible] ।
[illegible] দৃষ্ট্বা [illegible] ॥৮২
দণ্ডেনোপনতং(৩) [illegible] যো নরঃ ।
ন [illegible](৪) [illegible] ॥৮৩

শত্রু অবসর পাইয়া যাহার বুদ্ধি ভাঙ্গিয়া দেয়, তাহাকে অতীব [illegible] হইয়া [illegible] সাধন [illegible]। যে [illegible], তাহাকে [illegible] এবং যে বিদ্বান্, তাহাকে [illegible] করিবে ॥৭৪

যে রাজা [illegible] করিয়া নিজের কার্য্য [illegible] যায়, সে [illegible] বিভিন্ন ব্যক্তি [illegible] হয় ॥৭৫

রাজা অনুরাগ হইয়া নিজ গুপ্ত মন্ত্র সর্ব্বদা গোপন রাখিবেন, এমন ভাবে চলিবেন, যাহাতে মন্ত্র না দিলে [illegible] তাহা না জানিতে পারে ॥৭৬

রাজা মৎস্যঘাতী ধীবরের ন্যায় [illegible] মর্ম্মচ্ছেদ না করিয়া, দারুণ কর্ম্ম না করিয়া এবং [illegible] বধ না করিয়া বিপুল সম্পত্তি লাভ করিতে পারেন না ॥৭৭

শত্রু যখন দুর্ব্বল, রোগগ্রস্ত, ক্লান্ত বা [illegible] নির্জ্জিত, দুঃখ ও চিন্তাযুক্ত [illegible] অথবা বিনাশ [illegible] তখনই তাহার [illegible] করিবে ॥৭৮

শত্রু কখনও অপর [illegible] নিকট যায় না, [illegible] হইলে তাহারও [illegible] ইচ্ছা করে না। [illegible] নিজের [illegible] অবশিষ্ট রাখিবে, সম্পূর্ণ করিয়া দিবে না ॥৭৯

ঐশ্বর্য্যকামী রাজা [illegible] দোষ না [illegible] না দেখিয়া [illegible] সর্ব্বদাই [illegible] থাকিবেন এবং [illegible] সর্ব্বদাই [illegible] থাকিবেন ॥৮০

মিত্র অথবা শত্রু কেহই যেন নিজের অভিপ্রেত কার্য্য না বুঝিতে পারে; যখন কার্য্যটি আরম্ভ করা হইবে অথবা সমাপ্ত হইবে, তখনই যেন তাহারা বুঝিতে পারে, এইভাবে কার্য্য করিবেন ॥৮১

যতক্ষণ ভয় উপস্থিত না হইতেছে, ততক্ষণই

পাঠান্তর ঃ—(১) [illegible] । (২) [illegible] ।
(৩) [illegible] (৪) [illegible] ।

এস্থলে কোন [illegible] নিম্নলিখিত শ্লোক [illegible] অধিক দেখা যায়—
[illegible] বিরাম্ [illegible] ।
[illegible] বিনাশ [illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ॥

অনাগতং হি বুধ্যেত যচ্চ কার্য্যং পুরঃ স্থিতম্।
ন তু বুদ্ধিক্ষয়াৎ কিঞ্চিদতিক্রামেৎ প্রয়োজনম্ ॥৮৪

উৎসাহশ্চাপি যত্নেন কর্তব্যো ভূতিমিচ্ছতা।
বিভজ্য দেশকালৌ চ দৈবং ধর্ম্মাদয়স্ত্রয়ঃ।
নৈঃশ্রেয়সৌ তু তৌ জ্ঞেয়ৌ দেশকালাবিতি
স্থিতিঃ ॥৮৫

তালবৎ কুরুতে মূলং বালঃ শত্রুরুপেক্ষিতঃ।
গহনেঽগ্নিরিবোৎসৃষ্টঃ ক্ষিপ্রং সংজায়তে মহান্ ॥৮৬

অগ্নিং স্তোকমিবাত্মানং(১) সন্ধুক্ষয়তি যো নরঃ।
স বর্দ্ধমানো গ্রসতে মহান্তমপি সঞ্চয়ম্ ॥৮৭

আশাং কালবতীং কুর্য্যাৎ(২) কালং বিঘ্নেন যোজয়েৎ।
বিঘ্নং নিমিত্ততো ব্রূয়ান্নিমিত্তং চাপি হেতুতঃ ॥৮৮

ক্ষুরো ভূত্বা হরেৎ প্রাণান্ নিশিতঃ কালসাধনঃ।
প্রতিচ্ছন্নো লোমহারী দ্বিষতাং পরিকর্ত্তনঃ ॥৮৯

পাণ্ডবেষু যথান্যায়মন্যেষু চ কুরূদ্বহ।
বর্ত্তমানো ন মজ্জেস্ত্বং তথা কৃত্যং সমাচর ॥৯০

সর্ব্বকল্যাণসম্পন্নো বিশিষ্ট ইতি নিশ্চয়ঃ।
তস্মাৎ ত্বং পাণ্ডুপুত্রেভ্যো রক্ষাত্মানং নরাধিপ ॥৯১

শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিবে; কিন্তু তাহার কারণ উপস্থিত হইলে তখন শত্রুর ন্যায় তাহাকে প্রহার করিবে ॥৮২

বলের দ্বারা বশীভূত শত্রুকে যে রাজা অনুগ্রহ করেন, সে অশ্বতরীর (স্ত্রী খচ্চর) ন্যায় নিজ গর্ভধারণ মৃত্যুকে আনয়ন করেন ॥৮৩

অনাগত বা বর্ত্তমান কোন কার্য্যই বিবেচনা না করিয়া করিবে না এবং বিবেচনা না করিয়া কোন কার্য্য পরিত্যাগও করিবে না ॥৮৪

ঐশ্বর্য্য লাভে উদ্যুক্ত রাজা যত্নপূর্ব্বক উৎসাহকে আশ্রয় করিবেন; দেশ ও কাল বিভাগ করিয়া প্রাপ্ত অর্থের দৈব, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামে উপযোগ করিবেন। দেশ ও কালকেই কল্যাণ লাভের প্রধান হেতু বলিয়া জানিবেন ॥৮৫

ছোট শত্রুকেও যদি উপেক্ষা করা যায়, তবে সেও তালবৃক্ষের ন্যায় নিজের মূল বিস্তার করে এবং গহন বনে পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র অগ্নির ন্যায় অল্পকালেই বিশাল আকার ধারণ করে ॥৮৬

যেমন ক্ষুদ্র অগ্নিকে ইন্ধন সংযোগে প্রজ্বলিত করা যায়, সেইরূপ যে রাজা ক্রমশঃ ধনসম্পত্তি সঞ্চয় দ্বারা নিজেকে বর্দ্ধিত করে, সে ধনবান্ হইয়া পরে মহাসমৃদ্ধিশালী রাজাকেও গ্রাস করিতে পারে ॥৮৭

যেন কোন আশা পূর্ণ করিতে চাহিলে, তাহা শীঘ্র পূরণ না করিয়া দীর্ঘকাল ফেলিয়া রাখিবে, কাল যদি পূর্ণ হইবার উপক্রম হয়, তাহা হইলে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে, ঐ বিঘ্নেরও শাস্ত্রীয় কারণ সৃষ্টি করিবে এবং সেই কারণেরও যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিবে ॥৮৮

যথা তীক্ষ্ণধার কালসহ লোমহর ক্ষুরের ন্যায় রাজা নিজ অভিপ্রায় গোপন করিয়া কাল প্রতীক্ষা-করত শত্রুদিগের সংহার করিতে থাকিবে; কাল উপস্থিত হইলে ক্ষুরের ন্যায় শত্রুর মস্তক ছেদন করিবে ॥৮৯

হে কুরুবংশাবতংস! পাণ্ডবই হউন অথবা যে কোন অপরই হউন না কেন, তাহার সহিত এই নীতি অনুসারে এইরূপে ব্যবহার করুন, যাহাতে আপনি বিপদাপন্ন না হন। আপনি সকল

পাঠান্তরঃ—(১) অগ্নিস্তোকমিবাত্মানম্।

পাঠান্তরঃ—(২) ধ্রুবাং।

আপৃচ্ছ্য(৩) বিদুরো ধীমান্ পাণ্ডুপুত্রা ন্যবর্ত্তত।
পৌরজানপদো যথা ন স্যাৎ তথা যৌধিষ্ঠিরমাশ্রিতম্ ॥২২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা নরশ্রেষ্ঠং বিদুরঃ প্রযযৌ ততঃ।
দৃষ্ট্বাভ্যাগতান্ কৌরব্যঃ শোকার্ত্তঃ সমপদ্যত ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি জতুগৃহপর্ব্বণি
ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৩॥

কন্যাসকল ও বিনিষ্ঠুর। হে রাজন্! সুতরাং আপনি পাণ্ডুপুত্রগণের হিত করিতে আপনাকে দেখা করুন।২০-২১

হে মহারাজ! আপনার মত পাণ্ডুপুত্রগণ যেরূপ বলবান্, সেইরূপ এমন নীতি অবলম্বন করিয়া চলুন, যাহাতে আপনাকে পরে অনুতাপ করিতে না হয়।২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া বিদুর নিজ গৃহে প্রস্থান করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র দুঃখার্ত্ত শোকার্ত্ত হইয়া পড়িলেন।২৩

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আদিপর্ব্বান্তর্গত জতুগৃহপর্ব্বে
ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[পাণ্ডবান্ পুরবাসিনামনুরাগং দৃষ্ট্বা দুর্য্যোধনস্য চিন্তা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ ধনসমৃদ্ধ(১) রাজা দুর্য্যোধনস্ত হ।
দুঃশাসনশ্চ কর্ণশ্চ দুষ্টাঃ মন্ত্রমমন্ত্রয়ন্ ॥১॥
তে কৌরব্যমনুজ্ঞাপ্য ধৃতরাষ্ট্রং নরাধিপম্।
দহনে তু সপুত্রায়াঃ কুন্ত্যা বুদ্ধিমকারয়ন্ ॥২॥
তেষামিঙ্গিতভাবজ্ঞো বিদুরস্তত্ত্বদর্শিবান্।
আকারেণ চ(২) তং মন্ত্রং বুবুধে দুষ্টচেতসাম্ ॥৩॥
ততো বিদিতবেদ্যাত্মা পাণ্ডবানাং হিতে রতঃ।
পলায়নে মতিং চক্রে কুন্ত্যাঃ পুত্রৈঃ সহানঘঃ ॥৪॥

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের প্রতি পুরবাসিগণের অনুরাগদর্শনে দুর্য্যোধনের চিন্তা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহার পর সমৃদ্ধ দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ মিলিয়া একটা দুষ্ট মন্ত্রণা করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া পুত্রগণের সহিত কুন্তীকে পোড়াইয়া মারিবার মন্ত্রণা করিলেন।১-২

আকারতত্ত্বনিপুণ বিদুর ইঙ্গিত দুর্য্যোধনাদির ভাব, ইঙ্গিত ও আকার দেখিয়া দুষ্ট মন্ত্রণা বুঝিয়া ফেলিলেন।৩

পাণ্ডবগণের হিতকামী বিদুর তখন মনে মনে স্থির করিলেন যে, কুন্তী যাহাতে পাণ্ডবগণের সহিত পলাইয়া যাইতে পারেন।৪

পাঠান্তর।—(৩) আপৃচ্ছ্য।

এখানে কোন কোন পুস্তকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়—
[illegible]
[illegible]
[illegible]

পাঠান্তর।—(১) ধনসমৃদ্ধঃ। (২) আকারেণৈব।

অথো বাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্।
কৈবর্ত্তৈশ্চ দৃঢ়াং কৃত্বা কুন্তীমিদমুবাচ হ ॥৫

(বিদুর উবাচ।)

এষ তাবৎ কুলস্যাস্য কীর্ত্তিবংশপ্রণাশকঃ।
ধৃতরাষ্ট্রঃ পাতয়িতা বংশং প্রতি সনাতনম্ ॥৬
ইহ বারিপথে যুক্তা তরণী পবনক্ষমা।
নৌরিয়ং(১) মৃত্যুপাশাদ্ বঃ সপুত্রা মোক্ষ্যসে শুভে।
অমুয়া বাহিতা কুন্তী পুত্রৈঃ সহ যশস্বিনী।
নাবমাস্থায় গঙ্গায়াঃ প্রয়াণে তারয়িষ্যসি ॥৮
অতো বিদুরবাক্যেন নাবং বিবিশুঃ পাণ্ডবাঃ।
বনকায়াং কৈবর্ত্তনিকৈঃ প্রাবিশন্ বনম্ ॥৯
নিষাদী পঞ্চপুত্রা তু জাতুষে তত্র বেশ্মনি।
কালপাশাবকৃষ্টা বৈ সহ পুত্রৈরদহ্যত ॥১০

অনন্তর একটী এমন নৌকা প্রস্তুত করিলেন, যাহা ঝটিকা ও তরঙ্গের আঘাতে সক্ষম থাকিবে এবং যন্ত্রান্বিত ও পতাকাবিশিষ্ট হইবে *। এইরূপ নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া তিনি কুন্তীকে বলিলেন—"এই কুলের কীর্ত্তি ও বংশনাশ করিবার জন্য এই ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছে এবং সে পূর্ব্বের সনাতন আমাদের বংশটাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এই নৌকাটি জলপথে যাইতে ও জলবেগকে সহ্য করিতে সক্ষম। আপনি পুত্রগণের সহিত এই নৌকায় চড়িয়া মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার লাভ করুন ॥৫-৭

হে জনমেজয়! বিদুরের সেই কথায় যশস্বিনী কুন্তী অমনি পুত্রগণের সহিত সেই নৌকায় চড়িয়া গঙ্গা পার হইলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ তাঁহার কথা মত লইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিয়া নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন ॥৮-৯

স চ প্রোজ্জ্বালিতে পাপো দগ্ধস্তত্র পুরোচনঃ।
বঞ্চিতশ্চ দুরাত্মানো ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ সহানুগাঃ ॥১১
অবিজ্ঞাতা মহাত্মানো জনানামক্ষতাস্তথা।
জনন্যা সহ কৌন্তেয়া মুক্তা বিদুরবুদ্ধিতঃ(২) ॥১২
ততস্তস্মিন্ পুরে লোকা নগরে বারণাবতে।
দৃষ্ট্বা জতুগৃহং দগ্ধমনুশোচন্ত দুঃখিতাঃ ॥১৩
রাজ্ঞে চ প্রেষয়ামাসুর্যথাবৃত্তং নিবেদিতুম্।
সংবৃত্তস্তে মহান্ কামঃ পাণ্ডবান্ দগ্ধবানসি ॥১৪
সকামো ভব কৌরব্য ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সপুত্রকঃ।
তচ্ছ্রুত্বা ধৃতরাষ্ট্রস্তু সহ পুত্রেণ শোচয়ন্ ॥১৫
প্রেতকার্য্যাণি চ তথা চকার সহ বান্ধবৈঃ।
পাণ্ডবানাং তথা ক্ষত্তা ভীষ্মশ্চ কুরুসত্তমঃ ॥১৬

এদিকে পাঁচ পুত্রের সহিত বিধাতার নিষাদী দুর্ভাগ্যবশতঃ জতুগৃহে পুড়িয়া মরিল এবং সেই পাপিষ্ঠ পুরোচনও সেই জতুগৃহে দগ্ধ হইল; ফলে দুরাত্মা সানুচর ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ আর কিছু না জানাতে বঞ্চিত হইল ॥১০-১১

এইরূপে বিদুরের বুদ্ধিকৌশলে মহাত্মা কুন্তী-পুত্রগণ জননীর সহিত অক্ষতদেহে বিপন্মুক্ত হইলেন ॥১২

অনন্তর সেই বারণাবতপুরীর জনগণ জতুগৃহকে দগ্ধ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শোক করিতে লাগিল। তাহারা ধৃতরাষ্ট্রকে জতুগৃহদাহের সংবাদ দিয়া বলিল—"হে রাজন্! আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। আপনি পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সুতরাং হে কৌরব! আপনি পুত্রগণের সহিত নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করুন।" তাহা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের সহিত শোকের ভাব

পাঠান্তর :—(১) নৌকা।

পাঠান্তর :—(২) বিদুরবুদ্ধিনা।

* ইহাতে বুঝা যায়,—তৎকালেও দূর যাত্রার উপযোগী নৌকার (জাহাজের) প্রচলন ছিল।

জনমেজয় উবাচ।
সুবিস্তরেণ শ্রোতুমিচ্ছামি দ্বিজসত্তম।
দাহং জতুগৃহস্যৈব পাণ্ডবানাঞ্চ মোক্ষণম্ ॥১৭
সুনৃশংসমিদং কর্ম্ম তেষাং ক্রূরোপসংহিতম্।
কীর্ত্তয় যথাবৃত্তং পরং কৌতূহলং মম ॥১৮
বৈশম্পায়ন উবাচ।
শৃণু বিস্তরশো রাজন্ বদতো মে পরন্তপ।
দাহং জতুগৃহস্যৈবং পাণ্ডবানাঞ্চ মোক্ষণম্ ॥১৯
প্রাণাধিকং ভীমসেনং কৃতবিদ্যং ধনঞ্জয়ম্।
দুর্য্যোধনো লক্ষয়িত্বা পর্য্যতপ্যত দুর্ম্মনাঃ ॥২০
ততো বৈকর্ত্তনঃ কর্ণঃ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ।
অনেকৈরভ্যুপায়ৈস্তে জিঘাংসন্তি স্ম পাণ্ডবান্ ॥২১
পাণ্ডবা অপি তৎ সর্ব্বং প্রতিচক্রুর্যথাগতম্।
উদ্ভাবনমকুর্ব্বন্তো বিদুরস্য মতে স্থিতাঃ ॥২২
গুণৈঃ সমুদিতান্ দৃষ্ট্বা পৌরাঃ পাণ্ডুসুতাংস্তদা।
কথয়াঞ্চক্রিরে তেষাং গুণান্ সংসৎসু ভারত ॥২৩
রাজ্যপ্রাপ্তিঞ্চ সম্প্রাপ্তং জ্যেষ্ঠং পাণ্ডুসুতং তদা।
কথয়ন্তি স্ম সম্ভূয় চত্বরেষু সভাসু চ ॥২৪
প্রজ্ঞাচক্ষুরচক্ষুষ্ট্বাদ্ ধৃতরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ(১)।
রাজ্যং ন প্রাপ্তবান্ পূর্ব্বং স কথং নৃপতির্ভবেৎ ॥২৫
তথা শান্তনবো ভীষ্মঃ সত্যসন্ধো মহাব্রতঃ।
প্রত্যাখ্যায় পুরা রাজ্যং ন স জাতু গ্রহীষ্যতি ॥২৬
তে বয়ং পাণ্ডবং জ্যেষ্ঠং তরুণং বৃদ্ধশীলিনম্।
অভিষিঞ্চাম সাধ্বদ্য সত্যং করুণবেদিনম্ ॥২৭

করিলেন এবং পাণ্ডবগণের জাতিবর্গের প্রতি বিদুর ও ভীষ্মের মত লইয়া তাঁহাদের [illegible] করিলেন।১৩-১৬

জনমেজয় বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! আপনি জতুগৃহদাহ ও পাণ্ডবগণের মুক্তির কথা বিস্তার করিয়া বলুন, আমার শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। এই ক্রূর বিষয় সম্বন্ধে কথা বিস্তারিত ভাবে শুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে।১৭-১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে মহারাজ রাজন্! আমি বিস্তারশঃ জতুগৃহদাহ ও পাণ্ডবগণের মুক্তির কথা বলিতেছি, শুনুন।১৯

ভীমসেনকে অত্যন্ত বলবান্ দেখিয়া এবং অর্জ্জুনকে বহুবিদ্যায় সুশিক্ষিত বুঝিয়া দুর্য্যোধনের অত্যন্ত পরিতাপ হইল ও মন বিষণ্ণ হইল।২০

তখন সূর্য্যপুত্র কর্ণ ও সুবলনন্দন শকুনির সহিত দুর্য্যোধন অনেক উপায়ে পাণ্ডবগণকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলেন।২১

পাণ্ডবগণও বিদুরের মতানুসারে সে সব ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া প্রতিরোধ করিলেন, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ করিলেন না।২২

হে ভারত! পাণ্ডবগণকে গুণসম্পন্ন দেখিয়া পুরবাসিগণ সভামধ্যে তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।২৩

সকলে মিলিয়া চত্বর ও সভাতে পাণ্ডবগণের রাজ্যপ্রাপ্তি যে সময়োচিত হইয়াছে এবং উপযুক্ত পাণ্ডবই যে রাজ্যের অধিকারী হইয়াছেন—ইহা স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন।২৪

ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, সুতরাং তিনি রাজ্যের অনধিকারী, সুতরাং তিনি রাজা হইবেন কি প্রকারে?২৫

মহাব্রতশালী সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্ম শান্তনুর পুত্র, তিনিও পূর্ব্বে প্রত্যাখ্যান করিয়া পুনরায় রাজ্য গ্রহণ করিবেন না।২৬

সুতরাং আমরা সকলে মিলিয়া যুবক হইলেও বৃদ্ধের ন্যায় আচার-ব্যবহারসম্পন্ন, সত্যবাদী ও

পাঠান্তর।—(১) [illegible]

ন হি শৌর্য্যং পাণ্ডবেষু [illegible] বর্ত্তিৎ।
[illegible] পুরুষম্ ॥২৮
তেষাং দুর্য্যোধনস্তত্র শ্রুত্বা [illegible] বাক্যানি ভারত।
যুধিষ্ঠিরমুখ্যানাং [illegible] দুর্ম্মনাঃ ॥২৯
[illegible] তেষাং বাক্যং ন চক্ষমে।
[illegible] যুধিষ্ঠিরমুপাগমৎ ॥৩০
[illegible] পৃষ্ঠে। [illegible] প্রতিপূজ্য চ।
[illegible] ॥৩১

দুর্য্যোধন উবাচ।

[illegible]।
[illegible] পাণ্ডবম্ ॥৩২
[illegible]।
[illegible] ॥৩৩

[illegible] পাণ্ডুরাজস্থৈব পুরা।
[illegible] ন লভেৎ ॥৩৪
ন এব [illegible] প্রাপ্তোতি পাণ্ডব।
তত্র পুত্রা [illegible] তথাপি [illegible] ॥৩৫
যে বয়ং বান্ধবশ্রেষ্ঠ বীরাঃ [illegible]।
[illegible] ॥৩৬
[illegible]।
ন [illegible] ॥৩৭
যদি [illegible] পুরা [illegible]।
[illegible] ॥৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং [illegible] শল্যপর্ব্বণি হ্রদপ্রবেশপর্ব্বণি
দুর্য্যোধনযুধিষ্ঠিরসংবাদে চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪০

[illegible] পাণ্ডবগণই যুধিষ্ঠিরকে যাহা অভিহিত করিল ॥২৭

বর্ত্তমান পৃথিবীতে ভীম, নকুল ও তাঁহার পুত্রগণকে [illegible] যথাবিধি [illegible] করিবেন [illegible] নাই ॥২৮

দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন পুরুষসিংহগণের এই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাঁহাদের [illegible] দর্শনে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন ॥২৯

সেই জলস্থিত ধীমান্ তাঁহাদের কথা সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যন্ত [illegible] যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৩০

[illegible] নিকটে পাইয়া তাঁহাকে [illegible] রাজা দুর্য্যোধন সরোবরে থাকিয়া এই কথা বলিলেন ॥৩১

দুর্য্যোধন কহিলেন,—পুরুষসিংহগণ! [illegible] রাজ্যলাভ [illegible]। [illegible] পাণ্ডবগণের ও কৌরবগণের [illegible] করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য করিতে দিলাম ॥৩২

আমাদের এই সকল ভীম [illegible], কারণ, তিনি রাজ্য ভোগ করিতে চান না। সুতরাং পুরুষসিংহ আপনারাই সুখে [illegible] ॥৩৩

আপনারা প্রাপ্য হইলেও অতঃপর আপনি রাজ্যলাভ করেন নাই; সুতরাং পাণ্ডুর বিষয় ও নিজ [illegible] এই [illegible] লাভ করিয়াছিলেন ॥৩৪

পাণ্ডুর এই রাজ্য যদি যুধিষ্ঠির পান, তবে আমার [illegible] রাজ্যের অধিকারী হইবে ॥৩৫

হে কুরুবংশ! [illegible] আমরা সকলে পুত্রগণের সহিত বান্ধবগণের সহিত [illegible] হইয়া এই স্থলে [illegible] হইয়াই থাকিব ॥৩৬

[illegible] করিয়া যাহাতে [illegible] দুঃখভোগ না করিতে হয়, তাহার উপযুক্ত নীতি নির্দ্ধারণ করুন ॥৩৭

হে রাজন্! যদি আপনি পূর্ব্বে এই রাজ্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে আমারও নিয়ম অনুসারেই রাজ্যলাভ করিতাম। তাহা হইলে পুত্রগণের বলিবার কিছুই থাকিত না ॥৩৮

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শল্যপর্ব্বান্তর্গত হ্রদপ্রবেশপর্ব্বে
দুর্য্যোধনযুধিষ্ঠিরসংবাদে চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

(পাণ্ডবান্ বারণাবতং প্রেষয়িতুং ধৃতরাষ্ট্রসমীপে দুর্য্যোধনস্য প্রস্তাবঃ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং শ্রুত্বা(১) তু পুত্রস্য প্রজ্ঞাচক্ষুর্নরাধিপঃ।
কণিকস্য চ বাক্যানি তানি শ্রুত্বা স সর্ব্বশঃ ॥১
ধৃতরাষ্ট্রো দ্বিধাচিত্তঃ শোকার্ত্তঃ সমপদ্যত।
দুর্য্যোধনশ্চ কর্ণশ্চ শকুনিঃ সৌবলস্তথা ॥২
দুঃশাসনচতুর্থাস্তে মন্ত্রয়ামাসুরেকতঃ।
ততো দুর্য্যোধনো রাজা ধৃতরাষ্ট্রমভাষত ॥৩
পাণ্ডবেভ্যো ভয়ং ন স্যাৎ তান্ বিবাসয়তাং ভবান্।
নিপুণেনাভ্যুপায়েন নগরং বারণাবতম্ ॥৪
ধৃতরাষ্ট্রস্তু পুত্রেণ শ্রুত্বা বচনমীরিতম্।
মুহূর্ত্তমিব সঞ্চিন্ত্য দুর্য্যোধনমথাব্রবীৎ ॥৫

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মনিত্যঃ সদা পাণ্ডুস্তথা ধর্ম্মপরায়ণঃ।
সর্ব্বেষু জ্ঞাতিষু তথা ময়ি ত্বাসীদ্(২) বিশেষতঃ ॥৬
নাসৌ কিঞ্চিদ্ বিজানাতি ভোজনাদি চিকীর্ষিতম্।
নিবেদয়তি নিত্যং হি মম রাজ্যং ধৃতব্রতঃ ॥৭
তস্য পুত্রো যথা পাণ্ডুস্তথা ধর্ম্মপরায়ণঃ।
গুণবান্ লোকবিখ্যাতঃ পৌরবাণাং সুসম্মতঃ(৩) ॥৮
স কথং শক্যতেঽস্মাভিরপাকর্ত্তুং বলাদিতঃ।
পিতৃপৈতামহাদ্ রাজ্যাৎ সসহায়ো বিশেষতঃ ॥৯
ভৃতা হি পাণ্ডুনামাত্যা বলঞ্চ সততং ভৃতম্।
ভৃতাঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ তেষামপি বিশেষতঃ ॥১০
তে পুরা সৎকৃতাস্তাত পাণ্ডুনা নাগরা জনাঃ।
কথং যুধিষ্ঠিরস্যার্থে ন নো হন্যুঃ সবান্ধবান্ ॥১১

দুর্য্যোধন উবাচ।

এবমেতন্ময়া(৪) তাত ভাবিতং(৫) দোষমাত্মনি।
দৃষ্ট্বা প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বা অর্থমানেন পূজিতাঃ ॥১২

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনকর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পাণ্ডবগণকে বারণাবতে পাঠাইবার প্রস্তাব।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের কথা শুনিয়া এবং কণিকের কূটরাজনীতির উপদেশ স্মরণ করিয়া দ্বিধাগ্রস্ত হইলেন এবং শোকে আর্ত্ত হইলেন। তখন দুর্য্যোধন পিতার মৌন সম্মতি বুঝিয়া দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির সহিত একযোগে মন্ত্রণা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—"হে পিতঃ! পাণ্ডবগণ হইতে যাহাতে আমাদের ভয় উৎপন্ন না হয়, এইজন্য যে কোন উত্তম উপায়ে আপনি তাহাদিগকে এখান হইতে বারণাবতে নির্বাসিত করুন" ॥১-৪

পুত্রের কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করত ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে বলিলেন ॥৫

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—পাণ্ডু সদা ধর্ম্মপরায়ণ ছিল এবং সকল জ্ঞাতির সহিত বিশেষতঃ আমার প্রতি সর্ব্বদা ধর্ম্মানুকূল ব্যবহার করিত ॥৬

সে উচিত ব্রতসকল পালন করিত, ভোজনাদি কার্য্যকেও কিছুই জানিত না; নিত্যই আমাকে বলিত—"এ রাজ্য আপনারই।" ৭

তাহার পুত্র যুধিষ্ঠিরও পাণ্ডুর ন্যায়ই ধর্ম্মপরায়ণ, গুণবান্, লোকবিখ্যাত এবং পুরবাসিগণের আদরপাত্র ॥৮

সুতরাং পিতৃপৈতামহ এই রাজ্য হইতে বলপূর্ব্বক তাহাকে আমরা কি করিয়া সরাইব, বিশেষতঃ সে সহায়বিশিষ্ট ॥৯

পাণ্ডু অমাত্যগণ, সৈন্যগণ এবং তাহাদের পুত্র-পৌত্রগণকেও ভরণ পোষণ করিয়াছে ॥১০

সেই সব সৈন্য ও নাগরিকগণ সকলেই তাহার

পাঠান্তর:—(১) এবমুক্ত। (২) ময়ীহ।

পাঠান্তর:—(৩) পৌরবাণাং স সম্মতঃ। (৪) এবমেতন্মহী। (৫) ভাবিতঃ।

অস্মৎসংস্থাস্ততো ভবিষ্যতি প্রধানতঃ।
অর্থবর্গঃ সহামাত্যো মৎসংস্থোঽদ্য মহীপতে॥১৩
স ভবান্ পাণ্ডবানাশু বিবাসয়িতুমর্হতি।
মৃদুনৈবাভ্যুপায়েন নগরং বারণাবতম্॥১৪
যদা প্রতিষ্ঠিতং রাজ্যং ময়ি রাজন্ ভবিষ্যতি।
তদা কুন্তী সহাপত্যা পুনরেষ্যতি ভারত॥১৫

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

দুর্য্যোধন মমাপ্যেতদ্ধৃদি সম্পরিবর্ত্ততে।
অভিপ্রায়স্য পাপত্বান্নৈতৎ তু(১) বিবৃণোম্যহম্॥১৬
ন চ ভীষ্মো ন চ দ্রোণো ন চ ক্ষত্তা ন গৌতমঃ।
বিবাস্যমানান্ কৌন্তেয়াননুমংস্যন্তি(২) কর্হিচিৎ॥১৭
সমা হি কৌরবেয়াণাং বয়ং তে চৈব পুত্রক।
নৈতে বিষমমিচ্ছেয়ুর্দ্ধর্ম্মযুক্তা মনস্বিনঃ॥১৮
তে বয়ং কৌরবেয়াণামেতেষাঞ্চ মহাত্মনাম্।
কথং ন বধ্যতাং তাত গচ্ছাম জগতস্তথা॥১৯

দুর্য্যোধন উবাচ।

মধ্যস্থঃ সততং ভীষ্মো দ্রোণপুত্রো ময়ি স্থিতঃ।
যতঃ পুত্রস্ততো দ্রোণো ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ॥২০
কৃপঃ শারদ্বতশ্চৈব যত এতৌ ততো ভবেৎ।
দ্রোণঞ্চ ভাগিনেয়ঞ্চ ন স ত্যক্ষ্যতি(৩) কর্হিচিৎ॥২১
ক্ষত্তার্থবদ্ধস্ত্বস্মাকং প্রচ্ছন্নঃ সংযতঃ(৪) পরৈঃ।
ন চৈকঃ স সমর্থোঽস্মান্ পাণ্ডবার্থেঽভিবাধিতুম্॥২২

রাজা পরিতুষ্ট। তাহারা যুধিষ্ঠিরের জন্য যে আমাদিগকে বধ করিবে না—তাহা কে বলিতে পারে?১১

দুর্য্যোধন বলিলেন,—আপনি যে কথা বলিলেন, তাহা আমিও চিন্তা করিয়াছি। সেইজন্য পূর্ব্ব হইতেই সকল প্রজাবর্গকে অর্থ ও সম্মান দ্বারা বশী করিয়াছি।১২

হে রাজন্! এ সকল রাজকোষ ও মন্ত্রিবর্গ আমার হাতে। সুতরাং মন্ত্রিগণও মৃদুভাবে আমার সহায়ই হইবে।১৩

অতএব আপনি মৃদু উপায় দ্বারা পাণ্ডবগণকে এখন হইতে বারণাবতে নির্ব্বাসিত করুন।১৪

হে ভরতবংশীয় রাজন্! যখন রাজ্য আমাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন কুন্তী পুত্রগণের সহিত পুনরায় ফিরিয়া আসিবেন।১৫

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে দুর্য্যোধন! আমারও অন্তরে ঐরূপই ইচ্ছা, কিন্তু এই অভিপ্রায় পাপমূলক, তাই উহা আমি প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।১৬

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর—ইহারা কেহই পাণ্ডবদের নির্ব্বাসনকে কখনও সমর্থন করিবেন না।১৭

হে পুত্র! ইহারা সকলেই ধার্ম্মিক ও মনস্বী; কৌরব ও পাণ্ডব উভয়ের প্রতি ইঁহাদের সমান দৃষ্টি।১৮

বৎস! এই মহাত্মগণ কুরুবংশীয়েরা ও অন্যান্য সকলেই ক্রুদ্ধ হইয়া যে আমাদের সকলকে বধ করিবেন না, তাহার প্রমাণ কি?১৯

দুর্য্যোধন বলিলেন—ভীষ্ম সর্ব্বদাই মধ্যস্থ, অশ্বত্থামা আমার পক্ষপাতী, পুত্র যাহাদের পক্ষে থাকিবে পিতাও তাহাদের পক্ষেই থাকিবেন। শারদ্বত কৃপও এই দুইজনের মতে থাকিবেন; কারণ, তিনি দ্রোণ ও ভাগিনেয়কে কখনও পরিত্যাগ করিবেন না।২০-২১

ক্ষত্তা বিদুর আমার অর্থে আবদ্ধ; যদিও তিনি গোপনে উঁহাদের প্রতি স্নেহশীল; তথাপি তিনি একক পাণ্ডবদের জন্য আমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবেন না।২২

পাঠান্তর :—(১) পাপত্বান্নৈতচ্চ। (২) কৌন্তেয়ানভিমংস্যন্তি।

পাঠান্তর :—(৩) ন ত্যক্ষ্যতি। (৪) সংবৃতঃ।

স বিবাসয়(১) পাণ্ডুপুত্রান্ সহ মাত্রা প্রবাসয়।
বারণাবতমদ্যৈব যথা যান্তি তথা কুরু ॥২৩
বিনিদ্রকরণং ঘোরং হৃদি শল্যমিবার্পিতম্।
শোকপাবকমুদ্ভূতং কর্ম্মণৈতেন নাশয় ॥২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি জতুগৃহপর্ব্বণি দুর্য্যোধনপরামর্শে একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪১

সুতরাং আপনি কৌশল উদ্ভাবন করিয়া পাণ্ডুপুত্রগণকে মাতার সহিত আজই বারণাবতে নির্বাসিত করুন; যাহাতে তাহারা সত্বর যায়, তাহার ব্যবস্থা করুন ॥২৩

আমাদের নিদ্রানাশকারী হৃদয়ে ঘোর শল্যের ন্যায় বিদ্ধ শোকানল আপনি এই কার্য্য দ্বারা নির্বাপিত করুন ॥২৪

পাঠান্তর :—(১) হবিরঃ

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতায় বৈয়াসিকী আদিপর্ব্বের অন্তর্গত জতুগৃহপর্ব্বে দুর্য্যোধনপরামর্শনামক একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধৃতরাষ্ট্রাদেশেন পাণ্ডবানাং বারণাবতযাত্রা।

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো দুর্য্যোধনো রাজা সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়ঃ(১) শনৈঃ।
অর্থমানপ্রদানাভ্যাং সঞ্জহার সহানুজঃ ॥১
ধৃতরাষ্ট্রপ্রযুক্তাস্তে কেচিৎ কুশলমন্ত্রিণঃ।
কথয়াঞ্চক্রিরে রম্যং নগরং বারণাবতম্ ॥২
অয়ং সমাজঃ সুমহান্ রমণীয়তমো ভুবি।
উপস্থিতঃ পশুপতের্নগরে বারণাবতে ॥৩
সর্ব্বরত্নসমাকীর্ণে পুংসাং দেশে মনোরমে।
ইত্যেবং ধৃতরাষ্ট্রস্য বচনাচ্চক্রিরে কথাঃ ॥৪
কথ্যমানে তথা রম্যে নগরে বারণাবতে।
গমনে পাণ্ডুপুত্রাণাং জজ্ঞে তত্র মতির্নৃপ ॥৫
যদা ত্বমন্যত নৃপো জাতকৌতূহলা ইতি।
উবাচৈতানথ(২) তান্ পাণ্ডবানম্বিকাসুতঃ ॥৬

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পাণ্ডবগণের বারণাবত যাত্রা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ধীরে ধীরে সকল প্রকারে অর্থ ও সম্মান দ্বারা প্রজাগণকে বশীভূত করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক নিযুক্ত কতকগুলি কুশল মন্ত্রী বারণাবতনগরের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা চারিদিকে বলিতে লাগিলেন—"বারণাবত নগর খুবই সুন্দর, সেখানে (শিবরাত্রিতে) শিবের পূজার মহা যে বড় মেলা হয়, তাহা জগতে অতুলনীয়। সেই নগর সর্ব্বরত্নে পরিপূর্ণ এবং মনোহর দেশে।" এই কথা তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ॥১-৪

পাঠান্তর :—(১) সর্ব্বাঃ প্রকৃতীঃ।

পাঠান্তর :—(২) উবাচৈকান্তে।

(অধীতানি চ শাস্ত্রাণি দৃষ্টানি বিবিধানি চ ।
অস্ত্রাণি চ তথা প্রোক্তান্ পৌরুষঞ্চ বিশেষতঃ ॥
উদ্যোগশ্চ আত্মনিগ্রহাদি দমবতঃ ।
[illegible] যজতে চ [illegible] বিদ্ধি চ ॥)
ধৌম্যেন পূজ্যা নিয়তং কর্তব্যা পুনঃ পুনঃ ।
যদীচ্ছথ লোকে ধর্মং ধারয়ধ্বং ॥৭
তে তাভ্যাং যদি মন্ত্রয়ন্তঃ [illegible] ।
নগরং সাম্প্রতক্ষেত্রং(১) [illegible] ॥৮
[illegible] শালিবেশ্ম [illegible] ।
[illegible] সেবা হি দুর্লভঃ ॥৯
কণ্ঠিতং তাসাং [illegible] পৌরাঃ মুখাঃ ।
ইহ বৈ হস্তিনপুরং প্রতিষ্ঠে পুনরেষ্যথ ॥১০

হে পুত্র! [illegible] বলিয়া সেই সময়ে যাইবার জন্য পাণ্ডবগণের ইচ্ছা হইল ॥

যখন ধৃতরাষ্ট্র জানিতে পারিলেন যে, পাণ্ডবেরা বনে যাইবার ইচ্ছা আপনার আপনিই করিয়াছে, তখন তিনি নিজে তাহাদের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিলেন—"হে পুত্রগণ! তোমরা সব শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ এবং গুরু ও দ্রোণাচার্যের নিকট হইতে অস্ত্রবিদ্যা শিখিয়াছ, এবং একটি কথা তোমাদিগকে বলিয়া রাখিতেছি। এই ভাবের সর্ববিষয়ে তাহারা হিতাকাঙ্ক্ষী) আমার এই পুরুষগণ সর্বদাই আমার সমক্ষে আসিয়া বলিতেছে যে, আমাদের মত পৃথিবীতে অন্যকেহ অধিক সুখী ১-৭

হে পুত্রগণ! তোমরা যদি মনে কর যে আমাদের উপর [illegible] থাকিবে, তাহা হইলে দুঃখ ও কুলধর্মের সহিত তথায় যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করিয়া থাকিতে পার। তোমরা যেখানেই থাক তোমরা ধর্ম রক্ষা ও পাণ্ডবগণকে ধনাদি দান করিতে পার। এইভাবে বিজয়ী হইয়া সেখানে কালক্ষেপ করিয়া মঙ্গলের সহিত ফিরিয়া পুনরায় হস্তিনাপুরে চলিয়া আসিবে ৮-১০

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ইত্যুক্তঃ স [illegible] যুধিষ্ঠিরঃ ।
[illegible] অব্রবীত্তম্ ॥১১
ততো ভীষ্মং পাণ্ডবঃ বিদুরঞ্চ মহামতিম্ ।
দ্রোণং বাহ্লিকঞ্চৈব সোমদত্তঞ্চ কৌরবম্ ॥১২
কৃপমাচার্যপুত্রঞ্চ [illegible] ।
রাজানশ্চান্যান্ ব্রাহ্মণাংশ্চ তপোধনান্ ॥১৩
পুরোহিতাংশ্চ পৌরাংশ্চ মান্যানন্যাংশ্চ সর্বশঃ ।
যুধিষ্ঠিরো দীনমনা উবাচেদং বচস্তদা ॥১৪
[illegible] ধৃতরাষ্ট্রস্য শাসনাৎ ॥১৫
প্রসন্নমনসঃ সর্বে পুণ্যা বাচো বিধত্ত চ ।
আশীর্ভির্বর্ধিতানস্মান্ ন পাপং প্রসহিষ্যতি ॥১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! যুধিষ্ঠির বিদুরের কথার ভাব বুঝিয়া নিজেকে দুঃখী অনাথের মত মনে করিলেন এবং "আচ্ছা, তাহাই হইবে" এই কথা বলিলেন ॥১১

অনন্তর যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, দ্রোণ, বাহ্লিক, সোমদত্ত, কৃপাচার্য, যুযুৎসু এবং অন্যান্য মাননীয় রাজগণ, অশ্বত্থামা, পুরোহিত, বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও পুরবাসী আত্মীয় সকলকে তিনি দীনভাবে এই কথা বলিলেন—"আমরা দুর্যোধনের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে অতীব দুঃখিত অরণ্যবিহারপূর্বক বনবাসে যাইতেছি। আপনারা সকলেই প্রসন্ন হইয়া পুণ্য আশীর্বাদ বাক্যের দ্বারা আমাদের কল্যাণ করুন, যেন পাপ আমাদিগকে অভিভূত করিতে না পারে ॥১২-১৬

পাঠান্তর।—(১) [illegible]

এবমুক্তাস্ত তে সর্বে পাণ্ডুপুত্রেণ কৌরবাঃ।
কৃতপ্রদক্ষিণা কৃত্বা তেঽভ্যবর্ত্তন্ত পাণ্ডবান্॥১৭
নগরায় চ পৌরেষু [illegible] সর্ব্বশঃ।
মাতৃ [illegible] পাণ্ডুনন্দনাঃ॥১৮
ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়না [illegible] পাণ্ডবাঃ।
কৃত্বা সর্ব্বাণি কার্য্যাণি প্রযযুর্বারণাবতম্॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি জতুগৃহপর্ব্বণি বারণাবতযাত্রায়াং দ্বিচত্বারিংশদধিকশতত-তমোঽধ্যায়ঃ॥১৪২

এই কথা শুনিয়া তাঁহারা সকলে প্রদক্ষিণ করিয়া পাণ্ডুপুত্রগণের সহিত কতদূর গেলেন এবং 'সকল প্রাণী হইতে তোমাদের মঙ্গল হউক, হে পাণ্ডুনন্দনগণ! তোমাদের কোন অমঙ্গল না হউক'—এই বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।১৭-১৮

তাহার পর বিবিধ পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য সম্পাদন করত রাজপুত্র পাণ্ডবগণ বারণাবতে চলিলেন।১৯

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত জতুগৃহপর্ব্বে বারণাবতযাত্রাপ্রস্তাবক-দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[দুর্য্যোধনস্যাদেশেন বারণাবতে পুরোচনেন জতুগৃহনির্ম্মাণম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তেষু রাজ্ঞা তু পাণ্ডুপুত্রেষু ভারত(১)।
দুর্য্যোধনঃ পরং হর্ষমাজগাম দুরাত্মবান্॥১
স পুরোচনমেকান্তমানীয় ভরতর্ষভ।
গৃহীত্বা দক্ষিণে পাণৌ সচিবং বাক্যমব্রবীৎ॥২
মমেয়ং বসুসম্পূর্ণা পুরোচন বসুন্ধরা।
যথেয়ং মম তদ্বত্তে স তাং রক্ষিতুমর্হসি॥৩
ন হি মে কশ্চিদন্যোঽস্তি বিশ্বাসিকতরস্ত্বয়া।
সহায়ো যেন সন্ধায় মন্ত্রয়েয়ং যথা ত্বয়া॥৪

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের আদেশে পুরোচনকর্ত্তৃক বারণাবতে জতুগৃহনির্ম্মাণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভারত! রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্রগণকে যখন এই কথা বলিলেন, তখন দুরাত্মা দুর্য্যোধন খুব আনন্দিত হইলেন।১ হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি নিজ সচিব পুরোচনকে নির্জন স্থানে লইয়া গিয়া এবং নিজে হাত দিয়া তাহার ডান হাত ধরিয়া তাঁহার প্রতি বলিলেন,—হে পুরোচন! এই বসুপূর্ণা বসুন্ধরা যেমন আমার, তেমনই ইহা তোমারও বটে। অতএব ইহাকে রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য। তোমার মত বিশ্বস্ত সহায় আর কাহাকেও দেখিতেছি না, যাহার সহিত [illegible] পারি।২-৪

পাঠান্তর।—(১) [illegible] পাণ্ডুপুত্রেষু ভারত।

সংরক্ষ তাত মন্ত্রঞ্চ সপত্নাংশ্চ মমোদ্ধর।
নিপুণেনাভ্যুপায়েন যদ্ ব্রবীমি তথা কুরু ॥৫

পাণ্ডবা ধৃতরাষ্ট্রেণ প্রেষিতা বারণাবতম্।
উৎসবে বিহরিষ্যন্তি ধৃতরাষ্ট্রস্য শাসনাৎ ॥৬

স ত্বং রাসভযুক্তেন স্যন্দনেনাশুগামিনা।
বারণাবতমদ্যৈব যথা যাসি তথা কুরু ॥৭

তত্র গত্বা চতুঃশালং গৃহং পরমসংবৃতম্।
নগরোপান্তমাশ্রিত্য(১) কারয়েথা মহাধনম্ ॥৮

শণসর্জ্জরসাদীনি যানি দ্রব্যাণি কানিচিৎ।
আগ্নেয়ান্যুত সন্তীহ তানি সর্ব্বাণি দাপয় ॥৯

সর্পিস্তৈল-বসাভিশ্চ লাক্ষয়া চাপ্যনল্পয়া।
মৃত্তিকাং মিশ্রয়িত্বা ত্বং লেপং কুড্যেষু দাপয় ॥১০

শণং তৈলং ঘৃতঞ্চৈব জতু দারূণি চৈব হি।
তস্মিন্ বেশ্মনি সর্ব্বাণি নিক্ষিপেথাঃ সমন্ততঃ ॥১১

যথা চ তন্ন পশ্যেরন্ পরীক্ষন্তোঽপি পাণ্ডবাঃ।
আগ্নেয়মিতি তৎ কার্য্যমপি চান্যে চ মানবাঃ ॥১২

বেশ্মন্যেবং কৃতে তত্র কৃত্বা তান্ পরমার্চ্চিতান্।
বাসয়েথাঃ পাণ্ডবেয়ান্ কুন্তীঞ্চ সসুহৃজ্জনাম্ ॥১৩

আসনানি চ দিব্যানি যানানি শয়নানি চ।
বিধাতব্যানি পাণ্ডূনাং যথা তুষ্যেত মে পিতা(২) ॥১৪

যথা চ তন্ন জানন্তি নগরে বারণাবতে।
তথা সর্ব্বং বিধাতব্যং যাবৎকালস্য পর্য্যয়ঃ ॥১৫

জ্ঞাত্বা চ তান্ সুবিশ্বস্তান্ শয়ানানকুতোভয়ান্।
অগ্নিস্ত্বয়া ততো দেয়ো দ্বারতস্তস্য বেশ্মনঃ ॥১৬

তাত! তুমি এই মন্ত্রণাকে গোপন রাখিয়া আমার শত্রুগণকে নিপুণ উপায়ে বধ কর। আমি যেমন বলিতেছি, তেমনই কর ॥৫

ধৃতরাষ্ট্রপ্রেরিত পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বারণাবতে উৎসব দেখিতে যাইয়া সেখানে বিহার করিবে ॥৬

তুমি গর্দ্দভবাহিত দ্রুতগামী রথে চড়িয়া আজই বারণাবতে যাহাতে পৌঁছিতে পার, তাহার চেষ্টা কর ॥৭

তুমি সেখানে গিয়া পূর্ব্ব হইতে চারিটি কক্ষবিশিষ্ট এবং একখানা গৃহ নির্ম্মাণ কর, যাহা চারিদিক হইতে সুরক্ষিত ও উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিবে। তাহাতে তুমি যদি মূল্য হয়, অনেক অর্থ ব্যয় (অনেক টাকা) করিতে দ্বিধা করিবে না। গৃহটি যেন নগরের প্রান্তেই হয় ॥৮

শণ, ধূনা প্রভৃতি যাহা যাহা অগ্নিপ্রজ্বালক দ্রব্য আছে, তাহা দিয়াই ঐ গৃহ নির্ম্মাণ কর এবং ঘৃত, তৈল, চর্ব্বি, প্রচুর পরিমাণ লাক্ষা ও মাটি একত্র মিশাইয়া তাহা দিয়া দেওয়াল লেপিয়া দাও। ঐ গৃহের চারিদিকে শণ, তৈল, ঘৃত, লাক্ষা, কাষ্ঠ প্রভৃতি সব একভাবে রাখিবে, যাহাতে পাণ্ডবগণ বা অন্য কেহ তাহা পরীক্ষা করিয়াও না বুঝিতে পারে। গৃহ নির্ম্মাণ করা হইলে তুমি সাদরে কুন্তী ও বান্ধবগণের সহিত পাণ্ডবগণকে তথায় বাস করিবার ব্যবস্থা করিবে ॥৯-১৩

আমার পিতা যাহাতে সন্তুষ্ট হন, এইরূপ দিব্য আসন, শয্যা, যান প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবে। আমাদের অভিপ্রেত সময় না আসা পর্য্যন্ত বারণাবতের কেহ তাহা জানিতে না পারে, তাহার জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিবে ॥১৪-১৫

যখন দেখিবে যে পাণ্ডবগণ কোনরূপ আশঙ্কা না করিয়া বিশ্বস্তভাবে তথায় বাস করিতেছে, তখন একদিন ঐ গৃহদ্বার হইতে গৃহে আগুন লাগাইয়া দিবে ॥১৬

পাঠান্তর।—(১) আয়ুধাগারমাশ্রিত্য।

পাঠান্তর।—(২) [illegible]

দহ্যমানান্ স্বকে গেহে দগ্ধা ইতি ততো জনাঃ।
ন গর্হয়েয়ুরস্মান্ বৈ পাণ্ডবার্থায় কর্হিচিৎ ॥১৭
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় কৌরবায় পুরোচনঃ।
প্রায়াদ্ রাসভযুক্তেন স্যন্দনেনাশুগামিনা ॥১৮
স গত্বা ত্বরিতঃ রাজন্ দুর্যোধনমতে স্থিতঃ।
যথোক্তং রাজপুত্রেণ সর্বং চক্রে পুরোচনঃ ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি জতুগৃহপর্বণি পুরোচনোপদেশে ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৩

লোকে বুঝিবে নিজের ঘরে নিজের দোষেই আগুন লাগিয়াছে; তাহাতে পাণ্ডবদিগের জন্য আমার কেহ নিন্দা করিবে না।১৭

পুরোচন "তাহাই হইবে" এই বলিয়া দুর্যোধনের নিকট প্রতিজ্ঞা করত গর্দভবাহিত দ্রুতগামী রথে যাত্রা করিল।১৮

হে রাজন্! সে তাড়াতাড়ি সেখানে দুর্যোধনের কথায় থাকিয়া রাজপুত্রের উপদেশানুসারে সকল কার্যই পুরোচন সম্পাদন করিল।১৯

শ্রীব্যাসদেবপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত জতুগৃহপর্বে পুরোচনকে দুর্যোধনের উপদেশ নামক ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[পাণ্ডবানাং বারণাবতযাত্রা, ম্লেচ্ছয়া বিদুরস্যোপদেশশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
পাণ্ডবাস্তু রথান্ যুক্তান্ সদশ্বৈরনিলোপমৈঃ।
আরোহমাণা ভীষ্মস্য পাদৌ জগৃহুরার্তবৎ ॥১
রাজ্ঞশ্চ ধৃতরাষ্ট্রস্য দ্রোণস্য চ মহাত্মনঃ।
অন্যেষাঞ্চৈব বৃদ্ধানাং কৃপস্য বিদুরস্য চ ॥২
এবং সর্বান্ কুরূন্ বৃদ্ধানভিবাদ্য যতব্রতাঃ।
সমালিঙ্গ্য সমানান্ বৈ বালৈশ্চাপ্যভিবাদিতাঃ ॥৩

সর্বা মাতৄস্তথাপৃষ্ট্বা কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্।
সর্বাঃ প্রকৃতয়শ্চৈব প্রযযুর্বারণাবতম্(১) ॥৪

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের বারণাবত যাত্রা এবং তাঁহাদের প্রতি বিদুরের উপদেশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডবগণ বায়ুবেগগামী অশ্ববাহিত রথে আরোহণ করিবার সময় আর্তের ন্যায় ভীষ্মের চরণযুগল স্পর্শ করিলেন। এবং ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর প্রভৃতি অন্যান্য বৃদ্ধগণকে প্রণাম করত সমবয়স্কগণকে আলিঙ্গন করিলেন; বালকগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিল।১-৩

সকল জননীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করত বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রজাগণের সহিত বারণাবতের দিকে প্রস্থানে উদ্যত হইলেন।৪

পাঠান্তর:—(১) প্রকৃতিভিঃ সর্বাভিঃ প্রযযুর্বারণাবতম্।

বিদুরশ্চ মহাপ্রাজ্ঞস্তথান্যে কুরুপুঙ্গবাঃ।
পৌরাশ্চ পুরুষব্যাঘ্রানন্বযুঃ শোককর্শিতাঃ ॥৫
তত্র কেচিদ্ ব্রুবন্তি স্ম ব্রাহ্মণা নির্ভয়াস্তদা(১)।
দীনান্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডুসুতানতীব ভৃশদুঃখিতাঃ ॥৬
বিষমং পশ্যতে রাজা সর্ব্বথা স সুমন্দধীঃ।
কৌরব্যো ধৃতরাষ্ট্রস্তু ন চ ধর্ম্মং প্রপশ্যতি ॥৭
ন হি পাপমপাপাত্মা রোচয়িষ্যতি পাণ্ডবঃ।
ভীমো বা বলিনাং শ্রেষ্ঠঃ কৌন্তেয়ো বা ধনঞ্জয়ঃ ॥৮
কুত এব মহাত্মানৌ মাদ্রীপুত্রৌ করিষ্যতঃ।
তদ্ রাজ্যং পিতৃতঃ প্রাপ্তান্ ধৃতরাষ্ট্রো ন
মৃষ্যতে ॥৯
অধর্ম্মমখিলং কথং ভীষ্মোঽনুমন্যতে।
বিবাস্যমানানস্থানে নগরে যোঽভিমন্যতে ॥১০
পিতেব হি নৃপোঽস্মাকমভূচ্ছান্তনবঃ পুরা।
বিচিত্রবীর্য্যো রাজর্ষিঃ পাণ্ডুশ্চ কুরুনন্দনঃ ॥১১

মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর এবং অন্যান্য কুরুবংশপ্রধান লোকেরা এবং পুরবাসীরা পাণ্ডবগণের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কতিপয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা পাণ্ডবদের অত্যন্ত দুঃখিত ও দীনভাবাপন্ন দেখিয়া নির্ভয়ে বলিতে লাগিলেন —"এই কুরুবংশের অধিপতি রাজা ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি না করিয়া পাণ্ডবগণকে বিষম দৃষ্টিতে দেখেন। পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির, মহাবলী ভীম এবং কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন কখনও পাপ কর্ম্ম করিবেন না। সুতরাং তাঁহাদের কনিষ্ঠ মহাত্মা মাদ্রীপুত্রদ্বয়ও তাহা করিবেন না। তাঁহারা পৈতৃক রাজ্য পাইলেও ধৃতরাষ্ট্রনন্দনগণের প্রতি কখনও অন্যায় আচরণ করিবেন না। তথাপি ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে ঈর্ষা করেন। তাঁহাদিগকে অন্যায়ভাবে বারণাবতে নির্ব্বাসিত করিবার অন্যায় কার্য্যের অনুমোদন করিয়া ভীষ্মই বা কেন অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিতেছেন ।১০

স তস্মিন্ পুরুষব্যাঘ্রে দেবভাবং গতে সতি।
রাজপুত্রানিমান্ বালান্ ধৃতরাষ্ট্রো ন মৃষ্যতে ॥১২
বয়মেতদনিচ্ছন্তঃ সর্ব্ব এব পুরোত্তমাৎ।
গৃহান্ বিহায় গচ্ছামো যত্র গন্তা যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৩
তাংস্তথাবাদিনঃ পৌরান্ দুঃখিতান্ দুঃখকর্শিতঃ।
উবাচ পরমপ্রীতো ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৪
পিতা মান্যো গুরুঃ শ্রেষ্ঠো যদাহ পৃথিবীপতিঃ।
অশঙ্কমানৈস্তৎ কার্য্যমস্মাভিরিতি নো ব্রতম্ ॥১৫
ভবন্তঃ সুহৃদোঽস্মাকমস্মান্ কৃত্বা প্রদক্ষিণম্।
প্রতিনন্দ্য তথাশীর্ভির্নিবর্ত্তধ্বং যথাগৃহম্ ॥১৬
যদা তু কার্য্যমস্মাকং ভবদ্ভিরুপপৎস্যতে।
তদা করিষ্যথাস্মাকং প্রিয়াণি চ হিতানি চ ॥১৭
এবমুক্তাস্তদা পৌরাঃ কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
আশীর্ভিরভিনন্দ্যৈতান্ জগ্মুর্নগরমেব হি ॥১৮

পূর্ব্বকালে এই শান্তনুনন্দন ভীষ্ম আমাদিগকে পিতার ন্যায় পালন করিয়াছেন। সেইরূপ বিচিত্রবীর্য্য ও রাজর্ষি পাণ্ডুও আমাদিগকে পিতার ন্যায় পালন করিয়াছেন। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু স্বর্গারোহণ করিবার পর হইতেই এই ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্রগণকে আর সহ্য করিতে পারে না। আমরা ইহা চাহি না; আমরা সকলেই এই পুরী পরিত্যাগ করিয়া যেখানে যুধিষ্ঠির যান, সেইখানেই যাইব" ।১০-১৩

দুঃখিত পৌরবাসিগণকে ঐরূপ বলিতে দেখিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখিত হইলেও তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাদের পিতৃতুল্য মাননীয় ও গুরুজন; তিনি যাহা বলেন, অশঙ্কিতচিত্তে আমাদের তাহা করা উচিত। আপনারা আমাদের সুহৃৎ; আপনারা আমাদিগকে প্রদক্ষিণ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া নগরে ফিরিয়া যাউন; কোন কাজের জন্য যখন আপনাদের প্রয়োজন হইবে,

---

পাঠান্তর :—(১) লোকবাদ্যাস্তদা।

শৌচেন্ বিনিয়তেন্ বিজ্ঞঃ [illegible] ।
যোগেন্ পাতঞ্জলোক্তেন [illegible] ॥১৯

গ্রাহ্যং গ্রাহকপ্রমাণাঢ্যঃ প্রমাণজ্ঞবিদ্ যতঃ ।
গ্রাহ্যং গ্রাহকং প্রমাণঞ্চ প্রমাণজ্ঞং
[illegible] ॥২০

যো জানাতি [illegible] ।
বিজ্ঞানেন তথা বুদ্ধ্যা [illegible] ॥২১

অশোচ্যং [illegible] ।
যো বেত্তি ন [illegible] ॥২২

[illegible] মহাত্মনে বিলোকনে ।
ন [illegible] যো [illegible] ॥২৩

নাভূর্বেতি [illegible] ।
নাড়িম্(বিজ্ঞানং বি(১) [illegible] ॥২৪
[illegible] ।
[illegible] ॥২৫

[illegible] বিদ্যার্থে [illegible] ।
[illegible] ॥২৬

তবে আপনারা সকলে মিলিয়া আমাকে [illegible] কার্য করিতে দিন মুনি [illegible]" ॥১৮-১৯

যুধিষ্ঠির এই কথা [illegible] আশীর্বাদ ও প্রদক্ষিণ করিয়া [illegible] গেলেন ॥১৮

[illegible] যুধিষ্ঠিরকে [illegible] যোগের [illegible] বলিতে লাগিলেন—"গ্রাহ্য অর্থাৎ [illegible] প্রমাণদ্বারা [illegible] ও গ্রাহক অর্থাৎ [illegible] বুদ্ধিমান্ (বিজ্ঞ) প্রমাণজ্ঞ ([illegible]) যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন। তিনি যাহা বলিলেন তাহা [illegible] (বুদ্ধিমান্ই) [illegible] ([illegible]) বলিতে পারে এবং প্রমাণজ্ঞই ([illegible]) প্রমাণকে ([illegible]) বলিতে পারে। অর্থাৎ বিদুরের উক্তি এমন [illegible] ছিল যে, [illegible] ব্যক্তি তাহার [illegible] বুঝিবেন এবং [illegible] বুঝিবেন ॥১৯-২০

যে ব্যক্তি [illegible] বুদ্ধিকে নিশ্চল করিয়া [illegible] ব্যবস্থা করে, সে [illegible] বিপদ্ হইতে উদ্ধার পায় ॥২১

শৌচের দ্বারা নিশ্চিত [illegible] যে [illegible] বুদ্ধি [illegible] বুদ্ধি [illegible] সেই বুদ্ধি [illegible] বিনাশ করিতে পারে না ॥২২

[illegible] অর্থাৎ [illegible] পরিপূর্ণ [illegible] বিনাশী এবং [illegible] অর্থাৎ [illegible] ([illegible]) [illegible] (বিদুর হইতেও) বিলোকন অর্থাৎ [illegible] বুদ্ধি প্রভৃতি [illegible] বিনাশ করিতে পারে না—ইহা বুঝিয়া যে [illegible] বলা হয়, সেই [illegible] ॥২৩

যে পদ, সেই পদ দেখিতে পায় না এবং বিদ্বিক্ষিপ্ত বুঝিতে পারে না এবং যাহার [illegible] নাই, সেই বিবেকবুদ্ধি [illegible]—এই [illegible] বুদ্ধিতে [illegible] থাকিবে, অর্থাৎ যে [illegible] থাকিবে, সেই [illegible] পথ, [illegible] বিষ্ণু, [illegible] পূর্ণ হইতেই [illegible] করিয়া থাকিবে, তাহাতে [illegible] অসুবিধা না হয় ॥২৪

[illegible] অর্থাৎ [illegible] (যদি) [illegible] করিতে অর্থাৎ [illegible] পূর্ণ [illegible] এবং [illegible] অর্থাৎ [illegible] [illegible] করিয়া ([illegible] বদ্ধ করিয়া)

পাঠান্তর।—(১) নাড়িম্ বিজ্ঞানমিতি—

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ।
বিদুরং বিদুষাং শ্রেষ্ঠং জ্ঞাতমিত্যেব পাণ্ডবঃ ॥২৭
অনুশিষ্যানুগম্যৈতান্ কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্।
পাণ্ডবানভ্যনুজ্ঞায় বিদুরঃ প্রযযৌ গৃহান্ ॥২৮
নিবৃত্তে বিদুরে চাপি ভীষ্মে পৌরজনে তথা।
অজাতশত্রুমাসাদ্য কুন্তী বচনমব্রবীৎ ॥২৯
ক্ষত্তা যদব্রবীদ্ বাক্যং জনমধ্যেঽব্রুবন্নিব।
ত্বয়া চ স তথেত্যুক্তো জানীমো ন চ তদ্ বয়ম্ ॥৩০
যদ্যেতচ্ছক্যমস্মাভির্জ্ঞাতুং ন চ সদোষবৎ।
শ্রোতুমিচ্ছামি তৎ সর্ব্বং সংবাদং তব তস্য চ ॥৩১

যুধিষ্ঠির উবাচ।
গৃহাদগ্নিশ্চ বোদ্ধব্য ইতি মাং বিদুরোঽব্রবীৎ।
পন্থাশ্চ বো নাবিদিতঃ কশ্চিৎ স্যাদিতি ধর্ম্মবিৎ ॥৩২
জিতেন্দ্রিয়শ্চ বসুধাং প্রাপ্স্যসীতি চ মেঽব্রবীৎ।
বিজ্ঞাতমিতি তৎ সর্ব্বমিত্যুক্তো বিদুরো ময়া ॥৩৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অষ্টমেঽহনি রোহিণ্যাং প্রযাতাঃ ফাল্গুনস্য তে।
বারণাবতমাসাদ্য দদৃশুর্নাগরং জনম্ ॥৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আদিপর্ব্বণি জতুগৃহপর্ব্বণি পাণ্ডববারণাবতগমনে চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩৪

বিবরে থাকিলে আগুন হইতে মুক্ত হইবে ।২৫

[illegible] বেশী করিলেই লোকে পথের বিষয় জানে হয় এবং নক্ষত্র (ধ্রুব প্রভৃতি) দেখিয়াই দিক্ নির্ণয় করা চলে। কিন্তু যিনি পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে (পাঁচ শত্রুকে) নিজের বশীভূত রাখিতে পারেন অর্থাৎ একভাবে রাখিলে (শত্রুকর্ত্তৃক) নিপীড়িত হইবার সম্ভাবনা নাই ।২৬

বিদ্বান্‌গণের শ্রেষ্ঠ এই কথাগুলি বলিয়া থামিলে, যুধিষ্ঠির বিদুরকে বলিলেন—"আমি আপনার কথা সবই বুঝিতে পারিয়াছি" ।২৭

এইরূপে বার বার পাণ্ডবগণকে অনুশাসন করিয়া এবং বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুগমন করিয়া প্রদক্ষিণ করত বিদুর নিজ গৃহে ফিরিলেন ।২৮

যখন বিদুর, ভীষ্ম ও পৌরজনগণ নিবৃত্ত হইলেন, তখন কুন্তীদেবী যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া বলিলেন—"ক্ষত্তা (বিদুর) অনেক লোকের মধ্যে যে কথাগুলি না বলার মত বলিয়া গেল এবং তুমি যে বলিলে "আমি সকল বুঝিয়াছি"—আমরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যদি তাহা আমাদিগের বুঝিবার যোগ্য হয় এবং আমরা জানিলে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে তোমাদের উভয়ের কথার সব আমি জানিতে চাই" ।২৯-৩১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মাতঃ! ধর্ম্মবিৎ বিদুর আমাকে বলিলেন,—'যে গৃহে তোমাদিগকে থাকিতে দেওয়া হইবে, ঐ গৃহ হইতে আগুনের ভয় আছে; সেখানকার সমস্ত পথঘাট যেন তোমাদের অবিদিত না থাকে; যদি জিতেন্দ্রিয় হইতে পার, তবে সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করিতে পারিবে'—এই কথাগুলি তিনি আমাকে বলিলেন এবং আমিও উত্তরে বলিলাম যে, আমি সবই বুঝিয়াছি ।৩২-৩৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ফাল্গুন মাসের রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী তিথিতে পাণ্ডবগণ যাত্রা করিয়া বারণাবতে পৌঁছিয়া নগরবাসিগণকে দর্শন করিলেন ।৩৪

হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশপ্রণীত ভারতকৌমুদীসহিত মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত জতুগৃহপর্ব্বে
পাণ্ডবগণের বারণাবতগমন নামক চতুস্ত্রিংশদধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

---

* শ্লোকের বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে,—
[illegible] অগ্নি হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সেখানকার সব পথ জানিয়া রাখিবে, তাহা হইলে অগ্নি হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারিবে।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[বারণাবতে পাণ্ডবানাম্ অভিনন্দনম্, পুরোচনেন জতুগৃহে তেষাং বাসস্য ব্যবস্থা, যুধিষ্ঠির-ভীমসেনয়োঃ কথোপকথনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়ো নগরাদ্ বারণাবতাৎ।
সর্ব্বমঙ্গলসংযুক্তা যথাশাস্ত্রমতন্দ্রিতাঃ ॥১
শ্রুত্বাগতান্ পাণ্ডুপুত্রান্ নানাযানৈঃ সহস্রশঃ।
অভিজগ্মুর্নরশ্রেষ্ঠান্ শ্রুত্বৈব পরয়া মুদা ॥২
তে সমাসাদ্য কৌন্তেয়ান্ বারণাবতকা জনাঃ।
কৃত্বা জয়াশিষঃ সর্ব্বে পরিবার্য্যোপতস্থিরে ॥৩
তৈর্বৃতঃ পুরুষব্যাঘ্রো ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
বিবভৌ দেবসঙ্কাশো বজ্রপাণিরিবামরৈঃ ॥৪
সৎকৃতাশ্চৈব পৌরৈস্তে পৌরান্ সৎকৃত্য চানঘাঃ।
অলঙ্কৃতং জনাকীর্ণং বিবিশুর্বারণাবতম্ ॥৫
তে প্রবিশ্য পুরং বীরাস্তূর্ণং জগ্মুরথো গৃহান্।
ব্রাহ্মণানাং মহীপাল রতানাং স্বেষু কর্ম্মসু ॥৬
নগরাধিকৃতানাঞ্চ গৃহাণি রথিনাং তথা।
উপতস্থুর্নরশ্রেষ্ঠা বৈশ্য-শূদ্র-গৃহাণ্যপি ॥৭
অর্চ্চিতাশ্চ নরৈঃ পৌরৈঃ পাণ্ডবা ভরতর্ষভ।
জগ্মুরাবসথং পশ্চাৎ পুরোচনপুরস্কৃতাঃ ॥৮
তেভ্যো ভক্ষ্যাণি পানানি শয়নানি শুভানি চ।
আসনানি চ মুখ্যানি প্রদদৌ স পুরোচনঃ ॥৯
তত্র তে সৎকৃতাস্তেন সুমহার্হপরিচ্ছদাঃ।
উপাস্যমানাঃ পুরুষৈরূষুঃ পুরনিবাসিভিঃ(১) ॥১০
দশরাত্রোষিতানান্তু তত্র তেষাং পুরোচনঃ।
নিবেদয়ামাস গৃহং শিবাখ্যমশিবং তদা ॥১১
তত্র তে পুরুষব্যাঘ্রা বিবিশুঃ সপরিচ্ছদাঃ।
পুরোচনস্য বচনাৎ কৈলাসমিব গুহ্যকাঃ ॥১২

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[বারণাবতে পাণ্ডবগণের অভিনন্দন, পুরোচন কর্ত্তৃক জতুগৃহে তাঁহাদের বাসব্যবস্থা এবং যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনের কথোপকথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বারণাবতে যুধিষ্ঠিরের আগমন সংবাদ শুনিয়া আলস্যশূন্যপূর্ব্বক হর্ষভরে নানাবিধ যানে আরোহণ করিয়া নাগরিকগণ হাজারে হাজারে নানাবিধ মঙ্গলদ্রব্য লইয়া শাস্ত্রানুসারে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন ॥১-২

বারণাবতের নাগরিকগণ 'জয়' শব্দ দ্বারা পুরুষশ্রেষ্ঠদের অভ্যর্থনা করত তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন ॥৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ দেবতুল্য যুধিষ্ঠির বারণাবতের নাগরিকগণে পরিবৃত হইয়া দেবগণের সহিত ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৪

পুরবাসিগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া নিষ্পাপ পাণ্ডবেরাও পুরবাসিগণকে অভিনন্দিত করিলেন এবং তাঁহারা সজ্জিত নানা লোকে পরিপূর্ণ বারণাবত নগরে প্রবেশ করিলেন ॥৫

হে রাজন্! পাণ্ডবগণ পুরীর প্রবেশ করিয়া প্রথমেই ত্বরায় নিজ কর্ম্মরত ব্রাহ্মণগণের গৃহে গেলেন ॥৬

অনন্তর তাঁহারা নগরাধিকৃত রাজপুরুষগণের এবং নাগরিক বৈশ্য ও শূদ্রগণের গৃহে পদার্পণ করিলেন ॥৭

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পুরবাসিগণের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিয়া পরে তাঁহারা পুরোচনপ্রদর্শিত পথে নিজ বাসস্থানে গেলেন ॥৮

পুরোচন তাঁহাদিগকে ভক্ষ্য, পেয়, শয্যা ও শ্রেষ্ঠ আসনসমূহ প্রদান করিল ॥৯

অনন্তর মহামূল্য পরিচ্ছদে বিভূষিত ও নাগরিকগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন ॥১০

পাঠান্তর :—(১) পুরবাসিভিঃ।

তদাগারমবেক্ষ্যাথ সর্ব্বধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
উবাচাগ্নেয়মিত্যেবং ভীমসেনং যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৩
বসাগন্ধং(১) সমাঘ্রায় সর্পির্জ্জতুবিমিশ্রিতম্।
কৃতং হি ব্যক্তমাগ্নেয়মিদং বেশ্ম পরন্তপ ॥১৪
শণসর্জ্জরসং ব্যক্তমানীয় গৃহকর্ম্মণি।
মুঞ্জবল্বজবংশাদি দ্রব্যং সর্ব্বং ঘৃতোক্ষিতম্ ॥১৫
শিল্পিভিঃ সুকৃতং হ্যাপ্তৈর্বিনীতৈর্বেশ্মকর্ম্মণি।
বিশ্বস্তং মাময়ং পাপো দগ্ধুকামঃ পুরোচনঃ ॥১৬
তথা হি বর্ত্ততে মন্দঃ সুযোধনবশে স্থিতঃ।
ইমাং তু তাং মহাবুদ্ধির্বিদুরো দৃষ্টবাংস্তদা ॥১৭
আপদং তেন মাং পার্থ স সম্বোধিতবান্ পুরা।
তে বয়ং বোধিতাস্তেন নিত্যমস্মদ্ধিতৈষিণা ॥১৮
পিত্রা কনীয়সা স্নেহাদ্ বুদ্ধিমন্তোঽশিবং গৃহম্।
অনার্য্যৈঃ সুকৃতং গূঢ়ৈর্দুর্য্যোধনবশানুগৈঃ ॥১৯

ভীমসেন উবাচ।

যদীদং গৃহমাগ্নেয়ং বিহিতং মন্যসে ভবান্।
তত্রৈব সাধু গচ্ছামো যত্র পূর্ব্বোষিতা বয়ম্ ॥২০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ইহ যত্তৈর্নিরাকারৈর্বস্তব্যমিতি রোচয়ে।
অপ্রমত্তৈর্বিচিন্বদ্ভির্গতিমিষ্টাং ধ্রুবামিতঃ ॥২১
যদি বিন্দেত চাকারমস্মাকং স পুরোচনঃ।
ক্ষিপ্রকারী ততো ভূত্বা প্রসহ্যাপি দহেত নঃ(২) ॥২২
নায়ং বিভেত্যুপক্রোশাদধর্ম্মাদ্ বা পুরোচনঃ।
তথা হি বর্ত্ততে মন্দঃ সুযোধনবশে স্থিতঃ ॥২৩

সেই স্থানে দশ রাত্রি অবস্থানের পর পুরোচন আসিয়া তাঁহাদিগকে নূতন গৃহের সংবাদ দিল; ঐ গৃহের নাম ছিল "শিব ভবন" কিন্তু বস্তুতঃ উহা অশিব ভবন ছিল ।১১

পুরোচনের অনুরোধে তাঁহারা পরিচ্ছদ প্রভৃতি সহিত কৈলাস পর্ব্বতে গুহ্যকগণের (যক্ষগণের) ন্যায় সেই ভবনে প্রবেশ করিলেন ।১২

সেই গৃহ ভালভাবে লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মাত্মা সেই যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে বলিলেন,—"ইহা দাহের [illegible]" ।১৩

হে রাজন্! তাঁহারা সেই গৃহে ঘৃত, চর্ব্বি, তৈল, জতু প্রভৃতি আগ্নেয় দ্রব্যসমূহের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া বুঝিলেন যে, উহা আগ্নেয় (অগ্নিময়) গৃহ ।১৪

"শণ, ধুনা প্রভৃতি আনিয়া মুঞ্জ, বল্বজ, বাঁশ প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ ঘৃতের দ্বারা অভিষিক্ত করত গৃহ নির্ম্মাণের উপযোগী বিশ্বস্ত বিনীত শিল্পিগণের দ্বারা এই গৃহ পুরোচন নির্ম্মাণ করিয়াছে—আমাদিগকে পোড়াইবার জন্য। আমরা যখন বিশ্বস্তভাবে এখানে বাস করিতে থাকিব, তখন দুর্য্যোধনের বশীভূত ঐ পাপী ও মূঢ় পুরোচন আমাদিগকে দগ্ধ করিবে। হে পার্থ! মহাবুদ্ধি বিদুর ইহা জানিতে পারিয়া আমাকে এই বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করিয়াছেন। তিনি আমার পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও বুদ্ধিমান, হিতকারী এবং আমাদের প্রতি স্নেহশীল, এইজন্য দুর্য্যোধনের বশীভূত হীন দুর্জ্জন লোকের নির্ম্মিত অমঙ্গল গৃহের কথা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন ।১৫-১৯

ভীমসেন বলিলেন,—যদি আপনি ইহা নিশ্চিতভাবে বুঝিয়াছেন যে, এই গৃহ দাহের জন্যই, তবে আমরা পূর্ব্বোষিত গৃহেই যাইব ।২০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আমাদের কর্ত্তব্য এইখানেই সর্ব্বদা সাবধানে অবস্থান করা এবং এখান হইতে আমাদের নিরাপদ স্থানে যাইবার পথ অনুসন্ধান করিয়া রাখা—আমার ইহাই যুক্তিযুক্ত মনে হইতেছে ।২১

যদি পুরোচন বুঝিতে পারে যে, আমরা তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা হইলে সে তাড়াতাড়ি আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিবার চেষ্টা করিতে পারে ।২২

পাঠান্তর :—(১) বিস্রগন্ধ ।

পাঠান্তর :—(২) প্রসহ্যাপি দহেৎ সঃ ।

যদি চেদ্ দহ্যেমহি বয়ং ভীষ্মোঽস্মাকং পিতামহঃ।
কোপং কুর্য্যাৎ কিমর্থং বা কৌরবান্ কোপয়েত সঃ ।২৪

অথবাপীহ দহ্যেম ভীষ্মোঽস্মাকং পিতামহঃ।
ধর্ম্ম ইত্যেব কুপ্যেরন্ যে চান্যে কুরুপুঙ্গবাঃ ।২৫

বয়ন্তু যদি দাহস্য বিভ্যতঃ প্রদ্রবেমহি।
স্পশৈর্নো ঘাতয়েৎ(১) সর্ব্বান্ রাজ্যলুব্ধঃ সুযোধনঃ ।২৬

অপদস্থান্ পদে তিষ্ঠন্নপক্ষান্ পক্ষসংস্থিতঃ।
হীনকোশান্ মহাকোশঃ প্রয়োগৈর্ঘাতয়েদ্ ধ্রুবম্ ।২৭

তদস্মাভিরিমং পাপং তঞ্চ পাপং সুযোধনম্।
বঞ্চয়দ্ভির্নিবস্তব্যং ছন্নাবাসং ক্বচিৎ ক্বচিৎ ।২৮

তে বয়ং মৃগয়াশীলাশ্চরাম বসুধামিমাম্।
তথা নো বিদিতা মার্গা ভবিষ্যন্তি পলায়তাম্ ।২৯

ভৌমঞ্চ বিলমদ্যৈব করবাম সুসংবৃতম্।
গূঢ়শ্বাসান্ন নস্তত্র হুতাশঃ সম্প্রধক্ষ্যতি ।৩০

বসতোঽত্র যথা চাস্মান্ ন বুধ্যেত পুরোচনঃ।
পৌরো বাপি জনঃ কশ্চিৎ তথা কার্য্যমতন্দ্রিতৈঃ ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি জতুগৃহপর্ব্বণি
ভীমসেন-যুধিষ্ঠিরসংবাদে পঞ্চচত্বারিংশদধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ।১৪৫

এই দুষ্ট পুরোচন দুর্য্যোধনের অর্থে বশীভূত; সুতরাং সে অধর্ম্ম বা অপবাদের ভয় করিবে না।২৩

যদি আমাদিগকে এখানে পোড়াইয়া ফেলে, তবে হয়ত পিতামহ ভীষ্ম কৌরবগণের উপর ক্রোধ করিতে পারেন; কিন্তু তাহাই বা তিনি কাহার জন্য করিবেন, যদি আমরা মরিয়াই যাই?২৪

আমরা দগ্ধ হইলে পিতামহ ভীষ্ম কিংবা অন্যান্য কুরুশ্রেষ্ঠগণ ধর্ম্মবোধে উহার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন (তাহাতে আমাদের কি লাভ? আমরা তো মরিয়াই গেলাম)।২৫

যদি আমরা দাহের ভয়ে এখান হইতে পলাইয়া যাই, তবে রাজ্যলোভী দুর্য্যোধন গুপ্তচর দ্বারা আমাদিগকে বধ করিতে পারে।২৬

স্বয়ং পদস্থ অপদস্থকে, প্রবলপক্ষশালী পক্ষশূন্যদিগকে এবং কোষবলে বলীয়ান্ পুরুষ কোষহীনকে গুপ্ত উপায়ে অনায়াসে বধ করিতে পারে।২৭

সুতরাং আমরা এইভাবেই পাপী দুর্য্যোধন ও তাহার প্রেরিত পাপী পুরোচনকে বঞ্চনা করিয়া কোন গুপ্তস্থানে বাস করিব (এবং থাকিতে গোপনে পলাইয়া যাইব)।২৮

আমরা এখানে মৃগয়াচ্ছলে নানা দেশই চিনিয়া লইব এবং পলায়নের সময়ে পথ আমাদের পরিচিত থাকিবে।২৯

আজই গোপনে মাটিতে সুরঙ্গ তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিব। আমরা নিশ্বাস পর্য্যন্ত গোপন রাখিব। ঐ সুরঙ্গে অগ্নি আমাদিগকে দগ্ধ করিতে পারিবে না।৩০

এখানে বাস করা অবস্থায় আমাদের এই কার্য্য ও অভিপ্রায় যাহাতে পুরোচন বা কোন নাগরিকও বুঝিতে না পারে, তাহার জন্য আমাদিগকে অতন্দ্র সাবধান থাকিতে হইবে।৩১

পাঠান্তর।—(১) নাশয়েৎ সর্ব্বান্।

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত মহাভারতে আদিপর্ব্বে জতুগৃহপর্ব্বে ভীমসেন-যুধিষ্ঠিরসংবাদে
পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ষট্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[বিদুরপ্রেরিত-খনকস্য পরিখাখননম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিদুরস্য সুহৃৎ কশ্চিৎ খনকঃ কুশলঃ ক্বচিৎ।
বিবিক্তে পাণ্ডবান্ রাজন্নিদং বচনমব্রবীৎ ॥১
প্রহিতো বিদুরেণাস্মি খনকঃ কুশলো ভৃশম্।
পাণ্ডবানাং প্রিয়ং কার্যমিতি কিং করবাণি বঃ ॥২
প্রচ্ছন্নং বিদুরেণোক্তঃ শ্রেয়স্ত্বমিহ পাণ্ডবান্।
প্রতিপাদয় বিশ্বাসাদিতি কিং করবাণি বঃ ॥৩
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যাং রাত্রাবস্য পুরোচনঃ।
ভবনস্য তব দ্বারি প্রদাস্যতি হুতাশনম্ ॥৪
মাত্রা সহ প্রদগ্ধব্যাঃ পাণ্ডবাঃ পুরুষর্ষভাঃ।
ইতি ব্যবসিতং তস্য ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্মতেঃ ॥৫
কিঞ্চিচ্চ বিদুরেণোক্তো ম্লেচ্ছবাচাসি পাণ্ডব।
ত্বয়া চ তৎ তথেত্যুক্তমেতদ্ বিশ্বাসকারণম্ ॥৬
উবাচ তং সত্যধৃতিঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অভিজানামি সৌম্য ত্বাং সুহৃদং বিদুরস্য বৈ ॥৭
শুচিমাপ্তং প্রিয়ঞ্চৈব সদা চ দৃঢ়ভক্তিকম্।
ন বিদ্যতে কবেঃ কিঞ্চিদভিজ্ঞানপ্রয়োজনম্ ॥৮
যথা তস্য তথা নস্ত্বং নির্বিশেষা বয়ং ত্বয়ি।
ভবতঃ স্ম যথা তস্য পালয়াস্মান্ যথা কবিঃ ॥৯
ইদং শরণমাগ্নেয়ং মদর্থমিতি মে মতিঃ।
পুরোচনেন বিহিতং ধার্তরাষ্ট্রস্য শাসনাৎ ॥১০
স পাপঃ কোশবাংশ্চৈব সসহায়শ্চ দুর্মতিঃ।
অস্মানপি চ পাপাত্মা নিত্যকালং প্রবাধতে ॥১১

ষট্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[বিদুরকর্তৃক প্রেরিত খনকের দ্বারা সুরঙ্গ খনন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! বিদুরের সুহৃৎ একজন নিপুণ খনক (সুড়ঙ্গনির্মাতা) ছিল। বিদুরের আদেশে সে পাণ্ডবদের নিকট আসিয়া নির্জনে এই কথা বলিল—আমি খননকার্যে নিপুণ, বিদুর আমাকে পাঠাইয়াছেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন 'তুমি বিশ্বস্তভাবে পাণ্ডবগণের প্রিয় কার্য সাধন করিবে।' তাই আমি আসিয়াছি, কি করিব বলুন? বিদুর আরও বলিয়াছেন,—তুমি গোপনে পাণ্ডবদের বিশ্বাস জন্মাইয়া বলিবে—আপনারা বলুন, আপনাদের কোন প্রিয় কার্য আমি সাধন করিব' ।১-৩

এই কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে রাত্রিতে পুরোচন আপনাদের এই ভবনের দ্বারে অগ্নিসংযোগ করিবে। মাতার সহিত পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবদিগকে পোড়াইয়া মারা হইবে—ইহাই দুর্মতি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনের নিশ্চয়। হে পাণ্ডব! ম্লেচ্ছ ভাষায় বিদুর আপনাকে কিছু বলিয়াছিলেন এবং আপনি তাহা বুঝিয়াছেন বলিয়াছিলেন—'আমি যে বিদুরপ্রেরিত' ইহার প্রতি এই কথাই আমার প্রমাণ' ।৪-৬

খনকের কথা শুনিয়া সত্যধৃতি যুধিষ্ঠির তখন তাহাকে বলিলেন—হে সৌম্য! তুমি যে বিদুরপ্রেরিত, পবিত্র, বিশ্বস্ত, প্রিয় এবং সদা দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন সুহৃৎ ইহাতে আমার আর সংশয় নাই। জ্ঞানী বিদুরের পক্ষে 'আমাদের কি প্রয়োজন' তাহা অবিদিত থাকিবার নয়। বিদুরের নিকট তুমি যেমন আত্মীয় এবং বিশ্বস্ত, আমাদের নিকটও সেইরূপই। সুতরাং তোমার সহিত আমাদের ভেদ নাই। তিনি যেমন আমাদিগকে পালন করেন, তুমিও সেইরূপ কর। আমার ধারণা—ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনের আদেশে পুরোচন এই আগ্নেয় গৃহ আমাদের জন্য তৈয়ার করিয়াছে।৭-১০

ধনকোষ ঐ পাপিষ্ঠ দুর্যোধনের হাতে, সুতরাং তাহার সহায়ও অনেক আছে। সুতরাং সেই

স ভবান্ মোক্ষয়ত্বস্মান্ যত্নেনাস্মাদ্ধুতাশনাৎ।
অস্মাস্বিহ হি দগ্ধেষু সকামঃ স্যাৎ সুযোধনঃ ॥১২

সমৃদ্ধমায়ুধাগারমিদং তস্য দুরাত্মনঃ।
বপ্রান্তং নিষ্প্রতীকারমাশ্লিষ্যেদং কৃতং মহৎ ॥১৩

ইদং তদশুভং নূনং তস্য কর্ম চিকীর্ষিতম্।
প্রাগেব বিদুরো বেদ তেনাস্মানন্ববোধয়ৎ ॥১৪

সেয়মাপদনুপ্রাপ্তা ক্ষত্তা যাং দৃষ্টবান্ পুরা।
পুরোচনস্যাবিদিতানস্মাংস্ত্বং বিপ্রমোচয় ॥১৫

স তথেতি প্রতিশ্রুত্য খনকো যত্নমাস্থিতঃ।
পরিখামুৎকিরন্নাম চকার চ মহাবিলম্ ॥১৬

চক্রে চ বেশ্মনস্তস্য মধ্যে নাতিমহদ্ বিলম্।
কপাটযুক্তমজ্ঞাতং সমং ভূম্যা চ ভারত ॥১৭

পুরোচনভয়াচ্চৈব ব্যদধাৎ সংবৃতং মুখম্।
স তত্র তু গৃহদ্বারি বসত্যশুভধীঃ সদা ॥১৮

তত্র তে সায়ুধাঃ সর্বে বসন্তি স্ম ক্ষপাং নৃপ।
দিবা চরন্তি মৃগয়াং পাণ্ডবেয়া বনাদ্ বনম্ ॥১৯

বিশ্বস্তবদবিশ্বস্তা বঞ্চয়ন্তঃ পুরোচনম্।
অতুষ্টাস্তুষ্টবদ্ রাজন্নূষুঃ পরমবিস্মিতাঃ ॥২০

পাপাত্মা নিত্যই আমাদিগকে পীড়ন করিতেছে ॥১১

আমরা দগ্ধ হইলে দুর্যোধনের অভিলাষ পূর্ণ হইবে। সুতরাং তুমি যত্নে আগুনের হাত হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর ॥১২

ঐ দুরাত্মা অস্ত্রের পরিপূর্ণ এই বপ্র পর্যন্ত গৃহ নির্মাণ করিয়াছে। ইহার চারিদিকেই উচ্চ প্রাচীর আছে, সুতরাং বাহিরে যাইবার কোন পথ নাই। দুর্যোধনের দুষ্টের উহা বিদুর নিশ্চয়ই পূর্ব হইতে বুঝিতে পারিয়াছেন, তাই আমাদিগকে তিনি পূর্বেই সাবধান করিয়া দিয়াছেন ॥১৩-১৪

ক্ষত্তা (বিদুর) পূর্বেই যাহা বুঝিয়াছিলেন, সেই বিপদ্ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। এখন পুরোচন যাহাতে কিছুই বুঝিতে না পারে, সেইভাবে তুমি আমাদিগকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর ॥১৫

"তাহাই হইবে" এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া খনক পরিখা পরিষ্কার করিবার ছল করিয়া ভিতরে একটা সুড়ঙ্গ তৈয়ার করিল ॥১৬

হে ভারত! সে গৃহের মধ্যস্থানে মাটির সমান উচ্চতা রক্ষা করিয়া একটা বড় মুখ নির্মাণ করিল এবং তাহার মুখে একটা কপাট লাগাইয়া দিল, যাহাতে কেহ সহসা না বুঝিতে পারে ॥১৭

পুরোচনের ভয়েই খনক সুড়ঙ্গের মুখটি ঢাকিয়া দিয়াছিল। যেহেতু পুরোচনও ঐ জতুগৃহের দ্বারেই সর্বদা বসিয়া থাকিত ॥১৮

হে নৃপ! পাণ্ডবগণও রাত্রিতে অস্ত্রধারণ করিয়া বাস করিতেন। দিনের বেলা তাঁহারা এক বন হইতে অন্য বনে মৃগয়া করিয়া বেড়াইতেন ॥১৯

হে রাজন্! এইভাবে পুরোচনকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়াও বিশ্বস্তের ভাব এবং তাহার উপর সম্পূর্ণ অসন্তুষ্ট থাকিয়া সন্তুষ্টের ভাব প্রকাশ করিয়া তাহাকে বঞ্চনা করত পরম বিস্মিত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥২০

ন চৈনানন্ববুধ্যন্ত নরা নগরবাসিনঃ।
অন্যত্র বিদুরামাত্যাৎ তস্মাৎ খনকসত্তমাৎ ॥৫১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি জতুগৃহপর্ব্বণি
জতুগৃহবাসে ষট্চত্বারিংশদধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৬॥

বিদুরের মন্ত্রী একমাত্র ঐ খনক ভিন্ন পাণ্ডবদের ছাড়িয়া অপর নগরবাসী মানুষেরা কেহই বুঝিতে পারিলেন না ॥৫১॥

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত জতুগৃহপর্ব্বে
জতুগৃহবাসনামক ষট্চত্বারিংশদধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[জতুগৃহদাহঃ, সুরঙ্গাপথেন পাণ্ডবানাং বহির্গমনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তাংস্তু দৃষ্ট্বা সুমনসঃ পরিসংবৎসরোষিতান্।
বিশ্বস্তানিব সংলক্ষ্য হর্ষং চক্রে পুরোচনঃ ॥১॥
পুরোচনে তথা হৃষ্টে কৌন্তেয়োঽথ যুধিষ্ঠিরঃ।
ভীমসেনার্জ্জুনৌ চোভৌ যমৌ প্রোবাচ ধর্ম্মবিৎ ॥২॥
অস্মানয়ং সুবিশ্বস্তান্ বেত্তি পাপঃ পুরোচনঃ।
বঞ্চিতোঽয়ং নৃশংসাত্মা কালং মন্যে পলায়নে ॥৩॥
আয়ুধাগারমাদীপ্য দগ্ধ্বা চৈব পুরোচনম্।
ষট্ প্রাণিনো নিধায়েহ দ্রবামোঽনভিলক্ষিতাঃ ॥৪॥
অথ দানাপদেশেন কুন্তী ব্রাহ্মণভোজনম্।
চক্রে নিশি মহারাজ আজগ্মুস্তত্র যোষিতঃ ॥৫॥
তা বিহৃত্য যথাকামং ভুক্ত্বা পীত্বা চ ভারত।
জগ্মুর্নিশি গৃহানেব সমনুজ্ঞাপ্য মাধবীম্ (১) ॥৬॥

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[জতুগৃহদাহ ও সুরঙ্গপথে পাণ্ডবগণের বহির্গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডবগণকে বিশ্বস্তের ন্যায় সম্পূর্ণ একবৎসর * সেই জতুগৃহে বাস করিতে দেখিয়া পুরোচনের মনে খুব আনন্দ হইল ॥১॥

তাহা লক্ষ্য করিয়া কুন্তীপুত্র ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির ভীম, অর্জ্জুন ও যমজ ভ্রাতা নকুল এবং সহদেব—চারি জনকে বলিলেন,—"এই পাপিষ্ঠ পুরোচন আমাদিগকে সুবিশ্বস্ত মনে করিয়া খুব আনন্দিত হইয়াছে। সুতরাং এই নৃশংসাত্মা পুরোচনকে আমাদের বঞ্চনা সফল হইয়াছে। সেইহেতু এখনই আমাদের পলায়নের উপযুক্ত সময় বলিয়া আমি মনে করি। এই অস্ত্রাগারে অগ্নি দিয়া পুরোচনকে এখানে দগ্ধ করিয়া এবং আরও ছয়টি প্রাণীকে এখানে রাখিয়া অলক্ষিতভাবে আমরা পলাইয়া যাইব" ॥২—৪॥

হে মহারাজ! তদনন্তর দানের ছলে কুন্তীদেবী রাত্রিতে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন। সেই উৎসবে বহু স্ত্রীলোকও আসিয়াছিল। হে ভারত! তাহারা পান ও ভোজন যথেষ্ট করত ঘুরিয়া ফিরিয়া জতুগৃহ দেখিলেন এবং কুন্তীর অনুমতি

---

* এস্থলে কেহ 'পরিসংবৎসর' শব্দের 'একবৎসর' অর্থ ব্যাখ্যা না করিয়া 'বহুবর্ষ' ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু সুশ্রুত—ব্যাখ্যায় [illegible] দেখা যায়,—"[illegible]"। সেইজন্য 'পরি' শব্দ বর্জ্জন না করিয়া পরিসংবৎসর শব্দের অর্থ একবৎসর বলিয়াছেন।

পাঠান্তরম্ :—(১) মাধবীম্।

[illegible] ।
[illegible] ॥৭
[illegible] ।
[illegible] ॥৮
[illegible] ।
[illegible] ॥৯
[illegible] ।
ততো [illegible] ॥১০
[illegible] ।
[illegible] ॥১১
[illegible] ।
ততঃ [illegible] ॥১২
[illegible] ।
[illegible] পৌরাঃ [illegible] ॥১৩

পৌরা ঊচুঃ।

দুর্যোধন [illegible] ।
[illegible] ॥১৪
[illegible] ।
[illegible] ॥১৫
[illegible] ।
[illegible] ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

[illegible] ।
[illegible] ॥১৭
[illegible] ।
[illegible] ॥১৮
[illegible] ।
[illegible] ॥১৯

[illegible] ॥ ৬

[illegible] ॥৭-১০

তাহার পরে সেই [illegible] চারিদিকে [illegible] লাগিলেন; তাঁহারা আসিয়া [illegible] করিতে লাগিলেন ॥১১-১৩

পুরবাসিগণ বলিলেন,—দুর্যোধন [illegible] ॥১৪-১৫

সৌভাগ্যের কথা এই যে, [illegible] হইয়াছে ॥১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—[illegible] করিলেন ॥১৭

[illegible] লাগিলেন ॥১৮

ভীমসেনস্য [illegible] ভীমসেন[illegible]।
[illegible] সর্বান্ মাতরমেব চ ॥২০

[illegible] মনীষী [illegible] বীর্যবান্।
[illegible] দ্রৌপদী [illegible] ॥২১

[illegible] পাণ্ডবান্ [illegible] বিদুরম্।
ন [illegible] দেবী [illegible] ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্রমবাসিকপর্বণি [illegible] সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৭

বিদুর ও [illegible] মহারাজ পাণ্ডবগণ [illegible] চলিতে লাগিলেন ॥১৯

হে মহারাজ! তখন [illegible] ভীমসেন মাদ্রী ও [illegible] সকলকে লইয়া চলিতে লাগিলেন। সেই [illegible] নকুল ও সহদেব দুই কোলে এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জুন দুই হাত ধরিয়া যেন চলিতে লাগিলেন ॥২০-২১

[illegible] দেবী [illegible] এবং [illegible] যুধিষ্ঠিরকে বিশেষ [illegible] করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন ॥২২

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আশ্রমবাসিকপর্বে [illegible] সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[বিদুর[illegible] পাণ্ডবানাং [illegible]]

বৈশম্পায়ন উবাচ

এতস্মিন্নেব কালে তু [illegible]।
বিদুরো [illegible] ॥১

ন [illegible] পাণ্ডবান্ [illegible]।
[illegible] কৌরব্য [illegible] ॥২

[illegible] মহামনাঃ।
[illegible] পাণ্ডব[illegible] ॥৩

[illegible](১) [illegible] বিদুরং [illegible]।
পার্থিবাঃ [illegible] ॥৪

[illegible]।
[illegible] ভাগীরথীতীরে [illegible] ॥৫

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

(বিদুরপ্রতি [illegible] পাণ্ডবদের [illegible])

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! [illegible] বিদুর [illegible] এবং [illegible] সেই বন হইতে প্রবেশ করিলেন ॥১

হে কুরুনন্দন! [illegible] দেখিল যে, পাণ্ডবগণ [illegible] উপস্থিত হইয়া [illegible] ॥২

তখন যুধিষ্ঠির [illegible] বিদুর [illegible] পাণ্ডবগণ [illegible] জানিয়াছিলেন। [illegible] তিনি ঐ [illegible] এবং [illegible] প্রবেশ করিলেন। সেই [illegible]

পাঠান্তর:—(১) [illegible]—

ততঃ পুনরথোবাচ জ্ঞাপকং পূর্বচোদিতম্ ।
যুধিষ্ঠির নিবোধেদং সংজ্ঞার্থং বচনং কবেঃ ॥৬

কক্ষঘ্নঃ শিশিরঘ্নশ্চ মহাকক্ষে বিলৌকসঃ ।
ন হন্তীত্যেবমাত্মানং যো রক্ষতি স জীবতি ॥৭

তেন মাং প্রেষিতং বিদ্ধি বিশ্বস্তং সংজ্ঞয়ানয়া ।
ভূয়শ্চৈবাহ মাং ক্ষত্তা বিদুরঃ সর্বতোঽর্থবিৎ ॥৮

কর্ণং দুর্যোধনং চৈব ভ্রাতৃভিঃ সহিতং রণে ।
শকুনিং চৈব কৌন্তেয় বিজেতাসি ন সংশয়ঃ ॥৯

ইয়ং বারিপথে যুক্তা নৌরপ্সু সুখগামিনী ।
মোচয়িষ্যতি বঃ সর্বানস্মাদ্দেশান্ন সংশয়ঃ ॥১০

অথ তান্ ব্যথিতান্ দৃষ্ট্বা সহ মাত্রা নরোত্তমান্ ।
নাবমারোপ্য গঙ্গায়াং প্রস্থিতানব্রবীৎ পুনঃ ॥১১

বিদুরো মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় পরিষ্বজ্য বচো মুহুঃ ।
অরিষ্টং গচ্ছতাব্যগ্রাঃ পন্থানমিতি চাব্রবীৎ ॥১২

ইত্যুক্ত্বা স তু তান্ বীরান্ পুমান্ বিদুরচোদিতঃ ।
তারয়ামাস রাজেন্দ্র গঙ্গাং নাবা নরর্ষভান্ ॥১৩

তারয়িত্বা ততো গঙ্গাং পারং প্রাপ্তাংশ্চ সর্বশঃ ।
জয়াশিষঃ প্রযুজ্যাথ যথাগতমগাদ্ধি সঃ ॥১৪

ক্ষত্তা বিদুরের দূত এবং একটি মন ও বায়ুর তুল্য বেগশালিনী একটি নৌকা লইয়া পাণ্ডবগণের নিকট উপস্থিত হইল। গঙ্গার পবিত্র কূলে স্থিত ঐ নৌকাটি বিশ্বস্ত লোকেরা নির্মাণ করিয়াছিল এবং উহা বিবিধ প্রকার বায়ুবেগ সহ্য করিতে পারিত এবং যন্ত্রের দ্বারা চালিত ছিল।৩-৫

অনন্তর সেই বিদুরের লোকটি তাঁহার উপদেশানুসারে পরিচয় দিবার জন্য বলিল—"হে যুধিষ্ঠির! আপনি আমার পরিচয়ের জন্য জ্ঞানী বিদুরের পূর্বকথা শুনুন। তিনি এই শ্লোকটি আপনাকে বলিয়াছিলেন—বন দাহকারী এবং শৈত্যের নাশকারী অগ্নি মহাবনে বিস্তার লাভ করিলেও গর্ত্তনিবাসী মূষিকাদিকে দগ্ধ করিতে পারে না। এই কথা বুঝিয়া যে নিজেকে রক্ষা করে, সেই বাঁচিয়া থাকে।৬-৭

তিনি এই সাঙ্কেতিক বাক্য দিয়া আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। সর্ববিষয়জ্ঞ ক্ষত্তা বিদুর আবার বলিয়াছেন যে, হে কুন্তীনন্দন! আপনি যুদ্ধে ভ্রাতৃগণের সহিত দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনিকে অবশ্যই পরাজয় করিয়া বিজয়ী হইবেন—ইহাতে সংশয় নাই।৮-৯

জলপথে চালাইবার উপযুক্তা সুখগামিনী এই নৌকা আপনাদিগকে গঙ্গা পার করিয়া দিয়া এই স্থানের বিপদ হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিবে—সংশয় নাই।১০

অনন্তর মাতার সহিত ব্যথিত পাণ্ডবদিগকে নৌকায় উঠাইয়া গঙ্গায় চলিতে চলিতে সেই লোকটি পুনরায় তাঁহাদিগকে বলিলেন—"বিদুর আপনাদের মস্তকে মুখ দিয়া আঘ্রাণ করিয়া এবং আলিঙ্গন করত পুনঃ পুনঃ আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছেন—'হে পাণ্ডুপুত্রগণ। তোমরা অব্যগ্র হইয়া কুশলের সহিত পথে গমন কর।'১১-১২

হে রাজেন্দ্র! এই কথা বলিতে বলিতে বিদুর-প্রেরিত সেই নাবিক নৌকায় করিয়াই নরশ্রেষ্ঠ বীর পাণ্ডবগণকে গঙ্গা পার করিয়া দিল।১৩

গঙ্গা পার হইয়া তাঁহারা তীরে পৌঁছিলে জয়াশীর্বাদে অভিনন্দিত করিয়া নাবিক যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই পুনরায় চলিয়া গেল।১৪

পাণ্ডবাশ্চ মহাত্মানো [illegible] ইব মেনে ।
গঙ্গামুত্তীর্য্য বেগেন [illegible] ॥১৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি জতুগৃহপর্ব্বণি গঙ্গোত্তরণে অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৮॥

মহাত্মা পাণ্ডবগণও তাঁহাদের বিশ্বস্ত ও [illegible] বলিয়া বেগে [illegible] দক্ষিণ দিকে [illegible] লাগিলেন ॥১৪॥

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ [illegible] মহাভারতে আদিপর্ব্বে [illegible] অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

(পাণ্ডবার্থং ধৃতরাষ্ট্রপ্রকৃতীনাং শোকপ্রকাশঃ, জলাঞ্জলিদানম্, পাণ্ডবানাং বনপ্রবেশঃ ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামশেষো নাগরো জনঃ ।
তত্রাজগাম ত্বরিতো দিদৃক্ষুঃ পাণ্ডুনন্দনান্ ॥১॥

নির্ব্বাপয়ন্তো জ্বলনং তে জনা দদৃশুস্ততঃ ।
জাতুষং তদ্‌গৃহং দগ্ধমমাত্যঞ্চ পুরোচনম্ ॥২॥

নূনং দুর্য্যোধনেনেদং বিহিতং পাপকর্ম্মণা ।
পাণ্ডবানাং বিনাশায়েত্যেবং চুক্রুশুর্জনাঃ ॥৩॥

বিদিতে ধৃতরাষ্ট্রস্য ধার্ত্তরাষ্ট্রো ন সংশয়ঃ ।
দগ্ধবান্ পাণ্ডুদায়াদান্ ন হ্যেনং প্রতিষিদ্ধবান্ ॥৪॥

নূনং শান্তনবোঽপীহ ন ধর্ম্মমনুবর্ত্ততে ।
দ্রোণশ্চ বিদুরশ্চৈব কৃপশ্চান্যে চ কৌরবাঃ ॥৫॥

তে বয়ং ধৃতরাষ্ট্রস্য প্রেষয়ামো দুরাত্মনঃ ।
সংবৃত্তস্তে পরঃ কামঃ পাণ্ডবান্ দগ্ধবানসি ॥৬॥

ততো ব্যপোহমানাস্তে পাণ্ডবার্থে হুতাশনম্ ।
নিষাদীং দদৃশুর্দগ্ধাং পঞ্চপুত্রামনাগসম্ ॥৭॥

একোনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

[পাণ্ডবদিগের জন্য ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির শোকপ্রকাশ, জলাঞ্জলিদান এবং পাণ্ডবগণের বনপ্রবেশ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তদনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে সমস্ত নাগরিকগণ পাণ্ডবগণকে দেখিবার জন্য সত্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১॥

তাঁহারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া দেখিলেন যে, সেই জতুগৃহ এবং অমাত্য পুরোচন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে ॥২॥

নিশ্চয়ই দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের বিনাশের জন্য এই পাপ কার্য্য করিয়াছে— এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে জনগণ চীৎকার করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞাতসারে নিশ্চয় দুর্য্যোধন পাণ্ডুপুত্রগণকে দগ্ধ করিয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র তাহাকে কার্য্যে বাধা দেন নাই ॥৩-৪॥

শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর এবং অন্যান্য কুরুবংশীয়গণ সকলেই নিশ্চয় ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছেন না ॥৫॥

আমরা সকলে দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সংবাদ দিব যে, পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিয়া তোমার উৎকৃষ্ট কামনা পূর্ণ হইয়াছে ॥৬॥

তদনন্তর নাগরিকগণ পাণ্ডবগণকে খুঁজিতে

খনকেন তু তেনৈব বেশ্ম শোধয়তা বিলম্ ।
পাংশুভিঃ পিহিতং তচ্চ পুরুষৈস্তৈর্ন লক্ষিতম্ ।৮
ততস্তে জ্ঞাপয়ামাসুর্ধৃতরাষ্ট্রস্য নাগরাঃ ।
পাণ্ডবানগ্নিনা দগ্ধানমাত্যঞ্চ পুরোচনম্ ।৯
শ্রুত্বা তু ধৃতরাষ্ট্রস্তদ্ রাজা সুমহদপ্রিয়ম্ ।
বিনাশং পাণ্ডুপুত্রাণাং বিললাপ সুদুঃখিতঃ ।১০
অদ্য পাণ্ডুর্মৃতো রাজা মম ভ্রাতা মহাযশাঃ ।
তেষু বীরেষু দগ্ধেষু মাত্রা সহ বিশেষতঃ ।১১
গচ্ছন্তু পুরুষাঃ শীঘ্রং নগরং বারণাবতম্ ।
সৎকারয়ন্তু তান্ বীরান্ কুন্তিরাজসুতাঞ্চ তাম্ ।১২
কারয়ন্তু চ কুল্যানি শুভ্রাণি চ বৃহন্তি চ ।
যে চ তত্র মৃতাস্তেষাং সুহৃদো যান্তু তানপি ।১৩
এবং গতে ময়া শক্যং যদ্‌যৎ কার্য্যং হিতম্ ।
পাণ্ডবানাং কুন্ত্যাশ্চ তৎ সর্বং ক্রিয়তাং ধনৈঃ ।১৪
এবমুক্ত্বা ততশ্চক্রে জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ ।
উদকং পাণ্ডুপুত্রাণাং ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ ।১৫

([illegible](১) ততঃ সর্বে কৌরবাঃ সহ কৌরব্যা ।
ধৃতরাষ্ট্রঃ সপুত্রশ্চ সর্বাঃ স্ত্রিয়শ্চ বহু ।
একবস্ত্রা নিরানন্দা নিরাভরণবেষ্টনাঃ ।
উদকং কর্তুকামা বৈ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ।)

রুরুদুঃ সহিতাঃ সর্বে ভৃশং শোকপরায়ণাঃ ।
হা যুধিষ্ঠির কৌরব্য হা ভীম ইতি চাপরে ।১৬

খুঁজিতে সেই অগ্নিতে পঞ্চপুত্রের সহিত নিরপরাধা এক নিষাদীকেও দেখিতে পাইলেন ।৭

সুড়ঙ্গখননকারী সেই খনকটি ঘর পরিষ্কার করিবার সময় ধূলি দ্বারা সেই সুড়ঙ্গটি ঢাকিয়া দেওয়ায় সুড়ঙ্গটি তাহাদের চোখে পড়িল না ।৮

তদনন্তর বারণাবতের অধিবাসীরা ধৃতরাষ্ট্রকে সংবাদ দিলেন যে, পাণ্ডবগণ ও অমাত্য পুরোচন অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছেন ।৯

রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্রগণের বিনাশরূপ অত্যন্ত অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিতভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন ।১০

মাতার সহিত বীর পাণ্ডবগণ দগ্ধ হওয়ায় আমার মনে হইতেছে যেন আজ আমার মহাযশস্বী ভ্রাতা রাজা পাণ্ডু মৃত হইয়াছেন ।১১

রাজপুরুষেরা শীঘ্র বারণাবতে গিয়া সেই বীর পাণ্ডবগণ ও রাজকন্যা কুন্তীর সৎকার করুন ।১২

তাঁহাদের কুলোচিত যে সমস্ত শুভ কর্ম আছে, তাহা সমস্ত যেন করা হয় এবং প্রচুর ভাবে, সেখানে যত মরিয়াছে, তাহাদের সৎকারের ব্যবস্থা কর, তাহাদের আত্মীয়স্বজনগণ যেন করুক ।১৩

এ অবস্থায় পাণ্ডবগণ ও কুন্তীর পারলৌকিক কল্যাণের জন্য যাহা যাহা করা প্রয়োজন, তাহা সমস্ত আমার ধন দ্বারা করা হউক। এইরূপ বলিয়া অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া পাণ্ডুপুত্রগণের উদকক্রিয়া করিলেন ।১৪-১৫

(কৌরব সহিত সকল কুরুনারীগণ এবং পুত্রগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্র—সকলে মিলিয়া গঙ্গায় গেলেন এবং আনন্দ ও আভরণশূন্য হইয়া একবস্ত্রে মহাত্মা পাণ্ডবগণের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দিলেন।)

তদনন্তর সকলেই অত্যন্ত শোকার্ত হইয়া 'হা কুরুবংশধর যুধিষ্ঠির!' 'হা ভীম!' ইত্যাদি বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ।১৬

পাঠান্তর:—(১) [illegible]—

একটি কোন পুস্তকে নিম্নলিখিত শ্লোক ১৬ শ্লোকের পূর্বে অধিক দেখা যায়—

এবং বদংস্ততশ্চক্রে জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ ।
উদকং পাণ্ডুপুত্রাণাং ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ ।

হা ভাতুর্বেতি চাপরে হা ধর্মেতি চাপরে।
কুন্তীমার্তাঞ্চ শোচন্ত উচ্চৈঃ চক্রুশুর্জনাঃ ॥১৭

অন্যে পৌরজনাশ্চৈবমন্বশোচন্ত পাণ্ডবান্।
বিদুরস্ত্বল্পশশ্চক্রে শোকং বেদ পরং হি সঃ ॥১৮

(ততঃ প্রবাসিতো ভীষ্মঃ পাণ্ডুপুত্রান্ মৃতান্।
সহ মাত্রেতি শ্রুত্বা বিললাপ রুরোদ চ ॥

ভীষ্ম উবাচ।

ন হি তৌ মোহসম্প্রাপ্তৌ ভীমসেনধনঞ্জয়ৌ।
তরসা বেগিতাত্মানৌ নির্ভেত্তুং [illegible]।
গতাসুত্বং ন শক্তামি পৃথায়াঃ সহ পাণ্ডবৌ।
সর্বথা বিকৃতং লোকং যদি তে নিধনং গতাঃ।
সর্বথাহং ন নিশ্চিন্তো নষ্টং বিধেয়ং বিধিঃ।

সত্যব্রতো ধর্মিষ্ঠঃ সত্যবাক্যসুলক্ষণঃ।
কথং কালবশং প্রাপ্তঃ পাণ্ডবো যুধিষ্ঠিরঃ।

আত্মানমনুপমাঃ কৃষ্ণা সঙ্গতাঃ শর্মিতে তু যঃ।
সহ মাত্রা তু কৌরব্যঃ কথং কালবশং গতঃ ॥

যৌবরাজ্যেঽভিষিক্তেন পিতুর্বৈশ্বানরং যদা।
পাণ্ডবশ্চ পিতুর্বৃত্তেন সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠিতঃ ॥

কালেন ন হি সহসা বিদু ক্ষত্রধর্মকম্ ॥
যদ্ধ ধা ধনবানেন যেবিষ্যা পুত্রশালিনী।
পুত্রস্তুতা কুন্তী ন বর্তিতে হুতা বনু।

অদ্যকালে হুতে ভাতা ভর্তুঃ শ্রীভিমাপ ন।
মহত্ত সহ পুত্রৈঃ সা অন্তপূর্ণমনোরথা।

পীনস্কন্ধশ্চারুবাহুর্মেরুকূটসমো যুবা।
হতো ভীম ইতি শ্রুত্বা মনো ন শ্রদ্দধাতি মে ॥

অতিমাত্রাপি চ যো শব্দং বিশ্বস্তো মৃতঃ পুরা।
ধর্মপ্রধানকস্যান্যো সর্বধর্মবিধানবিৎ ॥

কেহ 'হা' 'বাবা!' বলিয়া, কেহ 'হা নকুল' ও 'হা সহদেব' বলিয়া এবং কেহ কেহ 'হায় কুন্তী' নাম করিয়া রোদন করতঃ অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন ॥১৭

অন্যান্য পুরবাসিগণও পাণ্ডবদের জন্য শোক করিতে লাগিল। কিন্তু বিদুর অল্পই শোক প্রকাশ করিলেন; কারণ, তিনি তো সকলই জানিতেন ॥১৮

(বারণাবতে মাতার সহিত পাণ্ডবগণের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া ভীষ্ম অত্যন্ত দুঃখিতভাবে তাঁহাদের জন্য বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম বলিলেন,—ভীমসেন ও অর্জুন উন্মাদগ্রস্ত হইয়া গেল—ইহা তো বিশ্বাস হইতেছে না! উহারা বেগশালী হইলে গৃহকেও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে। সুতরাং পাণ্ডবদের সহিত কুন্তী যে মরিয়াছে—এই কথা বিশ্বাস হয় না। তাহারা যদি সকলই মরিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা সকলই ধর্মের বিকার হইয়াছে। আজকাল ধর্মাত্মাকে সত্যব্রত, ধর্মিষ্ঠ, সত্যবাদী ও উত্তমলক্ষণসম্পন্ন বলিয়াছেন। সেই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির কেমন করিয়া কালের বশীভূত হইল? যে দুর্যোধনপ্রমুখ ভ্রাতাদের সহিত স্নেহের দৃষ্টিতে রাখিয়া অন্যের সহিত ব্যবহার করে, তাহার মৃত্যু কেমন করিয়া হইল? যে মহাত্মা যুধিষ্ঠির যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া শুধু বিক্রম নয় পিতৃপুরুষদেরও সেইরূপ কীর্তিও বিস্তার করিয়াছিল, কাল তাহাকেও গ্রাস করিল? এইরূপ অর্জুনও অত্যন্ত বিদ্বান। সংগ্রামে কেবলমাত্র করিলেও যে মনস্বিনী পুত্রবৎসলা পৃথা সহমরণ করেন নাই; আমাদের কুলে আসিয়া তিনি কর্তব্যেরই পালিত কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন; সেই কুন্তী মনোরথ পূর্ণ হইতে না হইতেই পুত্রগণের সহিত মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন। যাহার স্কন্ধ স্থূল, যাহার বাহু বলিষ্ঠ ও সুন্দর, যাহার আকৃতি সুমেরু পর্বতের শৃঙ্গতুল্য এবং যে যুবক, সেই

দৃঢ়ঘাতী ধনুষ্মতাং মহাবীর্য্যো মহাস্ত্রবিৎ।
মহোৎসাহো নরব্যাঘ্রঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বধনুষ্মতাম্॥
যেন প্রাচ্যা দশার্ণাশ্চ যৌধা কাশ্যাশ্চ মৈথিলাঃ।
খ্যাপিতং যেন পূর্ব্বস্য ত্রিষু লোকেষু পৌরুষম্॥
যস্মিন্ জাতে বিশোকোঽভূৎ কুন্তী পাণ্ডুশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরন্দরসমো জিষ্ণুঃ কথং কালবশং গতঃ॥
কথং তাবতুলকর্ম্মাণৌ নিত্যধর্ম্মার্থদর্শিনৌ।
সর্ব্বধুর্য্যৌ মদ্গুরুজৌ যথার্থবিনিবর্ত্তিনৌ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য বিলপিতং শ্রুত্বা ভীষ্মস্য প্রতিভাষতঃ।
দেশকালং সমাজ্ঞায় বিদুরঃ প্রত্যভাষত॥
মা শোচীস্ত্বং নরব্যাঘ্র সত্যং শোকং মহাব্রত।
ন তেষাং বিদ্যতে পাপং প্রাপ্তকালং কৃতং ময়া।
এতচ্চ যেন উপায়ং বিহিতং ন চ ভারত॥

সোঽব্রবীৎ বিদিত্বৈতৎ কৌরবাণামনুত্তমম্।
ক্ষত্তারমনুসৃত্য পার্শ্বেন তু কৃপান্বিতঃ॥

ভীষ্ম উবাচ।

কথং তে তাত জীবন্তি পাণ্ডোঃ পুত্রা মহারথাঃ।
কথমস্মৎকৃতে পক্ষঃ পাণ্ডোর্ন হি নিপাতিতঃ॥
কথং মৎপ্রত্যয়াৎ সর্ব্বে প্রমুক্তা মহতো ভয়াৎ।
জননী গরুড়েনেব কুমাতা সমুদ্ধৃতা॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু কৌরব্য কৌরবাণামনুত্তমম্।
আচচক্ষে স ধর্ম্মাত্মা জতুগেহং যথাকৃতম্॥

বিদুর উবাচ।

ধৃতরাষ্ট্রস্য শকুনে রাজ্ঞো দুর্য্যোধনস্য চ।
বিনাশে পাণ্ডুপুত্রাণাং কৃতো বৈ বিনিশ্চয়ঃ॥
অতো ময়া বুদ্ধিযুক্তং দত্তা যথানেশ্যাম্ বিবাসিতে।

ভীষ্ম যে বিলাপ করিলেন—আমি ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। যে অতিশয় বলশালী, ধৃতিমান্, বিক্রমশালী, দৃঢ়ব্রত, যাঁহার সমান ধনুর্দ্ধর নাই, যে প্রবল পরাক্রম, যে সব অস্ত্রের ব্যবহারে বিশারদ, দৃঢ়ঘাতী, ধনুর্দ্ধর, মহাবীর্য্যশালী, মহাস্ত্রবিৎ, উৎসাহী, ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ এবং নরব্যাঘ্র; যে প্রাচ্য ও দশার্ণদেশীয় সকল রাজাকে পরাজিত করিয়া ত্রিলোকে নিজ পৌরুষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে, যাহার জন্মকালে কুন্তী ও পাণ্ডু শোক-রহিত হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী, সেই জিষ্ণু (অর্জ্জুন) কেমন করিয়া কালের অধীন হইল? অতুলবিক্রম নিয়তই ধর্ম্মে তৎপর এবং সকলের ভার বহনকারী যমজ নকুল ও সহদেবই বা কেমন করিয়া নাশ প্রাপ্ত হইল?

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভীষ্মের এইরূপ বিলাপ শুনিয়া এবং দেশ ও কাল অনুকূল বুঝিয়া বিদুর ভীষ্মকে বলিলেন,—"হে মহামতি মহাত্মন্! আপনি শোক করিবেন না, শোক ত্যাগ করুন, তাঁহাদের কোন পাপ নাই অর্থাৎ পাণ্ডবদের মৃত্যু হয় নাই, আমি যথাসময়ে প্রতিকার করিয়াছি। হে তাত! তাঁহাদের উদ্দেশে জলাঞ্জলি দিবার কোন প্রয়োজন নাই।" তখন বাল্যবৎসল সর্ব্বজ্ঞ মহাত্মা কৌরবগণের অসাক্ষাতে ভীষ্মদেব বিদুরের হাত ধরিয়া একটু সরিয়া নিয়া বলিলেন।

ভীষ্ম বলিলেন,—হে তাত! কেমন করিয়া সেই পাণ্ডুপুত্র মহারথগণ অগ্নির হাত হইতে বাঁচিল; আমাদেরই দোষে পাণ্ডুপুত্রগণ মরণের হাত হইতে কি করিয়া রক্ষা পাইল? গরুড় যেমন জননী বিনতাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও আমাদিগকে কেমন করিয়া এই ভয় হইতে মুক্ত করিলে?

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভীষ্মের কথা শুনিয়া অপর কৌরবগণ যাহাতে জানিতে না পায়,

পুত্রাশ্চ সপুত্রায়া ধার্তরাষ্ট্রস্য শাসনাৎ।
জতুগৃহাদুপায়েন [illegible] বৈ বিনা তদা।
খনকং কারয়িত্বা যে সুড়ঙ্গাং পাণ্ডুনন্দনাঃ।
নিষ্ক্রামিতা ময়া পূর্বং মা স্ম শোকে মনঃ কৃথাঃ।
নির্গতাঃ পাণ্ডবা রাজন্ মাত্রা সহ পরন্তপাঃ।
[illegible] ত্বদাজ্ঞাপালকাঃ।
মা স্ম শোকমিমং কার্ষীর্জীবন্ত্যেব চ পাণ্ডবাঃ।
প্রচ্ছন্না বিচরিষ্যন্তি যাবৎ কালস্য পর্যয়ঃ।
তস্মিন্ পূর্ণিতে কালে দ্রক্ষ্যন্তি ভুবি ভূমিপাঃ)
পাণ্ডবাস্তেঽপি নির্গত্য নগরাদ্ বারণাবতাৎ।
নদীং গঙ্গামনুপ্রাপ্তা মাতৃষষ্ঠা মহাবলাঃ॥১৯
দাশানাং ভুজবেগেন নদ্যাঃ স্রোতোজবেন চ।
বায়ুনা চানুকূলেন তূর্ণং পারমবাপ্নুবন্॥২০
ততো নাবং পরিত্যজ্য প্রযযুর্দক্ষিণাং দিশম্।
বিজ্ঞায় নিশি পন্থানং নক্ষত্রগণসূচিতম্॥২১

যতমানা বনং রাজন্ গহনং প্রতিপেদিরে।
ততঃ শ্রান্তাঃ পিপাসার্তা নিদ্রান্ধাঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ॥২২

পুনরূচুর্মহাবীর্যং ভীমসেনমিদং বচঃ।
ইতঃ কষ্টতরং কিং নু যদ্বয়ং গহনে বনে।
দিশশ্চ ন বিজানীমো গন্তুং চৈব ন শক্নুমঃ॥২৩

তঞ্চ পাপং ন জানীমো যদি দগ্ধঃ পুরোচনঃ।
কথং নু বিপ্রমুচ্যেম ভয়াদস্মাদলক্ষিতাঃ॥২৪

পুনরস্মানুপাদায় তথৈব ব্রজ ভারত।
ত্বং হি নো বলবানেকো যথা সততগস্তথা॥২৫

সেইভাবে বিদুর অদ্ভুতভাবে তাঁহাকে বলিলেন।

বিদুর বলিলেন,—ধৃতরাষ্ট্র, শকুনি ও দুর্যোধন প্রভৃতি সকলে মিলিয়া পাণ্ডবগণের বিনাশের পরামর্শ করিয়া বারণাবতে জতুগৃহ নির্মাণ করিয়া তথায় তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেন। আমি তখন খনক পাঠাইয়া গৃহমধ্যে সুড়ঙ্গ নির্মাণ করাই। সেই সুড়ঙ্গ দিয়া পাণ্ডুপুত্রগণ মাতার সহিত পলাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং আপনি শোক করিবেন না। এইভাবে আমি তাহাদিগকে জতুগৃহদাহ হইতে মুক্ত করিয়াছি। তাহারা বাঁচিয়া আছে। আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। তাহারা কালের অধীন সময় প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করিবে, পরে যথাসময়ে সকল রাজাই তাহাদিগকে দেখিতে পাইবেন।)

মাতার সহিত মহাবল পাণ্ডবগণও বারণাবত নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন এবং নাবিকের সাহায্যে, গঙ্গাস্রোতের বেগ ও বায়ুর অনুকূলতাবশতঃ শীঘ্র গঙ্গা পার হইলেন। তারপর নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া দক্ষিণ দিকে চলিলেন। রাত্রিতে পথ দৃষ্ট হইতেছিল না; কোন স্থানে নক্ষত্রালোকে পথ দেখিয়া চলিতে লাগিলেন।১৮-২১

হে রাজন্! অনেক চেষ্টা করিয়া তাঁহারা গহন বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন ভীম ভিন্ন সকলেই এমন শ্রান্ত, ক্লান্ত, পিপাসার্ত ও নিদ্রাক্রান্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পক্ষে আর চলা অসম্ভব হইয়া পড়িল। তখন তাঁহারা মহাবীর্যশালী ভীমসেনকে বলিলেন,—"এই গহন বনমধ্যে পথ ভ্রমণের চেয়ে অধিক কষ্ট আর কি হইতে পারে? কোনটা কোন্ দিক্ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; আর চলিবার শক্তিও নাই। জানি না, পাপিষ্ঠ পুরোচন দগ্ধ হইয়াছে কি না। এই ভয় হইতে অলক্ষিতভাবে কেমন করিয়া মুক্ত হইব, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। হে ভারত! তুমি আমাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী বলবান্, যেমনই অবস্থায় দ্রুত চলিতে পার, সুতরাং তুমি আমাদিগকে পুনরায় উঠাইয়া লইয়া চল।২২-২৫

ইত্যুক্তো ধর্ম্মরাজেন ভীমসেনো মহাবলঃ।
আদায় কুন্তীং ভ্রাতৄংশ্চ জগামাশু মহাবলঃ ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি জতুগৃহপর্ব্বণি পাণ্ডবপ্রবেশে একোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৯॥

ধর্ম্মরাজ এই কথা বলিলে মহাবলবান্ ও মহামান্য ভীমসেন পূর্ব্বের ন্যায় কুন্তী ও ভাইদের লইয়া ত্বরান্বিতে চলিতে লাগিলেন ॥২৬

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ-প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত জতুগৃহপর্ব্বে পাণ্ডবগণ বনপ্রবেশনামক একোনপঞ্চাশদধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[তৃষ্ণৈ ভীমস্য জলানয়নম্, মাতৃভ্রাতৄণাং ভূমিশয্যায়াং দৃষ্ট্বা ভীমস্য বিলাপঃ, দুর্য্যোধনোপরি তস্য ক্রোধপ্রকাশঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তেন বিক্রমমাণেন উরুবেগসমীরিতম্।
বনং সবৃক্ষবিটপং ব্যাঘূর্ণিতমিবাভবৎ ॥১

জঙ্ঘাবাতো ববৌ চাস্য শুচি-শুক্রাগমে যথা।
আবর্জিতলতাবৃক্ষং মার্গং চক্রে মহাবলঃ ॥২

স মৃদ্নন্ পুষ্পিতাংশ্চৈব ফলিতাংশ্চ বনস্পতীন্।
অবরুজ্য যযৌ গুল্মান্ পথস্তস্য সমীপজান্ ॥৩

স রোষিত ইব ক্রুদ্ধো বনে ভঞ্জন্ মহাদ্রুমান্।
ত্রিপ্রস্রুতমদঃ শুষ্মী ষষ্টিবর্ষো মতঙ্গরাট্ ॥৪

গচ্ছতস্তস্য বেগেন তার্ক্ষ্যমারুতরংহসঃ।
ভীমস্য পাণ্ডুপুত্রাণাং মূর্চ্ছেব সমজায়ত ॥৫

অসকৃচ্চাপি সন্তীর্য্য দূরপারং ভুজপ্লবৈঃ।
পথি প্রচ্ছন্নমাসেদুর্ধার্ত্তরাষ্ট্রভয়াৎ তদা ॥৬

কৃচ্ছ্রেণ মাতরঞ্চৈব সুকুমারীং যশস্বিনীম্।
অবহৎ স তু পৃষ্ঠেন রোধঃসু বিষমেষু চ ॥৭

আগমচ্চ বনোদ্দেশমল্পমূলফলোদকম্।
ক্রূরপক্ষিমৃগং ঘোরং সায়াহ্নে ভরতর্ষভ ॥৮

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[তৃষ্ণার জন্য ভীমের জল আনয়ন, মাতা ও ভ্রাতৃগণের ভূমিশয্যা দেখিয়া ভীমের বিলাপ ও দুর্য্যোধনের প্রতি ক্রোধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভীমসেন চলিতে থাকিলে তাঁহার অতিশয়বেগসমুত্থিত বায়ুর আঘাতে বৃক্ষ ও বিটপাদি যেন বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। ভীমের জঙ্ঘাবেগ হইতে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের ঝটিকাবাতের ন্যায় বায়ু বহিতে লাগিল। তিনি লতা ও বৃক্ষসমূহকে অবনত করিয়া পথ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। যে সকল পুষ্পিত ও ফলশালী বৃক্ষ তাঁহার সম্মুখে পড়িল, তিনি তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া মাটিতে মিশাইয়া পথ করিতে লাগিলেন। ত্রিধারায় মদস্রাবী ক্রুদ্ধ ষাটবৎসরের গজরাজের ন্যায় ভীমসেন বনে মহাবৃক্ষসমূহকে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে চলিলেন। গরুড় ও বায়ুর ন্যায় বেগশালী ভীমের গমনবেগে পাণ্ডুপুত্রগণের মূর্চ্ছার ন্যায় অবস্থা হইল। ভীম সকলকে লইয়াই পথ

ঘোরা সমভবৎ সন্ধ্যা দারুণা মৃগপক্ষিণঃ ।
অপ্রকাশা দিশঃ সর্বা বাতৈরাসন্ননার্তবৈঃ ॥৯
শীর্ণপর্ণফলৈ রাজন্ বহুগুল্মক্ষুপৈর্দ্রুমৈঃ ।
ভগ্নাবভুগ্নভূয়িষ্ঠৈর্নানাদ্রুমসমাকুলৈঃ ॥১০
তে শ্রমেণ চ কৌরব্যাস্তৃষ্ণয়া চ প্রপীড়িতাঃ ।
নাশক্নুবংস্তদা গন্তুং নিদ্রয়া চ প্রবৃদ্ধয়া ॥১১
ন্যবিশন্ত হি তে সর্বে নিরাস্বাদে মহাবনে ।
ততস্তৃষাপরিক্লান্তা (১) কুন্তী পুত্রানভাষত ॥১২
মাতা সতী পাণ্ডবানাং পঞ্চানাং মধ্যতঃ স্থিতা ।
তৃষ্ণয়া হি পরীতাস্মি পুত্রান্ ভৃশমভাষত ॥১৩
তচ্ছ্রুত্বা ভীমসেনস্য মাতৃস্নেহাৎ প্রজল্পিতম্ ।
কারুণ্যেন মনস্তপ্তং গমনায়োপচক্রমে ॥১৪

ততো ভীমো বনং ঘোরং প্রবিশ্য বিজনং মহৎ ।
ন্যগ্রোধং বিপুলচ্ছায়ং রমণীয়ং দদর্শ হ ॥১৫
তত্র নিক্ষিপ্য তান্ সর্বানুবাচ ভরতর্ষভঃ ।
পানীয়ং মৃগয়ামীহ বিশ্রমধ্বমিতি প্রভো ॥১৬

এতে রুবন্তি মধুরং সারসা জলচারিণঃ ।
ধ্রুবমত্র জলস্থায়ো মহানিতি মতির্মম ॥১৭

অনুজ্ঞাতঃ স গচ্ছেতি ভ্রাত্রা জ্যেষ্ঠেন ভারত ।
জগাম তত্র যত্র স্ম সারসা জলচারিণঃ ॥১৮
স তত্র পীত্বা পানীয়ং স্নাত্বা চ ভরতর্ষভ ।
তেষামর্থে চ জগ্রাহ ভ্রাতৄণাং ভ্রাতৃবৎসলঃ ।
উত্তরীয়েণ পানীয়মাজহার তদা নৃপ ॥১৯-২০

আসন্ন জলপ্রবাহশালিনীকে জিহ্বাবাহনেই অতিক্রম করত দুর্য্যোধনের ভয়ে প্রচ্ছন্নভাবে স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। দশ ও বিশ দেশসমূহে অতিক্রমে পাণ্ডবগণ যশস্বিনী সুকুমারী মাতাকে বহন করিয়া চলিয়াছিলেন। এইভাবে মধ্যরাত্রি হইতে পরদিন দ্রুতভাবে চলিয়া মধ্যাহ্নকালে এমন এক বনোদেশে উপস্থিত হইলেন, যেখানে ফল-মূল ও জল অল্প ছিল এবং ঘোর ক্রূর পশু ও পক্ষিসমূহ বাস করিত ॥১-৮

ঘোর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল, দারুণ মৃগপক্ষিসমূহ চীৎকার করিতে লাগিল; অসময়ে বায়ুর আঘাতে ধূলিপূরিত হওয়ায় দিক্‌বিদিকের জ্ঞান লুপ্ত হইল। হে রাজন্! শীর্ণ, পর্ণ ও ফল, ছিন্নভিন্ন গুল্ম ও লতা এবং ভগ্ন-বক্র বৃক্ষসমূহে চারিদিক্ আচ্ছন্ন হইল। তখন কুরুনন্দন পাণ্ডবগণ পরিশ্রম, তৃষ্ণা ও নিদ্রায় পীড়িত হওয়ায় বীরেরা মহাবাহু হইয়াও আর চলিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারা সেই নীরস বিশাল বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কুন্তী তৃষ্ণায় ক্লান্ত হইয়া পুত্রগণকে বলিলেন—"আমি পাঁচ পুত্রের জননী এবং সকলের মাঝখানে অবস্থিত, তথাপি আমি তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি" ॥৮-১৩

স্নেহবশত মাতার ঐ কথা শুনিয়া ভীমের মনে খুব কষ্ট হইল, তিনি করুণাপরবশ হইয়া জলান্বেষণে চলিতে লাগিলেন। তারপর ভীম এক নির্জন বিশাল ভয়ঙ্কর বনে প্রবেশ করিয়া একটি বিস্তৃত ছায়াবিশিষ্ট সুন্দর বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন ॥১৪-১৫

হে প্রভো! ভরতশ্রেষ্ঠ ভীম সেখানে সকলকে নামাইয়া দিয়া বলিলেন—তোমরা সকলে এখানে বিশ্রাম করিতে থাক, আমি জলের অন্বেষণ করিতেছি ॥১৬

ঐ শোনা যাইতেছে, জলচারী সারস পাখিগুলি মধুর শব্দ করিতেছে। মনে হইতেছে নিশ্চয়ই নিকটেই কোথাও বৃহৎ জলাশয় আছে। হে ভারত! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনুমতি দিলে ভীম যেখানে সারস পাখিগুলি ছিল, সেইখানে চলিয়া গেল ॥১৭-১৮

পাঠান্তর :—(১) তৃষয়াপরিক্লান্তা—

অন্যত্র কোন ছাপাতে নিম্নলিখিত শ্লোকাবলী ১৯ শ্লোকের পর অধিক দেখা যায়—
"[illegible]" ।

[illegible] দর্শিতো মাতরং প্রতি।
শোকদুঃখপরীতাত্মা নিশশ্বাসোরগো যথা ।২০

স সুপ্তাং মাতরং দৃষ্ট্বা ভ্রাতৄংশ্চ ধরণীতলে।
দুঃখশোকপরীতাত্মা বিললাপ বৃকোদরঃ ।২১

অতঃ দুঃখতরং কিং নু দ্রষ্টব্যং হি ভবিষ্যতি।
যৎ পশ্যামি মহীসুপ্তান্ ভ্রাতৄনদ্য সুমন্দভাক্ ।২২

শয়নেষু পরার্দ্ধ্যেষু যে পুরা বারণাবতে।
নাধিজগ্মুস্তদা নিদ্রাং তেঽদ্য সুপ্তা মহীতলে ।২৩

স্বসারং বসুদেবস্য শত্রুসংঘাবমর্দিনঃ।
কুন্তিভোজসুতাং কুন্তীং সর্বলক্ষণপূজিতাম্ ।২৪

স্নুষাং বিচিত্রবীর্য্যস্য ভার্য্যাং পাণ্ডোর্মহাত্মনঃ।
তথৈব চাস্মজ্জননীং পুণ্ডরীকোদরপ্রভাম্ ।২৫

সুকুমারতরাং চেমাং মহার্হশয়নোচিতাম্।
শয়ানাং পশ্যতাদ্যেহ পৃথিব্যামতথোচিতাম্ ।২৬

ধর্মাদিন্দ্রাচ্চ বায়োশ্চ সুষুবে যা সুতানিমান্।
সেয়ং ভূমৌ পরিশ্রান্তা শেতে প্রাসাদশায়িনী ।২৭

কিং নু দুঃখতরং শক্যং ময়া দ্রষ্টুমতঃ পরম্।
যোঽহমদ্য নরব্যাঘ্রান্ সুপ্তান্ পশ্যামি ভূতলে ।২৮

ত্রিষু লোকেষু যো রাজ্যং ধর্মনিত্যোঽর্হতে নৃপঃ।
সোঽয়ং ভূমৌ পরিশ্রান্তঃ শেতে প্রাকৃতবৎ কথম্ ।২৯

অয়ং নীলাম্বুদশ্যামো নরেষ্বপ্রতিমো ভুবি।
শেতে প্রাকৃতবদ্ভূমাবতো দুঃখতরং নু কিম্ ।৩০

অশ্বিনাবিব দেবানাং যাবিমৌ রূপসম্পদা।
তৌ প্রাকৃতবদদ্যেমৌ প্রসুপ্তৌ ধরণীতলে ।৩১

যে জলাশয়ে। তিনি তথায় নিজে জল পান করত স্নান করিয়া মাতৃদেবীর জন্য ও ভাইদের জন্য (ঘোটা) চাদরে করিয়া জল লইয়া আসিলেন ।১৯

আর কথা মনে হওয়াতে তিনি সর্পের ন্যায় মহাদীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে দুই ক্রোশ (বস্তুতঃ) দূর হইতে জল লইয়া ফিরিয়া দেখিলেন,—মা ও ভাইরা সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহাদিগকে তেমন ভূমিশয্যায় নিদ্রিত দেখিয়া দুঃখে ও শোকবশতঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন ।২০-২১

অহো! ইহা হইতে অধিক দুঃখের আর কি হইতে পারে যে, মন্দভাগ্য আমি ভাইগণকে মাটিতে নিদ্রিত দেখিতেছি। যাহারা বারণাবতে অমূল্য শয্যায় শয়ন করিয়াও নিদ্রালাভ করিত না, তাহারা আজ মাটিতে শুইয়া আছে ।২২-২৩

যিনি সর্বশত্রুমর্দন বসুদেবের ভগিনী, কুন্তিভোজের সর্বলক্ষণপূজিতা কন্যা, বিচিত্রবীর্য্যের পুত্রবধূ, পাণ্ডুর পত্নী এবং আমাদের জননী, যাঁহার বর্ণ পদ্মকোষের ন্যায়, অতিশয় সুকুমার এবং মহামূল্য শয্যা যাঁহার শয়নের যোগ্য, তিনিই আজ পৃথিবীতে শয়ন করিয়া আছেন ।২৪-২৬

যিনি ধর্ম, ইন্দ্র ও বায়ু হইতে পুত্রগণকে প্রসব করিয়াছেন এবং প্রাসাদে শয়ন করাই যাঁহার অভ্যাস, তিনিই আজ পরিশ্রান্ত হইয়া ভূমিশায়িনী ।২৭

ইহা হইতে দুঃখের আর কি হইতে পারে? আজ আমাকে দেখিতে হইতেছে যে, নরশ্রেষ্ঠ ভাইগণ মাটিতে শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে ।২৮

যিনি ধর্মনিষ্ঠ রাজা ত্রিলোকের রাজ্যলাভ করিবার যোগ্য, তিনি সাধারণ মানুষের ন্যায় মাটিতে শুইয়া ঘুমাইতেছেন ।২৯

এই যে নবমেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ মনুষ্যের মধ্যে অতুলনীয় অর্জুন, সেও প্রাকৃত মানুষের ন্যায় মাটিতে শয়ন করিয়া আছে, ইহা হইতে দুঃখের আর কি আছে ?৩০

অশ্বিনীকুমারদ্বয় তুল্য দেবগণের আকৃতি,

[illegible] নৈব [illegible] ।
ন জীবেত [illegible] লোকে [illegible] ।৩২
[illegible] হি যো [illegible] ।
[illegible] (১) ।৩৩
[illegible] ।
[illegible] লোকে [illegible] ।৩৪
[illegible] ।
[illegible] ।৩৫
[illegible] ।
[illegible] ।৩৬
[illegible] ।
[illegible] ।৩৭

[illegible] দুর্য্যোধন [illegible] ।
[illegible] যে দুর্ম্মতিঃ ।৩৮
[illegible] ।
[illegible] ।৩৯
[illegible] ।
কিং নু শক্যং ময়া কর্ত্তুং যৎ ত্বং ন [illegible]
[illegible] ।৪০
ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠঃ [illegible] যুধিষ্ঠিরঃ ।
এবমুক্ত্বা মহাবাহুঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।৪১
[illegible] (১) ।
পূর্ব্বমেব ত্বয়া [illegible] পাতকঃ ।৪২
[illegible] ।
বিষপ্রদানং [illegible] ।৪৩

সেই [illegible] চাইয়া আছে ।৩১

যাহাদের সুখের [illegible] ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহারাই আমার [illegible] জীবন ধারণ করিতে পারে ।৩২

আমার যদি একটিমাত্র পুত্র ও [illegible] থাকে, তাহা হইলেই [illegible] হইয়া [illegible]। লোকে তাঁহাকে দেবতা মনে করিয়া পূজা করে ।৩৩

যাহাদের বহু পৌত্র ও [illegible] জ্ঞাতি থাকে, তাহারাও সুখে ও নিরুদ্বেগে জীবন যাপন করে ।৩৪

যে বলবান্, ধনী এবং মিত্র ও বন্ধুগণ [illegible], সেও [illegible] এবং [illegible] জীবন ধারণ করে ।৩৫

পুত্রগণের সহিত [illegible] নির্ব্বাসিত করিয়া বধ করিতে চাহিয়াছিলে, কিন্তু দৈবক্রমে আমরা বাঁচিয়া গিয়াছি ।৩৬

তুমি বাঁচিয়া মুক্ত হইয়া এখানে থাকিতেছ বটে, কিন্তু সকলেই [illegible] হইয়াছে ; কোন্ দিকে যে যাইবে, তাহার কোন ঠিকানা নাই ।৩৭

হে দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন! তোমার কামনাই সফল হইল ; কিছুই [illegible] তোমার প্রতি [illegible]। কি করিব, তোমাকে বধ করিতে [illegible] যেন না, তাই তুমি এখনও বাঁচিয়া আছ ; নতুবা আমি তোমাকে তোমার বন্ধুগণ, কর্ণ ও শকুনির সহিত যমালয়ে পাঠাইতাম। আমি আজই [illegible] তোমাকে যমালয়ে পাঠাইতে পারি ; কিন্তু তুমিও বুঝিয়াছ যে, ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির তোমার উপর ক্রোধ করিতেছেন না,—এই কথা বলিয়া ভীমসেন ক্রোধাবিষ্টচিত্তে ও [illegible] দুর্য্যোধন [illegible] পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। [illegible]

পাঠান্তর :—(১) [illegible] ।

এখানে কোন আদর্শে নিম্নলিখিত [illegible] অধিক দেখা যায়—

[illegible] ।
[illegible] ।

পাঠান্তর :—(১) [illegible] ।

নাতিদূরেণ নগরং বনাদস্মাদ্ধি লক্ষ্যতে।
জাগর্ত্তব্যে স্বপন্তীমে হন্ত জাগর্ম্ম্যহং স্বয়ম্ ॥৫৫॥
পাস্যন্তীমে জলং পশ্চাৎ প্রতিবুদ্ধা জিতক্লমাঃ।
ইতি ভীমো ব্যবস্যৈব জজাগার স্বয়ং তদা ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বণি জতুগৃহপর্ব্বণি
ভীমজলাহরণে পঞ্চাশদধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫০॥

ভীমসেন সাধারণ মানুষের ন্যায় বিষণ্ণচিত্তে ভূমিতলে নিদ্রিত ভ্রাতৃগণকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৪৮-৫০

তখন তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন—"নগর এস্থান হইতে নিকটবর্ত্তী বলিয়া মনে হইতেছে; এ সময় সকলেরই জাগিয়া থাকা উচিত; কিন্তু ইহারা শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; সুতরাং আমাকেই জাগিয়া থাকিতে হইবে। ইহাদের শ্রান্তি দূর হইলে উঠিয়া জল খাইবে, এখন আর ইহাদিগকে জাগাইব না"—এইরূপ মনে মনে আলোচনা করিয়া ভীম স্বয়ং জাগিয়া রহিলেন ॥৫১-৫৬

শ্রীমদ্বৈপায়নব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত জতুগৃহপর্ব্বে
ভীমকৃত জলানয়ননামক পঞ্চাশদধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[হিড়িম্বপ্রেরিতায়া হিড়িম্বায়া ভীমসমাগমনম্, ভীমসেনেন সহ বাক্যালাপশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তত্র তেষু শয়ানেষু হিড়িম্বো নাম রাক্ষসঃ।
অবিদূরে বনাৎ তস্মাচ্ছালবৃক্ষমুপাশ্রিতঃ ॥১॥
ক্রূরো মানুষমাংসাদো মহাবীর্য্যপরাক্রমঃ।
প্রাবৃড়্জলধরশ্যামঃ পিঙ্গাক্ষো দারুণাকৃতিঃ ॥২॥
দংষ্ট্রাকরালবদনঃ পিশিতেপ্সুঃ ক্ষুধার্দ্দিতঃ।
লম্বস্ফিগ্লম্বজঠরো রক্তশ্মশ্রুশিরোরুহঃ ॥৩॥
মহাবৃক্ষগলস্কন্ধঃ শঙ্কুকর্ণো বিভীষণঃ।
যদৃচ্ছয়া তানপশ্যৎ পাণ্ডুপুত্রান্ মহারথান্ ॥৪॥

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[হিড়িম্বকর্ত্তৃক প্রেরিত হিড়িম্বার ভীমের আগমন ও ভীমসেনের সহিত কথাবার্ত্তা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যেস্থানে পাণ্ডবগণ শয়ন করিয়াছিলেন, সেখান হইতে কিছুদূরে এক শালবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া হিড়িম্বনামে এক রাক্ষস বাস করিত ॥১॥

সে ক্রূরস্বভাবসম্পন্ন ছিল, মানুষের মাংস আহার করিত, সে মহাবীর্য্য ও পরাক্রমশালী ছিল। তাহার শরীরের বর্ণ বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ এবং আকৃতি অতীব দারুণ ছিল ॥২॥

বড় বড় দাঁত থাকায় তাহার মুখ দেখিতে বিকট ছিল, সে মাংসলাভার্থী ও ক্ষুধার্ত্ত ছিল; তাহার

বিরূপরূপঃ পিঙ্গাক্ষঃ করালো ঘোরদর্শনঃ।
পিশিতেপ্সুঃ ক্ষুধার্ত্তস্তানপশ্যত যদৃচ্ছয়া ॥৫
ঊর্দ্ধাঙ্গুলিঃ স কণ্ডূয়ন্ ধুন্বন্ রূক্ষান্ শিরোরুহান্।
জৃম্ভমাণো মহাবক্ত্রঃ পুনঃ পুনরবেক্ষ্য চ ॥৬
দুষ্টো মানুষমাংসাদো মহাকায়ো মহাবলঃ।
আঘ্রায় মানুষং গন্ধং ভগিনীমিদমব্রবীৎ ॥৭
উপপন্নশ্চিরস্যাদ্য ভক্ষ্যো মম মহাপ্রিয়ঃ(১)।
স্নেহস্রবান্ প্রস্রবতি জিহ্বা পর্য্যেতি মে মুখম্(২) ॥৮

অষ্টৌ দংষ্ট্রাঃ সুতীক্ষ্ণাগ্রাশ্চিরস্যাপাতদুঃসহাঃ।
দেহেষু মজ্জয়িষ্যামি স্নিগ্ধেষু পিশিতেষু চ ॥৯

আক্রম্য মানুষং কণ্ঠমাচ্ছিদ্য ধমনীমপি।
উষ্ণং নবং প্রপাস্যামি ফেনিলং রুধিরং বহু ॥১০
গচ্ছ জানীহি কে ত্বেতে শেরতে বনমাশ্রিতাঃ।
মানুষো বলবান্ গন্ধো ঘ্রাণং তর্পয়তীব মে ॥১১
হত্বৈতান্ মানুষান্ সর্ব্বানানয়স্ব মমান্তিকম্।
অস্মদ্বিষয়সুপ্তেভ্যো নৈতেভ্যো ভয়মস্তি তে ॥১২
এষাং মাংসানি সংস্কৃত্য মানুষাণাং যথেষ্টতঃ।
ভক্ষয়িষ্যাব সহিতৌ কুরু তূর্ণং বচো মম ॥১৩
ভক্ষয়িত্বা চ মাংসানি মানুষাণাং প্রকামতঃ।
নৃত্যাব সহিতাবাবাং দত্ততালাবনেকশঃ ॥১৪
এবমুক্তা হিড়িম্বা তু হিড়িম্বেন তদা বনে।
ভ্রাতুর্ব্বচনমাজ্ঞায় ত্বরমাণেব রাক্ষসী ॥১৫
জগাম তত্র যত্র স্ম পাণ্ডবা ভরতর্ষভ(৩)।
দদর্শ তত্র সা গত্বা পাণ্ডবান্ পৃথয়া সহ।
শয়ানান্ ভীমসেনঞ্চ জাগ্রতং ত্বপরাজিতম্ ॥১৬

বিকটাকার ও পীতবর্ণ নয়ন ছিল এবং মাথার চুল ও দাড়ি লাল রঙের ছিল। তাহার মস্তক ও স্কন্ধ মহাবৃক্ষের ন্যায় উচ্চ, কাণ দুইটি শঙ্কুর (খোঁটা) ন্যায় এবং দেখিতে ভয়ানক ছিল। সে যদৃচ্ছাক্রমে মহাবলবান্ মহারথ পাণ্ডুপুত্রগণকে দেখিতে পাইল। বিকটরূপ ও পিঙ্গলবর্ণচক্ষুবিশিষ্ট সেই ভয়ানক রাক্ষস যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগকে দেখিয়া ঊর্দ্ধদিকে অঙ্গুলিগুলি রাখিয়া মাথার রুক্ষ চুলগুলি চুলকাইতে লাগিল এবং বিরাট মুখে 'হাই' তুলিয়া বার বার তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিল। মানুষের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া মানুষের মাংস খাইবার লোভে মহাকায় ও মহাবলশালী দুষ্ট রাক্ষস ভগিনীকে এই কথা বলিল— "আমার প্রিয় ভক্ষ্য আজ অনেকদিন পর উপস্থিত হইয়াছে, আমার জিহ্বায় জল ও লালা উঠিতেছে। আমার আটটি তীক্ষ্ণ দাঁত আজ মানুষের কোমল শরীরে প্রবেশ করাইব এবং মানুষের কণ্ঠ ও ধমনী কামড়াইয়া ধরিয়া নূতন উষ্ণ ও ফেনিল রক্ত খুব পান করিব। তুমি গিয়া জানিয়া আইস ইহারা কে বনের মধ্যে শুইয়া আছে? প্রবল মানুষের গন্ধ আমার নাসিকাকে যেন তৃপ্ত করিতেছে। আমার অধিকৃত স্থানের মধ্যে ইহারা ঘুমাইতেছে, তুমি ইহাদিগকে মারিয়া আমার নিকট লইয়া আইস; তোমার কোন ভয় নাই। ইহাদের মাংস আমরা উভয়েই কামড়াইয়া কামড়াইয়া খাইব, সুতরাং তাড়াতাড়ি আমার কথানুসারে কাজ কর। ইহাদের মাংস খাইবার পর আমরা উভয়ে আনন্দে তাল দিয়া অনেকবার নৃত্য করিব।৫-১৪

হে জনমেজয়! সেই সময়ে বনে হিড়িম্বের ঐ কথা শুনিয়া রাক্ষসী হিড়িম্বা তাড়াতাড়ি যেখানে পাণ্ডবগণ শুইয়া ছিলেন, সেইখানে গিয়া দেখিল যে, কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণ সকলেই শুইয়া আছেন,

---

পাঠান্তর।—(১) মম মনঃপ্রিয়ম্।
(২) স্নিগ্ধঃ প্রস্রবণো জিহ্বা পর্য্যেতি মে মুখাৎ।

পাঠান্তর।—(৩) জগাম তত্র যত্র তে শেরতে পাণ্ডবা বনে।

দৃষ্ট্বৈব ভীমসেনং সা শালপোতমিবোদ্গতম্ ।
রাক্ষসী কাময়ামাস রূপেণাপ্রতিমং ভুবি ॥১৭
অয়ং শ্যামো মহাবাহুঃ সিংহস্কন্ধো মহাদ্যুতিঃ ।
কম্বুগ্রীবঃ পুষ্করাক্ষো ভর্তা যুক্তো ভবেন্মম ॥১৮
নাহং ভ্রাতৃবচো (১) জাতু কুর্য্যাং ক্রূরোপসংহিতম্ ।
পতিস্নেহোঽতিবলবান্ ন তথা ভ্রাতৃসৌহৃদম্ ॥১৯
মুহূর্তমিব তৃপ্তিশ্চ ভবেদ্ ভ্রাতুর্মমৈব চ ।
হতৈরেতৈরহত্বা তু মোদিষ্যে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥২০
সা কামরূপিণী রূপং কৃত্বা মানুষমুত্তমম্ ।
উপতস্থে মহাবাহুং ভীমসেনং শনৈঃ শনৈঃ ॥২১
লজ্জমানেব ললনা (২) দিব্যাভরণভূষিতা ।
স্মিতপূর্বমিদং বাক্যং ভীমসেনমথাব্রবীৎ ॥২২
কুতস্ত্বমসি সম্প্রাপ্তঃ কশ্চাসি পুরুষর্ষভ ।
ক ইমে শেরতে চেহ পুরুষা দেবরূপিণঃ ॥২৩
কেয়ং চ বৈ বৃহতী শ্যামা সুকুমারী তবানঘ ।
শেতে বনমিদং প্রাপ্য বিশ্বস্তা স্বগৃহে যথা ॥২৪
নেদং জানাতি গহনং বনং রাক্ষসসেবিতম্ ।
বসতি হ্যত্র পাপাত্মা হিড়িম্বো নাম রাক্ষসঃ ॥২৫
তেনাহং প্রেষিতা ভ্রাত্রা দুষ্টভাবেন রক্ষসা ।
বিভক্ষয়িষতা মাংসং যুষ্মাকমমরোপম ॥২৬
সাহং ত্বামভিসম্প্রেক্ষ্য দেবগর্ভসমপ্রভম্ ।
নান্যং ভর্তারমিচ্ছামি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥২৭
এতদ্ বিজ্ঞায় ধর্মজ্ঞ যুক্তং ময়ি সমাচর ।
কামোপহতচিত্তাঙ্গীং ভজমানাং ভজস্ব মাম্ ॥২৮
ত্রাস্যেঽহং ত্বাং মহাবাহো রাক্ষসাৎ পুরুষাদকাৎ ।
বৎস্যাবো গিরিদুর্গেষু ভর্তা ভব মমানঘ ॥২৯

কিন্তু অপরাজিত ভীম জাগিয়া আছেন ।১৪-১৬

ভীমের ভূমিতে উদ্গত শালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত শরীর ও অনুপম রূপ দেখিয়া রাক্ষসী কামার্তা হইয়া পড়িল ।১৭

সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল—এই যে শ্যামবর্ণ মহাবাহু পুরুষটি, যাহার স্কন্ধদেশ সিংহের ন্যায়, শরীর জ্যোতির্ময়, গ্রীবাদেশ শঙ্খের ন্যায় এবং নয়নযুগল পদ্মসদৃশ, ইনি আমার পতি হইবার উপযুক্ত। আমি ভ্রাতার কথায় কখনই এইরূপ নিষ্ঠুর কর্ম করিব না; কারণ স্ত্রীলোকের পতিস্নেহ ভ্রাতৃস্নেহের চেয়ে প্রবল; ইহাদিগকে বধ করিলে ভ্রাতার ও আমার অল্পক্ষণের জন্য তৃপ্তি হইবে; কিন্তু ইহাদিগকে না মারিলে আমি বহু বৎসর [illegible] উপভোগ করিতে পারিব ॥১৮-২০

সেই কামরূপিণী রাক্ষসী উত্তম মানবীর রূপ ধরিয়া ধীরে ধীরে ভীমের নিকটে গেল ॥২১

দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সে লজ্জিতভাবে মৃদু হাসিয়া ভীমসেনকে বলিল ।২২

"হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আপনি কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছেন ? এই দেবাকৃতি বিশিষ্ট পুরুষগুলিই বা আপনার কে হয় ?২৩

হে নিষ্পাপ ! এই যে শ্যামা কোমলশরীরা বর্ষীয়সী রমণীটি দেখিতেছি, যিনি এই বনে আসিয়াও নিজ গৃহের ন্যায় নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া আছেন, ইনিই বা আপনার কে ?২৪

ইনি বুঝিতে পারেন নাই যে, এই গভীর বনটি রাক্ষসের বাসভূমি; হিড়িম্ব নামক এক পাপিষ্ঠ রাক্ষস এখানে বাস করে ।২৫

হে দেবোপম ! সেই দুষ্ট রাক্ষসটা আপনাদের মাংস খাইবার ইচ্ছায় আমাকে এখানে পাঠাইয়াছে ।২৬

কিন্তু আমি আপনার দেবতুল্য রূপ দেখিয়া মুগ্ধ

পাঠান্তর ।—(১) ভ্রাতুর্বচো ।
(২) বিলজ্জমানেব লতা ।

(উত্তিষ্ঠ ভীম ভদ্রং তে মা মা প্রাণ বিবাসিষুঃ।
যথা হৃদং পরিত্যজ্য ন জীবেয়ং বিনাশয়।)
মহাবিক্রমো হন্তি কামতো কিমপি চ।
মানুষানাম্ হি প্রীতিং কুরু কুরু মহা মম ॥৩০

ভীমসেন উবাচ।

(এষ জ্যেষ্ঠো মম ভ্রাতা মান্যঃ পরমকো গুরুঃ।
অনির্ব্বিষ্টেন তস্যাহং পরিবিদ্যাং কথঞ্চন।)
মাতরং ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং সুপ্তবন্তান্ কথং বিহায়(১)।
পরিত্যজেত কো মত্ত এতর্হি রাক্ষসি ॥৩১
কো হি সুপ্তানিমান্ ভ্রাতৄন্ দত্ত্বা রাক্ষসভোজনম্।
মাতরঞ্চ নরো গচ্ছেৎ কামার্ত্ত ইব মদ্বিধঃ ॥৩২

রাক্ষস্যুবাচ।

যৎ তে প্রিয়ং তৎ করিষ্যে সর্ব্বানেতান্ প্রবোধয়।
মোক্ষয়িষ্যামি বঃ কামং রাক্ষসাৎ পুরুষাদকাৎ ॥৩৩

ভীমসেন উবাচ।

সুখসুপ্তান্ বনে ভ্রাতৄন্ মাতরঞ্চৈব রাক্ষসি।
ন ভয়াদ্ বোধয়িষ্যামি ভ্রাতুস্তব দুরাত্মনঃ ॥৩৪
ন হি মে রাক্ষসা ভীরু সোঢ়ুং শক্তাঃ পরাক্রমম্।
ন মনুষ্যা ন গন্ধর্ব্বা ন যক্ষাশ্চারুলোচনে ॥৩৫
গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা ভদ্রে যদ্ বাপীচ্ছসি তৎ কুরু।
তং বা প্রেষয় তন্বঙ্গি ভ্রাতরং পুরুষাদকম্ ॥৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আদিপর্ব্বণি হিড়িম্ববধপর্ব্বণি ভীম-হিড়িম্বা-সংবাদে একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫১

বরিয়াছি; অন্য কাহারও প্রতি বলিবার ইচ্ছা আমার নাই—ইহা সত্য করিয়া বলিতেছি ॥২৭

হে ধার্ম্মিক! ইহা জানিয়া আমার প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করুন। আমার মন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কামে মগ্ন হইয়াছে, আমি আপনার ভজনা করিতেছি; আপনি আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন ॥২৮

হে বিশাল মহাবাহো! আমি আপনাকে পুরুষভোজী এই রাক্ষসের হাত হইতে রক্ষা করিব এবং আপনাকে লইয়া দুর্গম গিরিগুহাসমূহে বিহার করিব, আপনি আমার পতি হউন ॥২৯

(হে ভীম উঠুন! আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করি, আপনার বিরহে যেন প্রাণ না হারাই; কারণ, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।) আমি অন্তরীক্ষে গমন করিতে পারি এবং যেখানে সেখানে ইচ্ছা বিচরণ করিতে পারি। আপনি আমার সহিত সেই সেই স্থানে অতুলনীয় আনন্দ লাভ করুন ॥৩০

ভীমসেন বলিলেন,—(ইনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আমার মাননীয় পরমগুরু। ইনি এখনও বিবাহ করেন নাই; সুতরাং আমি এখন বিবাহ করিয়া পরিবিত্তিদোষভাগী হইতে পারি না।) হে রাক্ষসি! কে এমন সমর্থ পুরুষ আছে, যে নিদ্রা সুখের জন্য নিদ্রিত জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজে সুখ ভোগ করিবে ॥৩১

আমার ন্যায় কোন্ পুরুষ নিদ্রিত ভ্রাতৃগণ ও মাতাকে রাক্ষসের ভোজনরূপে দান করিয়া তোমার সহিত কামজ আনন্দ উপভোগ করিবে ॥৩২

রাক্ষসী বলিল,—আপনার যাহা প্রিয়, আমি তাহাই করিব; আপনি ইঁহাদিগকে জাগরিত করুন। আমি নিশ্চয়ই সকলকেই নরখাদক রাক্ষসের হাত হইতে মুক্ত করিব ॥৩৩

ভীমসেন বলিলেন,—হে রাক্ষসি! তোমার দুরাত্মা ভাইয়ের ভয়ে আমি সুখে নিদ্রিত এই ভ্রাতৃগণ ও মাতাকে জাগাইতে পারিব না ॥৩৪

হে ভীরু চারুলোচনে! তুমি জান না যে, আমার পরাক্রম সহ্য করিবার মত কোন মানুষ, যক্ষ, রাক্ষস বা গন্ধর্ব্ব নাই ॥৩৫

হে ভদ্রে! তুমি এখানে থাক বা যাও অথবা যাহা ইচ্ছা করিতে পার; হে কৃশাঙ্গি! কিম্বা তোমার ভাইকেও এখানে পাঠাইয়া দিতে পার ॥৩৬

পাঠান্তর।—(১) বর্জ্জয়িত্বাপি।

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত হিড়িম্ববধপর্ব্বে ভীম-হিড়িম্বাসংবাদনামক একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[হিড়িম্বাগমনম্, হিড়িম্বায়া ভীতিঃ, ভীম-হিড়িম্বয়োর্যুদ্ধম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো বিদিত্বা চিরগতাং হিড়িম্বো রাক্ষসেশ্বরঃ।
অবতীর্য্য দ্রুমাৎ তস্মাদাজগামাথ পাণ্ডবান্ ॥১

লোহিতাক্ষো মহাবাহুরূর্দ্ধকেশো মহাননঃ।
মেঘসঙ্ঘাতবর্ষ্মা চ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রো ভয়ানকঃ ॥২

তমাপতন্তং দৃষ্ট্বৈব তথা বিকৃতদর্শনম্।
হিড়িম্বোবাচ বিত্রস্তা ভীমসেনমিদং বচঃ ॥৩

আপতত্যেষ দুষ্টাত্মা সংক্রুদ্ধঃ পুরুষাদকঃ।
ত্বং বা ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং যদ্ ব্রবীমি তথা কুরু ॥৪

অহং কামগমা বীর রক্ষোবলসমন্বিতা।
আরুহেমাং মম শ্রোণীং নেষ্যামি ত্বাং বিহায়সা ॥৫

প্রবোধয়ৈতান্ সংসুপ্তান্ মাতরঞ্চ পরন্তপ।
সর্ব্বানেব গমিষ্যামি গৃহীত্বা বো বিহায়সা ॥৬

ভীমসেন উবাচ।

মা ভৈস্ত্বং পৃথুসুশ্রোণি নৈব(১) কশ্চিন্ময়ি স্থিতে।
অহমেনং হনিষ্যামি প্রেক্ষন্ত্যাস্তে সুমধ্যমে ॥৭

নায়ং প্রতিবলো ভীরু রাক্ষসাপসদো মম।
সোঢ়ুং যুধি পরিস্পন্দমথবা সর্ব্বরাক্ষসাঃ ॥৮

পশ্য বাহূ সুবৃত্তৌ মে হস্তিহস্তনিভাবিমৌ।
ঊরূ পরিঘসঙ্কাশৌ সংহতঞ্চাপ্যুরো মম ॥৯

বিক্রমং মে যথেন্দ্রস্য সাদ্য দ্রক্ষ্যসি শোভনে।
মাবমংস্থাঃ পৃথুশ্রোণি মত্বা মামিহ মানুষম্ ॥১০

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[হিড়িম্বের আগমন, হিড়িম্বার ভয় এবং ভীম ও হিড়িম্বের যুদ্ধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাক্ষসেশ্বর হিড়িম্ব হিড়িম্বাকে বহুক্ষণ আসিতে না দেখিয়া সেই বৃক্ষ হইতে নামিয়া শীঘ্র পাণ্ডবগণের নিকট আসিল ॥১

তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, বাহুযুগল দীর্ঘ, কেশ ঊর্দ্ধমুখী, দন্ত তীক্ষ্ণ এবং তাহার আকৃতি মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ ও ভয়ানক ছিল ॥২

বিকৃতদর্শন হিড়িম্বকে আসিতে দেখিয়াই হিড়িম্বা ভীত হইয়া ভীমকে বলিল—এই দুষ্টাত্মা নরখাদক রাক্ষস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে; আমি আপনাকে যাহা বলি, ভ্রাতৃগণের সহিত আপনি তাহাই করুন ॥৩-৪

আমি কামগামিনী, হে বীর! আমি রাক্ষসের সম্পূর্ণ বল ধারণ করি; আপনি আমার কটিদেশে আরোহণ করুন; আমি আপনাকে আকাশপথে লইয়া যাইব ॥৫

হে শত্রুদমন! আপনি নিদ্রিত ভ্রাতৃগণ ও মাতাকে জাগরিত করুন, আমি সকলকে লইয়াই আকাশমার্গে গমন করিব ॥৬

ভীম বলিলেন,—হে পৃথুনিতম্বে! আমি থাকিতে তুমি ভয় পাইও না। এ আমার কাছে কিছুই না। হে সুমধ্যমে! তুমি দেখিতে থাক, আমি ইহাকে এখনই বধ করিতেছি ॥৭

হে ভীরু! এ রাক্ষসাধম যুদ্ধে আমার তুল্য নহে; সকল রাক্ষসও মিলিতভাবে আমার পরাক্রম-বেগ সহ্য করিতে সমর্থ নহে ॥৮

এই দেখ! আমার বাহুযুগল হস্তিশুণ্ডের ন্যায়, ঊরুযুগল পরিঘতুল্য এবং আমার বক্ষ [illegible] রহিল ॥৯

শোভনে! তুমি আজ আমার ইন্দ্রতুল্য বিক্রম দেখিতে পাইবে। হে পৃথুশ্রোণি! তুমি আমাকে মানুষ মনে করিয়া অবহেলা করিও না ॥১০

পাঠান্তর:—(১) বিপুলশ্রোণি নৈব।

হিড়িম্বোবাচ ।

নাবমন্যে নরব্যাঘ্র মানুষং দেবরূপিণম্ ।
দৃষ্টাপদানস্তু ময়া মানুষেষ্বেব(১) রাক্ষসঃ ॥১১

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তথা সংবদতস্তস্য ভীমসেনস্য ভারত ।
বাচঃ শুশ্রাব তাঃ ক্রুদ্ধো রাক্ষসঃ পুরুষাদকঃ ॥১২
অবেক্ষমাণস্তস্যাশ্চ হিড়িম্বো মানুষং বপুঃ ।
স্রগ্দামপূরিতশিখং সমগ্রেন্দুনিভাননম্ ॥১৩
সুভ্রূ-নাসাক্ষি-কেশান্তং সুকুমারনখত্বচম্ ।
সর্ব্বাভরণসংযুক্তং সুসূক্ষ্মাম্বরবাসসম্ (২) ॥১৪
তাং তথা মানুষং রূপং বিভ্রতীং সুমনোহরম্ ।
পুংস্কামাং শঙ্কমানশ্চ চুক্রোধ পুরুষাদকঃ ॥১৫
সংক্রুদ্ধো রাক্ষসস্তস্যা ভগিন্যাঃ কুরুসত্তম ।
উৎফাল্য বিপুলে নেত্রে ততস্তামিদমব্রবীৎ ॥১৬
কো হি মে ভোক্তুকামস্য বিঘ্নং চরতি দুর্ম্মতিঃ ।
ন বিভেষি হিড়িম্বে কিং মৎকোপাদ্
বিপ্রমোহিতা ॥১৭
ধিক্ ত্বামসতি পুংস্কামে মম বিপ্রিয়কারিণি ।
পূর্ব্বেষাং রাক্ষসেন্দ্রাণাং সর্ব্বেষামযশস্করি ॥১৮
যানিমানাশ্রিতাকার্ষীরপ্রিয়ং সুমহন্মম ।
এষ তানদ্য বৈ সর্ব্বান্ হনিষ্যামি ত্বয়া সহ ॥১৯
এবমুক্ত্বা হিড়িম্বাং স হিড়িম্বো লোহিতেক্ষণঃ ।
বধায়াভিপপাতৈনাম্ (৩) দন্তৈর্দন্তানুপস্পৃশন্ ॥২০
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ ।
ভর্ৎসয়ামাস তেজস্বী তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥২১

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ভীমসেনস্তু তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসং প্রহসন্নিব ।
ভগিনীং প্রতি সংক্রুদ্ধমিদং বচনমব্রবীৎ ॥২২

হিড়িম্বা বলিল,—হে নরব্যাঘ্র ! আমি দেবতুল্যরূপবিশিষ্ট আপনাকে অবহেলা করিতেছি না। আমি পূর্ব্বে মানুষের উপর ইহাকে অনেকবার প্রভাব বিস্তার করিতে দেখিয়াছি ॥১১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভারত ! ভীমসেন ও হিড়িম্বা যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, তখন তাহা হিড়িম্ব শুনিতে পাইয়াছিল ॥১২

হিড়িম্ব লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, হিড়িম্বা মানুষীর ন্যায় রূপ ধারণ করিয়াছে। সে দেখিল হিড়িম্বার কেশপাশ ফুল দিয়া বাঁধা আছে, তাহার মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, তাহার নাক ও চোখ মনোহর, তাহার নখ ও চামড়া কোমল, সকল প্রকার অলঙ্কারে তাহার শরীর বিভূষিত এবং সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট বস্ত্রে তাহার শরীর আচ্ছাদিত ॥১৩-১৪

তাহার মনোহর মানুষরূপ দেখিয়া হিড়িম্ব বুঝিল যে সে পুরুষকে পতিরূপে লাভ করিতে ইচ্ছুক ॥১৫

হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! সে তখন ভগিনীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বিশাল নেত্রযুগল বিস্ফারিত করিয়া তাহাকে বলিল,—ভোজনেচ্ছু আমার ভোজনে বিঘ্ন ঘটাইতে কোন দুর্ম্মতি চাহিতেছে ? হে হিড়িম্বে ! তুমি এমনই মোহিতা হইয়াছ, তুমি কি আমাকে ভয় করিতেছ না ? ॥১৬-১৭

তুমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাক্ষসরাজগণের যশ নষ্ট করিতেছ। হে বিপ্রিয়কারিণি ! হে অসতি ! পুংস্কামিনী তোমাকে ধিক্ ॥১৮

যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া তুমি আমার গুরুতর অপ্রিয় কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছ, আজ আমি তোমার সহিত তাহাদের সকলকে বধ করিব ॥১৯

হিড়িম্বাকে এই কথা বলিয়া রক্তচক্ষু হিড়িম্ব দাঁত কড়মড় করিয়া পাণ্ডবগণকে বধ করিতে উদ্যত হইল ॥২০

পাঠান্তর :—(১) মানবেষু । (২) সূক্ষ্মাম্বরধারিণীম্ ।

পাঠান্তর :—(৩) বধায়াভিপপাতৈবাম্ ।

কিং তে বিক্রিয় এতৈর্বা হৃষ্টৈর্বা বহুবিধৈঃ।
মামেবাদ্য প্রহর ত্বং যদি শক্তোঽসি সংযুগে ॥২৩
অধর্ম্মো বধ্যতে ন হি বধ্যতে ন স্ত্রিয়ঃ কদাচন।
বিশেষতোঽধর্ম্মবতে(১) প্রবর্ত্তনং শত্রুবধে চ ॥২৪
স্ত্রীজনং যশ্চ যত্ত্বা [illegible] বান্ধবান্ প্রতি।
ভেদিবৈরা [illegible] [illegible] ॥২৫
ঋত্বিজো ভব তুষ্টস্ত বক্তা বৈ কথ্যতে।
[illegible] ॥২৬
[illegible] শাস্ত্রেণ বৈ [illegible]।
[illegible] ॥২৭
[illegible]।
[illegible] ॥২৮

অদ্যৈবত্বাং [illegible]।
[illegible] ॥২৯
[illegible] ॥৩০
[illegible] তব শূরসম্মতা।
[illegible] ॥৩১
[illegible]।
[illegible] ॥৩২
[illegible]।
[illegible] ॥৩৩

বিক্রিয় উবাচ।

তাহাকে [illegible] হইতে দেখিয়া [illegible] লোকেরা তাহাকে 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া প্রশংসা করিলেন।২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তদনন্তর প্রতি যুদ্ধ হইতে দেখিয়া [illegible] যেন বলিতে বলিতে রাজাকে এই কথা বলিলেন।২২

হে বিক্রিয়! [illegible] নিহিত আছে, সেই আমার [illegible] তোমার কি প্রয়োজন সাধিত হইবে? [illegible]। তুমি যেমন আমার সাথে আইস।২৩

তুমি আমাকেই প্রহার কর। স্ত্রীকে বধ করা তোমার কর্তব্য নহে। বিশেষতঃ যে স্ত্রীলোক তোমার কোন অপকার করে নাই। অপকার করিয়া থাকিলে অন্যই করিয়াছে।২৪

এই বালিকা কিছু করে নাই। এ [illegible] অবস্থায় পীড়িতা হইয়া অন্য আমাকে আশ্রয় করিয়াছে।২৫

[illegible] তোমারই অনিষ্ট এই স্ত্রী রাজধানী তোমারই আদেশে এখানে আসিয়া আমার [illegible] হইয়াছে এবং আমাকে [illegible] করিয়াছে। এ তোমার কোন অপকার করে নাই; কিন্তু এ [illegible], সুতরাং ইহাকে বধ করা উচিত নয়।২৬-২৭

হে রাজন্! আমি থাকিতে তুমি ইহাকে বধ করিতে পারিবে না। [illegible]। তুমিও একা, আমিও একা; আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে, আইস।২৮

আমি একাই আজ তোমাকে যমালয়ে পাঠাইব। হে রাজন্। তুমি এখনই দেখিতে পাইবে যে, বভ্রুবাহন বিশিখের ন্যায় আমার বাহুবলে নিশিত হইয়া তোমার মস্তক বিদীর্ণ হইয়াছে।২৯

আমি তোমাকে বধ করিবার পর গৃধ্র, শৃগাল, কুক্কুর প্রভৃতি প্রাণিগণ তোমার শরীর লইয়া টানাটানি করুক।৩০

তুমি একদিন যাহার জন্য করিয়া এই সমরে যে যুদ্ধ করিয়াছ, আজ আমি সমস্তের সম্মুখে সেই সমরে রাজসূয় করিব।৩১

আজ তোমার রমণী দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইবে, মেঘ যেমন পর্বতচূড়া মহাপর্বতকে আবরণ করে, আমি তেমনই তোমাকে আবরণ করিতেছি।৩২

পাঠান্তর।—(১) বিপন্নতা শরণতে।

গর্জ্জিতেন বৃথা কিং তে কথিতেন চ মানুষ।
কৃত্বৈতৎ কর্ম্মণা সর্ব্বং কথয়েথা মা চিরং কৃথাঃ ॥৩৪
মন্যসে বলবন্তঞ্চ আত্মানং সপরাক্রমম্।
জ্ঞাস্যস্যদ্য সমাগম্য মত্তো বলাধিকম্ ॥৩৫
ন তাবদেতান্ হিংসিষ্যে স্বপন্ত্বেতে যথাসুখম্।
এষ ত্বামদ্য দুর্ব্বুদ্ধে নিহন্ম্যপ্রিয়বাদিনম্ ॥৩৬
পীত্বা তবাসৃগঙ্গেভ্যস্ততঃ পশ্চাদিমানপি।
হনিষ্যামি ততঃ পশ্চাদিমাং বিঘ্নকারিণীম্ ॥৩৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো বাহূ প্রগৃহ্য পুরুষাদকঃ।
অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধো ভীমসেনমরিন্দমম্ ॥৩৮
তস্যাভিদ্রবতস্তূর্ণং ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
বেগেন প্রহিতং বাহুং নিজগ্রাহ হসন্নিব ॥৩৯
নিগৃহ্য তং বলাদ্ ভীমো বিস্ফুরন্তং চকর্ষ হ।
তস্মাদ্দেশাদ্ ধনূংষ্যষ্টৌ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা ॥৪০
ততঃ স রাক্ষসঃ ক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবেন বলাদ্ধৃতঃ।
ভীমসেনং সমাশ্লিষ্য ব্যনদদ্ ভৈরবং রবম্ ॥৪১
পুনর্ভীমো বলাদেনং বিচকর্ষ মহাবলঃ।
মা শব্দঃ সুখসুপ্তানাং ভ্রাতৄণাং মে ভবেদিতি ॥৪২
অন্যোন্যং তৌ সমাসাদ্য বিচকর্ষতুরোজসা।
রাক্ষসো ভীমসেনশ্চ বিক্রমং চক্রতুঃ পরম্ ॥৪৩
বভঞ্জতুর্ম্মহাবৃক্ষান্ লতাশ্চাকর্ষতুস্তদা।
মত্তাবিব চ সংরব্ধৌ বারণৌ ষষ্টিহায়নৌ ॥৪৪
(পাদপানুদ্যতৌ তাবুদ্ধরন্তাবেব বেগিতৌ।
শোভিতৌ [illegible] সর্ব্বতঃ ॥
বিরাজন্তৌ [illegible]।
[illegible] ॥

হে রাক্ষসাধম! আমার দ্বারা তোমার মৃত্যুতে বনবাসী মানুষ এই বনে নির্ভয়ে বিচরণ করিবে ॥৩৩

কির্ম্মীর বলিল,—হে মানুষ! বৃথা গর্জ্জন করিয়া কি হইবে? তুমি কার্য্য দ্বারা তোমার কথা সত্য করিয়া প্রতিপন্ন কর। বেশিক্ষণ এই ব্যাপারে থাকিবে না ॥৩৪

তুমি নিজেকে খুব বলবান্ ও মহাপরাক্রমী মনে করিতেছ, কিন্তু আমার সহিত যুদ্ধ করিলেই আমার বলাধিক্য বুঝিতে পারিবে ॥৩৫

উঁহারা সুখে নিদ্রা যাউন, ইঁহাদিগকে বধ করিব না। হে দুর্ব্বুদ্ধে! আইস, অপ্রিয়বাদী তোমাকে এখনই আমি বধ করি ॥৩৬

তোমার অঙ্গসকল হইতে রক্ত পান করিয়া পরে ইঁহাদিগকেও বধ করিব। তাহার পর এই বিঘ্নকারিণী ইহাকেও বধ করিব ॥৩৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া দুই বাহু উঁচু করিয়া সেই ক্রুদ্ধ রাক্ষস শত্রুদমন ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইল ॥৩৮

সে আক্রমণ করিতেছে; ভীমপরাক্রম ভীমসেন হাসিতে হাসিতে বেগে আগত তাহার বাহু ধরিয়া ফেলিলেন ॥৩৯

রাক্ষস তাহার হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিলেও ভীম তাহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করত, ক্ষুদ্র মৃগকে সিংহের আকর্ষণের ন্যায় আট ধনু (৩২ হাত) পরিমিত ভূমি পর্য্যন্ত টানিয়া আনিলেন ॥৪০

তখন রাক্ষস পাণ্ডবের বলে পীড়িত হইয়া ভীমসেনকে আলিঙ্গন করত গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥৪১

সুখসুপ্ত ভাইদের নিদ্রা যাহাতে না ভাঙ্গে, এই ভাবিয়া ভীম নিঃশব্দে পুনরায় রাক্ষসকে আকর্ষণ করিলেন ॥৪২

এইরূপ ভীমসেন ও কির্ম্মীর পরস্পর মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিল ॥৪৩

তখন মদমত্ত ষাট বৎসরের হস্তিযুগলের ন্যায় ক্রুদ্ধ তাঁহারা উভয়ে অনেক বৃক্ষ ও লতাসমূহ ছিঁড়িতে লাগিল ॥৪৪

ভীম-রাক্ষসয়োর্যুদ্ধং তদাবর্ত্তত দারুণম্।
উরুবাহুপরিক্ষেপাৎ কর্ষাদ্বিকর্ষণম্ ॥
ততঃ শব্দেন মহতা গর্জ্জন্তৌ তৌ পরস্পরম্।
পাদপানপ্যথোৎপাট্য প্রহারৈরভিজঘ্নতুঃ।
অন্যোন্যং তৌ সমাশ্লিষ্য বিকর্ষন্তৌ পরস্পরম্ ॥)

তয়োঃ শব্দেন মহতা বিবুদ্ধাস্তে নরর্ষভাঃ।
সহ মাত্রা চ দদৃশুর্হিড়িম্বামগ্রতঃ স্থিতাম্ ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি হিড়িম্ববধপর্ব্বণি ভীম-হিড়িম্বযুদ্ধে দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫২

(উভয়ে মত্ত হস্তিদ্বয়ের ন্যায় এমন বেগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল যে, উভয়ের প্রবলবেগে ও ধাক্কা আঘাতে বহু বৃক্ষ ও লতাজাল উৎপাটিত হইতে লাগিল এবং ঘোর গর্জনে মৃগপক্ষিগণ ভয়ে পলাইতে লাগিল। এইরূপে ভীম ও রাক্ষসের মধ্যে দারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। উভয়ে পরস্পরের প্রতি গর্জন করত পাদপের উপর পাদপের আঘাতের ন্যায় পরস্পরকে প্রহার, আলিঙ্গন ও বিকর্ষণ করিতে লাগিল।)

তাহাদের ঘোর গর্জনশব্দে মাতার সহিত পাণ্ডবেরা চারি ভাই জাগরিত হইয়া হিড়িম্বাকে সম্মুখে দণ্ডায়মানা দেখিতে পাইলেন ॥৩৩॥

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত হিড়িম্ববধপর্ব্বে ভীমহিড়িম্বযুদ্ধনামক দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[কুন্তীসমীপে হিড়িম্বায়াঃ স্বমনোভাবপ্রকাশঃ, হিড়িম্ববধশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
প্রবুদ্ধাস্তে হিড়িম্বায়া রূপং দৃষ্ট্বাতিমানুষম্।
বিস্মিতাঃ পুরুষব্যাঘ্রা বভূবুঃ পৃথয়া সহ ॥১
ততঃ কুন্তী সমালোক্য বিস্মিতা রূপসম্পদা।
উবাচ মধুরং বাক্যং সান্ত্বপূর্ব্বমিদং শনৈঃ ॥২
কস্য ত্বং সুরগর্ভাভে কা চাপি বরবর্ণিনি।
কেন কার্য্যেণ সুশ্রোণি কুতশ্চাগমনং তব ॥৩

যদি বাস্য বনস্য ত্বং দেবতা যদি বাপ্সরাঃ।
আচক্ষ্ব মম তৎ সর্ব্বং কিমর্থং চেহ তিষ্ঠসি ॥৪

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[হিড়িম্বা কর্ত্তৃক কুন্তীর নিকটে নিজ মনোভাব প্রকাশ এবং হিড়িম্বের বধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পৃথার সহিত জাগরিত হইয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ হিড়িম্বার অতিমানুষ রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ॥১

তদনন্তর কুন্তীদেবী তাহার রূপসম্পদ্ দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাহাকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনাপূর্ব্বক ধীরে ধীরে বলিলেন—"হে দেবকন্যাতুল্যে! হে বরবর্ণিনি! তুমি কাহার কন্যা? এখানে কোন কার্য্যে এবং কোথা হইতে আসিয়াছ ॥২-৩

যদি তুমি এই বনের দেবতা হও কিংবা কোন অপ্সরা হও, তাহাও বল এবং সেই সঙ্গে ইহাও বল কেন তুমি এখানে দাঁড়াইয়া আছ ॥৪

হিড়িম্বোবাচ।

যদেতৎ পশ্যসি বনং নীলমেঘনিভং মহৎ।
নিবাসো রাক্ষসস্যৈষ হিড়িম্বস্য মমৈব চ ॥৫
তস্য মাং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভগিনীং বিদ্ধি ভামিনি।
ভ্রাত্রা সম্প্রেষিতামার্য্য ত্বাং সপুত্রাং জিঘাংসতা ॥৬
ক্রূরবুদ্ধেরহং তস্য বচনাদাগতা ইহ।
অদ্রাক্ষং নবহেমাভং তব পুত্রং মহাবলম্ ॥৭
ততোহহং সর্ব্বভূতানাং ভাবে বিচরতা শুভে।
চোদিতা তব পুত্রস্য মন্মথেন বশানুগা ॥৮
ততো বৃতো ময়া ভর্ত্তা তব পুত্রো মহাবলঃ।
অপনেতুঞ্চ যতিতো ন চৈব শকিতো ময়া ॥৯
চিরায়মাণাং মাং জ্ঞাত্বা ততঃ স পুরুষাদকঃ।
স্বয়মেবাগতো হন্তুমিমান্ সর্ব্বাংস্তবাত্মজান্ ॥১০

হিড়িম্বা বলিল,—নীলমেঘতুল্য এই যে বিশাল বন আপনি দেখিতেছেন, উহা এই রাক্ষস হিড়িম্ব ও আমার বাসস্থান ॥৫

হে মহাভাগে! সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ হিড়িম্বের ভগিনী বলিয়া আমাকে জানিবেন। আর্য্যে! তাই আমাকে পুত্রগণের সহিত আপনাকে বধ করিবার জন্য পাঠাইয়াছিল ॥৬

ক্রূরবুদ্ধি ভ্রাতার আদেশে আমি এখানে আসিয়া আপনার এই মহাবল ও স্বর্ণকান্তি পুত্রকে দেখিলাম ॥৭

শুভে! ইহাকে দেখিয়াই আমি সর্ব্বভূতান্তশ্চারী মদনের দ্বারা প্রেরিত হইয়া আপনার পুত্রের বশীভূত হইয়া পড়িলাম ॥৮

তাহার পর আপনার মহাবলপুত্রকে পতিভাবে প্রার্থনা করিলাম এবং তাহাকে এস্থান হইতে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু লইয়া যাইতে পারিলাম না ॥৯

স এষ মম কান্তেন তব পুত্রেণ ধীমতা।
বলাদিতো বিনিষ্পিষ্য ব্যপনীতো মহাত্মনা ॥১১
বিকর্ষন্তৌ মহাবেগৌ গর্জ্জমানৌ পরস্পরম্।
পশ্যেতং(১) যুধি বিক্রান্তাবেতৌ চ নররাক্ষসৌ ॥১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্যাঃ শ্রুত্বৈব বচনমুৎপপাত যুধিষ্ঠিরঃ।
অর্জ্জুনো নকুলশ্চৈব সহদেবশ্চ বীর্য্যবান্ ॥১৩
তৌ তে দদৃশুরাসক্তৌ বিকর্ষন্তৌ পরস্পরম্।
কাঙ্ক্ষমাণৌ জয়ঞ্চৈব সিংহাবিব রণোৎকটৌ ॥১৪
অথান্যোন্যং সমাশ্লিষ্য বিকর্ষন্তৌ পুনঃ পুনঃ।
দাবাগ্নিধূমসদৃশং চক্রতুঃ পার্থিবং রজঃ ॥১৫

সেই ভ্রাতা আমার বিলম্ব দেখিয়া নরখাদক সেই রাক্ষস নিজেই তোমার পুত্রগণকে বধ করিতে আসিল ॥১০

আমার পতি আপনার বুদ্ধিমান্ মহাত্মা পুত্র আপনাদের সুখ রাখিবার আশায় তাহাকে বলপূর্ব্বক নিষ্পেষণ করিতে করিতে এস্থান হইতে সরাইয়া লইয়া গেল ॥১১

ঐ দেখুন মহাবলশালী নর ও রাক্ষস উভয়ে গর্জ্জন করিতে করিতে মহাবেগে পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিতেছে ॥১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হিড়িম্বার এই কথা শুনিবামাত্রই যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল ও বলবান্ সহদেব লাফাইয়া উঠিয়া পড়িলেন ॥১৩

তাঁহারা দেখিলেন সিংহদ্বয়ের ন্যায় আসক্ত বিক্রমশালী ভীম ও হিড়িম্ব জয়ের আকাঙ্ক্ষায় পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে ॥১৪

পাঠভেদ :—(১) [illegible]

সহসা-বেপুনবাঙ্গৌ নতুবস্ত্রবর্জিতৌ।
মহাকায়ৌ যথা শৈলৌ নীহারেণাভিসংবৃতৌ ॥১৬
রাক্ষসেন তথা ভীমং ক্লিশ্যমানং নিরীক্ষ্য তু।
উবাচেদং বচঃ পার্থঃ প্রহসন্ শনকৈরিব ॥১৭
ভীম মা ভৈর্মহাবাহো ন ত্বাং বুধ্যামহে বয়ম্।
সমেতং ভীমরূপেণ প্রসুপ্তাঃ শ্রমকর্শিতাঃ ॥১৮
সাহায্যেঽস্মি স্থিতঃ পার্থ পাতয়িষ্যামি রাক্ষসম্।
নকুলঃ সহদেবশ্চ মাতরং গোপয়িষ্যতঃ ॥১৯

ভীমসেন উবাচ।

উদাসীনো নিরীক্ষস্ব ন কার্য্যঃ সম্ভ্রমস্ত্বয়া।
ন জাত্বয়ং পুনর্জীবেন্মদ্বাহ্বন্তরমাগতঃ ॥২০

অর্জুন উবাচ।

কিমনেন চিরং ভীম জীবতা পাপরক্ষসা।
গন্তব্যং ন চিরং স্থাতুমিহ শক্যমরিন্দম ॥২১
পুরা সংরজ্যতে প্রাচী পুরা সন্ধ্যা প্রবর্ত্ততে।
রৌদ্রে মুহূর্ত্তে রক্ষাংসি প্রবলানি ভবন্তি চ ॥২২

ত্বরস্ব ভীম মা ক্রীড় জহি রক্ষো বিভীষণম্।
পুরা বিকুরুতে মায়াং ভুজয়োঃ সারমর্পয় ॥২৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অর্জুনেনৈবমুক্তস্তু ভীমো রোষাজ্জ্বলন্নিব।
বলমাহারয়ামাস যদ্বায়োর্জগতঃ ক্ষয়ে ॥২৪
ততস্তস্যাম্বুদাভস্য ভীমো রোষাত্তু রক্ষসঃ।
উৎক্ষিপ্যাভ্রাময়দ্দেহং তূর্ণং গুণশতাধিকম্ ॥২৫

ভীমসেন উবাচ।

বৃথামাংসৈর্বৃথাপুষ্টো বৃথাবৃদ্ধো বৃথামতিঃ।
বৃথামরণমর্হস্ত্বং বৃথাদ্য ন ভবিষ্যসি ॥২৬

তাহারা পরস্পরকে আকর্ষণ ও আবার বিকর্ষণ করায় দাবাগ্নির ধূমের ন্যায় পৃথিবীর ধূলি আকাশে ধূসরিত হইল।১৫

পর্ব্বতপ্রমাণ বিশালকায় উভয়ে পৃথিবীর ধূলিতে আবৃত হইয়া নীহারাবৃত পর্ব্বতদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।১৬

রাক্ষস ভীমকে ক্লেশ দিতেছে দেখিয়া অর্জুন ঈষৎ হাসিতে হাসিতে ধীরে ধীরে ভীমকে বলিলেন।১৭

হে মহাবাহো ভীম! তুমি ভয় করিও না; আমরা এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই যে, তুমি এই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছ।১৮

আমি তোমার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত আছি, আমি এখনই উহাকে নিপাতিত করিব; নকুল ও সহদেব মাতার রক্ষা করিবে।১৯

ভীম বলিলেন,—তুমি উদাসীন হইয়া দেখ, কোন ব্যস্ততা করিও না। এই দুষ্ট আমার বাহুমধ্যে আসিয়াছে আর কখনই বাঁচিবে না।২০

অর্জুন বলিলেন,—হে শত্রুদমন ভীম! এই পাপ রাক্ষসকে আর বেশীক্ষণ বাঁচিতে দেওয়া উচিত নয়; কারণ, ইহার পর আমাদিগকে এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে; এখানে বেশীক্ষণ অবস্থান করা আমাদের উচিত নয়।২১

ঐ যেন পূর্ব্বদিক লাল হইতেছে, প্রাতঃসন্ধ্যার সময় আসিতেছে। এই রৌদ্রমুহূর্ত্তে রাক্ষসেরা প্রবল হয়।২২

অতএব হে ভীম! তুমি তাড়াতাড়ি ভয়ঙ্কর রাক্ষসকে বধ কর, উহাকে লইয়া খেলা করিও না। এ মায়া প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই ইহার উপর বাহুবল প্রয়োগ কর।২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জুন এই কথা বলিলে ভীম ক্রোধে যেন প্রজ্বলিত হইয়া প্রলয়কালীন বায়ুর ন্যায় বল প্রকাশ করিলেন।২৪

তখন ভীম ক্রোধবশতঃ সেই রাক্ষসকে ঊর্দ্ধে উঠাইয়া তাহার দেহ শতবার ঘুরাইতে লাগিলেন।২৫

ক্ষেমমদ্য করিষ্যামি যথা বনমকণ্টকম্ ।
ন পুনর্ম্মানুষান্ হত্বা ভক্ষয়িষ্যসি রাক্ষস ॥২৭

অর্জ্জুন উবাচ ।

যদি বা মন্যসে ভারং ত্বমিমং রাক্ষসং যুধি ।
করোমি তব সাহায্যং শীঘ্রমেব নিপাত্যতাম্ ॥২৮
অথবাপ্যহমেবৈনং হনিষ্যামি বৃকোদর ।
কৃতকর্ম্মা পরিশ্রান্তঃ সাধু তাবদুপারম ॥২৯

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা ভীমসেনোঽত্যমর্ষণঃ ।
নিষ্পিষ্যৈনং বলাদ্ ভূমৌ পশুমারমমারয়ৎ ॥৩০
স মার্য্যমাণো ভীমেন ননাদ বিপুলং স্বনম্ ।
পূরয়ংস্তদ্ বনং সর্ব্বং জলার্দ্র ইব দুন্দুভিঃ ॥৩১
বাহুভ্যাং যোক্ত্রয়িত্বা তং বলবান্ পাণ্ডুনন্দনঃ ।
মধ্যে ভঙ্ক্ত্বা মহাবাহুর্হর্ষয়ামাস পাণ্ডবান্ ॥৩২
হিড়িম্বং নিহতং দৃষ্ট্বা সংহৃষ্টাস্তে তরস্বিনঃ ।
অপূজয়ন্ নরব্যাঘ্রং ভীমসেনমরিন্দমম্ ॥৩৩
অভিপূজ্য মহাত্মানং ভীমং ভীমপরাক্রমম্ ।
পুনরেবার্জ্জুনো বাক্যমুবাচেদং বৃকোদরম্ ॥৩৪
ন দূরে নগরং মন্যে বনাদস্মাদহং বিভো ।
শীঘ্রং গচ্ছাম ভদ্রং তে ন নো বিদ্যাৎ সুযোধনঃ ॥৩৫
ততঃ সর্ব্বে তথেত্যুক্ত্বা সহ মাত্রা মহারথাঃ ।
প্রয়যুঃ পুরুষব্যাঘ্রা হিড়িম্বা চৈব রাক্ষসী ॥৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি হিড়িম্ববধপর্ব্বণি হিড়িম্ববধে
ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫৩॥

ভীম বলিলেন,—হে রাক্ষস। তুই বৃথামাংস দ্বারাই পুষ্ট হইয়াছিস, তোর বড় হওয়াও বৃথা, তোর বুদ্ধিও বৃথা; তুই বৃথাই মৃত্যুর বশ হইতেছিস; তোর মৃত্যুও বৃথা হইবে ॥২৬

তোকে বধ করিয়া এই বনকে আজ নিষ্কণ্টক ও মঙ্গলময় করিব, হে রাক্ষস! যাহাতে তুই আর ইহার পর মানুষ ভক্ষণ করিতে না পারিস্ ॥২৭

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে ভীম! তুমি যদি যুদ্ধে এই রাক্ষসকে ভার মনে কর, তবে আমি তোমাকে সাহায্য করিতেছি; অথবা তুমি শীঘ্রই ইহাকে নিপাতিত কর ॥২৮

অথবা হে বৃকোদর! আমিই ইহাকে বধ করিতেছি, তুমি যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়াছ, সুতরাং এখন বিশ্রাম কর ॥২৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জ্জুনের কথায় ভীমসেন অত্যন্ত অমর্ষান্বিত হইয়া রাক্ষসকে বলপূর্ব্বক নিষ্পেষণ করতঃ পশুর ন্যায় মারিতে লাগিলেন ॥৩০

ভীমকর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া সেই রাক্ষস সমস্ত বন পরিপূরিত করিয়া জলপূর্ণ ভেরীর ন্যায় ভয়ানক শব্দ করিতে লাগিল ॥৩১

পাণ্ডুপুত্র বলবান্ ভীম উহার দুই প্রান্তকে (মস্তক ও পাদদ্বয়) দুই হাতে বাঁধিয়া মধ্যদেশ ভাঙ্গিয়া পাণ্ডবগণের হর্ষ উৎপাদন করিলেন ॥৩২

হিড়িম্বকে নিহত দেখিয়া মহাবেগশালী পাণ্ডবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং সেই শত্রুদমন নরশ্রেষ্ঠ ভীমকে সম্মানিত করিলেন ॥৩৩

ভীমপরাক্রম মহাত্মা ভীমকে প্রশংসা করত অর্জ্জুন পুনরায় ভীমকে বলিলেন ॥৩৪

প্রভো। আমার মনে হইতেছে এই বন হইতে নগর দূরে নয়। তোমার মঙ্গল হউক, চল, আমরা শীঘ্র যাই; দুর্য্যোধন আমাদিগকে যেন জানিতে না পারে ॥৩৫

তখন সেই মহারথগণ মাতার সহিত 'তাহাই হউক' বলিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। রাক্ষসী হিড়িম্বাও তাঁহাদের সঙ্গে চলিতে লাগিল ॥৩৬

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যকৃত ভারতকৌমুদী সহিত মহাভারতের আদিপর্ব্বে হিড়িম্ববধপর্ব্বে
হিড়িম্ববধনামক ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[হিড়িম্বাং প্রতি যুধিষ্ঠিরস্য নিষেধঃ, পতিত্বেন ভীমং প্রাপ্তুং হিড়িম্বায়াঃ প্রার্থনা,
ভীমহিড়িম্বয়োর্মিলনম্, ঘটোৎকচোৎপত্তিশ্চ।]

(বৈশম্পায়ন উবাচ।

স তমেবাগতং পূর্ব্বং ভগিনী তস্য রক্ষসঃ।
অনুযাতা হিড়িম্বা তু রাক্ষসী পাণ্ডবান্ প্রতি॥
অভিবাদ্য ততঃ কুন্তীং ধর্ম্মরাজঞ্চ পাণ্ডবম্।
অভিপূজ্য চ তান্ সর্ব্বান্ ভীমসেনমভাষত॥ ১

হিড়িম্বোবাচ।

অহং তে দর্শনাদেব মন্মথস্য বশং গতা।
ক্রূরং ভ্রাতৃবচো হিত্বা সা ত্বামেবানুরুন্ধতী॥
রাক্ষসে রৌদ্রসঙ্কাশে তবাপশ্যং বিচেষ্টিতম্
অহং শুশ্রূষুরিচ্ছেয়ং তব গাত্রং নিষেবিতুম্॥ ২

ভীম উবাচ।

স্মরন্তি বৈরং রক্ষাংসি মায়ামাশ্রিত্য মোহিনীম্।
হিড়িম্বে ব্রজ পন্থানং ত্বমিমং ভ্রাতৃসেবিতম্॥ ৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ক্রুদ্ধোঽপি পুরুষব্যাঘ্র ভীম মাস্ম স্ত্রিয়ং বধীঃ।
শরীরগুপ্ত্যাভ্যধিকং ধর্ম্মং গোপায় পাণ্ডব॥ ৪

বধাভিপ্রায়মায়ান্তমবধীস্ত্বং মহাবলম্।
রক্ষসস্তস্য ভগিনী কিং নঃ ক্রুদ্ধা করিষ্যতি॥ ৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

হিড়িম্বা তু ততঃ কুন্তীমভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
যুধিষ্ঠিরং তু কৌন্তেয়মিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৬

আর্য্যে জানাসি যদ্দুঃখমিহ স্ত্রীণামনঙ্গজম্।
তদিদং মামনুপ্রাপ্তং ভীমসেনকৃতং শুভে॥ ৭

সোঢ়ং তৎ পরমং দুঃখং ময়া কালপ্রতীক্ষয়া।
সোঽয়মভ্যাগতঃ কালো ভবিতা মে সুখায় বৈ॥ ৮

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[হিড়িম্বকে বধ করিলে যুধিষ্ঠিরের কাছে, ভীমসেনকে পতিভাবে পাইবার জন্য হিড়িম্বার প্রার্থনা, ভীমসেন ও হিড়িম্বার মিলন এবং ঘটোৎকচের উৎপত্তি।]

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হিড়িম্ব রাক্ষসের ভগিনী হিড়িম্বা তখনও দূরে কিছু না বলিয়া পাণ্ডবগণের কাছে গেল। কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিয়া এবং অপর পাণ্ডবকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া ভীমসেনকে বলিল।

হিড়িম্বা বলিল,—আমি আপনাকে দর্শনমাত্রই মদনের বশীভূতা হইয়াছি। ভ্রাতার নিষ্ঠুর কথাকে উপেক্ষা করিয়া আমি আপনারই অনুগতা হইয়াছি। এই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের প্রতি আপনার পরাক্রম দর্শনে আমি আরও অধিক মুগ্ধ হইয়াছি। আমি আপনার শরীরের সেবা করিতে চাই। ২

ভীমসেন বলিলেন,—রাক্ষসগণ পূর্ব্বশত্রুতা স্মরণ করিয়া মোহিনী মায়াকে আশ্রয় করে উপায় অবলম্বন করিয়া প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করে। সুতরাং হে হিড়িম্বে! তোমার ভাই যে পথে গিয়াছে, তুমিও সেই পথেই গমন কর। ৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীম! তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াও, সুতরাং বিবেকশূন্য হইয়া স্ত্রীবধ করিও না। হে পাণ্ডব! শরীররক্ষা হইতেও অধিক উত্তম ধর্ম্ম রক্ষা কর। ৪

আমাদিগকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে যে রাক্ষস আসিয়াছিল, সে মহাবলশালী হইলেও তুমি যখন তাহাকেও বধ করিতে পারিয়াছ, তখন তাহার ভগিনী তোমার কি অনিষ্ট করিতে পারে? ৫

ময়া হ্যুৎসৃজ্য সুহৃদঃ স্বধর্ম্মং স্বজনং তথা।
বৃতোঽয়ং পুরুষব্যাঘ্রস্তব পুত্রঃ পতিঃ শুভে ॥৭
বীরেণাহং তথানেন ত্বয়া চাপি যশস্বিনি।
প্রত্যাখ্যাতা ন জীবামি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥৮
তদর্হসি কৃপাং কর্ত্তুং ময়ি ত্বং বরবর্ণিনি।
মত্বা মূঢ়েতি তন্মাং ত্বং ভক্তা বানুগতেতি বা ॥৯
ভর্ত্রানেন মহাভাগে সংযোজয় সুতেন তে।
তমুপাদায় গচ্ছেয়ং যথেষ্টং দেবরূপিণম্।
পুনশ্চৈবানয়িষ্যামি বিস্রম্ভং কুরু মে শুভে ॥১০
অহং হি মনসা ধ্যাতা সর্ব্বান্ নেষ্যামি বঃ সদা।
(ন রাক্ষস্যস্মি আর্য্যে ন চাপি পৈশাচী।
কন্যা রক্ষসাং মান্যাস্মি নাম্না শালকটঙ্কটী।
যুবত্যহং সুযুক্তা চ মূর্ত্তির্দেববর্ণিনী।
সর্ব্বান্ বোঽহমুপাসিষ্যে পুত্রেণ তব সঙ্গতা।
সর্ব্বাস্বাপৎসু রক্ষেয়ং ভবতঃ প্রযতা সদা।)
বৃজিনে তারয়িষ্যামি দুর্গেষু নরর্ষভান্ ॥১১

পৃষ্ঠেন বো বহিষ্যামি শীঘ্রাং গতিমভীপ্সতঃ।
যূয়ং প্রসাদং কুরুত ভীমসেনো ভজেত মাম্ ॥১২

আপদস্তরণে প্রাণান্ ধারয়েদ্ যেন যেন বা।
সর্ব্বমাদৃত্য কর্ত্তব্যং তদ্ধর্ম্মমনুবর্ত্তিনা ॥১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হিড়িম্বা তখন করজোড়ে কুন্তীদেবী ও তাঁহার পুত্র যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিয়া বলিল—"হে আর্য্যে! আপনি জানেন নারীদের কামের দুঃখ কি ভয়ানক হয়। তবে আপনার পুত্র ভীমসেনকে দেখিয়া আমার সেই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে ॥৫

আমি কালের প্রতীক্ষা করত সেই ভয়ানক দুঃখ এতদিন সহ্য করিয়াছি; এখন আমার মনে হইতেছে যে, সেই সুখের সময় উপস্থিত হইয়াছে ॥৬

শুভে! আমি আমার সুহৃদ্, স্বজন ও স্বধর্ম্ম—সব পরিত্যাগ করিয়া আপনার পুত্র এই পুরুষশ্রেষ্ঠকে পতিরূপে বরণ করিয়াছি ॥৭

হে যশস্বিনি! এই বীর ও আপনি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে আমি প্রাণ বিসর্জ্জন করিব, সত্য বলিতেছি। হে বরবর্ণিনি! আপনি আমাকে মূঢ়, ভক্তা ও অনুগতা মনে করিয়া কৃপা করুন ॥৮-৯

আর্য্যে! আপনার এই পুত্রের সহিত আমার মিলন ঘটাইয়া দিন। আমি দেবরূপী আপনার এই পুত্রকে লইয়া অভীষ্ট দেশে চলিয়া যাইব এবং যথাসময়ে পুনরায় ইঁহাকে আপনার নিকট পৌঁছাইয়া দিব। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। (হে আর্য্যে! আমি স্বভাবে রাক্ষসী বা পিশাচী নহি। আমি রাক্ষসকুলের মানী কন্যা, আমার নাম শালকটঙ্কটী; আমি যুবতী ও দেবরূপিণী। আমি আপনার পুত্রের সহিত যুক্ত হইলে আপনাদের সকলেরই সেবা করিব এবং আপনার সকল বিপদে আমি সাবধানে আপনাদিগকে রক্ষা করিব।)

আমি মনে মনে চিন্তা করিলেই আপনাদিগকে সর্ব্বস্থানে বহন করিতে পারিব। যদি আপনাদের কোথাও শীঘ্র যাইতে হয়, আমি তবে আপনাদিগকে পিঠে করিয়া সেখানে লইয়া যাইব। অতএব দুর্গম স্থানে সমস্ত বিপদ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিব। আপনি প্রসন্ন হইয়া এইরূপ করুন, যাহাতে ভীমসেন আমাকে ভজনা করেন ॥১০-১২

যে উপায়ে বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করা যায় এবং প্রাণের রক্ষা হয়, ধর্ম্মানুবর্ত্তী পুরুষ সব পরিত্যাগ করিয়া সেই উপায়ই অবলম্বন করিয়া থাকেন ॥১৩

[illegible] যো বারয়তি বর্ষং [illegible]।
[illegible] যেন [illegible] ॥১৪
[illegible] প্রাণাদ্ বারয়তি পুনঃ [illegible]।
[illegible] ন বিদ্যতে ॥১৫
([illegible])
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]॥

[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

[illegible] কুন্তী [illegible]।
যুধিষ্ঠিরং মহাপ্রাজ্ঞং [illegible]॥

কুন্ত্যুবাচ।

[illegible]।
[illegible]॥

[illegible] যেই [illegible] আছে। [illegible] যে [illegible], সেই [illegible] ॥১৭

[illegible] যে যে [illegible] কোন [illegible] ॥১৮

([illegible] ; [illegible]। [illegible] থাকেন। [illegible] বলিয়া থাকেন। [illegible] পাইয়েছি। [illegible] যে, [illegible]। [illegible] ঐ [illegible]। [illegible]

হইবে। [illegible] নির্ব্বাসন, [illegible] এবং [illegible] —এইটি [illegible]। [illegible] ঐ [illegible] ও [illegible]। [illegible] ঐ [illegible] নির্ব্বাণ করিয়াছেন। ঐ [illegible] ও পিপাসা [illegible] এবং [illegible] মাংস, হাস, [illegible] সহিত [illegible] করিয়া থাকে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—[illegible] এই সকল কথা [illegible] কুন্তী [illegible] যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন।

কুন্তী বলিলেন,—[illegible] জ্যেষ্ঠ হে [illegible]! তুমি আমার কথা শুন; এই [illegible]

[illegible] তুল্যো ভীমঃ ন কিং [illegible] রাক্ষসী।
[illegible] পাণ্ডব [illegible] জানামি॥)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বং হিড়িম্বে নাত্র সংশয়ঃ।
স্থাতব্যন্তু ত্বয়া ধর্ম্মে যথা ব্রূয়াং সুমধ্যমে॥১৬
স্নাতং কৃতাহ্নিকং ভদ্রে কৃতকৌতুকমঙ্গলম্।
ভীমসেনং ভজেথাস্ত্বং প্রাগস্তগমনাদ্ রবেঃ॥১৭
অহঃসু বিহরানেন যথাকামং মনোজবা।
অয়ন্ত্বানয়িতব্যস্তে ভীমসেনঃ সদা নিশি॥১৮
(প্রাক্ সন্ধ্যাতো বিমোক্তব্যো রক্ষিতব্যশ্চ নিত্যশঃ।
এবং রমস্ব ভীমেন যাবদ্ গর্ভস্য বেদনম্।
এষ তে সময়ো ভদ্রে শুশ্রূষা চাপ্রমত্তয়া।
নিত্যানুকূলয়া ভূত্বা কর্ত্তব্যং শোভনং ত্বয়া॥

যুধিষ্ঠিরেণৈবমুক্তা হৃষ্টা [illegible]।
ভীমমাদায় [illegible] পুরস্কৃতা॥
স্থিত্বা যুধিষ্ঠিরবাচি হিড়িম্বা ভীমসংশ্রয়া।
[illegible]॥
এবং প্রতিদিনং [illegible] হিড়িম্বা রাক্ষসী তদা।
[illegible] পুত্রং [illegible]॥
পাণ্ডবানাং [illegible] পর্ব্বতং তথা।
[illegible] তথা [illegible] চকার না॥
পাণ্ডবাস্তু ততঃ [illegible]।
যুধিষ্ঠিরঃ পুরঃ [illegible]॥
[illegible] পাণ্ডবাস্তথা।
[illegible]।
ততশ্চ পাণ্ডবাঃ [illegible]॥

ধর্ম্মের কথা তুল্য বলিয়াছেন। এই রাক্ষসী ভীমের প্রতি কামে আসক্ত হইয়াছে, সুতরাং সে ভীমের কি অনিষ্ট করিবে? যদি সুতোৎপত্তি পর্য্যন্ত ভীমের ভজনা করিতে পারা যায়, তবে সে তাহার ভজনা করুক।)

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে হিড়িম্বে! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সকলই সত্য; হে সুমধ্যমে! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিব, যদি আমি যেরূপ বলিব, সেইরূপ ধর্ম্ম পালন কর।১৬

হে ভদ্রে! যখন ভীমসেন স্নান ও আহ্নিক সমাপ্ত করিবে এবং মাঙ্গলিক বেশভূষা ধারণ করিবে তখন তুমি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভীমের সহিত বিহার করিবে।১৭

মনের ন্যায় বেগশালিনী তুমি দিবাভাগে ইহাকে লইয়া যথেচ্ছ বিহার কর এবং প্রতিদিন রাত্রিতে ভীমকে আমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে।১৮

(সন্ধ্যা উপস্থিত হইবার [illegible] বিলম্ব হইতে [illegible] করিবে এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমাদের নিকট রাখিয়া দিবে। [illegible] গর্ভধারণ [illegible] পর্য্যন্ত ভীমের সহিত [illegible]। এই নিয়ম পালন করত অপ্রমত্ত হইয়া তুমি ইহার শুশ্রূষা করিবে এবং নিত্য ইহার অনুকূল হইয়া ইহার হিত আচরণ করিবে।)

যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে পর, হিড়িম্বা [illegible] হইলেন। হিড়িম্বা যুধিষ্ঠির হইতে দূরে থাকিয়া ভীমের পশ্চাতে ও অর্জ্জুনের আগে আগে চলিতে লাগিল। নকুল ও সহদেব অর্জ্জুনের পিছনে চলিতে লাগিলেন। এইরূপ [illegible] পাণ্ডবগণ [illegible] তুমি [illegible] পৌঁছিলেন। তথায় [illegible] রাক্ষসী [illegible] পাণ্ডবগণের জন্য পর্ণশালা [illegible] এবং নিকটে ও [illegible] একটি কুটীর তৈয়ার করিল। পাণ্ডবগণ স্নান করিয়া তথা হইতে [illegible] ফলমূল [illegible] করিয়া [illegible]। [illegible] মুনি পাণ্ডবগণকে পূর্ব্বে [illegible]

যথা [illegible] যুক্তঃ রাক্ষসেন্দ্র রক্ষক ভব।
[illegible] কথা যুধিষ্ঠিরঃ কথয়ে পাণ্ডুনন্দনম্॥
যুধিষ্ঠিরাভ্যনুজ্ঞাতা রাজ্ঞা ভীমসেনমথাব্রবীৎ।

কুন্ত্যুবাচ।

যথা পাণ্ডুস্তথা মান্যস্তব জ্যেষ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ।
অহং ধর্ম্মবিধানেন মান্যা গুরুতরা তব॥
তস্মাৎ পাণ্ডুহিতার্থং মে যুবরাজ হিতং কুরু।
নিষ্ক্রয় [illegible] পরেণাপকৃতস্য চ।
[illegible] প্রতীকারং ন পশ্যামি বৃকোদর।
তস্মাৎ [illegible] যোগ্যকর্ম্ম কথিতঃ।
যেয়ং দুর্গাদিতঃ পারং [illegible] ক্ষণাদিদম্।
[illegible] দুঃখং ধর্ম্মবুদ্ধ্যা কুরোত্তম॥

দুষ্টৈর্বা যা মহাপ্রাজ্ঞ [illegible]।
যুধিষ্ঠিরং মাং চৈব বরয়ামাস ধর্ম্মতঃ।
ধর্ম্মার্থং দেহি পুত্রং ত্বং [illegible] কীর্তিতি।
প্রতিদানং তু [illegible] ভাবাজ্ঞায়ঃ কৃতং পুরা॥)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথেতি তৎ প্রতিজ্ঞায় ভীমসেনোঽব্রবীদিদম্।
শৃণু রাক্ষসি সত্যেন সময়ং তে বদাম্যহম্॥১৯
যাবৎ কালেন ভবতি পুত্রস্যোৎপাদনং শুভে।
তাবৎ কালং গমিষ্যামি ত্বয়া সহ সুমধ্যমে॥২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথেতি তৎ প্রতিজ্ঞায়(১) হিড়িম্বা রাক্ষসী তদা।
ভীমসেনমুপাদায় ঊর্দ্ধমাচক্রমে ততঃ॥২১

ও পার্শ্বেরাও আবদ্ধ করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ কুন্তী অধিক বিলম্ব করা অনুচিত ও হিড়িম্বার সকলে আলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে কুন্তী ভীমকে বলিলেন।

কুন্তী বলিলেন,—হে ভীম! মহারাজ পাণ্ডু যেমন তোমার মান্য ছিলেন, সেইরূপ তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরও তোমার মাননীয়। ধর্ম্মানুসারে আমিও তোমার অধিক গৌরবের পাত্রী ও মাননীয়া। সুতরাং হে পুত্র! তুমি পাণ্ডু ও আমার হিতের জন্য আমাদের কথা রাখ। [illegible] পাপী দুরাত্মা [illegible] আমাদের এই মহতী দেখিয়াছে। হে বৃকোদর! আমাদের এই সময়ে প্রতিকারের পথ উপায় দেখিতেছি না। কিন্তু হিড়িম্বা আবার এই দুর্গম বনে হইতে আমাদের বিনাশ করিয়া যাব থাকিতে পারি, তাহার ব্যবস্থা কর। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, হে মহাবাহু! বৃকোদর! আজ আমাদের অদৃষ্ট এখন ধর্ম্ম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। এই রাক্ষসী তোমাকে তোমার মনোমত বিনা হইলে অত্যন্ত এই বালিকা এবং যুধিষ্ঠির ও আমার কাছে তোমাকে পতিরূপে প্রার্থনা করিয়াছে। ধর্ম্মের অনুরোধে তুমি ইহাকে পুত্র প্রদান কর। এ আমাদের সেবা বিধান করিবে। আমাদের উদ্ধার করায় কোন প্রত্যুপকার তোমার কাছে চাই না।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—'তাহাই হউক' বলিয়া ভীমসেন মাতার কথায় প্রতিশ্রুতি দিয়া বলিলেন,—হে রাক্ষসি! আমি একটা সর্ত্ত রাখিয়া তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিব। হে সুন্দরি! হে সুমধ্যমে! যাবৎ তোমার গর্ভে পুত্র উৎপন্ন না হয়, ততদিন আমি তোমার সঙ্গে থাকিব ॥১৮-২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—'তাহাই হউক' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করত রাক্ষসী হিড়িম্বা ভীমকে লইয়া আকাশে উঠিল ॥২১

পাঠান্তর:—(১) প্রতিজ্ঞাত।

[illegible] পাপঃ [illegible] ।
ব্যাপ্যন্তি যদ্ যদি কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্তনাৎ ॥১৩৯

[illegible] যম তস্য ভবেৎ ক্বচিৎ ।
শ্রীকৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি শ্রীকৃষ্ণেতিবিনাদিনা ॥১৪০

চন্দ্র-সূর্য্যোপরাগেষু কোটিতীর্থং [illegible] ।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্তনাৎ ॥১৪১

[illegible] বেদতত্ত্বাদিপারকম্ ।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনাৎ যাতি [illegible] যথা ॥১৪২

মুক্তো যদি [illegible] ।
মুক্তো [illegible] শ্রীকৃষ্ণকীর্তনাৎ ॥১৪৩

[illegible] বিশোধ্যাস্তনিবর্ত্তনাৎ ।
শ্রোতারো [illegible] শ্রীকৃষ্ণ-
কীর্তনাৎ ॥১৪৪

যত মহাপাপ হয়, [illegible] যে পাপ দূরীভূত না হয়, তাহা কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই নাম কীর্তনে অবশ্য হয় ॥১৩৯

অন্য কোনও নাম কীর্তনে অমনি সন্তোষ হয় না, শ্রীকৃষ্ণ এই নাম কীর্তন করিলে যাদৃশ বোধ হয় ॥১৪০

কোটি চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণে যে ফল লাভ হইয়াছে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই নাম কীর্তনে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে ॥১৪১

শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] সর্ব্বশাস্ত্র [illegible] কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই নাম কীর্তনে নিবিষ্ট হয় ॥১৪২

যদি ব্রহ্মহত্যাদি পাপে যুক্ত হয়, তবে বহুকালের একবার শ্রীকৃষ্ণ নাম কীর্তনে মুক্ত হইয়া থাকে ॥১৪৩

অপবিত্র লোক [illegible] না করিলেও অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে [illegible] প্রাপ্ত হয় না ॥১৪৪

মুখে [illegible] ন জিহ্বা [illegible] ।
[illegible] কলিকালে [illegible] শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ॥১৩৪॥

[illegible] ।
[illegible] শ্রীকৃষ্ণ[illegible]কীর্তনম্ [illegible]

[illegible] মুখে [illegible] কীর্তিত ।
[illegible] শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ॥১৩৭॥

[illegible] ন জিহ্বা [illegible] ।
শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ [illegible] শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ॥১৩৮॥

শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টোত্তর[illegible] পঠেৎ ।
[illegible] ॥১৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টোত্তর[illegible] পঠেৎ [illegible] ।
[illegible] ॥১৪০॥

ইতি [illegible] শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টোত্তর[illegible] [illegible] ।

কলিকালে যে জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন করে না, সেই অধমের জিহ্বা মুখে থাকিয়া কাজ নাই, [illegible] ॥১৩৪

যে পুত্র [illegible] কুলে জন্ম [illegible] যে জিহ্বা প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্তন করে, সে [illegible] ॥১৩৬

যাহার জিহ্বা প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণের গুণ কীর্তন করে না, তাহার মুখে [illegible] জিহ্বারূপে কীর্তিত হয় ॥১৩৭

যে লোক 'শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' 'শ্রীকৃষ্ণ' এই নাম কীর্তন করে না, সেই লোকগণের জিহ্বা [illegible] বিকল হইয়া পড়িয়া রহিল ॥১৩৮

যিনি প্রাতঃকালে উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টোত্তর পাঠ করেন, তাঁহাকে আমি সর্বদা নমস্কার করি—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥১৩৯

শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টোত্তর ত্রিসন্ধ্যা যিনি পাঠ করেন, ইহলোকে সমস্ত কাম্য বস্তু ও পরলোকে পরম গতি প্রাপ্ত হন ॥১৪০